

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—o—

বঙ্গাব্দ ১৩২৯

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

—o—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত

২৪৩১ আপাব সাকুলার বোড,

.. কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

পদক ও পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের
জন্ত নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে,—

পদক

প্রবন্ধের বিষয়

- ১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী স্মরণ-পদক—জাতীয় জীবন গঠনে
বিজ্ঞেন্দ্রলালের স্থান।
- ২। ব্যোমকেশ মুস্তফী স্মরণ-পদক (ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক
ইতিহাসের উপকরণ। (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)
- ৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী স্মরণ-পদক—(খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার
জলবান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত লক্ষ ও তাহার সুনির্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।
- ৪। হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।
- ৫। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশ সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।
- ৬। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের ‘এষা’
কাব্য সমালোচনা।
- ৭। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক—(ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি
অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।
- ৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক—(খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে
নারী-চিত্র।
- ৯। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে “জরৎকারু”-চরিত্র।
- ১০। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক—বাঙ্গালা সাহিত্যে ‘সুরেশচন্দ্র’।
- ১১। স্মার গুরুদাস রৌপ্য-পদক—৫০টি অপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য
সংগ্রহ।
- ১২। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার (১০০)—শতপথ,
গোপন, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ
ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।
- ১৩। শশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫)—খৃষ্টধর্মে তত্ত্ববিদ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যিক। ২য় বিষয় পরিষদের
সমস্তগণের জন্ত, ৩য় বিষয় পরিষদের সাধারণ ও ছাত্রসভাগণের জন্ত, ৪র্থ বিষয় স্কুল-কলেজের
ছাত্রগণের জন্ত, ৮ম ও ৯ম বিষয় মহিলাগণের জন্ত এবং একাদশ বিষয় ছাত্র-সভাদিগণের জন্ত
নির্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সন্দেহাধাবণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। ৩০-এ আশ্বিন মধ্যে পরিষৎ-
সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রবন্ধগুলি পাঠাইতে হইবে। পরিষদের নির্দিষ্ট
পবীক্ষকগণ কর্তৃক পূর্বস্বাবে উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার
পাইবেন না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৫৩১ আপার মার্কার রোড, কলিকাতা

৩রা আষাঢ়, ১৩২৯।

শ্রীথগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

কতিপয় সম্ভব ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্ত একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ১৫০০, দেড় হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯ টাকা দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানজ্ঞ মহাশয় বাসকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-বিরচিত বিমলপ্রভা ব্যাখ্যা সমেত এবং নিজস্ব অল্প ও পদ্মানুবাদ সম্বন্ধিত ১৫০ খানি মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহারম্ ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয়কৃত পদ্মানুবাদ সমেত মহাকবি কালিদাসের পুষ্পবাণবিলাসম্ ১৫০ খানি দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় স্ববচিত ২৫০ খানি 'বৃন্দাবন-কথা' দান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কতকাংশ "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন-যাত্রীর পক্ষে এই পুস্তক অবশ্য পাঠ্য। নানা মন্দির ও দেবমন্দির চিত্র দ্বারা গ্রন্থখানি বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয় এই ভাণ্ডারে ৪০ খানি স্বপ্রকাশিত মূল, অল্প ও পদ্মানুবাদ সহ মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত প্রদান করিয়াছেন। মূল্য সমস্ত পক্ষে ৬০ ; শাণা-পরিষদের সমস্ত পক্ষে ৬০/০ এবং সাধারণের পক্ষে ১ এক টাকা।

এই সকল গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে জমা হইবে।

ঋতুসংহারম্	১৮
পুষ্পবাণবিলাসম্	১০/০
বৃন্দাবনকথা	১১০
মেঘদূত	১৮

সঙ্গীতরাগ-কম্পান্ড্রম

(ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনা)

কৃষ্ণানন্দ বাসুদেব রাগসাগর-বিরচিত

এই বৃহৎ সঙ্গীতের কোষ-গ্রন্থে ভাবতের প্রচলিত নানাভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাভী, মারাঠী, কর্ণাটা, তৈলঙ্গী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরব্য, পারস্য, পেশওয়ান, ইংরেজি ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান রহিয়াছে। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রায় ১৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং এই তিন খণ্ডে গানের সংখ্যা ১০৮৯২। এই সঙ্গীতের আলোচনাকারিগণের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড নাগরী-রকরে ও তৃতীয় খণ্ড বঙ্গারকরে মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্বে এই খণ্ডের মূল্য ৩০৮ নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু কার্য্য-নির্দ্ধাহক-সমিতি কর্তৃক এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্ত এবং সাধারণের সুবিধার জন্ত ৩০৮ টাকার স্থলে ১০৮ দশ টাকা নাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হিন্দী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ৮৮ ও বাঙ্গালায় (তৃতীয় খণ্ড) ১৮ টাকায় দেওয়া হইতেছে।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

২ নং বেথুন রো, কলিকাতা, ভারতমিহির প্রেসে শ্রীদর্শনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা ১ হইতে ২ নং ফর্ম্মা পর্য্যন্ত প্রবন্ধাংশ ও ১৮১১ নং ফকিরচাঁদ মিট্রের ষ্ট্রিট, কলিকাতা কাভ্যায়নী প্রেসে শ্রীবিজ্ঞাননাথ মিট্র দ্বারা কভার, বিজ্ঞাপন ও মাসিক কার্য্যবিবরণ ৩ ফর্ম্মা ৪১ হইতে ৬৪ পৃষ্ঠা মুদ্রিত।

HANDBOOK TO THE SOULPTURE IN THE MUSEUM OF THE BANGIYA SAHITYA PARISHAT. (WITH TWENTY SEVEN PLATES.)

BY

MANOMOHAN GANGULY, B.E., M. R. A. S., &C.

Hony. Supdt. Museum, Bangiya Sahitya Parishad.

মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে ৩৯; শাখা পরিষদের সদস্য পক্ষে ৩৫০; সাধারণের পক্ষে ৬৯

ন্যায়দর্শন (বাৎস্তায়ন ভাষ্য)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

গৌতমসূত্র বা ন্যায়দর্শন ও বাৎস্তায়ন ভাষ্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ১৩
প্রকরণ ও ১৩৭ সূত্রে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্তায়ন
ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিরতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।
৫২৬ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ২০, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২০।
এবং সাধারণের পক্ষে ৩৫০। এই গ্রন্থের প্রথম পণ্ডের মূল্য যথাক্রমে ১১০, ১৫০ ও ২১০।

সর্বসংবাদিনী

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়কৃত ভাগবত-সন্দর্ভে তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ
ভক্তি ও প্রীতি-সন্দর্ভ নামক যে ছয়টি সন্দর্ভ আছে, সর্বসংবাদিনী তাহাষ্ট প্রথম চ'বিটি
সন্দর্ভের অনুবাদ। বৈষ্ণব-দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব-সকল যাঁহাবা আগত হইতে সমুৎসুক,
পরিষদের এই নবপ্রকাশিত গ্রন্থখানি তাঁহাদের অবশ্য পাঠ্য। মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত ৩৬৬
পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে ১৫০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে
২৯ ও সাধারণের পক্ষে ২০।

মনোবিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত

শ্রীযুক্ত ডাঃ বজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনসী দার্শনিকগণের
অনুমোদনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক বঙ্গভাষায় এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।
ইহাতে পাশ্চাত্য দর্শনের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক সকল তথ্যই আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু
সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে মন সম্বন্ধে যে সকল বিচার বিশ্লেষণ আছে, তাহাও সন্নিবেশিত
হইয়াছে এবং বিষয়-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-দর্শনের উক্তি কতকপরিমাণে নিবন্ধ হইয়াছে।
যে সকল কলেজের ছাত্র সংস্কৃত-দর্শনমত নির্বিড় মার্গিত্য প্রবেশলাভ করিতে ইচ্ছা
করেন এবং সে সকল সংস্কৃতপাঠী ছাত্র মতদর্শন অবলম্বন করিয়া ইংরেজী মনোবিজ্ঞানের
বচায়-প্রণালী অধ্যয়ন করিতে সমুৎসুক, তাঁহাবা এই গ্রন্থে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।
ই. গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ ও তাহাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ ও শব্দহুচী প্রদত্ত
হইয়াছে। মূল্য—সদস্যপক্ষে—১৯, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—১০ ও সাধারণের পক্ষে—১১০।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির ।

ঊনত্রিংশ ভাগ]

[প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

—০—

সূচী

(প্রবন্ধের সমতামতের অন্ত পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ ...		১
২। বৈদিক ভাষায় স্বরের সূত্র—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ...		৯
৩। সভাপতির অভিভাষণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই ...		৪৩
৪। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাসিক কার্য্য-বিবরণ		

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে, তাঁহারা অন্তঃপ্রবেশপূর্বক

বঙ্গসাহিত্য সংবাদে সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কৰ্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পুরিষ্টি ও ত্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের জায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পবিত্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই চুই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভের স্পর্শা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ, তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিবর্তমানী, সদা প্রফুল্ল অক্লান্তকর্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্ৰকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ বাঞ্ছিত হইবে।

বন্ধুর নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অগ্রগৃহপূরক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অগ্রগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩১, আপার মাকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ

ভাষা-পাঠীগণিত (৩)

৩। কাঞ্চিনাথ প্রণীত ধীরমোহিনী অঙ্কার্য্য।

পুথিখানি অসম্পূর্ণ, মাত্র ৩৭ পাতা পর্য্যন্ত আছে; আকার ১২" X ৩"। গ্রন্থ গদ্য ও পদ্যে লিখিত। অক্ষরের ঊঁচ প্রায় ১৫০ বৎসব পুস্তক বলিয়া মনে হয়। গদ্য অংশে বাক্যে স্থানের ভাষা অনেকটা আধুনিক। গোলাবাট বামনগাঁও-নিবাসী শ্রীযুক্ত নীমকান্ত মোহান্ত মহাশয় ইহা দান করিয়াছেন।

আবণ্ড :-----

সৌরষায় নমঃ

ঈশ্বরায় প্রণামং শ্রীনিবাসং বাণীভাষণং ।

মঙ্গলং মঙ্গলানামং নমামি নন্দনন্দনং ॥

প্রণম্য পরমাত্মনং সর্ব্বেশং সর্ব্ববিগ্রহং ।

দীপ্যতে কাঞ্চিনাথেন অঙ্কার্য্য ধীরমোহিনী ।

(এক্ষা বিষ্ণু ইশ শেখ চন্দ্র একব নাম।) অখিনিকুমার ভূজ নেত্র পক্ষ পক্ষ এই সকলব নাম জুগ্মক কই। গুণ অগ্নি বাম ইত্যাদি নামে তিনিক কই। বেদ, বিধিবদ্ধ, জুগ্ম সিদ্ধ ইত্যাদির নামেরে চারি কই। বাণ প্রাণ হববক্তৃ ইত্যাদিব নামেবে পাঞ্চ কই। রস ঋতু কাল ত্রপুত্রের বদন ইত্যাদির নামেরো ছয় কই। তুবঙ্গ, স্তব মুনি অদি দ্বিপ ইত্যাদিব নামেরো সাতক কই। বসু, দিশ বিধি শ্রবণ ইত্যাদির নামেবো আটক কই। রক্ত, সিন্ধু ফণি ইত্যাদিব নামেরে নবক কই। দিশর নামে দশক কই। এইকপে লোক প্রসিদ্ধিযেবে ঋদাদি নামেবে একাদশাদিকো বুঝিবা। অত্র সংখ্যানামানি

একং দশং শতকৈব সহস্রং অজুতং তথা ।

লক্ষং চ নিযুতং চৈব কোটি অক্ষদমেব চ ।

বৃন্দং স্বকং নিখদং চ সঙ্খং পঞ্চং সমাগরা ।

অন্ত্যং মধ্যং পরাঞ্চয়্য পানমষ্টাদশং বিভূতং ।

দখিন হস্তর পরা বাম হস্তলৈ দশগুণ বৃদ্ধিরে এই সংখ্যানাম ক্রমে বুঝিবা ।

গ্রন্থখানি এইরূপে অধিকাংশ গদ্যেই লিখিত । মধ্যে মধ্যে অনেক অঙ্ক পদ্যেও দেওয়া আছে । জ্যোতিষচূড়ামনি ও কিতাবত-মঞ্জুরির অনেক অঙ্ক ইহাতে রহিয়াছে ।

ইহাতে পাটাগণিত ও পরিমিতির নানাবিধ অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে । যথা,—

চারি চারি চুয়াশিশ মাথে ।

চুকা চৌতুশ দিয়া তাতে ।

উপজে তাহাত জেহি জেহি অঙ্ক ।

অষ্টকোষ্ট করি জানিবা তঙ্ক

৪৪৪৪ এই পূর্যা ৩৪।০ এই পুরক হব আট কোট । যথা,—

মুনি অম্বর পাখা পাখা ।

বাণ চন্দ্র দিবা লেখা ॥

ঘোড়া ছিত দিবা রাম ।

প্রথম অংশে অঙ্ক ও দ্বিতীয় অংশে উত্তর অঙ্কাকারে প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ—

$$৪৪৪৪ \times ৩৪।০ = ১৫২২০৭$$

শেষ পঙক্তিতে ১৫২২০৭ \times ৭৩ অঙ্ক । ইহার উত্তর ১১১১১১১

নবগ্রহ অষ্ট বসু সপ্ত সাগর সড় রস বাণ বেদ রাম করৌ ভাসিতানি নবাস্তক অঙ্ক ইহাকে জান ।

অষ্টাদশ পোনে হরি পুরি আন । কোঠার এহিসে নাম, অর্থাৎ—

$$১৫২২০৭ \times ৭৩ = ১৮৭৬৫৪৩২ \times ১৮।০ = ১১১১১১১১$$

১৮৭৬৫৪৩২ ইহাকে নবাস্তক অঙ্ক বলা হইয়াছে ।

জুগ বহি ত্রি ষোটক জান ।

সড় রস হরসুত মুখ জান ॥

বসু বেদ চন্দ্রে পুরিবা ।

নবাস্তক অঙ্ক তাতে লভিবা ॥

$$\text{অর্থাৎ—} ৬৬৭৩৩৪ \times ১৪৮ = ১৮৭৬৫৪৩২$$

সসি রাম বাণ অষ্ট বসু স্তম্ভ কর বেদ

সড় রস নবগ্রহ সসি কর জান ।

কহয় গোকুলচান্দে ভাগিলা বিধান

এক পোন দশ বটে হরি পুরি আন ॥

$$\text{অর্থাৎ—} ১৫৮০২৪৬৯১২ \times ২।।০ = ১১১১১১১১$$

দোগটা মনুষ্য গৈল বাণিজ্যক মনে ।

কিছু কিছু ধন নিলে পরম জতনে ॥

লেখিয়া চাহিলে ছয়ো জাহান্তে পথত ।
 তিনি গোটা বড়া তৈল একর হাতত ॥
 জত জত টকা নিয়া বাণিজ্য করিলা ।
 একৈকত তত লাভ দুই হস্তো লভিলা ॥
 পথগৃহে আসি ছয়ো লেখিয়া চাহিল ।
 একাধিক সাত কুড়ি (একর বাড়িল ?) ॥
 কহিবো কায়স্থ সব পরম জতনে ।
 কোনে কত ধন নিলে বাণিজ্যক মনে ॥

অনাক্রম । পূর্বক বড়া ৩ রূপোর অন্তর বড়া ১৪১ রূপক হরি লক্ষ ৪৭ জি পাই তার হারক ৩ক কাটিব ৪৪ হব । এই আকে ছয়ে হরিব লক্ষ জি পাই ২২ ভাকর ভাগত রূপ সেই মান পূর্বর । তাতে তিনি জুড়িব । অধিক ভাগত রূপ সেই মানে । এই ক্রমে অধিক তাহারত বুজিবা ।

অঙ্কটি এই :—দুইজনে বাণিজ্য করিতে গেল । ১ জন অপেক্ষা অপর জনের ৩ টাকা অধিক মূলধন ছিল । প্রত্যেকে নিজ নিজ মূলধনের দ্বিগুণ লাভ করিল । বাণিজ্যের শেষে উভয়ের মোট টাকা ১৪১ হইল । প্রত্যেকের মূলধন কত ছিল ?

উপপত্তি :— $(২৪২ - ৩) \div ২ = ২২$ এক জনের মূলধন ।

$২২ + ৩ = ২৫$ অপর জনের মূলধন ।

৪টা দেউলে মানিরে পুষ্প দিব লাগে । ধুলে ছন হই । তুলিব কেতেটি পুষ্প দিব কেতুটিকরি করনিতো থাকিব না লাগে ।

অনাক্রম । ৫ ভাগ ছন বড়ার শেষর ভাগ ছনার সঙ্গে পুষ্প দিব জি হয়ে পরা ছন বড়াই তাকে দিয়া পুষ্পক কাটিব জি সেস রহে সেই মান পুষ্প তুলিয়া আনিব লাগে । যদি বোলে দৌল ৪টা দিব লাগে ৪টাকে ধুলে ছন হই করনিতো থাকিব না লাগে ।

অনাক্রম । চারির অর্দ্ধ লব ২ আরো অর্দ্ধ লব ১ আরো অর্দ্ধ লব ১০ আরো অর্দ্ধ লব ১০ চারিরা ভাগক মূট করিব ৩১০ এই তিনি কাবোন তিনি চক পুষ্প তুলিব ।

অঙ্ক :—চারিটি শিবমন্দির ; প্রতি মন্দিরে শিবপূজার পূর্বে পুষ্প ধুইলে, উহা দ্বিগুণ হয় । প্রতি মন্দিরে সমানসংখ্যক পুষ্প দিয়া শিবপূজা করিলে শেষে পুষ্পের অবশেষ কিছু থাকিবে না । কতটা পুষ্প চয়ন করা হইয়াছিল ?

এইকারের উপপত্তি এইরূপ :—যদি চারি কাহন পুষ্প দিয়া প্রতি মন্দিরে পূজা করিতে হয়,

তবে— $৪ \times \left\{ \frac{১}{২} + \frac{১}{৪} + \frac{১}{৮} + \frac{১}{১৬} \right\} = \frac{১৫}{৪} = ৩৮$ কাহন পুষ্প চয়ন করিতে হইবে ।

ধরা হউক, ৪ সংখ্যক পুষ্প তোলা হইয়াছিল ও ৩৮ সংখ্যক পুষ্প দ্বারা প্রতি মন্দিরে পূজা করা গিয়াছিল, তাহা হইলে—

$$[2\{2(2x-x)-x\}-x]-x=0$$

$$\begin{array}{r} \frac{x}{2} + x \\ \hline \frac{3x}{2} + x \\ \hline \frac{5x}{2} + x \\ \hline \frac{7x}{2} + x \\ \hline \end{array} = x \times \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right\}$$

$$\therefore \frac{k}{x} = \frac{15}{16}$$

অতরাং যদি ১৬টি পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হয়, তবে ১৫টি ফুল তুলিতে হইবে।

এক মহারাজা এক(ক)স ব্রাহ্মণক একমাসটল প্রত্যেক প্রথম দিনর পরা একোটা রূপ দিলে। তার পরা এক বৃদ্ধি করি দিলে। কেতেক রূপ লাগে।

অনাক্রম। তৃত্ত এক বচাব তৃত্তর অর্দ্ধেরে পুরিব জি ছই এক(ক)টা লৈ সেই মান লাগে তাকে এক(ক)সরে পুরিলে জি ছই এক(ক)স ব্রাহ্মণলৈ সেই মান রূপ লাগে।

অর্থাৎ এক মহারাজা ১০০ ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে ১ম দিন ১ টাকা হিসাবে, ২য় দিন ২ টাকা হিসাবে, ৩য় দিন ৩ টাকা হিসাবে এবং পরবর্তী দিনসমূহে এইরূপে ক্রমবদ্ধিত করিয়া ৩০ দিন পর্যন্ত দক্ষিণা দান করেন। দক্ষিণা মোট কত টাকা হইয়াছিল? বলা বাহুল্য, গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি বিগত। উহা এই,—

$$\text{দক্ষিণা} = (৩০ + ১) \times \frac{৩০}{২} \times ১০০ \text{ টাকা।}$$

গ্রন্থকারপ্রদত্ত Arithmetical ও Geometrical Progression এই গ্রন্থে তেবেজিয়া অঙ্ক বলা হইয়াছে। নিম্নলিখিতভাবে উহাদের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে,—

আজি ১ কালি ২ কালি ৩ কালি ৪ অথবা আজি ২ কালি ৪ কালি ৬ কালি ৮ এই ক্রমে জেতিটির কৈকি বঢ়ালো হোক আনিব ক্রম।

আদির ভাগকে অন্তর ভাগকে মুট করিব। জেতি দিনর সংখ্যা কহে, তার অর্দ্ধেরে পুরিব। এতেকে তেরেজ হই। বোলে জদি অধিক দিনর শেষ ভাগ কি কৈ পাব। প্রথম দিনত জি বোলে সেয়েরে সেস দিনক পুরিব জি হরি শেষ দিনর সেই সংখ্যা।

অঙ্ক :— $k + ২k + ৩k + ৪k + \dots = \text{কত?}$

গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি :—যদি পদসংখ্যা (number of terms) n ধরা হয়, তাহা হইলে শেষ পদ n ক এবং পদসমূহের—

$$\text{যোগফল} = \frac{k + nk}{2} \times n$$

হুনিয়া কৈ বচাব আজি ২ কালি ৪ কালি ৮ কালি ১৬ অথবা আজি ৩ কালি ৬ কালি ১২ এই ক্রমে জিহরে পরা কি হুনা নোহোক আনিবার ক্রম।

শেষর ভাগকে ছুয়ে পুরিব জিহরে পরা ছনো বচাই তাকে কাটিব এতকে তেরেজ হই। যদি বোলে অধিক দিনর সেশ ভাগ কি কৈ পাব তাক কহো। ছই দিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে চারিদিনর চারিদিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে, আট দিনর হই তিন দিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে ছ দিনর হই।

$$\text{অঙ্ক :—} \quad ৩+৬+ +১২+২৪ \dots +৩২ \quad n-১$$

পদসংখ্যা n হইলে শেষভাগ বা শেষপদের অঙ্ক $৩ \times ২^{n-১}$ হয়। ইহাকে n বলা হউক
 গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি $n \times ২ - ৩$

সাধারণ নিয়মামুসারেও ইহাই হয়, এতদমুসারে,—

$$\begin{aligned} \frac{৩(২^{n-১})}{২-১} &= ৩ \times ২^{n-১} \\ &= (৩ \times ২^{n-১}) \times ২ - ৩ \\ &= n \times ২ - ৩ \end{aligned}$$

ছই কত্কা দোকানে গৈল।

বজ্জ কিনিবাক ইচ্ছা ভৈল।

কাবোন কড়ি বজ্জক পাই।

পুয় কাবোন এক জনিরো নাই।

এজনি মাতিলে এ জনিক।

ভোমার ছতাগর এভাগ দিয়া বাই।

মোরে সহিতে এ কাবোন হব।

মহারজে আমি বজ্জক লব।

অপর জনিরে বুলিলে বাক।

জিতাগর ভাগক দিয়ো আমাক।

আমার বিত্তেকে এ কাবোন কৈই।

পসারিক দিয়া বজ্জ আবো লৈই।

কোন জনিত কত বিত্ত পাই।

গণি কহিবো কারস্থ ভাই।

অঙ্ক :—একখানি কাপড়ের দাম ১ কাহন কড়ি। বক ও n ছইজনে উহা কিনিতে চায় ; কিন্তু কাহারও নিকট সম্পূর্ণ ১ কাহন কড়ি নাই। বক n কে বলিতেছে, ভোমার কড়ির অর্ধেক আমাকে দিলে আমার ১ কাহন হয়। ইহাতে n বকে বলিল, ভোমার কড়ির এক-তৃতীয়াংশ আমাকে দিলে আমার এক কাহন হয়—কাহার কত কড়ি ছিল?

১. বর্গমূল বাহির করিবার নিয়ম :—

সজাতির অঙ্ক সমূহক দ্বিখিন হাতের পরা বাম হস্তেলে বিসম সমষ্টে লেখিব অঙ্কর বিসম ভাগত হারককে লককে সমষ্টেলে হরিব। * * লকক রাখিব সেই লকক দুইয়ে পুরি দখিনর সমভাগর তলত হরেক করি রাখিব। তারে হরি দ্বিতীয় লক লব। সেই লকর বর্গক দখিনর সমভাগ কাটি দ্বিতীয় লকক দুয়ে পুরি বর্গকটা ভাগর তলত হারক করি রাখিব পুহু সেই হারককরে হরি তৃতীয় লক লব। তৃতীয় লককরে বর্গ অপর ভাগত কাটি দুই পুরি হারকৈ কটা ভাগর তলত রাখিব, এই ক্রমে হরিলে জি লক পাই তাকে মূল বলি। পং ৩৭

নিয়মটি লীলাবতীর নিয়মের অনুরূপ। কিন্তু লীলাবতীর নিয়মের জটিলতাটুকু ইহাতে নাই। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বর্তমান গ্রন্থের নিয়মটি পরিস্ফুট হইবে। উদাহরণটি লীলাবতী হইতে প্রদত্ত হইল।

$$\begin{array}{r}
) ৮৮২০১ (২৯ \\
 ২২ = \frac{৮}{৮৮২} \\
 ৮ \times ২ = ১৬ \\
 \frac{১২২}{১২} \\
 ১২ \times ৮ = ৯৬ \\
 \frac{৮১০২}{৮৮ \times ৭ = ৬১৬} \\
 \frac{৮২}{৮২} \\
 \frac{০}{০}
 \end{array}$$

বাঙ্গালার ৪ হাতে এক কাঠা বা দণ্ড ধরা হয়। বর্তমান গ্রন্থে মানদণ্ডের পরিমাণ ৬ হাত ধরা হইয়াছে। আসামে বর্তমানে প্রচলিত মানদণ্ডের সহিতও ইহার সাদৃশ্য নাই। আসামের মানদণ্ডের পরিমাণ ৮ হাত; ইহাকে সাধারণতঃ ১ লেচা বলা হইয়া থাকে। ১ লেচা দীর্ঘ ও ১ লেচা প্রস্থ জমিকে ১ লোচা বলে। ২০ লেচা দীর্ঘ ও ২০ লেচা প্রস্থ অর্থাৎ ৪০০ বর্গলেচা ভূমিখণ্ডের নাম এদেশে ১ পুরা। বর্তমান গ্রন্থে মানদণ্ডকে বেরো, কিন্তু বর্গবেরোকে লোচা এবং ৪০০ বর্গ বেরো জমির নামও এক পুরা বলা হইয়াছে। বর্তমান সময়ে আসামে প্রচলিত ১ পুরা বঙ্গদেশের ৪ বিঘার সমান; কিন্তু ধীরমোহিনীর পুরা ২৮ বিঘার সমান।

ধীরমোহিনীর দৈর্ঘ্য পরিমাণ

$$১২ কেশে ১ তৃণ = ১৮''$$

$$২ তৃণে ১ ধান = ৮''$$

$$১২ তৃণে বা ৬ ধানে ১ অঙ্গুল = ৪''$$

$$১২ অঙ্গুলে ১ বিঘতে = ২''$$

$$২ বিঘতে ১ হাত = ১৮'' = ১ ফুট$$

$$১২ বিঘতে বা ৬ হাতে ১ মানদণ্ড = ৩ গজ$$

চারি পাসে সমভূমি লখি ।
 মানদণ্ডে আনিব জুখি ।
 একহি পাসে যতেক পাই ।
 আবর পাসে তাক পুরা চাই ।
 চতুর্থ সতে হরিবা ভাগ ।
 লক্ষক পাই ভূমিক লাগ ॥

অর্থাৎ সমচতুর্কোণ ভূমিখণ্ডের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মানদণ্ড-সাহায্যে মাপিয়া উহাদের গুণফল লইয়া তাহাকে ৪০০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে, তাহাই ঐ ভূমিখণ্ডের 'পুরা' অভিহিত বর্গফল বা পরিমাণ ।

পঞ্চালিয়ে এ বেষ্ট দীর্ঘে ও ১ বেবো সেয়ে লোচা হই পঞ্চালিয়ে ১ বেবো দীর্ঘে ২০ বেবো তাকে কচা বোলে । প্রস্থে ১ বেবো দীর্ঘে ১০০ বেবো হলে তাকে পোবা বলে । প্রস্থে ১ বেবো দীর্ঘে ৪০০ বেবো তাকে পুরা বোলে ।

অর্থাৎ ১ বেবো বা মানদণ্ড \times ১ মানদণ্ড = ১ লোচা = ৯ বর্গগজ

১ " \times ২০ " = ১ কচা = ১৮০ বর্গগজ

১ " \times ১০০ " = ১ পোবা = ৯০০ "

১ " \times ৪০০ " = ১ পুরা = ৩৬০০ "

বাঙ্গালার বিবিধ ক্ষেত্রের সংজ্ঞা রহিয়াছে । যথা, বিঘা, কাঠা ও ধূল ।

১ বিঘা = ১৬০০ বর্গগজ

১ কাঠা = ৮০ বর্গগজ

১ ধূল = ৪ বর্গগজ ।

১ গণ্ডা' = ১৮" \times ১৮" = ৩২৪ বর্গ ইঞ্চি

১ কাগ = ৬" \times ৬" = ৩৬ বর্গ ইঞ্চি

এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রের কোন সংজ্ঞা আমরা ব্যবহার করি না ; বর্তমান এহে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেরও কয়েকটি সংজ্ঞা আছে—

"আর্য্য :—হাতে হাতে পুরিলে ৪ আঙ্গুল

হাতে বেগতে ২ আঙ্গুল

' বেগতে বেগতে ১ আঙ্গুল

বেগতে আঙ্গুলে ১ তৃণ

বেগতে ধানে ২ কেশ

আঙ্গুলে আঙ্গুলে ১ কেশ

আকে ছহতিয়া বেবব মুরত বহে বুলি বুঝিবা ।

অর্থাৎ

$$৪ আঙ্গুল (ফেত) = ৩২৪ বর্গইঞ্চ = ১৮'' \times ১৮''$$

$$১ \quad \quad \quad = ৮১ \quad \quad = ৯'' \times ৯''$$

$$১ ত্রণ \quad \quad = ৬৪ বর্গ ইঞ্চ = ৮'' \times ৮''$$

$$১ কেশ \quad \quad = ১৬ বর্গ ইঞ্চ = ৪'' \times ৪''$$

এছে সমচতুর্কোণ ছাড়া আরও নানাবিধ জমিব কাণি করিবার নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে, যথা,—তাই প্রকার বিষম চতুর্ভুজ, সমত্রিকোণ, সমদ্বিকোণ, অসমত্রিকোণ, কুণ্ডলাকার, ত্রুণ আকার, মৃদঙ্গাকার, সর্পাকার, দণ্ডর আকৃতিবিশিষ্ট ইত্যাদি । এঃখের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই নিয়ম বিস্তৃত হয় নাই । নিম্নে তত একটি উদাহরণ দেওয়া হইল,—

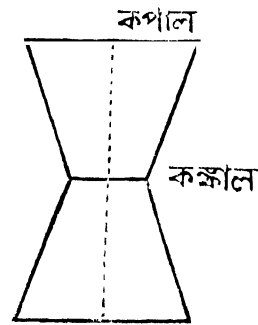
সম তিনি চুকিয়া ভমির কথা । তিনি বো কানে একড়ি একড়ি । ক্রম । এফলের অন্ধেরে এফালক পুবিব ।

অঙ্ক :—সমবাত ত্রিভুজের প্রতি বাতব পরিমাণ কুড়ি, ক্ষেত্রফল কত ৭ গছকারের নিয়ম এত বাত অঙ্কদ্বারা অপব এক বাতকে পূরণ কব, ই পূরণফলই ফলফল । বলা বাতলা, ইহা শুদ্ধ নয় ।

তৃদক আরতি ভমি । ত্রয়েকপালক জুড়িব তাতে

কঙ্কালকো জুড়িব ত বে হবিব দৌর্ঘেরে পবিব ।

তৃদক উভয় মূখের নাম কপাল ও সংক্ষিপ্ত মধ্যভাগের নাম কঙ্কাল । নিয়ম :—তই কপাল ও কঙ্কাল পরস্পর যোগ করিবা ও দ্বিরা ভাগ কব । ভাগফলক ত্রুণের দৈর্ঘ্য । তই কপালের পরস্পর দুবত দ্বাৰা দণ্ড কবিলে ত্রুণকল কাণি পাওয়া যাইবে । ইহাও এক বিস্তৃত নয় ।



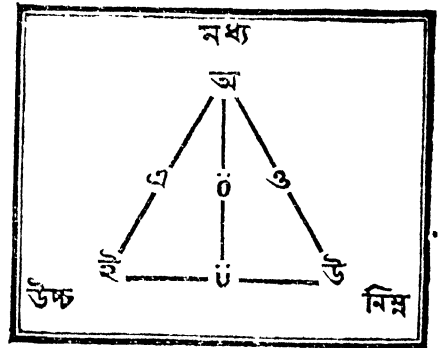
শ্রী বারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর *

অকীৰ্ত্তন সংস্কৃতে হ্রস্ব ও দীৰ্ঘ ভেদে স্বর দ্বিবিধ, ইহাদের যথাক্রমে এক ও দুই মাত্রা। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে ইহাদিগকে যথাক্রমে লঘু ও গুরু বলা হয় : হ্রস্বস্বরও যুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী হইলে স্থিতিজন্ত গুরুত্ব প্রাপ্ত হইত, এবং পদের অবসানে স্বর ইচ্ছানুসারে গুরু বা লঘু হইত। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে কেবলমাত্র এই গুরু ও লঘু স্বরের সহিত পরিচিত। প্রাতিশাখ্যে লঘু স্বরের এক মাত্রা ও গুরু স্বরের দ্বিমাত্রা বিহিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার স্বর প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে, তাহার তিন মাত্রা। এই স্বরকে প্লুত স্বর বলা হয়। বৈদিক ভাষাতেই প্লুত স্বর ছিল; স্ততরাং ছন্দোগ্রন্থে ইহাব নাম নাই। মাত্রা অনুসারে বেদেব ভাষায় স্বরের আরও এক প্রকার বিভাগ হইত। তাগতে মাত্রাব ভগ্নাংশ হইত। উদাহরণ-স্বরূপ স্বরভক্তির উল্লেখ করা যায়। একচাৰ্য্য যুক্তবর্ণেব মন্যে সরনামাত্রাব ভগ্নাংশ-বিশেষের উচ্চারণ দ্বারা যুক্তবর্ণের সরলত সম্পাদন প্রাতিশাখ্যে অনুমোদিত। ঋক্-প্রাতিশাখ্যের মতে এষ্ট আগম স্বর বা স্বরভক্তির অক্ষ বা এক-চতুৰ্গ মাত্রা। এই উপায়ে ‘ইন্দ্র’ শব্দ ‘ইন্দ্র’ হয়।

মাত্রা বাতীতও স্বরের উচ্চাচ অনুসারে অপর এক প্রকার বিভাগ আছে। হারমোনিয়মে যে সপ্ত স্বর লইয়া সুরগ্রাম, তাহার প্রত্যেক পরবর্তী স্বর পূৰ্ব্ব স্বর অপেক্ষা উচ্চ। যথা—‘সা—রে—গ—ম—প—ধ—নি’। আমরা সাধাৰণ কথায় বলি, পুণ্ড্রের গলা মোটা ও জীলোকের গলা মিহি। বস্তুতঃ পান্দ্র মিহি স্বরষ্ট উচ্চ স্বর এবং বমণীকণ্ঠ পুরুষকণ্ঠ অপেক্ষা স্বভাবতঃ উচ্চ। স্বর উচ্চ হইলেই ফোণ হয়, মোটা হয় না। ক্রোণ-ব্যঞ্জক সালুনাঙ্গিক স্বরও উচ্চ স্বর; সেই জন্ত কেহ চটিলে আমরা বলি ‘গলা সপ্তমে উঠিয়াছে,’ অর্থাৎ খুব উচ্চ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে কতিপয় স্বর স্বভাবতঃই উচ্চ এবং কতিপয় স্বর স্বভাবতঃই নিম্ন। স্বভাবতঃ ‘ই’ সর্বোচ্চ, ‘উ’ সর্বনিম্ন, এবং ‘অ’ মধ্যবর্তী স্বর। পার্শ্বের

চিত্রে স্বাভাবিক স্বরের উচ্চাচ প্রদর্শিত হইল। চিত্রে প্রদর্শিত সাতটি স্বরকে প্রাথমিক স্বর বা Primary vowels বলা হয়। এই প্রাথমিক স্বর-বিভাগের সহিত প্রসিদ্ধ শাব্দিক হেনরী সুইটের (Henry Sweet) নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। সম্মুখ, পশ্চাৎ ও মধ্য হিসাবে তিনি ৩৬টি স্বরের নামকরণ করিয়াছেন। আমরা এক্ষেত্রে সে আলোচনা



করিব না। তবে ঊ ও ঔ স্বরের কথা বাদ দিলে চলে না। জৰ্মান ভাষায় এই দুই স্বরের উচ্চারণ আছে। জৰ্মান ভাষায় যে Müller লেখা হয়, তাহার উচ্চারণ কেহ কেহ করেন

‘সুন্দর’, কেহ কেহ করেন ‘বৈন্দর’। প্রকৃত উচ্চারণ ‘উ’ এবং ‘এ’র মধ্যবর্তী। এইরূপ জার্মান schön শব্দের ঠ বর্ণের উচ্চারণ না-‘ও’, না-‘এ’। স্বাভাবিক হিসাবে যে উচ্চ-নিম্ন উচ্চারণ, তাহার আপেক্ষিকভাবে বিভিন্নতা আছে। যে ব্যক্তির স্বাভাবিক উচ্চারণ স্বরধ্বনীর তৃতীয় পর্দায় আরম্ভ হয়, তাহার স্বরের উচ্চতা পঞ্চম পর্দা পর্যন্ত উঠে। সুতরাং তৃতীয় হইতে পঞ্চম পর্দা পর্যন্ত তাহার স্বরের মাত্রা বা standard. সুতরাং স্বাভাবিকভাবে উচ্চ-নিম্ন স্বর ও আপেক্ষিক ভাবের উচ্চ-নিম্ন স্বরে প্রভেদ আছে। সঙ্গীতের স্বরও সাধারণতঃ আপেক্ষিকভাবে উচ্চ। বেদে যে স্বরের উচ্চ-নিম্নতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও এই আপেক্ষিক উচ্চতা।

উচ্চ নিম্ন ক্রমে বেদে ত্রিবিধ স্বর—উচ্চৈশ্ব উদাত্তঃ, নীচৈশ্ব অমুদাত্তঃ, সমাহারঃ স্বরিতঃ। অর্থাৎ উচ্চ স্বর উদাত্ত, নিম্ন স্বর অমুদাত্ত এবং উচ্চ ও নিম্ন স্বর একত্র হইলে স্বরিত। প্রাচীন গ্রীক ভাষার স্বরিত স্বরের অমুরূপ এক প্রকার tonic accent ছিল; তাহাকে circumflex accent বলা হইত। আধুনিক গ্রীকভাষার বা অল্প কোনও আৰ্য্য ভাষার বেদের স্বরের ভাৱ সুর বা tone নাই। আমেরিকার আদিম নিবাসিগণের ভাষার ও চীনদেশের ভাষার এখনও এই সুর বা pitch-accent আছে। আধুনিক আৰ্য্য ভাষাসমূহে stress-accent বা অক্ষর-বলি আছে। যেমন ইংরাজী conduit (noun) ও conduct (verb)। বাংলাতে এই অক্ষর-বলি আছে; যেমন,—আটা (ময়দা), আটা (গদ); কড়ি (shell), কড়ি (beam); ছোঁড়া (যুবক), ছোঁড়া (নিষ্কেপ করা); গান (গান করুন), গান (গীত); বিয়ে (বিবাহ), বিয়ে (B. A.); ইত্যাদি।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রত্যেক ভাষার পর্যায়ক্রমে স্বরের সুর ও অক্ষর-বলির অধিকার হয়। অর্থাৎ এককালে যে ভাষার স্বরের সুরের প্রাধান্ত থাকে, পরবর্তীকালে সেই সুরের অক্ষর-বলির প্রাধান্ত ঘটে। প্রাচীন গ্রীকভাষার স্বরের সুর ছিল; তৎপরে তাহার স্থানে অক্ষর-বলি আনিয়াছে। ফরাসী ভাষার অক্ষর-বলির পরিণামে কোনও কোনও সামান্য সুরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে, আদিম আৰ্য্যভাষার (Primitive Indo-European) এককালে প্রবল অক্ষর-বলি ছিল; তৎপরে স্বরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই সুর বৈদিক ভাষার অক্ষতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে।

যে ভাষার সুরের ব্যবহার হয়, সে ভাষার অক্ষরের লোপ সহজে হয় না; কিন্তু বলিপ্রধান ভাষার প্রতি-বিনিষ্ট অক্ষর ব্যতীত অল্প অক্ষর বহু স্থলে লোপ পায়। এই অল্প প্রাচীন গ্রীক ভাষার বেরূপ শব্দসমূহ অক্ষতসহে সংরক্ষিত থাকিত, লাতিন ভাষার তাহা হয় নাই।

এই স্থানে প্রাচীন ভাষার স্বর আলোচনার ইতিহাসের একটু আভাস দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জ্যাকব গ্রীম (Jacob Grimm) তদীয় বিখ্যাত জার্মান ব্যাকরণে যে ব্যাকরণ-নিয়ম প্রণয়ন করেন, তাহাতে বহু ব্যতিক্রম ছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়,—প্রাচীন লিপ্যন্তর-বিধি অনুসারে আদি আৰ্য্যভাষার প্রথম বর্ণ স্থানে গবিক ও ইংরাজী ভাষার

দ্বিতীয় বর্ণ হয়, যেমন—পঙ্কিত ‘ত্রয়ঃ’=গণিক ‘ত্রেইস্’=ইং three; সংকৃত ‘তৃণ’=গণিক ‘থোউগুন্স্’=ইং thorn; সংকৃত ‘পিতৃন্’=গণিক ‘ফাদর্’=ইং father; ইত্যাদি।
 ঐশ্বর্যের এই ঐশ্বর্যজনিক বিধি আবিষ্কারের পর, ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা আলোচনা চলিতে থাকে। তাঁহার বিধির অনেক ব্যতিরেক ছিল। সর্বত্র সমভাবে তাঁহার বিধির প্রভাব দেখা যায় নাই। নানা পণ্ডিতের আলোচনার ক্রমে ক্রমে এই সকল ব্যতিরেকের কারণ নির্ণয় হইয়া যায়। তাঁহার মধ্যে স্বরপ্রভাব এক প্রকার ব্যতিরেকের কারণ বলিয়া আবিষ্কৃত হয়। এই বিধি বা উপবিধির আবিষ্কারী বর্ণর (Verner)। ইনি দেখিলেন যে, মূল আৰ্য্যভাষার শব্দে যে-সকল স্পর্শবর্ণের পূর্বস্বর স্বরবান্ ছিল, সেই সকল স্পর্শবর্ণই (ক, ত, প) ঐশ্বর্যের বিধির প্রভাবের অধীন, অর্থাৎ সেই সকল স্থলেই ঐশ্বর্যের বিধি অল্পসারে প্রথম বর্ণ স্থানে দ্বিতীয় বর্ণ ও দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ ও তৃতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ হয়। এই অল্প সংকৃত ‘পিতা’=গণিক fadar, কিন্তু সংকৃত ‘ভ্রাতা’=(brother). প্রথম উদাহরণে স্বরপ্রভাবে ‘ত’ স্থানে ‘দ’ ও দ্বিতীয় উদাহরণে পূর্বস্বর প্রভাবে ‘ত’ স্থানে ‘থ’ হইয়াছে।

স্বরিত স্বর

স্বরিত স্বরের প্রকৃতি লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। ঋক্-প্রাতিশাখ্যের মতে স্বরিতের আশ্রয়-রূপ অক্ষরের প্রথমার্দ্ধ উদাত্ততর অর্থাৎ উদাত্তস্বর অপেক্ষাও উচ্চ, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ অল্পদাত্ত। অল্প প্রাতিশাখ্যের মতে প্রথমার্দ্ধ উদাত্ত ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ অল্পদাত্ত; উভয়ের সমাহার বা একত্র মিলনে স্বরিত স্বর। অল্প কথায় বলিতে গেলে আশ্রয়াক্ষরের মাত্রা যদি এক হয়, তবে প্রথম অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত (বা ঋক্-প্রাতিশাখ্যে উদাত্ততর), এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধমাত্রা অল্পদাত্ত। অক্ষর দ্বিযাজ বা ত্রিযাজ হইলেও বিশ্লেষণে সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। সুতরাং স্বরিত স্বরকে স্বাধীন স্বর বলা যায় না। উদাত্ত ও অল্পদাত্তের একত্র সমাবেশেই সাধারণতঃ স্বরিতের উৎপত্তি। উৎপত্তির ক্রম অল্পসারে স্বরিত স্বর চতুর্বিধ :—কৈপ্র, জাত্য বা নিত্য, প্রলিট ও অতিনিহিত।

১। উদাত্ত স্বরবিধিষ্ট ই ঐ বা উ উ স্থানে সন্ধিতে য বা ব হইলে উদাত্ত ও অল্পদাত্তের একত্র সমাবেশে কৈপ্র স্বরিত উৎপন্ন হয়। বি+আপ্ত=ব্যাপ্ত; অল্প+অন্তর=অল্পন্তর।

২। যদি ঐ প্রকার সন্ধিতে উৎপন্ন য বা ব কোনও শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়, অর্থাৎ সন্ধি যদি নিত্য সন্ধি হয়, তাহা হইলে উদাত্ত ও অল্পদাত্তের একত্র সমাবেশে জাত স্বরিতকে ‘জাত্য’ বা ‘নিত্য’ স্বরিত বলা হয়। কৈ (কৈ), য় (য়), জকৈ (জিকৈ), যুক্ত, (যুক্তি, কটী (কটী), নদ্য (নদ্য), তদ্য (তদ্য)। এই সকল স্থলে সন্ধির বিচ্ছেদ হয় না।
 অপরদিকে ‘জাত্য’ শব্দের বহু স্থানে কৈপ্র ও জাত্য স্বরিতের উৎপত্তি

৩। সন্ধিতে সর্গ পরে থাকিলে বখন পূর্ববর্তী উদাত্তবান্ সুরের দীর্ঘতা হয়, অথবা বখন সন্ধিৎকল এ, ঐ, ও, ঔ হয়, তখন উদাত্ত ও অল্পদাত্তের মিলনে জাত দীর্ঘস্বর বা গদ্যাকরের স্বরিতকে 'প্রসিষ্ট' স্বরিত বলা হয়।

দ্বিবি + ইব = দ্বিবিব, $\overset{\uparrow}{স্ব} + \overset{\uparrow}{উদ্গাতা} = \overset{\uparrow}{স্ব}দগাতা$, $\overset{\uparrow}{ন} + \overset{\uparrow}{এব} + \overset{\uparrow}{অরীয়াং} = \overset{\uparrow}{নৈব}রীয়াং$ ।

৪। উদাত্তবান্ একার বা ওকারের পর বখন অল্পদাত্ত অকারের লোপ হয়, তখন লোপের পর অবশিষ্ট একার বা ওকারের উদাত্তস্বর স্বরিতে পরিণত হয়। ইহাকে 'অভিমানহিত' স্বরিত বলা হয়। তেহঙ্গুবন্ ($\overset{\uparrow}{তে} + \overset{\uparrow}{অঙ্গুবন্}$), সেইঙ্গবীন্।

এই চতুর্বিধ স্বরিত 'স্বাশ্রীশ' স্বরিত নামে বিদিত। আর এক প্রকার স্বরিত আছে; তাহাকে 'পদ্মাশ্রীশ' স্বরিত বলা যায়। উদাত্ত সুরের পর উপর্যুপরি চইটি অল্পদাত্ত স্বর থাকিলে প্রথমটির স্বরিত উচ্চারণ হয়। উদাত্ত সুরের উচ্চারণের পর, অকস্মাৎ অল্পদাত্ত সুরের নামাইয়া ফেলা স্বভাবতঃ আশা-সাধ্য। তাই বোধ হয়, এই ব্যাঘ্র। কিন্তু যদি উদাত্ত সুরের পরবর্তী অল্পদাত্তের পর পুনরায় উদাত্ত বা স্বাধীন স্বরিত থাকে, তবে মধ্যবর্তী অল্পদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হয় না। আর যদি উদাত্তের পংবর্তী অল্পদাত্ত সুরের পর আর কোনও স্বরই না থাকে, তাহা হইলেও অল্পদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হয়। $\overset{\uparrow}{তেন}$, $\overset{\uparrow}{তেচ}$ । কিন্তু $\overset{\uparrow}{তেন}$ $\overset{\uparrow}{তে}$, $\overset{\uparrow}{তেন}$ $\overset{\uparrow}{স্ব}$ ।

স্বাশ্রীশ ও অশ্রীশ স্বরিতের প্রভেদ লক্ষ্য করা আবশ্যক। স্বাধীন স্বরিত শব্দহিত উদাত্ত সুরের লোপ করিয়া তাহার স্থানে শব্দের প্রধান সুররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইহাকে সূত্রাকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহার আভিজাত্য-মর্যাদা আছে। আর অধীন স্বরিত শব্দহিত উদাত্তের ছায়াশ্রী; সেই জন্ত পরবর্তী পদের আদিস্থিত অল্পদাত্ত সুরেও ইহার সত্তা পরিস্ফুট হয়। স্বাধীন স্বরিতের বিনাশ নাই; কিন্তু অধীন স্বরিতের বিনাশ আছে। পরবর্তী উদাত্ত স্বর বা স্বাধীন স্বরিতের প্রভাবে ইহার অস্তিত্ব মুছিয়া যায়। যেমন— $\overset{\uparrow}{তেন}$, কিন্তু $\overset{\uparrow}{তেন}$ $\overset{\uparrow}{তে}$ । অনেক বৈদিক গ্রন্থে স্বাধীন ও অধীন স্বরিত সম্পূর্ণ পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়।

সন্ধি স্বর

সন্ধির নিয়ম অল্পদাত্তের বখন দুইটি স্বর একত্র হয়, তখন সুরের প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়।

- (১) উদাত্তে উদাত্তে মিলিয়া উদাত্ত হয়। (২) অল্পদাত্তে অল্পদাত্তে মিলিয়া অল্পদাত্ত হয়। (৩) স্বরিতে স্বরিতে মিলন অসম্ভব। (৪) স্বরিতের পর উদাত্ত থাকিলে উভয়ের মিলনে উদাত্ত হয়। এখানে স্বরিতের নিম্নাংশটা চড়িয়া যায়। (৫) অল্পদাত্তের পর উদাত্ত থাকিলে উভয়ের মিলিয়া উদাত্ত হয়। এক অক্ষরের সীমানায় মধ্যে নির হইতে উর্ধ্বে আরোহণ সৌভ-বিকল্প, উর্ধ্বে হইতে অবরোহণ স্বাভাবিক। (৬) উদাত্তের পর অল্পদাত্ত থাকিলে সূত্রাকারে উচিত স্বরিত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উদাত্ত হয়। উদাহরণ—(১) $\overset{\uparrow}{ন} + \overset{\uparrow}{অঙ্গরঃ} = \overset{\uparrow}{নঙ্গরঃ}$ ।

(৪) $\overset{\cdot}{ক} + \overset{\cdot}{ই} = \overset{\cdot}{কে}$ । (৫) $\overset{\cdot}{ত} + \overset{\cdot}{ই} = \overset{\cdot}{তে}$ । (৬) $\overset{\cdot}{শি} + \overset{\cdot}{ই} = \overset{\cdot}{শিই}$;
 $\overset{\cdot}{দি} + \overset{\cdot}{ই} = \overset{\cdot}{দিই}$ ।

(৭) ই বা উ স্থানে ব বা ঘ হইলে উদাত্ত ও অধুদাত্তের মিলনে স্রিত হয়। $\overset{\cdot}{বি} + \overset{\cdot}{আনট} = \overset{\cdot}{ব্যানট}$; $\overset{\cdot}{স্ব} + \overset{\cdot}{ইষ্ট} = \overset{\cdot}{স্বিষ্ট}$; $\overset{\cdot}{বি} + \overset{\cdot}{উষ্ট} = \overset{\cdot}{ব্বিষ্ট}$; ($\overset{\cdot}{তন্}$ অঃ =) $\overset{\cdot}{তঃ}$ ।

(৮) উদাত্তবান্ অকারের লোপ হইলে পূর্ববর্তী এ বা ওকারে উদাত্ত স্বর অপসারিত হয়। $\overset{\cdot}{স্বনবে} + \overset{\cdot}{অঃ} = \overset{\cdot}{স্বনবেঃ}$; $\overset{\cdot}{বো} + \overset{\cdot}{অবসঃ} = \overset{\cdot}{বোঃবসঃ}$ । (৯) অধুদাত্ত অকারের লোপে পূর্ববর্তী উদাত্ত স্বর স্রিত হয়। $\overset{\cdot}{সো} + \overset{\cdot}{অধমঃ} = \overset{\cdot}{গোঃধমঃ}$ ।

বাক্যস্বর বা SENTENCE ACCENT.

সাধারণ নিয়মে প্রত্যেক শব্দ বা পদে একটীমাত্র প্রধান স্বর। সাধারণতঃ সেটী উদাত্ত বা স্বাধীন স্বরিত। কিন্তু এই সকল পদ লইয়া যখন বাক্য গঠিত হয়, তখন ইহাদের স্বরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইতে পারে। কোনও কোনও পদের স্বর লোপ পায়, আর কোনও কোনও পদের স্বর স্থানান্তরিত হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে পূর্ববর্তী উদাত্তের প্রভাবে পরবর্তী অধুদাত্তের স্বরিত্ব প্রাপ্তি হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটা স্থল উল্লেখযোগ্য।

১। সম্বোধন পদ বাক্যারম্ভে না থাকিলে তাহার স্বর থাকে না।

২। প্রধান বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যারম্ভে না থাকিলে স্রববিহীন।

৩। কতকগুলি শব্দ স্বভাবতঃই স্রববিহীন :—

(ক) চ, বা, উ, স্ব, ইব, চিদ্, শিদ্, হ, কম্, ঘ, ভল, সমহ, জৈম্, সৌম্, পদান্তে যথা (ইবার্ধে) প্রভৃতি কতিপয় অব্যয়ের স্বর নাই।

(খ) না, যে, স্বা, তে, নৌ, নঃ, বাম্, বঃ, এন—, স্ব—, সম প্রভৃতি কতিপয় সর্জনাম।

(গ) ‘ইদম্’ শব্দ কখনও কখনও স্রববান্, কখনও কখনও স্রবহীন। অস্ত জন্মনি;
 কিন্তু অস্তা উবসঃ।

(ঘ) হি পরে পূর্ববর্তী ‘ন’ শব্দে স্বর থাকে না—উত্তর শব্দ মিলিয়া এক শব্দ হয়।
 ন হি স্বা ইবতঃ (৭ ১।১০।৮)। এইরূপ ‘হু’ শব্দের সহযোগে—নহু। অস্ত ‘ন’ শব্দ উদাত্তবান্।

৪। কতকগুলি শব্দে দুইটী করিয়া স্বর :—

(ক) কতকগুলি বিবচন, যন্ম সমাসের উত্তর শব্দ বিবচনান্ত ও স্রববান্। মিত্রাবক্ষণা,
 দ্যাবাপৃথিবী। আরও কতিপয় বৈদিক সমাসে দুই স্বর—বৃহস্পতি, তমুনপাৎ। পুনরায়
 অকারের লোপ হইলে এই সকল শব্দের কালের বর্ধিত হইলেও দুই দুইটী স্বরই থাকে।
 বৃহস্পতি, তমুনপাৎ।

(খ) ‘—তবৈ’ যুক্ত অনমাপিকা (নিমিত্তার্থক) ক্রিয়ার দুই স্বর। এতবৈ, অপততবৈ।

(গ) অন্ত্য অমুদাত্ত স্বরের দ্ব্যন্তর প্রাপ্তি হইলে তাহা যখন উদাত্ত হয়, তখন একপদে দুই স্বর হয়। অ যৈ ও পত্নী বাঃ ও সোমং পিব।

(ঘ) ব্রাহ্মণাদিতে প্রযুক্ত ‘বা ব’ এই অব্যয় দ্বি-স্বর-বিশিষ্ট।

(ঙ) কতিপয় সংখ্যাবাচক শব্দ একাধিক স্বর-বিশিষ্ট। একচত্বারিংশৎ।

এই স্থলে সম্বোধন পদে স্বরের প্রকৃতি লক্ষ্য করা বাইতে পারে।

১। বাক্যাদিতে ব্যবহার না হইলে সম্বোধন পদের স্বর নাই। সম্বোধনের প্রথম অক্ষরে উদাত্ত স্বর।

২। য বা ঙ-কারের যখন বিলম্বিত উচ্চারণ হয়, তখন বিলম্বিত স্বরদ্বয়ের প্রথমটীতে উদাত্ত স্বর হয়; আর য বা ঙ-কারের সমগ্র উচ্চারণ হইলে স্বরিত স্বর হয়। দ্যৌঃ (দি ঔঃ) দ্যাক্ষর পদ; কিন্তু ‘দ্যৌঃ’ একাক্ষর পদ।

৩। বৈদিক স্বর-প্রক্রিয়ার জন্ত ছন্দের ‘পাদ’ বা ‘চরণ’ বাক্য-স্থানীয়। পাদের আদিস্থিত সম্বোধন পদ, বাক্যাদিস্থিত সম্বোধন পদের ছাত্র প্রথম অ-রে স্বর প্রাপ্ত হয়। অগ্নে যং বজ্রং পরিভূন্ অসি (‘হে অগ্নি! তুমি যে বজ্রকে রক্ষা করিতেছ’ ঋ°); উপ জাহ্ন এ মসি (‘হে অগ্নি! আমরা তোমার নিকটে আসিলাম’)

৪। সম্বোধন পদের বিশেষণ, বা তাহার সহিত উদ্দেশ্য-বিধেয়-সম্পর্কে সম্পর্কবান বিশেষ্য শব্দ, বা যষ্ঠান্ত সধকপদ, ঐ সম্বোধন পদের সহিত মিশিয়া (স্বর-প্রকরণের জন্ত) এক পদের ছাত্র হইয়া যায়। অর্থাৎ ইহাদের প্রথম অক্ষরে স্বর থাকে। ইন্দ্র ভ্রাতঃ (হে ভ্রাতঃ ইন্দ্র!), রাজন্ সোম (হে সোম রাজা!), উর্জো নপাৎ সহস্রন্ (হে শক্তির শক্তিমান্ পুত্র!), জাবস্বিনা ভদ্রহস্তা সুপাণী (তো শোভন ও মঙ্গলহস্তবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়!)

৫। আবার বাক্যাদিতে পৃথক পৃথক সম্বোধন পদ থাকিলে, তাহাদের প্রত্যেকেই স্বরবান হইবে। তাহাদের বিশেষণ পদ-সমূহে কোনও স্বর থাকিবে না। পিতন্ মাতঃ (হে পিতঃ! হে মাতঃ!), অগ্ন ইন্দ্র বরুণ মিত্র দেবাঃ (হে অগ্নি, হে ইন্দ্র, হে বরুণ, হে মিত্র, হে দেবগণ)।

৬। বাক্যাদি বা বাক্যমধ্যে সম্বোধন পদ থাকায় বাক্যস্থিত অন্ত্যান্ত পদের স্বরে কোনও প্রকার প্রভাব বর্তে না। দেবা জীবন্ত (অর্থ° ১২।৭০।১)।

অন্তঃপত্র (ক) অনমাপিকা ত্রিকল্পাস্ব স্বরের কথা।

১। বাক্যাদিতে অবস্থিত না হইলে প্রধান বাক্যের (Principal Clauseএর) সমাপিকা ক্রিয়ার কোনও স্বর নাই। এ ক্ষেত্রে পাদ বা চরণের আদিও বাক্যাদি বলিয়া গণ্য। স্বরহীন

সমাপিকা ক্রিয়া :—অয়িম্ ঈড়ে পুরোহিতম্ ; স ইদং দেবেবু গচ্ছতি ; অথে স্থপারনো ভব ; ইদমিহ্ম শৃণুহি সোমপ ; নমস্তে রুদ্র কৃণঃ ; বজ্রমানস্ত পশুন পাহি ।

২। এই কারণে দুইটা মাত্র স্থানে সমাপিকা ক্রিয়ার স্বর বজায় থাকে ।

(ক) বাক্যাদি বা পাদাদিতে, এবং (খ) অধীন বাক্যে (in a subordinate clause.)

(ক) বাক্যাদি বা পাদাদিতে স-স্বর সমাপিকা ক্রিয়াপদ :—আপ্রোতীমং লোকম্ (তিনি ইহলোক প্রাপ্ত হইতেছেন) ; আমেদ ইহ্মন্ত শর্মদি (যেন আমরা ইহ্রের রক্ষায় থাকি) ; দর্শয় মা বাতুধানান্ (আমাকে বাতুধানগুলাকে দেখাও) । গমন্ বাজেভিন্ন্ আ স নঃ (তিনি যেন আমাদের নিকট অন্ন সহ আসেন) । এই সকল স্থানে পাদাদি ও বাক্যাদি অতিশয় । কিন্তু নিম্নের উদাহরণে পাদ মধ্যে বাক্যরন্ত :—তেমাং পাহি ঋধী ইবম্ (তাহা পান কর ও আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর) ; সন্ত মাতা সন্ত পিতা সন্ত মা সন্ত বিশ্পতিঃ (মাতা সন্ত থাকুন, পিতা সন্ত থাকুন, কুকুর সন্ত থাকুক, বিশ্পতি সন্ত থাকুন) ; বিশ্বকর্মন্ নমস্তে পাহ্মান্ (হে বিশ্বকর্মন্ ! তোমাকে নমস্কার ; আমাদেরিগকে রক্ষা কর) ।

২। নিম্নের উদাহরণে বাক্যাদিতে ক্রিয়াপদ না থাকিলেও পাদাদিতে অবস্থিত হওয়ায়, স্বরবান্ হইয়াছে :—অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম্ স্মযতীনাং (অতঃপর আমরা যেন তোমার বনিষ্ঠ অঙ্গুগ্রহ প্রাপ্ত হই) ; বাতুধানন্ত সোমপ জহি প্রজাম্ (হে সোমপ ! তুমি বাতুধানের সন্তান নাশ কর) ।

৩। বাক্যের স্বর সংস্থানের উপর সম্বোধন পদের কোনও প্রভাব না থাকায়, বাক্যাদি বা পাদাদিতে এক বা একাধিক সম্বোধন পদ থাকিলেও তৎপরপর্তী সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যাদি বা পাদাদিতে অবস্থিত বলিয়া গণ্য হয় এবং সেই জন্ত স্বরবান্ হয় । আক্রৎকর্ণ ঋধী ইবম্ (হে শ্রবণশীলকর্ণবিশিষ্ট ! আহ্বান শ্রবণ কর) ; সীতে বন্দামহে ভা (হে সীতে ! আমরা তোমার বন্দনা করি) ; বিশ্বদেবা বসবো রক্ষতেমম্ (হে বিশ্বদেবগণ ! হে বহুগণ ! আপনারা ইহাকে রক্ষা করুন) ।

৪। কোনও পদের পর তাহার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট একাধিক ক্রিয়া থাকিলে, কেবলমাত্র প্রথম ক্রিয়াই স্বরবিহীন হয় ; অন্ত্র ক্রিয়া বা ক্রিয়াগুলিতে স্বর থাকে ; কারণ, সেক্ষেপক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্রিয়াপদই পৃথক্ পৃথক্ অধীন বাক্যের (subordinate clause এর) আদি বলিয়া গণ্য হয় । তরগির্ ইহ্ম জয়তি কেতি পূযতি (কৃতকার্য্য ব্যক্তিই জয়লাভ করে, শাসন করে ও উন্নতি লাভ করে) ; অমৃত্যং জেমি যোৎসিচ (আমাদের জন্ত জয়লাভ কর ও বৃদ্ধ কর) ।

৫। দুই ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট পদ উভয় ক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত হইলে পরবর্তী ক্রিয়া অধীন বাক্যের আদি বলিয়া গণ্য হইয়া স্বরবান্ হয়।

অহি প্রজাম্ নশ্ব চ (সন্তানকে বিনাশ কর ও এখানে আনয়ন কর); শৃগোতু নঃ স্তভগা বোধতু অনা (স্তভগা যেন আমাদিগের কথা) শ্রবণ করেন এবং মেহচক্রে দেখেন)।

৬। এই প্রকারে সাধারণ নিয়ম হইয়া পড়িয়াছে যে, একটি সমাপিকা ক্রিয়ার পর যে সকল ক্রিয়া থাকিবে, তাহারা সকলেই স্বরবান্ হইবে।

স য এবম্ এবম্ উপাস্তে পূর্য্যতে প্রজয়া পত্ততিঃ (যে ইহার এই প্রকারে উপাসনা করে, সে পশু ও প্রজায় পূর্ণ হয়)।

(খ) অধীন বাক্য বা অসমগ্র-বাক্য

১। যৎ-শব্দ বা যৎ-শব্দের অর্থবিশিষ্ট কোনও শব্দ অথবা সেই প্রকার কোনও শব্দ হইতে নিম্নশব্দ যৎ বাক্যে থাকে, তাহাই সাধারণতঃ অধীন বাক্য বলিয়া পরিগণিত। অধীন বাক্যের ক্রিয়াপদ যে স্থানেই অবস্থিত হউক-না-কেন, স্বরবান্ হইবে। যৎ যজ্ঞং পরিতুর্ অসি (যে যজ্ঞকে তুমি রক্ষা করিতেছ) সহ যন্ মে অস্তি তেন (যাহা আমার আছে, তাহার সহিত); যত্র নঃ পূর্বে পিতরঃ পরে যুঃ (যেখানে আমাদের পিতৃগণ গিয়াছেন); অদ্যা মুরায় যদি বাতুধানো অস্মি (যদি আমি বাতুধান হই, তাহা হইলে যেন এক্ষণেই মরি); যত্রাহন্ত্য হু পূর্ব্ব ভবতি (যেমন একের পর এক দিন আসে); বাবদ্ ইদং ভুবনং বিশ্বম্ অস্তি (এই সমগ্র ভুবন যত বড়); যৎকামাসু তে জুহমসু তন্ নো অস্ত (যাহা কামনা করিয়া তোমার হোম করি, তাহা আমাদের হউক); যত্তমসু তিতৃপ্সাৎ (যেটীতে কামনার তৃপ্তি হয়)।

২। যৎ শব্দের প্রয়োগ থাকিলেই ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয় না; কেবলমাত্র অধীন বাক্যে অবস্থিত সমাপিকা ক্রিয়াই স্বরবান্। অপ তো ভায়বো বধা বস্তি (তাহার ভায়বো ভায় পলাইতেছে); বধাকামং নি পদ্যতে (সে ইচ্ছানুযায়ী গুইয়া আছে)।

৩। 'যদি' অর্থ বুঝাইলে 'চ' ও 'চেন্' এই দুই অব্যয়ের যোগে ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয়। ব্রাহ্মা চেন্ ধত্তম্ অগ্রহৌং যদি একজন ব্রাহ্মণ (রমণীর) হস্ত ধারণ করিয়াছেন); যৎ চ গোম নো বশো জীবাতুম্ ন ময়ামহে (হে গোম । তুমি যদি আমাদিগকে বাঁচাইতে চাও, তবে আমরা মরিব না); আ চ গজান্ মিজম্ এনা দধাম (যদি তাহার আসে, তবে আমরা তাকে মিত্র করিব)।

৪। কোনও অব্যয় বা ০.১ং শব্দাদি না থাকিলেও ভ্রাতৃত্বঃ সম্পর্কবিশিষ্ট গম্যায় অধীন বাক্যের ক্রিয়া স্বরবান্ হয়। সম্ অশ্ব পর্ণাশ্ চরন্তি নো নরোহ্মাকম্ ইন্দ্র রথিনো অরুদ্র (যখন অশ্বের ভ্রাতৃ পক্ষবিশিষ্ট আমাদের নরগণ (যুদ্ধে) যান, তখন, হে ইন্দ্র! আমাদের রথিগণ যেন অরুদ্র হইয়া জয়লাভ করেন); তুম্ আ গহি কথেষু স্থ সচা পিব (শীঘ্র আইন, কথাদিগের সহিত সোম পান কর)।

৫। 'যেহেতু' অর্থবাচক 'হি' 'নহি' প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় পদের যোগে সামান্য একটু অধীনতার ভাব বুঝাইতে ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয়। বি তে মুকুস্তাং বিমুচো হি সন্তি (তোঁহার তাহাকে ছাড়িয়া দিউন, যেহেতু তাঁহারাই মুক্তিদাতা); নেং বা তপাতি হুরো অর্চিবা (স্বর্ঘ্য যেন রশ্মি দ্বারা তোমায় তাপিত না করেন); বিরাজং নেদ্ বিচ্ছিনদানীতি ('আমি যেন বিরাজকে ছিন্ন না করি'—এই বলিয়া) উক্বেভিঃ কুবিন্ আগমৎ? (আমাদের স্তবের জন্য কি তিনি আসিবেন?)।

(গ) বিরোধী বাক্য

১। পরস্পর বিরোধী বাক্যে অনেক সময়ে প্রথম ক্রিয়াই স্বরযুক্ত হয়। এই প্রকার বাক্যে 'অন্ত—অন্ত,' 'বা—বা,' 'এক—এক,' 'চ—চ' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ হয়। প্র প্রাহন্তে বন্তি পর্বন্ত আসতে (কেহ কেহ যেমন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, অন্ত কেহ কেহ তেমনই বসিয়া আছে); উদ্ বা সিকধবম্ উপ বা পৃণধবম্ (হব সেচন করিয়া ফেলিয়া দাও, না হয় পূর্ণ করিয়া ফেল); সং চে ধ্যস্বাংয়ে প্র চবর্জয়েমম্ (তুমি নিজেই প্রজলিত হও, হে অগ্নি! এবং ইহাকে বর্জিত কর)। 'অন্ত—অন্ত,' 'বা—বা' প্রভৃতির প্রয়োগ ব্যতিরেকেও বিরোধিতা প্রকাশ পায়। প্রাহজাতাঃ প্রজা জনয়তি পরি প্রজাতা গৃহ্নাতি (তিনি অজাত প্রজার জন্মান দ করেন, জাত প্রজাকে পরিগ্রহণ করেন, অর্থাৎ আলিঙ্গন করেন, বৃকে করেন); অপ যুয়দ্ অক্রবীন্ নাহস্মান্ উপাবর্ততে (যদিও সেই রমণী তোমাদের নিকট হইতে অপগত হইয়াছে, তথাপি সে আমাদের নিকটে আইসে নাই); নাহকোহধ্বর্ষুর্ভবতি ন বজ্রং রক্ষাংসি যন্তি (অধ্বয়ু' অন্ধ হয়েন না, রক্ষোগণ বজ্রনাশ করে না); কেন সোমা গৃহ্যন্তে কেন হুয়ন্তে (কে সোম গ্রহণ করে, অর্থাৎ নিশ্চেষণ করে? আর কেই বা হবন করে?)।

২। দুই বিরোধী বাক্যের এক ক্রিয়া হইলে, প্রায় দ্বিতীয় ক্রিয়া উহা থাকে। অগ্নিরমুগ্নিন্ লোক আসীন্ বমোহম্নিন্ (অগ্নি ঐ লোকে ছিলেন এবং যম এই লোকে ছিলেন); অহ্মাহজাঃ

প্রজাঃ প্রতিষ্ঠিত্তি মাংসেনাহতাঃ (কোনও কোনও জীব অস্থির সাঁহায্যে দণ্ডায়মান হয়, আর কোনও কোনও জীব মাংসের সাঁহায্যে দণ্ডায়মান হয়); বিপাচ্ চ সৰ্বং নো রক্ষ চতুপাদ যচ্ চ নঃ স্বম্ (আমাদের দ্বিপদ বাহা আছে, তাহা রক্ষা কর, এবং চতুপাদ বাহা আমাদের, তাহা রক্ষা কর)।

৩। কিল, অঙ্গ, এব, হস্ত, চন প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় যোগেও (সম্ভবতঃ মুখ্যার্থবোধে for the sake of emphasis) ক্রিয়াপদ স্বরযুক্ত হয়। হস্তে মাং পৃথিবীং বিভজ্যামহৈ (এদ, আমরা এই পৃথিবী ভাগ কবিয়া লই)।

৪। বিরোধী বাক্যদ্বয়ের প্রথম ক্রিয়াব স্বর ত্রাক্ষণের যুগে অকাটা বিধি; কিন্তু মধ্যযুগে ইহার ব্যতিক্রমও হইত। অভি দ্যাম্ মহিনা ভবম্ অজী মাং পৃথিবীং মহীন (আমি মহান্ দ্যলোক বা আকাশ অপেক্ষা মহান্, এবং এটী মহতী পৃথিবী অপেক্ষাও মহান্—ঋ°); চিত্রো বিহুস্ অগ্নিরসশ্চ ব্রোহঃ (ইন্দ্র জানেন এবং ষেঁর অগ্নিরোগণ জ্ঞানেন—ঋ°)।

(ঘ) ক্রিয়াপদ ও উপসর্গ

১। বেদের ভাষায় উপসর্গসমূহ সাধাৰণতঃ স্বাধীনভাবে ও ক্রিয়াপদ হঠতে দূরে প্রযুক্ত হইত; ত্রাক্ষণের যুগে উপসর্গের স্বাধীনতা কিঞ্চিৎপরিমাণে ধ্বংস হয়, এবং সৰ্বশেষে অর্ধাচীন সংস্কৃতে ক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত উপসর্গের ব্যবহার হয় না। সুতরাং বেদের ভাষায় বাবতীয় স্বাধীন উপসর্গই স্বরযুক্ত হইত।

২। ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্বে যে সকল উপসর্গের প্রয়োগ হইত, সেইখানেই উপসর্গের স্বর থাকিবে কি না বিবেচ্য, নতুবা অত্র উপসর্গ ও ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ পদ।

৩। যে সকল ক্রিয়ার স্বর থাকিত না, তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপসর্গের স্বর থাকিত। একাধিক উপসর্গ ক্রিয়ার পূর্ববর্তী হইলে কেবলমাত্র অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপসর্গেরই স্বর বজায় থাকিত; অন্তর্গুলির স্বর থাকিত না।

৪। ক্রিয়াপদ স্বরযুক্ত হইলে তৎপূর্ববর্তী উপসর্গসমূহের স্বর থাকে না।

পরে হি নারি পুনরেহি ক্ষিপ্তম্ (দূর হও নারি! আবার শীঘ্র দিগিরিয়া আইস—অধ°); অথাস্তং বিপরেতন (অতঃপর তোমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গৃহে গমন কর—ঋ°); সমাচিম্বাভু সস্ত্রযাহি (প্রথমে একত্র হও, পরে যাও—অধ°); যদ্ গৃহমুপাটৈদতি (যেন সে গৃহ পর্য্যন্ত গমন করে—অধ°); এবা চ স্বং সরম আজগহ্ (এইরূপে হে সরমে, তুমি এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছ—ঋ°); যে না বিষ্টিতঃ প্রবিবেচিহাপঃ (যদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া তুমি জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে—ঋ°)।

৫। অধীন বাক্যে উপসর্গ সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের অঙ্গীভূত হয় ও আপনায় স্থর হারায়।

৬। ক্রদন্তের সহিত যোগ হইলে উপসর্গ তাহার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে এবং আপনায় স্থর হারায়।

ক্র-প্রত্যয়ান্ত ক্রদন্তের পূর্বে কখনও কখনও উপসর্গের স্থর বজায় থাকে। [↑]পরেত (স্বর্গত), [↑]অন্তর্হিত [↑]অব-পন্ন, [↑]সম-পূর্ণ, [↑]নি-চিত, [↑]নিষ্কৃত, [↑]প্রশস্ত, [↑]নিষত্ত, [↑]অপক্ৰীত, —‘তু’-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন নিমিত্তার্থক বা অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার (infinitive) সর্ববিভক্তিতেই উপসর্গে স্থর থাকে। [↑]সং হতু’ম্ [↑]অপি-ধাতবে, [↑]অব-গন্তোঃ। চতুর্থীর ‘তবৈ’ যোগে উভয় স্থর থাকে। [↑]অশ্বতবৈ, [↑]অশততবৈ।

৭। নিম্নলিখিত অধীন বাক্যটিতে দুইটা উপসর্গ ক্রিয়াপদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বরবান্ হইয়াছে। এরূপ উদাহরণ বিরল। [↑]প্র [↑]যৎ [↑]স্তোতা...[↑]উপ [↑]গীর্তি [↑]রীষ্টে (ঋ° ৩।৫২ ৫) (স্তোতা যখন গানের দ্বারা স্তোত্র প্রেরণ করে)।

৮। নিম্নলিখিত বাক্যটিতে ছয়টিমাত্র পদ, তিনটা সম্বোধন, তিনটা সমাপিকা ক্রিয়া; সবগুলিই স্বরবান্। [↑]ইন্দ্র [↑]জীব, [↑]সূর্য [↑]জীব, [↑]সেবা [↑]জীবত (অথ° .৯।৭০ ১)।

কোনও স্বরবিহীন পদ বাক্যাদিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। বেদের যুগে এইটা বাক্যবিশ্লেষণপ্রণালীর প্রবল বিধি ছিল। এই জন্ত ইহার প্রভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্কাটীন সংস্কৃতেও সংক্রমিত হইয়াছে। অবশ্য অর্কাটীন সংস্কৃতে স্থর নাই। স্তবরাং সম্বর বা অন্বর পদও নাই। কিন্তু বেদে যে সকল শব্দ স্বরবিহীন ছিল, অর্কাটীন সংস্কৃতে তাহার বাক্যাদিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সেই জন্ত নিম্নলিখিত অব্যয় বা সর্বনাম পদসমূহ বাক্যের প্রথম স্থানে প্রযুক্ত হয় না। চ, চেন্ *, মে, তে, মা, ঞা, নঃ, বঃ, নৌ, বাম্, বা, ইব, চিৎ, হ, অ ইত্যাদি পদের বাক্যাদিতে স্থান নাই।

তিঙন্ত স্থর

তিঙন্ত স্থরের প্রথম লক্ষণ এই যে, বাক্যাদিতে অবস্থিত না হইলে প্রধান বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার স্থর থাকে না। স্তবরাং অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়াপদে স্থর পাওয়া যায় না। যেখানে স্থর বজায় থাকিবে, সেখানে স্থরের যেরূপ প্রকৃতি হইবে, তাহাই এ স্থলে আলোচ্য।

সংস্কৃত ধাতুসমূহ দশগুণে বিভক্ত। গণ অহুসারে স্বরস্থিতির বিভিন্নতা ষটে বলিয়া, আমাদিগকে এস্থলে গণ অহুসারে স্থরের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তিঙন্ত পদ-সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—প্রবল শ্রেণী (strong forms) ও অপ্রবল শ্রেণী (weak forms)। ধাতুর প্রবল রূপে ধাতু-স্থর বজায় থাকে এবং তাহার প্রভাবে সাধারণতঃ ধাতু-স্থরের গুণ হয়। ধাতুর অপ্রবল রূপে ধাতুর গুণ হয় না এবং প্রত্যয়-স্থর বজায় থাকে। চতুর্লকারে (লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙে)

* চ + ইৎ = চেন্ স্বরহীন ছিল না; তবে দুইটির যোগে উৎপন্ন লক্ষণ।

নিম্নলিখিত প্রত্যয়-সমূহের পূর্বে ধাতুর প্রবল রূপ হয় :—তি, সি, মি, তু, আনি, আব, আম, ঐ, আবহৈ, আমহৈ, দৃ, সৃ, অমৃ,—এই তেরটা। পরোক্ষায় (লিটে) পরস্মৈপদের একবচনগুলি সম্বন্ধে প্রবল। এই সকল বিভক্তিতে স্মর বা স্মর ধাতুতে অবস্থিত হয়, অত্ৰ প্রত্যয়ে স্মরের অবস্থিতি হয়। স্থানে স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও হয়; ক্রমে ক্রমে তাগ লক্ষ্য করা যাইবে। লঙ ও লুঙ বিভক্তিতে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, আগমভূত অকারে স্মর অবস্থিত হয়; ইহার অন্তর্থা হয় না। কিন্তু যখন লঙ বা লুঙের আগম থাকে না, তখন স্মরের অবস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটে। প্রবল রূপ হইলে (দৃ, সৃ, অমৃ) ধাতুতেই স্মর থাকে; অত্ৰ প্রত্যয়ে।

পাশ্চাত্য মত অনুসরণ করিয়া আমরা ধাতুর গণ-সমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিব। (১) যে সকল গণে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে (চতুর্লকারে) অকারের আগম হয় না; এবং (২) যে সকল গণে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে অকারের (বা যকারের) আগম হয়। এই বিভাগ-ক্রমে নিয়ে একটা তালিকা প্রস্তুত করিলাম। এই তালিকায় গণ অনুসারে স্মরের স্থান সূচিত হইল।

গণ অনুসারে স্মরপ্রকৃতি

ক। ১। ধাতু-গণ (২। অদাদিগণ)—ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগ—প্রবল রূপে ধাতু-স্মর ও তাহার গুণ; অপ্রবল রূপে প্রত্যয়-স্মর, ধাতু সংক্ষিপ্ত—লঙ বিভক্তিতে আগম-স্মর।

২। অভ্যন্ত-গণ (৩। জুহোত্যাди)—ধাতু অভ্যন্ত—প্রবল রূপে ধাত্বংশে (ধাত্বক্ষরে বা অভ্যন্তাক্ষরে) স্মর; তাহার প্রভাবে গুণ; অপ্রবল রূপে প্রত্যয় স্মর; স্মরাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর প্রথম অক্ষরে প্রত্যয়-স্মর প্রত্যাবর্তন করে—লঙ বিভক্তিতে আগম-স্মর।

৩। অনুনাসিক-গণ (৭। কধাদি)—ধাতুর মধ্যে অনুনাসিক বর্ণ, প্রবল রূপে অনুনাসিক বর্ণের প্রবলতা হয়, অর্থাৎ তাহার স্থানে অকারান্ত 'ন' হয় এবং সেই ন-কারে স্মর থাকে, অত্ৰ প্রত্যয়-স্মর—লঙে আগম-স্মর।

৪। 'হ্র'-গণ (৫। স্বাদি)—হ্রকারের আগম, প্রবল রূপে হ্রকারের গুণ ও স্মরপ্রাপ্তি (নো), অত্ৰ প্রত্যয়-স্মর—লঙে আগম-স্মর।

৫। 'উ'-গণ (৮। তনাদি)—হ্রগণের ছায়, উ-কারাগম এবং প্রবল রূপে উকারের গুণ ও স্মর প্রাপ্তি (ও), অত্ৰ প্রত্যয়-স্মর—লঙে আগম-স্মর।

৬। 'না'-গণ (৯। জ্যাди)—প্রবল রূপে স্মরবান্ 'না' আগম, অপ্রবল রূপে স্মরবিহীন 'না' আগম ও প্রত্যয়-স্মর—লঙে আগম-স্মর।

খ। ১। অ-গণ (১। ভাদি)—স্মরবিহীন অকার আগম, সর্বত্র ধাতু-স্মর, সর্বত্র ধাতুর গুণ—লঙে আগম-স্মর।

২। ঞ-গণ (৬। তুদাদি)—স্মরবান্ অকার আগম, সর্বত্র অকারে স্মর—লঙে আগম-স্মর।

৩। ঙ-গণ (৪। দিবাди)—স্মরবিহীন ঙ-কারের আগম, সর্বত্র ধাতু স্মর, কিন্তু ধাতুর গুণ হয় না—লঙে আগম-স্মর।

৪। ব-গণ (কর্ম ও ভাববাচ্য) —কর্ম ও ভাববাচ্যে স্বরবান্ ব-কারের আগম হয়, অন্ত্যে স্বরবিহীন ব-গণের ভায় কার্য।

পা। কারণজ (causative) গণ বা ১০। চুরাদি-গণে 'অর'-আগম হয়—লঙে আগম স্বর।

লুঙ—লুঙ্ বিতক্তিতে আগম-স্বর—আগমবিহীন হইলে প্রবল রূপে ধাতু-স্বর, অপ্রবল রূপে প্রত্যয়-স্বর—'স' (ব) আগম হইলে, তাহাতেই স্বর বর্ধে।

লিট্—পরস্মৈপদের একবচন ভিন্ন সর্বত্র প্রত্যয়-স্বর।

লৃট্—সর্বত্র প্রত্যয়-স্বর, প্রত্যয়ের প্রথম অক্ষরে।

অন্তঃপর গণ অল্পসারে এক একটি ধাতুর সমগ্র রূপ দিয়া স্বরস্থিতি লক্ষিত করিব।

ক। হ্রহ্ ধাতু, অদাদি বা ধাতুগণ

পরস্মৈপদ

আজ্ঞেনপদ

লট্	{	দোক্ষি	ধোক্ষি	দোক্ষি	হ্রক্ষে	ধুক্ষে	হ্রহে
		হ্রক্ষঃ	হ্রক্ষঃ	হ্রক্ষঃ	হ্রহাতে	হ্রহাথে	হ্রহবহে
		হ্রহন্তি	হ্রহ	হ্রহ্মঃ	হ্রহতে	ধুহ্র্	হ্রহহে
লোট্	{	দোক্ষ	হ্রক্ষি	দোহানি	হ্রক্ষাম্	ধুক্ষ	দোহৈ
		হ্রগ্ধাম্	হ্রক্ষম্	দোহাব	হ্রহাতাম্	হ্রহাধাম্	দোহাবহৈ
		হ্রহন্ত	হ্রহ	দোহাম	হ্রহতাম্	ধুগ্ধম্	দোহামহৈ
লঙ্	{	অধোক্ত	অধোক্ত	অদোহম্	অহ্রক্ষ	অহ্রগ্ধাঃ	অহ্রহি
		অহ্রগ্ধাম্	অহ্রক্ষম্	অহ্রহ	অহ্রহাতাম্	অহ্রহাধাম্	অহ্রহাবি
		অহ্রহন্	অহ্রহ	অহ্রহ্ম	অহ্রহত	অধুগ্ধম্	অহ্রহবি
লিঙ্	{	হ্রহাৎ	হ্রহাঃ	হ্রহাম্	হ্রহীত	হ্রহীধাঃ	হ্রহীর
		হ্রহাতাম্	হ্রহাতম্	হ্রহাব	হ্রহীতাতাম্	হ্রহীতাম্	হ্রহীবি
		হ্রহাঃ	হ্রহাত	হ্রহাম	হ্রহীরন্	হ্রহীধম্	হ্রহীবি

{ শত্—ছত্, বিবত্, লিহত্; দ্রোণিৎ—ছতী, বিবতী, লিহতী
শানচ্—ছহান, বিবাণ, লিহান; „ — ছহান, বিবাণ, লিহান

ছ ধাতু, অভ্যস্ত বা জুহোত্যাঙ্গিণ

পরস্মৈপদ

আম্নৈপদ

লট্	{	জুহোতি	জুহোষি	জুহোমি	জুহতে	জুহবে	জুহ্বে
		জুহতঃ	জুহথঃ	জুহবঃ	জুহ্বাতে	জুহ্বাথে	জুহবহে
		জুহ্বতি	জুহ্বথ	জুহ্বমঃ	জুহ্বতে	জুহ্বধে	জুহ্বমহে
লোট্	{	জুহোতু	জুহুযি	জুহুবানি	জুহতাম্	জুহুয	জুহুবৈ
		জুহতাম্	জুহতম্	জুহবাব	জুহ্বাতাম্	জুহ্বাথাম্	জুহবাহৈ
		জুহ্বতু	জুহত	জুহবাম	জুহ্বতাম্	জুহ্বধম্	জুহ্বামহৈ
লঙ্	{	অজুহোৎ	অজুহোঃ	অজুহবম্	অজুহত	অজুহথাঃ	অজুহি
		অজুহতাম্	অজুহতম্	অজুহব	অজুহ্বাতাম্	অজুহ্বাথাম্	অজুহবাহি
		অজুহবুঃ	অজুহত	অজুহম	অজুহ্বত	অজুহ্বধম্	অজুহমহি
লিঙ্	{	জুহুয়াৎ	জুহুয়াঃ	জুহুয়াম্	জুহ্বীত	জুহ্বীথাঃ	জুহ্বীয়
		জুহুয়াতাম্	জুহুয়াতম্	জুহুয়াব	জুহ্বীয়াতাম্	জুহ্বীয়াথাম্	জুহ্বীবাহি
		জুহুয়ুঃ	জুহুয়াত	জুহুয়াম	জুহ্বীরন্	জুহ্বীধম্	জুহ্বীমহি

হ্র, তী, হ্রী, জন্, মদ, চি, যু ধাতুর ধাত্বকরে স্বর; কিন্তু অন্তান্ত ধাতুর অভ্যস্ত ভাগের প্রথমাঙ্কে স্বর থাকে। স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে সর্বত্র প্রথমাক্ষরে স্বর বর্তে।

লট্	{	বিভতি	বিভষি	বিভমি	বিভৃতে	বিভৃবে	বিভ্বে
		বিভৃতঃ	বিভৃথঃ	বিভৃবঃ	বিভ্রাতে	বিভ্রাথে	বিভৃবহে
		বিভ্রতি	বিভ্রথ	বিভ্রমঃ	বিভ্রতে	বিভ্রধে	বিভ্রমহে

শত্-শানচ্—জুহুৎ, জুহুতী; বিভ্রৎ, বিভ্রতী; জুহুয়ান, বিভ্রাণ।

যুক্ত্‌ ধাতু, অনুনাসিক বা ক্ৰধাদিগণ

পরমৈপদ

আন্ত্রৈপদ

লট্	{	যু ^১ নক্তি	যু ^১ নক্ষি	যু ^১ নজ্‌মি	{	যু ^১ ঙক্তে	যু ^১ ঙক্ষে	যু ^১ ঞ্জে
		যু ^১ ঙক্তঃ	যু ^১ ঙক্তথঃ	যু ^১ জ্‌বঃ		যু ^১ জ্ঞাতে	যু ^১ জ্ঞাথে	যু ^১ জ্‌বহে
		যু ^১ জ্‌ক্তি	যু ^১ জ্‌ক্তথ	যু ^১ জ্‌মঃ		যু ^১ জ্ঞতে	যু ^১ জ্‌গ্‌ধে	যু ^১ জ্‌মহে
লোট্	{	যু ^১ নক্ত	যু ^১ জ্‌গ্‌ধি	যু ^১ নজ্‌নি	{	যু ^১ জ্‌ক্তাম্	যু ^১ জ্‌ক্ত	যু ^১ নজ্‌
		যু ^১ জ্‌ক্তাম্	যু ^১ জ্‌ক্তম্	যু ^১ নজ্‌ব		যু ^১ জ্ঞাতাম্	যু ^১ জ্ঞাথাম্	যু ^১ নজ্‌বহে
		যু ^১ জ্‌ক্ত	যু ^১ জ্‌ক্ত	যু ^১ নজ্‌ম		যু ^১ জ্ঞতাম্	যু ^১ জ্‌গ্‌ধম্	যু ^১ নজ্‌মহে
লঙ্	{	অযু ^১ নক্	অযু ^১ নক্	অযু ^১ নজ্‌ম্	{	অযু ^১ জ্‌ক্ত	অযু ^১ জ্‌ক্তথঃ	অযু ^১ জ্‌জি
		অযু ^১ জ্‌ক্তাম্	অযু ^১ জ্‌ক্তম্	অযু ^১ জ্‌ব		অযু ^১ জ্ঞাতাম্	অযু ^১ জ্ঞাথাম্	অযু ^১ জ্‌বহি
		অযু ^১ জ্‌জন্	অযু ^১ জ্‌ক্ত	অযু ^১ জ্‌ম্		অযু ^১ জ্‌জত	অযু ^১ জ্‌গ্‌ধম্	অযু ^১ জ্‌মহি
লিঙ্	{	যু ^১ জ্‌য়াৎ	যু ^১ জ্‌য়াঃ	যু ^১ জ্‌য়াম্	{	যু ^১ জ্‌জীত	যু ^১ জ্‌জীথাঃ	যু ^১ জ্‌জীম
		যু ^১ জ্‌জ্‌য়াতাম্	যু ^১ জ্‌জ্‌য়াতম্	যু ^১ জ্‌জ্‌য়াব		যু ^১ জ্‌জ্‌জীতাম্	যু ^১ জ্‌জ্‌জীথাম্	যু ^১ জ্‌জ্‌জীমহি
		যু ^১ জ্‌জ্‌য়াঃ	যু ^১ জ্‌জ্‌য়াত	যু ^১ জ্‌জ্‌ম		যু ^১ জ্‌জ্‌জীম্	যু ^১ জ্‌জ্‌জীধম্	যু ^১ জ্‌জ্‌জীমহি

শত্‌ শানচ্—যু^১জ্‌জত, যু^১জ্‌জতী, যু^১জ্‌জান।

‘নু’ (স্বাদি) ও ‘উ’ (তনাদি) গণ

লট্	{	অনু ^১ নোক্তি	অনু ^১ নোষি	অনু ^১ নোমি	{	অনু ^১ নতে	অনু ^১ নবে	অনু ^১ নবে
		অনু ^১ নতঃ	অনু ^১ নথঃ	অনু ^১ নবঃ, অনু ^১ নঃ		অনু ^১ নাতে	অনু ^১ নাথে	অনু ^১ নবহে, অনু ^১ নহে
		অনু ^১ নক্তি	অনু ^১ নথ	অনু ^১ নমঃ, অনু ^১ নঃ		অনু ^১ নতে	অনু ^১ নধে	অনু ^১ নমহে, অনু ^১ নহে
লোট্	{	অনু ^১ নোক্ত	অনু ^১ [কৃগ্‌ধি]	অনু ^১ নোনি	{	অনু ^১ নতাম্	অনু ^১ নথ	অনু ^১ নবৈ
		অনু ^১ নতাম্	অনু ^১ নতম্	অনু ^১ নাব		অনু ^১ নাতাম্	অনু ^১ নাথাম্	অনু ^১ নাবহে
		অনু ^১ নত	অনু ^১ নত	অনু ^১ নাম		অনু ^১ নতাম্	অনু ^১ নধম্	অনু ^১ নমহে

লঙ্ ও লিঙের রূপ দিলাম না ; কারণ, উভয় বিভক্তিতেই স্বরস্থিতি নির্দিষ্ট। লঙে আগম-স্বর (অনুনাৎ) এবং লিঙে প্রত্যয়-স্বর (সুহৃৎ, সুহীত)। তনাদিগণ ও স্বাদিগণে স্বর-স্থিতির কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। সুতরাং তনাদি ধাতুর রূপ দিলাম না।

শতৃ-শানচ্—স্বত্ব্ (স্বত্বী), তত্ব্ (তত্বী), আপ্, বত্ব্ (আপ্নবত্বী), সুধান্, তদান্, আপ্নবান্।

ক্রী ধাতু, ক্র্যাদি বা 'না'-গণ

পরস্মৈপদ			আম্নস্মৈপদ			
লট	ক্রীণাতি	ক্রীণাসি	ক্রীণামি	ক্রীণীতে	ক্রীণীষে	ক্রীণে
	ক্রীণীতঃ	ক্রীণীথঃ	ক্রীণীবঃ	ক্রীণীতে	ক্রীণীথে	ক্রীণীবহে
	ক্রীণন্তি	ক্রীণীথ	ক্রীণীমঃ	ক্রীণন্তে	ক্রীণীধ্ব	ক্রীণীমহে
লোট্	ক্রীণাতৃ	ক্রীণীহি [গৃহাণ]	ক্রীণানি	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীষ	ক্রীণৈ
	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীতম্	ক্রীণাব	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীথাম্	ক্রীণীবহৈ
	ক্রীণন্ত	ক্রীণীত	ক্রীণাম	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীধ্বম্	ক্রীণীমহৈ

লঙ্, লিঙের রূপ দিলাম না ; কারণ, স্বরস্থিতির বৈচিত্র্য নাই।

শতৃ-শানচ্—ক্রীণত্ব্, ক্রীণ-ত্বী, ক্রীণান্।

ঋ। অকায় বা ব-কারাগ-বিশিষ্ট গণ-সমূহ। ভাদি, তুদাদি, দিবাদি ও কৰ্ম্মবাচ্য গণ। এই সকল গণে স্বরস্থিতির বৈচিত্র্য নাই। স্ব-স্থিতি এই সকল গণে নির্দিষ্ট ; কোনও ব্যতিক্রম নাই। ভাদি ও দিবাদি গণে ধাতু-স্বর ; বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাদি গণে সৰ্ব্বত্র ধাতুর ঞ্ণ হয়, দিবাদি গণে হয় না ; যেমন ভবতি, দীব্যতি। তুদাদি ও কৰ্ম্মবাচ্য গণে সৰ্ব্বত্র অ বা ব আগমে স্বরস্থিতি ; ধাতুর ঞ্ণ নাই। তুদতি, ক্রিয়তে। এই সকল গণেও লঙে আগম-স্বর ; অন্তবৎ, অদীব্যৎ, অতুদৎ, অক্রিয়ত।

শতৃ শানচ্—ভবত্ব্ (ভবত্বী), ভবমান্ ; দীব্যত্ব্ (দীব্যত্বী), দীব্যমান্ ; তুদত্ব্ (তুদত্বী, তুদত্বী), তুদবাণ, ক্রিয়মাণ, (ক্রিয়মাণা)।

প। চুরাদিগণেরও নির্দিষ্ট স্বরস্থিতি, যথা—চোরয়তি, চিহ্নয়তি ; এবং লঙে আগম-স্বর, যথা—অচোরয়ৎ, অচিহ্নয়ৎ।

বেদের ভাষায় লেট্ * বা Subjunctive mood এর একটি নির্দিষ্ট বিস্তৃতি ছিল ; উত্তর-কালে ইহার উত্তম পুরুষের (পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ) রূপ লোটের উত্তম পুরুষের রূপে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ লোটের উত্তম পুরুষ প্রথমে ছিল না। এই বিস্তৃতির রূপ :—

পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
অন বৎ	অনবঃ	অনবানি	অনবতে, অনবাতৈ	অনবসে	অনবৈ
—	—	অনবাধ	—	অনবৈথে	অনবাবহৈ
অনবন্	অনবথ	অনবাম	অনবন্ত	—	অনবামহৈ
অবাৎ, অবাতি	অবাঃ, অবাসি	অবানি	অবাতে অবাতৈ	অবাসে অবাসৈ	অবৈ
অবাতঃ	অবাথঃ	অবাব	অবৈতে	—	অবাবহৈ
অবান্	অবাথ	অবাম	অবান্ত, অবান্তৈ	অবাবৈ	অবামহৈ

তিঙক্ত স্বরের অবস্থিতি-বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ কথা

১। অদাদি-গণীয় দীর্ঘ স্বরাদি ধাতু ও অপর কয়েকটি ধাতুর সর্কজ ধাতু-স্বর বজায় থাকে। এই প্রকার কয়েকটি ধাতু—আস্, ঈড্, ঈন্, ঈশ্, চক্ষ্, তক্ষ্, জা, নিজ্, বস্ (পরিধানে), শিজ্, শী, স্ব প্রভৃতি। স্বপ্, স্বন্ ও অন্ ধাতুর উত্তর ইডাগম হইলে ধাতু-স্বর ; স্বপিমি, স্বসিসি, অনিতি। অন্তজ বিকল্পে ধাতু বা প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি :—স্বপন্ত, স্বসন্ত ; বা স্বপন্ত, ইত্যাদি। স্বপিতৃ স্থানে স্বপ্তু (অথ°)। পাণিনি—স্বপাদিহিংসামচ্যনিট। ৬।১।১৮৮। স্বপাদীনাং হিংসেচা নিট্যজাদৌ ল-সর্বাধাতুকে পরে আদিক্রদাতো বা ত্রাৎ। স্বপন্তি, স্বসন্তি, হিংসন্তি। পক্ষে প্রত্যয়স্বরেণ মধ্যোদাত্ততা।

২। জুহোতাদি-গণীয় ধাতুর অভ্যাসের আদিভাগ উদাত্ত। অভ্যাসানামাধিঃ। ৬।১।১৮৯। কিন্তু ভী, হ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর অভ্যাসের বিভীয়াংশ অর্থাৎ প্রত্যয়ের পূর্বাংশ উদাত্ত। ভী-হী-ভূ-হ-মদ-জন-খন-দগ্নিজা-জাগরাৎ প্রভায়াৎ পূর্বং পিতি। ৬।১। ২২। বোহয়ি হোজং জুহোতি। মমত্ব নঃ পরিত্বা। মাতা যদ্ বীরং দধনং। জাগিষি স্বম্। এই গণের ধাতুর পর

* লিডর্বে লেট্। পাণিনি ৩।৪।৭। লেটোহডাটৌ। ৩।৪।১৪। লেট্ বিস্তৃতিতে অট্ বা আট্ আগম হয়। তাহার পিৎসংজ্ঞা। ‘পতাতি বিদ্বাৎ’। ‘প্রিঃ সূর্বে প্রিযোহ্যা ভবাতি’। অতি ঐ। ৩।৪।১৫। আকার স্থানে কখনও কখনও ঐ হয়, ‘সাবৈতে’। উপসংহাশঙ্কয়োক্ত। পদবন্ধ আশঙ্কায় ৫ লেট্, ত্রাৎ। ৩।৪।১। ‘মহমব পশুবাধৈ’। ‘সন্ধিরাহস্তা নরকং পতাম’। ইত্যাদি পাণিনিতে উল্লেখ্য আছে। Macdonnell ও Whitney ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

স্বরাদি প্রত্যয় থাকিলে ধাতুর আদিতে স্বরস্থিতি হয়। মোটের উত্তম পুরুষে হ প্রত্যয় ধাতুর বিত্তীর্ণাকরে স্বরস্থিতি, কিন্তু অন্ত ধাতুসমূহে প্রথমাকরে। হ ধাতু পাণিনির মতে হ প্রত্যয় ধাতুর সহিত গণিত হইলেও এটা স্বত্বাদিতে অন্তরূপ ছিল, অর্থাৎ প্রথমাকরে উভাত স্বর বহন করিত। পরে অন্তরূপ হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃক্ষে এই গণীয় ধাতুর স্বর নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, স্বরলিপিসমূহ বেদগ্রন্থের যে সকল পুথি পাওয়া যায়, তাহাতে কোনও একটা শৃঙ্খলা পাওয়া যায় না। আর তাহার উপর অসুবিধা এই যে, অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়াপদে স্বর থাকে না।

৩। জ্যোষি (✓ জ্য্), ধক্ষি, পৰি (✓ পৃ গতো), ক্ষেবি (✓ ক্ষি শাসনে), জেমি, দর্শি, নেষি, মৎসি, যক্ষি, যৎসি, যোৎসি, বক্ষি (✓ বহ্), বেষি, শ্রোষি প্রত্যয়িত কতকগুলি লঙ্ বা লুঙের মধ্যম পুরুষ এক বচনের রূপ পাওয়া যায়। অর্থের হিসাবে ইহারা লোটের স্থানীয়।

৪। অভাগম-বিহীন লঙের কয়েকটা রূপ। জুগেগাদিগণ—জিগাৎ, জিহীত, শিণীত। কথাদিগণ—ভিনৎ, পৃণক্, বৃণক্, পিণক্, ঞ্ণক্। স্বাদি—মিষন্, ঞ্ণত। ক্রাদি—ঞ্ণন, গৃত্ণত, বৃণত, অনন্। ভাদি—চাবন্, অবঃ দহঃ, বোধৎ, ভরৎ, চরন্, নশন্, বধত, শোচন্ত। দিবাди—গায়ৎ, পশ্যৎ, পশ্যন্ জায়থাঃ।

লিট্—লিটের স্বরস্থিতি লইয়া বিশেষ কোনও গোলযোগ নাই। পরস্মৈপদের একবচন ভিন্ন সর্বত্রই প্রত্যয়-স্বর। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের একবচনে অভ্যন্ত স্বরের গুণ বা বৃদ্ধি হয় এবং গুণ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অক্ষরে স্বরস্থিতি হয়। যেমন, চকার, চকর্থ, চকার; বুবাধ, বুবাধিধ, বুবাধ। মধ্যম পুরুষের একবচনে একটু গোলযোগ আছে। ‘থ’ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর গুণ বা বৃদ্ধি সর্বত্রই হয়, স্ততরাং স্বরস্থিতি সেই গুণ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অক্ষরেই হয়। কিন্তু (ইভাগম) ইকারের আগম হইলে যদি ধাতুর রূপ নিত্যন্ত দুর্বল হয়, তাহা হইলে প্রত্যয়ে অর্থাৎ ‘থ’কারে স্বরস্থিতি হয়। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, লিটে ধাতুর তিন প্রকার রূপ হয়, যেমন, বচ্ ধাতুর উবাচ্, উবচ্, উচ্। ইহাদের মধ্যে একটা প্রবল রূপ, একটা মধ্যম ও একটা নিত্যন্ত দুর্বল। ধাতু নিত্যন্ত দুর্বল না হইলে স্বরহানি হয় না। লিটের স্বরস্থিতি অতি নিয়মিত; স্ততরাং একটি ধাতুর রূপ দিলেই পরিস্ফুট হইবে।

পরস্মৈপদ

আত্মনেপদ

ভতান	ভতত্ব, তেনিথ	ভতান, ভতন
ভেনতুঃ	ভেনথুঃ	ভেনিব
ভেনুঃ	ভেন	ভেনিম

ভেনে	ভেনিষে	ভেনে
ভেনাতে	ভেনাথে	ভেনিবহে
ভেনিরে	ভেনিষে	ভেনিবহে

আয়ঙ হই একটি মধ্যম পুরুষের একবচনে রূপ :—বুধ ধাতু—‘বুবোধিথ’ প্রবল রূপ, ইহার দুর্বল রূপ ‘বুবুধে’ পদে আছে। নী ধাতু—‘নিনেথ, নিনিথিথ, উভয়টাই প্রবল রূপ, দুর্বল রূপ ‘নিহ্মঃ’, দদ ধাতু—‘দদাথ, দদিথ; দ্বিতীয়টাই দুর্বল, ‘দদে’, ‘দদহঃ’। বচ্ ধাতু—‘উবক্থ, উবচিথ মধ্যম রূপ; প্রবল রূপ—‘উবাচ’; দুর্বল—‘উচুঃ’। অস্ ধাতুর পরোক্ষার রূপ—‘আস, আসতুঃ, আতুঃ; আসিথ, আসথুঃ, আসি; আস, আসিব, আসিষ। এখানে সর্বত্র অস্ ধাতুর সমান রূপ হইলেও মধ্যমপুরুষের বহুবচনে প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি।

কনু-কানচ্—ইহাদের প্রত্যয়-স্বর। বুবুধাংস্, চকুবাংস্, জজিবাংস্, আদিবাংস্, দদিবাংস্, উচিবাংস্, দাখাংস্, জগ্মিবাংস্, জয়িবাংস্। দদান, তেতান, বুবুধান, নিহ্মান, জজ্ঞান, উতান, বাবুধান, বাবসান, দাদুহাণ, তুতুজান, শশয়ান, তিস্তিহাণ, সস্হমাণ। নিয়মিথিত কয়েকটা শব্দে অনিয়মিত স্বরস্থিতি দেখা যায় :—তুতুজান (এবং তুতুজান), বাবুধান, শাশদান, শৃগুজান, শৃগুবান।

পরোক্ষায় বিধি নিষেধ-সম্ভাবনাদি-বাচক ভাব বা mood। আমরা অর্কাটোন সংস্কৃতে কেবল লিটের সত্তা বাচক ভাব বা indicative mood পাই; কিন্তু বেদে subjunctive, imperative ও optative সর্ববিধ ভাব বা mood প্রকাশের রীতি ছিল। সম্ভাবনা-বাচক subjunctive mood এর কতিপয় পদ :—পপ্রথঃ, চাকনঃ, মামহঃ, পিপ্রয়ঃ, রারণঃ (মধ্যম পুং একবৎ); চাকনৎ, জভরৎ, রারণৎ, সাসহৎ, পিপ্রয়ৎ, (প্রথম পুং একবৎ); চাকনাম, ততনাম, শূশ্বাম (উত্তমপুং বহুবৎ); ততনন্, পপ্রথন্ (প্রথম পুং বহুবচন)। আত্মনেপদী—ততপতে, শশমতে, যুযোজতে, জুজোষতে (প্র° একবচন); চাকনন্ত, ততনন্ত (প্র° পুং বহুবৎ)। স্বরস্থিতির স্থিরতা নাই—জুজোষতি, জুজোষসি, জুজোষথঃ, জুজোষথ, চক্রমন্ত, দধ্বন্ত, রুরুচন্ত; বাবুধন্ত, চকুপন্ত।

বিধি-বাচক বা Optative mood এর উদাহরণ :—শুক্রয়াঃ, তুতুজ্যাৎ, বভূয়াৎ, শুক্রাতম্, ববুজ্যঃ; বাবুধীথাঃ, শুক্রয়াঃ, শিশ্রীতু।

অজ্ঞতা-বাচক বা Imperative mood এর উদাহরণ :—সুমনোচত, পিপ্রয়স্ব। অজ্ঞত স্বরলিপি লক্ষিত হয় নাই।

অভাগমযুক্ত লিট্ বা Plu-perfect এর উদাহরণ :—অজগম্, অজগন্ত, অবুভোজীঃ,

অজ্ঞপ্রভীৎ, অপিপ্ৰত, অপ্পৃথোম্, অদদৃহত্। অজাগমবিহীন রূপ— চাকন্, রারন্, চিকৈতম্, জিহিংসীঃ।

লুঙ—লুঙ্ বিভক্তিতে অজাগম হইলে নিয়মিতভাবে অকারেই স্বরস্থিতি হয়। কিন্তু অজাগম না হইলেই স্বরস্থিতির বিষয়ে চিন্তা। আগমবিহীন লুঙেও সাধারণতঃ দ্, স্, অন্—এই তিনটি প্রবল রূপে ধাতু-স্বর এবং অন্ত্র প্রত্যয়-স্বর বজায় থাকে। এই সাধারণ নিয়ম। লুঙ্ বিভক্তিতে ধাতুরূপের সাত প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। (১) যে সকল রূপে ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগ হয়। (২) যে সকল রূপে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে অকার আগম হয়। (৩) যে সকল রূপে ধাতু অভ্যন্ত হয়। (৪) যে সকল স্থলে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে ‘স্’ আগম হয়। (৫) যে সকল স্থলে ‘ইব্’ আগম হয়। (৬) যে সকল স্থলে ‘সিব্’ আগম হয়। (৭) যে সকল স্থলে স্+অ আগম হয়।

(১) অদাৎ, অগাৎ, অধাৎ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। আগমবিহীন স-স্বর পদ অতি অল্পই পাওয়া যায় :— দভুঃ, মন্সুঃ, সৌমহি, নংশি, গম্বহি, হুখাঃ। কৰ্ম্মবাচ্যে— ধারি, শ্রাবি, বেদি, জনি, পাদি, মাদি। কৰ্ম্মবাচ্যে সর্বত্রই আগমবিহীন পদে ধাতুকরে স্বরস্থিতি। সামবেদে ‘ধারি’ সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ।

(২) অসিৎ, অসিচন্, অবিদম্, অগমৎ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপ। আগমবিহীন পদ— রুহম্, ভুজৎ, বিদৎ, ব্যত (প্রথম পু° একব°), বিদন্ত, বৃধন্ত।

(৩) অভ্যন্ত লুঙ্। অজীজনৎ, অজীজনন্, অচিক্শিম্, অচুক্রধম্, অতিব্রসম্, অপিস্পৃশম্। দীধরঃ, নীনশঃ, জীজনৎ, পীপরৎ, শিরঃ, হৃদ্রবৎ, তৃষ্টবৎ।

(৪) ‘স্’ আগম। অনৈবীৎ, অনৈবুঃ, অচৈৎসীৎ, অকাষ্টম্, অতাংস্তম্, অস্রাষ্টম্, অবাৎসীৎ ইত্যাদি।

(৫) ‘ইব্’ আগম। অপাবিষম্, অপাবিষুঃ (√পু) অবোধিষম্, আরোচিষম্।

(৬) ‘সিব্’ আগম। অধাসিষম্, অনঃসিষম্, অন্নাসিষুঃ, যাসিষ্টম্।

(৭) ‘স্’ আগম। অদিক্শম্, অদিক্শন্। ধুকন্, হুকন্, ধুকৃত, ধুকৃত্ত।

লুঙের ভাব বা mood। লুঙ দ্বারা চারি প্রকার ভাব প্রকাশিত হইত। সত্তা—(Indicative)

অভুৎ। সম্ভাবনা—(Subjunctive) করানি, করসি, ভোক্ততে, বর্জতে, গম্যমহৈ, গচ্চ, জোযৎ, প্রবৎ, বিদাৎ, বিদাসি, শিষ্যটৈ, পৰ্বথঃ, পৰ্বথ, মৎসথ, জেযঃ, বক্ষঃ, নেবৎ, শংসিষম্, জনিষ্টাম্, শান্ধিষ্ট, কানিযঃ, নিশ্চিবৎ।

বিধি বা ইচ্ছা (Optative & Precative)—ভূয়াং, অশ্রাম্, আশীং, অশীমহি, ভূয়াঃ, গম্যাঃ, বিদেয়ম্, সনেয়ম্, *কেম, ভক্ষ্যসি, ধুক্‌ষীমহি, মংসীমহি, এধিষীং, এধিষীমহি, বধিষীমহি ।

অনুজ্ঞা (Imperative)—কৃষ, যুক্, কৃধি, শগৃধি, শ্রুধি, শ্রোতু, সোতু, শ্রুতম্, শ্রুতম্, বোঢ়াম্, গাত, ভূত, কত, গংত, যংত, (গংত) সন, সর, বিদ, রুহতম্, বিদতম্, খাত, জিগৃতম্, জিগৃত, জজ্ঞতম্, স্ববৃদত, অবিষ্ট, অবিষ্টম্, ঋবিত, চনিষ্টম্, তারিষ্টম্, রণিষ্টম্, ধুক্‌ষ ।

আশীর্লিঙ্—একটি (ভূ) খাতুর স্বরযুক্ত রূপ দিলাম ।

পর্যায়পদ

ভূয়াং	ভূয়াঃ	ভূয়াসম্	ভবিষীষ্ট	ভবিষীং
ভূয়াতাম্	ভূয়াতম্		ভবিষীয়াতাম্	ভবিষীয়াতাম্
ভূয়াতঃ	ভূয়াত	ভূয়াস	ভবিষীরন্	ভবিষীতুম্
				ভবিষীমহি

লৃ ট্—একটি (দা) খাতুর স্বরযুক্ত রূপ দিলাম

দাত্তি	দাত্তসি	দাত্তামি	দাত্ততে	দাত্তসে	দাত্তে
দাত্ততঃ	দাত্তথঃ	দাত্তাব	দাত্ততে	দাত্তথে	দাত্তাবে
দাত্তত্তি	দাত্তথ	দাত্তাম	দাত্তন্তে	দাত্তধে	দাত্তমহে

লৃ ঙ্—সম্ভাবনাব্যচক (Conditional) ভবিষ্যৎ । অডাগমে স্বর ।

অদাত্তং, অদাত্ততাম্, অদাত্তন্, অদাত্তঃ, অদাত্ততম্, অদাত্তত, অদাত্তম্, অদাত্তাব, অদাত্তাম্ ;
অদাত্তত, অদাত্ততাম্, অদাত্তন্ত অদাত্তথঃ, অদাত্তথাম্, অদাত্তধবম্, অদাত্তে, অদাত্তাবহি, অদাত্তমহি ।

লুট্—

পর্যায়পদ

দাত্তা	দাত্তাসি	দাত্তামি
দাত্তারো	দাত্তাঃ	দাত্তাঃ
দাত্তারঃ	দাত্তাহ	দাত্তামঃ

	আত্মনেপন	
↓	↓	↓
দাতা	দাতাসে	দাতাহে
↓	↓	↓
দাতারৌ	দাতাসাথে	দাতাস্থহে
↓	↓	↓
দাতারঃ	দাতাধে	দাতাস্থহে

কৃদন্তু স্বর

যে সকল কৃদন্তু পদে কেবলমাত্র ধাত্বর্থপ্রকাশ্য ভাবনী নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ পায়, তাহাতে ধাতু-স্বর, অস্ত্য প্রত্যয়-স্বর। যে সকল পদ বিশেষণ বা বস্ত বা ব্যক্তিব্যচক অর্থবা কোনও বস্তুর সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট, তাহাদের প্রত্যয়-স্বর। ফলতঃ প্রত্যয়-স্বর-বিশিষ্ট কৃদন্তু-পদের সংখ্যাই অধিক ; কারণ, সম্পর্কবিহীন ভাবমাত্র ভাবায় স্থিতিশীল হয় না। এইটাকে সাধারণ নিয়ম বলা যায়। কিন্তু ব্যতিরেকও যথেষ্ট। বহু-অক্ষর-বিশিষ্ট (Pollysyllabic) কৃদন্তু-পদের আধাক্ষর বা অস্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি ; কোথাও কোথাও উপধা স্বরে, কোথাও কোথাও সামান্ত একটু স্থানান্তরিত। * অভিন্ন পদে স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম দ্বারা অর্থ-বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। প্রথমাক্ষরে (ধাত্বক্ষরে) স্বরবিশিষ্ট পদ যদি অনন্বিত ভাব মাত্র প্রকাশ করে, সেই পদ প্রত্যয়-স্বরবিশিষ্ট হইলে বস্ত বা ব্যক্তির ব্যচক, অথবা বিশেষণ হয়। নপুংসক লিঙ্গের ভাব সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট ভাব। তাই ধাতু-স্বর দ্বারা সময়ে সময়ে নপুংসক লিঙ্গ শব্দ সাধিত হয় ; আবার সেই শব্দই প্রত্যয়-স্বর পাইলে পুংলিঙ্গ হয়। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের স্বরও সাধারণতঃ প্রত্যয়ে অবস্থিত হয়। অতঃপর আমরা নানাবিধ কৃদন্তু পদের উল্লেখপূর্বক তাহাদের স্বর প্রদর্শন করিব।

১। প্রত্যয়বিহীন কৃদন্তু পদ। ধাতু অস্ত্যন্ত বা উপসর্গবিশিষ্ট। সম্ভদ, চিকিৎ, দদৃহ,

* No general laws governing the place of the accent are to be recognized : each suffix must in this respect be considered by itself.

In connection with a very few suffixes is to be recognised a certain degree of tendency to accent the root in case of a *nomen actionis* or infinitival derivative, and the ending in the case of a *nomen agentis* or participial derivative : * * *. Differences of accent in words made by the same suffix are also occasionally connected with differences of gender. * * *

1145. As regards their signification, the primary derivatives fall in general into two great classes, the one indicating the action expressed by the verbal root, the other the person or thing in which the action appears, the agent or actor—the latter, either substantively or adjectively. The one class is more abstract, infinitival ; the other is more concrete, participial. Other meanings may in the main be viewed as modifications or specializations of these two.

দিহা, দিহাৎ, জ্বহ, নেনী, যবীযুৎ, জগৎ, ঋৎ (ঋৎকর্ণ), অবসা, উপভৃৎ, পরিজী, উপস্ব, উপরিষ্ঠ।

২। অ প্রত্যয়। এই প্রত্যয় দ্বারা অসংখ্য কৃদন্ত (ও তদ্ধিত) পদ সাধিত হয় এবং নানারূপ অর্থ প্রকাশ করে। কখনও কখনও ধাতু-স্বরের গুণ (কচিৎ বৃদ্ধি) হয়।

নির্গিণ্ঠ ভাব-প্রকাশ—ঐম, গ্রহ, অয় (গতি), বেদ, (জ্ঞান), হব, (আহ্বান), কোধ, জোষ, (উপভোগ), তর (পার হওয়া), সর্গ (সৃষ্টি)।

অধিতার্থ প্রকাশ—ক্ষম (সহিষ্ণু), স্বজ (শত্রু), জীব (প্রাণী), মেঘ, প্লব (নৌকা), সর (সরিৎ), সর্প (সরীসৃপ), ভোজ (বস্ত্রবাচক), খাদ (ভোজনকারী)।

স্বরস্বিতির ব্যতিক্রমে অর্থবিভিন্নতা—এষ (স্বরা), এষ (স্বরাধিত); শাস (আদেশ), শাস (আদেশকর্তা); শোক (দুঃখ), শোক (হতভাগ্য); শাক (শক্তি), শাক (শক্তিমান)। [করণ (কার্য), করণ (তৎপর); কৃপণ (কষ্ট), কৃপণ (হতভাগ্য); অপস্ (কৰ্ম), অপস্ (পটু); বশস্ (সৌন্দর্য), বশস্ (শোভন); তরস্ (স্বরা), তরস্ (সঞ্চার); ভবস্ (শক্তি), ভবস্ (শক্তিমান); মহস্ (মহত্ব) মহস্ (মহান); রক্ষস্ (নপুংসক), রক্ষস্ (পুংলিঙ্গ); ত্যজস্ (ত্যাগ নপুং), ত্যজস্ (অপত্য পুং); ব্রহ্মন্ (নির্গিণ্ঠ ভাবমাত্র, নপুং), ব্রহ্মন্ (পুরোহিত, পুং); দামন্ (দান, নপুং), দামন্ (দাতা, পুং); ধমন্ (নিয়ম, নপুং), ধমন্ (আদেশকর্তা, পুং); সন্মন্ (আসন, নপুং), সন্মন্ (উপবিষ্ট পুং)।]

জয়, জব, স্বয় সম্ভবতঃ অধিত বস্ত্রবাচক * । শ্রব, মোঘ, তব সম্ভবতঃ ভাবমাত্র বাচক।

ভাববাচক (আদি-স্বরের বৃদ্ধি)। কাম (ইচ্ছা)। বস্ত্রবাচক—ভাগ (অংশ), † নাদ (গোলমাল), † দাব (অগ্নি), † তার (তরণ), † গ্রাভ (আক্রমণকারী), বাহ (বহনকারী), নায় (নেতা), আর (প্রণয়ী)। এইরূপ, জেব, নেব, পর্ব, পৃক।

* হুইটনি এইটিকে exception বলিয়াছেন। “But exceptions are numerous—* * *—and the subject calls for a much wider and deeper investigation than it has yet received, before the accentuation referred to can be set up as a law of the language in derivation.

† Whitneyর মতে ভাববাচক।

অত্যন্ত ধাতু—চর, দ্রুত, দ্রুত, বত্র, শিশর, শিশ্রু, সস, মুসুর, বরীমুশ, বলীমুচ, চলাচল,
চরাস, কনিষ্ঠ, বরীমুত, সরীমুপ, পনিম্পদ, সনিবাদ, সনিস্রস, বনাশন ।

উপসর্গসহ । সজ্জ (সভা), নিবেষ, অভিজোহ (শক্রতাচরণ), অতুক্র (সাহায্য),
উদান (উৎসাহ), প্রত্যাশ্রাব (প্রত্যাশ্রিত), পরিচর (ভ্রমণশীল), সংজর (বিজয়ী),
বিবোধ (আগরণশীল), অভিষাজ (অভিভক্তিমান), উদার (উন্নত), উত্তর (প্রবোধন-
কারী), সংগির (বাহাতে গিলে), আদরির (ছেদনশীল), অভিচংক্রম (আরোহণশীল) ।

পদমধ্যে বা উপসর্গে স্বর—উৎপাত (আপদ), আশ্রেষ (সংক্রামক রোগ), বোয়াষ-(বি+ওষ=
দাহ), প্রতিবেশ (প্রতিবেশী), আভগ (অংশী), সংকাশ (মুক্তি, দর্শন) ।

আ-প্রত্যয় । ঈশা (প্রভু), ক্রীড়া, দয়া, নিন্দা, শকা, হিংসা, কমা, কুধা,
ভাষা, সেবা, স্পৃহা, জিগীষা, ভিক্ষা, বোর্স, বীভৎসা, অশ্রয়া, স্ক্রুতুয়া, অপত্তা,
উরুয়া, অশ্রয়া, অশনয়া, জীবনভা, মৃগয়া, হৃষা, জিহ্বা, জজ্বা, ইচ্ছা, ঞ্ছা * ।

অন-প্রত্যয় । সদন, রক্ষণ, দান চয়ন, বেদন (প্রাপ্তি, অর্থ), হবন, ভোজন,
করণ, বধন, তপন, চেতন, চৌদন ; চাতন, নাশন, মাদন, বাচন, বাসন, বাহন, সাদন,
স্পাশন, স্বাদন, আয়ন, যাবন, পারণ । উপসর্গ সহ । আক্রমণ, উদ্যান, নিধান,
প্রাপন, বিমোচন, সজমন, (সভা, মেলন, মিলনকারী), অধিবিকর্তন (কাটিয়া ফেলা),
অংপ্রভংশন (পড়িয়া যাওয়া) । জ্বীলিজ্জ । চৌদনী, পেশনী, স্পরণী, জন্তনী, প্রোক্ষণী,
সংগ্রহণী, অভিষবনী, বিধরণী । আকান্নাস্ত হইলে অত্যন্ত । স্পর্গসর্গা
(অনায়াসগম্য), অনপবাচনা (অপবাচনের অযোগ্য, দূর করিয়া দিবার আদেশের অযোগ্য) ;
কিষ্ট বড় বিধানা (বড়বিধ) : স্বরণা, স্পন্দনা, অশনা, অসনা, মননা, দ্যোতনা, রোধনা,
খেতনা, হসনা, রণনা, কপনা : অনী-প্রত্যয়ের কয়েকটি পদ । অর্ধগী,
চেতনী, তপনী, পৃশনী, বৃজনী, রজনী (স্বরবিহীন), তেদনী । অত্যপূর্ব অক্ষরে
স্বর । দোহন, মনন (বিজ্ঞ), ভন্দন (সানন্দ), মন্দন (উৎফুল্ল), সক্ষণ (বিজয়ী),

* সম্বর রূপ পাওয়া যায় নাই । ‘জজ্বা’ বোধ হয়, ব্যতিক্রম অথবা অর্ধান্তরপ্রাপ্তি । এই সমস্ত শব্দ জীলিজ্জ ।
বোধ হয়, সেইজন্য প্রত্যয়-স্বর । অর্থ ভাববাচক । জিহ্বা, হৃষা, জজ্বা বস্তুবাচক ।

দংসন (দোঁউন কৰ্ম), বৃজন, (বেউন, নগর), ব্বেণ (দেবা, দাত্ত), কিরণ (রজঃ, অংগ)।
 তূরণা, অহঁণা, জরণা, বহঁণা, ভদনা, মংহনা, মেহনা, বধনা, বননা, বক্ষণা, উশনা, প্রভৃতি
 কয়েকটা শব্দে জীলিঙ্গে স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম নাই। আদ্যক্ষরে স্থর। উরণ,
 ধুবন, পূশন, ভুবন, বৃজন, ব্বেণ, স্থবন, যোষনা, যোষন (যোষা), পূতনা।

অস্ প্রত্যয়। অধিকাংশই ক্রীবাণিজ ও ভাবপ্রকাশক। অবস্ (অনুগ্রহ), তপস্
 (উমা), প্রস্ (আনন্দ), তেজস্, শ্রবস্ (স্নান), দোহস্ (দোহন), বরস্ (কর্ম) প্রথস্
 (সুগতা), চেতস্, মনস্, চক্ষস্ (নয়ন), সরস্ (পুরুরিণী), বচস্ (বাক্য), যুবস্ (স্বরা) জবস্
 (স্বরা), উরস্ (বক্ষঃ), মুধস্ (অবজ্ঞা), শিরস্; বাচস্, বাসস্, বাহস্, পাজস্, পাথস্, হেঘস্ (অস্ত্র),
 পীবস্, ধায়স্, গায়স্, ভাস্, জাস্, মাস্। বিশেষকণ বা বস্তুবাচক। ভোশস্
 (দানশীল), বজস্ (যাগশীল), বেধস্ (পূণ্যপ্রাণ), আহনস্ (অগ্রসর), বেশস্, ধবরস্, মৃগয়স্ (বস্ত্রমৃগ),
 জরস্ (শেবজীবন), ভিরস্ (ভীতি), হবস্ (আহ্বান), ঘেঘস্ (উত্তেজনা), উবস্ (উষা), দোঘস্ (রাত্রি),
 উপস্ (উৎসজ), অপস্ (জীলিজ, বহুবচন)। সহস্ (নপুং), জরস্ (জী°)।

তস্, নস্, সস্ প্রত্যয়। রেতস্ (বীজ), স্রোতস্, অগ্নস্ (প্রাপ্তি), অর্ভস্
 (বীচি), তর্গস্ (উপহার), রেক্নস্ (অর্থ, সম্পত্তি), স্রবিগ্নস্ (ধন), পরীগ্নস্ (পূর্ণতা), দম্বনস্
 (গৃহের বন্ধ), বপ্সস্ (দৌন্দৰ্য্য), তরুঘস্।

ইস্ প্রত্যয়। জ্যোতিস্ (আলোক), ব্যথিস্, আমিস্ (মাংস), অর্চিস্, রোচিস্, শোচিস্
 (দীপ্তি); ছবিস্, ছবিস্ (আচ্ছাদন); বর্হিস্ (কুশ), বর্তিস্ (পথ), হবিস্ (আজ্ঞা), দ্যোতিস্,
 জবিস্ (আমমাংস)। পাথিস্, মহিস্, ত্বিস্।

উস্ প্রত্যয়। তপস্ (তাপ, তপ্ত), অরস্ (বেদনা, ক্ষত), আয়স্, তরস্, পুরুস্,
 মুহস্, মিধস্, যজস্, প্রাহস্। জহস্ (জন্ম), মহস্ (মানব), নহস্ (নাম), জয়স্, বহস্, দহস্
 (দাহ)।

ই প্রত্যয়। ভাববাচক জীলিজ। কৃচি (কীচি), বিবি (কীচি),
 কৃচি, মুচি (মুতা), রোপি (যাতনা), শোচি (কীচি), বনি ও সনি (প্রাপ্তি), আহি (আক্রমণ),
 আজি (গতি), আজি (ধাবন), দুবি (দোষ), ভুচি (উজ্জল), ভুমি (চঞ্চল), গৃতি (আধার), অরি (শত্রু),

মহি (বৃহৎ), আর্চি (রশ্মি), গ্রহি (বন্ধন), জৌড়ি (খেলা), কাষি, জানি, শারি, সার্চি, জাপি (আন্তরণ),
 রাশি, পাশি । * অভ্যস্ত ধাতু । জজি, জজি (√জ), পপ্রি, সপ্রি, বজি, বজি ।
 জগি, জজি (√জ), জগি, সজি, স্বষি, দদি, পপি, যয়ি, দধি, জগুরি, ততুরি, পপুরি, (পুপুরি)
 চিকিতি, যুয়ুধি, বিবিচি, তাতুপি, দাদুধি, বাবহি সাসহি, তুতুজি, (তুতুজি), যুয়ুধি, যুয়ুধি,
 জজুরি, বজুরি, কর্করি (বীণা), চন্দুর্ভি, (চক্কা) । উপসর্গ সহিত । আযজি, ব্যানশি,
 রিজয়ি, পরাদদি, বৃষদহি, আজানি, আয়ুরি, বিবজি । অন্তর্ধি, উদর্ধি, নিধি, পরিধি, [এই সকল
 স্থানে 'ধি' প্রত্যয়ের স্থায় ব্যবহৃত] আদি (√দা) প্রতিষ্ঠি (√হা) † । অন্নি, অন্নি, দধি প্রভৃতি
 নপুংসকলিঙ্গ । নপুংসকলিঙ্গের সংখ্যা অল্প ।

ঐ প্রত্যয় । নদী, নন্দী, পেযী, বক্ষী, বেণী, শাকী, শচী, শমী, শিমী । অত্রাত্ত
 প্রত্যয়ের জৌলিঙ্গে এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় । ঐ প্রত্যয়াস্ত পুংলিঙ্গ শব্দ—রথী, প্রাবী, তরী,
 অহী, অপথী । স্বরস্থিতির ব্যত্যয়ে লিঙ্গপরিবর্তন । পুং কল্যাণ, জ্যো কল্যাণী ; পুং পুরুষ,
 জ্যো পুরুষী । কিন্তু পুং যম, জ্যো যমী । নদী, লক্ষ্মী, স্বমী প্রভৃতির পুংলিঙ্গ নাই ।

তি প্রত্যয় । ত্রৌলিঙ্গ । [পুংলিঙ্গ ও বিশেষণ পদের উদাহরণ বিরল হইলেও
 আছে ।] অধিকাংশ পদেই স্বরস্থিতি ধাতুতে ; তবে কতকগুলি উদাহরণে প্রত্যয়-স্বরও দেখা
 যায় । হুইটনী 'ত' (ক্র) প্রত্যয়ের স্থায় এই প্রত্যয়েও স্বরস্থিতি স্বাভাবিক মনে
 করিয়াছিলেন । ৬০ পদে ধাতু-স্বর ও ৫০ পদে প্রত্যয়-স্বর পাইয়াছেন, এবং ১৪০ পদে
 স্বরস্থিতির নির্ণয় হয় নাই । ইতি, ঋতি, চিত্তি, তৃষ্ণি, পক্তি, পুষ্টি, তৃতি, ভৃতি, বৃষ্টি, শক্তি,
 ঋষ্টি, সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতি শব্দে উভয়বিধ স্বরস্থিতি তিনি পাইয়াছেন । সম্ভবতঃ সে সকল
 স্থলে অর্থবিভিন্নতা ছিল । তি প্রত্যয় ভাববাচক । ধাতুংশে স্বরস্থিতিই স্বাভাবিক । তবে
 'বৃষ্টি' শব্দে 'জল' বুঝাইলে ধাতু-স্বর থাকিবে কেন ? একরূপ অর্থ বিরল নহে । ভাববাচক শব্দ
 প্রায়ই বস্তুবাচক হইয়া পড়ে । কিন্তু বস্তুবাচক শব্দ প্রায় ভাববাচক হয় না ।

রাতি (দান), উতি (সাহায্য), রীতি (প্রবাহ), ত্তি (তব), ত্তি (বিভাগ), বিত্তি
 (সেবা, দাসত্ব), কীতি (বশঃ), পুতি (দান), মতি (চিন্তা), পীতি (√পা, পান বা পেষ),

* "The variety of accent—reducible to no rule."—Whitney.

† "Opinions are at variance as to whether such forms are to be regarded as made with the suffix -i, displacing the radical syllable (আ) a, or with weakening of ā to i."—Whitney.

যোতি (সরিৎ √ ধাব্), * গতি, শান্তি, দিতি (অংশ, ক্ষেত্র √ দা), দৃষ্টি, ইষ্টি (√ যজ্), উক্তি (√ বচ্), বৃদ্ধি। ঔষ্টি, রতি, তন্তি (√ তন্), রন্তি (√ রন্)। নঞর্থক অ পূর্বে থাকিলে তাহাতেই স্বরস্থিতি হয়। অহতি, অহন্তি (√ হন্)। দা (= দান বা ছেদন) ধাতুর উত্তর তি যোগে ‘-তি’ হয়, পূর্বে অস্ত শব্দের সমাস হইলে। সম্প্রতি, পরিত্তি, বহন্তি, ভগতি, মঘতি (ক্র যোগে ‘-ত’ হয়, —আত, অমুত, পরীত, প্রত, প্রতীত, দেবত)। অভ্যস্ত শাত্ত হইতে। চকৃতি, দীধিতি, দীদিত্তি, জিগৃতি, যযাতি (নাম, পুংলিঙ্গ), জৃদ্ধি (√ জৃচ্)। উপসর্গ সহ। অহুমতি, অজীতি, আহতি, নিবৃদ্ধতি, ব্যাধি, সংগতি [এই সকল শব্দে ক্র প্রত্যয়ের অমুরূপ স্বরস্থিতি ।] আসক্তি, আমুতি, অভিষ্টি, অভিষ্টি। বিশেষণণ .

বা বস্তবাচক শব্দ। পুতি (পলিত, পচা), বৃষ্টি (ব্যস্ত), বৃতি (কল্পন), জাতি (বান্ধব), পত্তি (পানচারী সৈন্য), পতি। ইকান প্রভৃতি স্মরণ্য সহ। সনিত্তি, ঋজীতি, ঋহিত্তি, ঋহিত্তি। অংহতি, দৃশতি, পকৃতি, মিথতি, বসতি, রমতি, ব্রততি, অমতি ও অমতি, অরতি, খলতি, বৃকতি, রমতি। কতি, ততি, যতি প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ ও দশতি, বিংশতি, বষ্টি, পঙক্তি (পঞ্চন্ হটতে) প্রভৃতি শব্দে তদ্ধিত প্রত্যয়।

নি প্রত্যয়। জ্যানি (ক্ষতি, জীর্ণতা), জুর্নি (তাপ), হানি, যুনি, জীর্ণি, বহি (বহন), জুর্নি (গান), তুর্নি (স্বরা), তুর্নি (উত্তেজনা), ধর্নি (ধারণ), প্রোনি (প্রিয়), বৃকি ও বৃকি (পৌন্য), পুর্নি (চিকিৎসা), যোনি, মেনি, শ্রেণি, শ্রোণি। হ্রাহনি (হ্রাহনি)।

অনি প্রত্যয়। ইষনি (ইচ্ছা), শরণি (ক্ষতি), দ্যোতনি (দীপ্তি), ক্ষিপনি (আঘাত), অশনি (অস্ত্র), বর্তনি (পথ), অরণি (অগ্নিবাষ্টি match stick), চরণি (গতি), চক্ষুণি (দ্যোতক), তরণি (স্ফুর), ধমনি (নল), ধ্বসনি (বিক্ষেপণ), বক্ষুণি (তেজোবর্ধন), সরণি (পথ), রুক্ষুণি, সিবাসনি, আশুশুক্ষুণি, পর্ষণি, সক্ষুণি, চর্ষণি।

অন্ প্রত্যয়। মহন্ (মহত্ব), রাজন্ (প্রভুত্ব), [রাজন্, রাজা, স্বরস্থিতি বিপরীত অর্থের অমুরূপ] গন্তন্ (গভীরতা) ; উকন্ (বুঝ), চকন্ (চক্ষু), তকন্ (স্তম্ভধর), ধ্বসন্

* হুইটনী প্রথমভুক্তিকে স্বাভাবিক বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ এগুলির অধিকাংশই বস্তবাচক।

† বাঙ্গালী ‘দেবোত্তর’, ‘ব্রহ্মোত্তর’, ‘শিবোত্তর’ প্রভৃতি শব্দের বোধ হয়, এই স্থান।

(নাম), পূব্‌ (নাম), মজ্জন্‌ (মজ্জা), বৃষন্‌ (বীর, বৃষ), সবন্‌, জীহন্‌, জ্ঞান্‌, শব্‌, যুবন্‌, যৌবন্‌, অহন্‌, উধন্‌ ।

তু প্রত্যয় । এই প্রত্যয় যোগে বহু অসমাপিকা বা infinitive সাধিত হয় । দাতু (অংশ), জাতু (জন্ম), ধাতু (উপাদান), তন্তু (সূত্র), মন্তু (মন্তব্য), ওতু (বস্ত্রের বিস্তার অংশ), সেতু (বন্ধন), সোতু (চাপ), ক্রতু (শক্তি), সক্রু (দৃঢ়তা), এইগুলি **পুংলিঙ্গ** । জীলিঙ্গে—বন্তু (প্রাতঃকাল) । নপুংসকলিঙ্গে—বাস্তু (গৃহ) । অক্‌ (রশ্মি), জন্তু (জীব), গাতু (গান, পথ), হাতু (রাক্ষস), হেতু (কারণ), কেতু (পতাকা), **পুংলিঙ্গ** । ঋতু, পিতৃ (পানীয়, খাদ্য), সূতু (প্রসব) । এধতু, বহতু, তম্যতু, তপ্যতু, সিষাসতু, জীবাতু ।

নু প্রত্যয় । কেম্প্‌ (কম্পন), ভাম্‌ (কিরণ, সূর্য্য), বম্‌ (শব্দ), জ্বম্‌ (পুত্র), দাম্‌ (দানব, পুং ও জী০ ; নপুংসক লিঙ্গে বিন্দু, শিশির), ধেম্‌, গৃম্‌ (সমুদ্র), তপ্‌ (তাপন), ধুম্‌, বিম্‌, হাম্‌ (ভক্ত), ক্‌ম্প্‌ (অস্ত্র), ক্রন্দম্‌, নবম্‌ (নাদনশীল), নভম্‌ (নু, প্রস্রবণ), বিভজম্‌ (ভঙ্গকর) কুশাম্‌ ।

থ প্রত্যয় । ভাববাচক বিশেষ্য পদ । অর্থ, গাথ (গান), ভূথ (উপহার), যথ, রথ,—এই শব্দগুলি পুংলিঙ্গ । উক্‌থ (কথা), তীর্থ, নীর্থ (গান), রিক্‌থ (উত্তরাদিকার, সম্পত্তি), পৃষ্ঠ,—কৌবলিঙ্গ । গাথা, নীথা, (পথ),—জীলিঙ্গ । নিথর্থ (ধ্বংস), সংগথ (মিলন), বিজীগীথ (বিজয়ী) । অনর্থ (স্বাস), অয়র্থ (চরণ), চয়র্থ (বিচরণ), ত্বেষর্থ (তেজঃ), প্রৌষর্থ, যজ্‌র্থ, রবর্থ, বক্ষর্থ, উচর্থ, বিদর্থ, শংসর্থ, শপর্থ, শয়র্থ, স্বয়র্থ, স্বসর্থ, সচর্থ, স্তনর্থ, স্তবর্থ, স্রবর্থ, কুবর্থ, আবসর্থ, (বাস), প্রবসর্থ (প্রবাস, অস্থগস্থিতি), প্রৌষর্থ (স্বাস), বরুর্থ (বৃক্ষ), জরুর্থ (ক্ষয়) ।

থু বা অথু প্রত্যয় । এত্থ্‌ (কম্পন), বেপথ্‌, স্তনথ্‌, (গর্জন), নন্দথ্‌, নদথ্‌ ।

মু প্রত্যয় । মহ্য (কোধ), মৃত্যু, (ক্রহ্য), ভূজ্য (গুহ্য) (পবিত্র), বহ্য (পুণ্যপ্রাপ), সত্য (ক্রম), দহ্য (শত্রু), জায়ু (বিজয়ী) ।

ম প্রত্যয় । অজম্‌ (গতি), বম্‌ (তাপ), এম (অপ্রস্থতি), ভাম (উজ্জলতা), সম্‌ (প্রবাহ), তোম (স্তব), তিগ্‌ (তীক্ষ্ণ), ভীম (ভয়ঙ্কর), শগ্‌ম, (শক্তিমান), ইদম্‌ (ইচ্ছন), যুগ্‌ (বোদ্ধা), তুতুম্‌ (ক্ষমতাবান্), সরমা । তোম্‌, দম্‌, ধম্‌, নম্‌, বাস, সোম, হোম ।

নি প্রত্যয়। উর্নি, হুর্নি (নল), জামি (বাক্য), ভূমি, (-মো), লক্ষি (চিহ্ন),
রশ্মি (কিরণ, গুণ), ক্রুশ্মি।

মন্ প্রত্যয়। অধিকাংশই ভাববাচক নপুংসক,
ধাতুস্বর-বিশিষ্ট। অল্প কতকগুলি পুংলিঙ্গ ও অস্ত্যস্বর-
বিশিষ্ট। কর্মন্, জন্মন্, নামন্, বজ্রন্, বেগ্মন্ (গৃহ), হোমন্, দোষ্মন্।

পুংলিঙ্গ অথচ ভাববাচক—ওমন্ (অমুগ্রহ), ওজ্‌মন্ (শক্তি),
জেনন্ (জয়), স্বাস্ত্‌মন্ (স্বাস্থ্য), হেমন্ (উভেজনা)। ব্রহ্মন্ (পূজা) ও ব্রহ্মন্ (পুরোহিত)
ইত্যাদি স্বরস্থিতি অনুসারে অর্থ ও লিঙ্গ পরিবর্তনের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। অশ্বন্ (প্রস্তর)*
নপুংসক। উদ্‌মন্, উয়ন্, উয়ন্, ভূমন্ (পৃথিবী), ভূমন্ (প্রাচুর্য), স্যামন্, সৌমন্, ভূজ্‌মন্,
বিদমন্ শিক্‌মন্, কার্ধ্‌মন্, ভার্মন্, শাক্‌মন্। উপসর্গসহ। প্রভর্মন্ (উৎপাদন),
প্রবামন্ (প্রস্থান), অমুবজ্‌মন্ (অমুবর্তন)। ব্যতিক্রম :—প্রতিবজ্‌মন্, বিজামন্।

জনিমন্, বরিমন্ (বরিমন্), দরীমন্, ধরীমন্, পরীমন্ (পরেমন্), ভরীমন্, বরীমন্, সরীমন্,
সুরীমন্, সবীমন্, হবীমন্—নপুংসক লিঙ্গ। জৈমন্ প্রত্যয়ান্ত পদগুলি ঋগ্বেদে মাত্র
পাওয়া যায়; উত্তরকালে ইমন্ প্রত্যয় প্রায় পুংলিঙ্গ। বেদে নপুংসক লিঙ্গেরই অধিক প্রয়োগ।
তনিমন্, জরিমন্, প্রথিমন্, মহিমন্, বরিমন্, (বরিমন্, বরীমন্), বসিমন্ (বর্ষমন্, বর্ষমন্)
হরিমন্, জাষিমন্ (জাঘিমন্)—পুংলিঙ্গ। এই ইমন্ প্রত্যয়নিপন্ন শব্দসমূহকে বিশেষণ হইতে
সিদ্ধ ভাববাচক বিশেষ্য বলিয়া ধরা হয়। যথা,—‘দীর্ঘ’ হইতে ‘জাষিমন্’, ‘উরু’ হইতে ‘বরিমন্’
ইত্যাদি। ইঠ ও জৈমন্ প্রত্যয়ও এই প্রকার বিশেষণের উত্তর বি.হিত বলিয়া ধরা হয়। ‘ক্ষিপ্’
ধাতু হইতে ‘ক্ষেপিঠ’ না বলিয়া ‘ক্ষিপ্’ হইতে ‘ক্ষেপিঠ’। বৃ ধাতু হইতে ‘বরিঠ’, বা শ্রি ধাতু
হইতে ‘শ্রেঠ’ বা কণ্ ধাতু হইতে ‘কণিঠ’ না হইয়া ‘উরু’, ‘প্রশস্ত’ ও ‘অল্প’ হইতে নিপন্ন
হয়। এই প্রকার ‘দীর্ঘ’ হইতে ‘জাষিমন্’। কিন্তু বেদে ধাতু হইতেই এই প্রকার ইঠ, ইমন্
প্রভৃতি প্রত্যয়নিপন্ন শব্দ গঠিত হইত। ব্রাহ্মণে ধূম্‌মন্, জট্‌মন্, অশিমন্, হেমন্ প্রভৃতি
শব্দের প্রয়োগ আরম্ভ হয় এবং উত্তরকালে বিশেষণমাত্রের এই প্রত্যয় প্রয়োজ্য হইয়াছে।
যথা, লোহিতিমন্, মধুরিমন্, পুর্ধিমন্, কুকৌমন্, শোণীমন্। এই সকল ক্ষেত্রে ইমন্
তদ্ধিত-প্রত্যয়।

* Whitney বলেন, পুংলিঙ্গ। “Though masculine, is accented on the radical syllable.”

বন্ প্রত্যয়। বজ্জন্ (যাজিক), ব্রহ্মন্ (অনিষ্টকর), শকন্ (সমর্থ), রিকন্ (তাগী), জিহ্বন্ (অন্নশীল), হৃদ্বন্ (সবনশীল), কৃদ্বন্ (কর্মঠ), গদ্বন্ (গমনশীল), সদ্বন্ (যোদ্ধা, √সন্)—পুংলিঙ্গ। পবন্ (গ্রহি), ধবদ্বন্ (ধনুক),—অপুংসক। অর্বন্ (দ্রুতগতিশীল অশ্ব)। উপসর্গ সহ। উপহৃদ্বন্ (বয়স্ক), সংভৃদ্বন্ (সংগ্রহকারী), বিবদ্বন্ (উজ্জল)। সুবীবন্ (দস্যু), সনিদ্বন্, ররাবন্, চিকিৎদ্বন্। বন, বনি, বনু প্রত্যয়। বথন্ (বাচাল), সত্বন্ (যোদ্ধা), শুশুকন্ (উজ্জল)। তূর্বণি (অতিক্রমী), ভূবণি (চঞ্চল), শুশুকণি, দধুধণি (সাহসিক), তুতুবণি (সচেষ্ট), জুগুবণি (প্রশংসাকারী), অর্হরিধণি। বথস্থ (স্বর, কোলাহল)।

বল প্রত্যয়। পুংলিঙ্গ বিশেষণ—ইদ্বর (গতিশীল), অদ্বর (ভোজন-শীল), ঈদ্বর, কবর, ভাবর, ভাস্বর, ব্যধ্বর, স্থাবর, বিদ্বল, যাবাবর। জ্বীলিঙ্গ—যজরী, হৃদ্বরী, জিহ্বরী, শীবরী; বন্ প্রত্যয়াস্ত শব্দের জ্বীলিঙ্গেও ‘বরী’ হয়। জ্বীলিঙ্গ—কবর (কর্ম) গল্বর (গুহা)। উবরা, উবরী (রজ্জু)—জ্বীলিঙ্গ।

অতঃপন্ন কেবল বিশেষণ, বস্তুবাচক ও ব্যক্তিবাচক ক্রদন্তের প্রত্যয় :-

অৎ (অস্ত্) প্রত্যয়। বৃহস্ত্, মহস্ত্, পৃথস্ত্, (চিহ্নিত), কৃশস্ত্ (উজ্জল), জগৎ, ঋহস্ত্ (ক্ষুদ্র), দস্ত্ (দশন), জুহ্বৎ, চক্ষুৎ, ভবস্ত্ [শত্]।

বস্ প্রত্যয়। নিকস্ (কোশলী), বরিবস্ (বিস্তার, স্থান)।

মান, আন প্রত্যয়। অপ্রবান, পৃথবান, চ্যবান, চ্যবতান, পর্শান (গর্ত)।

ত, ন প্রত্যয় (স্ত)। সর্কত প্রত্যয়-স্বর। ন প্রত্যয়ে ব্যতিক্রম। তৃষ্ট (অমল্লণ), শীত, দৃঢ়, দূত, হৃত (সারথি), ঋত, ষৃত, জাত, দূত (জুয়া খেলা), নৃত, জীবিত, চরিত, [অস্ত (গৃহ), মত, বাত, গত, নস্ত, হস্ত প্রভৃতি কতিপয় শব্দে ব্যতিক্রম], ব্রত। পচত, দর্শত ও পশত (দৃষ্ট, দর্শনীয়), যজত, হর্ষত, ভরত, রজত, পলিত, অসিত (কৃষ্ণ), [রোহিত, লোহিত, হরিত], ত্রেত। জ্বীলিঙ্গে এনি, ত্রেনী, রোহিনী, লোহিনী, হরিনী, অসিকী, পলিকী, হরিকী। উক, গুন (ভাগ্যবান), ষিদ্ধ (ভক্ত)। পুংলিঙ্গ—প্রগ্ন, বজ্জ, হৃণ, বর্ণ, স্বপ্ন। অপুংসক—পর্ণ, রহ্ন। জ্বীলিঙ্গে—তৃকা, যাচ্কা।

অমিন (অমরকর), বৃজিন (বক্র), দক্ষিণ, জ্যৈষ্ঠ, হরিণ, কনীন । অকুর্ন, করুণ, তরুণ, দারুণ,
 ধরুণ, নরুণ, পিতৃন, মিতৃন, বরুণ । যমুনা । জগ ।

উ প্রত্যয়। উক্, ঞ্জ্, পৃথ্, মুহ্, সাধ্, স্বাহ্, তপ্, বস্, জায়্ (বিজয়ী), দাক্, শয়্ (শয়নশীল), রেক্ (শূক্), ধায়্ (ভ্রাণ্), পায়্ (রক্ষক), আধ্, স্তম্, অস্তম্। অংস্ত, রিপ্ (প্রত্যয়ক), বায়্, অস্, মস্ (মানব), ইব্। দিক্, তম্ (তন্), ক্ষ্ (খান্য)। চিকিৎ, জগ্ম, জিগ্ম, তিতউ, বক্র্ উপায়্ (নিকটবর্তী), প্রময়্ (ধ্বংসোন্মুখ)। তম্মা (গর্জনশীল), ভিন্দ্ (ভেদকারী), বিন্দ্ (প্রাপ্তিশীল), দক্ষ্, ধক্ষ্। দিৎস্, দিঙ্গ্, চিকিৎস্, যুম্ক্ষ্, দিদ্ক্ষ্। [অদ্যায়্, অরাতীয্, ঞ্জয়্, চরণ্য, মনস্, সনিব্, উরুব্, সপয্] প্রভৃতি নামধাতু-সিদ্ধ শব্দ বেদের প্রাচীন ভাণ্ডাই পাওয়া যায়। সৰ্ব্বনাম হইতে ঙ্গয়্, যুবয়্, যুবায়্, অস্ময়্, স্বয়্, অহংয়্ ও কিংয়্ (১), যবয়্ (যবান্বেষী), বরাহয়্, স্তনস্ (স্তন্যপানেক্ষ), ভ্রৌগয়্ (ভয়ঙ্কর), উর্গয়্ (পশমী), যবহ্মা (যবক)।

উ প্রত্যয়। জ্ঞানিন্। কৰ্ণ^১ (গহ্বর), [পুং-] চল^১, [প্র-] অনু, ওহ^১।

উক প্রত্যয়। বেদে নাই বলিলেই হয়। ব্রাহ্মণে আরম্ভ। সম্ভবতঃ উ প্রত্যয়ান্ত
 শব্দে ‘ক’ যোগে উৎপন্ন। ব্রাহ্মণের ভাষায়—বাহুক, নাগুক, উপক্রামুক, প্রপাদুক, কেকুক,
 ভাবুক, ক্ষোধুক, হারুক, বযুক, সমধুক, দংশুক, প্রমায়ুক। নির্মাণুক, বাতুক, বিকল্পুক,
 সংকল্পুক। জাগরুক, দন্দশুক, যাজ্ঞুক (সলনুক)—এই গুলিতে উক।

অক প্রত্যয়। এখানেও বোধ হয়, অতিরিক্ত 'ক' যোগ। শাবক, সায়ক, পায়ক,
বধক, অভিভোষক। প্রাচীন ভাষায় এ প্রত্যয়টীও দুর্লভ।

তু বা তন্ প্রত্যয়। ভুরি প্রয়োগ। উই (উক্+ত, হালের
বলদ), গ্রহীত্, তরীত্, পবীত্, মরীত্, তরুত্, (তরুত্), ধমত্, সমত্, বরুত্, মনোত্ (মনোত্)।
জ্ঞেতা ধনানি; যুগং মতং শ্রোতাঃ; যন্ত বহুনি বিধতে (সাধুকে ধন দানকারী); জ্ঞেতা
জনানাম্। কর্মে বষ্টী ও দ্বিতীয়া দুই হয়। পিত্, মাত্, ভ্রাত্, স্বাত্, দ্রুহিত্, নপ্ত্, জামাত্,
উন্থ, সবাষ্ট, ননান্, দেব্।

ইন্ তক্ষিত প্রত্যক্ষ হইলেও স্থানে স্থানে কুৎস্থানীর
হইয়া পড়িয়াছে। কেবল^১দিন, ভদ্রবা^১দিন, স^১কিন, নিষ^১দিন।

ঈশ্বস্ ও ইষ্ঠ । কোষ্ঠ (কোষ্ঠ), কনিষ্ঠ, পৰিষ্ঠ । হেয়স্, খেষ্ঠ, বেষ্ঠ । √ গ্রী—
গ্রেষ্ঠ, গ্রেয়স্ । √ গ্রী—গ্রেয়স্, গ্রেষ্ঠ । ভবীয়স্, তবীয়স্ ।

অ প্রত্যয় । গাত্র, পাত্র (পক্ষ), পাত্র (√ পা, বাহাতে পান করা যায়), বাত্র,
যোক্ত (বন্ধন), শ্রোত্র, অত্র, স্তোত্র, গোত্র (পাত্র), দাত্র (দান), ক্ষেত্র, মূত্র, গেত্র (হোম),
ক্ষত্র, রাষ্ট্র, শাস্ত্র, সত্র (বজ্রকাল), জ্ঞাত্র (জ্ঞান) । নপুংসক । দংষ্ট্র, মন্ত্র, অত্র
(√ অদ্), উষ্ট্র (মহিষ, উট), মিত্র, পুত্র, বৃত্র—পুংলিঙ্গ । অষ্ট্রা (অকুশ, goad),
মাত্রা, হোত্রা, দংষ্ট্রা, নাষ্ট্রা—স্ত্রীলিঙ্গ । অরিত্র, ধনিত্র পবিত্র, জনিত্র, সনিত্র (দাম),
অশিত্র, চরিত্র, ধবিত্র, ভবিত্র, তরিত্র । যজত্র (পূজ্য), গায়ত্র (জ্যৈ—জ্যৈ, গান), পতত্র (পক্ষ),
অমত্র (ভয়ঙ্কর), বধত্র (অত্র), বরত্রা (জ্যৈ° রজ্জু), তরত্র (পরাভবকারী), নক্ষত্র, [সংস্কৃতত্র],
কোহুত্র (চীৎকার) । অত্রি (ভোজনকারী), অর্চত্রি (উজ্জ্বল), রাত্রি, রাত্রী, শত্র (শত্রু),
প্রভৃতি অ প্রত্যয়ের প্রতিপ্রসব ।

ক প্রত্যয় । শুক, শ্লোক (√ শ্), স্তোক, (বিন্দু) রাকা, স্তকা, (স্তর), বৃশ্চিক
(√ ব্রশ্), অনীক (মুখ), দৃশীক (দর্শন), দৃভীক (নাম), মুচীক (লাগণ্য), বৃধীক
(বর্দ্ধক) ।

ম প্রত্যয় । ভূরি প্রয়োগ । তদ্ধিতেই অধিক প্রয়োগ । স্ততরাং একত্র আলোচ্য ।

ল প্রত্যয় । প্রত্যয়-স্বর । ক্ষিপ্র, হিপ্র, তুর (শত্রু), ভদ্র, শত্রু, শুক,
হিংস্র । গৃধ্র (লোভী), ভূম্র (স্থল), ধীর, বিপ্র, ভূম্র (নাম) । নিচির (মনোযোগী), মিমুগ্র
(সংযোগশীল) । অজ্র (ক্ষেত্র, English 'acre'), বীর (নর), বজ্র, শূর । অগ্র, ক্ষীর, রক্ষ,
রিপ্র (অপবিত্রীকরণ)—নপুংসক । ধার, শিপ্রা (চূয়াল), স্রা (নদ্য)—স্ত্রীলিঙ্গ ।
দ্রবর (দ্রুতগতিশীল), পতর (উৎপত্তনশীল), স্রোচর (যুক্ত) । গস্তর (গভীরতা), তসর
ও তসর (বাহু), সনর (লাভ) । অজির (বরাণীল), খদির, ধসির (উত্তেজক), মদির
(আনন্দদায়ক), বধির, ইধির, (ব্যগ্র), অগির (অত্র), স্রধির (শত্রু), ক্ষির (স্থল), স্রির
(সলিল), গভীর, শবীর (শক্তিমান), শরীর । অস্র । শুস্র—উর প্রত্যয় । স্র (স্থল),
ধস্র, মস্র—উর প্রত্যয় ।

ল প্রত্যয়। রণমোরভেদঃ। গুর, স্থল, শিখিল, সলিল, পাল (রক্ষক), অনিল
অনিল), তৃপল (হর্বযুক্ত)।

ব প্রত্যয়। ঋক (প্রশংসানীল, ঋচ্ হঠতে), ঋষ (উচ্চ), ঋক (সম্বর), ঋব,
পক, হ্রস্ব, শিক (কুশল), রণ (হঠে) উর্ক, এব (সম্বর), অথ।

হি প্রত্যয়। অঙহি, অশি (প্রান্ত), উশি (উষা) তুরি, হুরি (patron), বধি
(নপুংসক নর), গুহি (শোভন), জহুবি (ক্ষীণ), দাণুরি (পুণ্যাত্মা), মহুরি (ক্ষমতাবান্)
অজুরি (-লি)।

রু প্রত্যয়। অরু, চারু, ধারু (সুভ্রপায়ী), ভীরু, অরু (শত্রুতানীল) পতরু
(উৎপত্তনশীল), বন্দারু (বন্দনানীল), মদেরু (উৎফুল্ল), সনেরু (লাভবান্)। পতরালু
(উৎপত্তনশীল), স্পৃহয়ালু—এই পর্যায়ভুক্ত।

বি প্রত্যয়। জাগুবি (জাগরিত), দাধুবি (ধাবণানীল), দীদিবি (প্রোজ্জল), স্থি
(চঞ্চল), ঙুবি (দৃঢ়), জিবি (জিৎ)।

স্রু প্রত্যয়। ক্ষেয়ু (ক্ষয়শীল), জিযু (জিগীষু, বিজয়ী), দঙক্ষু (দংশনকারী),
নিষৎস্রু (উপবিষ্ট), গমিযু, চরিযু, চ্যাবিযু, যিযু, পারিযু, যমিযু, শোচিযু। নিষৎস্রু,
প্রজনিযু, অভিশোচিযু। ক্রবিযু (মাংসানী, ক্রবিসু=মাংস), বধস্রু বধস্রু।

অ প্রত্যয়। তীক্স, স্নক্স, রুক্স, দেক্স (দান), বধস্র (অঙ্গ), করস্র (অগ্রবাহ)।

স্র প্রত্যয়। কুত্স (কর্মঠ), গত্স, হত্স (মারণ), জিগত্স (সম্বর), জিহত্স
(বিনাশক), দত্স (দারণশীল), ত্রিবিত্স (ধাবিযু)। দ্রাবিযু (দ্রাব্যমান), পোষিযু
(পুষ্টিকারক), মাদিযু (মাদক), তনয়িত্স ও স্তনয়িত্স (বজ্রগর্জনশীল), হৃদয়িত্স (প্রবহ-
মান), আময়িত্স (রোগদায়ক)। মেহত্স (নদীবিশেষ), অরুজত্স (হঠপ্রবেশকারী), কবত্স
(কুপণস্বভাব)।

স প্রত্যয়। জেয (জিৎ), রুফ (উজ্জল), উৎস (প্রসবণ), ভীষা (ভয়), তবিষ
(প্রবল), মহিষ (জীৱ মহিষী, প্রতাপযুক্ত), পুরীষ (জজ্ঞাল), মনৌষা, অরুয (রক্তবর্ণ), অন্তয
(রাক্ষসে), পুরুষ, মনুষ্য (মানব), পীযুষ (বৎস জন্মের পর প্রথম দুগ্ধ)।

অসি প্রত্যয় । অত[↑]সি (যাযাবর), ধর্গ[↑]সি (দৃঢ়), সান[↑]সি (লাভবান্), ধাসি[↑] (পান, স্থান), সর[↑]সি (সরোবর) ।

অভ প্রত্যয় । ব্ভ[↑]ভ, ঞ্ভ[↑]ভ, শর[↑]ভ, গদ[↑]ভ, রা[↑]ভ, স্থল[↑]ভ (স্থল) ।

আনঙ কতিপয় প্রত্যয় । প্ল[↑], ত্ত[↑]প, ত্ত[↑]প—প প্রত্যয় ; বৎস[↑]র, পুঙ্ক[↑]র, হ্রস্ব[↑], বর[↑]ও প্রভৃতির প্রত্যয় ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সভাপতির অভিভাষণ *

রীতি আছে, বার্ষিক অধিবেশনের দিন সভাপতিকে একটা বক্তৃতা করিতে হয়। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদে কাজ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, সে দিন আর সভাপতির অভিভাষণ কিছুতেই হইতে পারে না। তাই গত বৎসর আমার বক্তৃতা হয় নাই। বৎসরের মধ্যে বক্তৃতার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল, কখন আপনারা সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কখন আমি পারি নাই। সুতরাং হয় নাই। আমার সে দেনাটা শোধ করা দরকার। তাই আজবার আরোজন।

কিন্তু বলিব কি ? গত বৎসরে ইচ্ছা ছিল, বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিব। আপনাদেরও তাই ইচ্ছা ছিল। সুধু সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিতে গেলেই জাতির কথা বলিতে হয়। জাতির উপর এখন বড় রাগ। ওটা একটা পুরাণ জিনিস; কখন হয় ত উহাতে কিছু উপকার হইয়াছিল, এখন কেবল অপকার—কেবল অপকার; ভারতের সর্বনাশের কারণই জাতি। জাত ভাঙ্গ—সব একত্রে খাও—পরস্পর বিয়ে কর—অনাচরণীদের আচরণীয় করে নাও, তাদের সঙ্গে খাও দাও, তাদের সঙ্গে বিয়ে-খা দাও—সব একাকার হয়ে যাক—সব ডিমক্রাসি হয়ে যাক। এ সব ত বেশ কথা—ভাল কথা, উন্নতির কথা। কিন্তু জাতির কথা উঠিলেই সবাই চটিয়া যায়। এমন চটা নয়—একেবারে চটিয়া লাল। সে বার বাঙ্গালার গৌরবের কথা বলিতে গিয়া, কায়স্থ ব্রাহ্মণের কিছু সুখ্যাতি করিয়াছিলাম। তাই বৈদ্য মহাশয়েরা আমার উপর চাবুকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাল একজন জাতি-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক আমায় লিখিয়াছেন, “আমি”, অমুকের জাতিকে তাঁহার মনের মত করিয়া বড় করিতে পারি নাই, তাই তাঁহার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই আমি আর ও গোলযোগের ভিতরে বাইতে চাহি না। আর একটা কিছু বলিতে চাই। কি বলিব ? এক বৎসর ধরিয়া ভাবিলাম। শেষ স্থির করিলাম, বাঙ্গালার গৌরবের আর একটা অধ্যায় বাড়াইয়া দিব। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর একটা অতি প্রাচীন পাত উন্টাইয়া দিব। বাঙ্গালার একটা পুরাণ কাহিনী বলি।

নগেন বাবু ও দীনেশ বাবু দুজনেই মনে করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজি ১১ শতকে আরম্ভ। তাঁহাদের প্রমাণ শূন্যপুরাণ আর ধর্মমঙ্গল। শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিতের লেখা। নিরঞ্জনর উম্মা নামে রামাই পণ্ডিতের একটি ছড়া আছে। সে ছড়ায় রামাই পণ্ডিতের ভণিতা দেওয়া আছে। সুতরাং সেটি যে রামাই পণ্ডিতের, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সে ছড়াটি কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কোন জায়গায় মুসলমান আক্রমণের ছড়া। সুতরাং মুসলমান-আক্রমণের অনেক পরে লেখা। অনেক পরে বলি কেন ? যেহেতু সে ত নব্বৌপ অধিকারের কথা নয়, গোড় অধিকারের কথা নয়। •একটা কোন ছোট গ্রাম, নগর বা জায়গা অধিকারের কথা। এটা এখন স্থির যে, মুসলমানেরা একেবারে সারা বাঙ্গালাটা দখল করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এ “উম্মা” গোড় ও মালদহ অধিকারের বেশ

একটু পরে হইয়াছিল। শ খানেক বৎসর বলিলে বোধ হয়, বেশীও বলা হয় না, কমও বলা হয় না। কারণ, প্রথম এক শ বৎসরের ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুসলমানরা আপনা আপনি লড়াই-ঝগড়া করিতেছেন। সুতরাং “উম্মাতা” ইংরাজী ১৪ শতকের লেখা বলিয়াই বোধ হয়। ১১ শতকের নহে। উহাকে ও শূর্যপুর্ণকে ১১ শতকের লেখা বলিলে একটু বেশী পুর্ণ বলা হয়।

ধর্মমঙ্গলের গল্পটা একটু পুরাণ বটে। ধর্মপালের ছেলে—নাম দেওয়া নাই, গোড়ের রাজা। কিন্তু ধর্মমঙ্গল বইখানা তত পুরাণ নহে। “হাকন্দপুরাণমতে ময়ুর ভট্টের পথে” উহা রচিত হইয়াছে। হাকন্দপুরাণ খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। ময়ুরভট্টের পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল। ময়ুর-ভট্ট যে বেশী পুরাণ লোক, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার পুঁথিতে বর্তমান মঙ্গলকোট রত্নদেশের প্রধান জায়গা। সেটা ১৪ শতকের বেশী আগে হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং শূর্যপুর্ণকে ও ধর্মমঙ্গলে প্রমাণ হয় না যে, বাঙ্গালা সাহিত্য ১১ শতকে আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমি কতকগুলি বৌদ্ধ গান ও দোহা ছাপাইয়াছিলাম। সেগুলি খুঁটের ১০ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ১১র শেষ পর্যন্ত আসিয়াছিল বোধ হয় সেগুলি সিদ্ধাচার্য-সম্প্রদায়ের গান। লুই আদি সিদ্ধাচার্য। লুই ও দীপঙ্কর ত্রিজ্ঞান দুইজনে “লুই অভিসময়” নামে একখানি সংস্কৃত বই লিখিয়াছিলেন। হীনযানে যাহাকে “অভিধর্ম” বলে, মহাযানে তাহাকে “অভিসময়” বলে—অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র। লুই যে ধর্ম প্রচার করেন, লুই ও ত্রিজ্ঞান দুজনে মিলিয়া তাহার দর্শনশাস্ত্র গ্রন্থিত করেন। লুইয়ের সময় জানা নাই। ত্রিজ্ঞানের সময় জানা আছে। তিনি ৯৮০ সালে জন্মান, ৯৮ বৎসর বয়সে ১০৮ সালে ভোটের রাজার অনুরোধে ভোটদেশে যান। সেখানে ১৪ বৎসর ধর্মপ্রচার করিয়া ১০১২ সালে মরেন। সুতরাং লুই যখন একটা ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা গান লেখা হইয়াছে, তখনই ত্রিজ্ঞানের আবির্ভাব। ত্রিজ্ঞান নাড় পণ্ডিতেব শিষ্য এবং লুইএরও শিষ্য। কাজেই লুইএর যখন অনেক বয়স হইয়াছে, তখন ত্রিজ্ঞানের বয়স অল্প। “লুই অভিসময়” যদি ১১ শতকের প্রথম ভাগে লেখা হয়, তাহা হইলে লুইএর গানগুলি তার আগে লেখা হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, সিদ্ধাচার্যদের গানগুলি ১০ম শতকে আরম্ভ হইয়। ১১ শতকে শেষ হইয়াছে।

অনেকে বলেন যে, সিদ্ধাচার্যদের গানগুলি বাঙ্গালা নয়। কেহ বলেন, উহা অপভ্রংশ ভাষা, কেহ বলেন, উহা প্রাকৃত, কেহ বলেন, উহা বৌদ্ধ-প্রাকৃত; আবার একজন আছেন; তিনি বলেন, উহা ভাষাই নয়; নানা ভাষা হইতে কথা সংগ্রহ করিয়া কোন রকমে সাজাইয়া দিয়াছে যাজ্ঞ। আরংজীবের সময় যেমন একটা তৈরী ভাষার কোরান লেখা হইয়াছিল, সে ভাষাটাই তৈরারী; এও সেই রকম। আমি বলি, তা হয় হউক; আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু লুই বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁহার চেলাগণও অনেকে বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই কালে বাঙ্গালা দেশে চলিত ভাষায় গান লেখা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ভাষাকে বৌদ্ধ-প্রাকৃতই বল, প্রাকৃতই বল, অপভ্রংশই বল, আর যা-ই বল; ওটা ত নাম দেওয়া যাজ্ঞ। আমি না হয়, বাঙ্গালা দেশের ভাষাকে বাঙ্গালা নাম দিলাম, তাহাতেই বা দোষ কি ?

কিন্তু এ বিষয়ে কাশীদাস আমার বড় সাহায্য করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের গোড়াতেই বলিয়াছেন,—

শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃত রচিলেন ব্যাসে।

গীতচ্ছন্দে কহি তাহা সুন অনায়াসে ॥

এখানে “গীতি” শব্দ বাঙ্গালা গান অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। তাহার উল্টা—সংস্কৃত কবিতা অর্থে “শ্লোক” শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। শ্লোক ও গীতি যখন এক জায়গায়ই ব্যবহার হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, একটা সংস্কৃত ও একটা বাঙ্গালা ছন্দ। তাহা হইলে গীতি শব্দটার অর্থ—বাঙ্গালা ছন্দ। গীতি শব্দ কাশীদাস এই অর্থে অনেক জায়গায় ব্যবহার করিয়াছেন। যে পুথিখানি হইতে আমরা এ কথা বলিতেছি, সে পুথিখানি বাঙ্গালা ৯৮৫ সালে লেখা, অর্থাৎ খৃঃ ১৫১৯। তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে হইবে, ১৬ শতে বাঙ্গালায় “গীতি” শব্দ বাঙ্গালা গান অর্থে ব্যবহার হইত। সিদ্ধাচার্য্যদের গানের বইএর নাম—গীতি। চর্য্যাচার্য্যবিনিশ্চয়ের নাম চর্য্যাগীতি। অনেকগুলি সিদ্ধাচার্য্যের “গীতি” আছে। সুতরাং আমরা এই “গীতি”কে বাঙ্গালা গান বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন?

যাহা হউক, এতক্ষণ যাহা বলিলাম, সবই পুরাণ কথা। পাঁচ বৎসর আগে বলিয়াছি, তাহাই আবার আপনাদের মনে করিয়া দিবার জন্য বলিলাম। বৌদ্ধ গান ও দোহায় ৫০টি গান আছে, ২টি দোহা-সংগ্রহ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বৌদ্ধদের মূল তন্ত্রের বই-ই হউক, তাহার টিকাই হউক বা তাহাদের তন্ত্রসংগ্রহই হউক, পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে এই ভাষায় এইরূপ গান, এইরূপ দোহা বা এইরূপ গাথা পাওয়া যায়। যেখানে পাইয়াছি, আমি টুকিয়া টুকিয়া রাখিয়াছি। এবার নেপালে গিয়া দেখিলাম ও শুনিলাম যে, প্রত্যেক বিহারেই ২।৪টি করিয়া এই ভাষায় এইরূপ গান হয়। একজন বলিলেন, ৩০০। ৪০০ গান এখনও চলিত আছে। আমি যখন গানগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, তাহার বলিলেন, পাইবেন না। কারণ, ওগুলি শুধু আমরা অর্থাৎ বৌদ্ধেরা অতি অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহাকেও শুনাই না। যেখানে একটিও শিবমার্গী থাকে, সেখানে গাই না। কেবল তান্ত্রিক পূজার এ সকল গানের ব্যবহার হয়। আমি বলিলাম—সে কথা ত সত্য। আমি ত ৫০টা গান ছাপাইয়া দিয়াছি। আর তোমাদের অতি শুভ যে হেবজ্রতন্ত্র, তাহাতে ২।৪টি গান পাইয়াছি। একটি কথা,—

রাগ ভৈরবী।

শুভ্র নিরঞ্জন পরম প্রভু শূভ্রমায় সহাবে

ভাব জিন্স সহাব উ।

নো জো ভাবই মন ভাবই সো পর সোহই কজ্জ ॥

ন উত্তবউ নিকর্ণ তহি এহ সো মহাসুখবজ্জ।

জো ভাবই মন ভাবই সো পর সো হই কজ্জ ॥

অন্ধরু মস্ত নিবন্ধ জো নো সোধিন্দু ন চিত্ত ॥
 এছ সো পরম মহাসুহনো জো ভেদি ন চিত্ত ॥
 জিম পদি বিন্দু সহাবউ তিমি ভাবই মন ভাবে ॥
 শূত্র নিরঞ্জন পরম প্রভু নো তই পুণ্য ন পাউ ॥
 জিম জল মাঝে চন্দ্র সহি নো সোছ ন মিচ্ছ ॥
 তিমি দো মণ্ডল চক্র উ তণয় সহাবে সচ্চ ॥

আরও একটি দিলাম ।—

রাগ বলাড়ি ।

কল্লই রে টিঠা বোলা মুন্সুনি রে ককোলা ।
 ঘণ কি পি দিহো কজ্জই করুণো কিঅনে রোলা ॥
 এহি বলু খাজ্জই নাটেমঅ না পিজ্জই ।
 হলে একা লিঞ্জন পণি অহি ইন্দু রুতহি বজ্জিঅই ॥
 চউ সম কস্তুরি সিহ্লা কপূর লাই ।
 অই মা লেই ইন্ধন সালি অতহি মরু খাই ॥
 অহি পেখনে খেট্ট করন্তে স্ত্রাস্ত্র মুনি অই ।
 নিরংস্রঅ তজ্জ চউবিঅই জসরাব শনিআই ॥
 মলয়াজ কুণ্ডুর বাটেটই ডিণ্ডিম তহি ন বজ্জিঅই ॥

এই দুইটি গান হেবজ্জতন্ত্রে আছে । হেবজ্জতন্ত্রখানি বুদ্ধবচন । বুদ্ধ ত নিজে কোন বই লেখেন নাই । স্তত্রাং বুদ্ধবচনের বইগুলি তাঁর কোন চেলায় লিখিয়াছে । এখন যেমন চেলারা গুরুর বই চুরি করিয়া নিজ নামে প্রকাশ কবে, তখনকার চেলারা তত সেনানা ছিল না । তাই তারা বই লিখিতে হইলেই গুরুর দোহাই দিত ; বলিত,—“এবং ময়া ঋতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবন্ত্যাং বিহরতি স জেতবনে অনাথপিণ্ডদস্তারামে সার্কত্রয়োদশতিঃ ভিক্ষুশৈভঃ” ইত্যাদি । তারা গুরুর মুখ দিয়াই বলাইত । ইদানীং যখন তন্ত্র আরম্ভ হইল, ক্রমে মহাবান, তন্ত্রবান, সহজবান, বজ্জবান, কালচক্রবানে আসিয়া পড়িল, তখনও ঐ এক কথা — একটু বিশেষ আছে । তখন লিখিত,—“এবং ময়া ঋতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ কারবাক্চিহ্নযোগযোগিনিীভগেবু বিজহার ।”

যে হেতু হেবজ্জতন্ত্র বুদ্ধ-বচন, সেই জন্ত ঐ দুইটি গানে কোন কবির ভণিতা নাই । দুটিই বাঙ্গালা । শূত্র নিরঞ্জন বেশ বোকা যায় । “কল্লই রে.টিঠা” মোটেই বোকা যায় না । কিন্তু না বোকা যাওয়ার দোষ আমারও নয়, এখনকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও নয়, দোষ পুথি-লেখকের । পুথি-লেখকেরা বৌদ্ধ, তারা জানে না—এটা কি ভাষা । জিজ্ঞাসা করিলে বলে—ঐ এক রকম সংস্কৃত । তাহাদের যে গুরুপুস্তক, তাহাও অসুদ্ধ কথা । তালপাতার পুরাণ বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা

পুণি পাওয়া যায় না। স্ততরাঃ ইহার যে কোন কালে উদ্ধার হইবে, তাহা শোধ হয় না। কিন্তু “কল্পই রে টিঠু” অনেক বিহারে প্রায়ই গায়। আমাদের সামগানের মতন হইয়া গিয়াছে,— মানে বোঝা যায় না, কিন্তু হাত নাড়াটি ঠিক আছে, সুর দেওয়া ঠিক আছে, স্তোভ দেওয়া ঠিক আছে।

আমি হেবজতরের এই দুইটি গান তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে একজন ৫৭টি গান আমার লিখিয়া আনিয়া দিল কিন্তু বড় সাবধান, অল্প কোন বৌদ্ধ যেন টের না পায়। কিন্তু অতি নিষ্কর্মে একটি গান ঠিক রাগ-রাগিণী দিয়া, সকলরূপ যুগ্ম দেখাইয়া, গাইয়াও দিল। এবং আশা দিল যে, ডাকের চিঠিতে এক আধটি গান আমি ঢাকায় বসিয়া পাইব।

যে ৫০টি গান ছাপা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি একজন গান করিল। “তিঅট্টা চাপি দে অক্বালি,” কিন্তু তায় “তিঅট্টা” বলিল না—“তিঅণ্ডা” বলিল। ভণিতায় আমাদেরই গানের ভণিতা দিল।

একজন বলিল,—প্রত্যেক বিহারেই একটা করিয়া বংশাবলী আছে এবং বংশাবলীর অনেকগুলি এক একজন সিদ্ধাচার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি কিন্তু কোন বংশাবলীই দেখিবার সময় পাই নাই। তাহার বলে,—যে প্রসিদ্ধ ৮৪ জন সিদ্ধ ছিলেন, তাহাদের অনেকের বংশ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিতর পাওয়া যায়। এখন ভিক্ষু বলিতে গেলে সন্ন্যাসী একেবারেই বুঝায় না—সকলেই “প্রজ্ঞা” লয় অর্থাৎ বিবাহ করে। তাহাদের ছেলেপিলেদের ৫ বছরে একটা দীক্ষা হয়, দীক্ষা হইলেই তাহার ভিক্ষু হয়। ১৭ বছরে আর একটা দীক্ষা লয়, এ দীক্ষা লইলে তাহার পূর্ণ-মাত্রার পুরুষের কাজ করিতে পারে। তাহাদের বংশাবলীগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের অনেকে বাঙ্গালা দেশ হইতে নেপালের ললিতপত্ৰনে গিয়া বাস করিয়াছে। তাহার এই ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য্য ছাড়া আরও কয়েকজন সিদ্ধাচার্য্যের নাম করে। তাহার বলে,— ৮৪ সিদ্ধা ১০০০ বছরের লোক; বাকী সিদ্ধারা ৫০০ বছরের লোক। এই সব নূতন সিদ্ধাদের নামে বজ্র শব্দ প্রায়ই আছে;—বাগ্‌বজ্র, সুরত-বজ্র ইত্যাদি। ৫০০ বৎসর পূর্বে একজন বজ্রনাম-ধারী সিদ্ধ পুরুষ কাঠমুণ্ডা হইতে ৫ কোশ উত্তরে শাখু সহরের দুই মাইল দূরে একটু উঁচু পাহাড়ের উপর বজ্রযোগিনীর মন্দির স্থাপনা করেন।

৮৪ সিদ্ধা নাম লইয়া খুব গোলে পড়িয়াছি। ১৩২৫ সালে মিথিলার রাজা হরিসিংহের সভাপণ্ডিত জ্যোতির্দীপ্ত কবিশেখরাচার্য্য তাহার বর্ণনরত্নাকর নামক গ্রন্থে ৮৪ সিদ্ধার নাম দিয়াছেন। গণিয়া ৮৪টি পাইলাম না - ৭৬টি পাইলাম। সং প্রতি হল্যাণ্ড হইতে যাতা দ্বীপের ৮৪ সিদ্ধার নাম বাহির হইয়াছে, মিলাইয়া দেখিলাম, ১৬টি কি ১৭টি মিলিল। শ্রীযুক্ত জন মানন সাহেব এই হল্যাণ্ডের বইখানি এবং ইহা হইতে তিনি যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমি যে টেক্সট হইতে ৩৩ জন ঐতিকারের নাম দিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ২৪টি মিলিল, বাকী মিলে না।

যাভা স্বীপের সিদ্ধগণের নাম

- ১। মুইপাদ, ইহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে।
- ২। লীলাপাদ—ইনি বিকল্পপরিহারগীতি লিখিয়াছেন।
- ৩। বিরূপা—ইহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। ইহার নাম বর্ণনরত্নাকরে আছে। নং ১০।
- ৪। ডোষী—ইহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে।
- ৫। শবরী—ইহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনরত্নাকরে ইহার নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানে তাঁহার নাম শবর।
- ৬। সরহ—অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। ১খানি দোহাকোষ পাওয়া গিয়াছে, অষ্টদ্বয় তাহার টীকা করিয়াছেন।
- ৭। কঙ্করী।
- ৮। মীনপাদ—বর্ণনরত্নাকরে ইহার নম্বর ১
- ৯। গোরক্ষ—বর্ণনরত্নাকরে ইহার নম্বর ২
- ১০। চৌরঙ্গী—বর্ণনরত্নাকরে ইহার নম্বর ৩
- ১১। বীণাপাদ—ইহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে।
- ১২। শান্তিপাদ—ইহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে। ইহার আর এক নাম রত্নাকর শান্তি। বর্ণনরত্নাকরে ইহার নম্বর ৪৪। কিন্তু সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। শুধু শান্তি বলিলে শান্তিদেবও বুঝাইতে পারে।
- ১৩। ভাস্করীপাদ—বর্ণনরত্নাকরে ইহার নম্বর ৫।
- ১৪। জামর—বর্ণনরত্নাকরে ইহার নম্বর ৪। সেখানে তাঁর নাম চমরীপাদ।
- ১৫। খড়া।
- ১৬। নাগার্জুন—ইহার নাগার্জুনগীতিকা আছে। বর্ণনরত্নাকরে ইহার নম্বর ২২।
- ১৭। কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্ন—ইহার ১২টি গান পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনরত্নাকরে ইহার নং ১৩। ইহার একখানি দোহাকোষ পাওয়া গিয়াছে। ইনিই যোগরত্নমালা নামে হেবজ্ঞতন্ত্রের একখানি টীকা লিখিয়াছেন।
- ১৮। কর্ণারি।
- ১৯। স্বগন—ইহার একখানি বই আছে—দোহাকোষতত্ত্বগীতিকা।
- ২০। নাড় পণ্ডিত—ইহার আরও নাম আছে—জ্ঞানসিদ্ধি, জ্ঞানসিংহ, বশোভদ্র। ইহার জীর নাম নিগু ও জ্ঞানডাকিনী। ইহার একখানি বই আছে বজ্রগীতিকা, আর একখানি নাড়পণ্ডিতগীতিকা।
- ২১। শালি।
- ২২। তিলোপা বা তেলিপো।
- ২৩। ছত্র—ইহার আর এক নাম কমল। কমল কঙ্করি নামে বর্ণনরত্নাকরে ৬৯।
- ২৪। ভাদে অথবা ভদ্র—ভাদেপাদের ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ণনরত্নাকরে ভাদে ৩২, ভদ্র ৩৭, আবার ভদ্র ৭৪।
- ২৫। খণ্ডী অথবা খোখণ্ডী।
- ২৬। অযোগী।
- ২৭। কাল।
- ২৮। ঔজস্বী—৪ নম্বরে একবার গিয়াছে। ডোষী হেরক নামে মগধ দেশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি কি ?
- ২৯। কঙ্কণ—একটি গান পাওয়া গিয়াছে।

- ৩৩। কঞ্চল—আমরা কঞ্চলীধরপাদের ১টি গান পাইয়াছি।
- ৩১। দিক।
- ৩২। ভান্ধে অথবা ভাণ্ডারী।
- ৩৩। ভান্ধে বা ভল্পপাদ।
- ৩৪। কুকুরী—২টি গান পাইয়াছি।
- ৩৫। কুলী।
- ৩৬। ধাম—আর এক নাম গুণ্ডারী। ২টি গান পাইয়াছি।
- ৩৭। মহী—১টি গান পাইয়াছি।
- ৩৮। অচিন্ত্য—বর্ণনরত্নাকরে ৩৫এ আছে অচিতি, ১০তে আছে অচিত।
- ৩৯। ভবহি—বর্ণনরত্নাকরের ২১এ মবহ।
- ৪০। মলিন।
- ৪১। ভূমুকু—আর এক নাম শান্তিদেব ও আর এক নাম রাউতু। ৮টি গান পাইয়াছি। বর্ণনরত্নাকরে ৪৪ নম্বরের নামে একটু সন্দেহ আছে।
- ৪২। ইন্দ্রভূতি—ইনি উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। বৌদ্ধ ভাস্কর-মহলে ইহার খুব খাতির।
- ৪৩। মেক বা মেঘ।
- ৪৪। কোটলি বা উদ্ধালিপাদ।
- ৪৫। কম্পরি।
- ৪৬। জালন্ধরী—বর্ণনরত্নাকরে ইনি ১৯।
- ৪৭। রাহুল।
- ৪৮। ধর্ম—বর্ণনরত্নাকরে ইনি ধর্মপা পতঙ্গ হইতে পারেন। আমাদের ধর্মপা কি ইনি?
- ৪৯। ধোকড়ি।
- ৫০। মেধিন বা মেদিনী।
- ৫১। শব্দজ বা পঙ্কজ।
- ৫২। ষণ্টাপাদ।
- ৫৩। যোগী।
- ৫৪। চলুকি।
- ৫৫। গোকড় বা বাণ্ডরি।
- ৫৬। লুচিক বা লুচক।
- ৫৭। নগ্ন।
- ৫৮। জয়ানন্দ। আমরা জয়ানন্দের ১টি গান পাইয়াছি।
- ৫৯। পচরি।
- ৬০। চম্পক।—ইনি বর্ণনরত্নাকরে ২৬।
- ৬১। ভিক্ষণ বা বিঘাণ।—বর্ণনরত্নাকরে ২৪এ আছে ভিবাণ, ৪৬এ আছে ভীষণ।
- ৬২। তেলি।
- ৬৩। কুমারি বা কুন্ডকার। বর্ণনরত্নাকরে ১২ কুমারি, ৫১ কুমারি।
- ৬৪। চপড়ি বা চপটি।
- ৬৫।
- ৬৬। মেথলা। ইনি বর্ণনরত্নাকরে ১৫।
- ৬৭। কনখলা—ইনি বর্ণনরত্নাকরের ১৪।
- ৬৮। কল কল।
- ৬৯। কছলি, কন্দলি বা কছারি। ইনি বর্ণনরত্নাকরে ১৭।
- ৭০। ধছতি।
- ৭১। উধতি।
- ৭২। কপালী। ইনি বর্ণনরত্নাকরের ১১।
- ৭৩। কিরব (কিলপাদ)। ইহার এক পুস্তক আছে—দোহচর্য্যগীতিকাদৃষ্টি।
- ৭৪। সক্র, সাগর, পুক্র বা সক্রোক্রহ।
- ৭৫। সর্ষভ্রক।
- ৭৬। নাগবোধি। ইনি কি বর্ণনরত্নাকরের ৫৬ নাগবলি?
- ৭৭। দারিক—ইহার ১টি পদ আছে। বর্ণনরত্নাকরে ইনি দারিপা।
- ৭৮। পটলি বা পুতলি—ইনি বোধ হ্র, বর্ণনরত্নাকরের ৩৮ পাতলি-ভজ।

- ৭৯। পনহ বা উপানহী। কত্থা। ইনি 'অঘম্মগিচ্ছি' নামে একখানি পুস্তক-
 ৮০। কক্কিলী। লিখিয়াছেন।
 ৮১। অনঙ্গ। ৮৩। সমুদ, সমুজ্জ বা সিংহল।
 ৮২। লম্বাকরী ক্রীমতী। ইনি ইন্দ্রভূতির ৮৪। ব্যালি।

বর্ণনরত্নাকরের বেশী নাম

- ৯৬। হানিপা। ৭। কেদারিপা। ৮। ধোজপা ১১। উন্নয়ন। ১৮। গোবী। ২০। টোঙ্গী।
 ২৩। দৌলি। ২৭। চেন্ণণ। ইঁহারই নাম ধেতন। ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে।
 ২৮। ডুধরি। ২৯। বাকলি। ৩০। টুঙ্গী। ৩৩। চান্দন। ৩৪। কামরি। ৩৫। করবৎ।
 ৩৬। পঙ্গিহীহ। ৪০। তাম্ব। ৪১। মীন। ৪২। নির্দয়। ৪৫। ভর্জুহরি। ৪৭। ভটি।
 ৪৮। গগনপা। ৪৯। গম্বার। ৫০। মেমুরা। ৫২। জীবন। ৫৩। অবোসাধব।
 ৫৪। গিরিবর। ৫৫। সিয়ারি। ৫৭। শিববৎ। ৫৮। সারঙ্গা। ৫৯। বিবিকিবজ।
 ৬০। মগরধবজ। ৬২। বিচিত। ৬৩। নেচক। ৬৪। চাটল। ইনি চাটিলও হইতে পারেন।
 চাটিলের ১টি গান পাইয়াছি। ৬৫। নাচন। ৬৬। ভীলো। ৬৭। পাহিল। ৬৮। পাশল।
 ৭০। চিপিল। ৭১। গোবিন্দ। ৭২। ভীম। ৭৩। ভৈরব। ৭৫। ভমরি। ৭৬। ভুজুকুটি।

আমি যে সকল গীতিকারের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এইগুলি ৮৪ সিদ্ধার নামের মধ্যে নাই।

৩। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ইঁহার পুস্তক বজ্রাসনবজ্রগীতি, চর্য্যাগীতি, ধর্মগীতিকা।

১৬। আর্ধ্যদেব বা আর্যদেব বা বৈরাগী নাথ। ইঁহার ১টি গান আমরা ছাপাইয়াছি।

১৯। তাড়ক পাদ।

২৪। অঘম্মংজ—ইঁহার চতুরবজ্রগীতিকা নামে এক গীতিপুস্তক আছে। ইনি সরোবর-
 বজ্রের দোহাকোষের টাকা করিয়াছেন। ইঁহার ছোট ছোট ২১খানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

২৭। মৈত্রীপাদ—ইঁহার গীতিকার নাম—গুরুমৈত্রীগীতিকা।

২৮। ধৃষ্টজ্ঞান—ইঁহার ১খানি গীতিকা আছে, ১খানি বজ্রগীতিকা আছে।

২৯। মাতৃচেট—ইঁহার গীতিকার নাম—মাতৃচেটগীতিকা।

৬৩। বৈরোচন—ইঁহার গীতিকার নাম—বৈরোচনগীতিকা।

৩২। মহাসুখতাবজ।

আমার বোধ হয় অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়েই বহুসংখ্যক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। নাথপন্থ যোগীদিগের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি সিদ্ধ পুরুষের নাম পাইয়াছি। তাই মনে হয় যে, ৮৪ সিদ্ধ। একটা পুরাণ কথা মাত্র। কোন সম্প্রদায়েই এত সিদ্ধ পুরুষ থাকা সম্ভব নয়, সকল সিদ্ধ পুরুষের তালিকাই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া জুটিয়াছে। তাই একটি তালিকা আৎ একটি

ভালিকার সঙ্গে মেলে না। এই সব ভালিকা সংশোধন অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। কখন হইয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হয় না।

আমি নেপালে একটি ভূটিয়া ছবি দেখিয়াছিলাম। উহাতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি আছে এবং আরও কিছু বেশী আছে। ছবির ফটোগ্রাফ আনিয়াছি। বড় জিনিস ছোট করিতে গিয়া ফটোগ্রাফ বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই। নামগুলি ভূটিয়া অক্ষরে ভূটিয়া ভাষায় লেখা, সংস্কৃত ওজ্জ্বল্য এখন করিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রথমেই লুইপাদের চিত্র। লুইপাদের আর এক নাম মৎস্তাজ্ঞাপাদ। তিনি একটি বড় মাছের পেট চিরিয়া, তাহাতে একটা পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আবার তাঁহার নেওয়ারি ছবিও আনিয়াছি। তাঁহার পাশে অনেকগুলি বড় বড় কই মাছ পড়িয়া আছে। উহার একটির পেট চিরিয়া তিনি কাঁচা নাড়ী খাইতেছেন। দুটিই কল্পনার চিত্র। নামের মানে হইতে চিত্র কল্পনা করা হইয়াছে। মৎস্তাজ্ঞাপাদ, স্তম্ভরাং মাছের পোটার পা দেওয়া হইয়াছে। অথবা পা দিয়া মাছের পোটা খাইতেছেন। নেওয়ারীরা মৎস্তাজ্ঞান মানে করিয়াছে, মাছের আঁতরি কাঁচা খায়। দুটি দেশই পাহাড়ের উপরে, মাছের সঙ্গে লোকের বড় সম্পর্ক নাই; মাছ কেমন করিয়া খাইতে হয়, জানে না। নামের ব্যাখ্যায় এক অদ্ভুত চিত্র তৈয়ার করিয়াছে। আমরা মাছ খাই, আমাদের দেশে মাছ অনেক আছে। আমরা মৎস্তাজ্ঞানের অর্থ করিয়াছি—মাছের পোটা এবং মাছের পোটার তৈরী তরকারী খাইতে ভালবাসিতেন।

কুকুরীপাদ—একটা কুকুর লইয়া বসিয়া আছেন। এটাও নামের মানে হইতে ছবির কল্পনা করা মাত্র। কিন্তু কুকুরীপাদের মুখের চেহারাটা ঠিক উড়েদের মত। টেকুরে বলে, তিনি উড়ে ছিলেন। তাঁহার গানের শব্দ দেখিয়া আমার ত বোধ হয়, তিনি উড়ে ছিলেন।

নেওয়ারীতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি পাইলাম না—অষ্টসিদ্ধার ছবি আনিয়া দিল। তাহার মধ্যে ৪ জন সিদ্ধ পুরুষ ঠিক। কিন্তু আর ৪ জন মহারাজিকগণের মহারাজ। বৈশ্রবণ, স্বতরাষ্ট্র, বিক্রপাক্ষ, বিক্রটক। স্তম্ভরাং এ সিদ্ধের ছবি আমরা পরিচ্যাগ করিলাম। আবার আর এক সেট আনিয়া দিল। এবার সবগুলিই সিদ্ধ পুরুষ। আমরা সবগুলিরই ফটোগ্রাফ লইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ছাপাইয়া উঠিতে পারি নাই। ছাপাইলেও তাহাতে চারিজননের নাম আছে, আর চারিজননের নাম নাই। এ সব ফটোগ্রাফ ছবি হইতে হইয়াছে। একখানি মাত্র ফটোগ্রাফ পাখর হইতে আনিয়াছি—সেখানি দারিক সিদ্ধার। ফটোগ্রাফ লইতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে দারিক বসিয়া আছেন। মুষ্টিও খুব পুরাণ। দারিকের একটি গান আমাদের ছাপা আছে। আর একটি দিতেছি,—

কোই রে বংশা বাজি রে বাণ।

অনুহত সর্গদেব তিহুন রিণা ॥

অনুগম বুজি রে দারিক লইআ।

• তেদি রে সিন্দি সিদ্ধি যোহি প্রসাধা।

গঙ্গা যমুনাএ দইরস্তুি সখি রে

রবি শশি গগন ছুআরে ।

উদি গের চক্সা রবি অষ্টাঙ্গে

গগন শেখর মাঝে পবন হেঙারে ॥

পবন পঞ্চাশত একুরে বন্ধা ।

বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা ॥

আপনারা দেখিবেন, কোন কাজটাই পুরা হয় নাই। বহুসংখ্যক গানও সংগ্রহ হয় নাই। বংশাবলীও সংগ্রহ হয় নাই, ছবিও সংগ্রহ হয় নাই। কিন্তু পূর্ণমাত্রার সংগ্রহ হইবার আশা আছে। তবে আমার এইমাত্র বলার কথা যে, খৃঃ ১০ম ১১শ শতে বাঙ্গালা সাহিত্যটা খুব বিস্তৃত ছিল। লেখকদের জীবনচরিত লেখার রীতি ছিল। তাঁহাদের চিত্র রক্ষার রীতি ছিল। কিন্তু আমরা সে সব তুলিয়া গিয়াছি। নেপালে বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের নিকট খুজিলে সবটাই মিলিতে পারে। খোজাটা বড় দরকার। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার সাহিত্যের ইতিহাস এখন নেওয়ারদিগের হাতেই বেশী আছে। নেওয়ারী ভাষায় কি আছে, জানি না। কারণ, নেওয়ারী শিখি নাই। সংস্কৃত ভাষাতেই অনেক আছে। কৃষ্ণাচার্য্য হেবজ্রতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন, হেবজ্রতন্ত্রেই বাঙ্গালা গান অনেক রহিয়াছে। সুতরাং সেগুলি কৃষ্ণাচার্য্য এবং হেবজ্রতন্ত্র, দুইএরই আগে;—কত আগে, জানি না; অন্ততঃ ১০০ বছর আগে ত হবে। তাহা হইলেই সাহিত্যটা গিয়া ত্রীঃ নবম শতে পড়িল। এইরূপ অভয়াকর গুপ্ত বুদ্ধকপালতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন। তিনি যখন টীকা লেখেন, তখন পালবংশের রামপালদের ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২৫ বৎসরে পড়িয়াছেন। তিনি অনেকগুলি বাঙ্গালা গান তুলিয়াছেন। এক জায়গায় খানিকটা বাঙ্গালা তুলিয়া সংস্কৃতে তাঁহার টীকা করিয়াছেন। সুতরাং এটা বুদ্ধকপালতন্ত্রেই বাঙ্গালা। তাহা হইলে বুদ্ধকপালতন্ত্র লেখার পূর্বেই সেটা ছিল নহিলে যে তন্ত্রটা লিখিয়াছে, সে বুদ্ধের মূখে সে কথা দিতে পারিত না।

আর একটা কথা। মহাকৌলজ্ঞানবিনির্গয় নামে একখানি বই আছে। বইখানি মৎস্তেন্দ্র-পাদাবতরিত। শিব পার্শ্বতীকে অতি গোপনে সম্ভোগকালে যে সব গৃঢ় কথা বলিয়াছিলেন, সে ত আর কেহ গুলিতে পায় নাই। কেবল উভয়ের ইন্দিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ই গুলিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহা অবতরিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কৈলাস হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন। মৎস্তেন্দ্র-নাথ তাঁদেরই একজন। মৎস্তেন্দ্রনাথের আর একটা নাম মচ্ছয়নাথ। আমি ভাবিলাম—তবে কি তিনি কৈবর্ত? শেষ পড়িতে পড়িতে দেখি, তিনি সত্য সত্যই কৈবর্ত ছিলেন—তাঁহাকে অনেক জায়গায় কেয়ট পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, ধীবরও বলা হইয়াছে। পার্শ্বতী একবার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কেওটের বাড়ী কেন গেলে? বইখানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল, কোনও ব্রাহ্মণের ছেলে বড়ই মূর্থ হউক, এরূপ সংস্কৃত লিখিবে না। শেষ দাঁড়াইল যে, উহা কেওটের লেখা। তার পর আবার দেখি, মৎস্তেন্দ্রের বাড়ী চক্রবীপে ছিল। চক্রবীপ হইতে সাগর বেশী দূর নয়। এ সব কথাই পুথিতে লেখা আছে। এ চক্রবীপ যে বরিশালের টেঙ্গো, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার

কারণ নাই। ইহাদের ঐচ্ছ্যেও অনেক সময় বাতলা পাওয়া যায়। সে বাতলাও সিদ্ধান্তার্থদের আগে, বৌদ্ধ তত্ত্বগুলিরও আগে; কত আগে, জানা যায় না। নাথদের তারিখ ওয়াশিংটন ৮০০ খৃঃ বলিয়া গিয়াছেন। আমি বলি, বরং আগে হইবে ত পয়ে নয়। কারণ, চন্দ্রদ্বীপ অনেক কাল হইতে তান্ত্রিকদের একটা বড় আড্ডা এবং উহারই নিকটে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার গ্রামকে গ্রাম লইয়া নাথপন্থী বোঙ্গিরা বাস করে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভ্রম-সংশোধন

২৮শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকার “ট্রিহট-ভাটেরার তাম্রশাসন” প্রবন্ধের কয়েকটি স্থলে
মুদ্রাক্ষরিক ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ প্রবাদগুলির শুদ্ধিগত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
• ১৭৮	১৭	নবগির্বনে	নবগির্বানে
”	২২।২৩	(Nava girvana) and Kharavana	(Nava girvana and Kharavana)
”	৩১।৩২	“স্বক”ও শিলিচটলোর	“স্বক ও শিলিচটলো”
”	৩৩	যেন	যে
১৭৯	২১	গাজি	খানী
”	২৬	Irsilam	Irsilan
১৮০	৩৩	even	ever
১৮২	১২	Sagare	Sagara
”	২০	bouts’	boats’
”	২৮	২৩২৬	১৩২৬
”	৩০	foot	boat
”	৩৩	Account	Accounts

ভ্রমাইক। বাঁকালী কবিরের হস্তস্পর্শে মূল মহাভারতের আখ্যানগুলি বিরূপ অরবিন্দর পরিবর্তন লাভ করিয়াছে, ইহাতে তাহা জানিতে পারা বাইবে। আজকার আলোচনার বিষয় বহুগণ কর্তৃক বশিষ্ঠ ঋষির কামধেনু হরণ এবং তাঁহার অতিশাপে গন্ধার গর্তে বহুগণের নরলোকে জন্মগ্রহণ।

কান্দীদাসী মহাভারত

১। হিমালয় পর্বতের পাশে বশিষ্ঠের আশ্রম। একদিন ভাৰ্য্যাগণের সহিত অষ্টবহু ভ্রমার সময় করিলেন।

সপ্তমী মহাভারত

অষ্টবহু মন্ত্রিগণের সহিত স্নেহের পর্বতের নিকট বশিষ্ঠের আশ্রম দেখিতে পান।

মূল মহাভারত

স্নেহের পর্বতে বশিষ্ঠের আশ্রম। বহুগণ ভ্রমার সঙ্গীক গমন করেন।

কান্দীদাসী মহাভারত

২। উদীনর নামে এক রাজা—তাঁর জিতবতী নামে একটি কন্যা ছিল। অষ্টবহুর অন্ততম দিব্যবহুর জ্যেষ্ঠ এই কন্যার সখী ছিলেন। ভাৰ্য্যার অনুরোধে জিতবতীকে দিব্যর অন্ত দিব্যবহু বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করেন।

সপ্তমী মহাভারত

বহুগণ, বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করিয়া, উর্কশীকে দান করেন (৫৪১ পত্র)। অন্ত এক স্থানে উল্লেখ আছে যে, কামধেনুর দুগ্ধ পান করিলে রূপ ও যৌবন বৃদ্ধি হয় বলিয়া বহুগণ নিজ নিজ জ্যেষ্ঠ অন্ত উক্ত গাভী হরণ করিয়া লয়েন (৫০১ পত্র)।

মূল মহাভারত

কান্দীদাসী মহাভারতের ভাৱ, তবে 'দিব্যবহু' স্থানে 'হ্য বহু' নাম আছে।

কান্দীদাসী মহাভারত

৩। রাজা শান্তনু সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর, একদিন গন্ধারীয়ে শ্রুণু করিতে গিয়া গন্ধার সাক্ষাৎলাভ করেন। রাজা তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, তিনি বলেন যে, আপনি আমার কোনও কার্য্যে বাধা দিবেন না এবং যদি কখনও বাধা দেন, তবে সেই দিনই আমি চলিয়া যাইব, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, আমি আপনাকে প্রতীক্বে বরণ করিতে পারি। রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলে, উভয়ে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

সপ্তমী মহাভারত

দ্বাদশের পিতা রাজসভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একখানি রাজ কাপড় পরিয়া ব্রাহ্মণী, ভ্রমার উপস্থিত হইলেন। সভাসভায় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে।

রাজা এবং সভাসদেরা এই কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং রাজার আদেশে শুবরাজ শাস্ত্রু তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। (৫৫ পত্র)

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের স্তায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪। যথাকালে পূর্ণচন্দ্রের মত গঙ্গার একটি পুত্র হইল। রাজা আনন্দিত হইয়া নানাবিধ যজ্ঞ ও দান করিতে লাগিলেন। এদিকে গঙ্গা পুত্রটিকে লইয়া গঙ্গাজলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। শাস্ত্রু ইহা দেখিয়া অতিশয় বিব্রত হইলেন, কিন্তু গঙ্গার ভয়ে তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সাত পুত্র হইল এবং প্রত্যেককেই গঙ্গা ঐক্লপভাবে মারিয়া ফেলিলেন। পুত্রশোক রাজার শরীর দৃঢ় হইয়া বাইতে লাগিল।

সঙ্গরী মহাভারত

যথাসময়ে গঙ্গা একটি পুত্র প্রসব করিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ারাত্র শিশুটিকে তিনি গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন। পরে মৃত পুত্রকে শাস্ত্রুর কোলে দিয়া, উহাকে জলে ভাসাইয়া দিতে বলিলে, রাজা রাজ্যকালে উহাকে জলে ভাসাইয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে সাতটি পুত্র হইল। গঙ্গা উহাদের সকলকেই গলা টিপিয়া মারিলেন এবং রাজা জলে ফেলিয়া দিলেন। (৫৫ পত্র)

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের স্তায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫। ক্রমে অষ্টম পুত্র হইল। ইহাকেও যখন গঙ্গা জলে ভাসাইতে উত্তত হইলেন, তখন রাজা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। গঙ্গার নিকট হইতে তিনি শিশুটিকে কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে নানারূপ ভিন্নস্বাদ করিলেন। তখন গঙ্গা পূর্বের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া, নিজের পরিচয় দান করিলেন এবং রাজার নিকট বসুগণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, বসুগণের জন্তই আমি তোমার স্ত্রী হইয়াছিলাম। আমার সে কার্য্য সমাধা হইয়াছে। এই শিশু দিব্যবসু। আমি ইহাকে লইয়া চলিলাম। যথাসময়ে তোমার নিকট ইহাকে পাঠাইয়া দিব। এই বলিয়া গঙ্গা চলিয়া গেলেন।

সঙ্গরী মহাভারত

গঙ্গার অষ্টম পুত্র হইল। এই শিশুটিকে তিনি জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়া, একখানি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাজার নিকট দিলেন। রাজা পূর্ব পূর্ব শিশুর স্তায় ইহাকেও মৃত মনে করিয়া, অবিচারিতচিত্তে জলে ফেলিয়া দিলেন, শিশুটিকে সন্দেরে রক্ষা করিবার জন্ত গঙ্গা, সমুদ্রকে আদেশ করিলেন। এইরূপে কিছুদিন গেলে, গঙ্গা একদিন শাস্ত্রুর নিকট নিজের পরিচয় দিয়া, বিদায় চাহিলেন, রাজা নিজের পুত্রহীনতার বিষয় উল্লেখ করিয়া ভাহাতে আপত্তি করিলেন। তিনি তখন রাজাকে লইয়া গঙ্গাভীরে গেলেন এবং জলমধ্য

হইতে ভীষকে তুলিয়া আনিয়া বলিলেন,—এই নিন আপনার পুত্র। তখন রাজা বলিলেন, একটি পুত্র থাকি, আর অপুত্রক অবস্থা—এ উভয়ই সমান। তখন গঙ্গা একগাছি শাঁখা রাজাকে দিয়া বলিলেন, এই শাঁখা যে জীলোকের হাতে লাগিবে, আপনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন। এই বলিয়া গঙ্গা অন্তর্ধান করিলেন।

মূল মহাভারত

কানীদাসী মহাভারতের ভ্রায়, তবে মূলে পুত্র কাড়িয়া লইবার কথা নাই।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২১, শনিবার অপরাহ্ন ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাছর আই এন্স ও, এন্স বি, এফ্‌ সি এন্স—সভাপতি।

পরিষদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাছর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ বোষ এন্স এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এন্স এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গির্জা-লিখিত ‘ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস’ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুকে সভাপতি মহাশয় ধন্যবাদ দান করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

৮ই মাঘ, ২২এ জানুয়ারী ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ন ৫।০টা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষৎ-পুঁথিশালার রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এন্স এ মহাশয়-লিখিত “বৈদিক ভাষার স্বরের সুর” নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) আনকীনাথ ভট্টাচার্য্য এন্স এ, বি এ ল্ (কলিকাতা), (খ) যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(কলিকাতা), (গ) মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল (ভাগলপুর) এবং শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালনা) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞান মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যিক মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিবরণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত বর্ষ মাসিক অধিবেশনের ও তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

এই প্রসঙ্গে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞান মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল, ও শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ বোষ এম্ ডি, এম্ এসসি মহাশয় কতকগুলি মুদ্রা উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া কতকগুলি মুদ্রা, ৫টি প্রস্তরমূর্তি ও কতকগুলি পুথি উপহার দিয়াছেন। আগামী অধিবেশনে এই সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে। পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৪। পঠিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পারিষদের পুথিশালার রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত “বৈদিক ভাবায় স্বরের সুর” নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞান মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞান মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে, সেই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইবে। তৎপরে তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, বঙ্গভাষায় ইহার আলোচনা এই প্রথম।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে এবং প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞান মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৬। নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল—

(ক) ৮জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল,—রিপন কলেজের কৃতপূর্ব অধ্যাপক পণ্ডিত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন প্রতিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অঙ্গুরাগ ছিল।

(খ) ৮ধামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা মুক ও বহির বিভাগের অধ্যাপক ধামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের একজন পুরাতন সদস্য ছিলেন। মুক ও বহির বিভাগের তাঁহার অভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইরাছে।

(গ) ৮মশিক্ষনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল—ভাগলপুর শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক মহীশ্র বাবু পরিষদের বিশেষ হিঠৈবী বঙ্ক ছিলেন। ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের আয়োজন প্রভৃতির জন্য ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের শাখা-পরিষৎ তাঁহারই উত্তেগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি মূল পরিষদের চিহ্নাঙ্গার প্রভু প্রস্তরমুক্তি, প্রাচীন পুথি ও কতিপয় ঐতিহাসিক স্থানের কটো উপহার দিয়াছিলেন।

(ঘ) ৮শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালনা শাখা-পরিষদের সম্পাদক কালনা 'পল্লীবাঙ্গী'-সম্পাদক শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের একজন পুরাতন সদস্য ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি "পল্লীবাঙ্গীতে" বহু বৈষ্ণব সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কালনার শাখা-পরিষদের তিনিই প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং স্থির হইল যে, তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরিত হউক।

৭। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আয়-ব্যয়-সমিতি কর্তৃক প্রস্তুত বর্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক

সহকারী সম্পাদক

সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিহার, সদস্য—শ্রীযুক্ত ব্রজহর্ষভ হাজরা বি এ, এডিশনাল ডি: ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৫২ হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর। প্রঃ—ডা: শ্রীযুক্ত সত্যোবকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অক্ষুণ্ণচন্দ্র বিশারদ ভিষগ্ভূষণ, ২ হরকুমার ঠাকুর কোয়ার, ভালতলা, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বি এ সাব-ভিভিশনাল অফিসার, ফরিদপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পারালাল চৌধুরী, ৩০ গোড়ীবেড়ে লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিভাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন ধর বি এমসি (লণ্ডন) বার-এন্ট-ল, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত অনীলকুমার দে, ৩ শ্রামচাঁদ মিত্রের লেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পো: রিসড়া, দেওয়ানগাঙ্গী টাউ, হুগলী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী ৯৬১ বি প্যারীমোহন স্ট্র লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত

বতীজমোহন চট্টোপাধ্যায় সব-ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পোঃ এবং ক্যাম্প ভদ্রপুর, ভারী লোহাপুর (ই, আই, আর,) বীরভূম, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ, বিজ্ঞানভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ২০১৯ মুকিয়া ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত নকরচন্দ্র আচা, ৪০ সেন্ট জেমস কোয়ার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ শ্রামপুকুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী এম্ বি, সহকারী রসায়ন পরীক্ষক, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ। প্রঃ—মোলবী ওয়ারেন হোসেন বি এল, সঃ—ঐ, সদঃ—মোলবী আহম্মদ গনি, ৯ হালসীবাগান রোড, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সিকেশ্বর চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত লগনেশ্বর দাস, ১৪৪ আমহাট্ট ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ৮১ কালু ঘোষ লেন, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—The Superintendent, Government Printing, India—

(১) Review of the Trade of India in 1920-21, (২) Annual Report of the Director General of Archaeology in India, 1918-19, Part I. (৩) Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pussa, 1920-21. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(৪) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1920, (৫) Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1921 (৬) Report on Working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1920, (৭) Report on Operations of the Department of Agriculture, Bengal for the year 1920-21, (৮) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa for the year ending 31st March, 1921, (৯) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. II, (১০) Do. Vol. III, (১১) Do. Vol. IV. (১২) Report on the Administration of the Wards' Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1327 B.S. (1920-21.) (১৩) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1920-21. The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.—(১৪) The Circulatory System in Bone, (১৫) A Review of the Inter-relationships of the Cetacea, (১৬) The Echinoderms as Aberrant Arthropods, (১৭) Contents of Smithsonian Miscellaneous Collections, Vols. 69, 70 and 71, The Curator, Watson Museum of Antiquities, Rajkot—(১৮) Annual Report of the Watson Museum of Rajkot, for the year

1920-21, The Registrar, Calcutta University—(১৯) Journal of the Department of Letters, Vols. VI. and VII. Le Editeur, Librairie Ancienne Honore Champion, Paris—(২০) Memoires de La Societe de Linguistique de Paris [De Quelques Noms Anaryens en Indo-Aryen] (২১) Bulletin De La Societe de Linguistique de Paris No. 69. **শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**—(২২) নির্বাসিতের আত্ম-কথা, (২৩) সিন্ধু (২৪) বর্তমান-সমস্যা, **শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ**—(২৫) দ্বীপান্তরের কথা, (২৬) মিলনের পথে, **শ্রীযুক্ত বিভেজেনাথ রায়চৌধুরী**—(২৭) বেহার চিত্র, ১ম খণ্ড, **শ্রীযুক্ত জয় হৃদরাম পুকুরাভ** রায় বোশীপুরা, বরোদা রাজেন্দ্র বিজ্ঞাপিকা—(২৮) সন্ন্যাসী বৈজ্ঞানিক শব্দ-সংগ্রহ (হিন্দী), **শ্রীযুক্ত আন্ততঃ্য ভট্টাচার্য্য**—(২৯) সীতানাথ, **শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**—(৩০) আলোচনা (১ম খণ্ড)^১, **শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন মিত্র**—(৩১) নলিত-গাথা, **শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্বাতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ**—(শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত)—(৩২) সিদ্ধান্তশিরোমণি ; গোলাঘাট, **শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার**—(৩৩) গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, (৩৪) গান্ধী না অরবিন্দ ?, **শ্রীযুক্ত গণপ্রসন্ন ঘোষ বর্মা**—(৩৬) পরমার্থ-বিজ্ঞান-রত্নাকর (১ম ভাগ, ২ খানি), **শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত**—(৩৬) সঙ্কল্প, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, **শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়**—(৩৭) ভণ্ড, **শ্রীযুক্ত বশোদালাল ভাণ্ডার**—(৩৮) শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক লিখিত সারাংশ বক্তৃতা ও উপদেশ, ২য় ভাগ, **শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার**—(৩৯) শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ-চরিত, **শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী**—(৪০) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত, **শ্রীযুক্ত সুরনাথ ভট্টাচার্য্য**—(৪১) শ্রীশ্রীসত্যানারায়ণ ব্রতকথা, **শ্রীযুক্তা মহামায়া চৌধুরাণী**—(৪২) হিমালয়-দর্শন, (৪৩) পঞ্চামৃতম্, (৪৪) আমার মা, (৪৫) মনের কথা, (৪৬) সাবিত্রী-চরিত, (৪৭) কৃষ্ণভক্তি-রসামৃত, (৪৮) রত্নাবলী, (৪৯) তারা মা ।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কান্দোদী মহাভারত

৬। গঙ্গা শান্তনুকে বলিতেছেন যে, এই পুত্র (ভীষ্ম) বশিষ্ঠের নিকট অস্ত্র ও শস্ত্র-বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছে । (৬৭ পৃঃ)।

সঙ্গরী মহাভারত

পিতার আজ্ঞা লইয়া, ভীষ্ম ভৃগুরামের নিকট অস্ত্রবিজ্ঞা শিক্ষা করেন ।

বৃল মহাভারত

ভীষ্ম বশিষ্ঠের নিকট হইতে বেদ এবং পরশুরাম ও আরও অনেকের নিকট হইতে অস্ত্রবিজ্ঞা শিক্ষা করেন ।

কাশীদাসী মহাভারত

৭। শান্তনু ভীষ্মকে যৌবরাজ্যে অতিবিস্তৃত করিয়া, নিশ্চিন্তমনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন তিনি যমুনাতীরে মৃগয়া করিতে বাইরা দেখেন যে, একটি পরমাসুন্দরী কস্তা জলে নৌকা বাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিয়া শান্তনু কামপরবশ হইলেন এবং পরিচরে তাহাকে দাশরাজের কস্তা জানিয়া, সেই দাশরাজের নিকট গমন করিলেন।

সপ্তমী মহাভারত

শান্তনুর পিতা শান্তনুর প্রতি রাজ্যতাব অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শান্তনুর “পাটেশ্বরী” নাই—তিনি রাজ্য হইবেন কি করিয়া? তখন শান্তনু গঙ্গার প্রদত্ত শম্ব ও ভীষ্মকে সঙ্গে লইয়া সারা পৃথিবী ঘুরিলেন; কিন্তু কোথাও কস্তা না পাইয়া, হতাশ-মনে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় নারদমুনি আসিয়া বলিলেন,—দীবরের ঘরে সত্যবতী নামে এক কস্তা আছে, তাহার হাতে এই শম্ব লাগিবে এবং তাহাকেই তোমার বিবাহ করিতে হইবে। নারদ মুনির এই কথা শুনিয়া, শান্তনু ও ভীষ্ম দাশরাজের আশ্রমে গেলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসের স্থায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৮। শান্তনু দাশরাজের নিকট কস্তা প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন,—আমার এই কস্তাকে ধর্মপত্নী করিতে হইবে এবং ইহার গর্ভে সন্তান হইলে, সে রাজ্যের অধিকারী হইবে, আপনি এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, আমি আপনাকে কস্তা সম্প্রদান করিতে পারি। শান্তনু বলিলেন,—আমার রাজ্যের হ্রাসত: উত্তরাধিকারী দেবব্রত। সুতরাং আমি এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে পারি না। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে দেবব্রত পিতাকে সর্বদাই বিষমভাবে অবহান করিতে দেখিয়া মন্ত্রিগণের নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, শান্তনু মৃগয়ার গিয়া একটি সুন্দরী কস্তা দেখিয়া আসিয়াছেন। কস্তার পিতার নিকট তাহাকে প্রার্থনা করায়, দেবব্রতের জন্তই সে কস্তা সম্প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই। মন্ত্রিগণের মুখে এই কথা শুনিয়া, দেবব্রত ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ দাশরাজের নিকট গমন করিলেন এবং তিনি রাজ্য গ্রহণ বা বিবাহ কিছুই করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পিতার জন্ত কস্তা আনয়ন করিলেন।

সপ্তমী মহাভারত

৯। নারদমুনির সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া শান্তনু ও ভীষ্ম দাশরাজের তবনে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—তোমার কস্তার হাতে অমোঘ্য প্রদত্ত শম্ব ঠিক লাগিয়াছে। অতএব তুমি তাহাকে আমার সম্প্রদান কর। দাশরাজ বলিলেন,—আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমার দৌহিত্যকে সিংহাসন দান করিবেন, তবে আমি আপনাকে কস্তা দিতে

১১। হইতে অসম্মত হইলে, তীয় ভবন মণ্ডপক-নিগার
করিয়া কহিলেন যে, আমি বিবাহও করিব না এবং রাজ্যও গ্রহণ করিব না।
পরদিন সন্ধ্যাবেলায় বিবাহ করিলেন।

মূল মহাভারত

৮। কানীদাসের স্তায়।

কানীদাসী মহাভারত

৩। পরিতর নামে এক রাজার কঠোর তপস্তায় ভীত হইয়া, ইন্দ্র তাঁহাকে নানাবিধ
উপহার এবং ভেদি রাজ্য দান করিয়া তপস্তা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। যুগমাংসে পিতৃশ্রাদ্ধ
করিলেন বলিয়া এই রাজা, মহিবীর ঋতুমানের দিন যুগমা কবিত্তে গেলেন। অল্পকাল
মহিবীরে স্মরণ করিতে করিতে কামবশতঃ ইন্ডার বীৰ্য্যপাত হইলে, সেই বীৰ্য্য একটি
পাতার মুড়িয়া, শিকারের জন্ত হস্তে ধৃত একটি বাজপক্ষীকে দিলেন; বলিলেন,—ইহা লইয়া
মহিবীরকে দাও। বাজপক্ষী তাহা লইয়া আকাশে উড়িলে, অল্প এক বাজপক্ষী ধাক্কা
তাবিয়া তাহাকে আক্রমণ কবিল এবং উভয়ে যুদ্ধে উক্ত পর্ণপুট যমুনাৰ জলে পড়িয়া গেল।
সেই জলে দীর্ঘিকা নামে এক স্বর্ণবিজ্ঞাধরী কোনও মূনির শাপে শফরী অর্থাৎ পুঁটিমাছ
হইয়া ছিল। সে উহা পান কবিত্তা গর্ভবতী হইল এবং দশ মাস পবে দীঘরেরা তাহাকে জালে
করিত্তা তুলিলে, সে একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসবান্তে মৃত্ত হইয়া গেল। পরিতর রাজাকে
পুত্রটি দিয়া, কন্যাটিকে দীঘররাজ পালন করিতে লাগিল।

সঙ্গী মহাভারত

২। প্রদীপ (প্রতীপ ?) নামে এক পরাক্রান্ত দ্বিগিজয়ী রাজা সসৈন্তে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে
ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার “মুখ্য পাটেশ্বরী” ঋতুমতী হইয়া, একটি চক্রবাককে রাজার নিকট
পাঠাইয়া দিলেন। চক্রবাক রাজার নিকট রাজীর প্রার্থনা নিবেদন করিলে, তিনি বলিলেন,—
আমার বাইবার উপায় নাই। আমার এই বীৰ্য্য লইয়া যাও, রাজীকে পান করিতে দিও।
আকাশ-পথে বাইবার সময় চক্রবাকের মুখ হইতে উক্ত বীৰ্য্য জলে পড়িয়া গেল এবং এক
বৃদ্ধ বোয়াল মাছ উহা পান করিত্তা গর্ভবতী হইল। কিছুকাল পরে দীঘরেরা সেই মাছটিকে
ধরিত্তা, দাপরাজকে উপহার দেয় এবং মাছের পেট কাটিত্তা তিনি একটি কন্যা প্রাপ্ত হন।
তাহার নাম “মংজাধরী।”

মূল মহাভারত

৩। কানীদাসের স্তায়। অপ্সবার নাম অজিকা।

কানীদাসী মহাভারত

১০। কন্যে কন্যাটি বড় হইলে, বৃনিগণকে যমুনার পার করিবার জন্ত দাপরাজ তাহাকে
নিবৃত্ত করিলেন। একদিন পরাশর বৃনি তীর্থ ভ্রমণ করিত্তা সেখানে উপস্থিত হইলে
এবং কন্যাটিকে দেখিত্তা, তাহাকে অতিলাব করিলেন। কন্যা
তাহাকে দেখিত্তা, তাহাকে আমার অঙ্গে স্বর্গক, তাহা উপহার

আমি অবিবাহিত। কিরূপে আপনার কামনা পূরণ করি? মূনি বলিলেন—আমি স্বয়ং দিতেছি, তোমার শরীরে পদ্মগন্ধ হইবে; কুমারীধর্মের হানি হইবে না এবং এক মহারাজ তোমাকে বিবাহ করিবেন। তখন মূনির অভিপ्राয়ে যমুনায় একটি দ্বীপ উদ্ভিত হইল এবং তাহা কুণ্ডলিকায় আচ্ছন্ন হইল। সেইখানে পরাশরের ঔরসে এবং কত্যা সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১০। ক্রমে কত্যা বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। ইতিমধ্যে একদিন তপোবনে *হাইবার জন্তু* নদীতীরে আসিয়া, পবান্বিত মূনি দাশবাজকে ডাকিতে লাগিলেন এবং ‘তাহাকে নদী পার করাইয়া না দিলে অভিশাপ দিবেন’ বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। দাশবাজ ভয়ে কোন উত্তর দিলেন না; কত্যা কে বলিলেন,—তুমি গিয়া “মহাচণ্ড ঋষিকে” পার করিয়া দাও। কত্যা পিতৃ-আজ্ঞায় মূনিকে নোকায় তুলিয়া বাহিয়া চলিয়াছে, এমন সময় তাহার গায়ের চূর্ণকে আকুল হইয়া মূনি তাহাকে পদ্মগন্ধ হইবার জন্ত বর দিলেন। কত্যা সেই পদ্মগন্ধ এবং অপক্লপ রূপে মোহিত হইয়া পরাশর মূনি শৃঙ্গার প্রার্থনা করিলেন। সমুদ্র ঔদাদিগ্গিৎ হন প্রদান কবিলে, সেইখানে বেদব্যাস আবির্ভূত হইলেন।

মূল মহাভারত

১০। কংশীদাসের তায়।

— ০ —

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন *

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী ১৯২২, শনিবার, অপরাহ্ন ৭টা।

আলোচ্য বিষয়।—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সবকার এম এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোব (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের নবম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ।

অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ।

উপযুক্ত-সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি না হওয়ায়, অল্প বিশেষ অধিবেশন স্থগিত রাখা হইল।

শ্রীঅমলাচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সভাপতি।

৪১২১২৮

* পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন ২০এ মাঘ হয়। শ্রীযুক্ত অর্দেপ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ এটিসি মহাশয় “নেপালের শিল্প” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনের কার্যবিবরণ পরে দেখা হইবে।

চতুর্থ (স্থগিত) ও ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

২৮এ মার্চ, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২, শনিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়।—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোব (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসেব নবম ও দশম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ। অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথরায়ণ ঘোষ এম্ এ।

সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথরায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজোব ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের দশম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন। এই পুস্তকের নবম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

বক্তা ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পব সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সভাপতি।

৫, ১২/২৮

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৮এ ফাল্গুন, ১২ই মার্চ, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ-পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহাবদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রদর্শন—(ক) ৬জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া-প্রদত্ত পাঁচটি প্রস্তাবমুক্তি ও কতকগুলি মুদ্রা, (খ) শ্রীযুক্ত ডাঃ একেজনাথ ঘোষ এম্-ডি, এম্-এম্ সি, মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় মুদ্রা ও একটি প্রস্তাব-মুক্তি এবং (গ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এম্ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয়-সিদ্ধি “বর্ষণে

সমাজ-চিত্র বা মোধ্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" (বিভীয় অধ্যায়) এবং (খ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়-লিখিত "জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব," ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার, (খ) পণ্ডিত অগবন্ধু মোদক, (গ) বিজ্ঞেননাথ বসু, (ঘ) কালিদাস মিত্র বি-এল্ এবং (ঙ) হেমেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে এবং ৮। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞান মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞান মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য মহাশয় পরিষদের পুখিলা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। এই বিবরণ গ—পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

৫। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "অৰ্ধশত্রে সমাজচিত্র বা মোধ্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" নামক প্রবন্ধের বিভীয় অধ্যায় পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত "জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞান মহাশয় পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে ও শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয়কে তাঁহাদের প্রবন্ধের জ্ঞ পরিষদের পক্ষ হইতে এবং পরিষদের ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। জ্ঞপরে তিনি উক্ত প্রবন্ধ দুইটির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেন, এবং শেষোক্ত প্রবন্ধ পাঠের জ্ঞ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞান মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৬। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(ক) ৮৭র সাহেব বিহারিলাল সরকার

(খ) ৮পণ্ডিত অগবন্ধু মোদক

(গ) ৮বিজ্ঞেননাথ বসু

(ঘ) ৮কালিদাস মিত্র বি এল্

(ঙ) ৮ হেমেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় ৮৭র সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিবার প্রস্তাব করিলে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারিলাল বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী এবং পরিষদের হিতৈষী বহু ও কয়েক বৎসর পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন, তাঁহার জ্ঞান এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করা হউক। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, স্থির হইল যে, কার্য-নির্বাহক সমিতির উপর এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার জ্ঞান ভার দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় বাংলা ব্যাকরণ লিখিয়া বঙ্গভাষার একটি বড় অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের প্রায় ৪৫ বৎসর কাল বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কৃত্তী ছাত্র—যেমন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষৎ হইতে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, এই বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার জ্ঞান কার্য-নির্বাহক সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।

৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদর্শন করিলেন—

(ক) ৮জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া-প্রদত্ত ৫টি প্রস্তরমূর্তি এবং ৬০টি মুদ্রা ; (খ) শ্রীযুক্ত ডাঃ একেঙ্গনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রস্তরমূর্তি ও ১২টি মুদ্রা এবং (গ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রদত্ত ২২৪টি মুদ্রা।

এই সকল মূর্তি ও মুদ্রা প্রদানের জ্ঞান চিত্রশালার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সভাপতি।

৫.১২।২৮

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদস্য—শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল রাও বি এ, সম্পাদক, “সিউথ ইণ্ডিয়ান রিসার্চ,” তেপারী, মাদ্রাস। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ, ১ ওয়েলিংটন রোডার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্রামণাল গোস্বামী, সঃ—ঐ, সদঃ—

শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালীর' সহঃ সম্পাদক, গ্রান্ট ষ্ট্রীট; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল কাব্যভীর্থ, হেড পণ্ডিত, টি সি একাডেমী, ১৩ শিমলা ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত জহরলাল চক্রবর্তী, ১ ডাঙ্ক ষ্ট্রীট; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কাব্যভীর্থ, সেক্রেটারী পণ্ডিত, বিভাগাগর কলেজ; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ডেসপ্যাচ ক্লাক, বিডন কৌয়ার পোষ্ট অফিস। প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানরত্ন, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত অকাকুমার দাস, ১৮ শ্রীনাথ দাস লেন, বহুবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার বাগচৌধুরী বি এ, সঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানরত্ন, সদঃ—শ্রীযুক্তা হেমলতা সবকাব, ১.২ নাবসিং লেন; শ্রীযুক্তা সরোজিনী বসু, শ্রীযুক্ত নিশানাথ বসুর বাটা, সৈদপুর, টাকী (২৪ পং); অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এল্ এল্ বি, ১৮ রায় ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার সুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ ডি, ক্যাথেন মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক, ১৩২.২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এফ্; কিংস হস্পাতালের রেসিডেন্ট সার্জন, ১১১ দক্ষিণাটা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ, সঃ—ঐ, সদঃ শ্রীযুক্ত হর্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফীডার বোড, বাঁকুড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, ১০৪ আপার সাকুলার রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ ব্যারিষ্টার বি এ, আসিষ্ট্যান্ট জজ, আগিপুর, (২৪ পং)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানরত্ন, সদঃ—শ্রীযুক্ত হীরলাল গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, কি.এল্, ৫ মুকিয়া ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়—(১) যুবরাজ সম্বর্জনী কাব্য, শ্রীযুক্ত রামবৃদ্ধ দেব—(২) বিশ্বসংহিতা বা খৃঃ বিংশ শতাব্দীর মানবসমাজ-বিধি, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—(৩) বসন্তকুমারী (জীবনী), শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানরত্ন—(৪) শ্রীশ্রী চিত্র-গুপ্ত-পূজাপদ্ধতি, শ্রীযুক্ত প্যাবীমোহন দেববর্মণ—(৫) উনকোটি তীর্থ (২ খানি), শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন সুখোপাধ্যায় কাব্যভীর্থ—(৬) যাদব জীবন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার সুখোপাধ্যায়—(৭) পল্লীকথা, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—(৮) স্বরাজ, শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম্ এ—(৯) সিদ্ধান্তকোমুদী, ২য় ভাগ, (কারকপ্রকরণম্), (১০) ঐ ঐ, সমসাপ্রকরণম্, (১১) রত্নাবলী, (১২) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উত্তটসাগর বি এ,—(১৩) ব্যাকরণ-কোমুদী ১ম ভাগ, (১৪) ঐ—৩র্থ ভাগ, (১৫) প্রবন্ধপাঠ, (১৬) মোহনপুর, ও মোহকুঠার, শ্রীযুক্ত পদ্মজ্ঞ নাথ—(১৭) বল্লালচরিতম্, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় (১৮) বরেন্দ্ররঞ্জন, শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়—(১৯) Purport in English of Yubaraj

Sambardhani Kabya, The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(২০) Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, during the year 1920, (২১) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year, 1920-21, (২২) Report on the working of the Co-operative Societies in Bengal, 1920-21, The Chief Inspector of Explosives in India,—(২৩) Twenty-second Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1921. শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—(২৪) Smithsonian Meteorological Tables (4th Revised Edition), (২৫) Uganda Mosses collected by R. Dümmer, (২৬) Cambrian Geology and Paleontology—IV, (২৭) The Smithsonian Eclipse Expeditions of June 8, 1918, (২৮) The Reflecting Power of clouds, (২৯) The Races of Russia, (৩০) Begoniaceae Centrali—Americanae et Ecuadorenses, (৩১) A Lower Cambrian Edrioasterid, (৩২) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1918, (৩৩) Archaeological Investigation at Paragonah—Utah, (৩৪) A Review of the Internationalship of the Cetacea, (৩৫) The Echinoderms as Aberrant Arthropods. (৩৬) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1915, (৩৭) Do Do 1916, (৩৮) Proceedings of the Burdwan Divisional Conference, শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় (৩৯) The Soma Plant, The Secretary, Smithsonian Institution—(৪০) Thirty fifth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1913-14, Part I, The Officer-in-charge, Indian Museum, Archaeological Section—(৪১) Indian Museum, Archaeological Section, The Superintendent, Government Printing, India—(৪২) Statistical Tables relating to Banks in India, 1920.

উপহারপ্রাপ্ত পুথি

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুথিগুলির প্রাপ্তি স্বীকার ভ্রমক্রমে বধাস্থানে করা হয় নাই,—

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র, বাবচর, যশোহর—(১) রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসকদম্ব, শ্রীযুক্ত তারকনাথ চন্দ্র, কলিকাতা—(২) বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী, (৩) যুগলুক, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার ভট্টরত্ন, লালগোলা—(৪) দেবীমাহাত্মা, শ্রীযুক্ত শশধর মুখোপাধ্যায়, টাকী—(৫) গঙ্গার উপাখ্যান, (৬) যজ্ঞ-রক্ষার পালা।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১১। কাশী নগরীতে কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন, এই সংবাদ শুনিয়া ভীষ্ম তথায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া ভীষ্ম দেখিতে পাইলেন, পৃথিবীর বড় বড় রাজারা স্বয়ংবর-সভায় বসিয়া আছেন। তিনি তখন কাশীরাজ এবং উপস্থিত রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্ত এই তিনটি কন্যাকে আমি বলপূর্বক লইয়া যাইব। আপনাদের মধ্যে যাহার সামর্থ্য থাকে, তিনি আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুন। তাঁহার আস্থানে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া সমস্ত রাজগণ এবং অবশেষে শাৰ্ঙ্গ নৃপতি পরাভূত হইলেন। ভীষ্ম, কন্যা লইয়া হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তমী মহাভারত

১১। কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন। তদুপলক্ষে কাশীরাজের দূত আসিয়া ভীষ্মকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি কাশীধামে যাত্রা করিলেন। ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এবং পৃথিবীর বিক্রমশালী রাজারা সেই সভায় আসিয়াছিলেন। ভীষ্ম তাঁহাদের সমক্ষে তিনটি কন্যাকেই রথে তুলিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া দেবতারা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভীষ্মের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ক্রমে দেবতারা পরাজয় করিলে, ইন্দ্র ভীষ্মের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। অমোঘানন্দন ভীষ্ম, ভৃগু অস্ত্র দ্বারা বজ্র ব্যর্থ করিলে ইন্দ্রও পরাহীত গেলেন। ভীষ্ম, দেবগণকে পরাজিত করিয়া রাজগণকে যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিলেন। কিন্তু রাজারা কেহই উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া, ভীষ্ম কন্যা লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন কাশীরাজ নৃপতিমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে,—আপনারা সব মহা মহা বীর উপস্থিত থাকিতে একজন নপুংসক আমার কন্যা হরণ করিয়া লইল? রাজারা বলিলেন—কাশীরাজ, তুমি ভীষ্মকে জান না। তাঁহার নিকট মরিবার জন্ত কে বাইবে?

মূল মহাভারত

১১। কাশীদাসের জ্ঞান।

কাশীদাসী মহাভারত

১২। ভীষ্ম, বিচিত্রবীৰ্য্যের সহিত উক্ত তিনটি কন্যার বিবাহ দিবে। বিবাহ-সভায় পুরোহিত এবং ব্রাহ্মগণ উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় অদ্বা নামে কন্যা ভীষ্মকে বলিল,—আমি মনে মনে শাৰ্ঙ্গরাজকে পতিত্ব বরণ করিয়াছি; আমার পিতারও এ বিষয়ে সম্মতি আছে। অতএব আপনি শাৰ্গকে আনিয়া, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিন। এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, সেই কন্যা শাৰ্গের নিকট গমন করিল। কিন্তু শাৰ্গরাজ তাহাকে গ্রহণ না করায়, সে পুনরায় ভীষ্মের নিকট আসিলে, ভীষ্মও তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। তখন সেই কন্যা এক অগ্নিকুণ্ডে প্রস্থত করিয়া, পরজন্মে যেন সে

ভীষ্মকে বধ করিতে পারে, এই সংকল্প করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিল। অম্বিকা ও অম্বালিকা—এই দুই ভগিনীর সহিত ভীষ্ম, বিচিত্রবীৰ্য্যের বিবাহ দিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১২। অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে দুই কন্যার সহিত রাজার বিবাহ হইল। কিন্তু অম্বা নামে অপর কন্যা রাজাকে বরণ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, ভীষ্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন সে ভীষ্মকে বলিল যে, আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি; তুমি আমাকে বিবাহ কর। ভীষ্ম বলিলেন,—আমি রাজ্য ও স্ত্রী, কিছুই গ্রহণ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া, নপুংসক হইয়াছি; সুতরাং তোমাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না। কন্যা অনেক অনুরোধ করিল। কিন্তু ভীষ্ম কিছুতেই সন্মত না হওয়ায়, তখন সে ভৃগুরামের শরণাপন্ন হইয়া, তাহাকে নিবেদন করিল যে, আপনার মুখ্য শিষ্য দুর্য্যোধনের ভীষ্মকে আমি পতিত্ব বরণ করিয়াছি। অতএব ধর্ম্মভংগে সে আমার পতি। আপনি ভীষ্মকে আমার স্বামী করিয়া দিউন। কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরশুরাম তাহাকে সাংসনা-দানপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট আসিয়া, সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্ত অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম কিছুতেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, পরশুরাম তের দিন পরিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়াও, যখন কিছু করিতে পারিলেন না, তখন কন্যা পরজন্মে ভীষ্মকে বধ করিবার সংকল্প করিয়া, অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করিল। পরশুরামও ভীষ্মকে অভিশাপ দিলেন,—তুমি সত্য রক্ষার জন্ত রাজকন্যাকে উপেক্ষা করিলে, অতএব ইহার হাতে তোমার মৃত্যু হইবে।

বুল মহাভারত

শাষকে মনে মনে পতি বরণ করিয়াছি, এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম তাহাকে ত্যাগ করেন তার পর এসবন্ধে আর কোনও কথা মূলে নাই।

নবম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র, ১২৭৭ মার্চ, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন-পুথির বিবরণ-পাঠ, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রাচীন রোগ্য-মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের লিখিত "বুদ্ধবোধের টীকা" নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিহারের মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে পবিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালার রক্ষিত পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৫। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ তাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত “বুদ্ধঘোষের টীকা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠেব পর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একটী চম্পাপ্য রৌপ্য ‘পুৰাণ’ মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন ও প্রদাতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

৭। নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরলোকগত সাহিত্যিকগণের নাম পাঠ করিলেন—

(ক) কুমার হরিপ্রসাদ রায় (পোস্তা রাজবাটা, কলিকাতা)

(খ) অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ (বৈষ্ণবনাথ)

(গ) দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (কলিকাতা)

(ঘ) জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (চট্টগ্রাম)

(ঙ) কুলদাকান্ত ঘোষ (দিনাজপুর)

(চ) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, (হাওড়া)

(ছ) শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং পরলোকগত মহাত্মাগণের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিলেন।

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্য-নির্বাহক সমিতির সভাপদপ্রার্থীগণ যে ভোট পাইবেন, তাহা পরীক্ষার জন্ত ভোট-পরীক্ষক নির্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সবকার বিজ্ঞানজ্ঞ, সদস্য—
 শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩৩ শিবপুর রোড, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ,
 সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩৬, ৪১ বেণেটোলা লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত
 প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এম্ সি,
 ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স, ৯২ আপার সাকুলার রোড, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল
 সিংহ সরস্বতী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত, ইঞ্জিনিয়ার, ২২১১ রাসবাগান
 ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এম্ এ, বি এল্ ব্যারিষ্টার, ৭৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
 প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত
 গিরিজাপ্রসন্ন সেন, ৯১ কুমারটুলী ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, সঃ—ঐ,
 সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দত্ত, অসমপ্রাপ্ত সিভিল সার্জেন, ৫০ চক্রবেড়ে রোড, নর্থ,
 ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত ভূম্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত
 অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সনিসিটার, ১০৬ শ্রামজ্ঞার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ,
 সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন, পোষ্টমাষ্টার, শিমলা ডাকঘর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল
 সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রভাতচন্দ্র মিত্র এম্ বি, ২২৩ বোবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত
 প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী, ৩ কেদারদাস লেন, দমদম
 জংসন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন মজুমদার
 বি এ, ১২১১ নিকাশীপাড়া লেন, শ্রামজ্ঞার।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কব, উপহৃত পুস্তক—(১) The Bhela
 Samhita (Sanskrit Text). শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(২) ব্রহ্মসিদ্ধি উপদেশ-
 মালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র বসু—(৩) ধর্ম বা রত্নপুত্রী, শ্রীযুক্ত মতিলাল
 লাহা—(৪) সচিত্র কার্পাস।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশাল্যায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১৩। বিবাহের কিছুকাল পরে যক্ষ্মারোগে বিচিত্রবীৰ্য্য দেহভ্যাগ করিলে, বধূবয়স
 সহিত সত্যবতী শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। পরে যথারিষি প্রেতকর্ম্ম সমাধার পর,
 সত্যবতী পুত্র উৎপাদন এবং রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য ভীষ্মকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা অটল। তিনি বলিলেন,—সূর্য্য তেজ, চন্দ্র শৈত্য এবং ধর্ম্মরাজ যদি সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি গঙ্গার নন্দন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। তবে আমি উপায় বলিয়া দিতে পারি। পরশু রাম একবিংশতিবাব ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিলে, ক্ষত্রিয়-কামিনীরা স্বাক্ষণের ঔরসে নিজ নিজ বংশ রক্ষা করিয়াছিলেন। উত্থোর পুত্র দীর্ঘতগা, মহাশূর বলির ক্ষেত্রে পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। আগৎকালে এইরূপ নীতি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অতএব পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ কবিয়া, যথা কর্তব্য স্থির করুন। এই সময় সত্যবতী ভীষ্মকে জানাইলেন যে, তাঁহার কুমারী অবস্থায় ব্যাসদেব তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভীষ্মের অনুরোধে সত্যবতী ব্যাসকে আর্হ্বান করেন এবং ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু ও দাসীর গর্ভে মহামতি বিহ্ম জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তমী মহাভারত

১৩। ভীষ্ম, সত্যবতীর নিকট বিচিত্রবীৰ্য্যের মৃত্যু-সংবাদ জানাইলে, তিনি অনেক কাঁদা-কাটা করিয়া, শাস্ত্রানুসারে পিণ্ডাদি দান করাইলেন। পরে তিনি ভীষ্মকে রাজ্য হইবার অস্ত্র অনুরোধ করিলে, ভীষ্ম বলিলেন,—আপনি সব জানিয়া শুনিয়া কেন আমাকে অনুরোধ করিতেছেন? আমি জীবিত থাকিতে কখনই রাজত্ব গ্রহণ বা বিবাহ, কিছুই করিব না। ঠিক এই সময় সেখানে নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তিনি বলিলেন,—ভীষ্ম যে রাজ্য গ্রহণ করিবে না, তাহা ত সকলেই জানে। তুমি তোমার পুত্র ব্যাসকে ডাকিয়া আনাও। তাঁহার ঔরসে তোমার পুত্রবধূর গর্ভে “গোলক” পুত্র উৎপন্ন হইলে, শাস্ত্রানুসারে সেই পুত্রই রাজ্যের অধিকারী হইবে। নারদের উপদেশ অনুসারে সত্যবতী ব্যাসদেবকে আর্হ্বান করিলে, তাঁহার ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিহ্ম জন্মগ্রহণ করেন।

মূল মহাভারত

১৩। কাশীদাসীর স্থায়।

কাশীদাসী ও মূল মহাভারত

১৪। ইহার পর মাণ্ডব্য উপাখ্যান আছে।

সপ্তমী মহাভারত

১৪। মাণ্ডব্য উপাখ্যান নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

১৫। নানাবিধ অস্ত্র ও শস্ত্রবিজ্ঞা শিক্ষার পর, কুমারগণের যৌবনকাল দেখিয়া, ভীষ্ম তাহাদের বিবাহের অস্ত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভীষ্ম জানিতে পারিলেন যে, যদুবংশীয় সুবল রাজার গান্ধারী নামে একটি কন্যা আছে। তখন ভীষ্ম, সুবলের নিকট দূত পাঠাইয়া, ধৃতবাস্ত্রের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ স্থির করিলেন। সুবল, জ্যেষ্ঠপুত্র শকুনির সহিত গান্ধারীকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিলে, ধৃতবাস্ত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল।

সপ্তমী মহাভারত

১৫। কুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, ভীষ্ম ব্যাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—কুমারগণের এখন বিবাহ দেওয়া আবশ্যিক। অতএব কাহার ঘরে কত্যা আছে, আপনি বলুন। আমি নিজের বাহুবলে তাহাদিগকে হরণ করিয়া আনিব। ব্যাসদেব জ্বল রাজার কত্যা গান্ধারীর নাম করিলে, ভীষ্ম একাকী রথে চড়িয়া গিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন এবং গান্ধারীকে আনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহ দিলেন।

মূল মহাভারত

১৫। কাশীদাসীর স্তায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১৬। যজ্ঞবংশে শূর নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অপুত্রক কুন্তিতোজ নৃপতিকে নিজের পৃথা নামী কত্যা পুত্রিকারূপে দান করেন। এই কত্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ংবর-সভায় অজ্ঞাত রাজগণের সমক্ষে পাণ্ডকে বরণ করিলে, ভোজরাজ পাণ্ডুর সহিত ইহার বিবাহ দেন।

সপ্তমী মহাভারত

১৬। ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের পর ভীষ্ম, যজ্ঞ হাতে লইয়া, ভোজরাজ পৃথুর নিকট গেলেন। পৃথু তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভীষ্ম বলিলেন,—তোমার কুন্তী নামে এক কত্যা আছে। পাণ্ডুর সহিত তুমি তাহার বিবাহ দাও। পাণ্ডকে কস্তাদান করিতে রাজার মনে মনে ইচ্ছা ছিল; তাহার উপর ভীষ্মকেও তিনি আবার ভয় করেন। এই ছই কারণে তিনি কস্তাটিকে আনিয়া ভীষ্মের নিকট দিলেন। হস্তিনায় আসিয়া ভীষ্ম, উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন করিলেন।

মূল মহাভারত

১৬। কাশীদাসীর স্তায়।

বিশেষ অধিবেশন

[রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার সাহিত্য-সুধাকর মহাশয়ের
পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের জন্ত আহূত।]

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭ মে, রবিবার অপরাহ্ন ৫-৬টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাডুর রসায়নাচার্য্য

সি আই ই, আই এন্ড ও, এন্ড বি, এক্‌ সি এন্ড।

অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাডুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এন্ড ও, এন্ড বি, এক্‌ সি এন্ড মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার উদ্বোধনে সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের বহু সদৃশাধারী উল্লেখ করিলেন এবং পরিষদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অল্পরাগ এবং স্নেহের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং জানাইলেন যে, কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে তিনি পরিষদের বহুদিন সেবা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কালিদাস-সমিতির পক্ষ হইতে ৮বিহারী বাবুর জন্ত অল্প অল্প অমুষ্টিত শোক-সভায় গীত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়-রচিত “শোক-সঙ্গীত” গান করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিলেন, “স্বর্গীয় বিহারী বাবুর সহিত আমার প্রায় ৩৮ বৎসরের আলাপ। তিনি গান-বাজনার বিশেষ তক্ত ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে রথের সময় কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম গান লেখেন। তাঁহার পর বিহারী বাবু সেই ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রথম প্লেগের সময় আমাদের সংকীর্ণ-সম্মেলনের জন্ত বহু গান রচনা করিয়া দেন। ২০০ লোক-লইয়া এই সম্মেলনে সঙ্গীত হইত; ৮টা সম্প্রদায় গান করিত। তিনি থিয়েটারে অভিনয় কবিত্তে শিক্ষা দিতেন। পরিষদের অনেক কাজে, অনেক অল্পঠানে—সাহিত্য-সম্মিলনে, সাহিত্য-সভায় গান রচনা করিয়া দিতেন। তিনি চৌকাবলী গান রচনা করিতেন। আমাদের একটা কুস্তীর আখড়া ছিল। বেণী ওস্তাদজী গুরু ছিলেন। সেখানে তিনিও কুস্তি করিতেন। রবীন্দ্রবাবু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির ছাত্র তাঁহার গানের সম্পদ নিজস্ব ছিল। গান বাঁধিয়া ভাল মানের জন্ত প্রায় রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথের নিকট দেখাইতে যাইতেন। গান রচনায় ও তাহাতে সুর যোজনায় তাঁহার সনত্তসাধারণ প্রতিভা ও সিদ্ধহস্ততা সর্বজনবিদিত ছিল। তিনি ইংরেজিতেও বক্তৃতা করিতেন।” এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

“বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, ‘বঙ্গবাদী’-সম্পাদক, বঙ্গভাষায় বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার সাহিত্যজ্ঞাব্যাকর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্ত গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।”

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিত্বষণ মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, “বিহারী বাবু নবীন লেখকদের গ্রন্থাদি সমালোচনা করিয়া উৎসাহ দিতেন। ধর্ম্মের কথা ও আলোচনায় তিনি ভাবাবিষ্ট হইতেন। স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর বলিতেন, বিহারী বাবু সমসাময়িক গান ও ভক্তিরসের গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিজ্ঞাসাগরচরিতে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনার সমালোচনায় তিনি সংসাহস, নির্ভিকতা ও সঙ্কল্পবতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যাত্রা শুনিতে অন্ত্যস্ত ভাল বাসিতেন—এমন কি সাধারণ প্রোত্মমণ্ডলীর মধ্যে নিতান্ত অপরিচিতের ছাত্র বসিয়া শুনিতেন।”

ঢাকুরিয়া পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন যে, বিহারী বাবু ঢাকুরিয়া বহুবার গিয়া তাঁহাদের

কার্য্য-বিবরণ

লাইব্রেরীতে বক্তৃতা দিরাইছেন। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল—কোন সময়ে তাঁহার ভাষণে তাঁহার মনোনিবেশ করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে ও লেখার ছুটিয়া উঠিত। সমাজের দৌর্ভাগ্য দেখিলে তিনি ‘বঙ্গবাসী’তে তাঁহার সমালোচনা কবিতেন, কিন্তু সে সমালোচনার বিষয়ের চিত্র থাকিত না। তিনি তাঁহার বিধবা কন্যাকে ব্রহ্মচর্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং নিজ গৃহস্থানিকে আদর্শ হিন্দুগৃহের মতই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি ভগবন্ত ছিলেন; এবং তিনি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল রকম আলোচনা করিতেন। স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন ও স্বর্গীয় মহাবাজ স্তর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতিসভায়—টাউন-হলে তিনি ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

‘বঙ্গবাসী’র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীধাম শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারী বাবু বঙ্গসাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইহলোক জয় করিয়াছেন—যেহেতু নানা সভা-সমিতিতে তাঁহার অশেষ গুণবশিষ্ট কীর্ত্তন হইতেছে; তিনি পরলোকও জয় করিয়াছেন—কেন না তিনি ৬ কাশীতে পরলোক গমন করিয়া শিবপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মন্থননাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, বিহারী বাবু বিশেষ প্রভুভক্ত ছিলেন। তিনি গবর্মেণ্ট কর্তৃক ‘রায় সাহেব’ খেতাব পাইলে পথ, তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সভা হয়। সেই সভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই সম্মান তাঁহার প্রাপ্য নয়—যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রাপ্য, কেন না ‘বঙ্গবাসীর’ প্রাণস্বরূপ যোগেন্দ্রচন্দ্রের রূপায় এই ‘বঙ্গবাসী’ পত্রের সম্পাদনায় তাঁহার গবর্মেণ্ট তাঁহাকে এই বাঙ্গালসম্মান দান করিয়াছেন।

তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—“এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের পরিবাববর্গের নিকট প্রেরিত হউক।”

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিপ্রাসন্ন সেন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারী বাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। তিনি ভক্তিমান, ভাবুক ও স্নেহবিশিষ্ট ছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি যাহা-কিছু চিত্তাকর্ষক দেখিতেন, তাহার সম্বন্ধেই ভাবাবেশে গান রচনা করিতেন। ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রবণে তিনি ভক্তি-গদ্য-ভাবে কাঁদিয়া উঠিতেন।

অতঃপর এই বিতীর্ণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—“স্মরণীয় সাহিত্যিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য ও বঙ্গ ‘বঙ্গবাসী’-সম্পাদক রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র রক্ষিত হউক এবং প্রস্তাবিত বাবুজী করিবার ভার কার্য্য-নির্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক।”

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, বিহারী বাবু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেননি, সেটা ও অধ্যাপনায় তিনি একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার মতবাদেই তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তাঁহার জীবন একটা Object Lesson। শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, লালের বক্তৃতায় ভাবুকতা যথেষ্ট ছিল এবং তাহা দেশীয় ভাবপূর্ণ ছিল।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, বিহারী নাদর্শ হিন্দুপরিব্রাজক মত নিজ বাড়ীখানি গড়িয়াছিলেন। বাড়ীর সকলকেই সেই-

শিক্ষা দীক্ষা দিতেন। হিন্দুসমাজের মুখপত্ররূপে তিনি 'বঙ্গবাসীর' সুর বজায় ছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র মত সুবেব কাগজ একখানিও নাই। পরিষদের বহু অগ্রদূতের নি গান বচনা কবিতা দিয়াছিলেন। তিনি একজন নিবর্তমান ব্যক্তি ছিলেন।

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—“৮বিহাবিলাস ধর্ম্মাত্মা পুরুষ ও নির্ভাবান্ হিন্দু। জীবনে তিনি অনেক শোক তাপ পাইয়াছেন। সুখেব বিষয়, তিনি মৃত্যুর কিছুদিন তাঁহার পুত্র ও আমার ছাত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ সরকারকে কারমাইকেল মেডিক্যাল অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া গিয়াছেন।”

অন্তঃপর এই সভার কার্য শেষ হয়।

অমূল্যচরণ বিদ্যাত্মক

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী

১। **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন**—এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বেব হিসাবে কৃষ্ণকীর্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যরত্ন মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। স্বর্গীয় আচার্য্যপাদ রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—“এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পূরণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।” অসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত পুথির লিপিকালক্রীড়ক প্রবন্ধ সহ বর্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২১ সাধারণের পক্ষে ২০।

২। **বৌদ্ধ গান ও দোহা**—ইহাতে চর্য্যাকব্যবিশিষ্ট, সর্বোজবজ্জের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং ডাকর্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০ বৎসরেরও পূর্বে রচিত। বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ভাষা-তত্ত্বেব অনুশীলনে এই গ্রন্থেব স্থান বোধ হয় সর্বোপরি। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ১১।

৩। **বাঙ্গালা-ভাষা**—শব্দকোষ—ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধীয় শব্দের পরম উপাদেশ গ্রন্থ। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিদি এম্ এ বাহ্যত্ব বিবচিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে সমগ্র গ্রন্থেব মূল্য ৩০/০, সাধারণের পক্ষে—৫০।

৪। **শ্রীশ্রীপদকল্পতরু**—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—পদকল্পতরু, পদরসসার পদরত্নাকর প্রভৃতি নবাবিস্কৃত পাঁচখানি গ্রন্থ মিলাইয়া, টোকা টিপ্পন সমেত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য নামমাত্র ১ম ও ২য় খণ্ড সদস্যপক্ষে ২০ ও সাধারণ পক্ষে ১০।

৬. টাকার পরিষদ-গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫/০ ও সাধারণপক্ষে ২০/০। কিন্তু পরিষদ-গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্যপক্ষে ৬ ও সাধারণপক্ষে ৭ টাকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে—১। মায়াপুর্ব্বী, ২। রাধিকাব মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষদর্শন, ৮। হর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ১০। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ১১। সাবদামঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুক, ১৪। মৃগলুক সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথিব বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯। জ্ঞানদর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

শ্রীরামকমল সিংহ

২৪৩১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, প্রণীত গ্রন্থ

১। ব্যাকরণ-পরিচয়—মূল্য ৮০ বারু আনা।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

২। স্বভাব-চিত্র—মূল্য ১০ আট আনা।

বর্গীয় বিভাগাগর মহাশয়-রচিত কথামালার অঙ্করণে বাঙ্গালার গল্প লইয়া লিখিত
বাংলাক বালিকাধের শিক্ষার উপযোগী সচিত্র পুস্তক।

গ্রন্থকারের নিকট ৫২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত :-

“বৈষ্ণব বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়। ... গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।”—“নব্য-ভারত”, চৈত্র ১৩২৬।

“ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ... বর্ণনা-কৌশল এক জন প্রকৃত ভক্তের কাছে বাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে আচ্ছাদ্যমান।”—“ভারতবর্ষ”, বৈশাখ, ১৩২৭।

“ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ। একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ। ... বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গোববময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উৎকার সাধন করিয়াছেন।”—“মানসী ও সম্ভবাবী”, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

“তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই।”—“প্রবাসী” আষাঢ়, ১৩২৭।

“বৃন্দাবন সম্বন্ধে একরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।”—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

“The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us, and it would contribute to the addition to our literature.”—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

“The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly servicable to those who are interested in Brindaban—its past history and present position.”—The Bengalee, 9th May, 1920.

“To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademecum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading.”—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২১।০

ভাষ্যসংগ্রহ স্বতন্ত্র।

{ প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।
২৪৩১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, সম্পাদিত

শ্রীগীতগোবিন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিশাখা পদ্মাসুন্দর, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের অসিদ্ধ হৃদয়দর্শী সমালোচক সতীশ বাবু পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিম্নপ্রয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিংশৎ বৎসরের অদ্ভুত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্তাদের যে প্রায় এক হাজার অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ কবিয়াছেন, উহা হইতে ৬২০টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ণ সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিজ্ঞাপিত ৩৩টি, চণ্ডীদাসের ২৭টি, গোবিন্দ-দাসের ৬৮টি, জ্ঞানদাসের ৫২টি এবং তদ্বিত্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্তার ৪৪০টি উৎকৃষ্ট পদ, ছন্দ স্থলের পাদটীকা সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার কবিয়াছেন। পন্নিংস-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষর সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে উল্লেখ্য। বিষয়-হুচী, পদ-হুচী, রস-হুচী, ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-হুচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। একুশ সুপ্রণালী-সম্বলিত নানা হুচী বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সম্বলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দহুচী দ্বারা চিৎকারিত্ব প্রাণবিকৃত পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদূরিত হইবে; সুতরাং উহা যে পদাবলী-পাঠক-মাত্রেয়ই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানান্তরিত হইয়া এ স্থলে মাত্র তিনটি অভিন্নত নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

সুপ্রসিদ্ধ “অমৃতবাজার পত্রিকা” লিখিয়াছেন,—

“We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A., viz., “Aprakashita Padaratnavali.” The editor Satis Bahu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of “Sree Gita Govinda” and “Rasamanjari” as well as his voluminous critical edition of “Padakalpataru” published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work “Aprakashita Padaratnavali” is an out-come of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava

Padavalis, including poems by nearly thirty unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual has written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and index of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double-columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বিষ্ণুপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, ঘনশ্যাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা ও চারিটি সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকা ও তাঁহার কবিত্ব-রস-গ্রাহিত্য বিষয়ে ছোটক। সূচীগুলিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জ্ঞাত ও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জলতা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিস্মৃত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবন্তকৃপণেব কণ্ঠাভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন কবিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব পদকর্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাপ্রণালী ও বিশেষ অথবুদ্ধ পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত সূচী বাংলা বইএ হ্রস্ব নবপ্রবর্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধেব বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অশ্রিচিত পদকর্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমৃদ্ধ। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাঝেবই সমাদর লাভ করিবে।"

সোয়া তিন শতবে কিছু অধিক পৃষ্ঠাযুক্ত বৃহৎ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনার মূল্য মাত্র ২৭ ছই টাকা করা হইয়াছে।

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম্ এ, ধামগড়, পোং বারপাড়া (ঢাকা)—ঠিকানায় অথবা ২০৩১১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্য।

সাহিত্য-পরিবদের গ্রন্থাবলী

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

*১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)	১০, ১০	*৩৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৩৫। কবি হেমচন্দ্র	১০/০
*২। গীতাধর দাসের রসমঞ্জরী		৩৬। রামানুজাচার্যের ত্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)		
*৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত		৩৭। বোধিদত্তাবদানকল্পলতা	২১/০, ৪০/০	
*৪। ছুটাখানের মহাভারত		৩৮। শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩১/০, ৫১/০	
৫। বলদাশী দাসের জয়দেবচরিত্র	১/০, ১০	*৩৯। মহিলা-ব্রতকথা		
৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	১০, ১/০	*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা		
*৭। জ্ঞানদেব চৈতন্যমঙ্গল		৪১। কঙ্কিপুবাণ	১০/০, ১০	
*৮। মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল		৪২। জ্যোতিষ-দর্পণ	১১, ১০	
*৯। ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেম-তনঙ্গিনী		৪৩। প্রাচীন পুণ্ডিবিবরণ	১০/০, ১০/০	
*১০। গোবিন্দকবঙ্গিনী	১, ২	৪৪। দুর্গামঙ্গল	১০, ১১	
*১১। কাশীপবিক্রমা		৪৫। সঙ্গীতবাগকল্পদ্রুম	২৫, ৩০	
*১২। নবোত্তমের রাধিকাব মানভঙ্গ		*৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী	২১, ৩	
*১৩। রামায়ণ-তত্ত্ব		৪৭। তীর্থ-মঙ্গল	১০/০, ১০/০	
*১৪। কৃষ্ণবাসুদেবের রাধিকাসঙ্গল		৪৮। মুগলুক	১/০, ১/০	
১৫। বৌদ্ধধর্ম	১০, ১/০	৪৯। সত্যানারায়ণের পুণি	১/০, ১/০	
১৬। গীতাংগ দ্বৈতবাদ	১১, ১০	৫০। পদকল্পতরু (১—২ খণ্ড)	২১, ৩০	
*১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রমা		৫১। সয়কল সোতাঙ্গরীণ		
১৮। শব্দ ও শাক্যমুনি	১০, ১/০	৫২। মুগলুক-সংবাদ	১/০, ১০	
*১৯। নব্য-রসায়নবিজ্ঞান ও তারার উৎপত্তি		৫৩। তীর্থভ্রমণ	১১, ১১০	
*২০। রামবাসু বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র		৫৪। গঙ্গামঙ্গল	১০, ১০	
*২১। রামাই পণ্ডিতের শ্রুতপুণ্য		৫৫। বৌদ্ধগান ও দোহা	৩, ৩	
*২২। মিলনপত্র হো		৫৬। ধর্মপুঞ্জ-বিধান	১০, ১০	
*২৩। নরহরি চক্রবর্তীর নবদীপ-পরিক্রমা		৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাকালিকা	১০, ১১	
*২৪। বিজ্ঞাপতির পদাবলী	৩১, ৪১	৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	২১, ২১০	
২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩, ৩১০	৫৯। জ্ঞানসাগর	১০/০, ১০	
২৬। ঢাকমা জাতির ইতিহাস	২১০, ২১০	৬০। সারদামঙ্গল	১০, ১০	
২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস	১০/০, ১০/০	৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১১, ১১০	
*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ		৬২। গোবিন্দ-সন্ন্যাস	১০, ১০/০	
*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু		৬৩। জ্ঞানদর্শন (১—২ খণ্ড)	৩৬০, ৫১০	
*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞানসাগর		৬৪। গোরক্ষবিজয়	১০, ১০	
৩১। বিষ্ণুমুক্তি-পরিচয়	১/০, ১/০	৬৫। শ্রীকৃষ্ণবিলাস	১০/০, ১০/০	
৩২। মায়াপুরী	১/০, ১০	৬৬। সর্বসংবাদিনী	২১০, ২১০	
৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	১০, ১০	৬৭। মনোবিজ্ঞান	১১, ১১০	

দ্রষ্টব্যঃ—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুর্বাইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাণ্ডল ৬০ আনা।

(পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাণ্ডলে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে কিন্তু, কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্ত বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকবণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্বিন্ন এশিয়াটিক সোসাইটি যেমন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব বিষয়ে, প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাংশেবের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ, মুদ্রালেখ প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ করেন, ইহাতেও সেইরূপ বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, চিত্রাদি সহযোগে প্রকাশিত হয়। এতদ্বিন্ন মৌলিক অল্পসংখ্যক ফলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটি যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপে বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। একপ পত্রিকা বাঙ্গালী-মাত্রেই পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাহারা পরিষদের সদস্য নহেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই পত্রিকার গ্রাহক হইলেও অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

১৩২৪ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত পুৰাতন পত্রিকার মূল্য পরিষদের সদস্যগণের জন্ত ১ টাকা নিদিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

উনত্রিংশ ভাগ ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—o—

বঙ্গাব্দ ১৩২৯

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

—o—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত

২৪৩১ আপার মার্কেটার রোড,

কলিকাতা

এই সংখ্যার মূল্য ৮০ আনা ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাণ্ডুল ৫০ আনা।

(পবিষদেব সদস্তগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাণ্ডুলে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষার বিবিধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালাব পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকাব একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ কবেন। ইহাতে মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এশিয়াটিক সোসাইটি যেমন ভাবতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব বিষয়ে, প্রাচীন বীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ, মুদ্রালেখ প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ কবেন, ইহাতেও সেইরূপ বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, চিত্রাদি সহযোগে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন মৌলিক অনুসন্ধানের ফলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটি যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ কবেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপে বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। একপ পত্রিকা বাঙ্গালী-মাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাহাবা পবিষদেব সদস্ত নহেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই পত্রিকার গ্রাহক হইলেও অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

১৩২৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত পুরাতন পত্রিকাব মূল্য পবিষদেব সদস্তগণের জন্য ৩ টাকা ১০ পাইয়া নিদিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩১ আগাব সাকুলান বোড, কলিকাতা।

৬ টাকায় পরিষৎগ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্তপক্ষে ১৫।।০ ও সাধাবণপক্ষে ২২।।০। কিন্তু পরিষৎগ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্তপক্ষে ৬ টাকা ও সাধাবণপক্ষে ৭ টাকা মূল্য দেওয়া হইতেছে—১। মায়াপুত্রী, ২। বাদিকাব মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-দর্পণ, ৮। হর্গামঙ্গল, ৯। নেপাণে বাঙ্গালা নাটক, ১০। ধর্মপূজা-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুক, ১৪। মৃগলুক-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। নৌকগান ও দোহা। ১৯। ত্রায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

ছঃশ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

কতিপয় সন্মদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষদে ছঃশ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য কৰিবার জন্ত একটা ভাণ্ডার প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পৰ্য্যন্ত এই ভাণ্ডারে শ্ৰীযুক্ত পুলিনবিহাৰী দত্ত মহাশয় ১৫০০ দেড় হাজাৰ টাকাৰ কোম্পানীৰ কাগজ এবং নগদ ৯ টাকা দান কৰিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্ৰীযুক্ত গণপতি সৰকাৰ বিজ্ঞাবহ মহাশয় বামকৃষ্ণ তপস্বী বিজ্ঞানভূষণ-বিবচিত বিমলপ্ৰভা ব্যাখ্যা সমেত এবং নিজকৃত অম্বয় ও পঞ্চানুবাদ সম্বলিত ১৫০ খানি মহাকবি কালিদাসেব ঋতুসংহাৰম্ ও শ্ৰীযুক্ত বিধুভূষণ সৰকাৰ মহাশয় কৃত পঞ্চানুবাদ সমেত মহাকবি কালিদাসেব পুষ্পবাণবিলাসম্ ১৫০ খানি দান কৰিয়াছেন।

শ্ৰীযুক্ত পুলিনবিহাৰী দত্ত মহাশয় স্ববচিত ২৫০ খানি 'বৃন্দাবন-কথা' দান কৰিয়াছেন। এই গ্রন্থেব কতকাংশ "মানসী ও মৰ্ম্মবাণী"তে প্ৰকাশিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন-যাত্ৰীব পক্ষে এই পুস্তক অবশ্য পাঠ্য। নানা মন্দিৰ ও দেবমূৰ্ত্তিৰ চিত্ৰ দ্বাৰা গ্ৰন্থখানি বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। পৰিষদেব সদস্য পক্ষে এই গ্রন্থেব মূল্য ১৫০।

শ্ৰীযুক্ত পাঁচকড়ি বোষ মহাশয় এই ভাণ্ডাবে ৪০ খানি স্বপ্ৰকাশিত মূল অম্বয় ও পঞ্চানুবাদ সহ মহাকবি কালিদাসেব মেঘদূত প্ৰদান কৰিয়াছেন। মূল্য সদস্য পক্ষে ৫০, শাখা-পৰিষদেব সদস্য পক্ষে ৫০/০ এবং সাধাৰণেব পক্ষে ১ এক টাকা।

এই সকল গ্রন্থেব বিক্ৰয়লব্ধ অৰ্থ ছঃশ সাহিত্যিক-ভাণ্ডাবে জমা হইবে।

ঋতুসংহাৰম্	১৯
পুষ্পবাণবিলাসম্	১০/০
বৃন্দাবনকথা	২৫০
মেঘদূত	১৯

সঙ্গীতরাগ-কম্পাদ্ৰম

(ভাৰতীয় প্ৰাচীন সঙ্গীত শাস্ত্ৰালোচনা)

কৃষ্ণানন্দ বাসুদেব রাগসাগৰ-বিবচিত

এই বৃহৎ সঙ্গীতেব কোষ-গ্রন্থে ভাৰতেব প্ৰচলিত নানাভাষায় অৰ্থাৎ সংস্কৃত, হিন্দী, গুজৰাটী, মাৰাঠী, কৰ্ণাটী, তৈলঙ্গী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, গাৰবা, পাবখ, পেণ্ডয়ান, ইংবেজি ও রাজপুতানাব নানা প্ৰাদেশিক ভাষায় প্ৰচলিত নানা সুবেব প্ৰাচীন গান রহিয়াছে। গ্ৰন্থখানি তিন খণ্ডে প্ৰায় ১৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূৰ্ণ এবং এই তিন খণ্ডে গানেব সংখ্যা ১৩৮২২। ইহা সঙ্গীতেব আলোচনাকারিগণেব অতি প্ৰয়োজনীয় গ্রন্থ। প্ৰথম ও দ্বিতীয় খণ্ড নাগবী ঝঞ্জে ও তৃতীয় খণ্ড বঙ্গাঞ্জে মুদ্ৰিত হইয়াছে। পূৰ্বে এই খণ্ডেব মূল্য ৩০৯ নিৰ্দ্ধাৰিত ছিল। কিন্তু কাৰ্য্য-নিৰ্দ্ধাৰক-সমিতি কৰ্ত্তক এই গ্রন্থেব বহুল প্ৰচাৰেব জন্ত এবং সাধাৰণেব সুবিধাৰ জন্ত ৩০৯ টাকাৰ স্থলে ১০৯ দশ টাকা মাত্ৰ নিৰ্দ্ধাৰিত হইয়াছে। হিন্দী প্ৰথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্ৰে ৮৯ ও বাঙ্গালায় (তৃতীয় খণ্ড) ২৯ টাকায় দেওয়া হইতেছে।

প্ৰাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ মন্দিৰ।

২ নং বেথুন বো, কলিকাতা, ভাৰতমিহিৰ প্ৰেসে শ্ৰীদৰ্শেখৰ ভট্টাচাৰ্য্য দ্বাৰা ৮ হইতে ১২ নং ফৰ্মা পৰ্য্যন্ত প্ৰবন্ধাংশ ও ১৮১ নং ফকিৰচাঁদ মিত্ৰেৰ ষ্ট্ৰিট, কলিকাতা কাত্যায়নী প্ৰেসে শ্ৰীদ্বিজেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ দ্বাৰা কভাব, বিজ্ঞাপন ও মাসিক কাৰ্য্যবিবৰণ ১ ফৰ্মা ৬৫ হইতে ৭৪ পৃষ্ঠা মুদ্ৰিত।

HANDBOOK TO THE SCULPTURE IN THE MUSEUM OF THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD. (WITH TWENTY SEVEN PLATES.)

BY

MANOMOHAN GANGULY, B.E., M. R. A. S., &C.

Hony. Supdt. Museum, Bangiya Sahitya Parishad.

মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে ৩০; শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ৩৫০; সাধারণের পক্ষে ৩০

ন্যায়দর্শন (বাৎস্তায়ন ভাষ্য)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

গৌতমসূত্র বা ন্যায়দর্শন ও বাৎস্তায়ন ভাষ্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ১৩ প্রকরণ ও ১৩৭ সূত্রে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্তায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৫২৬ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য সদস্ত পক্ষে ২০, শাখা-পরিষদের সদস্ত পক্ষে ২৫০। এবং সাধারণের পক্ষে ২৫০। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে ১৫০, ১৫০ ও ২৫০।

সর্বসংবাদিনী

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিজ্ঞানভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়কৃত ভাগবত-সন্দর্ভে তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি ও শ্রীতি-সন্দর্ভ নামক যে ছয়টি সন্দর্ভ আছে, সর্বসংবাদিনী তাহারই প্রথম চারিটি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা। বৈষ্ণব-দর্শনের গুরু তত্ত্ব-সকল যাহারা অবগত হইতে সমুৎসুক পরিষদের এই নবপ্রকাশিত গ্রন্থখানি তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য। মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত ৩৬৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের সদস্তপক্ষে ১৫০, শাখা-পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ২০ ও সাধারণের পক্ষে ২০।

মনোবিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত

শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেননাথ শীল, শ্রীযুক্ত হীবেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনস্বী দার্শনিকগণের অন্তিমোদনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক বঙ্গভাষায় এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহাতে পাশ্চাত্য দর্শনের মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক সকল তথ্যই আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে মন বিষয়ে যে সকল বিচার বিশ্লেষণ আছে, তাহাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং বিষয়-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-দর্শনের উক্তি কতকপরিমাণে নিবন্ধ হইয়াছে। যে সকল কলেজের ছাত্র সংস্কৃত-দর্শনের নির্দিষ্ট সাহিত্য্য প্রবেশলাভ করিতে ইচ্ছা করেন এবং সে সকল সংস্কৃতপাঠ্য গ্রন্থ বড় দর্শন অবলম্বন করিয়া ইংরেজী মনোবিজ্ঞানের বিচার-প্রণালী অধ্যয়ন করিতে সমুৎসুক, তাহারা এই গ্রন্থে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ ও তাহাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ ও শব্দমুচী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য—সদস্তপক্ষে—১০, শাখা-পরিষদের সদস্তপক্ষে—১০ ও সাধারণের পক্ষে—১৫০।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

—০—

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। চিত্র-লক্ষণ ...	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়গ ঘোষ এম্ এ ...	৫৫
২। “সমতটের পূর্বে” প্রবন্ধের প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য ...	শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র
৩। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব) ...	শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল, এফ্ আব্ এচ্ এন্স	৭৩
৪। আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা ...	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাঁগা বি এ, বি ই ...	৮৫
৫। ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	৯৩
৬। মাসিক কার্যাবিবরণ	৬১—৭৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সমস্ত গণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে বৎসরসময়ে কার্যালয়ে

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কৰ্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবাব জ্ঞাত্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি সমিতি ও পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচাৰের জন্ত নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের গঠন, পবিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যে ভাবে আত্মসমর্পণ কবিতা গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের জায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অমুঠানের সকলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভের স্পৰ্দ্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের চিত্তকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ, তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ও তৎপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমাত্রী, সদাশ্রদ্ধ, অক্লান্তকৰ্ম্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত বচনও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইবে।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাংগিতিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পর ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হইবে। এই জ্ঞাত্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অমরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অন্তঃপ্রবৃত্তি উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্তব্য কৰ্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অমুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩১, আপার সাকুল্লাব রোড, কলিকাতা।

}

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।



সাঁই তা-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ১ম সংখ্যা—৪৮ পৃষ্ঠা)



নাগাধ্বজপাদ



দাউতুল



কুঞ্জরোপাদ

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২৮, ভাগ, ২য় সংখ্যা - ৫২, ১৯৮১)

চিত্র-লক্ষণ

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে প্রাচীন ভারতের চিত্র ও ভাস্কর্য্য শিল্প লইয়া চতুর্দিকে আলোচনা হইতেছে। এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের শিল্পশাস্ত্রাদির দিকে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে শিল্পশাস্ত্রের অনুসন্ধান এবং তন্নিকট তথ্যের সহিত মিলাইয়া চিত্র ও ভাস্কর্য্য শিল্পের অধুনাবশিষ্ট নিদর্শনগুলি বিচার করিবার দিকে একটা চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত শিল্পশাস্ত্র লইয়া এদেশে আলোচনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পসম্বন্ধে যত তথ্য পাওয়া যায়, চিত্র-শিল্প-সম্বন্ধে তত পাওয়া যায় না। কিন্তু ২ বৎসর পূর্বে বের্টোল্ড লাইফার (Berthold Laufer) নামক এক জন জার্মান পণ্ডিত তিব্বতীয় ভাস্কর্য্য-গ্রন্থমালা হইতে “বিমোক্ষশাস্ত্র” বা “চিত্র-লক্ষণ” নামক একখানি শিল্পশাস্ত্র জার্মান অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। মূলগ্রন্থখানি তিব্বতী ভাষায় এবং অনুবাদ জার্মান ভাষায় আবদ্ধ হওয়াতে, আমাদের দেশে গ্রন্থখানি এখনও সেকপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অথচ নানা দিক্ দিয়া ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান। গ্রন্থখানির প্রতি বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গ্রন্থনিবিষ্ট বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এবং তৎসম্পর্কীয় কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দিয়াই আমি ক্ষান্ত থাকিব। ইহার ফলে যদি বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজে গ্রন্থখানির সম্যক আলোচনা হয় এবং গ্রন্থ-সম্পর্কীয় প্রশ্ন ও সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা হয়, তাহা হইলেই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিব।

এ কথা সর্ব্বলোকে জানেন যে, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম স্প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তকের তিব্বতী অনুবাদ প্রস্তুত হয় এবং এই সকল পুস্তক লইয়া কাঃ জুব্ব এবং তাঙ্গুর নামক দুইটি বৃহৎ গ্রন্থমালা গ্রথিত হয়। আমাদের আলোচ্য “চিত্র-লক্ষণ” পুস্তকখানি তাঙ্গুর গ্রন্থমালা-ভুক্ত। উক্ত গ্রন্থমালার সূত্র-বিভাগে ১২৩ খণ্ডে চারিখানি শিল্প-শাস্ত্র সমিবিষ্ট আছে,---

- ১। দশতলতগোধপবিমণ্ডলবুদ্ধপ্রতিমালক্ষণনাম।
- ২। সম্বুদ্ধভাষিতপ্রতিমালক্ষণবিবরণনাম।
- ৩। চিত্রলক্ষণঃ।
- ৪। প্রাণিমাণলক্ষণনাম।

চারিখানি প্রাপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ। মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লাইফার সাহেব, *Monumente der Indischen Kunst* অর্থাৎ “ভারত-শিল্পের লিপিগ্রন্থমালা” গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে “চিত্র লক্ষণ” গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে অবশিষ্ট তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন।

“চিত্রলক্ষণ” তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মূল গ্রন্থে আরও অধ্যায় ছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে নানা পরিমাপ ও নানা আকৃতির চক্ষু উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, ৩৬ প্রকার নয়নভঙ্গী আছে, পরবর্তী অধ্যায়ে সেই নয়নভঙ্গী বিবৃত হইবে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সংস্করণে সেরূপ কোন অধ্যায় পাওয়া যায় না। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থ মূল গ্রন্থের অংশমাত্র ধরিয়া লইতে হইবে।

তিন অধ্যায়ের মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়েই চিত্রশিল্পের রীতি-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায় ভূমিকামাত্র। প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যা ও “চিত্র-লক্ষণ” গ্রন্থের পার্শ্ব উৎপত্তি আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার দৈব উৎপত্তির কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায়ের শেষে “নয়জিৎ-কৃত চিত্র-লক্ষণ” বলিয়া গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে নয়জিতের নাম নাই, কেবল “চিত্র-লক্ষণের তৃতীয় অধ্যায়” এই কয়টি কথা আছে।

প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার পার্শ্ব-উৎপত্তি-সংক্ষেপে যে কাহিনী আছে, তাহার প্রধান পাত্র রাজা নয়জিৎ এবং তিনিই প্রথম পৃথিবীতে চিত্রবিদ্যার প্রবর্তন করেন। চিত্রলক্ষণকার এই নয়জিৎ কে?—এ প্রশ্ন আলোচনা করিবার পূর্বে উপরোক্ত উপাখ্যানটি জানা আবশ্যক। পুরাকালে ভয়জিৎ নামক একজন বশব্দী ও ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাহার রাজত্বে প্রজাগণ সুখ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা তপশ্চর্যা দ্বারা দেবগণ অপেক্ষা পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। একদা এক ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন,—“হে রাজন্! আগনার রাজত্বে অকালমৃত্যুর উদ্ভব হইল কিরূপে? নিশ্চয় আপনি অধর্মের প্রশ্রয় দিয়াছেন। নতুবা আমার বালকপুত্র আজ অকালে প্রাণত্যাগ করিবে কেন? আপনার যদি ব্রাহ্মণে অমুরাগ থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে আমার শ্রিয় পুত্রকে বশলয় হইতে কিরাইয়া আনুন।”

রাজা তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে যমকে সম্মুখে আনিলেন ও ব্রাহ্মণতনয়কে কিরাইয়া দিতে বলিলেন। যম অস্বীকার করিলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শেষে যম যখন পরাজিতপ্রায়, তখন ব্রহ্মা আসিয়া বিরোধ মিটাইয়া দিলেন। তিনি রাজাকে বুঝাইলেন যে, জীবন মৃত্যু কৰ্ম-ফল অমুসরণ করে। যম এ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না। তবে রাজার তৃপ্তার্থ তিনি বলিলেন, “তুমি ব্রাহ্মণ-তনয়ের আকৃতি অমুসারে বর্ণসংস্কারে একটি চিত্র আঁকিত কর। রাজা তাহাই করিলেন ও ব্রহ্মা সেই চিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মা তখন রাজাকে বলিলেন,—“তুমি অন্য বৈরূপ নথ্যপ্রভৃতিগকে জয় করিলে, চিরকাল সেইরূপ নয়জিৎ হইয়া থাক। তোমার নাম আজ হইতে নয়জিৎ হইল। আজ হইতে বহুলোকের, কোন অধিবাসী সূর্য্যাগোকে আসিতে পারিবে না।” লাইফের সাহেব এই স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিব্বত ও চীনদেশের চিত্রবিদ্যায় এটি একটি মূলভঙ্গ যে, চিত্রকর দেব-দৈত্যাদির চিত্রাঙ্কন করিয়া তাহাদিগকে বশ করিতে পারেন।

ব্রহ্মা আরও বলিলেন,—“আমার প্রভাবে তুমি ব্রাহ্মণতনয়ের চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলে।
কৌবলোকে হইলই প্রথম চিত্র। এই চিত্রবিদ্যার দ্বারা অগতের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে
তদ্বারা তুমি অগতে পূজ্য হইলে।”

এই উপাখ্যান হইতে জানা গেল, নগজিৎ একজন রাজা ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে
একাধিক স্থলে নগজিতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণে (৮ম কাণ্ড, ১ম অধ্যায়,
৪র্থ ব্রাহ্মণ) এক গান্ধাররাজ নগজিতের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণকার বক্তাবিধি সম্বন্ধে নগজিতের
একটি মত উদ্ধৃত করিয়া অবজ্ঞার সহিত বলিতেছেন,—“এ মত একজন রাজস্বত্বের মত মাত্র।”
ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৭ম কাণ্ডে আছে যে, গান্ধাররাজ নগজিৎ পূর্বত ও নারদ ঋষি কর্তৃক অভিবিক্ত
হইয়াছিলেন। জৈনগ্রন্থে গান্ধাররাজ নগগতি বা নগজিতের উল্লেখ আছে। যে সকল রাজা
রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্রমণ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। জৈনশাস্ত্রে তিনি চারি
জন প্রত্যেকবৃদ্ধের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। এ পর্য্যন্ত কিন্তু এই গান্ধাররাজ নগজিতের
সহিত চিত্রলক্ষণকার নগজিতের কোন সম্পর্ক পাওয়া গেল না। মহাত্মারভেদে দুই স্থলে নগ-
জিতের উল্লেখ আছে। আদিপর্বে ৬৭ অধ্যায়ে আছে,—

ইয়ুগান্নাম যন্তেযামস্মরাণাং বলাধিকঃ ।

নগজিনাম রাজানৌভুবি বিখ্যাতবিক্রমঃ ।

অর্থাৎ মহাত্মার ভবর্ণিত যুগে যে সমস্ত অসুররাজ পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়রাজরূপে অবতীর্ণ হইয়া-
ছিলেন, তন্মধ্যে ইয়ুগান্নামক দানব বিখ্যাতবিক্রম রাজা নগজিৎরূপে অন্যগ্রহণ করিয়াছিলেন।
আদিপর্বের ৬৩ অধ্যায়ে এই নগজিতের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়,—

প্রহ্লাদশিষ্যো নগজিৎ স্তবলচ্চাতবন্ততঃ ।

তস্ত প্রজাধর্ষহস্তী জতে দেবপ্রকোপনাং ।

গান্ধাররাজপুত্রোহতুচ্ছকুনিঃ সৌবলস্তথা ।

হৃষ্যোদনস্ত জননী জজ্ঞাতেহথবিশারদৌ ।

অর্থাৎ গান্ধারী ও শকুনির পিতা গান্ধাররাজ স্তবলই নগজিৎ। তাঁহাকে “প্রহ্লাদশিষ্য”
বলা হইয়াছে। চিত্রলক্ষণসংক্রান্ত প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণের পরই বলিতেছেন যে, এই গ্রন্থে
বিশ্বকর্মা, প্রহ্লাদ ও নগজিৎ—এই তিন জনের নির্দিষ্ট লক্ষণ একত্র করিয়া সংক্ষেপে চিত্রলক্ষণ
বিবৃত হইয়াছে। লাউফের সাহেব অনুমান করেন, এই তিন জন তিনটি বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রের
প্রবর্তক। অন্ততঃ তিন জনের নামে তিনটি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতির দ্বারা চলিয়া আসিয়াছে। এ
অনুমানের কোন বথার্থ ভিত্তি আছে? বলিয়া মনে হয় না। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে নগজিৎ ও
বিশ্বকর্মা, উভয়েরই বিবৃত উল্লেখ আছে। কিন্তু উপরোক্ত স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও প্রহ্লাদের
নাম নাই। নগজিতের সহিত বিশ্বকর্মার সম্পর্ক যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দুইজনকে
দুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির প্রবর্তকিতা মনে করিবার কোন হেতু নাই। চিত্রবিদ্যার যে উৎপত্তিকাবিনী
উপরে প্রদত্ত হইল, তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও নগজিৎই প্রধান পাত্র। নগজিৎ ব্রহ্মার আদেশেও

অহুৎপ্রেরণায় প্রথম চিত্র অঙ্কিত করিলেন। নগজিৎ কিন্তু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপদেশপ্রার্থী হইলেন ও প্রার্থ করিলেন,—
 “চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি কিরূপে হইল? বিভিন্ন চিত্রের লক্ষণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপ কিরূপ?”
 ব্রহ্মা বলিলেন,—“সর্বপ্রথমে বেদ ও যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছিল। তৈত্ত্য নিশ্চাণ করিতে হইলেই চিত্রাঙ্কন আবশ্যক হয়। এই অস্ত্র চিত্রবিদ্যা বেদস্বরূপ পরিগণিত হয়। আমিই প্রথম মনুস্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি এবং আমিই মানুষকে প্রথম এই বিদ্যা শিখাইয়াছি।”
 ব্রহ্মার এই উক্তির সম্যক্ তাৎপর্য ও মূল্য পরে আলোচনা করিব, আপাততঃ বিখকর্ম্মার সহিত চিত্রলক্ষণের কি সম্বন্ধ, দেখা যাউক। ব্রহ্মা চিত্রবিদ্যার নানারূপ স্তুতি করিয়া ও চিত্র-শিল্পকে সকল শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া বলিলেন,—“তুমি এখন দেবশিল্পী বিখকর্ম্মার নিকট গমন কর। সেই দেবলোকের নগজিৎ তোমাকে চিত্রের লক্ষণ, নিয়মাবলী ও পরিমাপ শিখাইয়া দিবে।” এখানে দেখা যায়, “নগজিৎ” শব্দ চিত্রশিল্পী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাহা হউক, নগজিৎ তখন বিখকর্ম্মার নিকট গিয়া উপদেশ লইলেন। চিত্রলক্ষণ-গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ মূলগ্রন্থ নগজিতের প্রতি বিখকর্ম্মার উপদেশরূপে রচিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের গ্রন্থসমূহের নগজিৎ বিখকর্ম্মার শিষ্যমাত্র, উভয়কে দুইটি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতির মুখপাত্র বলিয়া মনে করা যায় না।

পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থের সূচনা ভিন্ন ভিন্ন কোন স্থানে গ্রন্থাদেবের কোন উল্লেখ নাই। এখন মহাভারতের স্রোতে পাইতেছি, গান্ধাররাজ নগজিৎ গ্রন্থাদেবের শিষ্য। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে, প্রাচীন ঐতিহ্যের গান্ধাররাজ নগজিৎ এবং চিত্রলক্ষণোক্ত নগজিৎ একই ব্যক্তি। যদি এ অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে চিত্রলক্ষণোক্ত শিল্পধারা অতি প্রাচীনকালেই প্রবর্তিত হইয়াছিল, মনে করা যাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত কিন্তু গান্ধাররাজ নগজিতের সম্পর্কে চিত্রবিদ্যার কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। চিত্রলক্ষণের নগজিৎ একজন বিখ্যাত রাজা, গান্ধাররাজ নগজিৎও একজন বিখ্যাত রাজা। চিত্রলক্ষণের নগজিৎ গ্রন্থাদেবের সহিত একত্র উল্লিখিত, মহাভারতোক্ত গান্ধাররাজ নগজিৎ গ্রন্থাদেশিষ্য বলিয়া অভিহিত। এই পর্য্যন্ত যোগসূত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু নগজিতের চিত্রলক্ষণ যে অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিতাভ করিয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতায় অন্ততঃ দুই স্থলে নগজিতের শিল্পমতের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতার ৫৮ অধ্যায়ে এক স্থলে আছে,—

“নগজিতা তু চতুর্দশদৈর্ঘ্যেণ ত্র্যবিড়ং, কবিতম্।”

অন্ত স্থলে আছে,—

“আন্তং সকেশনিচরং বোড়শদৈর্ঘ্যেণ নগজিৎপ্রোক্তম্।

চিত্রলক্ষণ গ্রন্থে মুখমণ্ডলকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—চিবুক ৪ অঙ্গুলি, নাসিকা ৪ অঙ্গুলি, কপাল ৪ অঙ্গুলি—মোট ১২ অঙ্গুলি। ইহা ব্যতীত চক্রবর্ত্তীর মস্তকোপরি উকীৰ বলিয়া যে

কেশগুহ্য থাকে, তাহার মাপ ৪ অঙ্গুলি। সুতরাং সর্বগুহ্য ১৬ অঙ্গুলিই হইল। অতএব বস্ত্র-মিহিরিত্ত নগ্নজিৎ এবং চিত্রলক্ষণকার নগ্নজিৎ এক ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব। বৃহৎসংহিতার উক্তি হইতে বুঝা যায় না—নগ্নজিৎ ভাস্কর্য্যবিৎ ছিলেন, কি চিত্রবিৎ ছিলেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তিনি চিত্রবিৎ ছিলেন।

এখন চিত্রলক্ষণ গ্রন্থের কয়েকটি বিশেষত্বের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। গ্রন্থখানি তিব্বতী বৌদ্ধদিগের ব্যবহারের জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রপিটক তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট। উক্ত গ্রন্থমালাভুক্ত অন্য তিনখানি শিল্পশাস্ত্র বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ, বুদ্ধপ্রতিমা-লক্ষণ নির্দেশ করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। চিত্রলক্ষণ গ্রন্থে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। ইহা সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুগ্রন্থ। গ্রন্থের সূচনায় যে সমস্ত দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য দেবতা। প্রথমেই ষষ্ঠাক্রমে মহাদেব, ব্রহ্মা, নারায়ণ ও তাঁহাদের শক্তি পার্বতী, সরস্বতী ও পদ্মাবতীকে নমস্কার করা হইয়াছে। পরে পুনরায় বিশেষভাবে সর্ববিদ্যার আঁকার মহাদেবকে নমস্কার করা হইয়াছে। দশম হইতে ঊনত্রিংশ স্লোকে চন্দ্র, মহাদেব, বিষ্ণু ও ইন্দ্র, সূর্য্য ও বরুণ, অগ্নি ও পবন, প্রজাপতি-বিশ্বকর্মা, নগ্নজিৎ ও চিত্রবিদ্যার অন্তান্ত সমস্ত আচার্য্যগণকে নমস্কার করা হইয়াছে। মহাদেবকে বারংবার নমস্কার করার অল্পমান হয়, আলোচ্য গ্রন্থের সঙ্কলনিতা শৈব ছিলেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে মহাদেবের কোন উল্লেখ না থাকায় এবং ব্রহ্মারই প্রাধান্য দেখিয়া মনে হয়, নগ্নজিৎ-শিল্পপদ্ধতির মূলে শৈব প্রভাব ছিল না। গ্রন্থমধ্যে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আছে, তাহার কতক অংশ পূর্বেই দিয়াছি। তাহাতে প্রধান পাত্র একজন হিন্দু রাজা, একজন ব্রাহ্মণ, যম, ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্মা। ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মার একটি উক্তি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেটি বিশেষ প্রাণিদানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন,—“সর্বপ্রথমে বেদ ও যজ্ঞের সৃষ্টি হয়। চৈত্যানির্মাণ করিতে হইলেই চিত্রাঙ্কন আবশ্যক হয়। অতএব চিত্রবিদ্যা বেদ বলিয়াই পরিগণিত।” এস্থলে বৈদিক বস্ত্রবিধির সহিত চিত্রবিদ্যার যোগস্থাপনের একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে অন্য কোন ভারতীয় গ্রন্থে বৈদিক বস্ত্র-বিধির সহিত চিত্রবিদ্যা বা ভাস্কর্য্যের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায় নাই। আমরা সকলেই জানি, বৈদিক যজ্ঞে বিগ্রহাদির স্থান নাই। কল্পে ও ঠিক কোন্ সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দেবদেবীর মূর্ত্তি-গঠন বা প্রতিমা-চিত্রণ আরম্ভ হইল, তাহা জানা যায় না। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের পূর্বেই যে ইহার প্রবর্তন হইয়াছিল, ভাস্কর ও লগিতবিস্তারাদি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাভেল সাহেব তাঁহার (Ideals of Indian Art) গ্রন্থে বৈদিক যুগেই ভারত-শিল্পের মূলভঙ্গের সন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, “বৈদিক যজ্ঞে ঋষিগণ যে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের কল্পনার অভাব ছিল না। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এই কল্পনাকে তাঁহারা রূপদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তথাপি বৈদিক যজ্ঞবেদীর পরিকল্পনার ও যুগান্তভাদি নির্মাণে তাঁহাদের শিল্পকল্পনা কতকপরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চিত্র-

লক্ষণকার বৈদিক যজ্ঞের সম্পর্কে চৈতোর উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে চৈতোর উল্লেখ বিরল। আমরা বৌদ্ধ চৈতোর সহিতই বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞসম্পর্কে এক প্রকার চৈতোর উল্লেখ চিত্রলক্ষণ ব্যতীত অন্তর্যও দেখিতে পাওয়া যায়। যজ্ঞোক্তান্তের আদিপর্বে ৯৪ অধ্যায়ে এক সুহোত্র রাজার বর্ণনা আছে,—

তেষাং ত্যোষ্ঠঃ সুহোত্রস্ত রাজ্যমাণ মহীকিত্তাম্ ।

রাজস্বস্বাখমেখাদ্যোঃ সৌহৃদ্যজন্মহুতিঃ সঠেবঃ ।

সুহোত্রে রাজনি তস্য ধর্মতঃ শাসতি প্রজাঃ ।

চৈত্য বৃণাকিত্তা চানীকুনিঃ শতসহস্রশঃ ।

প্রবৃত্তজন্মশতা চ সর্গদৈব ব্যরোচত ।

রাজা সুহোত্র রাজস্বর, অবশেষ প্রভৃতি বহু যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পৃথিবী শত-সহস্র চৈত্য-বৃণে অঙ্কিত হইয়াছিল। এখানেও বৈদিক যজ্ঞের সম্পর্কে চৈত্য ও বৃণের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। হাবেল বলেন, বৈদিক কাঠ্যূপই তবিত্যংকালের স্তম্ভাদির মূল। বৈদিক চৈত্য সেইরূপ তবিত্যংকালের চৈত্যাতির মূল কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, চিত্রলক্ষণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবলোককে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বকর্মা মগজিতের নিকট এই কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। বিশ্বসৃষ্টির পর ব্রহ্মা সৃষ্টির কল্যাণ-কামনার ধ্যানমগ্ন হইলেন। তাঁহার ধ্যানপ্রভাবে মহাদেব, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাপ্রাণ দিব্য প্রভাবসম্পন্ন হইলেন। তাঁহারা তখন স্বীয় প্রভাববলে দিব্যশ্রীসম্পন্ন স্তলক্ষণাক্রান্ত, সুবিক্রান্ত-প্রত্যঙ্গ রূপবান্ মূর্ত্তি বিকসিত করিলেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি নানারূপ ধারণ করিল এবং বজ্রালঙ্কার-শোভিত হইল। তিন্ন তিন্ন হস্তে তিন্ন তিন্ন অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের তিন্ন তিন্ন গুণ চিত্রমধ্যে প্রকটিত হইল, এবং এইরূপে দেবতারা নিজেই নিজেদের মূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন। দেবগণ স্ব স্ব চিত্র দেখিয়া আনন্দাক্রপরিমুত হইলেন এবং ব্রহ্মা বলিলেন, “সুন্দর হইয়াছে। এখন হইতে এই সকল মূর্ত্তির নিকটেই লোকে পূজোপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইবে।” দেবগণ “তথাহু” বলিয়া সানন্দে স্ব স্ব স্থানে কিরিয়া গেলেন। এইরূপে পূজা ও বলিবিধি উৎপন্ন হইল। এই কাহিনীর মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছাপ। এখানেও বৌদ্ধ বা জৈনধর্মের কোন চিহ্নমাত্র নাই। প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার পার্শ্বি উৎপত্তির কথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার দৈব উৎপত্তির কথা। প্রথম অধ্যায়ে মানব স্বাভাবিক স্নেহপ্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে মনুষ্যচিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইল, তাহার কথা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বের কল্যাণের জন্য জীবলোকের পক্ষে দেবোপাসনার পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মপ্রণোদিত হইয়া দেবগণ কিরূপে স্ব স্ব মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন, তাহার কথা। দুই কথাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দিক দিয়া আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মান দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যেও বিশেষভাবে কোন বৌদ্ধ নিদর্শন নাই। সুচনার বিশ্বকর্মা বলিতেছেন, রাজা ও অন্তান্ত নরগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

দেওয়া বাইতেছে। পরে আরও বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন,—“দেবতা, অমর, নাগেন্দ্র, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, বায়ন, অরিত্ত, পিশাচ, প্রেত, কবচ, বিদ্যাধর—সকলের পক্ষেই নিরলিখিত নামগুলি পাটিবে।” ব্যক্তিরিক পক্ষে কিন্তু রাজা ও চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ ও মান লইয়াই গ্রন্থকার ব্যস্ত। কোন কোন স্থলে বিশেষ করিয়া দেবতা বা সাধারণ লোক বা যোগী বা নারীভিন্ন সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা আছে। গ্রন্থের শেষে বিশ্বকর্মা বলিতেছেন,—“চক্রবর্ত্তিলক্ষণ ও রাজ-লক্ষণ বিশেষভাবে বলা হইল। অস্তান্ত সমস্ত মানুষের চিত্রলক্ষণ সম্বলিত ১২০০০ শাস্ত্র আছে। ব্রহ্মা এই সমগ্র শাস্ত্রকে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সে সমস্ত পঞ্চশ্রেণীর চিত্র-শাস্ত্র বলিতে গেলে অসংখ্য গ্রন্থের প্রয়োজন। তবে তোমাকে চক্রবর্ত্তি-লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতেই ষোড়শটিভাবে সর্বপ্রকার মহাপুরুষের ও দেবনরের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে যথাস্থপাতে অস্তান্ত চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-মান স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।”

অতএব বুঝা গেল, চক্রবর্ত্তি-চিত্রলক্ষণই চিত্রলক্ষণ গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য বিষয়। এখন বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ্যভাবপ্রণোদিত চিত্রলক্ষণ কিরূপে বৌদ্ধ তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট হইল। বুদ্ধ একজন চক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং চিত্রলক্ষণে চক্রবর্ত্তি-চিত্র সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই বুদ্ধচিত্রপক্ষে প্রযোজ্য। শিল্প-রচনা-পদ্ধতি ও শিল্পের নিয়ম সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না। শিল্পিগণ সাম্প্রদায়িক গভী দ্বারা বদ্ধ ছিলেন, এরূপ মনে হয় না; তাঁহারা পুরুষপরম্পরাগত শিল্পবিদ্যার সাহায্যে সকল সম্প্রদায়ের জন্তই স্থাপত্য ভাস্কর্য্য চিত্রশিল্পাদি রচনা করিতেন, এইরূপই অনুমান হয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজের চিত্রলক্ষণ এই জন্তই বৌদ্ধ তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট হইতে পারিয়াছে।

লাউফের সাহেব মনে করেন, গ্রন্থখানি অংশতঃ জৈনপ্রভাবাবিহিত। এরূপ মনে করিবার প্রধান কারণ—নগ্নজিৎ নাম। নাম হইতে তিনি অনুমান করেন, নগ্নজিৎ-কৃত চিত্রলক্ষণ এমন কোন শিল্প-সম্প্রদায়ের জন্ত লিখিত, যাহারা নগ্নমূর্ত্তি চিত্রিত করিতেন। দিগম্বর জৈনেরা যে নগ্ন মূর্ত্তি নির্মাণ করিতেন, তাহা সর্বজনবিদিত। অস্ত্র কোন সম্প্রদায় কর্তৃক যে নগ্নমূর্ত্তি চিত্রিত হইত, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন মধ্যপ্রদেশের রামগড়গিরিস্থ বোগিমারা গুহার পাওয়া গিয়াছে। ঐ গুহার একটি শিলালিপি আছে, যাহা হইতে জানা যায় যে, গুহাটি হুতমুকা নামী একজন দেবদাসী কর্তৃক নটাদিগের বৈশ্রাম্যাগার-স্বরূপে নির্মিত ও প্রদত্ত হইয়াছিল। এই গুহার প্রাচীরগাত্রে কতকগুলি চিত্র আছে। চিত্রের বিষয়গুলি ভাল করিয়া নিরূপিত হয় নাই। তবে চিত্রের প্রধান পাত্রগুলি নগ্নভাবে চিত্রিত হইয়াছে। নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া ভিক্সন্ট স্মিথ অনুমান করেন, চিত্রগুলি জৈনধর্ম্মসম্পৃক্ত হইতে পারে। চিত্রলক্ষণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন কতকগুলি লক্ষণ ও মান দেওয়া হইয়াছে, যাঁহা নগ্নচিত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহাও লাউফের সাহেবের মতের পরিপোষক বলিয়া গণিত হইতে পারে।

এই অমুমান সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিতে চাই। প্রথম কথা, সমগ্র গ্রন্থখণ্ডে কোথাও জৈনধর্মের বা জৈনতীর্থঙ্করাদির উল্লেখ নাই। সমগ্র গ্রন্থখানি ব্রাহ্মণ্যভাবে অমুগ্রাহিত। যদিও গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ জৈনশাস্ত্রে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তথাপি ইহাও দেখিতে হইবে যে, ঐতরের ব্রাহ্মণ, শতপথব্রাহ্মণ ও মহাভারতভূক্ত ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে নগ্নজিৎ সুশরিত্তিত ছিলেন। চিত্রলক্ষণে যে নগ্নমূর্তি লক্ষ্য করিয়াই সমস্ত উপদেশাদি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে স্থলে দেবমূর্তির উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে, সেখানে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, মূর্তিগুলি শত্রুপ্রভরণধারী ও বস্ত্রালঙ্কার-শোভিত। তৃতীয় অধ্যায়ের যে অংশ দেখিয়া নগ্নচিত্রের কল্পনা মনে আসে, তাহার পার্শ্বেই বলা হইয়াছে— “যে সকল মূর্তির অধোভাগ বস্ত্রাবৃত ও কটিবদ্ধবেষ্টিত, তাহাদিগের নাভিনিয়ন্ত্র উদরাংশ চারি অঙ্গুলপরিমিত।” পুনরায় এক স্থলে বলিতেছেন, “চক্রবর্তীর পরিচ্ছদ গুণ্ডবর্ণ ও শিখিল হইবে।” ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, চিত্রলক্ষণের যে দুই অধ্যায়ে নগ্নজিতের নাম আছে, সেই দুই অধ্যায়ই সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্যভাবপূর্ণ। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে নগ্নজিতের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

লাউকের সাহেব আর একটি কথা তুলিয়াছেন। সে কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ ও চিত্রলক্ষণ শাস্ত্রের প্রবর্তনিত। যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাহা হইতে গান্ধাররাজ্যে একটা প্রাচীন চিত্রশিল্পের অস্তিত্ব করনা করা যাইতে পারে। গান্ধার-রাজ্যে যে একটা প্রাচীন চিত্রশিল্প ছিল, এবং সেই শিল্পের ভিত্তির উপর গ্রীক শিল্পিগণের প্রভাবে যে গান্ধারের ভাস্কর্য্য শিল্পের অভ্যুত্থান, এইরূপ অমুমান পূর্বেই গ্রীনবেডেল সাহেব তাঁহার “ভারতে বৌদ্ধ-শিল্প” গ্রন্থের শেষভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গান্ধারের ভাস্কর্য্য শিল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই তিনি এইরূপ অমুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এই,—

“In many sculptures of the *Gandhara School*, the pictorial element is so strongly in evidence that one might imagine that an early school of painting had existed in Gandhara whose extreme offshoot is represented to some extent in the Tibetan ecclesiastical painting; for examples, the nimbus, and the reliefs of “the flight of the Bodhisattva,” “the birth of Gautama.”

অর্থাৎ গান্ধারের অনেক ভাস্কর্য্য-নিদর্শনে চিত্রশিল্পসুলভ-লক্ষণের এরূপ প্রাচুর্য্য যে, এ কথা করনা করা যাইতে পারে যে, গান্ধারে একটা প্রাচীন চিত্রকলা ছিল। তিব্বতীয় ধর্মচিত্রগুলি সেই চিত্রকলার একটা প্রত্যক্ষশাখা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

খোটান ও মধ্য এশিয়ার অসংখ্য স্থানে যে সমস্ত চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কতক-পরিমাণে গান্ধার ভাস্কর্য্য-শিল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশে একটি ঐতিহ্য আছে

যে, বাজনা ও ওয়াই-টি-ই-গোল নামক ছই জন খোটানো চিত্রকর ভারতীয় চিত্রশিল্পের আদর্শ কোরিয়া ও চীনদেশে প্রবর্তিত করেন। এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমাদের কল্পিত গাছার চিত্রকলাই খোটানো চিত্রকর কর্তৃক কোরিয়া ও চীনে নীত হইয়াছিল—এ কল্পনা অমূলক না হইতে পারে। অবশ্য এ সকল কথা কল্পনা ও অনুমান মাত্র। এ কল্পনা নিছক প্রমাণিত নাও হইতে পারে। কিন্তু তব্বাস্থ্যসন্ধানের পক্ষে একপ কল্পনার মূল্য আছে বলিয়াই, এস্থলে ইহার উল্লেখ করিলাম।

এখন চিত্রলক্ষণের মূল বিষয়ের কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। তৃতীয় অধ্যায়ে মানবচিত্রের বিশেষত্বঃ চক্রবর্তী চিত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা ও পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে।

পরিমাপগুলি বরাবর অঙ্গুল-হিসাবে পরিমিত। যাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, তাহারই অঙ্গুলি দ্বারা মাপ লইতে হইবে। ইহার উদ্দেশ্য বিভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন পরিমাপ হইতে পারে, কিন্তু একটি চিত্রमध्ये অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর অনুপাত ঠিক থাকে। এই মানগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের পৈর্য চুতি করিতে চাই না। শিরতত্ত্ব লোনাং পক্ষে সে গুলি অতি মূল্যবান তথ্য সন্দেহ নাহি, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল গ্রন্থকারের সামান্য পরিচয় দিয়া তৎপ্রতি পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

প্রথমে চক্রবর্তী পুরুষের সমগ্র শরীরের সম্বন্ধে বর্ণনা হইয়াছে, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভ্রূণোৎপত্তির ভাৱে সুবিস্তৃত। গ্রন্থের শেষভাগে চক্রবর্তী পুরুষের একটি সুদীর্ঘ রূপবর্ণনা আছে। তাহার কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

“মেষমূক আকাশে চন্দ্র অতি সুন্দর। যদি তাহার সেই প্রভামণ্ডলপরিবৃত রূপের সহিত কোন বস্তুর তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে চক্রবর্তী ভূপতির সহিতই তাহার তুলনা হয়। সেই লজ্জাই তাঁহার শরীর বেঠন করিয়া প্রভামণ্ডল চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্রপ্রভার ভাৱে গুহ। সেই লজ্জা চক্রবর্তী-শাসিত নরসমাজ দ্বিস্তম্ভবিশিষ্ট গুরুত্বাধার ভাৱে শোভা পায়। তাঁহার অঙ্গুগল সুন্দর, তাঁহার ঐবা সুন্দর, তাঁহার কপাল সুন্দর। তাঁহার কেশের বর্ণ সুন্দর, উজ্জল ও কোমল, তাঁহার কেশাঙ্গ কুঞ্চিত। তাঁহার নাসিকা উন্নত ও ঋজু, তাঁহার ওষ্ঠাধর রক্তিম। তাঁহার দন্তরাজি সুস্পষ্টবল, তাঁহার চক্ষুর আকাশের ভাৱে নীলগভ, সুদীর্ঘবিশ্রান্ত। তাঁহার অঙ্গুগলের মধ্যভাগে তেজঃপুঞ্জ উর্গা শোভমান। তাঁহার শুভ্রকায় অতি সুন্দররূপেই চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার কর্ণের সমভাগে চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার কণ্ঠ শঙ্খের ভাৱে। তাঁহার কক্ষবস্তুর মধ্যভাগে স্থান পরিপুষ্ট। তাঁহার কক্ষবস্তুর অঙ্গুগল। হস্তপদ সুপুষ্ট ও সুগোল এবং শরীর মাংসল। নার্তি দক্ষিণাবর্ত ও গভীর। তাঁহার শরীর সকলদিকেই সুগোল, হস্তরাং সন্ধিস্থলগুলি দৃষ্টগোচর হয় না। তাঁহার উরুগুগল হস্ততত্ত্বের ভাৱে সুগোল। তাঁহার জাহর বা গুলফগ্রন্থি দৃষ্টগোচর হইবে না। তাঁহার নখর অর্ধচন্দ্রের ভাৱে। তাঁহার পদতল চক্র-চিত্রিত। তাঁহার অঙ্গুলি দীর্ঘ ও সুগোল। তাঁহার বর্ণ চন্দ্রকম্পনের ভাৱে।”

গ্রন্থমাধ্য নানাভাবে বৈ সমস্ত উপদেশ ও নিয়ম আছে, তাহার মধ্যে এই কয়টি কথার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। আদর্শ পুরুষের শরীর মাংসল হইবে বটে, কিন্তু চিত্রকথ্যে কোথাও বন্ধুর মাংসপেশী, শিরা বা গ্রন্থি দেখান হইবে না। বক্ষঃস্থল সুগুঠ হইবে, অথচ সমতলভাবে চিত্রিত হইবে। চক্রবর্তী বা দেবতার মূর্তিতে গুচ্ছ-শাশ্রু আদৌ থাকিবে না। তাঁহাদিগকে বোড়শবর্ষীয় যুবকের জায় চিত্রিত করিতে হইবে। তাঁহাদের শরীর শিংহোদরের জায় দীর্ঘবিস্তৃত। এই সকল লক্ষণ ভারতীয় ও তিব্বতীয় চিত্রে সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

চিত্রলক্ষণকার নয়ন-চিত্রণ সম্বন্ধে যত বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন, সেরূপ আর কোন অঙ্গ সম্বন্ধে দেন নাই। কারণ, চক্ষুই ভাব-ব্যঞ্জনার প্রধান সহায়। তিনি আকারভেদে পঞ্চপ্রকার চক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন;—(১) ধমুরাকৃতি; (২) উৎপলপত্রাকৃতি; (৩) মৎস্তোদরাকৃতি; (৪) পদ্মপত্রাকৃতি; (৫) কড়ি-সদৃশাকৃতি। প্রত্যেক আকারের চক্ষুর নৈর্ঘ্য-বিস্তারের পরিমাণ দেওয়া হইল। ধমুরাকৃতি চক্ষু নিম্নলিখিতপ্রায়, ইহার বিস্তার ৩ বব মাত্র। ধমু হইতে উৎপলাদিক্রমে বিস্তার ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। কড়িচক্ষুই সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত। ইহার বিস্তার ১০ বব। ধ্যানহ যোগীদিগের চক্ষু ধমুরাকৃতি। সাধারণ লোকের চক্ষু উৎপলাকৃতি। রাজা, রমণী ও প্রেমিকের চক্ষু মৎস্তোদরাকৃতি। ভয় বা ক্রন্দনহৃৎক চক্ষু পদ্মপত্রাকৃতি। বাতনা ও ক্রোধাব্যাজক চক্ষু কড়ির জায় বিস্তারিত। দেবতাদিগের চক্ষু চিত্রিত করিলে রাজা প্রজার কল্যাণ বৃদ্ধি হয়। দেবনৈজ হৃৎকের জায় শুভ্র ও স্নিগ্ধ, নয়নগম্ভবে কোন ককশতা নাই, আভা পদ্মপত্রের জায় এবং নীলবর্ণ মণির মধ্যে নানা বর্ণগোলায় হৃৎকল, চক্ষুভারকা কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ। এই স্থলে গ্রন্থকার ৩৬ প্রকার নয়ন-প্রকার উল্লেখমাত্র করিয়া পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করিবেন, বলিতেছেন। কিন্তু হর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ কোন অধ্যায় পাওয়া যায় নাই।

চক্ষুর জায় জরও প্রকারভেদ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা প্রশান্ত ব্যক্তির জায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, নর্ভনশীল; কোথাবিষ্ট ও ক্রন্দনশীল ব্যক্তির জায় ধমুরাকৃতি; ভীতিগ্রস্ত ও বিলাপকারী ব্যক্তির জায় নাগাপাকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া অর্দ্ধকপাল হুড়িয়া থাকে।

চিত্রলক্ষণে শুধু যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নহে। অনেক স্থলে বর্ণসম্বন্ধেও উপদেশ আছে। যে কয় প্রকার বর্ণের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল। চিত্র-শিল্পবিদগণ ইহার সহিত ভারতীয় চিত্র-শিল্পের অধুনাবশিষ্ট নিদর্শনগুলি মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

১। লাল—উৎপলাকৃতি চক্ষুর ধারবর্তীভাগে; ওষ্ঠাধরপ্রান্ত (বিষকলের জায়); নখর (লালাত); নখের ভিতর দিক্ (উৎপলবৎ, নাগরাজ-কণাবৎ); কয়কল (রক্তপদ্মবৎ, ললাতস্থ-বৎ); জিহ্বা (রক্তবৎ); পদপ্রান্তে অলক্তরাগ।

২। তরু—দেবতাদিগের চক্ষু (হৃৎবৎ); দন্ত (মুক্তাবৎ) হৃৎবৎ, পদ্মবীজবৎ, কুমারবৎ, জয়ন (ভীতি)-পদ্মবৎ; চক্রবর্তীর পরিচ্ছদ।

* হৃৎকটের রক্তপেশীকার পদ্মবীজবর্ণ সহিত পদ্মকর তুলনা করা হইয়াছে।

৩। নীল—চক্ষুভারকা (আকাশবৎ) ; কেশ (ইন্দ্রনীলমণিবৎ, ভ্রমরবৎ, অঞ্জনবৎ, ময়ূর-কণ্ঠবৎ, কোকিলকারবৎ, আকাশবৎ) ।

৪। কৃষ্ণ—চক্ষুর মণি ।

৫। জাকরাণ—করনখপ্রসাধনে ব্যবহৃত ।

৬। সূবর্ণ—চক্রবর্তীর গাত্রবর্ণ (জাহ্নদসূবর্ণবৎ, প্রস্ফুটিত পদ্মবীজবৎ, চম্পকবৎ) ।

এই ছয়টি বর্ণের মধ্যে লাল, শুক্ল, নীল ও সূবর্ণ, এই কয়টি বর্ণেই প্রাধাত্য দেখিতে পাওয়া যায় ।

এখন আপনাদের সম্মুখে চিত্রলক্ষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করিলাম । গ্রন্থখানির সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন মনে উদয় হয় । তন্মধ্যে প্রবন্ধमध्ये কয়েকটি নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম । আশা করি, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল প্রশ্নের যথাযথ বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন ।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

সমতটের পূর্বে

(প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য)

গত ১৩২৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-লিখিত “সমতটের পূর্বে”-শীর্ষক প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবাদী পূর্ণ বাবু যদি প্রতিবাদের পূর্বে ঐ প্রবন্ধটি মনোযোগসহকারে পাঠ করিতেন এবং তজ্জোলেখিত * বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অজ্ঞাত প্রবন্ধগুলির প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে তাঁহাকে এমন অনেক কথা বলিতে হইত না, যেগুলির উত্তরে ঐ সকল প্রবন্ধে লিখিত বহু কথার এতল পুনরুল্লেখ করিতে হইত। সে যাহা হউক, পূর্ণ বাবু প্রথমেই বলিয়াছেন যে, “সমতটের পূর্বে” প্রবন্ধলেখক (বিদ্যাবিনোদ মহাশয়) দেশবৎসলতা-প্রণোদিত হইয়াই ‘শিহলিচটলো’কে শ্রীহট্ট বলিয়াছেন। উত্তরে বক্তব্য যে, এ কথা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ই যে বলিয়াছেন, এমন নহে। তাঁহার বহু পূর্বে ৮রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং ৮কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহোদয় ইহা বলিয়া গিয়াছেন। [রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা—১৩১৯, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮০ পৃ° দ্রষ্টব্য]। “বিজয়া” (অ’বাচ, ১৩২০) পত্রিকায়ও তাঁহার বর্ণ্যার তাম্রশাসন আলোচনা-প্রসঙ্গে ৮রাজকৃষ্ণ বাবু ও ৮কৈলাস বাবুর কথা আছে এবং তাহাতে শ্রীহট্টের ৭ম শতাব্দীতে স্ব-নামে ও স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বেই প্রমাণস্বরূপ ঐ সময়কার এক প্রাচীন লিপিতে “শ্রীহট্টাধিবরোভাঃ” এই শব্দটি যে রহিয়াছে, এ কথাও উল্লেখিত হইয়াছে। [ঐ সংখ্যায় “বিজয়া”, ৬৩১ পৃ° অথবা এপিগ্রাফিরা ইতিহাস ১নং ভলিউম—১ম ভাগ, ১০ পৃ° দ্রষ্টব্য।] অতএব শিহলিচটল “শ্রীহট্ট” না হইলেও শ্রীহট্টের কোনও ক্ষতির কারণ যখন দেখা যায় না এবং যখন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বহুপূর্বেই বঙ্গের বিখ্যাত দুই জন প্রাক্তনাত্মিক শ্রীহট্টকেই শিহলিচটল দ্বারা স্মৃতি মনে করিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতিবাদী পূর্ণ বাবুর এরূপ উক্তি সমীচীন কি না, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পূর্ণ বাবু সাহসিকতা-সহকারে বলিতেছেন, “আমরা বলিতেছি, মিগেট শব্দই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময় হইতে বৈষ্ণব পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া “শ্রীহট্ট” হইয়াছে।” তিনি “সমতটের পূর্বে” প্রবন্ধেই (৪র্থ পৃ°—২৪ পঙ্ক্তি হইতে) দেখিতে পাইবেন, ভাটেরার তাম্রশাসনে (বাহা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক ১৮৮০ অব্দে এসিয়াটিক সার্কেলে আলোচিত হইয়াছে) “শ্রীহট্টনাথ” শিবের উল্লেখ আছে এবং এই শাসন ত্রয়োদশ শতাব্দীর (অন্ততঃ) বলিয়া অনুমিত হইয়াছে (৫ পৃ°, ৩—৪ পঙ্ক্তি)।

* “সমতটের পূর্বে” প্রবন্ধের ৪র্থ পৃষ্ঠা: ফুটনোট দ্রষ্টব্য (১৩২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১ম সংখ্যা); তাহাতে আছে, “এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীহট্ট এত প্রাচীন কি না? তদুত্তরে বাহা বক্তব্য, তাহা ইতঃপূর্বে ডাক্তার বর্ণ্যার তাম্রশাসন সমালোচনা হলে বলিয়াছি” ইত্যাদি।

প্রতিবাদীরাও সাহিত্যিকতা-প্রশংসিত হইয়া বলিয়াছেন, “ঐহট্ট শব্দ কোন পুরাণে বা প্রাচীন তন্ত্রে আছে, তাহা পদ্মনাথ বাবু দেখাইয়া দিতে পারেন কি?” “সমস্তের পূর্বে” প্রবন্ধের ৩য় পৃষ্ঠার ফুটনোটে “ঐহট্ট হাটকেশ্বরঃ” এই একটি তন্ত্রোক্ত বচন রাখিয়াছে। তন্ত্রোক্ত (অর্থাৎ অপর এক তন্ত্রে) যে উহার পাঠ্য আছে, তাহাও বলা হইয়াছে; কিন্তু ঐ পুস্তক-কৃত্রিম নাম নাই। “চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য” (বাহা হয় ত প্রতিবাদী পড়িয়া থাকিবেন) তৃতীয় ভাগের, ১০০ পৃষ্ঠার ৪র্থ পঙ্ক্তিতে ঐ বাক্যটি আছে এবং তাহা মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রের বচন। চট্টলের প্রাচীন-ব্যাপনে যে “যোগিনী-তন্ত্রের” নাম সর্বদা প্রতিবাদী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও বহুঃ ঐহট্টের নাম আছে [“বিজয়া”র ঐ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৩২০, আঘাট—৬২৯পৃঃ; অথবা যোগিনীতন্ত্র দ্বিতীয়ার্দ্ধ, প্রথম পটল—১৪১৫ শ্লোক; ঐ ২য় ভাগ, দ্বিতীয় পটল—৪২৪৩ শ্লোক—ঐ ঐ; ৬ষ্ঠ পটল, ১৪৬ শ্লোক; ঐ ঐ—২য় পটল, ৯০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।]

এ ছাড়া চট্টলের প্রাচীনত্ব দেখাইতে গিয়া তিনি আবার দুই একটি পুরাণ ও তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল পুরাণ, “উপপুরাণ”—এ গুলি অত্যন্ত আধুনিক; তন্ত্রের তো কথাই নাই। যে যোগিনীতন্ত্রের কথা সর্বদা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কোচবিহার রাজবংশের কীলী পুরুষ বিশ্বসিংহের নাম আছে। বিশ্বসিংহ বোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। অপিচ যে “চৈত্র-মাহাত্ম্য” পুরাণের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্যে তাহা দেবীপুরাণের অন্তর্গত বলা হইয়াছে, অথচ বঙ্গবাসী আক্সিস হইতে প্রকাশিত দেবীপুরাণে ঐ চৈত্র-মাহাত্ম্যের নামগন্ধও নাই।*

বহাণীষ্ট এবং অনাদিলিঙ্গগুলি অবশ্যই শাস্ত্রবিদ্বান্দিগের নিকটে সত্যযুগ হইতেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রকাশ এই-কলিযুগের দুর্য্যোগিকারীদের হিতার্থে এ যুগেই হইয়াছে এবং হইতেছে। ঐহট্টও আশোচনার তন্ত্র ও উপপুরাণের বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া কোনও কল রাখি। ইহার উপর আবার প্রকিণ্ডাংশও বহু আছে। পদ্মপুরাণ মহাপুরাণের মধ্যে পরিগণিত—ইহাতে শকুন্তলোপাখ্যান (কালিদাসের লেখাধরূপ) প্রকিণ্ড হইয়াছে।†

প্রতিবাদী মহাশয় তত্রাদি হইতে বাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কৃত্রিম চট্টলের পূর্বে “ঐ” নাই। সমস্ত চট্টলবাসী পণ্ডিত বা লেখকগণ স্বর্গদলি গুরীন্দ্রী স্বীয় জন্মভূমির পূর্বে “ঐ” বসাইতে পারেন। প্রাচীন ভাষাশাসনাদিতেও দেখা যায়, রাজধানীগুলির নামের পূর্বে কখন কখন

* চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্যের লেখক চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড-নিবাসী ঐহট্ট হরকিশোর, দেবিকারী মহাশয় বলেন যে, তাঁহার নিকট হস্তলিখিত দেবীপুরাণের অংশ “চৈত্র-মাহাত্ম্য” আছে। ইহা লিখিত কোন কিছু যদি অন্যত্র মুদ্রিত বা উদ্ধৃত না হয়, তবে উহার প্রামাণিকতা কতদূর, তাহা দেখা উচিত।

† বঙ্গবাসী আক্সিস হইতে প্রকাশিত পদ্মপুরাণে শকুন্তলার উপাখ্যানটি পাই নাই, অথচ বঙ্গবাসী-সম্পাদক হার্ব সাহেব ৮বিহারিলাল সরকার মহাশয় অভ্যন্ত প্রকাশিত পদ্মপুরাণ দেখিয়াই যোগ হয়, শকুন্তলা-রহস্যে পদ্মপুরাণেই শকুন্তলা নাটকের পল্লবের মূল বলিয়াছেন। প্রকিণ্ডত এইরূপ বিভিন্ন পাঠ হইতেই ঘটি পড়ে।

শ্রী বসন্ত, বেনন, “শ্রীবিক্রমপুর”, “শ্রীচন্দ্র” ইত্যাদি। তবে বৌদ্ধ পরিব্রাজক যখন-
চোরাং কেন যে ‘চট্টল’কে এমন সম্মান দেখাইবেন, তাহার উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না।
প্রতিবাদী বলেন, উহা বৌদ্ধ তীর্থ বলিয়াই “শ্রী”পূর্বক লিখিত হইয়াছে। যদি তাহা হয়, তবে
যখনচোরাং তো সুবহ বৌদ্ধ তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, অজ্ঞাত কুজাপি ‘শ্রী’ প্রয়োগ করিলেন না,
এখানে—যে আর্য্যার তিনি পদ্যপর্ণণ করেন নাই *—তাহা করিতে গেলেন কেন? তাল কথা,
“শ্রীচট্টল” তো পূর্ণ বাবুর মতে বৌদ্ধ-জগতে খ্যাতিপন্নই ছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রাচীন গ্রন্থ-
বলীতে উহার নাম পাওয়া গিয়াছে কি? তিনি তো বৌদ্ধশাস্ত্র-পারদর্শী রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরকে
আমোদেই আনেন নাই + স্বয়ং এমিকে একটু গবেষণা প্রয়োগ ককন না?

‘শ্রীহট্ট’ নামটির ব্যাখ্যা বিষয়েও তাঁহার আপত্তি এই যে, যদি ইহা ‘লক্ষ্মীর’ (বা মহালক্ষ্মীর)
হট্টই হইত, তবে ‘লক্ষ্মীহট্ট’ হইল না কেন? ‘লক্ষ্মী’ ও ‘শ্রী’ উভয় শব্দই একার্থবাচক, তাই
লক্ষ্মীর পরিবর্তে ‘শ্রী’ শব্দ ব্যবহারে দোষ কি? বিবরুকে ‘শ্রীবুদ্ধ’ বলে—কেন না, “তজাসৌ
বসতে লক্ষ্মী: শ্রীবুদ্ধস্তেন উচ্যতে।”—(শব্দকল্পদ্রুমখু তবহি পুরাণবচনম্।) এ স্থলেও তো “লক্ষ্মীবুদ্ধ”
হইতে পারিত?

শ্রীহট্টে কোন বৌদ্ধ চৈত্যের পরিচিহ্ন নাই—চট্টলে আছে। ইহাও শ্রীহট্টের বিপক্ষে প্রমাণ-
স্বরূপ দাঁড় করান হইয়াছে। চূর্তাগ্য (বা সৌভাগ্য)-বশতঃ শ্রীহট্টে সম্প্রতি বহুশতাব্দী বাবং
কোনও বৌদ্ধ নাই, তাই চৈত্যাও নাই। বৌদ্ধ মগেরা যে যে স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছিল,
তথায়ই অধুনা বৌদ্ধ চৈত্যাাদি দেখার সম্ভাবনা। শ্রীহট্ট কোনও দিন যে “মগরাজ্যের অন্তর্গত”
ছিল এ কথা (প্রতিবাদী মহাশয় কুক সাহেবের বার্ষিকী হিস্টরীর পত্রাক প্রদর্শন করিলেও) আমাদের
জানা নাই—আমরা মাত্র জানি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের পূর্বদিকে মণিপুর ও
বাহাড় রাজ্য এবং ব্রহ্মপুত্রোপকণ্ঠে আসাম রাজ্য মগদের দ্বারা উপক্রান্ত হইয়াছিল। এই
উপক্রান্তের কালেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়াই বাধে, পরিশেষে আসাম ও বাহাড় ইংরেজের
অধীন হইয়া পড়ে।

এখন বাকী রহিল শ্রীহট্টের কাছে সমুদ্রের কথা। এ সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে “সমতটের
পূর্বে” প্রবন্ধে (৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আলোচিত হইয়াছে। শ্রীহট্টবাসীর ‘সমুদ্র’ দেখার সৌভাগ্য
না হইতে পারে, কিন্তু একজন ইংরেজ—বিনি সাত সমুদ্র ভিড়াইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন—

* পূর্ণ বাবু: এককে বেন বোধ হয়, তিনি মনে করেন, যখনচোরাং চট্টলে গিয়াছিলেন এবং ঐ বিদ্ বিদ্বাই কখনে
প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।।

+ রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মতে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও চট্টগ্রাম চাটিলী বলিয়াই বৌদ্ধজগতে খ্যাতি
ছিল। বিষ্ণুকাবেও আছে, চট্টগ্রাম পূর্বে বঙ্গ ও ত্রিপুরার হিন্দুরাজার ও আরাকানের বৌদ্ধ রাজগণের অধীন ছিল।
এবার আছে, খ্রীষ্টীয় ১১ শতাব্দীতে পেশোয়ার বৌদ্ধরাজ বঙ্গ আক্রমণ করিয়া বর্তমান চট্টগ্রামে এক জনকৃত স্থাপন
করেন; (Anderson's Archaeological Catalogue of Indian Museum, Vol. II, p. 162) সেই
‘চিৎ’ অর্থেই হইতে দেখিয়াই চট্টগ্রাম বা চট্টল নাম দিয়াছেন।

তিনি মাত্র পৌনে দুই শত বৎসর পূর্বে চ'কা হইতে গ্রীষ্মে আগমনকালে বাহা দেখিয়াছিলেন,

তাহাই পুনশ্চ এতলে উক্ত করিতেছি,—

"I shall not be disbelieved when I say that in pointing my boat towards Sylhet I had recourse to my compass—the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent."—(Extracts from the Lives of Lindsays). এক শত মাইল বিস্তৃত হ্রদ—যাহাতে কোম্পানী দ্বারা নৌচালনের প্রয়োজন হইয়াছিল—তাহা প্রতিবাদী মহাশয় "ঢেবা, ডোবা বা হাওর" বলিয়া উল্লেখিত করিলেন! তাদ্রশ্যাদে যে "সাগর পশ্চিমে" বলিয়া সীমা-নির্দেশ আছে, "নৌবাটিক" শব্দেই বা কি বুঝায়, এসকল তো পূর্ণ বাবু গ্রাহ্য বলিয়াই মনে করিলেন না!

'শিহলিচটল'কে 'চটল' ধরিয়া যুয়নচোয়াং কর্তৃক উল্লেখিত অপরাপর রাজ্যের সংস্থান করা উচিত ছিল; প্রতিবাদী মহাশয় ততটা মাথা ঘামাইতে চান নাই। তিনি 'কমোলাংক' প্রভৃতি অপর পাঁচটি রাজ্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধে নির্দেশিত স্থানেই রাখিতে চান এবং তজ্জন্ত যুয়নচোয়াংয়ের আর একটি ভুল আবিস্কৃত করিয়াছেন—য'হা এ যাবৎ ইউরোপীয় বা এসিয়ায় অধিবাসী কোনও প্রাকৃত্ত্বিক ধৰিতে পারেন নাই। এ যাবৎ চীনীয় পর্যটকের একটি মাত্র ভুল প্রদর্শিত হইত—অর্থাৎ শিহলিচটল সমতটের 'উত্তর-পূর্বে, না হইয়া 'দক্ষিণ-পূর্বে' হইবে—এইটুকু মাত্র। পূর্ণ বাবু সেই ভুলটি ছাড়া আর একটি ভুল বাহির করিয়াছেন, তাহা এই,— 'কমোলাংক' শিহলিচটলের 'দক্ষিণ-পূর্বে' না হইয়া 'উত্তর-পূর্বে' হইবে। তাহা হইলেই 'কমোলাংক' 'কোমিলা' হইবে (এবং অজ্ঞাতগুলি ঠিক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-প্রদর্শিতানুকূপই হইবে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় বোধ হয়)। কিন্তু তিনি সংশোধনেও একটু ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। কোমিলা (ত্রিপুরা অর্থাৎ বর্তমান হিল্ টিপারা নহে—ইহা তখন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল) চটলের উত্তর-পূর্বে নহে, উত্তরে—বরং উত্তর-পশ্চিমে বলিলেও পারিতেন। ফলকথ', বেচারা যুয়নচোয়াংয়ের উপর অবিচার মাত্রাটা প্রতিবাদী মহাশয় বাড়াইয়াছেন মাত্র। সংস্কৃতজ (রাজ্যাদির নামসূচক) শব্দ চীনদেশীয় অক্ষর (letter নহে syllable) দ্বারা প্রকাশ করিতে গিয়া অবশ্যই যুয়নচোয়াং (বা অজ্ঞাত চীনীয় পত্রিকাজক) নানা বিভ্রমণা ঘটাইয়াছেন, তাহাতে সংস্কার বা সংশোধনের অবসর আছে; কিন্তু দিক্‌সূচক শব্দ তদানীং অতি সস্তা চীনদেশীয়দের অভিধানে অবশ্যই অস্পষ্ট ছিল; ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি প্রাকৃত্ত্বিকগণ দিখাচক শব্দের তরঙ্গমায় সকলেই একমত। এ অবস্থায় যুয়নচোয়াংয়ের বিবরণীতে উল্লেখিত দিখা'চক শব্দগুলিকে উলট-পালট করা নিতান্তই অদম্য। চীনদেশের প্রাকৃত্ত্বিকগণের ৭৪৮৯ সাংখ্যের স্থান অতি উচ্চে—তিনি 'উত্তর পূর্বে'কে (সমতটের 'উত্তর-পূর্বে' শিহলিচটল—এই স্থলে) 'দক্ষিণ-পূর্বে' করা সম্বন্ধে বোরতর আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন—"which (i. e. North-east) is the reading of all the texts of the Life and of the Fangchi." (Watters' Yuan Chwang, Vol. ii, pp. 188-9)

অবশ্য বিভিন্ন স্থানেই এদের নানা প্রতিদিনে একই পাঠ “উত্তর-পূর্ব” পাওয়া যাইতেছে। এই পাঠ অব্যাহত রাখিয়া সুরনচোরাং যে সকল রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির সংস্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—বাঙ্গালা প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩২৬ সালের প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধরূপে এবং ইংরেজী প্রবন্ধ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালের ১৯২০ সালের প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে একটু সাবধান হইয়া করাই আবশ্যক ছিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে মিশ্র একটা প্রত্নতত্ত্ব-দলীয় প্রবন্ধের সমালোচনা, প্রতিবাদ ইত্যাদি হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কেন না বাদ বিতর্ক দ্বারা সত্যের আবিষ্কার হয়—এবং আবিষ্কৃত সত্যেরও ভিত্তি অক্ষুণ্ণ হয়। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধেরও একটা প্রতিবাদ করাসী প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ মুসো কিনো ঐ জর্ণালেই প্রকাশিত করিয়াছেন—তবে উহাও সারবান্ বলিয়া প্রতীত হইল না। ইনিও কিন্তু শিহলি-চটলকে ‘শ্রীচটল’ বলেন না—পূর্বেকার মত শ্রীক্ষেত্র বা প্রোমই বলেন, পরন্তু তৎপক্ষে যুক্তির মূল বড়ই শিথিল।

শ্রীসাতকড়ি মিত্র

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উপর তীর্থকদিগের প্রভাব *

বুদ্ধদেব উপভা-বলে সম্বোধি লাভ করিয়া অর্হৎ বা বুদ্ধ প্রাপ্ত হন ও স্বীয় ধর্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালপ্রচলিত ছয়টি ধর্মসম্প্রদায়ের ছয় জন প্রধান গুরু—পুরুষ কস্মসী, মক্খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বলী, পুরুষ কচ্চায়ন, নিগঠ নাথপুত্র ও সম্বর বেলটটিপুত্র—আপনাদের শিষ্যবর্গ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইতে ছ দেখিয়া বুদ্ধদেবের প্রতি দীর্ঘাশ্রিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। এই ছয় জন বৌদ্ধধর্মবিরোধী ধর্মগুরু তীর্থক বা তীর্থ নামে পরিচিত; পালি ভাষায় তাঁহাদের তিথিয় বলা হইত।

এই তীর্থকদিগের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বোধ হয়, আচার্য্য ম্যাক্সমুলার বড়দর্শনের ইতিহাসে এই তীর্থকদিগের স্থান নির্ণয় করিবার প্রথম চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি বড়দর্শনে তীর্থকদিগের স্থান ও জৈন বৌদ্ধ ধর্মের উপর তাঁহাদের প্রভাব সম্বন্ধে কোন সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; কারণ, তখন প্রমাণ ও উপকরণগুলি অধিকপরিমাণে সংগৃহীত হয় নাই।

মহাবীর (নিগঠ নাথপুত্র)-প্রমুখ ছয় তিথিয়ার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত রক্ষিল সাহেব-প্রণীত বুদ্ধজীবনীতে আছে; এখানি সামঞ্জ্ঞ্যফলস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। রক্ষিল তাঁহার পুস্তকের পরিশিষ্টে জৈন ভগবতী গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া মহাবীর (নিগঠ নাথপুত্র) ও গোসাল মক্খলিপুত্র মধ্যে আলাপের এবং সামঞ্জ্ঞ্যফলস্কৃতের দুইটি চীন সংস্করণ অনুসারে ছয় তীর্থকের মতবাদের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনিও কিন্তু প্রকৃত সমস্তার মীমাংসা করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

স্পেন্স হার্ডি, আচার্য্য ওল্ডেনবার্গ এবং অক্সফোর্ড লেখকেরা, যাহারা বৌদ্ধ সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তীর্থকদের সম্বন্ধে কিংবদন্তীমূলক বিবরণমাত্র দিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন।

অধ্যাপক রাববি সর্বপ্রথমে জৈনসূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার ২৭ পৃষ্ঠায় এই ছয় জন ধর্মপ্রচারক তীর্থকদের বিবরণের গুরুত্ব সম্বন্ধে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন,—

“বুদ্ধদেব ও মহাবীরের সময়ে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন ইতিবৃত্ত বর্ণেই ও পর্যাপ্ত না হইলেও যতটুকু আমরা পাইয়া থাকি, তাহাই অমূল্য; কারণ, এই সকল বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, ঐ ছই প্রধান ধর্ম-সংস্কারক তাঁহাদের ধর্মমত কোন ভিত্তির উপর কোন উপকরণে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। জৈন-বৌদ্ধ-ধর্ম-বিরোধী ছয় তীর্থকের ধর্মমত ও জৈন-বৌদ্ধ ধর্মমত কোন কোন অংশে এমন সুরমূশ যে, আমরা অনুমান

করিতে পারি যে, বুদ্ধদেব ও মহাবীর তাঁহাদের ধর্মবিরোধী ছয় ধর্মগুরুর বিকট নির্যাসের মতবাদের জন্য কতকাংশে ঋণী ছিলেন। আর একগুণ অহুমান করাও অসম্ভব নয়।

অধ্যাপক রাকবির এই উক্তির উল্লেখ করিয়া আচার্য্য রীন্দু ডেভিড্‌স্‌ বলিয়াছেন—“বৌদ্ধ ও জৈন ইতিবৃত্তে যে দার্শনিক ও ধর্মসংক্রান্ত মতবাদের আলোচনা ও নীমাংসা আছে, তাহাদের বেদান্ত বা বৌদ্ধধর্মের জটিল মৌলিকতা বা মূলগত মূল্য না থাকিতে পারে, তথাপি সেগুলি ঐতিহাসিক মূল্য বখেটেই আছে; কারণ, তাহারা সমাজের এমন একটি আদিম অবস্থার পরিচয় দেয়, যখন সমাজ ছিল অপেক্ষাকৃত অহুমত ও ধর্ম ছিল উদার, উন্নত—সর্বদেববাহ। আর বট্টুই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন কালের ভৌগোলিক সংস্থান, রাষ্ট্রবিভাগ ও ব্যবস্থা, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ভারতের অনেক অপরিজ্ঞাত বিষয়ের আবিস্কার সম্ভব পাওয়া যায়।”

অধ্যাপক রাকবি ছাড়া শ্রীমতী রীন্দু ডেভিড্‌স্‌ বিশেষ যত্নের সহিত আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ঐ সব তীর্থিক তাঁহাদের কৃতক ও কুযুক্তি দ্বারাও কেমন করিয়া বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পথ স্ফুটন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রাচীন ও অর্ধপ্রাচীন সকল প্রকার বৌদ্ধ-ইতিবৃত্তে প্রসঙ্গক্রমে কতকগুলি ধর্মোপদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁহাদের সকলকেই ছয় তীর্থিক বা তিথির নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। এই সব ইতিবৃত্তের সকলগুলিই নির্ভরযোগ্য ও বিচার্য্য নহে; যেহেতু কোন কোন ইতিবৃত্ত নানা প্রকারে ইহাট প্রতাপন করিতে চাহিয়াছে যে, ঐ সব ধর্মগুরুর যশ বুদ্ধদেবের আচরণের মহিমার ও প্রভাবে একেবারে আচ্ছন্ন ও লীন হইয়া গিয়াছিল। তাত্কেব মধ্যে এই সব ধর্মগুরুকে বুদ্ধের তুলনায়—ময়ূরের তুলনায় কাকের ত্যার—অপকৃত বলা হইয়াছে।

মিলিন্দ-প্রশ্ন ত্রীতীয় শতকের রচনা। এই পুস্তকে ছয় তিথিরের একটি কৃত্রিম বৃত্তান্ত আছে। এই বিবরণ পাঠ করিলে স্মৃত্যেই সামঞ্জস্যকলহস্তের বিবরণ স্মরণপথে উদ্ভূত হয়। সামঞ্জস্যকলহস্তের বিবরণ অনেকেরই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাতে তীর্থিকদের বিবরণ বৎসামাজ্যই আছে। বৌদ্ধ লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান বিবৃদ্ধ ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া, আমরা কেবলমাত্র সামঞ্জস্যকলহস্ত অবলম্বনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করি না। যেখানে ইহার সাক্ষ্য অপর সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গত হইবে, কেবল সেইটুকু বিবরণ সত্য অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। জৈন অদ্বৈত ছয় তীর্থিকের মধ্যে কেবলমাত্র মক্ষলি গোসালপুত্র ও নিগণ্ঠ নাথপুত্রের উল্লেখ করিয়াছে; নিগণ্ঠ নাথপুত্র যে মহাবীরের নামান্তর, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত তীর্থিকের নামোদ্দেশ্য না থাকিলেও মাঝে মাঝে তাঁহাদের মতবাদের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সামঞ্জস্যকলহস্ত ও অজ্ঞাত পুরাতন বৌদ্ধসূত্রে এই ছয় তীর্থিককে ধর্মগুরু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; তাঁহাদের বহু শিষ্য ছিল; তাঁহারা সমাজের-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; তাঁহাদের তীর্থিক বলিয়া খ্যাতি ও বশ ছিল। তাঁহারা লোকমাত্র প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

মজ্জিম নিকায়ের অন্তর্গত মহাসকলসারীসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সব তীর্থিকের তীর্থসংক্রান্ত মনঃ পরিশুদ্ধ থাকিত; ইহাদের শিবোরাও অম্বা উৎসাহ ও সাহস-সহকারে দার্শনিক গুরু করিতেন। জৈন গ্রন্থগুলিতে গোসাল তীর্থিককে সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণে চিত্র করিবার প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও, জৈন ভগবতী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, গোসাল, জিনব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মহাবীরের দুই বৎসর পূর্বে শ্রাবস্তীতে শিক্ষকগুরু বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। স্মৃতিনিপাতের অন্তর্গত সত্তির-সূত্র পাঠে জানা যায় যে, সত্তির নামে একজন পরিব্রাজক বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি ছয় তীর্থিকের চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ ও সম্যাসে অর্ক্যাতন কি না। সমগ্র গোতম এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেবল বলিয়াছিলেন যে, বয়সে কেহ বড় হয় না—বড় হয় জ্ঞানে। কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, সমগ্র গোতম এই ছয় তীর্থিকের সমসাময়িক হইলেও, বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন।

মজ্জিম নিকায়ের অন্তর্গত সামগামিসূত্র ও দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত পাটিকসূত্র হইতে পাওয়া যায় যে, নিগঠ নাথপুত্র অর্থাৎ মহাবীর বুদ্ধদেবের কয়েক বৎসর পূর্বেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। আচার্য্য হর্পলে অনুমান করেন যে, বুদ্ধদেবের পাঁচ বৎসর পূর্বে মহাবীর দেহত্যাগ করেন। মজ্জিম নিকায়ের অন্তর্গত অন্তরায়কুমারসূত্রে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব ও দেবদত্তের মধ্যে যে বিবাদ ছিল, তাহার সংবাদ মহাবীর অবগত ছিলেন। অধ্যাপক কার্ণের মতে বুদ্ধদেবের ৭২ বৎসর বয়সে রাজা বিম্বিসারের মৃত্যু হয় এবং বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে বুদ্ধদত্তের আন্দোলন বিম্বিসারের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রমাণ-সমর্থিত অনুমানগুলি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই মনে হয়। মহাবীর ৭২ বৎসর ও বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। স্মৃতরাং মহাবীরের জীবনের অধিকাংশই বুদ্ধদেবের জীবনের সমসাময়িক ছিল। ডাক্তার হর্পলে জৈন ইতিবৃত্তের প্রমাণগুলি বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মহাবীরের দুই বৎসর পূর্বেই গোসাল ম্যালিপুত্র বহুবলস্বী শিক্ষাগুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং গোসাল, ম্যালিপুত্রের মৃত্যুর পরও মহাবীর বোল বৎসর জীবিত ছিলেন।

গোসাল যে মহাবীরের শিষ্য ছিলেন ও তিনি গুরু সহিত বিবাদ করিয়া মৃত্যু হন, এ কথা বৌদ্ধ-সাহিত্যে বহুবার উল্লিখিত হইলেও, গোসাল যে মহাবীরের শিষ্যও কখনও স্বীকার করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়। জৈন ইতিবৃত্ত এই দুই ধর্মশিক্ষকের সম্পর্ক রহস্যবৃত্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার নীমাংসার ভ্রাতৃ অধিকতর নির্ভরযোগ্য বৌদ্ধ ইতিবৃত্তের শরণাপন্ন হইতে হয়। বৌদ্ধ খণ্ড রচনা বড় পাওয়া যায়, সকলগুলিতেই এই দুইজনকে ৩৭-কালের অতি এসিদ্ধ ভার্গব, নীমাংসক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। গোসাল-প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম আজীবক বা মকরী এবং মহাবীর-প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম নিগঠ বা জৈন।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে এইটুকু আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, মন্মথি গোসাল ছিলেন মহাবীরের চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ ও সমসাময়িক। অপর তীর্থিকদের সময় নির্ধারণ করা সহজ নয়। বৌদ্ধ স্তূপগুলির সাক্ষ্য অনুসারে এইটুকু বলা যায় যে, তাঁহার সকলেই গোতম বুদ্ধ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন ও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধ শীলশাস্ত্রে এমন কিছু কিছু বিবরণ আছে, যাঁহা হইতে বেলটুটি বংশের সঞ্জয়ের সময়ের একটু সূত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধ স্তূপগুলিতে সঞ্জর বেলটুটিপুত্র ও একজন পরিব্রাজক সঞ্জয়ের নাম উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছয় তীর্থিকদের অন্ততম অঞ্ঞতিধির পরিব্রাজক অর্থাৎ অন্ততীর্থিক পরিব্রাজক অর্থাৎ অন্ত সস্ত্রাদায়ের পরিব্রাজক ধর্মোপদেশক; এবং শেষোক্ত পরিব্রাজক সঞ্জর প্রথমে সারিপুত্র ও মগ্গলান্নের শিক্ষক ছিলেন; সারিপুত্র ও মগ্গলান্ন পরে বুদ্ধ গোতমের প্রধান শিষ্যমধ্যে পরিগণিত হন। অন্তস্তর-নিকায়ের কোন কোন অংশ বিচার করিয়া দেখিলে সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, সঞ্জর বেলটুটিপুত্র ও সঞ্জর পরিব্রাজক একই ব্যক্তি। কাণ্ণ ও ঝাকবি এই সূত্রে একমত হইয়া এই অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে, বুদ্ধদেবের ৩৭ বৎসর বয়সে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম প্রচারের দ্বিতীয় বর্ষে যখন সঞ্জরের অন্তান্ত বহু শিষ্যের সহিত সারিপুত্র ও মগ্গলান্ন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তাহার অল্প দিন পরেই সঞ্জরের মৃত্যু হয়। যদিও বুদ্ধদেবের পূর্বে সঞ্জরের মৃত্যু হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার প্রবর্তিত সস্ত্রাদায় রাজ্য অশোকের কাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব ইহা দেখা গেল যে, সঞ্জর যে কেবল বুদ্ধদেবের চেয়ে বয়সে বড় সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নয়; তিনি মহাবীর ও মন্মথি গোসাল অপেক্ষাও জ্যেষ্ঠ অথচ সমসাময়িক ছিলেন।

প্রমোপনিষদে এক কবন্ধী কাত্যায়নের উল্লেখ আছে। তিনি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক পিঙ্গলাদ অপেক্ষা কনিষ্ঠ ও সমসাময়িক ছিলেন। কাত্যায়নের উপনাম কবন্ধী বা কুকুদ কাত্যায়ন নামের অন্তান্ত ধর্মোপদেশীদের হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্ত ব্যবহৃত হইত। যদি অনুমান করা যায় যে, কুকুদ কাত্যায়ন বা কবন্ধী কাত্যায়ন পিঙ্গলাদের সমসাময়িক ও বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং বুদ্ধদেব কাত্যায়নের বয়ঃকনিষ্ঠ ও সমসাময়িক ছিলেন, তবে ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, কাত্যায়ন ও সঞ্জর সমবয়স্কী ও সমসাময়িক ছিলেন। অধ্যাপক কাণ্ণ একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, পুরণ কনুসপ বুদ্ধদেবের ৪২ বৎসর বয়সে গলার একটি বড় কলসী বাধিয়া গঙ্গার ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, কুকুদ কাত্যায়ন ও অজিত কেশকবলী সমবয়স্ক ছিলেন। এই যে কাল-নির্দেশ—এগুলি সবই আপাততঃ গ্রাহ্য ও বিরুদ্ধ প্রমাণে পরিত্যক্তব্য। ছয় তীর্থিকের মতবাদের পরস্পর সংযোগসূত্রের সমর্থক প্রমাণ দ্বারা ঐ কালনির্দেশের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। একজন অপরের চেয়ে কয়েক বৎসর আগে বা পরে জন্মিয়াছেন বা মরিয়াছেন প্রমাণ হইলেও, সেই সামান্য পৌরোহিত্য ধর্মব্যবস্থার মধ্যে নহে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ছয় তীর্থিকের পরস্পরের

মতবাদে পার্থক্য থাকি সত্ত্বেও তাঁহারা একই কালে প্রাহতুত হইয়া ভারতের চিন্তাধারার পুষ্টি ও বুদ্ধদেবের মতবাদ প্রবর্তনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থিকদের মতবাদের সঙ্গে বৌদ্ধদিগের বড় বিরোধ ও বিরাগ, মহাবীরের প্রতি ও তাঁহার মতবাদের প্রতি বৌদ্ধদের সেরূপ বিরাগ ও বিরুদ্ধতা ছিল না। এমন কি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে, চাতুবাম-সম্বর অর্থাৎ চতুর্বিধ সংঘম সম্বন্ধে মহাবীরের মতবাদের মধ্যে কিছু উৎকৃষ্ট উপদেশতা আছে। আমার প্রবন্ধে বহু ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন যে, ডাক্তার এক্, ডবলিউ টমাস মহাবীর ও অপর পঞ্চ পরিব্রাজকের সম্পর্কের সঙ্গে গ্রীক সোফিস্টদের সহিত সফ্রিস্টদের সম্পর্ক-তুলনা করিতে চাহেন। মহাবীরকে পূর্ববর্তী অভ্রান্ত তীর্থিকদের হইতে পৃথক্ করা যায় কি না, এই প্রশ্ন-মীমাংসা না করিয়াও বলা যায় যে, বৌদ্ধরা ছয় তীর্থিককেই অপরাপর সমসাময়িক পরিব্রাজক হইতে পৃথক্ করিতেন, যথা—ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক ও অগ্র-ও-তিথির পরিব্রাজক।

বৌদ্ধ শব্দ পরসবাচা দ্বারা দুই শ্রেণীর পরিব্রাজকদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব ও তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা ছয় তীর্থিক সম্প্রদায়কে পরসবাচা বলিয়া এষ্ট বুঝাইতে চাহিতেন যে, দার্শনিক তর্কের সময় তাঁহারা পরস্বাক্য ব্যবহার করিয়া বিতণ্ডা করিতেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—“তোমরা এই মতবাদ ও সংঘম বুঝিতে পারিবে না। আমি পারি। কেমন করিয়া তোমরা উহা বুঝিবে? তোমরা ভ্রমে পতিত। আমিই সত্যে প্রতিষ্ঠিত।” এই ছয় তীর্থিকের জীবনকথার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলা চলে। এই মাত্র জানি যে, তাঁহারা সকলেই ছিলেন—সমণ (শ্রমণ, সরাসী), মুণ্ডক (নেড়া মাথা) ও পরিব্রাজক (পরিব্রাজক, অটনশীল)। তাঁহারা নিজেদের একদিকে সরাসী ও অপর দিকে ব্রাহ্মণ পুত্রী হইতে পৃথক্ মনে করিতেন। এইরূপে তাঁহারা অরণ্যবাসী কচ্ছুর্তাবলম্বী তপস্বী সরাসী ও সংসারানন্ত ব্রাহ্মণ পুত্রীদের মধ্যবর্তী হইয়া উভয়ের সংযোগ-স্থল্লের মতন কাজ করিতেন। তীর্থিকগণ সকলেই অদ্বার ও অনাগারিক ছিলেন, কিন্তু সরাসীদের দ্বার একেবারে সংসারত্যাগী লোকসংজ্ঞবশুত ছিলেন না; তাঁহারা পৌর কর্তব্য জনহিত হইতে বিরত থাকিতেন না। আরই তাঁহারা রাজধানীর আটনি-বহির্ভাগে আপনাদের আশ্রম স্থাপন করিতেন। তাঁহাদের বুদ্ধি, প্রকৃতি, চরিত্র ও জীবনের উদ্দেশ্য সাধারণের হইতে স্বতন্ত্র ছিল। এক দিকে সরাসী ও অপর দিকে পুত্রী এবং মধ্যস্থলে তীর্থিকদের স্থান ছিল উচ্চে বা নীচে, দুই বলা চলে; তাঁহারা তাঁহাদের ইজ্জিমসংকেপ পুত্রী হইতে উচ্চ ছিলেন এবং তপঃকচ্ছুরতার শিথিলতার সরাসী হইতে নিম্নে ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মহাবীরের জৈন সম্প্রদায় তপঃকচ্ছুরতার বৌদ্ধদের অপেক্ষা এক কাঠি বাড়ী ছিল এবং আজিও বা বঙ্গের জৈনদিগের অপেক্ষা আরও কঠিনব্রতী ছিল। অন্য দিকে জৈন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকের সাংসারিক আশঙ্কিত ও ইজ্জিমসংকলিত বৌদ্ধদিগের এক ধাপ নিম্নে ছিলেন; ব্রাহ্মণ মহাশাসনগণ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক অপেক্ষা আরও এক ধাপ নীচে, অর্থাৎ কারিক (অধীশ্বর-রত্নিতারা) ধর্মকারক হইতে এক পৈঠা নীচে ছিলেন, এই সব বলা হইতে

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উপর ভীষিকদের ও মহাবীরের সম্মানার উপর তাঁহার পূর্বসূরী অর্জুন বিশ্বাসের প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে আমরা বুঝেবের একটি উক্তির অর্থ আবিষ্কার করিতে পারি যে, কেন বুদ্ধদেব বলিয়া ছিলেন,—তিনি হই চরনের সমস্ত সাধন করিয়াছেন, পৌর জীবনের আদর্শ ও ত্যাগী সম্মানি-জীবনের আদর্শ।

সমগ্র একলস্থিতে একটি বিবরণ আছে যে, মহাবীর আত্মসংযমের চতুর্বিধ উপায় চাত্ত্বাম সংবর সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব চতুষ-সংবর বাক্যের সংজ্ঞা হই প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন—এক, মহাবীর-সম্পর্কে, অন্ন, স্ব-সম্পর্কে। মহাবীর-সম্পর্কে সংজ্ঞা এই,—কিন্তু জল হইতে সংবৃত থাকে, পাপ হইতে সংবৃত থাকে; সমস্ত পাপ জ্ঞানন করিয়া পাপপ্রতিরোধের বোধে পরিপূর্ণ থাকে—ইহাই তাহার চাত্ত্বাম সংবর; সে এই চতুঃপ্রস্থিতে বদ্ধ থাকে বলিয়া সে নিগৃহ্যো (নিগ্রহি, বদ্ধনবিহীন), গতন্তো (অভিলষিত-উদ্দেশ্য-সিদ্ধ), অন্নভন্তো (বশী, সংযমী, দমী), বিভন্তো (স্থিরচিত্ত)। বুদ্ধদেব স্ব-সম্পর্কে চাত্ত্বাম সংবর অন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—চাত্ত্বাম সংবর মানে শীল পালনের চারিটি নীতি, প্রত্যেককে চতুর্বিধ দিয়া বিভাগ করিয়া দেখা।

মহাবীর নিকারের চুলসকুলদারীস্থ প্যাঠে জানা যায় যে, মহাবীরের মতে চাত্ত্বাম সংবর ও আত্মব্রতনা আত্মার শাস্তিলাভের পথ। চাত্ত্বাম সংবরের প্রথম সংবর সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, জৈনরা শীতল জল পান করিত না, এই ভয়ে যে, জলে প্রাণ ও আত্মা আছে। জৈনদের জীবহিংসা সম্বন্ধে সতর্কতা মঞ্চলি গোসালের প্রভাবের ফল; তিনি বহু ধর্মমূলক সমস্তা উপাশন করিয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে একটি এই—প্রাণধারণের জন্তও প্রাণিহিংসা করা সমস্ত কি না? স্বজন্মভাল পাঠে জানা যায় যে, হখিতাপস-সম্প্রদায় বৎসরে এক দিন একটি হতী বধ করিয়া সন্ধ্যার তাহার মাংস আহার করিতেন এবং এইরূপে প্রাণিবধের সংখ্যা বৎসরে রাজ্য একটির বেশী করিতে না হওয়ার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেন। ব্রাহ্মণ-সংহিতাকার-ব্যবস্থাপকেরা শুভিতে কোন কোন পত ও মৎস্তের মাংস তক্ষণ নিবেদন করিয়াছেন, কিন্তু বড়ী সম্মানীদিগের ধর্মজ্ঞানে সর্ববিধ অহিংসার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। মহাবীর নিকারের উপালিস্থিতে এই বিষয়ে একটি মনোরম আলোচনা আছে। জৈন গৃহী উপালি বলিলেন,—তাঁহার ধর্মজ্ঞান মহাবীরের মতে প্রাণিহিংসানাজই পাপ—সেই হিংসা ইচ্ছাকৃতই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক। বুদ্ধদেব বলিলেন,—অনিচ্ছাকৃত কোন কর্মে রাজ্য পাশতাসী হইতে পারে না; প্রাণিবধ নিরারণ করা অসম্ভব; কারণ, চলিতে ক্রিঃতও মানুষ বহু প্রাণ নষ্ট করিতে বাধ্য হয়। জৈনগণ এই বৌদ্ধ মতবাদের বিরোধী। স্বজন্মভাল পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে মনোরম বুজান জানা যায়।

নীলনিহারের অন্তর্গত কনুসপনৌহনামস্থিতে বুদ্ধদেব অচেনক (বিবজ, দিগম্বর) সম্মানীর সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, সেই বিবরণ অপরিবর্তিতভাবে অনুভূতমিতার, পুণঃপুনঃ প্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত পুস্তকে আছে। এই বিবরণ মধ্যে সেই সমস্তকার বিবিধ ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই জৈন-সম্প্রদায়ের

পরিবারী। এই বিবরণের সহিত অধুনা মুণ্ড ও প্রাচীনতর ধর্মসূত্রগুলিতে উল্লিখিত বৈধানস-
ধর্মসূত্র বা প্রাথমিক সূত্রের তুলনা করা যাইতে পারে। এই বৌদ্ধ বিবরণ হইতে যে সমস্ত
আচারের কথা জানিতে পারা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্মসূত্রে বানপ্রসূ ও বতীদের পালনীয় নিয়ম
ও আচারের মত। বৌদ্ধ বিবরণের বিশেষ মূল্য এই যে, তাহার মধ্যে তীর্থিক-সম্প্রদায়ের
মত উল্লেখ আছে। কেশকম্বলি-সম্প্রদায় কেশ দ্বারা প্রস্তুত কবল পরিধান করিত। আজীবিক
সম্প্রদায় নন্দবচ্ছ, কিসুম সংকিচ্ছ, মক্ষলি গোমাল দ্বারা প্রতীকিত হইরাছিল; বুদ্ধদেব ইহাদের
বিবরণ মজ্জিম নিকায়ের মহাসচ্চকসূত্রে পৃথগ্ভাবে দিয়াছেন; এই বিবরণ বস্তুতঃপক্ষে
অভেলক সম্প্রদায়ের বিবরণেরই একাংশ। সেই বিবরণের প্রধান বিষয় এই,—আজীবিকেরা
বস্ত্র পরিধান করিত না। তাহারা প্রাণিষাত্রেরই প্রতি সদয় আচরণ করিত। তাহারা
আপনাদিগকে স্বাধীন বিবেচনা করিত ও কাহারও আদেশ মান্ত করিত না। তাহারা
বহুদিন বা বহু সপ্তাহ একাদিক্রমে উপবাস করা অভ্যাস করিয়াছিল। মজ্জিম নিকায়ের মহা-
সচ্চকসূত্রে আছে যে, সচ্চক নামে এক জৈন বুদ্ধদেবকে জানাইরাছিলেন যে, আজীবিকেরা নৈতিক
জীবন যাপন না করিয়া উত্তম খাদ্য ও পানীয় দ্বারা দৈনিক বল ও মেদ বৃদ্ধির চেষ্টা করিত।
সূত্রকৃত্যাদ পাঠে জানা যায় যে, একজন জৈন মক্ষলি গোমালকে কুচরিত্ততার জন্য নিন্দা করিতে-
ছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব আজীবিকদিগের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগকে কুচরিত্ত বা
ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া মনে হয় না। যদিও জৈনদের কাছে আজীবিক শব্দ সংসারাহরতির
প্রতিপক্ষ হইরা দাঁড়াইরাছিল, তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, তাহারা আধ্যাত্মিক
জীবনের অল্পকূল নীতি সম্মত আজীবো (সম্যক জীবন) পালন করিত। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধশাস্ত্র
আজীবিকদের যে সামান্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট জানা যায় যে, আজীবিকেরা
জৈন ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পালনীয় প্রায় সকল প্রকার নীতি নির্ধারণে সজে পালন করিত। অতএব
আমরা বলিতে পারি যে, আজীবিকদের নিকট হইতেই জৈন ও বৌদ্ধদের ‘সম্মত আজীবো’ নীতি
পাওয়া গিয়াছে। তীর্থিকদের প্রভাব যে কেবল জৈন ও বৌদ্ধদের আচরণেই পড়িয়াছিল, তাহা
না, তাহাদের ধর্মমতও উহাদের মতবাদে অল্পপ্রাণিত হইরাছিল।

আমাদের এই আত্মনানিক উক্তির সমর্থক প্রমাণ তীর্থিকদের মতবাদ পর্যালোচনা করিলে
পাওয়া যাইবে। পঞ্চ কল্যায়ন (কুক্ষ কল্যায়ন) যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা জৈন ও
বৌদ্ধশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে—সমুত্তবাদ (শান্তবাদ)—ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র, দীর্ঘ-
সিকায়, Vol. I, P. 1; অঞ্জনীবো (অন্তজীব—দৈবতবাদ), অমংশরীরোবাদো, সতকারবাদো,
অর্ধবর্ষবাদো, অনিক্যবাদো, অকিরিত্তবাদো (অক্রিয়াবাদ)। কবলী কল্যায়নের দার্শনিক গুণ
সান্ত্যতিবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়—মৌর উপজ্ঞএ অসম—অসং বা অনতিথ্য হইতে কিছু
উৎপত্তি হইতে পারে না; সন্তো নচ্চ বিনাসো—যাহা সং বা অতি, তাহার বিনাশ বা নশ্তি
মাই; অসন্তো নচ্চ সন্তো—অসং বা নশ্তি হইতে কিছু সন্তো বা উত্তর হইতে পারে না।
(সূত্রকৃত্যাদ, ২, ১, ২২)। এই সকল বৌদ্ধ ঋত্তি রচনাগুলির মধ্যে, দার্শনিক ভাষ্য

বা তর্কভাষ্যের উল্লেখ দেখা যায় না। ইহা সুবিদিত যে, এই সংস্কৃতভাষার ভারতীয় প্রাথমিক দার্শনিক মতগুলির মধ্যে ভগবদ্গীতার সাংখ্য, বৈশেষিক দর্শনে, বেদান্তে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন ধর্মের মধ্যেও এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়,—জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং উপনিষদের ধর্ম; বিশেষ করিয়া কঠোপনিষদে নটিকের উপাখ্যানে এই তত্ত্ব আলোচিত হইতে দেখা যায়। এই কারণে জৈন চীকার শিলাক প্রভৃতি এই তত্ত্বকে ভগবদ্গীতা, সাংখ্য ও শৈব দর্শনের তত্ত্বের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। বস্তুর শাখত অস্তিত্ব মহাবীর ও বুদ্ধদেব এই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, আত্মা ও জগৎ (অন্তা চ লোকো চ)—উভয়ই শাখত—চিরন্তন, উহা হইতে পূর্বে ছিল না, এমনতর নূতন কিছু উৎপন্ন বা সৃষ্টি হইতে পারে না; উহার শৈলশিখরের স্তার অবিচল ও স্থিরপ্রোথিত স্তম্ভের স্তায় স্থির। এই তত্ত্ব চিরন্তনকালে এক ও সত্য।

কভারন জ্ঞানকে সাত বা ছয় উপায়ে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে এই সাত উপায়—ক্ষতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, আনন্দ, বেদনা ও আত্মা। জৈন মতে এই ছয় উপায়—ক্ষতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা। জৈন ও বৌদ্ধ বিবরণে পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের মতের ঐক্যও আছে। কভারনের মতে বস্তুর স্থূল অস্তিত্ব ছয় বা সাত তত্ত্বের ক্রমায়ত্ত্ব সংযোগ বিরোধ ছাড়া আর কিছু নহে; বস্তু-তত্ত্ব আনন্দে সংযুক্ত হয়, বেদনার বিচ্ছিন্ন হয়। এইরূপে কতকটা নটিকের মতানুসরণ করিয়া ও ভগবদ্গীতা অনুসরণ করিয়া কভারন জগৎমতাকে বিজ্ঞান-জগতের সাধারণ ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কভারনের বহুত্ববাদ প্রাণোপনিষদে অর্থাৎ সাংখ্যে পিঙ্গলাদের বৈতবাদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পিঙ্গলাদ বলিয়াছেন যে, প্রাণ ও রয়ি (পুরুষ ও প্রকৃতি) সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির নিধান। পিঙ্গলাদের মতবাদ আধুনিক দার্শনিক তত্ত্বের বিরোধী। যদি বস্তু অসৃষ্ট, অকারণ ও চিরন্তন হয়, তবে সৎ অসৎ ও জ্ঞান অজ্ঞানের মধ্যে নৈতিক পার্থক্য করিবার কোন কারণ পুঞ্জিয়া পাওয়া যায় না। অকিরিগ্ৰাবাদ শব্দের ইহাই তাৎপৰ্য্য। কভারন চিন্তা ও প্রাণকে এক বলিয়াছেন। ফলে তিনি সামান্য জ্ঞান দিয়া বিশেষকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাবীর ও বুদ্ধদেব—উভয়েই কভারনের মত মূখে স্বীকার করিলেও কার্যতঃ তাঁহার এই মত প্রত্যাখ্যানই করিয়াছেন। কারণ, উভয়েরই মতে বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্পূর্ণ অনধিগম্য ও কোন প্রতীক দ্বারা তাঁহার প্রকাশ অসম্ভব। এইরূপে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উপর কভারনের প্রভাব বিরুদ্ধভাবমূলক বলিয়া বোধ হয়।

অভিতকেশকবলীও তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়া মহাবীর ও বুদ্ধের আবির্ভাবের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতবাদ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও অহুষ্ঠানের বিরোধী। ব্রাহ্মণ্য বা ঐকিক ব্যাপারমাত্রেরই সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট ভাষিণ্য দেখা যায়। তিনি জন্মাত্ত্ববাদ ও পাপ-পুণ্যের ঐক্য পুরস্কার অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগৎ চতুর্ভূতের সমষ্টি—আকাশ ইতিহারভূতির আশ্রয়স্থান এবং আত্মা বস্তুর বিকার ভিন্ন অস্ত কিছু নহে। তিনি কভারনের বহুত্ববাদ বা মৈত্ৰ্যমতের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন,—তৎ জীবো তৎ শরীরং—যাহা জীব, তাহাই শরীর।

মহাবীর ও বুদ্ধ অজিতের এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, এই বলিয়া যে, অজিত আত্মা ও শরীরকে—মৃত অমৃতকে বাস্তবিক এক বলেন নাই, তিনি এই বলিতে চাহিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের বক্তব্য বাস্তবিক এক অখণ্ডরূপে দেখা ছাড়া আর উপায় নাই।

পার্সি তাঁহার পূর্বজ অজিতের মতবাদ স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (পার্সিসিন্ধুত, দীনিকার, Vol: II.)। হান্স এই মতবাদকে বলিয়াছেন—ন, সত্তি পরলোকবাদ। মহাবীর ও বুদ্ধ অজিতের মতবাদকে বলিয়াছেন, অকিরিয়াবাদো; কারণ, এই মত অনুসরণ করিলে ক্রিয়াক্রান্ত অপ্রযুক্তি ও জীবনে অবসাদ জন্মে। বাহাই হউক, মহাবীর ও বুদ্ধ তাহার নিকটে বশেষ্ট উপকৃত—(১) তিনি বস্তুর অখণ্ডরূপে দেখিতে শিখাইয়াছেন, ও (২) ক্রিয়ার স্তায়স্তায় বিচারে ইচ্ছার প্রবর্তনা সন্ধান করিতে হইবে—ইহাও তাঁহারই শিক্ষা।

বৌদ্ধ সাম্য-একলম্বত্ব হইতে পূরণ কনুসপের দার্শনিক মতবাদের বিকৃত ও খণ্ডিত বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ কেবল কনুসপের দার্শনিক তত্ত্বের নৈতিক দিকের বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কনুসপ নৈতিক জীবনে ইচ্ছার অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধগণ কনুসপের মতকেও অকিরিয়াবাদ বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণ অজিতের দর্শন-তত্ত্বকে আখ্যাত করেন নাই। জৈন হৃদয়ভক্ত স্পষ্ট বলিয়াছে যে, অজিতের মতে আত্মার উদাসীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। যখন ব্যক্তি কর্ম করে বা অপরকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, তখন সেই কর্মকর্তা তাহার আত্মা নহে (এবম্ অকারয় অপ্পা)। জৈন টাকাকারেরাও এই মতকে সাংখ্যমতের সহিত এক বলিয়াছেন। কারণ, সাংখ্যমতেও আত্মা উদাসীন। কনুসপ-লিখিত কোন প্রমাণ না পাওয়াতে আমরা জানিতে পারি না—তিনি ব্যক্তির সন্ধান অভিজ্ঞতার আত্মার কার্য সম্বন্ধে কি ধারণা করিয়াছিলেন। সাংখ্যমতে আত্মা বা পুরুষ নিষ্ক্রিয় উদাসীন দ্রষ্টা এবং প্রকৃতিই শরীর-মনের সকল কর্মক্ষেত্র সম্পাদন করিয়া থাকে। কনুসপের মতে নিষ্ক্রিয় উদাসীন দ্রষ্টা পুরুষ বা আত্মাই প্রকৃতিকে কর্ম প্রবর্তনা দান করে। শরীর-মনকে উপাধি আত্মার সহিত যোগযুক্ত করে। এইরূপে কনুসপের মত পিঙ্গলাদ কর্তৃক প্রবর্তিত অগুঠ সাংখ্যমতকে পরিপূর্ণি দানে সক্ষম করিয়াছিল এবং কনুসপের মতের প্রভাব জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উপরও বিপরীতভাবে পড়িয়াছিল—তাঁহারা কনুসপের আত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদ অসম্ভাব্য বলিয়া বর্জন করিয়াছিল।

ইহা বোধ হয় অসম্ভব নয় যে, বুদ্ধদেব খেতাবতর-উপনিষদের অকারণবাদ বদুচ্ছাবাদ হইতে বৈদ্য-উপনিষদের দার্শনিকতত্ত্বের সহিত পূরণ কনুসপের অধীচ্ছাসমুৎপাদ ও অহেতুঅপলম্বকবাদো এক ধরির বুঝিয়াছিলেন—অহঙ্কা অহোঁসি—না থাকিবাও কিছু হইতে পারা, নাস্তি হইতে অস্তি হওয়া—পূর্ণ কনুসপের মূল মত বলিয়া বুদ্ধদেব বুঝিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের পতিচসমুৎপাদ—অজ্ঞান হইতে কল্মষের উৎপত্তির তত্ত্ব—কনুসপের অধীচ্ছাসমুৎপাদ তত্ত্বের বিপরীত। পূরণ কনুসপের মতের বুদ্ধদেব নীতিগত কিছু দিয়া কাথ্য করিয়া বুঝিয়াছিলেন—নাস্তি হইতে অস্তি নামে অকারণ অজ্ঞান হইতে জ্ঞান, ভাব অজ্ঞান, তত্ত্ব অজ্ঞান ইত্যাদির ধারণা জন্মে। আত্মবোধের বিপরীত এই যে, অজ্ঞান একলম্বত্বের মতে, মন্থন গোসাল কর্তৃক অহেতুকবাদ বা অকারণবাদ প্রবর্তিত

হইয়াছিল। কিন্তু গোসালের চিন্তাধারার সঙ্গে এই মতবাদের মিল পাওয়া যায় না। অনুত্তর-
নিকারের একটি পদে আনন্দ কনুসপ ও গোসালের মতবাদ মিশ্রিত করিয়া কেরিয়াছেন এবং
আনন্দ অ কারণবাদের প্রচারক বলিয়া কনুসপের নাম নির্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয় এই মত
গোসালের জন্মই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, গোসালের মতবাদ সর্বাপেক্ষা হীন। শ্রীমতী সীসু
ভেটিভনু দেখাইয়াছেন যে, এই উক্তি করিবার সময় বুদ্ধদেব গোসালকে অজিতকেশকবলী মনে
করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—কেশকবল শ্রীমতীকে গুরু
ও শীতকালে শীতল থাকে, অতএব উহা অহেতুক। মোক্ষলি গোসালের চিন্তার ধারা অনুসরণ
করিলে তাঁহাকে অদৃষ্টবাদী বলিয়াই বোধ হয়; তিনি কিছুতেই অকারণবাদী ছিলেন না। জৈন
ভগবতীতে দেখিতে পাই, মোক্ষলি গোসালের মতে সমস্ত বস্তুই অপরিবর্তনীয় স্থির। বুদ্ধদেবও
বলিয়াছেন যে, গোসালের মতে যাঁহা হইবার, তাঁহাই হয়; যাঁহা হইবার নয়, তাঁহা কিছুতেই হয় না।
ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গোসালের মতে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্তনীয় নিয়মেই
সমস্ত ঘটে, অর্থাৎ তিনি ঘটনার ক্ষেত্র হইতে অহেতুক একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন।
তিনি বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছিলেন,—(১) নিয়তি, (২) জাতি, (৩)
প্রকৃতি। গোসালের মতে জীব যে আনন্দ ও বেদনা বোধ করে, তাহার কারণ—নিয়তি-সদৃশি-
ভাবপরিণতা, অর্থাৎ স্বকৃত কর্ম, জন্মপরিবেষ্টন ও স্বভাব (সামঞ্জ্যকলহৃত, স্বকৃততাদনহৃত)।
গোসালের মতে পদার্থ স্বভাবে পরিবর্তিত হয়—পরিণত পরিণামের সূচনা করে। ইহা এক রকম
বিবর্তনবাদ। সামঞ্জ্যকলহৃত গোসালের মূল মত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে—মূর্খ পণ্ডিত
সকলেই জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া হুঃখ ক্ষয় করে (সদ্ধাবিদ্ধা সংসরিদ্ধা হৃৎখংসন্তং
করিসুসন্তি)। প্রকৃত প্রভাবে কিন্তু এই ভাবকে গোসালের মূল মত বলিলে তাঁহার মূল মতকে খর্ব
করা হয়। তাঁহার মত এই যে, সর্বপ্রকার জীব ও জীবিতবস্তু সম্পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য নির্দিষ্ট
জন্ম হইতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে এবং ঐতর্য্যক জন্মের বিশেষ
প্রকারের স্বঃ হুঃ ও আনন্দ বেদনা ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এইরূপ করিতে
করিতে চরম অবস্থার জীব, জিনি (সর্বজ্ঞ) সম্পূর্ণ জীব) হইয়া থাকে। গোসালের এই বিবর্তনবাদ
ও ভারউইনের বিবর্তনবাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে—গোসালের মতে ব্যক্তি ক্রমোন্নত হইয়া পূর্ণতার
মিকে অগ্রসর হয়, উপজাতি হয় না; নিয়ন্তরের উপজাতির ব্যক্তি উচ্চতরের উপজাতিতে উন্নত
হয়। এইরূপ জন্মান্তর পরিগ্রহে বিবর্তনবাদ বুঝাইবার জন্য গোসাল জীব-সমূহকে
ক্রমোন্নত শ্রেণীতে বিভক্ত ও সজ্জিত করিয়াছেন এবং মোটামুটি তাহার ভিতর হইতে
দুইটি শ্রেণী পাওয়া যায়—মনস্তত্ত্বমূলক ও শরীরতত্ত্বমূলক। কিন্তু তাঁহার উক্তির তাৎপর্য এইরূপ
বুঝা যায় যে, শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই মনেরও পরিপূর্ণ হইতে থাকে। তিনি কাল অসঙ্গ
করিয়া ধারণা করিয়াছিলেন এবং অনন্ত কালকে কল, অন্তরকল প্রভৃতি বিভিন্ন ও উপ-বিভক্ত
যায়া সময়শৃঙ্খলা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তির কাছে কাল সীমাবদ্ধ। বেক, একজন
সুতার প্রসারের শেষ সীমায় পৌঁছাছিল গুলি আর ঘুরাইয়া খোলা যায় না। জীবের অস্তিত্ব বিভিন্ন

স্বয়ংসম্বন্ধ; মানুষের জীবনের পরিপন্থিতে আটটি স্তর আছে এবং প্রত্যেক স্তরে তাহার শারীরিক গঠনের পরিপন্থিতর অনুপাতে মানসিক গঠন পরিপন্থি লাভ করে এবং আবার মানসিক গঠনের অনুপাতে তাহার শরীর পরিপন্থি লাভ করে। আত্মার ক্রমোন্নতিবাদের দ্বারা গোসাল পূর্বজ আরাধ্যকদের (ঐতরের আরাধ্যক) এবং পরবর্তী ধর্মদর্শন-প্রবর্তক মহাবীর ও বুদ্ধদেবের মধ্যে সংযোগশৃঙ্খলের মধ্যবলয় হইয়া আছেন। গোসালের জীবতত্ত্ব তাহার পরগামীদিগকে চিন্তায় প্রচুর স্ফূর্ত্তাদান করিয়াছে এবং তাহারই যুক্তি নইয়া তাহারা নৈতিক, সামাজিক ও আত্মতাত্ত্বিক ব্যাপারে প্ররোচনা করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। হুত্তনিপাতের অন্তর্গত বাসেট হুত্ত জীবতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি দেখাইয়া জাতিভেদপ্রথা খণ্ডন করিয়াছে, জাতিভেদ অচল, এই কারণে যে তাহাতে প্রথমতঃ অনেক উপজাতি আছে—আবার মানুষের ভিতরও অনেক উপজাতি বিভাগ করিতে হয়। বুদ্ধদেব বহুবিধ জীব, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতির উপজাতি নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন,—মানুষের মধ্যে এত রকম উপজাতি দেখা যায় না (১১৫ পৃষ্ঠা, ১৪ শ্লোক), অতএব মানুষের জাতিবিভাগ কৃত্রিম, স্তব্ধতা অসঙ্গত। জাতিভেদের মিথ্যা বিভাগ তখনই জানা যায়, যখনই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল উভয়ের শরীরগত পার্থক্য কিছু নাই এবং একে অপসার জাতীয় কল্পা হইতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারে।

সামগ্রিকলক্ষণের এক অংশে আছে যে, গোসাল কর্মকে তিন স্তরে ভাগ করিয়াছেন— চিন্তা, বাক্য, ক্রিয়া; চিন্তা অর্ধকর্ম। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কর্মের এই বিভাগ জৈন-আবেশ হইতে গৃহীত। কিন্তু এ অনুমান যথার্থ নহে; ইহা ভারতেরই চিন্তার ফল এবং জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে ইহার বিশেষ আলোচনা আছে। জীবতত্ত্ববিদ বলিয়া গোসাল কর্মের অঙ্গের মধ্যে বাক্য ও ক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়াছেন; বুদ্ধদেব মনস্তত্ত্ববিদ বলিয়া চিন্তা বা চেতনার উপর জোর দিয়াছেন; মহাবীর উভয়ের মধ্যবর্তী বলিয়া মন ও শরীরের পরস্পরসম্পর্কিতা স্বীকার করিয়া মনোকর্ম ও কার্যকর্ম, উভয়কেই তুল্য মূল্য মনে করিয়াছেন—চিন্তাবল্লী কার্য হোতি, কার্যবল্লী চিন্তা হোতি। মোক্ষলি গোসালের নির্দিষ্ট নিয়তিবাদ মানিতে গেলে নৈতিক বিপত্তি উপস্থিত হয়। যদি জীব নিয়তির দ্বারাই পরিচালিত হয়, তবে তাহাদিগকে তাহাদিগের কর্মের জন্য দায়ী করা অসম্ভব। মহাবীর ও বুদ্ধদেব উভয়েই বলিয়াছেন যে, গোসালের নিয়তিবাদ মানিলে জীবের স্বৈচ্ছার স্বাধীনতার অবকাশ থাকে না। অতএব তাহার মতবাদকে অকিরিয়া-বাদো বা অক্রিয়াবাদ বলা যায়—তাহাতে কর্মপ্রেরণার কোন প্রবর্তক পাওয়া যায় না। কিন্তু বস্তুতঃ গোসালের নির্দিষ্টবাদ মানকের নৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী নহে; গোসাল তাহার মতবাদে এই দার্শনিক তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন যে, আগতিক ব্যাপারে জড় ও মনস সমস্ত ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নিয়মানুগতাই প্রবল। এইরূপে তিনি লোককে সাবধান করিতে চাহিয়াছেন যে, নৈতিক ও চারিত্রিক স্বাধীনতা যদি থাকে, তবে তাহা নিয়মানুগত স্বাধীনতাতেই প্রকাশ পায়; যদি স্বৈচ্ছা কার্যকরী হইতে চায়, তবে তাহাকে সাধারণ বিবিধ শৃঙ্খলা মানিয়াই কার্য করিতে হইবে।

কল্প কোট্টিপুত্রো। ঐ বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্রের শিক্ষক পরিব্রাজক সঙ্ঘর এক কি না, তাহা এখনও নিশ্চিত জানা যায় নাই। অধ্যাপক স্বাক্ষর হইলেনকে অভিন্ন বলিয়াছেন। বেলাট্টিপুত্রো তাঁহার কালের একজন প্রথিতযশা পরিব্রাজক শিক্ষক ছিলেন। জৈন উক্ত অধ্যয়নকর্মশিক্ষকের এক সঙ্ঘের উল্লেখ আছে; তাঁহার মতে নাস্তিক্যাবাদের আভাস পাওয়া যায়; তিনি গর্হবাদি কর্তৃক জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। যদি খরিতা লওয়া যায় যে, বেলাট্টিপুত্রোই ঐ পরিব্রাজক সঙ্ঘর এবং তাঁহার পূর্বতন ছাত্র সারিপুত্র পরবর্তী কালে বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়া উক্তর শিক্ষকের সঙ্ঘের মধ্যে হইয়াছিলেন, তবে ইহা বুঝা যায় যে, কেমন করিয়া নাস্তিক্যবাদ ক্রমে যুক্তি-তর্কময়ত বিশ্বাসের স্থান করিয়া দিয়াছিল। এই পরিবর্তন হঠাৎ ঘটে নাই। ভারতীয় দর্শনে সঙ্ঘের দান গ্রীক ঐতিহ্যে পিরহো'র দানের তুল্য বলা যাইতে পারে; ঐ পিরহো খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে ভারতে আসিয়া ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন। তিনি অমৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসের মূলচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, জীবন ও বস্তুর নিশ্চয়তা ও বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে মানবীয় জ্ঞান কখনও স্থিরনিশ্চয় হইতে পারে না। তিনি প্রথম বুঝা তত্ত্বালোচনা ছাড়িয়া সমাহিত শাস্ত্র মানসিক অবস্থা লাভকেই শাস্তির পথ বলিয়া নির্দেশ করেন। এইরূপে তিনি চরিত্র ও নীতির দ্বারা শাসিত যুক্তিমার্গ প্রবর্তন করিয়া মিথ্যা জন্মনার পথ রুদ্ধ করেন। সঙ্ঘর দার্শনিক-হিসাবে তार्কিক পর্য্যায়ভুক্ত, এবং তাঁহার শিক্ষা পদ্ধতি কল্পায়ন ও অজিত কেশকল্পীর শিক্ষার সহিত মিলাইয়া না বুঝিলে দুর্ভোধ্য মনে হয়। *

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

* এই প্রবন্ধপ্রণয়ন কালে আমি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে বহুতঃ সাহায্য পাইয়াছি,—

- | | | | | |
|-----|---|-----------|-----|-------------------|
| ১। | Life of the Buddha | ... | ... | Rockhill |
| ২। | Buddhist India | ... | ... | Rhys Davids |
| ৩। | Jātaka | ... | ... | Faßböll |
| ৪। | Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics:— | Ajivikas. | | |
| ৫। | Majjhima Nikāya. | ... | ... | P. T. S. Edition |
| ৬। | Indian Buddhism | ... | ... | Kern |
| ৭। | Uvāsagadasāo. | ... | ... | Hoernle |
| ৮। | Jaina Sutras. | ... | ... | S. B. E. |
| ৯। | Sutrakritāṅga | ... | ... | S. B. E. |
| ১০। | Buddhah | ... | ... | Oldenberg. |
| ১১। | Argutlara Nikāya (Siamese Edition) | | | |
| ১২। | Samangala Villāsin | ... | ... | P. T. S. Edition. |
| ১৩। | 'A short account of the wandering teachers at the time of the Buddha.'—B. C. Law. | | | |

(J. A. S. B. Vol. XIV, 1918, No. 7.)

১৪। প্রমোদসিংহ।

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা •

প্রথম বৎসর বন্ধন আমি জাতীয় আবুবিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালার পদার্থবিদ্যা পড়াইতে আরম্ভ করি, তখন বঙ্গভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অভাবে বড়ই বিব্রত হইয়াছিলাম। আমাকে গোড়ার ইংরেজি বাঙ্গালার মিশাইয়া একটা খিচুড়ি ভাষার বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। যদিও বাঙ্গালা ভাষার তখনও বহু বৈজ্ঞানিক শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি বহুপুস্তকে ও প্রবন্ধে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। এই অভাব দূরীকরণের জন্য আমি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনে প্রবৃত্ত হই। আমার সংকলিত পরিভাষার কিয়দংশমাত্র এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়-প্রণীত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলি, শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের ‘পদার্থবিদ্যা’ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের ‘রসায়নসূত্র,’ শ্রীযুক্ত জগদিশ্বর রায়ের সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধ, স্বর্গীয় ব্রহ্মমোহন মল্লিক-লিখিত জ্যান্টি ও নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে প্রচারিত ‘গণিত কী পরিভাষা’ হইতে অধিকাংশ শব্দই সংগৃহীত হইয়াছে। যে পরিভাষাগুলি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই, তাহা পরিভাষাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করিয়াছি। আবার যেখানে পরিভাষা লইয়া মতবৈষম্য আছে, সেখানে যে শব্দটি আমার নিকট ঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। পরিভাষা সংকলন-বিষয়ে স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী মহাশয় ১৩০১ সালের সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় যে মূল্যবান উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। তিনি লিখিয়াছিলেন, —“জ্ঞানের ভাষা বা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কর্ত্তি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে শব্দটি উচ্চারণ করিবে, তাহার যেন একটি নির্দিষ্ট বাধাবোধ, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট, হেঁয়ালিহীন অর্থ থাকে। একটি নির্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে, সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি করিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূলসূত্র।” চলিত ভাষার যে সকল পরিভাষা সাধারণ লোকের মধ্যে বিকৃতভাবে চলিয়া আসিতেছে, সেগুলিকেও কিছু সার্বজনিক করিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা সেই সকল শব্দ সাধুভাষাধর্মোদ্ভূত নহে বলিয়া পরিভাষাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করি, তবে সেগুলি পুথিগতই থাকিয়া বাইবে, তাহার প্রচলন হইবে না। যে সকল ইংরেজি শব্দের পরিভাষা বাঙ্গালার নাই, সেগুলির পরিভাষা প্রথমে সংকল্প ভাষা হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা উচিত। সংকল্প ভাষার পাওয়া না বাইলে, সংকল্প ভাষার সাহায্যে নূতন সুখপাঠ্য পরিভাষা গঠন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি দেখা যায়, সংকল্প ভাষার সহায়তায়ও সুলভ পরিভাষা সংগঠন হইতেছে, তখন ইংরেজি পারিভাষিক শব্দগুলিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে হইবে।

এইরূপে এবং প্রবচনপ্রকারে আবাদিগকে পরিভাষা-সঙ্কলন-কার্যে অগ্রসর-হইতে হইবে। পরিভাষা-সঙ্কলনের সময় বখেট সাবধানতার আবশ্যক। পরিভাষা-সঙ্কলন ক্রিয়াক্রমে করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। এই দৃষ্টান্তগুলির অনুশীলন করিলে বিষয়টির গুরুত্ব বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

ধরুন 'cone' শব্দটির বাঙ্গালা পরিভাষা করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই, ইহার পরিভাষায় কোন কোন পুস্তকে 'হুটী' লিখিত হইয়াছে। 'cone'এর পরিভাষা 'হুটী' হইলে pyramidএর পরিভাষা কি হইবে? 'হিন্দী গণিত কৌ পরিভাষা' পুস্তিকায় pyramidএর পরিভাষা 'হুটী' শব্দটি গ্রহীত হইয়াছে। ইহাই খুব যুক্তিসঙ্গত। pyramid এক প্রণীর solidএর সাধারণ নাম বই আর কিছুই নহে। Octagonal বা অষ্টকোণ pyramid hexagonal বা ষট্‌কোণ pyramid প্রভৃতি solidগুলি এই প্রণীর অন্তর্ভুক্ত। যখন এই অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ pyramid অনন্তকোণ-বিশিষ্ট হয়, তখন pyramid 'cone'এ পরিণত হয়। ক্রিতিজ্ঞতলস্থ অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ pyramidকে ক্রিতিজ্ঞতলের দ্বারা ছিন্ন করিলে, ছেদক্ষেত্রটি একটি অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ হয়। সেইরূপ ক্রিতিজ্ঞতলস্থ coneকেও ক্রিতিজ্ঞতলের দ্বারা ছিন্ন করিলে ছেদক্ষেত্রটি একটি বৃত্ত হয়। অতএব pyramidএর পরিভাষা 'হুটী' করিয়া, cone, octagonal pyramid, hexagonal pyramid প্রভৃতির পরিভাষা বর্ণাক্রমে 'বৃত্তহুটী', 'অষ্টকোণ হুটী', 'ষট্‌কোণ হুটী' ইত্যাদি করিলে বড়ই সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয়।

Conjugate :—হিন্দী 'গণিত কৌ পরিভাষায় 'সম্বন্ধ' conjugateএর পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাঙ্গালার 'সম্বন্ধ' শব্দটি খুবই সাধারণ। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের মূলসুত্রানুসারে এই শব্দটি conjugateএর পরিভাষারূপে গ্রহণ করা চলে না। আমি ইহার পরিবর্তে 'যুতক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি; 'যুতক' শব্দটি বাঙ্গালা ভাষার প্রচলিত শব্দ নহে এবং 'conjugate' ও 'যুতক' শব্দদ্বয়ের পার্থক্য একই।

Convergent ও divergent :—'অন্তর্মুখী' ও 'বহির্মুখী' convergent ও divergentএর পরিভাষারূপে ব্যবহার করিয়াছি। 'কেন্দ্রাভিমুখী' ও 'কেন্দ্রাপসারী' করিলে আরও ভাল হইত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু শেবোন্নিখিত শব্দদ্বয়কে convergent ও divergentএর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিলে centripetal ও centrifugalএর পরিভাষা কি হইবে? এইজন্য 'আনাক' 'অন্তর্মুখী' ও 'বহির্মুখী' শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

Corpuscle :—আমরা শারীর-বিজ্ঞানে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে 'corpuscle' শব্দটি পাই। শারীর-বিজ্ঞানে রক্তকণার ইংরেজী নাম 'blood corpuscle'। পদার্থ-বিজ্ঞানে Newtonএর 'corpuscular theory'তে 'corpuscle' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'blood corpuscle'কে অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়। কিন্তু Newtonএর 'corpuscle' অতীন্দ্ৰিয় পদার্থ; ইহাকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় না। সেই জন্য শারীর-বিজ্ঞানের 'corpuscle'

এর পরিভাষা - 'কণা' কথারা, Newtonএর 'corpuscle' এর সান্নিধ্যবিক প্রতিশব্দ 'কণিকা' করিয়াছি।

Focus :—সর্গীর মহাকর্ষশাস্ত্রের 'স্থানক' বিবেচী মহাকর্ষ 'নাভি' ('umbilicus' নাভি) focusএর পরিভাষা করিয়াছেন। সর্গীর পৃষ্ঠাশিখর বিদ্যাসাগর মহাকর্ষ 'অধিশ্রয়ী' focusএর (focus = অধিকৃত) পরিভাষা করিয়াছেন। 'অধিশ্রয়ী' শব্দ গ্রহণ করা উচিত কি 'নাভি' শব্দ গ্রহণ করা উচিত, এই লইয়া ত্রীমূল অপূর্বচন্দ্র দত্ত ও সর্গীর আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্রের জীবনী মহাকর্ষের মধ্যে কিছুদিন গরিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিচার চলিয়াছিল। অপূর্ব বাবু 'নাভি'র পক্ষপাতী ও রামেন্দ্র বাবু 'অধিশ্রয়ী' বা 'অধিশ্রয়'এর পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা যতদূর স্মরণ আছে, তাঁহারা কোন দ্বিধা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আমরা 'focus' শব্দটি গণিত-শাস্ত্রে ও পদার্থবিজ্ঞানে (বিশেষভাবে আলোক-বিজ্ঞানে) ব্যবহৃত হইতে দেখি। গাণিতিক-focus ও পদার্থবিজ্ঞানে focusএর ধর্ম একজাতীয় নহে। আলোক-বিজ্ঞানের focusএর একটি ধর্ম এই যে, এখানে রশ্মিপুঞ্জ কেন্দ্রীভূত হইয়া আলোকের প্রাথমিক বৃদ্ধি করে বা করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সেইজন্যই ইংরেজিতে focus শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমিও এই ভক্ত 'অধিশ্রয়' শব্দটি পদার্থ-বিজ্ঞানের focus শব্দের পরিভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছি। গণিতশাস্ত্রের focusএর পরিভাষা 'নাভি'ই রাখিয়াছি। আমরা যদি focusএর এই দুইটি পরিভাষা দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি, তাহা হইলে সব গোলমাল চুকিয়া যায় এবং পরিভাষাও সম্পূর্ণরূপে হেয়ালিখিবহীন হয়। *

Iris ও pupil :—অগ্নিপু্রাণে 'তার' ও 'দৃক্তার' শব্দ দুইটি Iris ও pupil অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। + আমি 'দৃক্তার' শব্দটি ঐতিকটুবোধে পরিবর্তন করিয়া 'তার' ও Irisএর পরিভাষা 'তারামণ্ডল' করিয়াছি। 'মুখ' ও 'মুখমণ্ডল' শব্দদ্বয়ের সাদৃশ্যে পরিভাষা দুইটি রচিত হইয়াছে। 'মুখ' যেমন 'মুখমণ্ডলের' ছিত্রবিশেষ, pupilও সেইরূপ Iris-মধ্যস্থ ছিত্রবিশেষ।

Parabola :—বাঙ্গালার 'ক্ষেপণী' শব্দ parabolaএর পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু 'ক্ষেপণী' শব্দ 'parabola'এর পরিভাষা করা বাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, 'ক্ষেপণীপথ'কে কাটিয়া ছাঁটিয়া 'ক্ষেপণী' করা হইয়া থাকিবে। কিপ্, খাত্ত হইতে 'ক্ষেপণী' শব্দ হইয়াছে। কিপ্, খাত্তর অর্থ 'নিক্ষেপ করা'; তাহা হইলে 'projectile'এর পরিভাষা 'ক্ষেপণী' করা উচিত। আর 'path of a projectile'এর প্রতিশব্দ 'ক্ষেপণীপথ' করা বাইতে পারে। Parabolaএর ভক্ত নূতন শব্দ সৃষ্টি করা উচিত। হিন্দী 'গণিত কী পরিভাষা'র 'পরবলর' শব্দ parabolaএর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। এখানে ইংরেজি

* উল্লিখিত চক্রের কেন্দ্রস্থানকে নাভি বলা হইয়াছে।

+ 'দৃক্তার'কিছুকিছু 'দৃক্তার'ও 'তার'।

তার নেত্রজিতেন দৃক্তার পঞ্চমণিকা।—অগ্নিপু্রাণ, ৪৪ঃ২ঃ।

parabolaকে সামান্য পরিবর্তিত করিয়া সুখণ্ডা সঙ্কত শব্দে পরিণত করা হইয়াছে। আমিও সমীচীনবোধে “পরবলয়” শব্দটি parabolaর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছি।

Sphere :—সংস্কৃত ভাষাতে ‘গোল’ sphere অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বাক্যান্তর ‘গোল’ ‘sphere’ ও ‘circular’ এই দুই অর্থই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সেই ক্ষেত্রে sphereএর পরিভাষা ‘বর্তুল’ এবং spherometerএর পরিভাষা ‘বর্তুলমান’ করিয়াছি।

Truncated pyramid :—হিন্দী ‘গণিত কী পরিভাষা’র ‘স্থলীখণ্ড’ truncated pyramidএর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। যদি একটি স্থলীকে এমনভাবে দ্বিখণ্ড করা যায় যে, একখণ্ড শীর্ষবিশিষ্ট ও অপর খণ্ড শীর্ষবিহীন হয়, তাহা হইলে খণ্ড দুইটিকেই কি ‘স্থলীখণ্ড’ বলা যায় না? কিন্তু আমরা শীর্ষবিহীন খণ্ডকেই truncated pyramid বলি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ‘স্থলীখণ্ড’ নির্দোষ পরিভাষা নহে। আমি truncated pyramid এর পরিভাষা ‘কবন্ধ-স্থলী’ করিয়াছি। ঠিক এই যুক্তি বলেই frustrum of a cone এর পরিভাষা ‘কবন্ধ বৃত্ত-স্থলী’ করিয়াছি।

Vitreous humour :—‘সাস্ত্ররস’ vitreous humourএর পরিভাষা করিয়াছি। ‘সাস্ত্র’ শব্দের অর্থ ‘গাঢ়’, কিন্তু এই শব্দটি বাক্যান্তর ভাষায় সাধারণতঃ প্রচলিত নহে। এই জন্যই এইট ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে geometrical optics বা জ্যামিতিক দৃষ্টি-বিজ্ঞানের পরিভাষাই বিশেষভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। Physical optics বা আলোক-মীমাংসার কতিপয় পরিভাষা ইহাতে সম্মিষ্ট হইয়াছে মাত্র। আলোক-মীমাংসার সম্পূর্ণ পরিভাষা সঙ্কলন গণিতশাস্ত্রের পরিভাষার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেই জন্য গণিতের পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া পরে আলোক-মীমাংসার পরিভাষা সঙ্কলন করিবার ইচ্ছা রহিল।

নিম্নে সঙ্কলিত পরিভাষার তালিকা দেওয়া গেল। যে পরিভাষাগুলি আমি গঠন করিয়াছি, সেগুলির পার্শ্বে তারকাচিহ্ন দিয়াছি।

A

Aberration—চ্যুতি *

——, chromatic—বর্ণচ্যুতি *

——, spherical—বর্তুলচ্যুতি *

Accommodation—আধান *

Achromatic—বর্ণবিপসারী

Achromatism—বর্ণবিপসারিত্ব

Angle—কোণ

——, acute—স্থূলকোণ

Angle, critical—সঙ্কট-কোণ *

——of deviation—বিচলন-কোণ *

——of emergence—বহির্গমন-কোণ *

——of incidence—আপাত-কোণ

——of minimum deviation—

নূনতম বিচলন-কোণ *

——, obtuse—স্থূলকোণ

——of reflection—প্রতিফলিত কোণ

——, refracting—বর্তক কোণ *

Angle of refraction—বর্তন-কোণ	Cornea—বেতমণ্ডল *
—, solid—ঘন-কোণ	Choroid—করয়েড *
Angular distance—কৌণিক দূরত্ব *	Corona—হটামুহুট
Aperture of a mirror—বর্ণন-বন্ধ *	Corpuscle (physiological)—কণা
—of a lens—পারকলারদু *	Corpuscle (Newton's)—কণীকা *
Aplanatic—চ্যুতিহীন *	Corpuscular theory—কণীকাবাদ *
Aphakia—আফাকিয়া *	Cosine—কোটিয়া (কোজ্যা)
Arrowhead—তীরকলা	Crystal—ফটিক, দানা
Astigmatism—আস্তিগ্ম্যতিজন্ম বা অসমদৃষ্টি	—, biaxial—দ্ব্যক্ষ-ফটিক
Axis—অক্ষ	—, negative uniaxial—ঋণাত্মক একাক্ষ-ফটিক
B	—, positive uniaxial—ধনাত্মক একাক্ষ-ফটিক
Blind spot—অন্ধস্থান *	—, uniaxial—একাক্ষ ফটিক
C	Crystalline lens—অক্ষি-পারকলা *
Camera—কেমেরা	Crystallise—দানা বাঁধা
Centre—কেন্দ্র	Cubic system—ঘন-সম্প্রদায়
—of curvature—অনুবৃত্ত-কেন্দ্র *	Concentric—এককেন্দ্রিক *
—, optical—দৃষ্টিকেন্দ্র *	Curvature—বক্রতা
Chromosphere—বর্ণমণ্ডল	Curve—বক্র
Circle—বৃত্ত	—, caustic—কান্তিক বক্র *
—of curvature—অনুবৃত্ত *	D
Circular measure—চাপীরমাত্র	Dark line—কৃষ্ণরেখা, কালদাগ
Concave meniscus—কনকেভ মেনিস্কস্ *	Decomposition—বিয়োজন
Cone—বৃত্ত-স্থূচী *	Deviation—বিচলন *
—, frustrum of—কবন্ধ বৃত্তস্থূচী *	Diameter—ব্যাস
Constant—স্থির	Diffraction—ব্যাবর্তন
—quantity—স্থির পরিমাণ	Diffraction grating—ব্যাবর্তন জাল *
Convex meniscus—কনভেক্স মেনিস্কস্ *	
Co-ordinates—ভুজ-যুগ্ম	

১। অগ্নিশূর্য্যের ৩৭০ অখ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে “উন্নমণ্ডল” শব্দটি cornea অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

“ভেবাং তুতাম্বানাত ভবতীজ্জিহবস্তবঃ।

নেজরোমণ্ডলং গুরুং ককাত্তবতি শৈতৃকম্।”

Diffusion—বিস্ফেপণ *
 Dispersion—প্রক্ষেপণ *
 Dotted line—বিন্দুরেখা *
 Double refraction—দ্বৈধবর্তন *

E

Ellipse—বৃত্তাক্ষর
 Envelope—আবরণ
 Equation—সমীকরণ
 Eye piece—উপলেন্স
 Ether—ঈথর
 —, luminiferous—তেজোবাহী ঈথর

F

Far point (punctum
 remotum)—অসঙ্গতিক বিন্দু *
 Finite—সীমিত, সসীম
 Focal length—আধিকারিক দূরত্ব *
 Focus (optical)—অধিকার

——(mathematical)—নাতি
 ——, conjugate(optical)—যুগ্মআধিকার
 ——, principal „ —মুখ্যাধিকার
 ——, conjugate (mathematical)—

যুগ্মনাতি

——, principal (mathematical)—

মুখ্য নাতি

Formula—সূত্র, সঙ্কেত, আখ্যা

G

Gnomon—শঙ্কু
 Goniometer—কোণমাত্রা *
 Globe—গোলক

H

Harmonic motion—হরমোনিক গতি
 Heliograph—হেলিগ্রাফ *

Heterogeneous—বিষমধর্মী *

Homogeneous—সমধর্মী *

Humour—রস *

——, aqueous—অলৌহ রস *

——, vitreous—সাজরস *

Hyperbola—অতিপরবল

I

Image—প্রতিক্রপ, প্রতিবিম্ব
 Image, real—বাস্তব প্রতিবিম্ব *
 ———, virtual—অবাস্তব প্রতিবিম্ব *

Index arm—পটিকা

Infinite—অনন্ত

Infinity—অনন্ততা

Intensity—প্রাণব্য *
 Inverted—বিপরীত-মুখ *

Iris—তারামণ্ডল

K

Kaleidoscope—কালিদোষোপ বা বহুরীক্ষণ *

L

Laryngoscope—লেরিনোস্কোপ বা

কণ্ঠনালী-বীক্ষণ *

Lateral inversion—পার্শ্বিক বিপরীত *

Law—নিয়ম

Lens—পত্রকলা

——, concave—নতমধ্য, অভ্যন্তর, কণীমধ্য

——, convex—তুলমধ্য, উন্নতমধ্য

——, double concave, } —ডবল কনকেভ
 bi-concave— } পত্রকলা *

——, double convex, } —ডবল কনভেক্স
 biconvex— }

পত্রকলা

Lens, plano, concave, } প্লেনো কনভেক্স
 concavo plane— } পরকলা,
 কীর্ণমধ্য সমতল
 পরকলা *

—plano convex, } প্লেনো কনভেক্স
 convexo plane— } পরকলা,
 কীর্ণমধ্য সমতল
 পরকলা *

Long sight (hypermetropia)—চাশিমা

Luminous—তৈজোময় *

M

Magnification—বর্ধন

Maximum—সর্বোচ্চ

Medium—বাহক

—, optical—আলোক-বাহক

Micrometer screw—সূক্ষ্মতামান ক্র *.

Microscope—অমুদ্রীকণ

—, simple—সরল অমুদ্রীকণ *

—, compound—জটিল অমুদ্রীকণ *

Minimum—স্ব্নতম

Mirage—মরীচিকা

Mirror—দর্পণ

—, plane—সরলতরঙ্গ দর্পণ

—, concave—নকুতমধ্য বা নতোর দর্পণ

—, convex—কীতমধ্য বা উন্নতোর দর্পণ

Muscle—পেশী

—, ciliary—গিলিয়রী পেশী

N

Near-point (punctum proximum)

—অভিকবিন্দু *

Nerve—নাড়ী

—, optic—দৃষ্টি নাড়ী

Non-luminous—অতৈজোময়
 Normal—লম্ব

O

Objective—দৃষ্টান্তিমুখী *

Opaque—অনচ্ছ

Ophthalmoscope—অণ্খানুমোক্ষোপ বা

অক্ষিবীক্ষণ *

Optical axis—দৃষ্টাক্ষ

Optical centre of a lens—পরকলার

দৃষ্টিকেন্দ্র *

Optical illusion—দৃষ্টিবিভ্রম *

Optical instrument—বীক্ষণযন্ত্র *

Optics—দৃষ্টিবিজ্ঞান *

—, geometrical—জ্যামিতিক

দৃষ্টিবিজ্ঞান *

—, physical—আলোক-বীজাংশা *

P

Parabola—পরবল

Parabolic—পরবলময়

Paraboloidal—পরবলমাত্তমিতিক

Parallel—সমানান্তর

Parallax—দূরত্ব

Penumbra—ঊষ্মকাল

Phakoscope—প্রেক্ষকোপ *

Phosphorescence—দীপ্তকালোৎপাদন

Photograph—ফটোগ্রাফ

Photometry—তামিত্রি

Photometer—ফটোমিটার বা তামান *

Photosphere—ফটোস্ফিয়ার

Plate—ফলক

Point—বিন্দু

Point of intersection—সম্পাতবিন্দু

ছেদবিন্দু

Reflection, irregular—অনিয়ত

পরাবর্তন *

—, nodal—নোদাল বিন্দু

—, principal—মুখ্য বিন্দু

—, cardinal—প্রধান বিন্দু

Polarisation—বিকৃতি *

Polarised—বিকৃত *

Pole—মেরু

— of a mirror—দর্পণমেরু *

— of lens—পত্রকলামেরু *

Polygon—বহুভুজ

Poly prism—বহুকলম *

Prism—কলম

Pupil—তার

Pyramid—হুচী

—, truncated—কবন্ধ-হুচী *

Principle—সিদ্ধান্ত

R

Radius—ব্যাসার্ধ

Ray—রশ্মি

—, emergent—বহির্গামী রশ্মি *

—, incident—পতিত রশ্মি

—, reflected—পরাবর্তিত রশ্মি

—, refracted—বর্তিত রশ্মি

Rays, pencil of—রশ্মিগুচ্ছ

—, convergent pencil of—অন্তর্মুখী

রশ্মিগুচ্ছ *

—, divergent pencil of—বহির্মুখী

রশ্মিগুচ্ছ *

Reflecting surface—পরাবর্তক তল *

Reflection—পরাবর্তন

—, total—সমগ্র পরাবর্তন *

Refracting surface—বর্তক তল *

Refraction—বর্তন

Refractive index—বর্তনাক্ষ *

Refrangibility—বর্তনীয়তা *

Retina—অক্ষি-ববনিকা

Right angle—সমকোণ

Ring—বলয় *

S

Stage (microscopic)—মঞ্চ *

Section—ছেদ

—, principal—মুখ্যছেদ *

Sextant—সেক্সট্যান্ট

—, pocket—পকেট সেক্সট্যান্ট

Shadow—ছায়া

Short sight (myopia)—মায়োপিয়া বা

Sight, line of—বোধক-রেখা *

Sine—ভুজভ্যা (ভূজ্যা)

Slit—আয়ত-ছিদ্র *

Space—আকাশ

Spectrometer—বর্ণচ্ছত্রমাত্রা *

Spectroscope—বর্ণচ্ছত্রবোধক *

Spectrum—বর্ণচ্ছত্র

Spherometer—বর্তুলমাত্রা *

Square—সমচতুর্ভুজ

Surface of contact or separation

—সংস্পর্শতল *

T

Tangent—স্পর্শরেখা, স্পর্শিনী

Tangent plane—স্পর্শসমতল *

Telescope—দূরবীক্ষণ

U

Term—পদ

Umbra—নিবিড়চ্ছায়া *

Translucent—স্বচ্ছপ্রায় *

V

Transparent—স্বচ্ছ

Velocity—বেগ

Triangle—ত্রিভুজ

Vision, line of—দৃষ্টিরেখা? *

——, equilateral—সমবাহু ত্রিভুজ

W

——, isosceles—সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ

Wave theory—তরঙ্গবাদ

——, Right-angled—সমকোণী ত্রিভুজ

Y

——, similar - সমজাতীয় ত্রিভুজ

Yellow spot—পীতস্থান *

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা-সম্বন্ধে মন্তব্য

প্রবন্ধ পাঠিত হইলে পর, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এন্ড ও, এম বি, এক্স সি এন্ড মহাশয় বলিলেন,—“প্রবন্ধলেখক পরিভাষা সংকলন-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত একমত। প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যে কি পরিভাষা পাওয়া যায়, তাহা দেখা উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে পারিভাষিক শব্দ পাওয়া না বাইলে, ইংরাজি শব্দটিকে অক্ষরান্তরিত করিয়া লইবার আমি পক্ষপাতী। ইহাতে বাঙ্গালার শব্দ-সম্ভার বাড়িবে ও শিক্ষার্থীগণকে ইংরেজি পড়িবার সময় আবার নুতন করিয়া ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ কঠিন করিতে হইবে না। নামবাচক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে বাওয়া সম্ভব হইবে না। বর্ণনামূলক শব্দগুলির জন্যই বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ রচনা করা উচিত। আমি আমার রসায়ন-সম্বন্ধে chlorine-এর বাঙ্গালা ক্লোরিন করিয়াছি। ইহার জন্য নুতন নাম রচনা করিবার চেষ্টা করি নাই।”

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, রবিবার, ২১ এ মে, অপরান্ন ৬টা।

[কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহুত]

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য

সি আই ই, আই এন্ড, এম্ বি, এফ্ সি এন্ড।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের কার্য সমাপ্ত হইলে পর, এই অধিবেশনের কার্য আরম্ভ হয়।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

“চট্টগ্রামের কবি বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষদের অগ্রগামী সদস্য জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের অকালে পরলোকগমনে বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আত্মিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি জীবেন্দ্র বাবু শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।”

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, কবি-প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ হইবার পূর্বেই জীবেন্দ্রকুমার পরলোকগমন করিয়াছেন—ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয়। তিনি বশের অল্প কবিতা লিখিতেন না—তাঁহার কবিতার মধ্যে আত্মরিক্ততা ছিল—প্রাণের প্রেরণায় তিনি কবিতা রচনা করিতেন। তিনি ফরমাইসে কবিতা লিখিতেন না। “বাক্যং রণাশ্রুৎ কাব্যম্”—তিনি কবিতার দ্বারা জন্মের নানা ভাব পরিস্ফুট করিতেন। প্রীত্বা বলিতেন,—কবিতার মধ্যে উন্নত গাভীর্ষ্য (high seriousness) থাকা আবশ্যক—ইহাই কবিতার প্রাণ। জীবেন্দ্রকুমারের কবিতার তাহা সম্পূর্ণভাবে আছে। তিনি অন্ন বয়সেই পছন্দ ছিলেন এবং তাঁহার সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না—এই জন্য তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন যে, এই দেহ যেন গেলেই ভাল হয়, পরে পুনরায় বলিতেন, “এই দৈহিক বস্ত্রাণ্ড নরিত্রতা বিধাতার দান, সহ্য করিতেই হইবে।” বে চট্টল-ভূমিতে কবি নবীনচন্দ্রের অন্ত, সেই ভূমিতেই জীবেন্দ্রকুমার জন্মিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র বলিতেন—“এই চট্টলমাতা কবিজননী হইবার উপযুক্ত।” বাঁহারা চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জীবেন্দ্র-কুমারের চট্টগ্রামে জন্ম সার্থক হইয়াছিল। তিনি পরিষদের প্রতি শোক-সত্য ও সংবর্ধনা-সত্যের জন্য কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইতেন।

শ্রীযুক্ত পরিষদের দোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—“তিনি

চট্টগ্রামে বধন ছিলেন, তখন জীবেন্দ্রকুমারের বাড়ীর নিকটেই থাকিতেন। জীবেন্দ্রকুমার পক্ষ ছিলেন বলিয়া বেশী লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা করিতে পারেন নাই। তিনি নানা মাসিক ও সাময়িক পত্রে কবিতা লিখিতেন; অনেক কবিতা গ্রন্থেও রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে জীবেন্দ্রকুমার, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও তিনি মিলিয়া সাহিত্যালোচনার জন্য প্রতিমাসে প্রতি মঙ্গলবারে 'মঙ্গল-মিলন' নামক একটি সাহিত্যালোচনা সভা স্থাপিত করেন। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে তাঁহারা সাহিত্য-সম্মিলন করিয়া বেড়াইতেন। চট্টগ্রামে, পটিয়ায়, কবি নবীনচন্দ্রের আশান-ভূমিতে, গাতকানিরা ও সরোয়াতলীতে এবং অত্যাশ্রয় স্থানে এই সম্মিলন হয়। জীবেন্দ্রকুমার অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই সকল সম্মিলনের জন্য গান ও কবিতা লিখিতেন। বঙ্গের এমন কোন সাহিত্য-সম্মিলন হয় নাই, বাহাতে জীবেন্দ্রকুমারের কবিতা পঠিত হয় নাই। অকালে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে মুষ্টি-ভিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুষ্টি-ভিক্ষা হইলেও, স্বর্ণমুষ্টি এবং চিরদিন লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।" সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরলোকগত কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্ডিরে একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হউক এবং এই চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, সর্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

তৎপরে এই অধিবেশনের কার্য সমাপ্ত হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৯) ২১এ মে, রবিবার—অপরাহ্ন ৬০টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রায়সনাচার্য্য,

সি আই ই, আই এম ও, এম বি, এক সি এম।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশনের কার্য সমাপ্ত হইলে পর, এই অধিবেশনের কার্য আরম্ভ হয়।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সভার

নির্বাহন, ৩। স্থিতি ও পুঙ্খকোপহারদৃষ্টান্তকে কৃতকৃত্য্য কাপন, ৪। পরিষদের পুষ্টিশালা

হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বোমেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞা-
ভূষণ মহাশয়-লিখিত “ভারতীয় হৃদ-বিজ্ঞা” এবং (খ) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়-লিখিত
“ঐতিহ্যেত্তের অগ্ন্যধ-দশক” নামক প্রবন্ধ, ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় মুকুন্দদেব সুখো-
পাধ্যায় এম্ এ বি-এল, বাহাদুর, (খ) রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন সি আই ই, বি এল বাহাদুরের
পরলোকগমনে, ৭। বিবিধ।

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত নবম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথারিতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, ১৪ জন ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ
সদস্য নির্বাচিত হন। ‘ক’ পরিশিষ্টে নির্বাচিত সদস্য-তালিকা প্রদত্ত হইল।

৩। শ্রীযুক্ত মহামায়া দেবী মহাশয়ের প্রদত্ত ৪২খানি এবং শ্রীযুক্ত তারাশ্রম তর্কাতার্ক্য
মহাশয়-প্রদত্ত ২৬খানি প্রাচীন পুথির নাম পঠিত হয় ও প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।
তৎপরে ৪১খানি উপহারস্বরূপপ্রাপ্ত বাঙ্গালা পুস্তক ও ২২খানি ইংরেজি পুস্তক প্রদর্শিত
হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। (খ—পরিশিষ্টে পুথি ও পুস্তক-তালিকা
দেওয়া হইল।

৪। সমর্য্যভাবে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণের পাঠ স্থগিত
রাখা হইল।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বোমেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞাভূষণ মহাশয়ের লিখিত “ভারতীয়
হৃদ-বিজ্ঞা” নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রাখা হয়। (খ) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় তাঁহার
লিখিত “ঐতিহ্যেত্তের অগ্ন্যধ-দশক” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক জানাইলেন যে, ঐতিহ্যেত্ত ‘অগ্ন্যধ-দশক’ লিখিয়াছিলেন
কি না, তৎসময়ে তিনি বলিতে চাহেন যে, তাঁহার বাড়ীতে ২০০ বৎসরের উর্দ্ধ কালের লিখিত
একখানি প্রাচীন পুথি আছে, তাহাতে ‘অগ্ন্যধ-দশক’ লিখিত আছে। পূর্বে যে, ‘অগ্ন্যধ অষ্টক
বটভূলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হয় ত অসম্পূর্ণ পুথি দেখিয়া লিখিত এবং তাহাও ভ্রম-
পরিপূর্ণ। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত শিববাবুকে এই প্রবন্ধ পাঠের অল্প ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে
শ্রীযুক্ত রায় বীজেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে রায় মুকুন্দদেব সুখোপাধ্যায়
বাহাদুরের পরলোকগমনে ও রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের
প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট তাঁহাদের শোকে সমবেদনা-
জ্ঞাপক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় মুকুন্দ বাবু
তাঁহার প্রাচীনগ্রন্থী ও দেশপূজ্য পিতা ৮ ভূদেব সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলাঁচ
পরিধে দান করিয়াছিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত বীজেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত লর্ড কর্ণ-
ওয়ালিসের আসনের একখানি দানবিজ্ঞপ্তির মূল দলিল (দাখল) প্রদর্শন করিলেন এবং
একটুকু পরিষদের ধন্যবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইলে সভা-
তল করা হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিত্তাভূষণ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিত্তাভূষণ, সদস্য—
রেভা: এম্ বি দাস, এক্ আর জি এম্, ৩২৬ বিডন ষ্ট্রীট, ডাক্ হোটেলে; শ্রীযুক্ত হরিকুমার
চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ কাব্যচাম্পতি, সম্পাদক, বাটাজোড় সাধারণ লাইব্রেরী, হেড পণ্ডিত
জাতীয় বিদ্যালয়, পো: বাটাজোড় (বরিশাল); শ্রীযুক্ত বিজয়র সাহা, ৭৭ গ্রে ষ্ট্রীট। প্র:—
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিত্তাভূষণ, স:—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদ:—শ্রীযুক্ত
বিমানবিহারী মজুমদার বি এ, ভাগবতরত্ন, ৩০২ আপার সাকুলার রোড। প্র:—শ্রীযুক্ত পবিত্র-
কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, স:—ঐ, সদ:—শ্রীযুক্ত বরদাচরণ দত্ত এম্ এ, ২১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
প্র:—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিত্তাভূষণ, স:—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বোব, সদ:—ডা: শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ
মুখোপাধ্যায়, ৬১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত মহারানারায়ণ পাল, ৪৩ কল্টোনা ষ্ট্রীট; প্র:—ঐ,
স:—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ:—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার দত্ত এম্ এ, সম্পাদক—“আশীর্বাদ”,
২৭ স্কিকিয়া ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল, সম্পাদক—নদীনা-সাধা-পরিষৎ,
কৃষ্ণনগর। প্র:—শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্তী এম্ এ, স:—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বোব, সদ:—শ্রীযুক্ত
রামকুমার বসু বি এল, সবজুজ, শ্রীষ্ট; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সত্যাল, এম, এ, অধ্যাপক, মুরারীচাঁদ
কলেজ, সম্পাদক, সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রীষ্ট সাধা। প্র:—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, স:—
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ:—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বোগীশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, ১ সরকার-বাই লেন।
প্র:—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, স:—ঐ, সদ:—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার, ১১ নর্থ
টোলা রোড, বেলগাছিয়া। প্র:—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, স:—ঐ, সদ:—শ্রীযুক্ত
চামেলোকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ৩৪ হোগলকুড়িয়া গদি। প্র:—শ্রীযুক্ত
হিরণকুমার রায় চৌধুরী, স:—ঐ, সদ:—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিশোহন তট্টাচার্য এম্ এ,
৪১বি, বলদেপাড়া রোড, মাণিকতলা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, উপহৃত পুস্তক—(১) ধ্রুপদ ও প্রকৃতি
তত্ত্ব-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কার্যাব্যয়ক, কান্দি—(২) পুণ্ড্র-তত্ত্ব (১ম খণ্ড), শ্রীযুক্ত
নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—(৩) তত্ত্ব-সন্দর্ভ: (৪) তত্ত্বসংগ্ৰহ, (৫) চণ্ডিকা-রাশি, শ্রীযুক্ত স্বর্গদেব
হালদার—(৬) পাশ্চাত্য-ধর্ম ও বর্তমান সভ্যতা, (৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-সংগ্ৰহ

সঙ্গীতকারী—(৬) যুরোপে তিন মাস, শ্রীযুক্ত কণীক্ষনাথ বসু—(৭) নালন্দা, শ্রীযুক্ত মণিভ-
কুমার হালদার,—(১০) অল্পভা, (১১) বাসুদেব ও রামগড়, (১২) হো-বেক গঙ্গা, শ্রীযুক্ত নরেন-
দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—(১৩) ভক্ত-শিখ, (১৪) আদর্শ মহিলা, (১৫) কবিকঙ্কণচণ্ডী (সচিত্র),
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিভাভূষণ,—(১৬) শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী, শ্রীযুক্ত নির্মলশিব
বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৭) প্রভাত-স্বপ্ন, (১৮) ভুলের খেলা, (১৯) মুখের মত, রায় শ্রীযুক্ত জলধর
সেন বাহাদুর—(২০) আমার যুরোপ ভ্রমণ, শ্রীযুক্ত ডাঃ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—(২১) রাজরাণী,
(২২) মলিন মুকুল, (২৩) শাপাবসান, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(২৪) উপাখ্যায়
ব্রহ্মবাক্য, শ্রীযুক্ত অগদানন্দ রায়—(২৫) গাছপালা, শ্রীযুক্ত মতিলাল দে—(২৬) অগোরাক, শ্রীযুক্ত
ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়—(২৭) উত্তরপাড়া-বিবরণ, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ—(২৮) পঞ্চশত,
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিবরণ—(২৯) গুপ্তরক্ষোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ,
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারিত—(৩০) উপনয়ন-সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজাপ্রয়োগ, শ্রীযুক্ত ভূজ-
ভূষণ রায়—(৩১) শ্রীনিবাসচরিতামৃত, শ্রীযুক্ত রায় ধর্মীনাথ চৌধুরী—(৩২) বঙ্গী-
সাহিত্য-সম্মিলন—১৩শ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু
বাহাদুর—(৩৩) জাতীয়-শিক্ষা ব্যবস্থার বিজ্ঞানের স্থান । শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ
বিভাভূষণ—(৩৪) ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে
উড্ডটনাগর—(৩৫) ব্যাকরণ-কোমুদী (২য় ও ৩য় ভাগ), (৩৬) গুপ্তরক্ষোদ্ধার, শ্রীযুক্ত
নগেন্দ্রনাথ সোম—(৩৭) বারাগনী, শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন মজুমদার—(৩৮) নালন্দা, (৩৯) সম্বার-
একাদশী, (৪০) নীলদর্পন, শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা—(৪১) কান্তকবি রজনীকান্ত ।
The Superintendent, Govt. Printing, India—(৪২) Memoirs of the
Archaeological Survey of India, No. 6, [The Temples at Palampet],
(৪৩) Do, Do, No. 11, [Some recently added Sculptures in the Provincial
Museum, Lucknow], (৪৪) Review of Agricultural Operations in India,
1920—21, (৪৫) Annual Report of the Board of Scientific Advice for India,
1920-21 The Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book-Depot—(৪৬)
Administration Report of the Excise Department, Bengal, for the year
1920—21, (৪৭) Bengal Legislative Council Proceedings. vol. V, (৪৮) Do.
vol. VI. (৪৯) Do. vol. VII, No 1, (৫০) Do. vol. VII. No 2, (৫১) Do.
vol. VII. No 3, শ্রীযুক্ত মুকুন্দর হালদার—(৫২) A Mid-Victorian Hindu, (৫৩)
The English Diary of an Indian Student, (৫৪) Ram Mohan Ray and
Hinduism, The Director, Geological Survey of India—(৫৫) Records of
the Geological Survey of India, vol. LIII, Part 2, 1921, (৫৬) Memoirs of
the Geological Survey of India, vol. XLVIII, with maps, রায় শ্রীযুক্ত মণিলাল বসু
বাহাদুর—(৫৭) Sir Gooroodas Banerjee, The Secretary, Smithsonian

Institution—(৫৮) Excavation of a site at Santiago Ahnitztola, D. F., Mexico, (৫৯) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1919. The Registrar, Calcutta University—(৬০) Address by Sir Ashutosh Mukherjee Kt., C. S. I. at the Annual convocation for Conferring Degrees, March 18, 1912, (৬১) Address by H. E. the Right Honourable Lawrence John Lumley Dundus Earl of Ronaldshay at the Annual Convocation, 18th March, 1912, The Surveyor General of India—(৬২) General Report on the Operations of the Survey of India, during 1920—21, শ্রীযুক্ত বনভরদ্বারী রায় বিবরণ—(৬৩) Journal of Bengal Academy of Literature, 1893—94, Vol I. (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ।)

উপহারপ্রাপ্ত পুথির তালিকা

শ্রীযুক্ত ভাৱাশ্রম ভট্টাচার্য, কোটালীপাড়া—(১) মহাভারত—বিরটপর্ক, (২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৩) উড্ডীশতন্ত্র, (৪) প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা, (৫) পদ্যকুট, (৬) কুং-প্রকরণ, (৭) কাত্তবৃত্তি-পঞ্জিকা (সঙ্ঘ), (৮) গোপাল চরিত, (৯) মনো-ভূতান্তিধান—১ম পরিচ্ছেদ, (১০) কুণ্ডিকা, শাট্যায়ন মন্ত্র প্রকৃতির ব্যাখ্যা, (১১) কলাপত্র (কলাপ-ব্যাকরণের টীকা), (১২) ব্যাখ্যাগার (কলাপের টীকা), (১৩) উদ্যোগিত (কলাপী) (১৪) পদ্যকুট, (১৫) কলাপত্র, (১৬) কাত্তবৃত্তি-পঞ্জিকা (নাম) (১৭) কলাপত্র, (১৮) কমলোদয় (রামচরিত্র-বিবরণ কাব্য), (১৯) মার্কণ্ডেয় চতুর্থী টীকা, (২০) নির্ণয়তন্ত্র, (২১) শান্তিগতক, (২২) অষ্টবোধ, (২৩) কুশল্লী, (২৪) অমরকোষ, (২৫) অমরকোষ, (২৬) শ্রীগৌরাক্ষরায়ণ। শ্রীযুক্ত মহামায়া দেবী, কলিকাতা। (২৭)—বিষদারতন্ত্র, ৩ খানি, (২৮) ভূতভায়র তন্ত্র, (২৯) ভূত-ভূত-তন্ত্র, (৩০) নিক্কল তন্ত্র, (৩১) উত্তর-তন্ত্র, (৩২) শাক্তান্তিবেক, (৩৩) সংক্ষেপ-পুরাণ-বিবিধ, (৩৪) অগ-প্রয়োগ, (৩৫) পুরাণ-প্রয়োগাদর্শ, (৩৬) অগ-প্রয়োগ, (৩৭) ষট্শ্লোক-বিবরণ, (৩৮) নিগমগতা, (৩৯) যোগসারতন্ত্র, (৪০) পুরাণ-রসোজ্ঞাস, (৪১) কর্ণবিলাক, (৪২) অনভ্যাস ও তর্পণব্যাক্য, (৪৩) দ্বারাদিকারক্রমসংগ্রহ, (৪৪) ধর্মদীপিকা, (৪৫) ভাষ্যরত্ন, (৪৬) দ্বারভাগ, (৪৭) বীরাশোভকরী (দ্বারভাগের টিপ্পনী), (৪৮) প্রাচীনত্ব, (৪৯) প্রাচীনত্ব, (৫০) নবপ্রবন্ধ-ব্যাখ্যা, (৫১) বুধোৎসর্গমাণ, (৫২) বাস্তবগতত্ব, (৫৩) প্রায়শ্চিত্ত-লক্ষণ বিচার, (৫৪) সংক্ৰান্ত-মুক্তাবলী, (৫৫) প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক, (৫৬) পুরাণ-রসোজ্ঞাস, (৫৭) তত্ত্বিত্ব, (৫৮) তত্ত্বিত্বকারিকা, (৫৯) উদ্যোগত্ব, (৬০) প্রায়শ্চিত্তত্ব, (৬১) আদিত্ব, (৬২) দত্তক-নির্ণয়, (৬৩) দত্তকোপিত, (৬৪) দত্তকত্ব, (৬৫) একাদশীত্ব, (৬৬) নগ্নিত্ব, (৬৭) কবিকল্পদ্রুম (বাহুগতি),

(৬৮) শ্রীমহাগনত—১ম বন্ধ (সটীক), (৬৯) ভগবদ্গীতা, (৭০) মহাভারত—
আদিপর্ক, (৭১) ঐ উত্তরাংশপর্ক, (৭২) কাশীখণ্ড, (৭৩) অধ্যায়-সাময়িক ।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

৩রা আষাঢ় ১৩২২, ১৭ই জুন—শনিবার, অপরাহ্ন ৬। টা ।

[আচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার জন্ম আহুত]

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই ই, এম্ এ ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ।

আচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্মৃতি-সমিতির কার্য-বিবরণ পাঠ করিলেন ।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন এবং তৎপরে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবির্ভাব উন্মোচন করিলেন ।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—
“বাল্যকাল হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সহিত আমি পরিচিত ছিলাম । ‘বঙ্গবাসী’র সম্পর্কে তাঁহার সহিত বনিষ্ঠতা জন্মে । ইন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র তখন ‘বঙ্গবাসী’র লেখক ছিলেন । সভাপতি মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন যে, অক্ষয়চন্দ্র খাঁচা বাঁধালা-নবীশ ছিলেন । আজকাল ‘স্বদেশী নন্দ-কো-অপারেশন’ প্রভৃতি হইতেছে, কিন্তু ১৮২৬ সালে ‘বঙ্গবাসী’তে তিনি দেশীয় ভাব, দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রচার ও স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য ধারাবাহিকভাবে লিখিতেন ও নিজে সেই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেন এবং এই সকল প্রচলনের জন্য বহু অর্থ ব্যয়ও করিয়াছিলেন । ইংরেজি-শিক্ষিত ও সাহেবী চালচলনের পক্ষপাতীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি ৩০ বৎসর পূর্বে “স্বার্থবাদী ও সাহেবীরা” লিখিয়াছিলেন । প্রাচীন সাহিত্য—বিশেষতঃ ছড়া-পুঁচানী রক্ষার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা সর্বজন-বিদিত ছিল । দাণ্ডারের পাঁচালী সংগ্রহের জন্য নানাবিধে অক্ষয়চন্দ্র নিজে যুরিয়াছিলেন । বড়ার এই পাঁচালী সংগ্রহের সময় আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম । অক্ষর বাবুর সময়কে বাংলায় বৈঠকী যুগ—বক্তিম যুগ অথবা Augustan Period বলা যায় । ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, রাজকৃষ্ণ, ভূদেব, হেমচন্দ্র আর অন্যান্য সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়—ইহাদের মধ্যে আলোচনা পরামর্শ হইত, বৈঠক হইত । শাস্ত্রী মহাশয় গেলেই, সে যুগের পরম্পরা বহিবে । আমাদের কথা কথিতে তাঁহার শিখাইবেন ।

এখন আর সে সম্ভবতা নাই ; বাংলার সে মজলিশও আর নাই। হেমচন্দ্র কবিতা লিখিতেন, আভ্যাস দেখাইতেন—অক্ষরচন্দ্রকে দেখাইতেন। অনেকে জানেন বঙ্কিমের “কমলাকান্তের দণ্ডের” অনেক লেখা অক্ষরচন্দ্রের। বঙ্কিমের দৃষ্টি ছিল, দেশের দিকে—অক্ষরের দৃষ্টি—দেশের শিল্প, বাণিজ্য—রোগ শোক প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে। আমরা বাহ্যকে Patriotism বলি—অক্ষরচন্দ্রের ভাষা ছিল ; দেশাত্মবোধ তাঁহারই ছিল। সে বঙ্কিমযুগ—সেই First Class Intellect-এর যুগ চলিয়া গিয়াছে। ১৮৩৭ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার একটা area র মধ্যে হালিসহর, কাঁঠালপাড়া, হুঁচড়া, বাঁশবেড়ে হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এই স্থান-টুকুর মধ্যে কেশবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষরচন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষীর উদ্ভব হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। সন্দর্ভ, ভাষা, কবিতা, গল্পপত্র প্রভৃতি নূতন পদ্ধতিতে রচনা এই সময় হইতেই শুরু হয়। আমাদের সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় সে যুগের শেষ শিবরাত্রের সন্নিভা—তিনি বাংলার প্রভুত্বের আলোচনাকে popularise করিয়াছেন। তিনি সে যুগের ব্যাখ্যাভা, পরামর্শভা, বিশ্লেষণকারীদিগের পেশ। সাহিত্য-পরিষৎ অক্ষরচন্দ্রের চিত্তপ্রতিষ্ঠা করিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর মনঃসিগণকে দেখিয়া—তাঁহাদের রচনা পাঠ করিয়া, উপদেশাবলী গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে বাঙ্গালী কোন তত্ত্বক্ষেপে হয় ত অমৃত উদ্ভাবন করিয়া দেশকে দত্ত করিবে। বৈষ্ণব-সাহিত্য ব্যাখ্যা করিয়া অক্ষরচন্দ্র অমর হইয়াছেন—“বন্দে মাতরম্” ব্যাখ্যা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অমর হইয়াছেন। বাঙ্গালী অমর ; এই সকল মহাত্মার ভাব ও প্রভাব বাঙ্গালী জীবনে অম্লহৃত হউক। আমরা সেই পথের পথিক—আমুন, আমরা তাঁহাদের কাজের ধারা বজায় রাখিবার চেষ্টা করি।

তৎপরে হুঁচড়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি মহাশয় স্বর্গীয় অক্ষরচন্দ্র লিখিত ‘ভাই হাতভালি’ নামক সন্দর্ভ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এ বি এম্ মহাশয় বলিলেন,—“অক্ষরচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় প্রথম “বঙ্কিম-উৎসবে”। তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি। বাংলার ভিতর দিয়া অনেক রকম সভ্যতার ঢেউ বহিয়া গিয়াছে। সকল ক্ষরের চিহ্নই বাংলার রহিয়া গিয়াছে। অক্ষর বাবু বলিতেন, যেখানে যাত্রা হইবে, সেখানে যাইবে। তিনি দেশীয় যাত্রা গান পাঁচালী ভাল বাসিতেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এম্ এস্ মহাশয় বলিলেন,—“আচার্য্য অক্ষরচন্দ্র আমাকে ল্যাজেটের পরিবর্তে কলম ধরাইয়াছিলেন। বাংলা ভাষার লেখাপড়ার অনুরাগ আমি তাঁহারই প্রভাবে অর্জন করিয়াছিলাম। তিনি আদর্শ হিন্দু ছিলেন ; চরিত্রও তাঁহার আদর্শ ছিল। তখনকার প্রবীণ লেখকগণের মধ্যে একুপ চরিত্রবান লোক বিরল ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার মুগ্ধকী হইয়াও তিনি সেই কালের স্বদেশী ভাবের অন্ততম শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ছিলেন ; ৮তমের প্রথম আচার্য্য।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—“আচার্য্য অক্ষরচন্দ্রের বিষয়ে আমার পুরন্বী মনীষী বঙ্কিম অনেক কথা বলিয়াছেন। অক্ষরচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির অন্ততম সভ্যরূপে সাহিত্য

মহারথী অক্ষয়চন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দুই এক কপা বলিব মাত্র। অক্ষয়চন্দ্রের রচনার বিশিষ্টতা ছিল—তাঁহার সমালোচনায় ও অম্বাদে। সমালোচকের মত কটমট ভাবা তাঁহার ছিল না। ‘বীণাপাদি’ মাসিকপত্রে প্রকাশিত ‘ঈষরোপাসনা’ নামক প্রবন্ধে সমালোচনায় ‘পূর্ণিমা’ মাসিকপত্রে অক্ষয়চন্দ্রের ঐ প্রবন্ধেব কঠোর দুর্য্যোধ্য ভাবার প্রতি কটাক্ষপাত বিশেষ প্রাধান্যবোধ্য। অম্বাদেব ক্ষমতার একটু পরিচয় দিতেছি। এদেশে এক চা-কর ইংরেজ কোম্পানী চা প্রচলনের বিজ্ঞাপন দিবার জন্য এই কথাটি কতিপয় সাহিত্যিকের নিকট অম্বাদেব জন্য পাঠাইয়াছিলেন,—“A cup that cheers but does not inebriate” অনেককেই অম্বাদ করিয়াছিলেন। বক্রিমচন্দ্রও অম্বাদ করিয়াছিলেন এবং বক্রিমবাবুই অম্বাদ-গুলির পরীক্ষক নির্ধারিত ছিলেন। তিনি অক্ষয়চন্দ্রেব অম্বাদই শ্রেষ্ঠ অম্বাদ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। অক্ষয়চন্দ্র অম্বাদ করেন,—“তাতার কিন্তু মাতার না।” আর অম্বাদক ছিলেন,—অক্ষয় কুমার দত্ত ও পরে মহাকবি গিবিশচন্দ্র বোষ—তাঁহার ম্যাক্বেথ অম্বাদেব উজ্জল দৃষ্টান্ত।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়দাদী খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা সকলেই বলিলেন—তিনি খাঁটি হিন্দু ছিলেন কি না, তাহা কেহ বলেন নাই। প্রথম বক্রিম-উৎসবের সময় অক্ষয়দাদী আমাদের বাড়ীতে (বক্তা ৮ বক্রিমচন্দ্রের ভ্রাতৃপুত্র—৮ সম্ভবচন্দ্রের পুত্র) ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধর্মবিষয়ে সাম্প্রদায়িক ভাবটা ভাল কি না? তিনি বলিলেন,—শাক্ত বৈষ্ণব একরূপ সম্প্রদায় হইলে বলিতে পারি না। উপাসক-সম্প্রদায় পড়িয়াছে? অনেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের উল্লেখ উহাতে আছে। উহা হইতে বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায়—যথা, ইংরেজ মুসলমান প্রভৃতিদের ধর্ম আলোচনা করিলে বলিতে পারি। আমি বলিলাম,—আপনার সাম্প্রদায়িক ভাব দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন,—গীতার “যে যথা মাং” ইত্যাদি শ্লোকটার অর্থ বেশ বুঝিতে পারিলেই হইল। তাঁহাকে কলিকাতা হইতে কদমতলা পর্যন্ত রাস্তার ধারে নানা দেব দেবী ও বিভিন্ন ধর্মের মন্দিরের নিকট সমন্বয়ে মস্তক নত করিতে দেখিয়াছি। এই কথা শ্রবণ করাইয়া দেওয়ার, তিনি বলিলেন—“তবে বুঝে নাও, আমি কি?” তাঁহার রচনার সম্বন্ধে আমার বেশী বক্তব্য নাই। তাঁহাদের সময় আমরা করকণ জ্যাঠা সমালোচক ছিলাম। তাঁহার “উদ্বীপনা” নামক সন্দর্ভটি পড়িলে চমৎকৃত হইতে হয়। উহার ভাব John Stuart Mill হইতে গৃহীত হইয়াছিল। এই রচনাকে নকল কে বলিবে? তাঁহার অতিথি-সংকার করার কথা আপনারা সকলেই জানেন। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনের সময় পাঁচ দাদা ও অনেক সাহিত্যদেবী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন রাত্রি আমরা যে কি ভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহা ভুলিব’র নয়।”

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিত্বষণ মহাশয় বলিলেন, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র আমার বন্ধোৎসাহী। চুঁচুড়ার এক পাড়াতেই আমাদের বাস। তাঁহার বাড়ীর নিচট কবরগাছ ছিল বলিয়া পাড়ায় নাম ‘কবরতলা’ হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রাচীন সাহিত্য সংরক্ষণের জন্য বর্গীর সারস্বতের মিত্র বহাণের সহিত অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞাপিতর পত্রাবলী প্রকাশে তিনি সারস্বতবাবুকে বিশেষ সহযোগ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস,

কবিকল্পের চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যের উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশনের অল্প কালি মধ্যেই পরিচয়
কল্পিতাছিলেন।

শ্রীযুক্ত স্বর্ষাকুমার অগস্তি এম্ এ, পি আর এম্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ
দান করিলে পর, সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রী অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

বাঙ্গালী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, সম্পাদিত

ঐশী ভগ্নোৎসব, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সুখ্যাতি পভামুদ্রক, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত পদরত্নর গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের এসিষ্ট অধ্যক্ষের সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিম্নরোজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অত্যুত পরিশ্রম ও চেষ্টার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্তাদের যে বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ৬২৩টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ণ সংকলনটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিষ্ণাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্তার উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, হরহৃদয়ের পাদটাকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালী-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালী-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, হন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী সাহিত্যে দুর্লভ। বিবক-হুচী, পদ-হুচী, রস-হুচী, ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-হুচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। একরূপ সুপ্রাণী-সজ্জ নানা হুচী বাঙ্গালী সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সম্বলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দ-হুচী দ্বারা চিরায়ত্ব প্রাধান্য পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদূষিত হইবে; সুতরাং উহা যে পদাবলী-পাঠকমাত্রেরই সমাকরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানান্তর হেতু এ স্থলে ঐতিহাসিক চরিত্রটি অতিমত নিরে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

“আপনার সম্পাদিত “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী” উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। “বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশ-কার্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃত্ত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাজেই স্বীকার করিবেন।”

শ্রীযুক্ত “সমুদ্রবাজার পত্রিকা” লিখিয়াছেন,—

“We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A.; viz., “Aprakashita Padaratnavali.” The editor Satis Bahu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of “Sree Gita Govinda” and “Rasamanjari” as well as his voluminous critical edition of “Padakalpataru” published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work “Aprakashita Padaratnavali” is an outcome of Satis Bahu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection, in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava

Padavalis, including poems by nearly thirty unknown 'pada'-kartistas and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual has written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and index of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double-columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, বনশ্রাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাশয়ের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা ও চারিটি-হুটী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকা ও তাঁহার কবিত্ব-রস-গ্রাহিতার বিশেষ চোতক। হুটীগুলিতে তিনি বহুই পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল হৃৎকর উচ্চারণের অন্তরায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরস সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বুদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত-সুখবির রচনা-চাতুর্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরসাবলী ভগবন্তকৃপণের কণ্ঠভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব পদকর্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টার সংগ্রহ করিয়া এই পদরসাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাশৈলী ও বিশেষ অর্থযুক্ত পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরসাবলীর বিস্তৃত হুটী বাংলা বইএ তুল্য নবপ্রবর্তন। পদরসাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্তাদের পদ বাস্তবিকই রসাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভার সমুজ্জল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাজেরই সমাদর লাভ করিবে।"

সোয়া তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠায়ুক্ত বহু গ্রন্থের বহন প্রচার কামনার সূচনা মাত্র ২৫ হুই টাকা করা হইয়াছে।

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম্ এ, ধামগড়, পোঃ বারপাড়া (টাকা)—ঠিকানাঃ অথবা ২০৩১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রীট, সংকল্প প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্য।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, প্রণীত গ্রন্থ

১। ব্যাকরণ-পরিচয়—মূল্য ৬০ বার আনা।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত ষাট বাংলা ব্যাকরণ।

২। স্বভাব-চিত্র—মূল্য ১০ আট আনা।

স্বর্গীয় বিভাসাগর মহাশয়-রচিত কথামালার অঙ্করণে বাংলা গল্প লইয়া লিখিত বাংলা বালিকাশিক্ষার উপযোগী সচিত্র পুস্তক।

গ্রন্থকারের নিকট ৫২নং শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামতঃ—

“যেক্ষণ বিবরণ ইহাতে সিপিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়। ... গ্রন্থ দ্বারা বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।”—“নব্য-ভারত”, ৫তম ১৩২৬।

“ইহাতে শ্রীধাম বন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সম্মিলিত হইয়াছে। ... বর্ণনা-কৌশল এক জন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে আচ্ছাদিত।”—“ভারতবর্ষ”, বৈশাখ, ১৩২৭।

“ইহা বন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ। ... বন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আগাদের জাতিবৎ এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।”—“মানসী ও মর্শ্বাবাসী”, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

“ভীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই।”—“প্রবাসী” আবার, ১৩২৭।

“বন্দাবন সম্বন্ধে এক্ষণ গ্রন্থ বাংলায় নাই বলিলেও চলে।”—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

“The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us, and it would contribute to the addition to our literature.”—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

“The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly servicable to those who are interested in Brindaban—its past history and present position.”—The Bengalee, 9th May, 1920.

“To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademecum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading.”—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বন্দাবন-কথার মূল্য—২১০

পত্রিকার সমস্তপক্ষে—১৫০

ভাটখোলা-প্রত্নতত্ত্ব।

প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্য-পরিষৎ সন্নিবসন।

২৪৩১, আগার মার্জার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

মূল্য—সবস্তের ও সাধারণের পক্ষে

মূল্য—সবস্তের ও সাধারণের পক্ষে

*১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অব্যেধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)	১০, ১১	*৩৪। ঐতরের ব্রাহ্মণ	
*২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী		৩৫। কবি হেমচন্দ্র	১০/০
*৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত		৩৬। রামায়ণচাৰ্য্যের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	১০/০
*৪। ছুটীখানের মহাভারত		৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২/০, ১০/০
৫। বলদ্বীপী দাসের জয়দেবচরিত্র	৮/০, ১০	৩৮। শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩৮/০, ৫৪/০
৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	১০, ১০	*৩৯। মহিলা ব্রতকথা	
*৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল		*৪০। রামায়ণিক পরিভাষা	
*৮। মালিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল		৪১। কল্পপুরাণ	১০/০, ১০
*৯। ভাগবতচাৰ্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী		৪২। জ্যোতিষ দর্পণ	১১, ১০
*১০। গৌরপদতরঙ্গিণী	২১, ২১	৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ	১০/০, ১০/০
*১১। কালীপরিক্রমা		৪৪। দুর্গামঙ্গল	১০, ১১
*১২। নরোত্তমের রাধিকার মনভঙ্গ		৪৫। সঙ্গীতরাগকল্পকুম	২৫, ৩০
*১৩। রামায়ণ-তত্ত্ব		*৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী	২১, ৩১
*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল		৪৭। তীর্থ-মঙ্গল	১০/০, ১০/০
১৫। বৌদ্ধধর্ম	১০, ৮০	৪৮। মুগলুক	৮/০, ১০/০
১৬। গীতার ঈশ্বরবাদ	১১, ১০	৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি	৮/০, ৮০
*১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রমা		৫০। পদকল্পতরু (১—২ খণ্ড)	২০, ৩০
১৮। শব্দ ও শাক্যমুনি	১০, ৮০	৫১। সরস্বতী সোভাজরীণ	
*১৯। অব্য-রসায়নী বিভা ও ভাটার উৎপত্তি		৫২। মুগলুক সংবাদ	৮/০, ১০
*২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র		৫৩। তীর্থভ্রমণ	১১, ১০
*২১। রত্নমাই পণ্ডিতের শূভপুরাণ		৫৪। গঙ্গামঙ্গল	১০, ৮০
*২২। মিলনপঞ্জঃ		৫৫। বৌদ্ধগান ও দোহা	৩১, ৩১
*২৩। নরহরি চক্রবর্তীর অবদীপ-পরিক্রমা		৫৬। ধর্মপূজা-বিধান	১০, ৮০
*২৪। বিভাপতির পদাবলী	৩১, ৪১	৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাক্ষালিকা	৮০, ১১
২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩, ৩০	৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	২১, ২৪
২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস	২৪, ২৪	৫৯। জ্ঞানদাগর	১০/০, ১০
২৭। করিমপুরের ইতিহাস	১০/০, ১০/০	৬০। সারদামঙ্গল	১০, ৮০
*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ		৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১১, ১০
*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু		৬২। গৌরদ-সন্ন্যাস	১০, ৮০
*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিভাসাগর		৬৩। জায়দর্শন (১—২ খণ্ড)	৩৮, ৫০
৩১। বিজুসুতি-পরিচয়	৮/০, ৮০	৬৪। গৌরকবিজয়	১০, ৮০
৩২। মারাপুরী	৮/০, ১০	৬৫। শ্রীকৃষ্ণবিলাস	১০, ৮০
৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	১০, ১১	৬৬। সর্বসংবাদিনী	২৮, ৩০
		৬৭। মনোবিজ্ঞান	২৮, ৩০

জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি—তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ক্রয়ইয়া গিয়াছে।

উনত্রিংশ ভাগ]

[তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—○—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

—○—

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। বৈদিক ভাবায় শব্দের সুর (২) ...	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	৯৫
২। খ্রিষ্টপ-বিউজিয়নের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র ...	শ্রীযুক্ত ডাঃ হুম্মীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্	১০২
৩। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	১—১৬
৪। মাসিক কার্য-বিবরণ	১৫—১৭। ১—৬

বিশেষ দৃষ্টব্য—সমস্তপত্রের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে বখাসময়ে কার্যালয়ে
সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি বিশেষ বর্ষব্যাপী প্রচেষ্টার একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও ত্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবার তিনি যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার চূড়ান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ত্রায় সাহিত্য-সন্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই চুই অমুঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সমুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে স্পর্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গাল সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাজেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ, তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরতিমানী, সদাগ্রহণ, অক্লান্তকর্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয়ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সন্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সমস্তগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অমুগ্রহপূর্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার-সহক-শ্রুতিত তথ্যাদি নির-বাক্যকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই আবশ্য-কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অমুগ্রহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪০১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

ত্রীনলিনীরঞ্জন গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

বৈদিক ভাষায় স্বরের স্তর *

(২)

স্ববস্ত-স্বর

স্ববস্তি স্বরসমূহে স্ববস্ত-প্রত্যয়-সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়। ভাষাবিজ্ঞান-শাস্ত্রে প্রবল ও দুর্বল (Strong and Weak)-রূপে কারক দ্বিবিধ। যে সকল কারক অতি মৌলিক, অর্থাৎ বাহ্য না হইলে কোনও ভাষারই কাজ চল না, তাহাদিগকে প্রবল কারক বলা হয়। সে হিসাবে কর্তৃকারক ও কর্মকারক প্রবল বলিয়া গণ্য। অন্য সকল কারকই দুর্বল। প্রবল কারকে প্রাতিপদিকের কোনও অংশের সংস্কার হয় না; কিন্তু দুর্বল কারকে প্রাতিপদিকের আকারের স্তর হইয়া পড়ে। ইহার একমাত্র কারণ, স্ববস্তিত্বের প্রভাব। প্রবল কারকের প্রত্যয় দুর্বল, অর্থাৎ প্রত্যয়ে স্বর থাকে না। দুর্বল কারকে প্রত্যয় প্রবল ও স্ববস্তু। সংস্কৃত (বৈদিক ও লৌকিক) ভাষায় প্রথম ও দ্বিতীয়ের একবচন ও দ্বিবচন এবং প্রথমার বহুবচন প্রবল কারক; অর্থাৎ এত সকল স্থানে প্রাতিপদিকে স্ববস্তি এবং প্রত্যয় স্বব-
 বিহীন। কিন্তু যে সকল স্থানে প্রাতিপদিকের অন্ত্য স্বরে স্বর থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে প্রাতি-
 পদিকের অন্ত্য স্বর ও প্রত্যয়ের স্বর একত্র হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রত্যয়ের স্ববস্তি স্বর প্রবল
 হইত, প্রাতিপদিকে স্বর থাকতেও তাহাই হয়, কোনও প্রভেদ থাকে না। ব্যঞ্জনাদি স্বরত প্রত্যয়-
 সমূহকে মধ্যম কারক ও স্বরাদি প্রত্যয়সমূহকে দুর্বল কারকের প্রত্যয় বলা হয়। সাধারণতঃ
 দুর্বল কারকের স্বর প্রত্যয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে অনেক স্থলেই প্রাতিপদিকের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন
 হয়। ভাষাবিজ্ঞানে এইরূপ হ্রস্ব-বৃদ্ধিকে ablaut বা স্বরক্রম (vowel gradation)
 বলে। এই ablaut বা স্বরক্রম-প্রণালীর সংস্কারশীলতার অধিক উদাহরণ গ্রীক ভাষাতেই
 পাওয়া যায়। তবে আমাদের সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার প্রভাব অল্প নহে। ভিত্তান্ত স্বরেও এই
 প্রকারের হ্রস্ব-বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে*। ধাতুস্বরের গুণ-বৃদ্ধি ও লোপ-প্রাপ্তির হেতুও
 এই স্ববস্তি। মৌলিক সংস্কৃতে স্বরের স্বর না থাকিলেও পদ-গঠনে স্বরপ্রক্রম অকুর আছে,
 অর্থাৎ বৈদিক ভাষায় স্বর-প্রভাব-মাত্র হ্রস্ব-বৃদ্ধির কালে যে পদের যে রূপ হইয়াছিল, লৌকিক
 ভাষায়ও তাহাই ছিল। স্ববস্ত স্বরের স্থিতি-বিষয়ে হইকারিত্তি সাধারণ কথা ছাড়া আর
 বেশী কোনও বিধি প্রণয়ন করা যায় না। কারণ, এখানে স্ববস্তিত্বের বহু ব্যতিক্রম। সুতরাং
 সাধারণভাবে স্ববস্তিত্বের বিষয়ে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি কথাই বলিতে পারি। তার পর
 বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অঙ্গান্ত কথা বলিব।

* ১৯১০-১১ সালে প্রকাশিত-পরিষদের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে পৃষ্ঠা ১।

১৯১০-১১ সালে, ১০২০, ১১ সংখ্যা—১৪ পৃ।

ক। একাক্ষর (monosyllabic) প্রাতিপদিকের দুর্বল ও মধ্য কারকে (in middle and weak cases) প্রত্যয়ে স্বরহিতি। না^১বা, নো^১বু, বা^১টি, বা^১তা^১ম, নো^১ভ্যা^১ম, ইত্যাদি।

খ। কতিপয় একাক্ষর প্রাতিপদিকে সকল কারকেই প্রাতিপদিক স্বর। গো^১তিঃ, গ^১বাম্, গো^১বু। দ্বিতীয়ার বহুবচনে কোথাও কোথাও (প্রাতিপদিক ও প্রত্যয়) উভয়ই স্বরহিতি।

গ। অনেকাক্ষর ব্যঞ্জনান্ত প্রাতিপদিকের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকেরই দুর্বলতম কারকে প্রত্যয়-স্বর। অজ^১জ প্রাতিপদিক স্বর। তু^১মতা^১, তু^১মতা^১ম, তু^১মতো^১, তু^১মতে^১, মহ^১তা^১, দারঃ, দু^১হ্মেঃ ; কিন্তু তু^১মত্যা^১ম, তু^১মৎ^১হ্ম, মহ^১ৎ^১হ্ম, তু^১মতিঃ।

ঘ। অন্ত্যাক্ষরে স্বরবান্ অনেকাক্ষর প্রাতিপদিকের অন্ত্যাক্ষর বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে, প্রাতিপদিকের স্বর স্বরাদি-প্রত্যয়ের প্রথম স্বরে অপসৃত হয়। মহি^১মন্ হইতে মহি^১রা ; অগ্নি^১—অগ্নোঃ ; ধেনু^১—ধেবা^১ ; পিতৃ^১—পিত্রা^১ ইত্যাদি।

ঙ। ই, উ এবং ঞ্কারান্ত (এবং ঞ্গবেদে ঙ্কারান্ত) অনেকাক্ষর প্রাতিপদিকের বঙ্গীর বহুবচনে (আ^১ম্ বা না^১ম্) প্রত্যয়ে স্বরহিতি হয়। অগ্নী^১না^১ম্, ধেনু^১না^১ম্, দাতৃ^১ণা^১ম্, বহ্নী^১না^১ম্। সংখ্যাচক শব্দ ঞ্কারান্ত হইলেও এই নিয়ম। পঞ্চা^১না^১ম্ দশা^১না^১ম্। সপ্তা^১না^১ম্। অষ্ট^১(নু) শব্দের সর্গবিকৃতিতেই প্রত্যয় স্বর : অষ্টে^১, অষ্টা^১তিঃ, অষ্টা^১ভাঃ ; অষ্টা^১না^১ম্। কিন্তু অষ্ট শব্দের দ্বিতীয় স্বরের বৃদ্ধি না হইলে, সেই স্বরেই স্বরহিতি হয়। অষ্ট^১, অষ্টে^১তিঃ, অষ্টা^১ভাঃ, অষ্ট^১হ্ম।

চ। সম্বোধন পদের স্বরের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে^২

ছ। ঞ্কারান্ত শব্দে স্বরহিতি স্ত-ব্যবস্থিত, অর্থাৎ সকল বিকৃতিতেই একখানে স্বর।

একবচন :-

	পুংলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	মপুংসকলিঙ্গ
প্রথম	কামঃ	দেবঃ	আত্মম্
দ্বিতীয়া	কামস্	দেবস্	আত্মস্
তৃতীয়া	কামেন	দেবেন	আতেন
চতুর্থী	কামার	দেবার	আতায়

১। রা (মারী), গো (আকাশ), বু (নর), কন্ (পুত্রী), তন্ (বিভার) রন্ (আমল), বন্ (জল),
কন্ (আলোক), ত্ (ভারক), ক্ (অরণ্য), হ্ (পর্বত-নিধর), ব্ (বৃষ) ইত্যাদি শব্দে এই নিয়ম।

২। সা প পত্রিকা, ১৩২৩, ১ম সংখ্যা—১৪ পৃ।

	পুংলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	নপুংসকলিঙ্গ
পঞ্চমী	কামাৎ	দেবাৎ	আত্মাৎ
ষষ্ঠী	কামত	দেবত	আত্মত
সপ্তমী	কামে	দেবে	আত্মে
সম্বোধন	কাম	দেব	আত্ম

দ্বিষষ্ঠ্যঃ—

কর্তৃ-কর্ম-সম্বোধন	কামৌ	দেবৌ	আত্মৌ
করণ-সম্প্রদান-অপাধান	কামাত্মাম্	দেবাত্মাম্	আত্মাত্মাম্
ষষ্ঠী-সপ্তমী	কাময়োঃ	দেবয়োঃ	আত্ময়োঃ

বহুবচনঃ—

প্রথমা	কামাঃ	দেবাঃ	আত্মানি
দ্বিতীয়া	কামান্	দেবান্	আত্মানি
তৃতীয়া	কামৈঃ	দেবৈঃ	আত্মৈঃ
চতুর্থী-পঞ্চমী	কামেভ্যঃ	দেবেভ্যঃ	আত্মেভ্যঃ
ষষ্ঠী	কামানাম্	দেবানাম্	আত্মানাম্
সপ্তমী	কামেবু	দেবেবু	আত্মেবু

অকারান্ত ঐতিপদিকের কয়েকটা প্রাচীন (বৈদিক) স্মৃতি রূপ ;—

একবচনঃ—তৃতীয়া রবধেনা, যজ্ঞা। ষষ্ঠী—অবসিআ।

দ্বিষষ্ঠ্যঃ—কর্তৃ-কর্ম—দেবা। ষষ্ঠী-সপ্তমী—পত্ন্যোঃ (পত্ন্যা হইতে)।

বহুবচনঃ—প্রথমা ও সম্বোধন (পুং)—দেবাঃ ; (নপুং) যুগা। তৃতীয়া—দেবেভিঃ। ষষ্ঠী—চরখাম্, দেবানঅম্।

ত্রীনিদে অরহিত্তির বৈশিষ্ট্য নাই,—অমিত্র—অমিত্রী ; মারুত—মারুতী ; নবদশ—নবদশী ;
ত্রিশস্তম—ত্রী। কেবলা—কেবলী ; উগ্রা—উগ্রী ; পালা—পালী।

অ। ইকারান্ত ও উকারান্ত ঐতিপদিক :—(অরহিত্তি বাবহিত্তি)।

একবচনঃ—

কর্তৃঃ	কর্মঃ	গতিঃ	ধেয়ঃ	ব্যয়ি	যমু
--------	-------	------	-------	--------	-----

অগ্নিঃ	শক্রঃ	গতিঃ	ধেনুঃ	বারি	মধু
অগ্নী	শক্রা	গত্যা	ধেন	বারিণী	মধুনা
অগ্নয়ে	শক্রবে	গতয়ে, গতিভ্য	ধেনবে, ধেনুভ্য	বারিণে	মধুনে
অগ্নেঃ	শক্রোঃ	গতঃ, গত্যাঃ	ধেনোঃ, ধেনাঃ	বারিণঃ	মধুনঃ
অগ্নৌ	শক্রৌ	গতৌ, গত্যাং	ধেনৌ, ধেনাং	বারিণি	মধুনি
অগ্নে	শক্রো	গতে	ধেনো	বারিণি, বারি	মধো মধু

ক্রিয়বচন :-

একি	অগ্নী	শক্র	গতী	ধেনু	বারিষ্ঠী	মধুনী
তু চ-প	অগ্নিত্যাম্	শক্রত্যাং	গতিত্যাং	ধেনুত্যাং	বারিষ্ঠ্যাম্	মধুত্যাং
ব-স	অগ্নোঃ	শক্রাঃ	গত্যোঃ	ধেনোঃ	বারিণোঃ	মধুনোঃ

বহুবচন :-

অগ্নয়ঃ	শক্রাঃ	গতয়ঃ	ধেনবঃ	বারিণি	মধুনি
অগ্নীন	শক্রান্	গতীঃ	ধেনুঃ		
অগ্নিভিঃ	শক্রতি,	গতিভিঃ	ধেনুভিঃ	বারিণিভিঃ	মধুভিঃ
অগ্নিতাঃ	শক্রতাঃ	গতিতাঃ	ধেনুতাঃ	বারিণিতাঃ	মধুতাঃ
অগ্নীনাম্	শক্রণাম্	গতীনাম্	ধেনুনাম্	বারিণীনাম্	মধুনাম্
অগ্নিষু	শক্রেষু	গতিষু	ধেনুষু	বারিণিষু	মধুযু

কয়েকটা বিশিষ্ট রূপ :- ইচ্ছাক্রান্ত ১ একবচন তু (পুং) রথ্যা (রথি হইতে),
 উর্জি। তু (স্ত্রী) — অতিষ্ঠা, উতিষ্ঠা, স্তুতি। চ (স্ত্রী) — উতী ; (নপুং) ওচরে। প-ব (পুং)
 অগ্নিঃ। প-ব (স্ত্রী) কৃমিভাঃ। প-ব (নপুং) কুরেঃ। স (পুং) অগ্নী। (স্ত্রী) উর্জিতা, বৈদী,
 ধনপতি, (নপুং) অগ্নিতা। দ্বিবচন :- ব-স (পুং) — হরিণঃ। (স্ত্রী) বারিণঃ।
 বহুবচন :- এ (স্ত্রী) কৃমি। (নপুং) ততী, কুরি, কুরিণি। ইচ্ছাক্রান্ত
 একবচন — এ (নপুং) উরু, উরু। বি (পুং) অভোরম, স্তেজঃ, পর্বা।

জাতিঃ	ধীতিঃ	তুতিঃ
জাত্যঃ	ধীত্যাঃ	তুত্যাঃ
জানাম্, (জাম্)	ধিরাম্, ধীনাম্	তুভাম্, তুনাম্
জাত্ব	ধীযু	তুযু

(১) নতুবা নতুবা নতুবা নতুবা নতুবা এই সকল শব্দের স্বরস্বিত্ব ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনও বিভক্তিতেই প্রত্যয়ে স্বর অপসৃত হয় না।

স্থিতিঃ; -ধিরম্, -ধ্যম্ (জী); -ধিরা, -ধ্যা; -ধিরে -ধ্যো; -ধিরঃ -ধ্যা; -ধিরা, -ধ্যা; -ধিরো, -ধ্যো; -ধীভ্যাম্; -ধিরো: -ধ্যো:; -ধিরঃ, -ধ্যা:; -ধীতিঃ; -ধীত্যাঃ; -ধিরাম্, -ধীনাম্, -ধ্যাম্; -ধীযু।

কয়েকটা অনেকাক্ষর সমস্ত পদ—অবদ্য-ভিরা (৭°), আধিআ (অথ°), শূতপান্, বরোদৈঃ, রিরথিতিঃ; ধনসৈঃ (সব ঋথেসে); বেবশ্রিঃ (ঠৈ° স°) অহ্রয়ঃ (৭°), গণ-প্রতিঃ (৭°), কর্মনি (শত°ত্রা°), গজন-ভাঃ (৭°), সেনানিভাঃ (বাক°) গ্রামগিতিঃ (ঠৈ° ত্রা°) স্পৃশ্ণা (অথ°) শিতিভবৈ (ঠৈ° স°)। প্রজা, স্বধা, প্রভা, প্রতিনা। আকারান্ত পুংলিঙ্গ—পহা, মহা, ঋতুকা, উশনা (উশনা ১২° উশনে ১১১) মহা জাতা (কাঠামো), [জাতাত্ম পাওরা গিয়াছে।]

জৌলিঙ্গে অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্বিত্ব কল্যাণ—কল্যাণী; পুরুষ—পুরুষী; বনী, ননী, গন্বী, হবী, চরণী, চরিকু, জিহ্বাস্থ, মধু, অগ্রা (অগ্র), পদাক্ (পদাক্), ঋক (ঋক), নৃত্, তনু, বধু, চমু, প্রাশু, কুকদাশু, মক্।

জৈকারান্ত পুংলিঙ্গ রবী, প্রাবী, তরী, অহী, আপবী। রবী, রবিজা, রবিজঃ। রবিজম্। রবিজা (রবীভ্যাম্), (রবীতিঃ), (রবীত্যাঃ)। রবিএ। রবিজঃ (রবিজঃ) রবীনাম্। রবীযু রবী।

পহা: প্রকৃতি ব্যঞ্জনান্ত বলিরা পরিগণিত। প্রবলরূপ পিচ্ছন্, মধ্যম—পিচ্ছি—হর্জল—পিচ্ছ —। পহা: প্হানম্ প্হানো প্হানঃ। পথিতাম্ পথিতিঃ পথিত্যাঃ পথিযু। পথা

১। জা শব্দের সপ্তমীর একবচন ও বহী-সপ্তমীর বিবচন ভিন্ন অন্ত প্রয়োগ পাওরা যায় নাই। ইহা হাজা আকারান্ত একাক্ষর পদ কেব পাওরা যায় নাই।

২। ব্যক্তিরক—তবিবী, গরুকা, গলিকী, রোহিণী।

পথে পথঃ পথি, পথঃ (পথঃ) (২রা বহু°) পথাম্ ॥ ঋথেনে পথাম্ (২রা ১ব°) পথঃ (১মা বহু°)।
 পথি হইতে পথয়ঃ (১মা বহু°) পথীনাম্ (৬ষ্ঠী বহু°); পাথঃ (২রা বহু°—একবার মাত্র ঋথেনে)।
 এইরূপ মথীনাম্, মথাম্ (২।১); ঋতুকণম্ (২।১) ঋতুকণঃ (১। বহু°)।

বিভিন্ন প্রভৃতিতে নদী প্রভৃতি শব্দের বিবিধ রূপ ও স্বরস্থিতি—নদীম্, নদীনা, নদীএ, নদীম্; তরুণম্, তরুণা, তরুএ, তরুণঃ, তরুই; কিশু নদাম্, তরুই ইত্যাদি। চন্দ্র প্রভৃতির
 কক্ষাও এইরূপ বলিয়া গণ্য।

ঞ। বিশেষণে সাধারণতঃ অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি পান, পানী, পানী।

ট। ঋকারান্ত শব্দে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দের ভ্রার স্বরস্থিতি। অন্ত্য শব্দের স্তর থাকিলে
 তাহা কেবলমাত্র বহীর বহুবচনে প্রত্যয়ে অপসৃত হয় (বা হইতে পারে)। স্বর প্রত্যয়ে অপসৃত
 হইলে কখনও কখনও (বৈদিক ভাষায় বহু স্থলেই) ঋ স্থানে ন্ হয়। ন্ ও ত্ব শব্দে একাক্ষর-
 ধর্মের ব্যতিক্রম দেখা যায়—নৃতিঃ, নৃযু, নরি, নরে; ত্বতিঃ। বহীর বহুবচনে নরাম্, নৃণাম্,
 স্ত্রীণাম্ (ঋ°), স্ত্রীণাম্, ধাতুণাম্। কতিপয় ঋকারান্ত শব্দঃ—দেব্ (পুং), স্ত্রী (স্ত্রী), ননাম্ (স্ত্রী),
 ন্ (পুং), ত্ব (পুং) (১মা বহু°ভারঃ), উন্য (স্ত্রী) (৬।১ উন্যঃ), মাতৃ, ছহিতৃ, বাতৃ, কতৃ (৭মী
 কতরি ও কতরী), ক্রোহি (শৃগাল)। কতৃ-কর্ম-দ্বিবচনে মাতারা স্তারী, পিতরা; ২রা-বহু-
 বচনে পিতরঃ, মাতরঃ; ২রা-বহুবচনে মাতৃনু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বৈদিক প্রয়োগ। নপুংসক-
 লিঙ্গ ঋকারান্ত শব্দের বহুল প্রয়োগ ব্রাহ্মণের যুগে। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ উদ্দেশ্য-বিধের-ভাবে
 নপুংসক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মাতৃ, ভ্রাতৃ, (পুং ভ্রাতৃ), অনরিহ (অন্তরিকম্ পদের
 বিশেষণরূপে এই দুইটা পদ তৈ° ব্রাহ্মণে প্রযুক্ত হইয়াছে; সেইরূপ নক্ষত্রাণি পদের বিশেষণ
 ভ্রাতৃণি ও অনরিহুণি)।

ঠ। ব্যক্তনাম শব্দেই ত্রিবিধ (প্রবল, মধ্যম ও দুর্বল) রূপের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।

(অ) ধাতু প্রাতিপদিক—বাচ্, অজ্, যুজ্, ত্রিশ্, উজ্, গির্, আ-শির্, তির্, জুর্, তুর্, ধুর্, পুর্
 যুর্, জুর্, ক্ষুর্, ক্ষুর্, চিহিৎ, ববীযুৎ, বনীবন্ সন্তজ্, অশ্বগৎ, ছাগৎ, নবগৎ, সংহৎ, জগৎ, ষচ্,
 পথ্, জন্ অণ্, বান্, বাহ্, আস্, কহুত্, কহুৎ। আবৎ উদ্বৎ সংবৎ। উপরতাৎ দেবতাৎ সভ্যতাৎ
 সর্বাৎ। অবৎ মশৎ বহৎ সচ্চৎ বাঘৎ। বকৃৎ শকৃৎ। হিংশৎ। হৃবদ্ ভগদৃ বনদ্ শরদৃ।

অনু ভাগান্ত ভিন্ন অল্প প্রকৃতির বহু শব্দও অনু ভাগান্ত শব্দের ভায় রূপ প্রাপ্ত হয়। অহন্ অহন্; উধন্—উধন্—উধন্; অহি—অহন্; অক্ষি—অক্ষন্; দধি—দধন্; বধি—বধন্, শক্—শকন্; ইত্যাদি।

(উ) ইন্, মিন্ ও বিন্ ভাগান্ত ভুক্ত শব্দ। এই সকল শব্দও অ-জ্ঞোল্লিঙ্গ। এই সকল শব্দে ইন্ বিন্ ও মিন্ প্রত্যয়ের ই-কারে স্বরস্থিতি।

(উ) (১) অৎ ও অন্ত্ ভাগান্ত কৃদন্ত শব্দ। এই সকল শব্দে ধাতুর গণ অনুসারে স্বরস্থিতি। অনিরমের উদাহরণ বেশী নাই। তিঙন্ত প্রকরণে এ বিষয় বলা হইয়াছে। শেব স্বরে স্বরবান্ কতিপয় শব্দের স্বর দুর্বল রূপে প্রত্যয়-স্থ হইয়া যায়। অদন্ অদতে, অদন্তঃ, অদন্তি।

(২) মন্ত্ ও বন্ত্ ভাগান্ত ভুক্ত শব্দ। ইহার বিশেষণ। পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচনে অকারের বৃদ্ধি (-মান্-বান্) ভিন্ন পূর্বেশ্রীণীর সহিত ইহাদের কোনও বিশেষ নাই। ইহাদের স্বর কোনও অবস্থাতেই পরে সরিয়া যায় না। পশুমান্, পশুমতা, পশুমতৌ, পশুমন্তঃ, পশুমন্তি, ইত্যাদি।

(ঋ) বাংস্ ভাগান্ত কৃদন্ত শব্দ। ইহাদের কৃৎ-প্রত্যয়ে (বাংস্, বৎ, বস্, উব্) স্যবাবস্থিত স্বরস্থিতি। বিধান্, বিহব্, তস্থি, বিহন্তিঃ।

(৯) ঈয়স্ (যাংস্ ও য়স্) প্রত্যয়ান্ত আতিশয্য-বাক্য (comparative) বিশেষণ শব্দ। পূর্ববর্তী ধাতুতে স্য-বাবস্থিত স্বরস্থিতি। শ্রেয়ান্, শ্রেয়সা, পরীমান্, গরীমসি, ক্ষুধাংসি।

ড। সর্কনাম শব্দ।

(ক) উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্কনাম। লিঙ্গ অনুসারে ইহাদের রূপের বিভিন্নতা নাই। স্বরস্থিতি স্যবাবস্থিতভাবে শব্দের মূল উপাদানে বর্তমান

একবচনঃ—

দ্বিবচনঃ—

অহন্	অহ্	আবাম্	বুবাম্
মাস্, মা	মাস্, মা	আবাত্যাম্	বুবাত্যাম্
ময়্য	ময়্য	আবয়োঃ	বুবয়োঃ
মহম্, মে	তুভ্যম্, তে	নৌ	বাম
মৎ	মৎ		
মম, মে	তব, তে		
মরি	মরি		

বহুবচন :-

বস্ অস্মান্ অস্মাতিঃ অস্মভ্যাম্ অস্মৎ অস্মাকম্ অস্মান্ নঃ
 যুস্মান্ যুস্মান্ যুস্মাতি যুস্মভ্যাম্ যুস্মৎ যুস্মাকম্ যুস্মান্ বঃ

একবচনে স্য, মে, ত্বা, তে, দ্বিবচনে নো, বাম্, বহুবচনে নঃ, বঃ, এই কয়টি পদে স্ম নাই। বাক্যাদিতে ইহাদের প্রয়োগ নাই। এগুলি অপ্রধান পদ। তে অস্মতঃ (অস্মীণ ভোমার), বো যুস্মতঃ (আবহ ভোমাদিগের অস্ত) এবং নস্ম ত্রিত্যঃ (আমাদের তিন জনকে) প্রভৃতি স্থলে ঋগ্বেদে বিশেষণের দ্বারা ইহাদের প্রয়োগ দেখা যায়। অথর্ববেদে 'নৎ' পদেও স্মের অভাব হই এক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

করকটি প্রাচীন রূপ :- ঙ্ (৭° তৃতীয়া একবচন) ; মে (ত্রা° সং চতুর্থী একবচন) ও ঙ্ ; চতুর্থী বা ৭মীর বহুবচনে অস্মে ও যুস্মে ; ইহাদের শেষ স্ম প্রগৃহ্য। যুস্মান্ স্থানে দ্বীপদে যুস্মাঃ পদ ছইবার বাজসনেয়ি সংহিতায় আছে। 'ভ্যাম্' (৪ণী বহুবচন) স্থানে করক স্থলে 'ভ্য' প্রত্যয় আছে ; বজীতে অস্মাক ও যুস্মাক আছে। স্ম স্থানে তুস্ম আছে। দ্বিবচনে প্রথমবার আবস্ ও যুবস্ পদের প্রয়োগই প্রাচীন ভাষার পাওয়া যায়। দ্বিতীয়বার হইত আবস্ ও যুবস্। তৃতীয়বার যুবভ্যাম্ ও যুবাত্যাম্ (৭°), পঞ্চমীতে যুবৎ (৭°) ও আবৎ (তৈ° স°), বজী-সপ্তমীতে যুবোঃ (৭°) আছে।

এই পদগুলির গঠনে নানা (অন্ততঃ ৫টা শব্দ ও অবশিষ্ট প্রত্যয়) উপাদানের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। একবচনের সকরাদি পদগুলির পূর্বে 'অস্ম-' জুড়িয়াই বহুবচন হইয়াছে : অস্ম-সৎ, অস্ম-সভ্যাম্। দ্বিবচনের পদগুলির সহিত একবচন বা বহুবচনের কোনও মিল নাই। প্রথমবার সহিত অস্ত্র বিজ্ঞপ্তি বিচ্ছিন্ন। ভাষার বিকাশ বিষয়ে চিন্তা করিবার বহু উপাদান এখানে আছে। অস্মাক ও যুস্মাক শব্দের নপুংসক একবচন বেন অস্মাকম্ ও যুস্মাকম্।

(আ) প্রথম পুরুষের সর্কনামেও স্মরহিত ব্যবহৃত। এখানে তিন লিঙ্গের ভেদ আছে।

একবচন	পুং	সঃ	তম্				
			তেন	তস্মৈ	তস্মৎ	তত	তস্মিন্
	নপুং	তৎ	তৎ				
স্ত্রী°	সী	তাম্	তস্মা	তস্মৈ	তস্মাঃ	তস্মাঃ	তস্মান্

বিবচন	পুং	তৌ	বহুবচন	তে	তান্	তৈ	তেভ্যঃ	তেভাম্	তেবু	
	নপুং	তে		তান্য	তনোঃ	তানি	তানি			
	স্ত্রীং	তে				তাঃ	তাঃ	তাভিঃ	তাভ্যঃ	তাসাম্

কয়েকটি প্রাচীন রূপ :—তেনা (তু° ১ ব°), তা (পুং—১মা ও ২রা বিবচন), তা (নপুং ১মা বহ°) তেভিঃ (তু° বহুবচন), তস্মিন্ (= তস্মিন্; অথেষ্টে বহু হলে প্ররোগ আছে), ছান্দোগ্য উপনিষদে সম্মাৎ একবার আছে ।

তাদ্ শব্দের ভূরি প্ররোগ বেদে । ক্রমশঃ ইহার প্ররোগ কমিয়াছে । অথর্ববেদে ইহার প্ররোগ অতি অল্প এবং লৌকিক সংস্কৃতে ইহার প্ররোগ নাই । তাঃ (পুং), তা (স্ত্রীং) ত্যৎ (নপুং); তাম্, ত্যাম্, ত্যৎ; ত্যা (= ত্যাহা, ঋ°); ১মা ১ বচনে ত্যা (স্ত্রীং) পাওয়া যায় ।

এবং, এবা, এতৎ । ‘এন’ শব্দের স্বর নাই, প্রসঙ্গান্তে বা প্রধানভাবে ইহার প্ররোগ নাই । কৰ্ম্মকারক (১ব° দ্বিব° বহুব°), করণ (১ব°) ও বস্তু-সম্বন্ধীয় বিবচন তিন ইহার প্ররোগ পাওয়া যায় নাই । স্মৃতরাং এটি অসম্পূর্ণ বা ‘পঙ্ক’ শব্দ । এনম্ এনৎ এনাম্ এনেন এনরা; এনৌ এনে এনয়োঃ; এনান্ এনানি এনাঃ । অথেষ্টে এনোঃ (= এনয়োঃ) এবং কতিং এনাম্ ও এনাঃ (স্বরবান্) আছে । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রথমবার এনৎ আছে । ‘এন’ শব্দ বিশেষরূপে প্রযুক্ত হয় না । ইহা অপ্রধান প্রথম পুরুষের সৰ্ব্বনাম ।

(ই) অনন্ শব্দ ও ইদন্ শব্দের সৰ্ব্বত্র বিতীর্ণ স্বরে স্মর ।

একবচনঃ—

অনন্	পুং	অসৌ	অস্ম	ইদন্	পুং	অস্ম	ইদম্	নপুং	ইদম্	ইদাম্	স্ত্রীং	ইদম্	ইদাম্
	নপুং	অদঃ	অদঃ		নপুং	ইদম্	ইদম্		ইদম্	ইদাম্		ইদম্	ইদাম্
	স্ত্রীং	অসৌ	অস্ম		স্ত্রীং	ইদম্	ইদাম্		ইদম্	ইদাম্		ইদম্	ইদাম্

দ্বিবচনঃ—অম্ অমুভ্যাম্ অনয়োঃ। ইমৌ ইমে ইমে আভ্যাম্ অনয়োঃ।

বহুবচনঃ—অমী অমূনি অমুঃ অমূন্ অমীভিঃ অমুভিঃ অমীভ্যাঃ অমুভ্যাঃ অমীভাম্
অমুভাম্ অমীষু অমুষু

ইমে ইমানি ইমাঃ ইমান্ এভিঃ আভিঃ এভ্যাঃ আভ্যাঃ এভাম্ আভাম্ এষু আষু

এখানেও নানা উপাদানের (বহু পদ শব্দের) একত্র সমাবেশ। অম্, অস্ত প্রভৃতিতে ‘অ-’ শব্দ। ইহার সহিত একতরনে -ম্ (দ্রী০ -স্ত) শব্দের যোগ দেখা যায়। ইহার বিকারে স্বরবান্ কর্ণাৎ ইহারের স্থর না থাকিলে ক্ষতি নাই। অবশিষ্ট রূপগুলিতে স্থর অপরিহার্য। অনেন অনয়া অনয়োঃ প্রভৃতিতে ‘অন-’ শব্দ (‘এন’ শব্দের স্থার)। ইমৌ, ইমে ইমানি প্রভৃতিতে ‘ইম-’ শব্দ। অম্ ইম্ ইম্ প্রভৃতিতে ‘ই’ শব্দ। তদ্ শব্দের স্থার ইদ্ শব্দ (নপুং) আছে। স্তত্ত্বাৎ ইম্ (ইদ্ + অম্) পদে দুইটী প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগ। ‘অ’ শব্দ হইতে এনা, অয়া, অয়োঃ পদ আছে। ‘ইম’ শব্দ হইতে ইমস্ত, ইমস্, ইমৈঃ, ইমেষু আছে। ঋথেনে কয়েক স্থানে অস্মৈ, অস্ত, আভিঃ (স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম) আছে। ‘অ’ শব্দ হইতে অতঃ, অত্র, অথ, অদ্যা পদ হইয়াছে। ‘ই’ শব্দ হইতে ইতঃ, ইদ, ইদা, ইহ, ইতর, জম্ হইয়াছে। জদৃশ, এব, এবম্ প্রভৃতিও সম্ভবতঃ ‘ই’ হইতে। ‘অমী’ প্রগৃহ্য। অদস্, অদোময় প্রভৃতিতে অদ্ শব্দ আছে বটে, কিন্তু অমুম্ অমুগ্নিন্ প্রভৃতিতে ‘অমু’ শব্দ। অস্তত্র ‘অমুত্র’ অমুক, অমুতঃ, অমুথ, অমুহি, অমুবৎ, অমুদা প্রভৃতিতে ‘অমু’ শব্দ আছে। ‘তাদ্’ শব্দের স্থায় স্বরবিহীন ‘ত্’ শব্দ বেদে ছিল। অমঃ (১ম ১ব°) অবোঃ (৬৭ দ্বিব°) ইমাঃ (= ইমৌ এবং ইমানি), অমু (= অমুনি), অমুরা (ক্রিয়াবিশেষণ), অসৌ (স্বরবিহীন, সন্ধান), অমী (স্বরবিহীন, সন্ধান)—এইগুলি প্রাচীন রূপ।

(ঈ) জিজ্ঞাসাবাচক কিম্ শব্দের প্রথম অক্ষরে নিয়মিত স্থর। নকিঃ, নাকিঃ বৈদিক অব্যয়।

(উ) যদ্ শব্দও প্রথমাক্ষরে নিয়মিত স্থর।

(ঊ) স্বয়ম্ (স্বরহীন), সম (স্বরহীন), সিম (সর্ক), আশ্বনা, তদ, তবন্ ৭ তবতী : স্বর্কনামরূপে স্ববহুত হয়।

(৬) ^১সর্ব, ^১বিশ্ব, ^১এক, ^১পূর্ব, ^১দক্ষিণ, ^১পশ্চিম, ^১পর, ^১নেম, ^১উভয়, ^১স্ব প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ-সকলনামের জ্ঞান রূপ প্রাপ্ত হয়।

(৭) সংখ্যাবাচক শব্দে স্বরস্থিতি অব্যবহিত। কারকবিত্তি বা তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে সংখ্যা-স্বর পরে যাইতে পারে।

^১এক ^১দ্ব ^১ত্রি ^১চতুর্ ^১পঞ্চ ^১ষষ্ ^১সপ্ত ^১অষ্ট ^১নব ^১দশ ^১বিংশতি ^১ষষ্টি ^১অশীতি ^১শত ^১একাদশ ^১দ্বাদশ
^১ত্রয়োদশ ^১সপ্তদশ ^১অষ্টাভিংশৎ ^১নবাবীতি ^১একাদশতম ^১চতুঃসহস্রম্ ^১ত্রয়ঃ ^১ত্রীণি ^১তিষ্ণঃ ^১ত্রিভিঃ ^১ত্রিভ্যঃ
^১তিস্বভিঃ ^১চত্বারঃ ^১চতস্রঃ ^১চতস্বভিঃ ^১চতুর্ ^১চতস্বম্ ^১পঞ্চ—^১পঞ্চভিঃ, ^১নব—^১নবভ্যঃ, ^১একাদশ—
^১একাদশভ্যঃ ^১পঞ্চদশানাম্ ^১ষট্ ^১পঞ্চম্ ^১দ্বিতীয়, ^১তৃতীয়, ^১পঞ্চম, ^১অষ্টম, ^১একাদশ, ^১একষষ্টি, ^১শততম
^১সহস্রতম।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র*

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের পুস্তকাগারে যে বাঙ্গালা পুথি ও কাগজ-পত্র আছে, ১৯০৫ সালে শ্রীযুক্ত জে. এক্. ব্রুমহাট্ মধাশয় তাহার এক বিবরণী† প্রকাশিত করেন। এই বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, এই সংগ্রহে প্রাচীন বা উল্লেখযোগ্য পুথি তেমন কিছুই নাই। সংখ্যাতেও এই সংগ্রহ নগণ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ত্রিটৈত্তত্তচরিতামৃত, গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বৃন্দাবন দাসের ভক্তিচিন্তামণি, কৃতিবাসী রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য, কাশীরামের মহাভারত, অন্নদামঙ্গল—এই প্রধান বইগুলি এই সংগ্রহে আছে; কিন্তু কোনও পুথি অষ্টাদশ শতকের পূর্বের নহে। অধিকাংশ পুথি ও অল্প বাঙ্গালা কাগজ-পত্র বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-রচয়িতা হাল্‌হেডের সংগৃহীত। বাঙ্গালা সাহিত্যের পুথি ভিন্ন অল্প কতকগুলি বাঙ্গালা নথী-পত্র চিঠি প্রভৃতিও আছে। বিবরণীতে ব্রুমহাট্ সাহেব তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী মনে করিয়া এই সকল নথী-পত্র হইতে কতকগুলি নকল করিয়া আনিয়াছি। এই পত্রাদির সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার মত জ্ঞান ও অবসর আমার নাই, কিন্তু বাহারা অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালার ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চা করিতেছেন, তাহাদের কাছে ইহার মূল্য থাকিতে পারে। (মূল কাগজে যেখানে পংক্তি শেষ হইয়াছে, সেই স্থল নির্দেশের জন্ত এই প্রবন্ধে মুদ্রিত পত্রাদিতে [/] চিহ্ন দেওয়া হইল।)

[১]

Sloane 3201. G. একখানি পত্র।

/৭শ্রীশ্রীহরি:

মহামহিম শ্রীষুত কাপতান / মেন্ত্রী ইস্টবিনসেন সাহেব জীউ / মহোপ্রতাপেযু—

বন্দে খেদমতগার পরওরদে নমক শ্রীকৃষ্ণকান্ত / সন্মগঃ কোরনিষ বন্দগি নিবেদনঞ্চ আগে সাহে/বের উমর দৌলত জেআদা হামেসা
৮স্থানে/চাহি তাহাতে এখানকার কুসল বিসেষ শ্রীষুত/সিবি ফতাজী কলিকাতা জাহীতেছেন জে বিসএ/ সাহেবজী কহেন যুনেন গৌর করিবেন আর/ শ্রীষুত সিবি সাহেব জেমন সাহেবেরদিগের/কন্মে তাহা জানিতে-
ছেন অতএব জে বিহিত তাহা/ করিবেন নিবেদন ইতী—৪ শ্রাবণ।

* ১৮২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

† *Catalogue of the Marathi, Gujarati, Bengali, Assamese, Oriya, Pushtu & Sindhi Manuscripts in the Library of the British Museum by J. F. Blumhardt, M. A.

পত্রের শিরোনামে পুনর্লিখন—

এ পত্রে শ্রীযুত রসিকলাল/জৌ সেলাম লিখিতে কহিলেন / সেলাম
জাহির হবেক—

চিঠিখানি টম্‌স্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনও কর্মচারী কর্তৃক লিখিত। ‘শ্রীযুত কাপ্তান মেজর
ইস্টবিনসেন সাহেব’ (=কাপ্তান মিস্টার স্টিভেন্সন?—ব্রহ্মার্ট সাহেব এই নামটা কিন্তু
Captain Wilson ধরিয়াছেন) কবে কোথায় ছিলেন, আর ‘সিবি কতজৌ’ বা কে ছিলেন ও
সাহেবদের কোনও কর্মে বা সহায়ক ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালার
কোম্পানীর দেশী ও ইংরেজ কর্মচারিগণের স্থিতি ও গতিবিধি অলোচনা করিলে পত্রোক্ত
ব্যক্তিত্বের পরিচয় মিলিতে পারে। দ্বিতীয় পত্রে এক স্টিভেন্সন্ সাহেবের কথা রহিয়াছে।
এই দুই চিঠিতে উল্লিখিত ব্যক্তি একজন হইতে পারেন।

পত্রের মধ্যে এই ফারসী শব্দ কয়টা উল্লেখযোগ্য। বন্দে=বান্ধা=বন্দহ=দাস;
খেমতগার=আজ্ঞাকারী, সেবক; এখনকার বাঙ্গালার ‘ধানসামা’; পরওয়ারে নমক=নবণ
(অর্থাৎ অন্ন)-পুট; কোরনিয়=কুরনিশ্; গৌর করা=প্রণিধান করা।

[২]

Sloane 4090. Fol. 19. একখানি পত্র। ১১৩৩ সাল=১৭২৭ খ্রীঃ

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ=

স্বরনং—

নকলপত্র মোকাম ভাগলপুরের—

শ্রীগুরুবক্স রোডার লিখন—

স্বস্তী সকলমঙ্গলালয় /

শ্রীযুত মেঃ হেমটেন সাহেব শ্রীযুত মে বরাডিন সাহেব / শ্রীযুত
মেঃ কেটরেট সাহেব শ্রীযুত কাঃরবলেস সাহেব / আজ্ঞাকারী সন্দাপোষ্য
শ্রীগুরুবক্স রোডা ৬ সেলাম বহুত ২ / সিখনঃ নিবেদনক। আগে
সাহেবের দৌলত কৌ জেয়াদা হামেসা / ৬ স্থানে প্রার্থনা করিতেছা
তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ—/ এখানকার চোপদারের সমাচার পূর্বে
নিবেদন পত্র লিখি / গ্রাহী পরে ২২ মাঘ রবিবারে মুরসীদাবাদ হইতে

শ্রীযুত নবাব / সাহেবের তরফ এক সওয়াল ও দস্তক এখানে আসিয়াছে
কহে—/ মাল ইঙ্গরেজের নহে ইঙ্গরেজ মুরসীদাবাদে মুচলকা / দিয়াছেন
তোমরা আপন মাল লইয়া ইঙ্গরেজের সঙ্গে বেবকাওতে / মহম্মুল মারিয়া
আসিয়াছ। আমারদিগের সহিত রদবদল / অনেক জাইতেছে। পুনশ্চ
করার হইল আমরা ইঙ্গরেজ সাহেবের / লিখন এবং শ্রীযুত নবাব
সাহেবের লিখন আনাইয়া দিব / ইহা নিবেদন লিখি মাল সাহেবলোকের
আমী চাকর / ইঙ্গরেজের। কাসীমবাজারে সাহেবের লিখন জায় মে० /
ইষ্টীবিনশেন সাহেবেকে জতোউগীত লিখন করিয়া পাঠাইতে / আঙ্গা
হইবেক সেখান হইতে শ্রীযুত নবাব সাহেবের এক লিখন / আইষে জে
ভাগলপুরে ইঙ্গরেজের নমক উতরিয়াছে গমাস্তা / লোক খাতিরজমাতে
খরিদ কোরন্ত করহ আমরা সওয়াল / চোপদারের আমদানীতে ভয় করি
নাই আমল তেমত দি নাই / মাল ইঙ্গরেজের আমরা চাকর খামোন্দের
বলেই সন্তু করিতেছি / খামোন্দের নামদরম্যান থাকীতে কোন পরয়া
নাই মাল ইঙ্গরেজের / নহে এই ধোকাতে খরিদার বন্ধ করিয়াছে ইহ
ধমকে আমী / ডরাই না সাহেবেলোকের ছায়া আমার সিরপর থাকীতে /
কোন চাঁস্তা নাই মুরসীদাবাদের লিখন আইলে মাল খালাস / হইবেক
ইহা নিবেদন করিলাম ইতি—

তারিখ / ২৫ মাঘ রোজ বুধবার সনে ১১৩৩ সাল—

পত্রের মধ্যে এই কারসী শব্দগুলি প্রাধান্যবোধ্য :— দস্তক = আত্মাপত্র ; বেবকাওতে =
বে-বকাবতহ = নিশ্চিন্তভাবে, কিছু গ্রাহ না করিয়া ; খাতির জমাতে = নিঃশঙ্কভাবে ; খরিদ
কোরন্ত = খরীদ-করোণ = ক্রয়-বিক্রয় ; খামোন্দ = খাম্বিন্দ = খামী, প্রভৃ। দরম্যান = মধ্যে।
ব্রুমাষ্টার্ট সাহেব বিবরণীতে পত্রোন্নিখিত ইংরেজ কর্মচারী চারিজনের নাম দিয়াছেন—Mr.
C. Hampton, Mr. Braddon, Mr. E. Carteret ও Captain O. Borlace.

অন্তর্বাণিজ্য ও শুক আদায় লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সুবাদার ও ইংরেজ কোম্পানীর
মধ্যে যে গোলযোগ চলিতেছিল, ও নবাব-নাঙ্গিমের সরকার হইতে কোম্পানীর কর্মচারীদের নামে
যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইতেছিল, বাহার পরিণামে মীর-কাসিমের পতন, এই পত্র হইতে
১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

[৩]

Sloane 4090. Fol. 20. একখানি প্রাচীন চুক্তিপত্র।

১১০৩ সাল=১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণ

সাথি শ্রীধর্ম

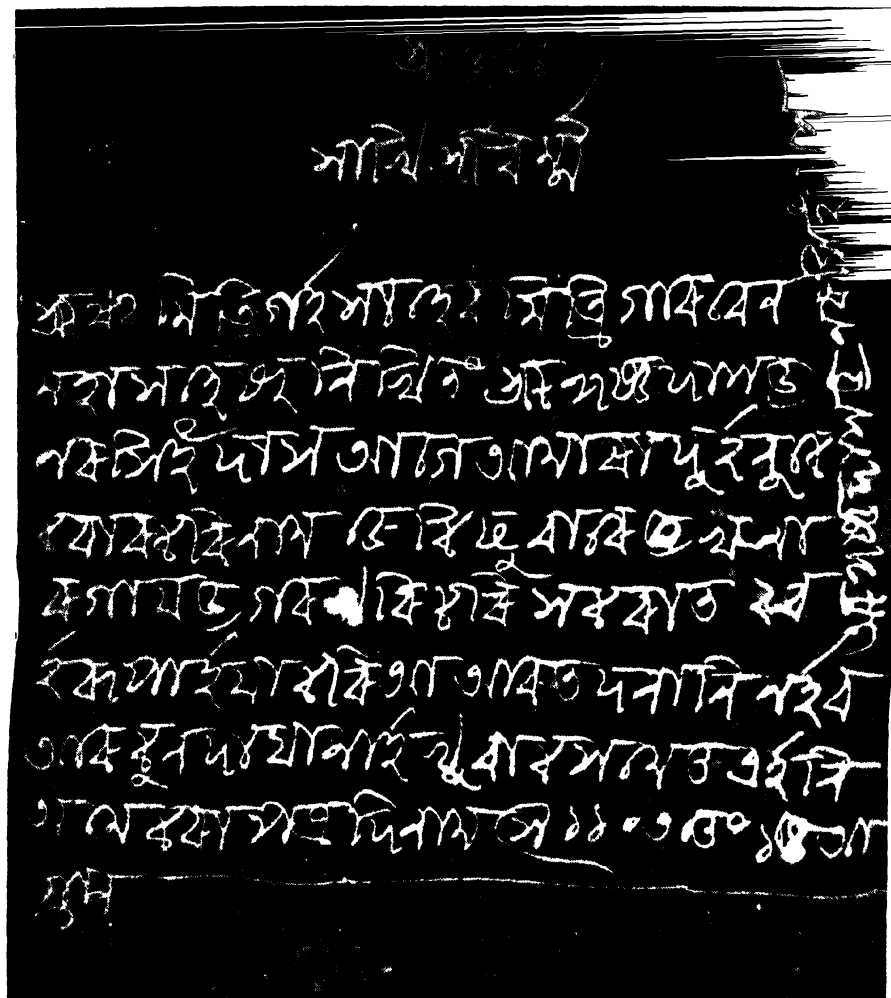
শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল / মহাসাহেব
লিখিত° শ্রীকৃষ্ণদাস ও / নরসিংহ দাস আগে আমরা দুই লুকে
/ করার করিলাম জে কিছু বারে (=কারে ?) স্থনা/রগায় ও
গর থ (?) রিকরি সকরাত ২ দ্ব (=দু)/ ই রূপাইয়া করিআ
আরত দলালি লইব / আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নি/অ
মে করা[র] পত্র দিলাম স ১১০৩ তে° ১৪ আ/গ্রান—

পত্রের দক্ষিণ ভাগে উপরে আড়াআড়ি নাম-স্বাক্ষর—

শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস

খ্রীঃ ১৬৯৬ সালের এই চুক্তিপত্রখানি বিশেষভাবে বিচারযোগ্য। ধর্ম সাক্ষী করিয়া
একরার-পত্র দেওয়া হইতেছে। ‘শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল’, ব্রুসহার্ট্ সাহেবের
মতে Mr. Gay ও Mr. Garbell. করার-পত্রের স্থান হইতেছে সোনারগাঁ; স্থানীয় উচ্চারণে
‘স্থনারগা’ (তজপ, ‘লুক’=লোক, ‘কুন’=কোন, ‘খুরাক’=খোরাক)। এই পত্রের মধ্যে কয়টি
অক্ষরের সমাধান করিতে পারিলাম না; ‘স্থনারগায়’=সোণারগাঁয়ে—প্রাচীন বাংলাভাষাতে ‘স্থ’
অনেক স্থলে ‘খু’র মত লেখা দেখা যায়; কিন্তু তাহার পরের কথা কয়টি কি? ‘গর’
শব্দের পরের অক্ষরটি (=‘খ’?) কাটা বলিয়া মনে হয়। তাহার পরে ‘রিকরি’, না ‘বিকরি’?
‘সকরাত’=‘শ’করাতে, শতকরাতে? =‘গড় বিক্রী শতকরা’? পুরাতন লেখা বাঁহারা পড়িতে পারেন,
তাঁহারা যে অক্ষর কয়টি আমি ঠিক করিতে পারিলাম না, তাহার বার্থ পাঠোদ্ধার করিবেন, এই
আশায় দলিলখানির এক প্রতিলিপি দিলাম। পূর্ববক্তার উচ্চারণ অনুসারে ‘আড়ত’ শব্দ সোনার-
গাঁয়ের এই মহাজনদের লেখায় ‘আরত’ রূপ ধরিয়াছে। ‘দায়া’=দাওয়া, দাবী। ‘এই নিঅমে করা
[র] পত্র দিলাম’—এই অংশটুকুর পাঠ মাঝবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঠিক করিয়া
দিয়াছেন।

পত্রখানির পিছনে অতি পুরাতন হাটের ইংরেজী হাতে লেখা আছে—The Bramanies
Carackter / from Dacca the Metropolis of / Bengall in the East India.
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভের দিকে কোনও কোতুংগী ইংরেজ প্রাচ্য লিপি-
বিশেষের (‘ব্রাহ্মণী’ অর্থাৎ হিন্দু লিপি) নিদর্শন হিসাবে এটা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।



১১০৩ সালের একখানি বাঙ্গালা চুক্তিপত্র

(ব্রিটিশ-মিউজিয়মে রক্ষিত)

এই পত্রখণ্ড, কারসৌ, কারখৌ, আরমানৌ, তেলুগু, চীনা ও সংস্কৃতে (দেবনাগরীতে) লেখা অল্প কতকগুলি কাগজের সঙ্গে একত্র একখানি বহিতে বাঁধান আছে।

ইহা প্রায় ২৩০ বৎসর পূর্বেরকার অঙ্গীকার-পত্র। বাঙ্গালায় এত পুরাতন চিঠি বা দলিল সহজে মিলে না।

[৪]

5660 F. Various Papers in Bengali, Persian etc.

Instructions to the Aumeen & Gomasteh / at Hurrypaul
(a true translation.—N. B. H.)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ।—

শরণং—

মোঃ হরিপাল আমিন ও গোমাস্তা———

সে আড়ম্বের দালাল সকল কএক সন হইতে মোকরর/আছে ইহার।
কুম্পানির কাজ অনেক খতরা করিয়াছে/তাতিদিগের উপর একান্ত
এক্তিয়ার পাইয়া তাহা/দিগের উপর জোর ও জবরদস্তিতে ও গোমাস্তা
ও/কোটার দোসরা আমলাহায়ের সঙ্গে এক এতফাক হইয়া/মবলগ বাকি
পড়িয়াছে তাহার কিছুই আদায়/করিতে পারে না। এ কারন আমি
মুন্দর তজবিজ করিয়া/তাহারদিগেরে কাজ হইতে তগির করিলাম আমার/
মনস্ত দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না/কিন্তু দালাল ছাড়াইলে
কুম্পানির দাদনির দফার/জামিন কেহ থাকে না একারন এই কএক জন
কলানা ২/সেখানকার নিকটাবতি ও মাতবরিও আছে ইহা/দিগের
দালালিতে মোকরর করিলাম ।———

নয়া দালালেরদিগের কর্তব্য কাজ এই মধ্যে ২ তাঁত/নজর করিবেক
ও কাপড়ের রকম বুনিবার সময়/তজবিজ করিয়া দেখিবেক খবরদারি
করিবেক/জেন নমুনাসহি সরস রকম হয় ও জে কিছু দাদনি/তাতিদিগকে
ভুমি করিবা তাহার জামিন/ওই নয়া দালালরা হইবেক ওই জামিনির
জন্মে/দালালি খরচ বদস্তুর সাবেক খানকরা জেমত ২ /মোকরর আছে
তাহা পাইবেক নয়া দালালদিগকে/আপন একত্রিতে দাদনি কএক টাকা

হরগিজ/দিবা না কারন এই এমত ধারায় বেআন্দাজ বাকী/কদাচ হইতে পাইত না যদি মপঞ্চল কুটীর আমলা/লোক করার কিস্তিবন্দিমাফিক কাপড় বুঝিয়া/লইত ও মপঞ্চল-তজবিজ করিয়া দাদনি করিত অতএব/এ হুকুম ও নাপচন্দ কাজের মহকুম হামেসগির জন্তে/লিখিতেছি।——

জন্ম্যাপি কারবারের আনণ্ডাল বদলির জন্তে/তোমার কাজ কথক তফাত পড়িবেক জে ধারার/কাজ করিতে হবেক ভাল বুঝিয়া তাহার আনণ্ডাল/নসিয়ত মত লিখি ইহাতে মালুম করিবা ও বেহতর/জানিবা যে তোমার কাজ সুবিধামত ও খোলাসারূপে/জাহাতে চলিবেক তাহা লিখিতেছি।——

তোমাকে বেগর হেম্মত ও এরাদতে ও নেহাইয়ত/চালাকিতে একাজ করিবা ইহা বেগর তোমাকে মোকরর/করি নাই আমি একান্ত মোস্তজর থাকীলাম তুমি/কাজ ভাল করিবা বিশেষত তোমাকে জেয়াদা মেহনত/আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক একারণ সাবেক বরাওর্দ হইতে দুই মুহরির জেয়াদা মোকরর/করিলাম।——

সদর আড়ঙ্গ দ্বারহাটায় তুমি আপন দস্তে/দালাল কিম্বা দালালের গোমাস্তার মোকাবিলাতে/তাতিকে দাদনি করিবা ও জখন তাতি কুটীতে কাপড়/দাখিল করিবেক তখন দালাল কিম্বা দালালের/তরফ গোমাস্তা হাজির থাকীবেক এবং থান/[২] চুক্তির সময় তাতিশাক্ষাতে থাকিয়া চুক্তি করিবেক/জখন থান খামসোজ ধোলাই হইবেক সাবেক/দস্তুরমত সেই সময় চুক্তি হইবেক।——

যে কাপড় ফেরত হবেক সে কাপড় তাবত কুটীতে কোরক/রাখিবা জাবত তাহার এওজ কাপড় সরকারি গোছ/মত দাখিল না করে যদি নমুনাসই কাপড় দাখিল/করিতে না পারে তাবত ঐ ফেরত কাপড় কুস্তানির/তরফ হইতে বিক্রি হইয়া তাতির নামে টাকা জমা হইবেক/এ হুকুম হাজত আছে যদি সরবরাহ সুন্দরমত হয়/তবে বাকী হরগিজ পড়িবেক না যদি তাতি খবরদার/না হয় ও কাপড় সরস না করে ও সরবরাহে খতরা/করে গোমাস্তার নসিয়ত না মনে ও এতো জেয়াদা/

কিন্মতেও বেগাফিল না হয় তবে তাহারদিগকে আনগাল/মত কথক
সাজাই করিবা কিন্তু তুমি বেহুদা সাজাই জদি/ করহ তবে তাতি তোমার
নামে মোক্তারের নিকট/নালিস করিতে পারিবেক এ হুকুম খুব তহকিক
জানিয়া/কখনো বদল করিবা না পহিলা তাতি জে রকম কাপড় দিবার
করার করিবেক তাহার হাতে হরগীজ/তাহার দুই থানের জেয়াদা দাদনি
দিবে না তাঁতি/ এক থান দাখিল করিবার পূর্ব আর এক থানের/দাদনি
করিবে না থান দাখিল হইলে পর দাদনি করিবা/ মালুম হইল তাতি কি
তাঁত দুই থানের জেয়াদা কাপড়/দাখিল করিতে পারে না এই কারণ কি
মাছা একবার/সেওয়ার দাদনি হইতে পারিবেক না ।———

সংপ্রতি খাজনা পৌছিলে পর এই মত দাদনির/দস্তুরমাফিক করার
বর্মোজিব তুমি দিবা/ও নায়েবগোমাস্তাকে হুকুম করিয়া তাহার হাতে/
দেয়াবা এবং দাদনির দফায় তুমি ও তোমার /নাএব কিছু গৌন করিবা না
অনেক লোক পূর্ব/আপন মুনফার জাম্ব তাতির খতরা করিয়া/
তাহাদিগকে আজিজ করিয়াছে জদি তুমি / সে ধারা কাজ করহ তবে জে
তাগাদি কুর্দ তোমার উপর বেজর হইব ।———

একথা খুব এয়াদ রাখিবা তুমি ও নাএব ও আগলা/হায় জে কেহ
সরকারে মাহিনা পায় হরগীজ কেহ/ আগামি মাহিনা খরচ করিবে না
এবং খরিদের/ কারন দাদনি হইবে না ।———

পেটার আড়ঙ্গের মধ্যে হরিপাল ও মোড়া দ্বার/হাটার নিকটে
কারন সেখানকার আলাদা/কোটি ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সামিল করিবা
সেখান/কার ভাতিলো ৫ সদর কোটিতে সববরাহ করিবেক/কিন্তু দোসরা
পেটার আড়ঙ্গ ধন্যখালি মায়াপুর রাজবলহাট কৈকলা কলি জয়নগর ও
সকল/জায়গার তাতিলোক সদর কোটিতে কাপড় দাখিল/ [১] করিতে
লাগিলে তাহারদিগের অনেক তছদিয়া হয়/একারণ সে সকল আড়ঙ্গ
মোকরর থাকিবেক নাএব/গোমাস্তা ও আমলাহায় দোসরা মাফিক তফসিল
/মনসুক এই সকল নাএবগোমাস্তা আপন/কাজে জায়গায় ২ মোকরর
হইয়া মাফিক হুকুম/কী তোমাকে লিখিলাম এই মাফিক কাজ্য করিবেক—

তোমাকে উচিত জেহানেসা পেটার আড়লের কাজ/নজর করহ মোকামি গোমাস্তা ও দালালরা/ কি ধারায় কাজ করে এবং তাতি ও পেটার আমল/দালালের সহিত কোন মোকদ্দমা রোয়দাদ হয়/ কিম্বা তাতি তাতিতে মোকদ্দমা হয় তাহাও কয়সল/ করিবা কয়সল করিবার দকার খুব সেতাবি ও আদালত করিবা ।———

বেগর তোমার নিতান্ত খরদারি ও মোকামি গোমাস্তা/ দিগের স্থানে সেলামি ও রেসয়ত কিছু লইবে না/ আর অবস্থ কুস্তানির কাজে ভালমতে সরবরাহ/ হইবেক জদি তুমি এ দকার সাচা হইতে পারহ/ তবে তোমার নেকনামি হইবেক এবং জে উপযুক্ত তোমার দেনবারি করিব কিন্তু জদি তুমি কিম্বা/ আমলহায় দোসরা হুকুম ছাড়া কোন কাজ করহ/ তবে উপযুক্ত সাজাইতে পৌছিবা ।———

হুকুম জানিবা মাষকাবার কাগজ সদরকুটীর ও/ পেটার কুটীর মাষ ২ কলিকাতায় মোস্তারকারের/ নিকট পাঠাইবা সে কাগজের এই বেওরা লিখিবা/ মাষ ২ কতো দাদনি করহ তাহার আসামিগার/ নামনবিসি ও মজুত তহবিল এবং যে কাপড় দাখিল/ তাহার আলাদা হিসাব পাঠাইবা কোন রকম/ কার কতো জাচাইসই কতো ফেরত তাহা লিখিবা করারের/ বাকি কাহার কতো তাহা লিখিবা কি কারন/ করারের বাকি পড়ে তাহারো বেওরা লিখিবা এ কাগজ/ হরেক মাষের ত্রিষা তইয়ার করিয়া দস্তখতি যুদে/ আগামি মাষের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে/ চাহ জখন খাজানা তহবিল জেয়াদা হবেক তখন/ কতো টাকার দরকার তাহা দরজ দিয়া লিখিবা/ আইন্দায় জমাখরচী কাঙ্ছ ছুর করিবার কারন যে কিছু/ বাকি দালালির জিন্মে আখেরি মোঁযুমে হইবেক তাহা/ আদায় করিয়া লইবা তাতিদিগের করার সাল/ তমামি করারি কাপড় আখরি ফিবরিল নাগাদি / দাখিল করিবেক তবেই তজবিৎ ও কয়সল কারন / ত্রিষা আবরিল যুর্দা তোমাকে আইয়ামের ফোরদত / খুব মিলিবেক জদি একাজে কোন বখেড়া রোয়দাদ / হয় সিত্র মোস্তারকারকে খবর লিখিবা ।

তাহার খোলাসা হইয়া আইলে কয়সল হইবেক ও ওজর / ওহিনা (ওছিলি ?) জারি হইবেক না আর তাতিলোক জে মাফিক / করার করিয়াছে তাহার করারনামার নকল মনফুক / [৪] করিয়া পাঠাই তাহাতেই হরেক পেটার আড়ঙ্গের / করার মালুম হইবেক তোমার কাজ এই খবরদার / হইয়া করার মাহফিক কাপড় / আদায় করিয়া লইবা ।

জদি নয়্যারকম কাপড় পেটার আড়ঙ্গে পয়দা হয় / তাহার নমুনা মোকতারকারের নিকট পাঠাইবা মোস্তফার তজবিজ করিয়া দেখিবেক কুম্পানির / কাজের উপযুক্ত হয় কিনা ও বেওরা লিখিবা / কতো কাপড় ঐ নয়্যারকমের সরবরাহ সালিয়ানা / হবেক তাহার মাফিক জবাব লিখিবে ।—

ছোট ২ মোকদ্দমা জে রোদাদ হইবেক তাহা শুন জগে তাহাদিগকে সমঝাহ / সালিস ছুরায় রফা করিয়া দিবেক জদি তাতিলোক / ইজারদারের নামে নালিষ করে বিশ্বা ইজারদার তাতির / নামে নালিষ করে তবে ঐমত তাহাদিগকে সমঝাইয়া / ১ সালিষ ভূমি মোকরর করিয়া দিবা এক সালিষ সদর / ইজারদার করিয়া দিবেক জদি ইহাতে মোকদ্দমা রফা / না হয় তবে মোকদ্দমার তামাম হকিকত আরজি লিখিয়া / মোস্তফারকারকে খবর জানাইবা তাতিলোক সকলে / গোল করিয়া নালিষ কারণ জদি কলিকাতা জাইতে / উদ্যতো হয় তবে খুব মোজাহেম হইবা কারন এই / তাহাদিগের জায়নে খরিদের কাজের খতরা এবং / মালজুরিতে ও খতরা হয় অতএব জদি তাহাদিগের কোন ফরিয়াদী দফা সালিসিতে রফা / না হয় তবে কলিকাতায় তাহার গোল করিয়া / না গিয়া আপন তরফ জনেক উকিল পাঠাইবেক / সেই উকিল সকল তাতির হইয়া মালিকের কাছে ফরিয়াদ করিবেক ।—

দালালের মারফতের বাকী তিন সনের টানা (টাকা ?) হিসাবে / আন্দাজী ৯০০০ হাজার টাকা তাতিলোকের জিম্মে / আছে এ বাকি উম্মল করিবার জন্যে ভূমি খুব / মুকেদী করিবা জে উম্মল হইবেক তাহা সাবেক দালালেরদিগের বাকীর আন্দরে জমা করিয়া লইবা ।—

কাপড় একসৌ সূত না হওয়াতে অনেক কথা জন্মিয়াছে / ও
একসৌ না হওন কেবল গোণাস্তার কম তরদুদি সংপ্রতি / হুকুম লিখি
তুমি কিম্বা হোমার খাতিজ্জমা মত জনেক / মাতবর লোক হপ্তা ২
তাত সকল ও তানা ভরনির স্তত নজরা করিবা / তানা হাটাবার সময় বারিক
ও একসৌ স্তত তজবিজ / করিয়া দিবা জেনো ভারি সূত ও ফড্যা তানার
মধ্যে / না থাকিতে পায় আর বুনিবার সময় ভরনির সূতে ও / কোন
ফড্যা দিগর আএব না থাকে ভরনির সূতা / বারিক হয় খবরদারি করিবা
তাতি জেন আপন / কেফাইতের জন্য ভারি সূত পড়্যানের মধ্যে আমেজ /
না করে সকল পাত একসৌ হয় এই / সকল জন্যে কাপড় বেআন্দাজ হয়
ও সরবরাহে খতরা / হয় তুমি খুব খবরদারিতে হরেক থান কাপড় /
তজবিজ করিয়া লইবা গজ ও বর ও গোছে হরগিজ.....

[অসমাপ্ত—মূল কাগজ এইখানেই সাক্ষ হইয়াছে ।]

উপরে মুদ্রিত কাগজখানির ইংরেজী শিরোনাম হইতে বুঝা যায় যে ইহা ইংরেজীতে খসড়া-
করা একখানি হুকুম-নামার বাঙ্গালা অনুবাদ । N. B. H. এই হুকুমরত্ন নামানি এল জাসি হাল-
হেডের নামের আদ্যক্ষর, ইহা নিঃসন্দেহ ; হালহেড্ ইংরেজী-ভাষায় সর্ব প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ
লেখেন, খ্রীষ্টীয় ১৭৭৮ সালে হুগলীতে এই বই মুদ্রিত হয় ; হালহেড্ বাঙ্গালা তর্জমাটা দেখিয়া
'ঠিক অনুবাদ' বক্তব্য দস্তখত করিয়া দিতেছেন । হালহেডের নামের আদ্যক্ষর হইতে বুঝা যায় যে
কাগজখানি ষষ্ঠাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে প্রস্তুত হইয়াছিল । ঐ সময়ে বাঙ্গালা-দেশে বয়ন-শিল্প
ও বস্ত্র-ব্যবসায়ের সহিত জিন্টু-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কি সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি তথ্য
এই কাগজ হইতে পাওয়া যায় ।

হরিপাল হুগলীজেলার, তারকেশ্বরের নিকটস্থ বিখ্যাত গ্রাম । এখনও ঐ অঞ্চলের তাঁতের
কাপড় সুপরিচিত ।

মূল কাগজখানি বড় ফুলকাপ দ্বারা পৃষ্ঠায়, লম্বা আধাআধি ভাঁজ করিয়া প্রাপ্তি পৃষ্ঠার অর্ধ
অংশ ধরিয়া লেখা । [২, [৩] ও [৪] পৃষ্ঠার আরম্ভ, উপরের মুদ্রিত পাঠে বন্ধনোদ্ধারা নির্দেশ
করা হইয়াছে । কচিং দাঁড়ির ব্যবহার ভিন্ন মূলে আর কোনও বাক্য-চ্ছেদ-চিহ্ন নাই ; একটানা
পড়িয়া বাইলে প্রথমটায় দুই এক ভ্রমগায় সহজে অর্থগ্রহণ হইবে না, কিন্তু তথাপিও মুদ্রিত
পাঠে কমা দাঁড়ি প্রভৃতি দিবার বিশেষ কোনও আবশ্যকতা বিবেচনা করি নাই, মূলের সৌভাগ্য
বজায় রাখিয়াছি ।

কাগজখানির ভাষা দেখিয়া মনে হয়, অনুবাদ-কারী বাঙ্গাল গদ্যে এতটা একটানা রচনা
করিয়া বাইতে অনভ্যস্ত ; ইহার বাক্য-সৌভাগ্যে স্থলে স্থলে অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়িয়াছে ; যেমন

১১৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অংশে প্রথম প্যারার প্রথম বাক্যটি ; ও দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের গোড়ায় প্রথম পুরুষ হইতে বাক্যকে মধ্যম পুরুষে আনয়ন ; ১১৪ পৃষ্ঠায় ১০ ও ১১ র ছত্রে 'তোমাকে এ কাজ করিতে হইবে' স্থলে 'তোমাকে একাজ করিবা ;' ১২ ও ১৩ র ছত্রে 'তোমাকে জেয়াদা মেহমত আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক' ; ১১৫ পৃষ্ঠায় ১৯ ও ২০ র ছত্রে 'নিকটে কারণ' = নিকটে বলিয়া ; ইত্যাদি। তাঁতি পৌছ প্রভৃতি শব্দে লেখক বা অমুলেখক চম্পবিন্দুর প্রয়োগ সর্বত্র করেন নাই।

কাগজখানিতে ফারসী শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য উল্লেখযোগ্য। পুরাতন বাঙ্গালার গদ্য রচনা নিতান্ত বিরল, অল্প স্বল্প গদ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা বেশীর ভাগ চিঠি পত্রে ও দলিল দস্তাবেজে, প্রায় সমস্তই বিষয় কর্ম লইয়া ; এতৎসম্পৃক্ত শব্দ বাঙ্গালায় ভূরি পরিমাণে ফারসী হইতে গৃহীত ; তন্নিম্ন মুসলমান শাসকদের প্রভাবে বহু সাধারণ শব্দও ফারসী বাঙ্গালার মৌখিক ভাষার সর্বত্র ব্যবহৃত হইত। এই সকল শব্দের অনেকগুলি আজকালকার সাধারণ বাঙ্গালার অপ্রচল হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নে এইরূপ কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দেওয়া গেল। ইহা ভিন্ন দুই চারিটি দেশী শব্দের ও টিগুনী আবশ্যক হইবে মনে করিয়া নীচে [বন্ধনীর মধ্যে] দেওয়া গেল।

১১২—১৩ পৃষ্ঠা :—[খতরা = হানি ; ক্ষতি-শব্দ হইতে] ; [কোটা = কুঠি] ; আমলাহায় (= আমলাহ (†) = আরবী \angle অমলহ, \angle অমলৎ) = কর্মচারিবৃন্দ ; এতফাক (= আ° ইতিফাক্) = একমত ; মবলগ (= আ° মুবল্‌গ্) = আগমস্থান, পূর্ণতা, মোট টাকা, অনেক ; তজবিজ (= আ° তজবীজ্) = অমূলস্থান, বিচার ; তগির = (উদ্ + ফারসী তবীর, আ° ওবরীর হইতে) = পরিবর্তন, কর্মচ্যুতি ; হরগিজ (= ফা° হরগিজ, হরগজ) = কখনও, সদা ; রকম (= আ° রকম্) = প্রকার, কাজকরা বস্তু ;

১১৪ পৃষ্ঠা :—মহকুম (= আ° মুহকুম্) = পরিষ্কার, স্পষ্টীকৃত (নিয়ম) ; হামেসগি (= ফা° হামেশগী) = চিরকাল ; আনওয়াল (= আ° অন্বাল্) রীতি, পদ্ধতিসমূহ ; নসিয়ত (= আ° নসীহৎ) পরামর্শ, উপদেশ, বিধান, শাসন ; মালুম (= আ° ম \angle লূম্) = জ্ঞাত ; বেহতর (= ফা° বিহতর) = শ্রেয়, অপেক্ষাকৃত ভাল ; [সুবিতা (= হিন্দী সুভীতা) = সুবিধা] ; বেগর (ফা° বে + ঘর) = ব্যতিরেকে ; হেয়ত (আ° হিয়ৎ) = চিন্তা, হুশিষ্টা ; এরাদত (= আ° ইরাদৎ) = ইচ্ছা, চেষ্টা, অভিপ্রেতি ; নেহাইয়ত (= আ° নিহায়ৎ) = বুদ্ধি, সীমা, বিশেষ ; মোস্তজর (= আ° মুস্তজির) = প্রার্থী, অপেক্ষী ; বরাওর্দ (= ফা° বর্-আবর্দ) = বরাদ্দ, পূর্ব হইতে নির্ধারণ ; মুহরির (= আ° মুহরির) = মুহুরী, কেরাণী ; দস্ত (= ফা° দস্) = হাত ; খামসোজ (= ফা° খাম্ শোব্) = অর্দ্ধযোত, কচলান ; এওজ (= আ° \angle ইবরৎ) = বদল ; হাজত (= আ° হাযৎ) = আবশ্যক ;

১১৫ পৃষ্ঠা :—কিম্বত (= আ° কীমৎ) = মূল্য ; বেগাকিল (= ফা° বে + আ° বাকিল) = সাবধান ; তহকিক (= আ° তহকীক) = সত্য, সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত ; সেওয়ান (= ফা° সিবাই-ই, আ° সিবাই) = অধিক ; বর্মোজিব (= ফা° বহ্ + আ° মূবিয) = হেতু অনুসারে ; আজিজ (= আ° \angle আজিজ) = অক্ষম, বলহীন, নিপীড়িত ; তাগাদি কুর্দ (= আ° তকা \angle উদ্ + ফা°

কল্পদহ্) = অমনোযোগিতা কৃত ; এয়াদ (=ফা° যাদ) = স্মরণ ; [পেটা (দক্ষিণী শব্দ) =
 হৃৎকৃত স্থান, স্মৃঢ় পল্লী, স্মৃঢ় স্থানের নিকটবর্তী পল্লী, দেবীলোক কর্তৃক অধ্যুষিত স্থান ; পল্লী
 অঞ্চল ;] তছদিয়া (=আ° তস্খ্দি) = ঝাট, আপদ, শিরঃশীড়া, ক্লেশ ; মাকিক (=আ°
 মুরাফিক্) = অনুসারে ; তফসিল (আ° তফ্খীল) = বর্ণনা ; মনফুক (=আ° মুফুক্) =
 আলাদা আলাদা ;

১১৬ পৃষ্ঠা :—রোয়দাদ (১১৭ পৃষ্ঠায় রোদাদ) (=ফা° রু-দাদ) = উপস্থাপিত, আদালতে
 আনীত ; ফয়সল (=আ° ফয়সলহ্) = বিচার ; সেতাবি (=ফা° শিতাবী) = তাড়াতাড়ী, দ্বন্ডিত,
 অগোঁন ; আদালত (=আ° অদালত্) = ত্রাণবিচার ; খরদারী = খসর, খবরদারী ; তুলনীয়,
 পৃষ্ঠা ১১৮র শেষছত্রে, বর = বসর, বহর ; রেসয়ৎ (=আ° রিশ্য়ৎ) = ঘূষ ; নেকনামি (=ফা°
 নামী) = সুনাম ; দেনবরি (= ? হিন্দী দেনা—তুলনীয় দেন-হার, দেনহার = দে-রালা) =
 পুরস্কার ; সাজাই (উদ্ সজাই, ফা° সজা হইতে) = শাস্তি ; মোক্তার-কার (=আ° মুখ্তার+ফা°
 কার) = কার্য্যধ্যক্ষ কর্মচারী ; আসামীওর (=আ° অসামী+হিন্দী হার) = নাম ধরিয়া, লোকের
 নামানুক্রমিক ; নামনবিশি (=ফা° নাম-নব্বীসী) = নামলিখন ; [বেওয়া = ব্যাপার, বিবরণী] ;
 দস্তখতি যুদে (=ফা° দস্ত-খতী (আ° খত্খ্) + শুদহ্) = সহী হইলে পর ; দরজ (আ°
 দরব্) = খাতায় লিখন ; আইন্দা (=ফা° -ন্দহ্) = আগামী ; মোয়ুম (=আর মব্-সিম্) = সদয় ;
 [ফিব্রিল = ইংরেজী কেক্রমারী ; আবরিল = ইংরেজী এপ্রিল] ; বুর্দা = শুদ্ধ ? পর্য্যন্ত ?
 আইয়াম (=আ° অয়্যাম) = দিনসমূহ ;

১১৭ পৃষ্ঠা :—মাহফিক = মাকিক ; হুন (=আ° স্ব ন্) = প্রস্তুত করণ, করণ = নিষ্পত্তি ;
 [সালিস ছরায় = ছরায়, দারায়] ; হকিকৎ (=আ° হক্বীকৎ) = সারসভ্য ; মোজাহেম (=আ°
 মুজাহিব্) = বিরোধী, বাধাদায়ক ; ফরিয়াদী দফা (=ফা°+আ° দফ্) = নালিস আনয়ন,
 পেশ করণ ; মুকেদী (=আ° মুকয়্যদ্) = সচেষ্টিতাব, আগ্রহপূর্ণতা ;

১১৮ পৃষ্ঠা :—তরহ্দি (=আ° তরদ্দ) = পরিশ্রম, চেষ্টা, যত্ন ; খাতিজ্জমা (=আ° খাতিজ্
 যম) = নিঃসন্দেহ বিশ্বাস, দৃঢ় ধারণা, সন্তোষ ; বারিক (=ফা° বারীক্) = সরু, হুস্ন ; [কড্যা
 = কড়িয়া, কোড়ে = 'নাল-ফোড়', পড়িয়ানের স্ততা তানার স্ততার সহিত জড়াইয়া যাওয়া] ;
 আএব (=আ° অয়ব্) = অসম্পূর্ণতা, দোষ ; কেফাইত (=আ° কিফায়ৎ) = প্রাচুর্য্য,
 সুবিধা ; আমেজ (ফা°) = মিশাল ।

উপরের আরবী [ও কারসী] ; শব্দে নিম্নলিখিত রীতি অনুসারে আরবী [ও কারসী] অক্ষরের বাঙ্গালা প্রত্যক্ষর
 হিব্র করা হইয়াছে :—অলিফ্-হয্জহ্-' ; বা = ব ; [পে = প] তা = ত ; থা = থ ; বায় = ব ; [চেহ্ = চ] ;
 হা = হ ; খা = খ ; দাল্ = দ ; খাল্ = খ ; রা = র ; জা = জ ; [বা = ব] ; সীন = স ; শীন = শ ; যাদ্ = য ;
 বাদ্ = ব ; ডা = ড ; আ = অ ; ল অয়ন = ল ; যয়ন = য ; কা = ক ; কাক্ = ক ; কাফ্ = ক ; [গাক্ = গ] ;
 লাম্ = ল ; মীন্ = ম ; নূন্ = ন ; বাব = ব ; হা = হ ; রা = র ; [কারসীর বাক-ই-ম লুলহ্-বৃত্ত থে = থ ।]

[৫]

5660. F. . পদ্য গল্প

৭ শ্রীশ্রীদুর্গাঃ—

স্বহায়—

৮ মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র ।—

সাং অবস্থিকে—

মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম / শ্রীমতি
মৌনাবতি সোডষ বরিশা বড় সুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য / কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু
আকর্ষ পয্যন্ত যুগ্ম ভূর ধনুকো / নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ষ হস্ত পদ্যের
সুনাল স্তন দাড়িম্ব/ফল রূপলাবন্য বিদ্বৎছটা তার তুলনা আর নাঞো
এমন সুন্দরি / সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞো । কন্যা পন করিয়াছে রাত্রে
মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব । একথা /
ভোজরাজা স্নেহে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক /
এক ২ রাজার পুত্রকে এক ২ দীন রাত্রে মধ্যে এক ২ জোন কে সয়ন /
ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল / কন্যাঃ
আর রাজপুত্র এক খাটে কন্যা সোযে : এক খাটে রাজপুত্র / সোযে ।
জে রাজপুত্র জেমন জ্ঞানবান হয় । সে : সেইরূপ কথা / সারারাত্র
কহে । কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না : সকালে উঠে : /
রাজপুত্র : ঘরে জায় । এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপুত্র আইল /
কেহো কথা কহাইতে পারিলেক না : কতমৎ প্রকার করিলেক /
তবু : কন্যাকে : কথা কহাইতে পারিলেক না । এইরূপে অনেক
/ দীন গেল : পরে রাজা বিক্রমাদিত্য : কন্যার : রূপগুন স্নেহ
/ বড়ই তুষ্ট : হইলেন : কাহাকেও : কহিলেন না : সঙ্গে এক
জোন / মনস্ত : লইলেন না : কেবল আপুনি একা : বড় ঘোড়ায়
আরোহন / হইয়া : সিকারের : নাম করিয়া : ছুই চারি : রোজের পরে :
মোকাম : ভোজপুর : শ্রীযুত ভোজরাজার : বাটীতে : উবিস্থিত /

হইলেন : রাজার লোক জিজ্ঞাসা : করিলেক : কে তুমি : কোথা : /
 হইতে : আইলে : রাজা বিক্রমাদিত্য : আপনার : পরিচয় : / দীলেন না :
 কহিলেন : আমি : আতিত : একথা শুনে : / শ্রীযুত ভোজরাজার :
 লোক : অপূর্ব : আশন : বশীতে : / দীলেন : রাজা বসিলেন :
 খাণ্ডানের : অপূর্ব ২ : সামিগ্র : / আনিয়া দীলেন : রাজা বিক্রমাদিত্য :
 খাইলেন : পরে : / সয়ন : করিলেন : / বৈকালে : শ্রীযুত ভোজরাজা :
 শুনিলেন : / এক : আতিত : আসিয়াছে : লোক : পাঠাইয়া :
 ডাকাইয়া : / আনিলেন : রাজা বিক্রমাদিত্যকে : জীজ্ঞাসা : করিলেন :
 কী জন্মা : আগমোন : হইয়াছে : এখানে : কী নাম : / তোমার :
 প্রকৃত কহিবে : তাহাতে : রাজা আপনার : / নাম : ভাড়াইয়া :
 আর এক : নাম : কহিলেন : শ্রীযুত / ভোজরাজা : পুনরবার : জিজ্ঞাসা :
 করিলেক : তোমাকে : / এমন সুন্দর : এমন গুণবান : দেখিতেছী :
 বুঝি : তুমি : / কোন : রাজা হইবেক । পরে : রাজা বিক্রমাদিত্য :
 কহিলেন : / আমি : জে হই : তোমার পরিচয়ে : কায্য কী আছে :
 তোমার : / কন্ডার পন শুনিঞা : আসিয়াছী : আমি : তাঁহাকে : /
 কথা কহাইব : রাজা : কহিলেন : ভালোই : থাকোহ : / পরে : রাত্রি :
 এক ঘরে : দুই খাট : বিছাইলেক : / দুই জনে : দুই খাটে : সয়ন :
 করিলেন : ক্ষেনেক : কাল / পরে : রাজা বিক্রমাদিত্য : জিজ্ঞাসা :
 করিলেন : এ ঘরে / কেই আছহ : আমার সঙ্গে : কথা কহো : কন্ডা
 উত্তর : / দীলেক না : পরে : রাজা : কী করিলেন : তাঁহার সঙ্গে : /
 পোসা : দুই ভূত ছীল : তাহার : নাম তাল : বিতাল : তাহাকে /
 স্মরণ : করিলেন : তখনি তাহারা : দুই জনে : আইলেন : / ৭ কী
 আঙ্গা মইরাজ : কী করিব কহ : রাজা কহিলেন : / তুমি : কন্ডার খাটে
 গিয়া : বইসহ : আমি : জীজ্ঞাসা : / করিলে : কথা কহিও : তাল :
 বিতাল গিয়া : কন্ডার খাটে / বসিল : পরে : রাজা : ডাকিয়া :
 কহিলেন : এ ঘরে কে জাগ্রত / আছহ : তাল বিতাল : উত্তর : দীলেক :
 কী জন্মা : ডাক / মইরাজ : রাজা কহেন একী আশ্চর্য্য : কন্ডার :

কথা নাঞী / ভূমি : কে : তাল বিতাল : কহিলেক : মইরাজ : আমি :
 / কন্টার খাট : রাজা কহিলেন তবে ভূমি : স্থানহ : এক দেসে / এক :
 সওদাগর ছীল : সে বানির্ধ্যতে গিয়াছিল : পরে / তাহার : জাহাজ ও
 নৌকা সকল : ভুবিয়া গেল : এক / খান তক্তা ধরিয়া : সওদাগর :
 কীনারায় : উঠিল : / সেই : দেসে এক মায়ে মানুষ : জল : আনিতে
 আসিয়াছিল / সে : সওদাগরকে : লইয়া : আপনার বাটীতে গেল : । /
 বিস্তর : সেবা করিয়া সওদাগরকে বাঁচাইলেক । কতক দীন / তাকাদী
 সেই খানে থাকীল । পরে এক দীন এক মালির : / মায়ে : স বড়
 জাদুগীর : তার সঙ্গে । আর সওদাগরের / সঙ্গে সাক্ষাত হইল : সে
 মালিনি এক ঔষধ : সওদাগরের : গায়ে ফেলিয়া ফেলিয়া মারিলেক ।
 সে ঔষধ তার গায়ে / লাগিতে : ভেড়া হইল : সওদাগরকে এক দড়ি
 দীয়া : বাঁদীয়া / আপনার : ঘরে লইয়া গেল । রাত্রে এক ঔষধ গায়ে
 ছোঁয়াইয়া / মানুষ করে : দীনে আরবার ভেড়া করে । এইমত করিয়া /
 প্রত্যহ বেহার করে । এক দীন : সে ভেড়া দড়ি ছুঁইড়িয়া : / পালিয়া :
 এক রাজার : বাটীর ভিতর : গেল : রাজার / লোক : সে ভেড়া ধরিয়া :
 কাটীয়া । তাহার মাংস / খাইলেক । বল যুনি : রাজকন্টার : খাট :
 অপরাধ / কার হইল । তাল বিতাল কহিলেক । ক্ষে ময়ে জলের
 ঘাটে / হইতে । লইয়া গিয়া : বাঁচাইয়াছিল : সকল দোষ তাহার /
 হইল । মালিনির : কিছু দোষ নাঞী । কন্টা একথা / স্থনিয়া :
 আপনার খাট ছুর করিয়া । ফেলিয়া দীলেক । / মাটীতে সয়ন : করিয়া :
 রহিল : পরে রাজা বিক্রমাদীত্য / কহিতে লাগিল : কন্টার খাটের
 সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম / কন্টা তাহা গোষা করিয়া ফিরিয়া দীলেন :
 এ ঘরে / আর কেহো আছহ : তাল বিতাল : উত্তর দীলেক : / কেনো
 মইরাজ : পরে রাজা কহিলেন : কে ভূমি : তাল বিতাল / কহিলেক :
 আমি রাজকন্টার পরিধিয় বস্ত্র : বড়ই ভালো / হইল : কথা স্থন ।
 এক দেসে : এক সওদাগরের : কন্টার : / সঙ্গে : বিভাহের কথা চারি
 জোমের সঙ্গে হইয়াছে : / বিভাহের দীনে চারি জোন : আশীয়া :

উবিস্বীত হইল / কেহ বলে আমি বিভাহ : করিব : আর কেহ কহে তুমি
 কে / আমি : করিব : এই কথায় : বড়ই ঝকড়া হইল : সে কন্যা / এ
 কথা স্নেহ : রাত্রের মধ্যে জ্বর করিয়া মরিলেক / প্রাতঃকালে সে
 কন্যাকে : বাহিরে : আনিলেক । / চারি জোনে সে কন্যাকে দেখিয়া
 বিস্তর খেদ করিলেক / এক জোন কন্যার সোকে জ্বর খাইয়া মরিল :
 এক জোন/ফিরে ঘরে গেল এক জোন বসিয়া থাকিল । এক জোন/এক
 ঔষধ খাওয়াইয়া : দুই জোনকে : বাঁচাইলেক : বল স্নি / কন্যার কাপড়
 সে কন্যা কে পাইবে তাল বিতাল কহিলেক : জে ফিরা / ঘরে গিয়াছে
 সেই পাইবেক : কন্যা একথা মুনিএণ কাপড় / ফেলিতে : পারেন । না :
 হাসিয়া : উঠিলেন । কথা কহিলেন / রাজা কন্যার হাত ধরিয়া : আপনার
 খাটে লইলেন : সারা / রাত্র হাসীখুসি করিলেন । তার পর দীন ভোজ
 রাজা কন্যার / বিভাহ দীলেন । রাজা বিক্রমাদীত্যর সঙ্গে ।।।।।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যে গদ্যের বিশেষ অভাব । এই গল্পটী অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত
 বাংলা গদ্যের নমুনা হিসাবে খুবই উপযোগী । যথার্থ মূল্যায়নী মুদ্রিত হইল ।

[৬]

5660 F. একটী পান্ন I—লালচন্দ্র ও নন্দলাল দুই জনের ভনিতা দেওয়া ।

ওকি অপরূপ দেখি ধনি : পিঠেতে লম্বিত ধরনি সম্বিত কিস্বা
 ফনি কিস্বা বেনী : অলকা বেষ্ঠীত / কনকে রচিত শিতি কিস্বা
 সৌদামিনি : তার অধ / দেসে অন্ধকারো নাসে : সিন্দুর কি
 দিনমনি : / খঞ্জন সুগল নয়ান চঞ্চল কি সফরি অনুমানী / কিবা বিধুবর
 কি মুখ সুন্দর কিছুই না জানি ॥২॥ কিবা কামকুঞ্জ কি তড়িতপুঞ্জ কিবা
 হয় তনুখানি : / কি কুচ কি গিরি কি বুঝিতে না পারি কি কোক / বিহিন
 পানি ॥৩॥ কি মুনালদণ্ড কিবা করিমুণ্ড / কিবা বাহুর স্বেলনি ত্রিবলি
 ত্রিগুন কি কাম / সোপানো কিবা নাভি তরঙ্গনি কিবা কোটী / দেস
 কিবা পষুইষ মধ্যে সোভিছে কিঙ্কনি / কিবা রম্বা তরু কিবা যুগা উরু
 কিবা মরাল / চলনি ॥৫॥ লালচন্দ্র কহে এ বেসে কোথায় / চল্যাছ লো
 বিনোদিনি নন্দলাল ভনে চায়ণ / আমাপানে হাস্তা কথা কহ স্নি ॥৬॥—

[৭]

5660 F. লাল কালিতে লেখা কতকগুলি মন্ত্র।—উপরে লাতিন ভাষার পুরাতন ছাঁদের ইংরেজি হাতে লেখা *Carmen Shanskrit cujus Ope Morsus Serpentis admodum Lethalis innoxius reddatur atque cito Moribundus convalescat / Inefficax foret nisi littera rubida scriptum* অর্থাৎ “সংস্কৃত ছড়া, যাহার সাহায্যে অতি বিষাক্ত সাপের কামড় বিষমুক্ত করা যায়, ও মরণোন্মুখ শীঘ্র আরাম হয়। লাল অক্ষরে লিখিত না হইলে কার্যকর হয় না।”

[লাল রঙে সাপের মন্ত্র লেখা সম্বন্ধে একটি কথা পরিষদের অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিত-চন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন যে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের “বিষে-পাগলা বুড়ো” নাটকে কতকগুলি সাপের মন্ত্র নাটকের একটি পাত্রের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে এবং যখন ঐ বইয়ের প্রথম মুদ্রণ করা হয়, তখন মন্ত্রগুলি লাল অক্ষরেই ছাপান হইয়াছিল।]

হাতচালা। উচল চালম স্চল চালম অরে হাত তোরে চা(ল)ম থাকে
চৌসাপার বিস ছামু ধর না থাকে চৌসাপার বিস ডাইনে বাঁয় চল কার
আঙ্গা বিসহরির/ আঙ্গা। ১। উচ উচ ভামুহে রক্তবরনে বিস নাই গুরু হে
গামছা-মোড়নে রথে চাপিয়া হনুমন্ত জায় তুল তুল বিষ তুই গামছার
বায় শ্রীমনসার আঙ্গা ১॥ গামছা পাড়িয়া মারিবে ॥ তাগাবাঙ্গা ॥ মুই
বান্ধি তাগা ব্রহ্মা বিষ্ণু তিনজনে গেলগা তাগা তাগনের সাত তার বিষ
পিচকর আকুল সমুদ্রে উবুকরি/ ছুই পা তোর স্নামি সাপে খালে
তাগা বাঙ্ক্যা ঘরে জা ১॥ ভাগান্তার মামা সম্বর বিস ভাগিন্যা বৌ
হেটেয়েড্যা উপর ধাইস খাইস গুরনৌ উড়্যাবান্ধী/ উড়নি ভিডা বান্ধে ডোর
কোথা আইস করঙ্গ (কু ?) র বেটা সিন্দমুখান্ধা-চোর ইন্দ্রপুরের মাটি
ব্রহ্মপুরের ফুল মহাদেব বাঁধেন তাগা বাঁধ্যা চাঁপার/ ফুল ইহাঁর উদ্দিস
করিস বল ধর্ম ইসাদ পার তল ১॥ আবেস ছুর করা ॥ আদবার বছরের
পদসকুমার(রি ?) পার মগরমুট খাড়ু ডাইন হাতে ধোখবল/ ছাতা
বাঁহাতে বিসের নাড়ু বিস খায় খলবলায় মনে মনে হাসে তিন্দিনির জায়া।
না (লা ?) ধান সেহয়নে ভাসে ছাণ্ডাল কাঁদানি বাড়ুন ভাঙ্গানি আলাক/
দিয়া বাতি অন্ধ কার গার বিস ঝাড়াই সাক্ষি ব্রহ্মানি নাই বিস বিস-
হরির আঙ্গা ১॥ ঝাড়ান ॥ স্বর্গের পায়রা/ সাগরপারি অমতভুবনে তোর

বাঁসা/ বিস উপজিল কোথা বিস উপজিল পদ্মা/র স্মরণে নাই কিল
জগতে গৌরিহংকার ১॥ মন্তকামহিল (মাইল ?) বিস পবন ধরমান বাহড়
বাহড় বিস/ সিব পর/ মান বাহড় রে বিষ তোরে ডাকেন পাঁও আপনার
দর্পে বিস রক্তে দিলা ঝাপ বাহড়ে রে বিস তোরে অনাদিকৃষ্ণের স্মাপ ১॥
গড়ুর নাচে নপুর বাজে/ ঘুঙ্গুর বাজে পায় পথ ছাড়া দেয় তাহে গোঁসাঁই
গড়ুর জায় ১॥/ পিলাকাটা ॥ উকং কালীয়াং রং লং বং সং ষং শং হং ক
ডাকিনী ঝাম্পে পিলা কাম্পে/ পিলার বুকে মারম আগুনবান অম্বুকার
আঙ্গের পিলা কাটা করম খান খান কার আঙ্গা উগ্রচণ্ডার আঙ্গা ১॥

এই মন্তের সর্বত্র বুঝিতে পারিলাম না; মিলাইবার জন্য অল্প কোনও সাপের মন্তেরও পাঠ
পাই নাই, ভবিষ্যতে আলোচনার জন্য কেবলমাত্র মূল কাগজে যেমন পাইয়াছি, তেমনি মুদ্রিত
করিয়া দিলাম।

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাক্সালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

১। ডাকচরিত্র।

উপকরণ, বাক্সালা তুলোট কাগজ।
আকার, ১০২ × ৪৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,
১২; মধ্যে ছিদ্র। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০
পঙ্ক্তি। লিপিকাল, ১০৯০ সাল। অসম্পূর্ণ।
প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

শিশুশিক্ষা, ধর্মকর্ম, রন্ধন, ভোজন,
বাসস্থাননির্ণয়, সুগৃহীণী-কুগৃহীণীলক্ষণ, বর্ষা-
লক্ষণ, বিবাহ-গণনা, লগ্ন-নিরূপণ এবং ক্ষুদ্র
ব্যাখ্যার চিকিৎসাদি সম্বন্ধীয় পঞ্চনিবন্ধ সারগর্ভ
উপদেশ।

আরম্ভ,— খ্রীশ্রীরাম ॥ ডাকচরিত্র ॥

জন্ম মাত্র বলে ডাক ।
পো এড়িয়া পোআতি রাখ ॥
ধুইআ পৌছিআ দিহ কোলে ।
তবে ফুল লাক্ষিবেক কোলে^১ ॥
লাড়ি ছেদিআ দিহ জয় ।
ডাক বলে এই হএ ॥
সুখান কাষ্ট জেহে দেখ ।
মারী বুঝিআ দিহ সেক ॥
এক কাঠে লাড়ি ঝাড়ি ।
দুই কাঠে কোঁক পাড়ি ॥
তিন কাঠে করিআ এক ।
চারি কাঠে দিহ সেক ॥
দ্বিতীয় উপবাসে দিহ আড়গড়া ।
তবে ভাল হবেক পোয়াতির মাঝা ॥

বিবচনা করিয়া দিহ পত্যা ।
তবে ভাল হবেক পোয়াতি গত্যা ॥
জহে হুঁয়ার রাখিহ জিব ।
সক্তি করিআ ওসধ পীষ ॥
ওসধ দিহ সময় বৃষ্টি ।
ঝাটীর মূল বিরতির বি[f]চ ॥
অপরাজিতা ইসর মূল ।
পাঁচন দিহ দসমূল ॥
পর পরতা না দেখিব ।
কোলের ভিতর ছাওআল খোব ॥
কোথায় না খোব পরের বোলে ।
রাজি হইলে সোআইব কোলে ॥
লয় দিবসে হরিদ্রা দিহ ।
একইষ দিবসে মন করিহ ॥
অর্থ ধর্মপ্রকারন ॥
ধর্ম করিতে জে জন জানে ।
পুথর দিয়া পানি যানে ॥
অশ্বদ রোপে জিবন ধন ।
মণ্ডপ দেএ অসেস গুহ ॥
জাহা দেই তাহা পাই ।
পরলোকে সুখে থাই ॥
অতিত জনাকে না বঞ্চিহ ।
আতি উৎকট ব্রাহ্মনে না বলিহ ॥
অন্ন বিহু নাহি দান ।
ইহার পর ধর্ম নাহি আন ॥
অর্থ রন্ধনপ্রকারন ॥
সুকুতার পাতা কাসদ্বিগ্ন বোল ।
তেলের ওপর দিয়া তোল ॥

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

পলতা সাক রুহি মাছ ।

বলে ডাক বেঞ্জন সাজ ॥

মদগুর মৎস্ত দাএ কুটিয়া ।

হিঙ্গ আদা নবন দিয়া ॥

তেল হলদি তাহাতে দিব ।

বলে ডাক বেঞ্জন খাব ॥

পোনা মাছ জামিরের রসে ।

কাসন্দি দিয়া জে জন পরবে ॥

তাহা খাইলে অরুচ্য পালাএ ।

আছুক মানবির দেবের লোভ জাএ ॥

ইলিসা মাছ তৈলে ভাজিয়া ।

পাতি লেবু তাতে দিয়া ॥

জাহাতে দেই তাতে মেলে ।

হিঙ্গ মরিচ দিহ ঝোলে ॥

চালু দিহ জত তত ।

পানি দিহ তিন স্তত ॥

ভাত উতলাইলে দিহ কাঠী ।

তবে দিহ জাল ভাটী ॥

তবে জদি থাকে চালু ।

তবে জানিহ ডাক আউল ॥

বড় ইচিলা দাএ কুটী ।

হিঙ্গ দিয়া তৈলে ভাজি ॥

উলটা পালটা দিহ পীট ।

হই খাইলে জোজোন দিট ॥

রৌদ্রের বেলা বুলিয়া আইসে ।

আক্কল ভাত কাসন্দি চোষে ॥

পোড়া মাছে নবন প্রচুর ।

আর বেঞ্জনে পেলাহ তর ॥

পাকা তেতলি বর্দ্ধি বোয়াল ।

অধিক করিয়া দিহ জাল ॥

কাটা দিয়া করিহ ঝোল ।

খাবার বেলা মাথা নাহি তোল ॥

মধ্য,—

অর্থ সিমা প্রকারন ॥

ছাগল পাএরা পোসে হাঁষ ।

সিয়ার মাঝে পোতে বাঁস ॥

তারি নিত্য কন্দল করিতে চাএ ।

ডাক বলে আমি কি করিব তাএ ॥

লৌকা থাকিতে জে জন সাঁতারে ।

সে জন আপনি মরে ॥

মিছা কাজে গাছে চড়ন ।

প্রমাণি থাকিতে তাহার মরন ॥

পরের বোলে লাগা হএ ।

সুদ্র হইআ ব্রাহ্মনি লএ ॥

সিদ্ধধারে উঠে কাষ ।

তাহার হএ জিবনের নাষ ॥

বাসা^১ লাজালে পুরুস নিধন ।

মুখ পুড়ি তাহার দিয়া আগুন ॥

চোর গাই বাজা ছাগলি ।

ঘরে আছে ছুটা মেলি ॥

খল পড়সি পুত্র মুরখ ।

ডাক বলে এ বড় ছুখ ॥

বিনি যদিহে গুআ খাএ ।

সভা মধ্যে ধাইআ জাএ ॥

ঘাট এড়িয়া কুঘাটে লাএ ।

মাগু না [খা]কিতে সম্বরবাড়ি জাএ ॥

হইল ভাতে করে উপবাস ।

সে জন মইলে কাহাকে নাহি দোস ॥

ইতর হইআ করে হাষ ।

গাবুর বএসে জার কাষ ॥

গুরু জনকে করে পরিহাস ।

ডাক বলে তার নরকে বাস ॥

দূর কর জে গুরু মারে ।
 দূর কর জে পরের জি হরে ॥
 চোর সেবক চোর গাই ।
 বাঁজা জি ছুটে ভাই ॥
 বুড়া গরু বস্ত্র পুরান ।
 জে বেচে সে সেআন ॥ (পৃ° ৫১২-৬১)

অন্ত,—

অর্থ নষ্টপ্রকারন ॥
 সূজন নষ্ট দুরজনের সঙ্গে ।
 পুত্র নষ্ট পরস্ত্রির সঙ্গে ॥
 লবন সজ্ঞোঙ্গে নষ্ট বি ।
 বাপের ঘরে নষ্ট বি ॥
 আখর নষ্ট দসে পাঁচে ।
 ঘর নষ্ট গ্রিনি সাঁচে ॥
 জীবন নষ্ট জলে ঝাপ ।
 দেহ নষ্ট দেই নাফ ॥
 দারি নষ্ট ষথা চুরি ।
 ধন নষ্ট জথা দারি ॥
 ঘর নষ্ট রাতের বাস ।
 ভুজি নষ্ট দামড়ার চাষ ॥
 মাগু নষ্ট ঘন রোসে
 কুলবধু নষ্ট পরের বাসে ॥
 আদর নষ্ট নিত্য গমনে ।
 রোগ নষ্ট লঘু ভোজনে ॥
 নষ্ট সূয়া চিলের বাএ ।
 নষ্ট বি দোচারিনি মাএ ॥
 বহু নষ্ট বাপের ঘরে ।
 পুত্র নষ্ট প্রদার করে ॥
 সতি নষ্ট অসতির সঙ্গে ।
 কুলবধু নষ্ট হান্ততরঙ্গে ॥
 বলে ডাক এই সাঁচা ।
 আপনি দড় সকল মিছা ॥

অর্থ চিকীত্সা প্রকারন ॥
 ভঙ্গরাজ কেমিরা বাঁটা ।
 সকল তুলিয়া করিহ গুটী ॥
 সূটা পীপলি বনমরিচা ॥
 সন১০৯০ ৩ অগ্রায়ন ।

ডাক । তন্ত্রে অনেক প্রকার সিদ্ধি আছে ; তাহার মধ্যে দুই প্রকার প্রধান । বামাচারে ষাঁহারা সিদ্ধ হন, তাঁহাদিগকে বীর বলে । ইহাদের মধ্যে ষাঁহারা প্রধান হন, তাঁহাদিগকে বীরেশ্বর বলে এবং বীরেশ্বরের ষাঁহারা প্রধান, তাঁহাদের দেশী নাম ডাক । যে সকল জীলোক বামাচারে চরম সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের নাম ডাকিনী । ডাকিনী—ডাকের স্ত্রী, তাহা নহে । ‘ডাকিনু’, ‘ডাইনু’ ও ‘ডাইনী’ শব্দ ‘ডাকিনী’রই রূপ-ভেদ । ডাক ও ডাকিনীগণ অলৌকিক কাণ্ড করিতে পারিতেন । বৃক্ষচালনাদি ব্যাপার, যাহা আমরা অদ্বুত মনে করি, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অতি সহজ । এ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধগণের লিখিত ।

২। রামায়ণ-আদিকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার, ১৩½ × ৩½ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১—২০, ২২—৩৬ ; মধ্যে ছিন্ন । এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত । খণ্ডিত ।

আরম্ভ,—শ্রীশ্রীভগবতে বান্দবদেবার নমঃ

রামং লক্ষণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক ।
 নমো বন্দো নমো বন্দো দেব শ্রীহরি ।
 সংখ চক্র গদ্য পদ্য সারোজধারি ॥

ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো দেব গনপতি
 পরম ভক্তি দেবী স্বরস্বতী ॥
 কীর্তিবাস পণ্ডিত বন্দো এক মন চিন্তে ।
 সাত কাণ্ড রামায়ন গীঞা দিল গিতে ॥
 সাত কাণ্ড রামায়ন আশ্রু কাণ্ড প্রথম ।
 স্থানিলে বুলিতে কেবল অমৃতের সমান ॥
 আশ্রু কাণ্ড পোখী জেবা জনে স্থনে ।
 রমৃত পান করে হেন বাশে মনে ॥
 কীর্তিবাস পণ্ডিত রচিল পাচালি ।
 আশ্রুকাণ্ডে গীঞা দিল রামের বংশাবলি ॥
 প্রথমে ব্রহ্মার পুত্র মারিচ রাজা বর্ক
 লোকে জানি ।

তাহার পুত্র হইল কন্তেব মহামুনি ॥
 তার পুত্র সুর্য্য লোকের প্রধান ।
 অদ্বিত্য তাহার পুত্র শুনে অল্পপাম ॥
 তাহার পুত্র মহু রাজা বিদিত বংশারে ।
 খেহু নামে তাহার পুত্র হইল সংশারে ॥
 তাহার পুত্র অক্ষাকু [ইক্ষাকু] রাজা হইল
 প্রথম ।

প্রথমে সাধিলেন তেও অজোধ্যা নগর ॥
 ভিকু নামে তাহার পুত্র বড় রূপবান ।
 হেমচন্দ্র তাহার পুত্র গুণের বাধান ॥
 হেমচন্দ্রের পুত্র হইল সুচন্দ্র নাম ।
 মহাগুণবন্ত তেও অভিনব কাম ॥

বলা বাহুল্য, উক্ত তাংশের প্রথম ১২ পঙ্ক্তি
 কৃত্তিবাসের রচনা হইতে পারে না । পরবর্তী
 অংশও অশ্রু পুথির সহিত মিলে না ।
 শেষ,—

চন্দ্রের কলা দ্বেন দিনে দিনে বাড়ে ।
 দিনে দিনে চারি পুত্র কোলেশীঞা চড়ে ॥
 লক্ষন শত্রুঘন দুই শহোদর ।
 দুই ভাই বিশবাদ করে নিরন্তর ॥

অথা রাম তথা গীঞা মিলিলা লক্ষন ।
 ভরথের পাছু গীঞা মিলীলা সত্রুঘন ॥
 রাম লক্ষন দুই ভাই পরম পীরিতি ।
 ভরথ সত্রুঘন দুই জনে হইলা একমতি ॥
 ছাওলে ছাওলে জেন পরম পিরিতি ।
 সমুদ্রের জলে জেন চন্দ্র একমতি ॥
 অস্ত্রে অস্ত্রে বিশবাদ নাহি ভ্রাতী (ভ্রাতৃ)
 মুখে ।

দুই দুই এক মতিঃদেখে শরী লোকে ॥
 নানা বিদ্যা শিখে দুহে হঞা তৎপর ।
 নদ নদী বহে জেন পাইল শাগর ॥
 জে জে বিদ্যা গুরুর ঠাঞি শিখে নিরন্তর ।
 সেই বিদ্যা শিখে হঞা তৎপর ॥
 মূনির সাঁপ দশরথের পড়িঞা গেল মনে ।
 কোন পূত না পায় রাজা শ্রীরাম দরশনে ॥
 এক দীন না পায় রাজা শ্রীরাম দরশন ।
 পুরি অন্ধকার হয় হেন লয় মন ॥
 রামের মুখ দেখিতে রাজার বড় রয় ।
 আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কী[র্]তি বর্ষ ॥*॥
 নারায়নের জন্মকথা স্থনীল সর্ব জনে ।
 লক্ষ্মী ঠাকুরানির জন্ম স্থনহ বিশেষ ॥
 ইতি আদ্যকাণ্ড রামায়ন সম্পূর্ণমন্ত ॥ * ॥

অথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি । ইতি পুস্তক
 লিখিতং শ্রীমদ্রামায়ন গন্ধর্বনিকের সমাপ্ত লিখন
 হইল ১৪মাব্দ বৃহস্পতিবার বুধা চতুর্থী শকাব্দা
 ১৬২২ সন হাজার এগার শহ ছয় শাল নীবাশ
 রুকুনপুর আমল সাহজাদা মোকাম রাজমল
 কবোরি গুলাব রায় নীকদার শ্রীবসন্ত রায় :
 বৃহস্পতি বারের এক প্রহর বেলা থাকিতে
 সমাপ্ত হইল পুস্তক ইতি শমাচার হাতিসালার
 শ্রীমদ্রামায়ন ঠাকুরতার মহি

পুথির শেষে আশ্চর্য্যকণ্ঠ সম্পূর্ণ বলিয়া
লিখিত হইয়াছে; কিন্তু আছে, শ্রীরামাদির
জন্মবিবরণ পর্য্যন্ত।

৩। রামায়ণ-আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার,
১১৫×৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৮৪। প্রতি পৃষ্ঠায়
১০—১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৯১
সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্বাঞ্চলের।

শেষ পত্রে 'রঘুনন্দন দেব সাং পং
মহানন্দাবাদ' লিখিত আছে। সম্ভবতঃ
পুথিখানি রঘুনন্দনের অধিকারে ছিল।
আরম্ভ,—৭ নম গনেনসায় নম।

অথ আদিকাণ্ড।

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

শ্রীগুরু চরনে আমি করিয়া ভকতি।

লেখিবার সাদ করে আদিকাণ্ড পুথি॥

রামায়ণ পুথী এই রাম অবতার।

পড়িলে স্থানিলে ভবসিদ্ধ হয় পার॥

রাম নাম হই অক্ষর লয় মুখ ভরি।

বিসম সমন ভয় জেই নামে তরি॥

জয় রঘুনন্দন রাম গুনের সাগর।

মহিমা অনন্ত তার ভুবন ইন্দর॥

ত্রিজগতনাথ সেই প্রভু জনার্দন।

তাহার মহিমায় অন্ত নাহিক ভুবন॥

ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া জত আছে চরাচর।

সকল ব্যাপিত আছে জগত ইন্দর॥

হয় বিরহি ধ্যানে নাহি পায় আরে।

আমি অল্পবুদ্ধি হৈয়া কি জানিমু তারে॥

চোবনের পুত্র বার্ষিক মুনিবরে।

রামায়ণ করিলেক লোক তরিবারে॥

ব্রহ্মার বচনে তবে সেই মুনিবরে।

সৌকবল্যে রচিলেক পুথী রামায়নে॥

সৌক ভাঙ্গি পদবল্য করিয়া প্রকারে।

কির্তিবাস করি কহে বৃত্তিতে সংসারে॥

প্রনমহ নারায়ণ রাম ভগবান।

জার নাম শ্রী লোক পায় পরিজান॥

হেন প্রভু সিরে বন্দি সর্ব লোকে গতি।

তান হই ভার্য্য বন্দি লক্ষি সরস্বতি॥

শ্রীরাম লক্ষন বন্দি রাবননিধন।

করজুড়ে প্রনমহ রাম নারায়ণ॥

এক চিহ্নে স্থান লোক রামের কথন।

হেলাএ জিনিয়া জাইব যে দারুন সমন॥

আদিকাণ্ডে রামের জন্ম বিহা কৈলা সিতা।

অজধ্যাতে রাধোব্রত সর্গে গেল পিতা॥

বনবাসে গেলা রাম অজধ্যার কাণ্ডে।

অরন্যেত সিতা হরি নিল দসমুণ্ডে॥

কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্রে পাইয়া অপচয়।

কিস্কিন্দাতে মিত্র লাভ কটক সঙ্কর॥

স্থলরাতে সেতু বান্দি কটক হৈলা পায়।

লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজা সবংসে সংহার॥

উত্তরাতে রাজা হৈলা কমললোচন।

চারি ভাই মিলি রাজ্যে করিল পালন॥

এগার হাজার বৎসর রাজ্যে ভুগ করি।

চারি সহস্র মিলি গেলা সর্গগুপ্তি॥

রামের চরিত্রকথা অতি সুধাময়।

রামের চরিত্র কির্তিবাস কবি কয়॥

ভক্তি করি স্থান লোক হৈয়া একমন।

রাম নাম সম পুণ্য নাহি জিভুবন॥

শ্রদ্ধাএ অশ্রদ্ধাএ জেই রাম নাম লয়।

সংসার ভরিয়া জাইতে নাই কুন কয়॥

এক দিন বার্ষিক মুনি মনেত ভাবিয়া ।
 ব্রহ্মার সাক্ষাতে মুনি মিলিলেক গিয়া ॥
 ব্রহ্মারে প্রণাম করি বসিলা আসনে ।
 করজোড়ে জিজ্ঞাসিলা প্রজাপতি স্থানে ॥
 আপনে করিলা দেব সকল সংসার ।
 মহা ঘোর পাতকেত কি গতি এবার ॥
 দিনে দিনে অন্ন খন অন্ন আউ হৈব ।
 জঞ্জালেতে লিন হৈয়া তপ না করিব ॥
 কেমতে নিস্তার হৈবা এ সকল জন ।
 কৃপা করি আমাতে জে করিবা আপন ॥
 মুনির বচন ব্রহ্মা স্ননিয়া তখন ।
 আজ্ঞা দিলা কর তুমি পুথা রামায়ন ॥
 রামায়ন শ্রবনে পাতক ছর হৈব ।
 সংসারসাগর তরি বৈকুণ্ঠেত জাইব ॥
 ভবের দুর্লভ জান রামনামখানি ।
 জে জনে জপএ তার জন্ম নহে পুনি ॥
 এতে রামায়ন তুমি করহ প্রচার ।
 জে জনে স্ননিব তার সর্গগে হয় বাস ॥
 এত জদি প্রজাপতি বোলিলা বচন ।
 স্ননি হরসিত হৈলা বার্ষিকের মন ॥
 ব্রহ্মাকে প্রণাম তবে করিয়া তখন ।
 আপনার আশ্রমে মিলিলা তপধন ॥
 অবতারের পূর্ব সাইট চাকার বছর ।
 রামায়ন বল্লিলেক বার্ষিক মুনিবর ॥
 রাম অবতার মুনি করিলা প্রকাশ ।
 পয়ার প্রবন্ধে তারে গাইল কিত্তিবাস ॥

শেষ,—

পরশুরামের ধনু রামে তুলি লৈলা

হাথে ।

বাম আঁঠু পৃষ্ঠে দিয়া গুন দিলা ভাতে ॥
 রামে বোলে বান আমি ছাড়িমু নিচিহ্ন ।
 এই বান হ'নে কিবা ব্রহ্মবধ হয় ॥

থেত্রিবাংসে আমার জন্ম তুমি ত ব্রাহ্মন ।
 তুমারে করিলু ব্রহ্মা ব্রাহ্মন কারন ॥
 ত্রিভুবনে বার্থ নহে আমার সন্ধান ।
 কথাএ এড়িমু বান কর মর স্থান ॥
 দেখিয়া পাইলা ভয় রাম দ্বিজবর ।
 জোড়হাথে স্তুতি করে শ্রীরাম গোচর ॥
 সংসারের সার তুমি অনাতের গতি ।
 তুমারে জনিব প্রভু কাহার সক্তি ॥
 ত্রিলোকের নাথ তুমি স্নন মহাশয় ।
 ব্রহ্মা আদি দেবে তুমি ধ্যানে নাহি পায় ॥
 তুমি বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর ।
 বান মারি বন্দি কর মর সর্গগদ্বার ॥
 সর্গগবাসে জাইতে মর নাহি অভিলাষ ।
 তুমি দেখি মুক্ত হৈলাম এই সর্গগবাস ॥
 বৈকুণ্ঠের পতি রাম জানে নানা সক্তি ।
 পরশুরামের সর্গগদ্বার কৈলা বন্দি ॥
 সর্গগদ্বার বন্দি করি উঠিল আকাশে ।
 সর্গগদ্বার রুন্দিয়া আইল রাম পাশে ॥
 পুত্রের বিক্রম দেখি বোলে দসরথ ।
 পুনর্বীর জন্ম হইল পরশুরামের হাথ ॥
 জত রাজা দসরথের আছিল সংহতি ।
 জোড়হাথে শ্রীরামের করে নানা স্তুতি ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব থেত্রি পলায় জার ভয় ।
 হেন পরশুরামে পাইল পরাজয় ॥
 সমস্তে মিলিয়া তবে করে অহুমান ।
 মহাস্ত না হয় রাম দেব ভগবান ॥
 বিদায় হইয়া রাম গেলেন তখন ।
 অপমান পাইয়া প্রবেসিলা তপবন ॥
 পরশুরাম জিনি রাম সানন্দিত মনে ।
 অজ্ঞাতে গেলা রাম সানন্দিত মনে ॥
 রথের পতাকা দ্বজ দেখি সতে সতে ।
 সর্বলোক চলি আইলা অহুত্রজি নিতে ॥

বেলা অবসেসে প্রবেসিলা অন্তঃপুরি ।
 হরসিত সর্বলোক অজ্ঞান নগরি ॥
 প্রতি ঘরে ঘরে লোকে করিলা মঙ্গল ।
 নানা নিষ্ঠ গিত বাখ করে কুলাহল ॥
 সুভঙ্কনে সিঁতা দেবি প্রবেসিলা পুরি ।
 তান রূপে দিষ্ট করে অজ্ঞান নগরি ॥
 জত ধন আনিছিল অনেক প্রকার ।
 তারে দিয়া ভরিলেক সতেক ভাণ্ডার ॥
 চারি পুত্রবধু লৈয়া রাজা গেলা ঘরে ।
 সন্তসিত হৈয়া রাজা সুখে রার্থ্য করে ॥
 শ্রীরামের মৈত্রে রাজার কেবল সরিল ।
 না দেখিলে থাকিতে না পারে এক তিল ॥
 চারি পুত্র লৈয়া রাজা সুখে ঘর করে ।
 কুন অর্থে চিন্তা তার নাহিক সংসারে ॥
 রার্থ ভুগ করে রাজা পরম সন্তোষে ।
 আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাসে ॥১৥
 আদিকাণ্ডে রামের জন্ম বিহা হৈলা সিঁতা ।
 অজ্ঞাতে বনে গেলা হারাইয়া সিঁতা ॥
 (ইহার পর পুথির অক্ষর অস্পষ্ট)

৪। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, দৈর্ঘ্য তুলোটে কাগজ । আকার,
 ১৪৬ × ৪৬ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৩, ৪, ৬—১৫৭,
 ১৬০—২০৯, ২১১—২১৪, ২১৭ । প্রতি পৃষ্ঠায়
 ৯ পঙ্‌ক্তি । পুথি খণ্ডিত ও কীটদষ্ট ।
 রুক্ষানন্দ প্রভৃতি সুর্য্যবংশীয় রাজাদের বিস্তৃত
 বিবরণ আছে ।

মধ্য,—

জত জত মহারাজা হৈল সুর্য্যবংশে ।
 রঘুকে জিনিঞা কেহ পৃথিবি সা নাসে ॥

ইন্দ্রকে জিনিঞা কিত্তি খুইল অমুমান ।
 রঘু হৈতে দিগুন সুর্য্যবংশের বাধান ॥
 অজ নামে মহারাজা রঘুর তনয় ।
 অজের নন্দন দশরথ মহাসয় ॥
 ইন্দ্র সম রাঘ্য করে অজ নরপতি ।
 রানি মহাদেই তার নাম ইন্দ্রবতি ॥
 ইন্দ্রবতি কত্বা সেই বড়ই রূপিসি ।
 ত্রিবিধু মুনির সাঁপে হইয়াছে মাহুসি ॥
 চিত্রহারিনি নামে ছিল বিত্বাধরি ।
 ত্রিবিধু মুনির আগে নানা নৃষ্ঠ করি ॥
 কত্বা দেখি তপভঙ্গ হৈল মুনবরে ।
 তে কারনে সাঁপ মুন দিলাত সন্তরে ॥
 সাঁপলষ্টা হয়্য তুমি জাহত পৃথিবি ।
 ভোজবংশে জর্ষি হবে অজের মহাদেবি ॥
 অজের সনে ক্রিড়া করিবে কথোক দিবসে ।
 পারিজাত দরবনে আসিবে স্বর্গবাসে ॥
 হেন ইন্দ্রবতি লগ্যা অজ কুড়া করে ।
 কথো দিনে পুত্র তার রহিলা উদরে ॥
 বিষ্ণু অংশে জর্ষ হৈল বিষ্ণুতেজ ধরে ।
 দশরথ বলিয়া নাম খুইল পুত্রবরে ॥
 মহারাজা মহাদেবি পুষ্পবনে বুলে ।
 বছরেকের পুত্র দশরথ লগ্যা কোলে ॥
 নিন্দ্রায় দশরথ পুত্রে খাটে সোয়াইয়া ।
 হুইজনে কুড়া করে আনন্দ হইয়া ॥
 কুড়া করি শ্রমে নিদ্রা গেলা হুই জনে ।
 হেন কালে নারদ জান আকাষণমনে ॥
 বিনার অগ্রেতে ছিল পারিজাত মালে ।
 বায়ে উড়াইয়া মালা পেলে ভূমিতলে ॥
 অন্তরিক্ষে মালা পেলে কেহো নাঞি দেখে ।
 আচম্বিতে পড়ে মালা ইন্দ্রবতির বৃকে ॥
 নিদ্রা ভাঙ্গিল ইন্দ্রবতি হৈল সচেতন ।
 পারিজাত ত্রসনে গেলা স্বর্গভুবন ॥

ইন্দ্রকজা ইন্দ্রবতি গেলা ইন্দ্রপুরি ।
 জীর সোকে বিকল হৈল অজ্ঞ অধিকারি ॥
 ইন্দ্রবতি ছাড়ি গেল রাজার অশ্রু নাঞি
 মনে ।

জিন্ন সোকে অজ রাজা মৈল কথো দিনে ॥
 পুত্রে রাঘ্য দিয়া স্বর্গে গেলা নরপতি ।
 আশ্রকণ্ড রচিল কিস্তিবাষ মহামতি ॥
 (পত্র ৯৩২-৯৪১)

৫। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃতিবাস ।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ । আকার,
 ১০ ১/২ × ৪ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৭—১৩৭ । প্রতি
 পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙ্ক্তি । পুথি জীর্ণ ও খণ্ডিত ;
 অক্ষর অস্পষ্ট ।

মধ্য,-

ইন্দ্রে বোলেন মেঘগন সুনহ বচন ।
 দশরথের রাঘ্যে গিয়া কর বরিষন ॥
 ইন্দ্রের বচনে মেঘ করিল পয়ান ।
 কাল উচিত বিষ্টি করিল বিজ্ঞমান ॥
 যম্পূর্ণ হইল যশ দশরথের দেবে ।
 হরষিত হইআ লোক অজ্ঞাতো বৈষে ॥
 কোন হুঃখ নাহি রাজার অধিকারে ।
 পরম ধার্মিক রাজা সুখে রাজ্য করে ॥
 মৃগয়া করিতে গেল রাজা গহন কানন ।
 কোন কস্তুর সহিত রাজার নহিল দরবন ॥
 রাজা বোলে মৃগ পশু আছে বোনের
 ভিতর ।

বন বিচারন করে রাজা নৃপোবর ।
 মৃগের পদচিহ্ন দেখিআ দশরথে ।
 রাজা বোলে মৃগগন গেছে এই পথে ॥

সেই পথে গেলা রাজা বোনের ভিতরে ।
 অশ্রু মুনির পুত্র কলষিত লাগিছে জল
 ভরিবারে ॥
 (পত্র ১৯১)

ধনুক ভাঙ্গিতে যক্ষ হইল অতিষয় ।
 যক্ষ হুনি বর্ষ লোক পাইল বড় ভয় ॥
 বশুমতি কম্পমান নদ নদি যাগর ।
 তরায় লাগিল গিয়া পর্কতযিথর ॥
 অষ্ট লোকপাল আদি দেব রিমিগন ।
 ধনুর যক্ষে ভয়ঙ্কর হইল বর্ষজন ॥
 ভয়ে পাইয়া দেবগন গেল ব্রাহ্মার গোচর ।
 আচম্বিত হইল কেনে মোহা স্বরতর ॥
 এতেক উৎপাত গোষাঞি কিষের কারণ
 হয়ে ।
 তোমা হতে হয়ে তর্ক কহো মহাষয়ে ॥
 ব্রহ্মা বোলেন দেবরাজ সন্না নাহি মোনে ।
 মহাযক্ষ করিছেন রাম ধনুর ভাঙ্গনে ॥
 বিষ্ণু অবতার রাম জনকের ঘরে ।
 ভাঙ্গিয়া যিবে যক্ষ মোহাযক্ষ করে ॥
 বর্ষ মত্যা পাতালে লাগিছে তরায় ॥
 সুনিয়া দেবগণের হরিয় অপার ॥
 (পত্র ১১৮২)

ভণিতা,—

যক্ষসিদ্ধি করিয়া রাজা আইল আপন দেবে ।
 আশ্রকণ্ড গাইল পণ্ডিত কিস্তিবাষে ॥
 পাত্র মিত্র হরষিত রাজার সন্তোষে ।
 সন্ত হইল রাজা গাইল কিস্তিবাষে ॥

৬। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃতিবাস ।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ । আকার,
 ১০ ১/২ × ৪ ১/২ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১—৫৭ । প্রতি
 ১—১১ পঙ্ক্তি । অসম্পূর্ণ ।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষণপূর্বজং ইত্যাদি শ্লোক ।
 গণপতি শিবা শিব সর[স্ব]তি মাতা ।
 লক্ষ্মিনারায়ন বন্দ বিধুরূপ খাতা ॥
 মহামুনি বাগিমিকে পুজিয়ে চরন ।
 জাহার প্রশাদে সুখে বাচে সর্বজন ॥
 অবধানে যুন শবে হৈয়া একমন ।
 সূর্য্যবংশের কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
 ঋষি শৈল্য হতে মহানন্দী রামায়ন ।
 রাম সাগরেতে আশি হইল মিলন ॥
 অবিরথ সে অমৃত পান করে সুধি ।
 দশরথ করে মাত্র ভুঞ্জ নিরাবধি ॥
 ইহার উপায় মনে হইল উদয় ।
 অনাআশে শুনে জেন রচিব ভাষায় ॥
 বামন হইয়া চাদে হাত বারায় জেমন ।
 ভেলা করি সমুদ্র পার হতে করে মন ॥
 সূর্য্যবংশের কিস্তীক অশথ্য বর্ণনা ।
 তেমতি আমার হয় মনের বাশনা ॥
 তথাপি শিকান্ত কহেন মহামনি আদি ।
 একবার সে পদ স্মরন কর যদি ॥
 পজুতে লংঘার গিরি বোবা কথা কর ।
 বানরে সজিত গায় জাহার কুপায় ॥
 হেন রামচন্দ্রপদ ছন্দে করি ধ্যান ।
 রচিব ভাষায় গ্রন্থ জেবা [এক] খান ॥
 সসাগরা পৃথিবীমুণ্ডল রাজ্য জার ।
 মুনি আদি বংশ কৃতি আছেয়ে অপার ॥
 সগর নামেতে পূর্ব্বপুরুষ বংশানি ।
 উদ্ধারিয়া সাগর কিস্তি রাখিলেন জিনি ॥
 জদি হয় ফনিপতি সমান রশনা ।
 ঈশাকুবংশচরিত্র না হয় বর্ণনা ॥
 আমি অতি মুঢ়মতি না জানি ভজন ।
 কুপা করি সুনহ কিঞ্চিৎ রামায়ন ॥

সাতকাণ্ড রামায়ন প্রথমে আত্মকাণ্ড ।
 শুনিলে অদ্ভুত কথা অমিতের ভাণ্ড ॥
 ধর্ম্ম অর্থ কাম আর আর বর্গ হয় ।
 মনোবাঞ্চা পূর্য আর অমঙ্গল ক্ষয় ॥
 কৌশল্য নামেতে দেশ জনপদে খ্যাত ।
 সরজুর তিরেতে সর্ব্বশর্য্য সমন্বিত ॥
 তাহার মধ্যে বিরাজিত অজোধ্যানগরি ।
 নয় ভাগ মধ্যে উচ্চ অতি সোভা করি ॥(৭)
 বিংশতি জোজন দীর্ঘে প্রস্থেতে অন্ধক ।
 মধ্যে মধ্যে রম্য হৈম্য আছেয়ে অনেক ॥
 মনিবস্ত্রে (মানবেস্ত্রে) ময় পূর্ব্ব
 করিলা নিক্ষেপ ।

তুলনা নাহিক দিতে তোমার সমান ॥
 সুবিস্তৃত জলশিক্ত রেহ্ন রাজপথে ।
 নানা বস্ত্র শোভে তথা রত্ন বিভূষিতে ॥
 গভীর পরিখা গড় নানা অস্ত্র ভূত ।
 রথ গজ অশ্ব শৈল্য আছে কত সত ॥
 শরীর শমন শোভা স্তম্ভল নিধি ।
 পুরির তুলনা নাহি হেন অমুমানি ॥
 সে পুরি পালেন নিস্ত দশরথ রাজা ।
 সূর্য্যবংশে জন্মে রাজ্য সূর্য্যে সম তেজা ॥
 ভূপাল জতেক আছে পৃথিবী ভিতর ।
 সূর্য্যবংশে রাজা সবার ঈশ্বর ॥
 মহারাজাপালিতা শে অজোধ্যা নগরি ।
 দেবেস্ত্রে পালিত যথা দেবেস্ত্রের পুরি ॥
 মাতা পিতা নাহি রাজার ভাই শহদর ॥
 কুলে শিলে ধন্ডে রাজা বড়ই তৎপর ॥
 রাজা দশরথের গুন কি বলিতে জানি ।
 তার গৃহে নারায়ন জন্মিলা আপনি ॥

উক্ত অংশের শেষ বাক্য পণ্ডিত
 বান্দীকীর মূলের অনেকটা অমূল্য (বালকাণ্ড,
 মে সর্গ) ।

শেষ,—

অম্বরিশ নামে রাজা জন্মে শুভ্রাবংশে ।
নরমেধ জজ্ঞ করি জাবে সর্গবাশে ॥
জজ্ঞ করিবারে রাজা মনুষ্য কিনে আনে ।

ইন্দ্র লুকাইয়া তারে রাক্ষে অস্ত্র হানে ॥

জজ্ঞ সাজে সর্গে লবে ইন্দ্র অধিকার ।
ত্রাশে জজ্ঞ নয় (নর?) ইন্দ্রে রাখে বারে বার ॥
মনুষ্য হারায় রাজা জজ্ঞ করে কিশে ।
মনুষ্য কিনিতে রাজা বেয়ায় দেশে দেশে ॥
দেশে দেশে বেয়ায় রাজা পাইয়া বহু ক্লেশ ।
বশিষ্ঠ মুনির কাছে পাইল উদ্দেশ ॥
বিরাট নামেতে মুনি পরম পবিত্র ।
দেবদোশে হইল মুনির হৃৎচরিত্র ॥
দহিবের ঘটনে মুনি সদত দরিদ্র ।
সংশয় ভবনেতে জীবিকা অতি ক্ষুদ্র ॥
তিন পুত্র আছে তার সর্বলোকে জানে ।
এক পুত্র কিনিবারে গেল তার স্থানে ॥
অম্বরিশ নাম মোর জজ্ঞ স্তম্ভ্যবংশে ।
নরমেধ জজ্ঞ করি জাবে সর্গবাশে ।
এক লক্ষ্য সন্ন্যাসী দিবত তোমারে ।
এক পুত্র দেহ যদি জজ্ঞ করিবারে ॥
মুনি বলে জেষ্ঠ পুত্র আমার ভক্ত বড় ।

তারে দিতে নারিব আমি মন কৈল দড় ॥

(ইহার পর পুথিতে আর তিন পঙ্ক্তি আছে) ।

ভগিতা,—

কিন্তিবাশ ভনে সর্গে গেলেন শোদাশ ।
অদ্রকাণ্ডে বিশ্বামিত্রের মহিমা প্রকাশ ॥

৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটে কাগজ ।

আকার, ১৬½ × ৫½ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা ১—২৬,
২৮—৩৪ । প্রতি পৃষ্ঠায় ১১—১২ পঙ্ক্তি
খণ্ডিত ।

আদি,—

আপদামপহস্তারং দাতারং সর্বসম্পদাং ।

গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমামাহং ॥

শরঙ্গ রাগেণ গীয়তে ।

বন্দহঁ জানকিজীবন রাম ।

শুর নর মুনিগন ভব চতুরানন

পূজিত পদনথ রাম ॥

শর্কানির নন্দন বন্দ দেব বিশ্বরাজ ।

মহামনু জিত্তা তনু দেবের সমাধি ॥

দিপচর্ক পরিধান করে আপ্যামালা ।

তনুভাসে তিমির নাথে জেন চন্দ্রকলা ॥

বিচিত্র মুকুট সোভে বৃগাঁক্ষ চন্দন ।

রম্য ফুলে অলি বুলে মধুর কারন ॥

থবব তনু লম্বোদর চতুভুজধারি ।

অহম্মিসি মুখে সদা বলেন হরি হরি ॥

কিন্তিবাস পণ্ডিত কহে বিনায়কের পায় ।

বিস্তৃত্তি তুমি মুজি দিবে গগনায় ॥

স্বরসতি দেবি বন্দ পদ্ম আসনে ।

গাইব শ্রীরামকথা বর সাধ মনে ॥

ত্রৈলোক্যভারিনি মা তোমারে সন্তে পূজে ॥

তোমার দয়া হইলে বৈসি পণ্ডিতসমাজে ॥

গৌরিরাগেণ গিয়তে ।

স্বঘৃফুলে শ্রীপাদ রাম ধন হয়ে ।

শ্রদ্ধা মহেশ জারে না পায় ধ্যানেনে ।

এমন দয়াল রাম ভজিব কেমনে ॥

নাসা আগে গজমতি তিলক কপালে ।

ফটিতে পিতবাস বোনমালা গলে ॥

চরনে হুপূর বাজে ঝুহু ঝুহু সুনি ।
 হরিল জগির জ্ঞান ধ্যান ছারে মুনি ॥
 পদনখ সোভা করে নিন্দিত কতো সসি ।
 দেখিয়া মোহিত হয় জোগি আর ঋসি ।
 ইন্দ্রের অমরাবতি কোন স্তূথ ফলে ।
 কতো ইন্দ্রপদ প্রভু চরনকোমলে ॥
 কক্কনার সাগর বন্দ বৈষ্ণব গোসাঞি ।
 কলি ভব তরাইতে আর কেহ নাঞি ॥
 বন্দ পূভু গৌরচন্দ্র কক্কণার সিদ্ধ ।
 নবদ্বিপবাসি সচিস্তৃত দিনবন্ধু ॥
 উদ্ধৃত অংশে 'ঐপাদ' ও 'বৈষ্ণব গোসাঞি'
 শব্দ পাওয়া যায় এবং গৌরচন্দ্রের বন্দনা
 আছে। পদটিতে ভণিতা নাই।

মুনিত তপোষি জতো চরন সেবিয়ে ।
 মুক্ত পদ পায় তারা তোমার গুন গাইয়ে ॥
 ব্রাহ্মন ক্ষেত্রিয় বশু সূত্র চারি জাতি ।
 তোমার স্বরির হইতে সভার উৎপত্তি ॥
 ত্রিষ্টি স্থিতি প্রলয় আপনি মহাসয় ।
 সভার আধার তুমি কক্কনা দয়াময় ॥
 পিপিলিকা আদি করে জতো জিব বৈসে ।
 কেহ তোমার ভিন্ন নহে সব

তোমার অংশে ॥

গহন কানন আদি লতা পতা তরু ।
 তুমি পশু পক্ষী আদি সভাকার গুরু ॥
 তু[মি] ত্রিষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারন ।
 হুষ্টির দমন তুমি শ্রেষ্ঠের পালন ॥
 ভূভার খণ্ডায় প্রভু অখিলের পতি ।
 তোমার চরন বিনে আর নাহি গতি ॥

মধ্য,—

হেল কালে নারদ মুনি জোড় কৈল হাত ।
 নিবেদন করি যুন অখিলের নাথ ॥

গানের বিবাদ মোরা করে হই জন ।
 ছোট বড় বুঝে তুমি দেহ নারায়ন ॥
 প্রভু বলেন আগে দোহে আলাপহ রাগ ।
 ছোট বড় এখনি পাইব তার লাগ ॥
 প্রথমে নারদ মুনি রাগ আলাপিল ।
 চারি চরনে রাগ পুরিতে নারিল ॥
 তাহার পশ্চাতে তম্বুর কৈল শ্রুতি ।
 ততধিক কৈল দোহে রাগের দুর্গতি ॥
 কার হস্ত পদ ভাঙ্গিল কারু ভাঙ্গিল মাথা ।
 প্রভুর চরণ ধরিয়া করিছে ব্যগ্রতা ॥
 প্রভু বলে সুন সুন দেব ত্রিলোচন ।
 তুমি কিছু গান কর সুনি সর্বজন ॥
 জে আজ্ঞা বলিয়া শিব রাগ আলাপিল ।
 ছয় রাগ ছতিষ রাগিনি মুর্তিমন্ত হৈল ॥

(পৃ° ১৫১২-১৬১)

ইহার পর রাগরাগিণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
 আছে। অনন্তর সদাশিবের সঙ্গীতালোপে
 নারায়ণ দ্রবময় হয়েন এবং তাহা হইতে গঙ্গার
 উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

শেষ,—

বসিতে আনিয়ে দিল কুসের আসন ॥
 হেন কালে মুনি বলে যুন মহারীসি ।
 অস্ত্রের আসনে মোরা কভু নাহী বসি ॥
 বিচিত্র আসনে তবে বসে সর্বজন ।
 এইরূপে আনন্দে আছএ নারিগন ॥
 ফল এতা দিল মুনি হেস্তার অগ্রেতে ।
 খাও খাও বলিয়ে ডারাল জোর হাতে ॥
 বিষ্টু বিষ্টু বলে বুড়ি হাথ দিল কানে ।
 বিষ্টু না পুজিলে জল খাইব কেমনে ॥
 বিষ্টু না পুজিলে নহেত জল পান ।
 দেব অশ্চর্য্য করিব মোরে দেহ স্থান ॥

নানা দূর্ক জোগাইয়া দিছে নারিগন ।
 ভাবট করিয়া বুড়ি পূজে নারায়ন ॥
 উপহার দির্ক সব খুইল থরে থর ।
 বেদ নাই জানে স্মৃধ নারিছে অধর ॥
 হেনকালে নানা রঙ্গ করে নারিগন ।
 মর্কে করয়ে নিল সভে মুনির নন্দন ॥
 কেহ কেহ গিত গায় নানা রঙ্গ তালে ।
 ভাবট বুড়ির সাক্ষ হইল হেন কালে ॥
 পূজা সাক্ষ করো বুড়ি কৈল শঙ্করনি ।
 বুড়ি বলে মহাপ্রসাদ লহ এসে মুনি ॥
 গুণ প মধু হাতে বলে মুন মুনিবর ।
 মোর দেসের ধর গঙ্গাজল মনহর ॥
 কুসাগ্রে বিন্দু জল করয়ে খেপন ।
 সহস্র জন্মের হয় [পাপ] বিমচন ॥
 মুনিঞা ভক্তি কথা মুনির নন্দন ।
 দেই পাই মুনিরাজ করয়ে ভক্ষন ॥

মদক মধু দিয়ে তবে দিলেক মোহিনি ।

নানা গান বাজ রঙ্গ নাচে মহামুনি ॥
 গাছের ফল বলে খাওয়ায় সির্কের লাড়ু ।
 গঙ্গাজল বলে মধু খাওয়ায় গারু গারু ॥
 মিষ্ট পাইয়া তুষ্ট হইল মুনিরাজের মুন ।
 প্রফলিত হই মুখ রাতুল লোচন ॥
 বির্ক বেউশা বলে মুনির হরিলাম মুন ।
 তোমরা জুবতি সব দেহ আলিঙ্গন ॥
 কেহ গায়(বায়?) কেহ নাচে কেহ গায় গিত ।
 সভার পারে সুপার বাজে মুনি সুগলিত ॥

৮। রামায়ণ—আদিকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ । আকার,
 ১৭ x ৫½ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা ২—৩৭ । প্রতি

পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি । খণ্ডিত । হরপের
 ছাঁদ অনেকটা পূর্বদেশীয় ।

আরম্ভ,—

ব্রহ্মবধ দেখী ব্রহ্মা চিন্তে মনে মন ।
 সন্তাসির বেসে ব্রহ্মা কৈল আগমন ॥
 নানা রঙ্গ ধন লৈয়া গেল তত্তক্ষন ।
 সেই তপোবনে দিয়া তাহার গমন ॥
 দেখিয়া মুনির পুত্র খাইয়া আইল ডরে(বড়ে) ।
 দাক্ষন মুসল আছে কাকের উপরে ॥
 * ব্রহ্মারে দেখিয়া মুনি হরসিত মন ।
 ইহারে মারিয়া আজি বিস্তর পাব ধন ॥
 মুনির কুমারে বোলে বধিব জীবন ।
 তোরে বধ করিয়া করি উদর ভরন ॥
 মুসল লইয়া জাএ ব্রহ্মা মারিবারে ।
 হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মা বোলে ধিরে ধিরে ॥

ব্রহ্মা বোলেন সুন মুনির কুমার ।

কোনখানে আমি তোমি করিবা সংহার ॥
 মুনিপুত্রে বোলে সন্তাসি সুনহ বচন ।
 এইখানে তোমারে আমি বধিব জীবন ॥
 হেনকালে সন্তাসি বোলে সুনহ বচন ।
 আমার চাপনে হবে জীবের মরন ॥
 সুনিয়া মুনির পুত্র লাগে চমৎকার ।
 সন্তাসির তরে তবে বোলে আর বার ॥
 আপনে মরিবা তোমি তাতে নাহি মন ।
 তোমা বধ লাগীবেক কহত কারন ॥
 সন্তাসি বোলে মুনিপুত্র বলিএ তোমারে ।
 আমি তরে প্রানিবধ লাগিব তোমারে ॥
 সুনিয়া জে ভয় পাইল মুনির কুমার ।
 লক্ষ লক্ষ প্রানি আমি করিএ সংহার ॥
 ধন লইয়া আমি পুসি মাও জে বাপেরে ।
 বোল দেখি এ পাপ লাগে কার তরে ॥

সন্তাসি বোলে মুনিপুত্র সুনহ বচন ।
 ই সকল পাপ তোর হইব ঘটন ॥
 সন্তাসির কথা মুনি বান্ধিক কোপে জলে ।
 মহাক্রোধ করি তবে সন্যাসিরে বোলে ॥
 জ্বি পুত্র পুসি আমি বিধি মায় বাপ ।
 এত পুত্র করি আমি কি করিব পাপ ॥
 সন্তাসি বোলে ভাল কথা কহিলা আপনি ।
 জ্বি পুত্র মাও বাপ জিজ্ঞাস আপনি ॥
 তারা যদি হএ পাপ পুত্রের জে ভারী ।
 তবে তোমায়ে আমি দোষ দিতে নারি ॥
 সন্তাসি বোলে মুনিপুত্র সুনহ বচন ।
 মাও বাপ জিজ্ঞাসিয়া আইবহ এখন ॥
 মুনির কুমারে বোলে বুজিল তোমা মন ।
 আমায়ে পাঠাইয়া তোমি পলাবে এখন ॥
 এড়াইতে চাহ তোমি এই সে কারনে ।
 প্রান লইয়া জাইবার এই আছে মনে ॥
 সন্তাসি বোলে মুনিপুত্র আমি সত্য করি ।
 সন্ত্য নাস হএ যদি এখান হোতে লড়ি ॥
 ব্রহ্মা বোলে এই মতে চল তোমি ঘর ।
 পাপ পুত্র জিজ্ঞাসিয়া আইবহ সন্ত্যর ॥
 ঐহি মুনি চলিলেক মুনির কুমার ।
 মাও বাপ জিজ্ঞাসিল করি পরিহার ॥
 বাপ নমস্করি বন্দে মাএর চরন ।
 সন্ত্য কথা মাও বাপ কহিবা এখন ॥
 পাপ পুত্র করি আমি তোমা সব পুসি ।
 আর কোন দোসের জে আমি নহি দোসি ॥
 জত করি পাপ আমি তোমরা নি ভারি ।
 ঐহি সব কথা আমি তোমাতে গোচরি ॥
 জত প্রানি বধ করি বনের ভিতরে ।
 তাহা বধ পাপ জত লাগে নি তোমায়ে ॥
 মাও বাপে বোলে পুত্র সুনহ বচন ।
 প্রানিবধ পাপ মোরে না লাগে কখন ॥

গর্ভে ধরি স্তন দিয়া পুসিল তোমায়ে ।
 নানা কৰ্ম করি তোমি পুসিবা আমায়ে ॥
 জত বধ কর বাপু তোমা সব দায় ।
 মাও বাপ বচনে সে হইল বিন্দয় ॥
 এতেক সুনিয়া তবে গেল অন্তৰ্গপুয়ে ।
 আপনার ব্রাহ্মনিরে জিজ্ঞাসে সন্ত্যয়ে ॥
 জ্বি পুত্র ঠাঞী তবে বোলে সিগ্গতি ।
 আমা পাপ পুত্র তোমরা হইবা সংহতি ॥
 জত প্রানি বধ করি বনের ভিতর ।
 তোমাতে নি কিছু লাগে কহত সন্ত্যর ॥
 ক্রোধ করি জ্বি পুত্রে বোলে মুনি তরে ।
 তোমা সম অবোধ জে নাইক সংসারে ॥
 মুনিপুত্রি বোলেন করিয়া পরিহার ।
 আমার সরিয়ে নাই পাপের সঞ্চার ॥
 আমাকে কখন তোমি ঠেকা পানিগ্রহন ।
 মোতে পাপ নাই লাগে কহিল এখন ॥
 জ্বি পুত্র কথা মুনি হইল চিস্তিত ।
 মাথাএ জে হানে মুনি লোটাএ ভূমিত ॥
 জ্বি পুত্রের কথাএ জাষ পাইল মনে মনে ।
 কাতর হৈয়া গিয়া পড়ে সন্ত্যসির চরনে ॥
 সন্ত্যসিকে মুনিপুত্রে করে পরিহার ।
 কোন মতে হইবেক আ[মা]র নিস্তার ॥
 সন্ত্যসি বোলেন সুন মুনির কুমার ।
 রাম নাম জপিলে পাইবা প্রতিকার ॥
 মুনির কুমারে বোলে সুনহ সন্ত্যসি ।
 ও বাক্য বলিতে আমি বড় ভয় বাসি ॥
 এতেক বলিল যদি মুনির কুমার ।
 সন্ত্যসি বোলেন তোমি পাইবা নিস্তার ॥
 সন্ত্যসি বোলে জত বধ কর তপবনে ।
 তাহা কি বলিব আমি কহত এখনে ॥
 কাতর হইয়া মুনিপুত্র হাত করি জোড়া ।
 জত বধ করি গোসাই তায়ে বলি মরা ॥

সন্তাসি বোলে মরা জপিলে পাইবা পরিভ্রান।

এত বলিয়া ব্রহ্মা হইল অত্রধান ॥

পূর্ববঙ্গে জিজ্ঞাসা অর্থে ‘নি’র ব্যবহার সাধারণ। উদ্ধৃত অংশে শক্তি-অর্থে ‘নি’র প্রয়োগ দেখিয়াও অস্বাভাবিক হয় যে, পুথিখানি পূর্বাঞ্চলের।

পুথির শেষের দিকে পাওয়া যায়, রাজর্ষি জনক যজ্ঞ করিতে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসেন এবং রামচন্দ্রের বীরত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হন। আরও আছে, দেশে ফিরিবার সময় জনক রামের নিকট গীতার কথা তুলিতে বিশ্বামিত্রকে অনুরোধ করিয়া যান। ইহার পর,—

রাম লক্ষ্মন বিশ্বামিত্র এক ঠাই বসি।

সীতার সঙ্গে কথা কহে বিশ্বামিত্র রিসি ॥

মুনি বোলে রাম লক্ষ্মন বলি তোমা তরে।

অজোনিসম্ভবা কহা জনকের ঘরে ॥

কন্তারূপ দেখিয়া ছে মনে অসুমানি।

বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষি আসিছে আপনি ॥

রামে বোলে মুনি জে বিশ্বাস করি চিত্যে।

অজোনিসম্ভবা কহা জন্মিল কেমনে ॥

মুনি বোলে বিধাতাএ কি করিতে নারে।

জন্মতে জন্মিল কহা বলিএ তোমায়ে ॥

লক্ষ্মীর জন্ম স্থান মিথিলা নগরে।

জন্মতে জন্মিল লক্ষি মিথিলা নগরে ॥

অজোনিসম্ভবা আগে ছিল বেদবতি।

হিমাল [এ]য় তপ করে বিষ্ণু হৈতে পতি ॥

ত্রিভুবন জিনি বেড়াই লঙ্কার রাবন।

লক্ষ্মীরূপ দেখিয়া হইল অচেতন ॥

লক্ষ্মীরূপ দেখিয়া জে রাবন মোর্চিত।

দেখিয়া রাবন রাজা ধরিতে নারে চিত ॥

কামে অচেতন রাবন ধরিতে জাএ বলে।

রাবনের সাপ দিয়া সামাইল পাতালে ॥

তপভঙ্গ আমার জে করিলি রাবন।

আমা লাগি হৈব তোর সবসঙ্গে মরন ॥

মিথিলা নামে আছে দেশ উত্তম সমাজ।

সেই দেশেত রাজা জনক মহারাজ ॥

বার বৎসর চাস চসে আশ্রয় পরিমিত।

তবে যজ্ঞ করে রাজা সান্ত্বের বিহিত ॥

যজ্ঞ করিতে রাজা জজ্ঞভূমি চসে।

মেনকা নামে অপসরা জাএত আকাশে ॥

অস্তরিক্ষে জাএ কহা বাএ কাপড় উড়ে।

দেখিয়া জনক রাজা বিজ্ঞ টলি পড়ে ॥

সেই বিজ্ঞে পুথিবি হইল গর্ব্ববতি।

অজোনিসম্ভবা লক্ষি জন্মিলেক তথি ॥

চাসভূমে কহা পাইল জনক মহারিসি।

পুথিবি জে আলো করে কহা ত মানসি ॥

ভণিতা,—

আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কিস্তিবাস।

সম্বাএ বোল হরি পাণ জাউক নাথ ॥

(পত্র ১৫১)

৯। রামায়ণ—আদিকাণ্ড

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী কাগজ। আকার, ১৬ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৯—৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। খণ্ডিত ও কীটদষ্ট।

লক্ষ লক্ষ মুনি আসি অযোধ্যা পুরি।

যজ্ঞ করিবারে সবে বৈসে সারি সারি ॥

ঋতুশ্রবণ মহামুনি শ্রুপ নিল হাত।

যজ্ঞে যত দিল মুনি শ্রীকণের পাতে ॥

দশরথ কৌশল্যা আইল যজ্ঞস্থানে ।
 জোড়হাতে পুত্র বর মাগে দুই জনে ॥
 আচম্বিতে আকাশবানি সুন চমৎকার ।
 বিষ্ণু জন্মিবেন রাবন করিতে সংহার ॥
 হেন বেলায় রাজায় তবে বলে সব মুনি ।
 পুত্র হইবে রাজা সুন আকাশবানি ॥
 হেন কালে অঙ্গে রাজা দেখে মুলক্ষন ।
 দক্ষিন বাহু নৃত করে দক্ষিন লোচন ॥
 এই মত দশরথ আসি যজ্ঞস্থানে ।
 বিধাতার নিবন্ধ হইবে জেমনে ॥

শেষ,—

পাত্র মিত্র লয়ে রাজা বৈশেন সভাস্থানে ।
 অষ্ট প্রহর যুক্তি করেন স্তম্ভের সনে ॥
 রাজ্যভোগ আমি করিলাম অধিক কাল ।
 নানা অমঙ্গল আমি দেখিলাম জঞ্জাল ॥
 রক্ত সন্ধ্যা দেখি আমি ছই …… ।
 চালের উপরে গিধিনী উড়িছে ঘনে ঘনে ॥
 চক্রে সূর্য্য খসিয়ে পড়িছে আকাশে ।
 বিপরিত শব্দ সুন রা[ত] অবশেষে ॥
 দিন ছই প্রহরে দেখি কৃষ্ণবর্ণ বৃড়ি ।
 রথ হতে পাড়ে আমার গলায় দিয়ে দড়ি ॥
 আপনি পণ্ডিত আমি সকল শাস্ত্র জানি ।
 মরন নিকট আমার মনে অনুমানি ॥
 অন্ধ মুনির শাপ আমার না জায় খণ্ডন ।
 পুত্রশোকে [হবে] আমার নিকট মরন ॥
 জীবত শরিরে প্রান এ দেহেতে আছে ।
 রাম রাজা করি আমি জে হউক পাছে ॥
 ভরথ বিজ্ঞমানে রামে দিব ছত্র দণ্ড ।
 ইহাতে কেহুই আসি করে পাছে ভণ্ড ॥
 ভরথ পাঠায়ে দিব পড়িবার ছলে ।
 গিরিয়ার্থে থাকুক গিয়া হয়ে কুতূহলে ॥

রাজা বলে শুনহ ভরথ শত্রুয় ।
 মাতামহোর বাড়ি গিয়ে পড় ছট জন ॥
 হস্তি ঘোড়া নানা রত্ন পাইবে বিস্তর ।
 বিদাই হইয়া জান ছই সহোদর ॥
 ছই ভাই চলি জান মাতামহো দেশে ।
 তবে দশরথ রাজা বসীলেন হরিষে ॥
 অষ্ট প্রহর যুক্তি করে স্তম্ভের সনে ।
 শ্রীরামেরে রার্থ্য দিব এই আমার মনে ॥
 রামকে রার্থ্য দিতে রাজা দৃঢ় কৈল মন ।
 নিবড়িল আত্মকাণ্ড গিত রামায়ণ ॥
 এইখানে পুথি শেষ হইয়াছে; কিন্তু

ভণিতা নাই। অন্ততঃ ভণিতা এইরূপ,—

কীর্ত্তিবাস গাইল গিত আত্মকাণ্ডের সার ।

প্রথমে করিলেন রাম তাড়কা সংহার ॥

(পত্র ১৬১)

আত্মকাণ্ডের গান কীর্ত্তিবাস কন

প্রবনেতে পাপ বিমোচন ॥

(পত্র ২০১)

১১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

পত্রসংখ্যা ৩৮—৫৫ । একখানি পুথিই

বিচ্ছিন্ন হইয়া ৮ ও ১০ সংখ্যায় পরিণত হই-

য়াছে । ৫৫২ পত্রে আদিকাণ্ডের শেষ এবং

অযোধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ পর্য্যন্ত আছে ।

আরম্ভ,—

কত্তারূপে আলো করে মিথিলা নগরি ।

আচম্বিত পুষ্পবৃষ্টি হৈল দেবপুরি ॥

সকল দেবতা কৈল পুষ্প বরিসন ॥

জনকে ডাক দিয়া বোলে দেবগন ॥

ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও দশরথের

অরিষ্ট দর্শন অংশে ৯ সংখ্যক পুথির সহিত

কিছু কিছু মিল আছে ।

শেষ,—

রামের সজ্জ কেঁকই রাজা এ সব জানে ।
 বিরলে জে জুষ্টি করে পাড় মিত্র সনে ॥
 ভরথ বিজ্ঞমানে জদি দেই ছত্র দণ্ড ।
 তবেত কেঁকই তরে হইব পাসণ্ড ॥
 ভরথ পাঠাইয়া দেই পড়িবার ছলে ।
 রাজগিরি খাউক গিয়া মাতামহ ঘরে ॥
 রাজা বোলে সুনহ ভরথ সক্রমণ ।
 মাতামহের বাড়ি গিয়া পড় ছই জন ॥
 বিভা জে করিয়া আইলা তারা নাহি জানে ।
 নমস্কার কর গিয়া তাহার চরনে ॥
 রাজাতে বিদায় মাগে ভরথ কুমার ।
 আজ্ঞা কর জাই মাতামহ দেখিবার ॥
 রাজা বোলে জায় পুত্র না করিয় বাজ ।
 তোমি চারি ভাই বিনে সুন্য মোর রাজ ॥
 বোড়া হস্তি রথ দিল বহুমূল্য ধন ।
 বাপ ঠাই বিদায় হইয়া ছই জন ॥
 ঐরাম চরনে খরি বোলেন ভরথ ।
 মাতুল দেখিতে আজ্ঞা কর মহাসত ॥
 রামে বোলে জায় ভাই আসিয় সত্তর ।
 একই সরির জান চারি সহোদর ॥
 নমস্কার করি ছই চলিল হরিসে ।
 উত্তারিল ছই ভাই গিরিরাজ দেসে ॥
 মাতামহ বাড়ি গিয়া রৈল ছই জন ।
 রামেরে রাজ্য দিতে রাজা চিন্তে সর্বজন ॥
 কিস্তিবাস কবিত্য জে অমৃতের ভাণ্ড ।
 এত দূরে সমাপ্ত জে পোখা আশ্বকাণ্ড ॥
 ইতি ঐরামচন্দ্র অশ্বকাণ্ড সমাপ্ত ॥
 সূর্যবংশ জন্মকথা সূদারস জিনি ।
 মন দিয়া সুন কহি অজোধ্যা কাহিনি ॥
 স্বদয়হৃদয় রাম সর্বলোকে দয়া ।
 সর্ব কার্জ সিদ্ধি হএ লৈলে পদছায়া ॥

রাম রাজা হৈতে প্রজা আনন্দ বিসেস ।
 অজোধ্যার রাজ জুগু রাম হসিকেস ॥
 এতেক ভাবিয়া প্রজা গেল সিংহদ্বারে ।
 স্তম্ভে জানাইল গিয়া রাজার গোচরে ॥
 সিংহদ্বারে আসিয়াছে জত প্রজাগন ।
 প্রজা আনিবারে আজ্ঞা করিল রাজন ॥
 আজ্ঞা পাইয়া সাক্ষাতে আসিল প্রজাগন ।

১১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ । আকার,
 ১২৪ × ৬২ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১—১৮, প্রতি
 পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্ক্তি । খণ্ডিত । প্রথম ছই পত্র
 কীটদষ্ট । প্রাপ্তিস্থান, কলিকাতা ।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্বজং ইত্যাদি শ্লোক ।
 রামকল্পতরুতলে জে থাকে বসিয়া ।
 কি করিতে পারে জম আপনি আশীয়া ॥
 রাম রাম প্রভু রাম কমলগোচন ।
 জে রাম সৌভরনে হয় পাপ বিমোচন ।
 রাম রাম বল ভাই রাম বল মুখে ।
 অবস্ত জাইব দিন দুখ আর স্নেহে ॥
 সাতকাণ্ড রামায়ন প্রথমে আশ্বকাণ্ড ।
 সুনিতে শুদ্ধ গিত অমৃতের ভাণ্ড ॥
 বাহাতে হইল গিত পোখা রামায়ণ ।
 বাহার প্রসাদে লোক সুনৈ সর্বজন ॥
 চ্যেবনের পুত্র বালম্বিক মহাসুনি ।
 অশ্ব করিয়া তারে সর্ব লোক বানি ॥
 দশ সহস্র বৎসর আছে হইতে অবতার ।
 অনাগত করিল গিত সুহিল সংসার ॥

নবম বিশেষ অধিবেশন

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৰ্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত আহুত]

৪ঠা আষাঢ় (১৩২৩), ১৬ই জুন ; রবিবার অপরাহ্ন ৬টা।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই; এম্ এ,

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারমতে 'বৌবাজার অবৈতনিক নাট্য-সমাজ' কর্তৃক শ্রীযুক্ত নলিন্দচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয়-রচিত "বঙ্কিম-বরণ" গান গীত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৰ্ম্মরমূর্ত্তি-নিৰ্ম্মাণ-সমিতির অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সমিতির কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, এই সমিতির এখনও ১১২৯ টাকা দেনা রহিয়াছে। সমবেত সভ্যমণ্ডলীর নিকট এই অৰ্থের জন্ত আবেদন জানাইলে পর, নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে ৭০৫৯ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। দাতৃগণের নাম বিজ্ঞাপিত হইলে পর, সভাপতি মহাশয় বাস্তবিককর্ত্তে বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু স্বর্গ হইতে দেখিবেন যে, বাঙ্গালীরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত মত্র জপ করিতে শিখিয়াছে।"

স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর কোষ্ঠী কস্তা—শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী	...	৫০০৯
শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্	...	৫০৯
■ যোগেশচন্দ্র বসু বি এল্	...	৫০৯
■ প্রিয়নাথ ভট্ট	...	৫০৯
■ শৈলেশনাথ বিনি	...	২৫৯
■ সহায়নারায়ণ পাল	...	২৫৯
গোবর্দ্ধন-সঙ্গীত-সমাজ	...	৫৯
		<hr/> ৭০৫৯

ভৎপরে সভাপতি মহাশয় এবং সভায় ব্যক্তিগণ পরিষদের নিম্নতলে আসিলে পর সভাপতি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্ত্তির আধরণ উদ্বোধন করেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দেব মহাশয় কর্ত্তিত "বঙ্কিম-বন্দনা" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিজ্ঞাবণ পাঠ করিলেন। এই কবিতাখণ্ডে বঙ্কিম-চন্দ্রের জীবনের বহু ঘটনা ও তাঁহার জীবনীর আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সময় সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে ঘোষণা করিলেন যে, কাঁটালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত দোয়াত প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের “মধুরাবাসিনী মধুরহাসিনী.....” ইত্যাদি গান গাহিলেন।

‘বহুমতী’-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের “কমলাকান্তের দুর্গোৎসব” পাঠ করিলেন।

তৎপরে বঙ্কিমবাবুর ভ্রাতা ৩সতীষ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জ্ঞানবত-ভূষণ মহাশয় বলরান দাস-রচিত “নিরমল বদন কমল বড় মাধুরী” ইতি শীর্ষক একটি বৈষ্ণবপদ গাহিলেন।

“আনন্দ-বাজার-পত্রিক”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ‘আনন্দমঠ’ হইতে “মায়ের তিন মূর্তি” পাঠ করেন।

অতঃপর “বন্দে মাতরম্” গীত হয়।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু সি আই ই বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

১০ই আষাঢ় (১৩২২) ২৪এ জুন, শনিবার অপরাহ্ন ৬।৩০

[এই অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন।]

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (এই অভিভাষণ ২২শ ভাগ, পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২০শে (১৩২৮) মাঘ, ওয়া ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি সভারম্ভে নেপালের শিল্প সম্বন্ধে কিছু বলিলেন এবং বক্তা শ্রীযুক্ত অর্জুন্সকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের বিষয় উল্লেখ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অর্জুন্সকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ এটর্নি মহাশয় “নেপালের শিল্প” সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন এবং ম্যাজিক লন্ঠনের সাহায্যে একশত চিত্র প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন।

এবং পাঠের পর, শ্রীযুক্ত ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই, ডি লিট মহাশয় এবং লেখক মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, ভারতবর্ষের ধর্ম, কাব্য, ললিত-কলা প্রভৃতির সহিত যে সকল শিল্পের সম্বন্ধ আছে, শ্রীযুক্ত অর্জুন্স বাবু সেগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া জানাইলে বক্তব্যের বিশেষ উপকার করা হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু এম এ ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় এবং সম্বন্ধে নানাক্রমে আলোচনা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তিনি সমর্য্যতাবশতঃ এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে সক্ষম হইবেন না। নেপালের শিল্পে মগধের ছাপ আছে বলিলে ঠিক সুবিচার করা হয় না। নেপালীরা উৎকৃষ্ট ভাস্কর, চিত্রশিল্পী এবং গ্রন্থকার। অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ নেপালীরা রচনা করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধপাঠকে ধন্তবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১১ই আষাঢ় (১৩২৩), ২৫ এ জুন, রবিবার অপরাহ্ন ৫টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য-বিবরণ পাঠ।

২। শোক-প্রকাশ—(ক) আশুতোষ চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল, (খ) রায় প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ, (গ) ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঘ) বিজয়কৃষ্ণ বসু এবং (ঙ) সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এল্ এটর্নি মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৩। অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্য-বিবরণ পাঠ।

৪। ঊনত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন।

৫। বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাধারণ সদস্য নির্বাচন।

৬। ঊনত্রিংশ বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন।

৭। ঊনত্রিংশ বর্ষের জ্ঞাত পরিবেদের কর্মসামান্য-নির্বাচন সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব।

৮। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

৯। প্রদর্শন—(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত এবং নেপাল হইতে আনীত তিনটি খাতুমুষ্টি এবং কতিপয় মুদ্রা, (খ) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাক্সিলাল এক্ এল্ এম্ মহাশয়-প্রদত্ত একটি মুদ্রা, (গ) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর মহাশয়-প্রদত্ত চারিটি বোধদ্বপু, (ঘ) শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একটি পিন্সলমুষ্টি এবং (ঙ) শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত দুই খণ্ড ইষ্টক।

১০। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-মূর্তি-তহবিলের অর্থে প্রস্তুত—(ক) ৬ বৈদ্যনাথের লিংহ ও (খ) ৬ মনোরঞ্জন গুহ ঠাহুরতা সংশ্লিষ্টদের চিত্র। (২) একজন বঙ্গীয় প্রস্তুত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাতৃবৎ এম্ এ, পি-এন্ড্ ডি মহাশয়ের তৈল-চিত্র। (৩) পরিবেদের ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া জর্জানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈল-চিত্র।

১১। বিবিধ।

পরিবেদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১২। গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পাঠিত বলিয়া স্বীকৃত হইল। এই সময়ে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় জানান দিলেন যে, বঙ্গীয় প্রস্তুত প্রুদিত সভাপতি মহাশয় গত রাতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার

মৃত্যুতে বঙ্গদেশে ও বঙ্গ-সাহিত্যের তথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য সময়েই পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

২। শোক-প্রকাশ :—সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

(ক) আন্তোনি চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্,

(খ) রায় প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ

(গ) ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(ঘ) বিজয়কৃষ্ণ বসু বি এ

(ঙ) সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এল্ এটর্নি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন “সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্নি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। তাঁহার সহিত সাহিত্য-সভায় ও বেনেভোলেন্ট সোসাইটিতে কাজ করিয়াছি। ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কালিমবাজারের মহারাজকে সুপারামর্শ দিয়া অনেক সাহিত্যিক কাজে উৎসাহিত করিতেন এবং অনেক সংকাজ তাঁহার দ্বারা করাইয়াছিলেন।”

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, ললিত বাবু একজন চরিত্রবান্ লোক ছিলেন, সেরূপ লোক আজকাল বিরল।

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতাচরণ বিষ্ণুভূষণ মহাশয় পরিষদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এখনও “রমেশভবন” কেন নির্মিত হইতেছে না। সম্পাদক মহাশয় ইহার উত্তরে জানাইলেন, “রমেশভবন” সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিষদের কর্তৃত্বধানে হয় না, রমেশভবন-কমিটির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। তথাপি রমেশভবন-কমিটির অন্ততম সম্পাদকরূপে তিনি এ বিষয়ে বাহা জানেন, তাহা জানাইতে পারেন।” এই বলিয়া তিনি রমেশভবন-কমিটির অন্ততম সত্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়কে এই প্রস্তাব উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু বলিলেন, “রমেশভবন নির্মাণের জন্য আত্মবলিক আবেদন করণোপদেশ পাঠান হইয়াছে। কোন কোন আইনবর্তিত অন্তরায় উপস্থিত হওয়ার, কার্য বেশী অগ্রগত হয় নাই; আশা করা যায়, বর্তমান বর্ষেই আমরা রমেশভবন সূত্র দেখিব।”

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরিষদের প্রাধিকার-ভুক্ত পদকপ্রদত্তর অপর খণ্ড কবে বাহির হইবে? তদুত্তরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন, “সময়ই এই বই বাহির হইবে।”

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরিষদের প্রাধিকার হইতে

কোন প্রেণীর বই সমস্তগণ পাঠের অস্ত লইয়া বান। সম্পাদক মহাশয় তৎক্ষণে জানাইলেন যে, এ বিষয়ে তিনি পত্র লিখিলেই সমস্ত সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্থখমোহন বসু এম এ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৭।২৮ বৎসর ধরিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় লেখাপড়া চালাইবার জন্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। স্থলের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বাঙ্গালা ভাষাকে Second language করিবার ব্যক্তি করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি উপস্থিত করিলেন,—

১. “মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিগত ২৭ বৎসর ধরিয়া যে চেষ্টা করিতেছিলেন, সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্ত ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পরিষদের সে চেষ্টাকে সফলতা-মণ্ডিত করিয়াছেন, এই সংবাদে পরিষৎ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং গবর্ণমেন্টকে অমুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা ঐ পদ্ধতির অনুমোদন করুন।

“এই প্রস্তাবের অমূল্যলিপি পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন্স চান্সেলার, বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের শিক্ষাসচিব এবং ভারত গবর্ণমেন্টের শিক্ষাসচিব মহোদয়গণকে প্রেরণ করা হউক।”

৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় কার্যনির্বাহক-সমিতির অনুমোদিত আগামী বর্ষের আনুমানিক আয় ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, গতবর্ষে কতিপয় সদস্য বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ডাঃ সিলভে লেভি মহাশয়কে পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নিয়মানুসারে তাঁহাদের এই প্রস্তাব পরিষদের সমস্ত সদস্যের নিকট প্রেরিত হয়। স্থলের বিষয়, সদস্যগণের নির্বাচনে পরিষৎ ডাঃ সিলভে লেভি (Dr. Sylvain Levi) মহোদয়কে বিশিষ্ট-সদস্যরূপে পাইয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নোক্ত চারি জন সহায়ক-সদস্যের স্থিতিকাল এই বার্ষিক অধিবেশনের সময় পর্যন্ত পূর্ণ হইবে, এই সম্বন্ধে আলোচনার পর কার্যনির্বাহক-সমিতি ইহাদিগকে পরিষদের সহায়ক-সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিদ্যাবূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ইহারা আগামী পাঁচ বৎসরের জন্ত পরিষদের সহায়ক-সদস্য নির্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

- ১. আবদুল করিম সাহিত্যবিদ্যারদ
- ২. বিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ
- ৩. বাগীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

তৎপরে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পরিষদের নূতন সহায়ক-সদস্য নির্বাচনের বিষয়ে কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত হইলে, সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী সহকারী সম্পাদক মহাশয় পরিশিষ্টে লিখিত নবনির্বাচিত সাধারণ সদস্য-তালিকা পাঠ করিলেন। তাঁহার যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় ঊনত্রিংশ বর্ষের জন্য সাধারণ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত নিম্নলিখিত ২০ জন সভ্যের এবং শাখা-পরিষৎ সমূহ হইতে নির্বাচিত ৬ জন শাখার প্রতিনিধিরূপে কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যের নাম পাঠ করিলেন।

সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত

- ১। শ্রীযুক্ত রায় চুলীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই,
আই এন্স ও, এন্স বি, এক্স সি এন্স
- ২। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এন্স এ, বি এন্স এটর্নি
- ৩। „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্নি
- ৪। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এন্স এ, বি এন্স
- ৫। „ অম্বল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ
- ৬। „ রায় অলধর সেন বাহাদুর
- ৭। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
- ৮। „ কুমার শরৎকুমার রায় এন্স এ
- ৯। „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এন্স এ, বি এন্স
- ১০। „ যুগলকান্তি ঘোষ
- ১১। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
- ১২। „ ভাস্কর আবদুল গফুর সিদ্দিকী
- ১৩। „ বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
- ১৪। „ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
- ১৫। „ ময়ধর্মোহন বসু এন্স এ
- ১৬। „ ভাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এন্স ডি, এন্স এন্স সি
- ১৮। „ রমেশচন্দ্র বসু এন্স এ
- ১৯। „ ভাঃ বনেন্দ্রনাথ চৌধুরী ডি এন্স-সি (লণ্ডন), এক্স আর এন্স ই
- ২০। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এন্স এ, এক্স সি এন্স (লণ্ডন)

শাখা-পরিষৎ সমূহ হইতে নির্বাচিত

- ১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এন্স-এ (গোহাটী)
- ২। „ কীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এন্স এ, বি এন্স (বর্ধমান)
- ৩। „ যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ (নদীয়া)

কার্য-বিবরণ

৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

৫। „ স্বরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রত্নপুর)

৬। „ হরিহর শাস্ত্রী (কাশী)

৭। উনত্রিংশ বর্ষের কর্মসম্মতি নির্বাচনসমক্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক মনোনীত নামগুলি প্রস্তাবিত ও গৃহীত হইল।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই.

এফ্ আর এ এস্ এম্ এ,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্

সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সহকারী সভাপতি—(কলিকাতার পক্ষে)

১। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাসার্থ্য সি আই ই,

আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই সি এস্

৩। „ রায় জলধর সেন বাহাদুর

৪। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্নি

(মফস্বলের পক্ষে)

৫। মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

৬। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

৭। শ্রীযুক্ত রায় বোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিজ্ঞানিদি এম্ এ

৮। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ষ এম্ এ, বি এল্,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক— „ মল্লমোহন বসু এম্ এ

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি

প্রস্তাবক—সভাপতি

সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সহকারী সম্পাদকগণ—

১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

২। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

৩। „ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

৫। „ গণপতি সরকার বিজ্ঞান

৬। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

সমর্থক— „ সত্যীশচন্দ্র মিত্র

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ঋগেন্দ্রনাথ দিত্র এম্ এ, এম্ এল্ এ,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত স্বামী শুকানন্দ ব্রহ্মচারী

সমর্থক— „ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

কোষাধ্যক্ষ—রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম্ বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ঋগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

সমর্থক— „ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

অনুমোদক— { রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু এম্ এ

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

সমর্থক— „ অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সত্যমোহন বসু এম্ এ

সমর্থক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

আব-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্,

„ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

সমর্থক— „ হেমচন্দ্র ঘোষ

বাঙ্গালা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, সম্পাদিত

শ্রীশ্রী তগোবিন্দ, বসমজরী প্রভৃতি গ্রন্থেব সুবিখ্যাত পদ্মান্বাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থেব প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ হৃদয়দর্শী সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিম্নয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অদ্বিত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্তাদের যে বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ৬২৩ট উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ণ সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিষ্ণুপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্তার উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, হরুহ স্বলয় পাদটাকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার আকারেব ৬০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্তৃগণ, পদাবলীভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষতঃ সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী, ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। একপ অপ্রকাশিত-পদ নানা সূচী বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবু সম্বলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দসূচী দ্বারা চিরানুভূত প্রামাণিক পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদূরিত হইবে; স্তরায় উহা যে পদাবলী-পাঠকমাত্রেরই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানান্তর হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমত নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

“আপনার সম্পাদিত “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী” উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশ-কার্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাজেই স্বীকার করিবেন।”

অপ্রসিদ্ধ “অমৃতবাজার পত্রিকা” লিখিয়াছেন,—

“We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavali by Babu Satischandra Ray, M. A., -viz., “Aprakashita Padaratnavali.” The editor Satis Babu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of “Sree Gita Govinda” and “Rasamanjari” as well as his voluminous critical edition of “Padakalpataru” published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work “Aprakashita Padaratnavali” is an out-come of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava

Padavalis, including poems by nearly thirty unknown 'pada'-kartistas and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c. the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual has written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and index of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, ঘনশ্যাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা ও চারিটি স্থৌ প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকা ও তাঁহার কবিত্ব-বস-গ্রাহিতার বিশেষ জ্ঞাতক। স্থৌগুলিতে তিনি যথেষ্ট পবিশ্রম করিয়া পাঠকেব সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল পুস্তক উদ্ভাবের জ্ঞাত ও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জলতা যে যুক্তি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাৰু্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবন্তকৃপণের কৰ্ণভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"দশীপ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাত পূর্ব পদকর্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাশৈলী ও বিশেষ অর্থযুক্ত পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত স্থৌ বাংলা বইএ দ্রুত নবপ্রবর্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভাৱ সমুজ্জল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক যাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

সোয়া তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠায়ুক্ত বহু গ্রন্থের বহু প্রচার কামনার মূল্য মাত্র ২৫ ছই টাকা করা হইয়াছে

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম্ এ, ধামগড়, পোঃ বারগড়া (ঢাকা) —ঠিকানায় অথবা ২০৩১১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্য।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, প্রণীত গ্রন্থ

১। ব্যাকরণ-পরিচয়—মূল্য ৮০ বার আনা।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত ষাঁট বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২। স্বভাব-চিত্র—মূল্য ১০ আট আনা।

স্বর্গীয় বিজ্ঞানাগর মহাশয়-রচিত কথামালার অমুকরণে বাঙ্গালার গল্প লইয়া লিখিত
বালাক বালিকাদের শিক্ষার উপযোগী সচিত্র পুস্তক।

গ্রন্থকারের নিকট ৫২নং শ্যামবাগার স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত :—

“যে রূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিচয় হইয়াছে,
তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয় ... গ্রন্থকাব বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন
নাই ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক”—“নব্য-ভারত”, ১৫ জুন ১৩২৬

“ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ... বর্ণনা-
কৌশল এক জন প্রকৃত ভক্তের কাহে বাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে
আচ্ছাদ্যমান।”—“ভারতবর্ষ”, বৈশাখ, ১৩২৭

“ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ
... বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকা-
শিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।”
—“মানসী ও মর্ন্তবানী”, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

“তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার স্বজন বই
—“প্রবাসী” আষাঢ়, ১৩২৭

“বৃন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।”—বঙ্গবানী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭

“The author has patiently and industriously collected the materials for
his book, which has become an intellectual feast to us, and it would
contribute to the addition to our literature.”—The Amrita Bazar Patrika,
8th April, 1920.

“The Author has spared no pains or expenses to make the book thorou-
ghly servicable to those who are interested in Brindaban—its past his-
tory and present position.”—The Bengalee, 9th May, 1920.

“To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vade-
macum; to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narra-
tive. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant
reading.”—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২।০

পরিষদের সদস্যপক্ষে—১৮০

ডাকঘাটল বড়দুর্গ।

প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

২৪০, ১, আগার সাকুলার রোড, কলিকাতা

৯৩ ত্রিভাঙ্গী-পরিষদের গ্রন্থাবলী

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ১০, ১১	৩৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১০
(অথোধ্যায় ও উত্তরকাণ্ড)	৩৫। কবি হেমচন্দ্র ১০
২। শ্রীভাষ্যর দাসের রসমঞ্জরী	৩৬। রামানুজাচার্যের ত্রীভাঙ্গী (১—৫ খণ্ড) ১০
৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ২১/০, ৪০
৪। ছুটিখানের মহাভারত	৩৮। শঙ্ককোষ (১—৪ খণ্ড) ৩৫/০, ৫১
৫। বলদ্বীপী দাসের জয়দেবচরিত্র ০/০, ১০	৩৯। মহিলা-ব্রতকর্ণা
৬। বাহুদেব ঘোষের পদাবলী ১০, ১০	৪০। রাসায়নিক পরিভাষা
৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল	৪১। কঙ্কিপুরণ ১০/০, ১১
৮। মাণিক গঙ্গুলীর দর্শনমঙ্গল	৪২। জ্যোতিষ দর্পণ ১১, ১১
৯। ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী	৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ ১০/০, ১০
১০। গৌরপদতরঙ্গিনী ২১, ২১	৪৪। দুর্গামঙ্গল ১০, ১১
১১। কাশীপরিক্রমা	৪৫। সঙ্গীতরাগকল্পরস ২৫, ৩০
১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী ২১, ৩১
১৩। রামায়ণ-ভাষ্য	৪৭। তীর্থ-মঙ্গল ১০/০, ১০/০
১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	৪৮। মৃগলুক ১০, ১০
১৫। বৌদ্ধধর্ম ১০, ০/০	৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি ০/০, ১০
১৬। গীতার ঈশ্বরবাদ ১১, ১১	৫০। পদকল্পতরু (১—২ খণ্ড) ২১, ৩০
১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রমা	৫১। সয়কল মোহামন্ত্রীণ
১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি ১০, ০/০	৫২। মৃগলুক-সংবাদ ১০, ১০
১৯। নব্য-রসায়নী বিজ্ঞা ও তাত্ত্বিক উৎপত্তি	৫৩। তীর্থভ্রমণ ১১, ১১
২০। রামরাম বহুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	৫৪। গঙ্গামঙ্গল ১০, ১০
২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্তপুণ্য	৫৫। বৌদ্ধগান ও দোহা ৩১, ৩১
২২। মিলনপঞ্জিকা	৫৬। ধর্মপূজা-বিধান ১০, ১০
২৩। নরহরি চক্রবর্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাকালিকা ১০, ১১
২৪। বিজ্ঞাপতির পদাবলী ৩১, ৪১	৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২১, ২১
২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস ৩১, ৩১	৫৯। জ্ঞানসাগর ১০, ১০
২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস ২১, ২১	৬০। সাবদামঙ্গল ১০, ১০
২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস ১০/০, ১০/০	৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক ১১, ১১
২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ	৬২। গৌরান্দ-সন্ন্যাস ১০, ১০
২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	৬৩। জ্ঞানবর্ষণ (১—২ খণ্ড) ৩৫, ৪১
৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞাসাগর	৬৪। গোবন্ধবিজয় ১০, ১০
৩১। বিষ্ণু-পরিচয় ১০, ১০	৬৫। শ্রীকৃষ্ণবিলাস ১০, ১০
৩২। মায়াপুরী ০/০, ১০	৬৬। সর্বসংবাদিনী ১৫, ২১
৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা ১০, ১১	৬৭। মনোবিজ্ঞান ১১, ১১

দ্রষ্টব্যঃ—তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফরাইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-সারসংক্ষেপ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—:—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

—:—

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। চণ্ডীদাস মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	...
	সি আই-ই, এম্ এ	১২৭
২। নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-মূর্তি শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই	১৪৭
৩। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	১৭-৩২
৪। বার্ষিক কার্য-বিবরণ	১—৪০
৫। মাসিক কার্য-বিবরণ	৭—১৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে তাঁহারা যথাসময়ে কার্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কৰ্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্ত ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্ত নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের দ্বায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অল্পষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে সক্ষম করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাঝেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ, তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরতিমানী, সদাপ্রফুল্ল, অক্লান্তকর্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হইবে। এই জন্ত আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অহরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অল্পগ্রহপূর্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অল্পগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীমণিনীলকণ্ঠ পণ্ডিত

সহকারী সম্পাদক,

ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি

চণ্ডীদাস

এতক্ষণ আমরা বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধেরা যে গান লিখিয়াছেন, সেই কথাই বলিতেছিলাম। এখন হিন্দুদিগের বাঙ্গালা গানের কথা বলিব। এই সকল গানের প্রধান কবি, ‘কবি চণ্ডীদাস’। তিনি যেমনি প্রধান, তেমনি প্রাচীন। তাঁহার গানের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা আগে বুঝিতে হয়। তাই আমরা এখন বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

বিষ্ণু বেদের দেবতা। তিনি মথ্যাকালের সূর্য্য। তিনি তিন পা দিয়া জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার এক পা উদয়াচলে, এক পা অস্তাচলে, আর এক পা ঠিক মাথার উপরে। আমরা এখনও যে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকি, তাঁহাকে সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়াই উপাসনা করিয়া থাকি। পুরাণ-কর্ত্তারা বিষ্ণুকে ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সে ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহাদের মধ্যে বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, স্ততরাং পৃথিবী পালনের জন্য তাঁহাকে অনেক বার অবতার হইতে হইয়াছে। যখনই যখনই প্রজা উৎপীড়িত হইয়াছে, তখনই তিনি অবতার হইয়াছেন। তাঁর অবতার অসংখ্য। তাহার মধ্যে দশটা প্রধান। এই দশের মধ্যেও আবার বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ—ইহাদেরই অধিক উপাসনা হয়। কৃষ্ণের উপাসনা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণ লইয়াই মহাভারত, কৃষ্ণ লইয়াই হরিবংশ; কৃষ্ণ লইয়াই ভাগবত। কিন্তু এসকল গ্রন্থে রাধার কথা নাই। কতদিনে যে কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইংরেজী প্রথম শতকে অন্ধ বংশে হালা বা শালিবাহন নামে একজন রাজা হন। তিনি মহারাষ্ট্রী ভাষায় সাতশত আদিরসের গান সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণের নাম এক জায়গায় পাওয়া যায়। তাহার পর বহু দিন ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। স্ততরাং রাধাকৃষ্ণ প্রাচীন হইলেও, তাঁহাদের উপাসনা যে বেশী পরিমাণে প্রচলিত ছিল, বোধ হয় না।

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ নামে একখানি আধুনিক পুরাণ আছে, এখানিতে শঙ্করাচার্য্যের মার্মাবাদ ও অশ্বৈতবাদের কথা আছে। স্ততরাং উহা শঙ্করাচার্য্যের পরের লেখা, অর্থাৎ ইংরেজী আটশত সালের পরের লেখা। এখানি আধুনিক বলিবার আর একটা কারণ আছে। আমাদের অষ্টাদশ মহাপুরাণ বেশ প্রাচীন, উহার মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ একখানি। নারদপুরাণে এই প্রাচীন অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া আছে, স্ততরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেরও বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু সে পুরাণের সঙ্গে এখন যেখানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিয়া চলিত আছে, তাহার সঙ্গে একেবারে মিল নাই। এখানি পাঁচটা খণ্ডে ভাগ করা। শেষটা ত্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড। উহাতে প্রথম হইতেই রাধার কথা। রাধা বৈকুণ্ঠেও বৈকুণ্ঠেশ্বরী। সেখান হইতে ত্রীদামের শাপে তাঁহাকে মান্নবী হইয়া বৃন্দাবনে জন্মাইতে হয়। কৃষ্ণও তখন কংসাসুর বধের জন্য অবতার হইতেছিলেন। তাঁহাকেও যে কারণে বহুকাল বৃন্দাবনে বাস করিতে হইয়াছিল, তাহা সকলে

জানেন। এইখানে রাখাক্ষের মিলন হয়। সে মিলনও একরূপ অদ্ভুত। নন্দরাজা এক দিন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া গরু বাছুর চরাইতে মাঠে গিয়াছিলেন, হঠাৎ দেবতার সন্ধ্যার সময় স্বড় রুটি তুলিয়া দিলেন। নন্দ মহাশয়কে পড়িলেন। ছেলে লইয়া বাড়ী ছুটিয়া যাইবেন, সে বো নাই। সব গরু বাছুর মাঠে, এদিকে ছেলেও কাঁদিয়া উঠিল। এ সময়ে নন্দ দেখিলেন, রাখা সেখানে উপস্থিত। তিনি ছোট ছেলেটাকে রাখার কোলে দিয়া বলিলেন, তুমি একে বাড়ী পৌঁছিয়া দাও। রাখা কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বাড়ী যাইতেছেন, পথে কৃষ্ণ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মনোহর যুগ্মকৃষ্ণের মূর্ত্তি ধরিয়া রাখার কাছে প্রেমভিক্ষা করিলেন। ঠিক সেই সময় ব্রহ্মা আসিয়া ছ'জনের বিবাহ দিয়া গেলেন। তাহার পর যা হইবার, তাহাই হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই গল্পটা লইয়া মহাকবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন,—

মেধৈর্মহুর্মমধরং বনভুবঃ শ্রামান্তমালক্রমৈ-
নক্ৰং ভীকরয়ং স্বমেব তদমিং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইখং নন্দনিদেশতচ্চলিতয়োঃ প্রত্যধকৃষ্ণক্রমং
রাধামাধবয়োজয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥

সুতরাং জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বেশ জানিতেন। কারণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণই রাখাকে প্রচার করিয়াছে এবং এ গল্পটা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানি (অথবা যে বইখানি বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া ছাপাইয়াছেন) মোটামুটি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। ইহারও পালাগুলির নাম “খণ্ড”। প্রথম পালাটার নাম “জন্মখণ্ড”। এখানেও প্রথমেই আকাশে দেবসন্তা হইয়াছে। কংসের জন্ম সৃষ্টি-নাশ হইতেছে, সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মার কথায় দেবতার বিষ্ণুর কাছে গেলেন, বিষ্ণু তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া কংস বধ করিবেন, স্বীকার করিলেন এবং একগাছি কালো এবং একগাছি সাদা চুল দিয়া বলিয়া দিলেন,—বসুদেবের ঘরে দৈবকীর উদয়ে বলরাম ও কৃষ্ণের জন্ম হইবে, তাঁহারা কংসকে নাশ করিবেন। নারদ আসিয়া কংসকে সে কথা বলিয়া দিয়া গেলেন। কংস প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার ভগিনী দৈবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই, তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন। ছ’টা শিশু মারা যাওয়ার পর, সাদা চুল দৈবকীকে দেওয়া হইল। তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইলে, বলরাম বিমাতা রোহিণীর গর্ভে গিয়া রহিলেন, প্রকাশ করিয়া দিলেন, দৈবকীর গর্ভপাত হইয়াছে। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, কেমন করিয়া বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া যশোদার সদ্যোজাত মেয়েটিকে লইয়া দৈবকীর আঁতুড়ে রাখেন, সে কথা সকলেই জানেন। কংস যখন সেই মেয়েটিকে পাথরের উপর আছড়াইয়া মারিয়া ফেলে, তখন সে কল্পা আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিয়া গেল,—

তোমারে মারিবে যে।

গোকূলে বাড়িছে সে ॥

এই যে মহামায়ার কথা, ইহা কিন্তু কোন রাগে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কেবল অতি প্রাচীন ভাস কবির ‘বাণচরিত্র’ নামে নাটকে। চণ্ডীদাস এ কথা কোথায় পাইলেন, জানি না।

কৃষ্ণ বখন গোকুলে বাড়িতে লাগিলেন, তখন দেবতার। পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মীকে স্ববত্নের কস্তা করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং অভিন্নমুখ নামে একটা নপুংসকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই অভিন্নমুখই আরান ঘোষ বা আইহান। একে লক্ষ্মী আসিয়াছেন, তাহাতে নপুংসকের স্ত্রী হইয়াছেন, সুতরাং ত্রীকুণ্ডের সহিত মিলিতে তাঁহার ধর্ম্মত আর কোন বাধা রহিল না। রাখার শাণ্ডভী রাখার মায়ের কাছে গিয়া তাহার পিসীকে লইয়া আসিল। সেই রাখার অতিভাবক হইল, তাহার নাম বড়াই বুড়ী। সেই রাখার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। বড়াইয়ের রূপ বর্ণনা,—

শেত চামর সম কেশে ।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে ॥
জ্রাতি চুন রেখ যেরু দেখি ।
কোটর বাটুল দুই আধি ॥
মাহা পুট নাশাদগুহানে ।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥
বিকট দন্ত কপট বাণী ।
ওঠ আধর উঠক জিণী ॥
কাঠী সম বাহু যুগলে ।
নাতি মূলে দুই কুচ লূলে ॥
কুটিল গমন ঘন কাশে ।
গাইল বড়, চণ্ডীদাসে ॥

কাশ্মীরের কবি দামোদর ইংরেজী অষ্টম শতকে ‘কুটিনীমত’ নামে একখানি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে কুটিনীর যে বর্ণনা আছে, এই বর্ণনা ঠিক সেইরূপ। মিথিলার কবি জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর বর্ণনরত্নাকরেও কুটিনীর ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধিকার বয়স এগার বৎসর হইলে, রাধিকার শাণ্ডভী দই, দুধ, ঘি ও ঘোলেতে পসরা লাজাইয়া বড়াইয়ের সাথে রাধিকাকে মথুরার হাটে বিক্রয় করিতে পাঠান। একদিন বড়াই পথে বাইতে বাইতে পথ হারাইয়া কেলিয়াছিল। রাধিকাকে দেখিতে না পাইয়া বুড়ী বড়াই কঁাকরে পড়িল। সে বনের মধ্যে দেখিল, কাহার। গরু চরাইতেছে। বুড়ী রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার নাতিনী রাখাকে দেখিয়াছ ? কৃষ্ণই গরু চরাইতেছিলেন, তিনি বড়াইয়ের কাছে রাখার পরিচয় লইলেন। তাহার রূপবর্ণনা শুনিলেন। তার পর বলিলেন, তুমি যদি রাখার সঙ্গে আমার ভাব করাইয়া দিতে পার, তবে তোমাকে আমি রাখার কাছে পৌছাইয়া দিতে পারি। কৃষ্ণ বড়াইয়ের হাতে পান লাজিয়া দিলেন এবং রাধিকার অল্প অনেক ফুল ও ফল ভেট পাঠাইলেন এবং ঘুর হইতে দেখাইয়া

দিলেন, ঐ বকুলভাগাতে রাধা বসিয়া আছেন। বুড়ী সেখানে গিয়া শানিক কথাবার্তার পর কৃষ্ণের কথা তাহাকে শুনাইয়া দিলেন এবং কৃষ্ণের ভেট তাহাকে দিলেন।

এ বোল সুনির্জা। নাগরী রাধা

হাগএ সকল গাঁএ।

যত নানা ফুল পান করপুর

সব পেলাইল পাএ ॥

* * *

ঘরের সামী মোর সর্বদে সুন্দর

আছে স্থলক্ষণ দেহা।

নান্দের নন্দন গরু রাখোআল

তা সমে কি মোর নেহা ॥

বড়াই অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই রাধাকে রাজী করিতে পারিল না, তখন কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, রাধাকে লইয়া বড়াই মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যাইবে এবং দান লইবার ছলে তিনি রাধিকার নিকট অনেক টাকা কড়ি চাহিবেন এবং না দিতে পারিলে একটু জোর অবরুদ্ধি করিবেন। ইহার নাম ‘দানখণ্ড’। এ বইয়ের দানখণ্ড খুব লম্বা। এই দানখণ্ডেই কৃষ্ণ ও রাধার কথাবার্তায় কবি বেশ বাহাদুরী করিয়াছেন। রাধিকা কৃষ্ণকে যথেষ্ট ভিরঙ্কার করিতে লাগিলেন,—আমি তোঁর মামী, তোঁর গুরু লঘু জ্ঞান নাই। আমার বয়স অন্ন, আমি তোঁর অত খোসামুদে কথা বুঝি না—আমার স্বামী আছে, শাস্ত্রী আছে, খণ্ডুর আছে; আমি বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বউ, আমি ইচ্ছা করিলে কংস রাজাকে বলিয়া দিয়া তোকে খুব অন্ধ করিতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি তার দই দুধ সব ছড়াইয়া দিলেন এবং তার যত সখী ছিল, তাহাদের সকলের জন্ত অনেক টাকা দান চাহিয়া বসিলেন। দান না দাও, আমি যা বলি, তাই কর। রাধিকা বড়াইয়ের কাছে নালিশ করিল। বড়াই কৃষ্ণের দিকে টানিয়াই কথা কহিল,—

সকল বএসে মোর এগার বরিষে।

বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥

এন্তেকৈ বুঝিল তোঁর কাজের ভাষ।

লোক জুগিলে তোকে হৈব উপহাস ॥১॥

পছ ছাড়ি দেহ কাঙ্ক্ষা বিরোধ না কর।

তোঁর পূর্ণে জাও বিকে মথুরা নগর ॥২॥

নাগর শেখর তোম্কে নামে বনমালী।

তোঁর যোগ নহৌ মোএ আভিশয় বালী ॥

আধিক পীড়এ ঘবেঁ ভুখিল ভবলে ।
 তন্তেঁ নাহিঁ পাএ মধু কমল মুকুলে ॥২॥
 বড়ার বহুআরী আন্ধে বড়ার বী ।
 মোর রূপ ঘোবনে তোন্ধাতে কী ॥
 দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে ।
 আরতিগ কাক তাক ভথিতেঁ না পারে ॥৩॥
 রতি কথা সখি মুখে না শুণীলোঁ কানে ।
 বারেক রাখহ কাঙ্ক্ষাঞিঁ আন্ধার সমানে ॥
 চরণে ধরোঁ তোম দেব নারায়ণ ।
 গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥৪॥

কৃষ্ণ কোন কথার উত্তর না দিয়া কেবল রাধিকার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন ও তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । কখনও কখনও পূরণ হইতে পরস্পরগমনের কথা বলিতে লাগিলেন এবং কখনও কখনও ‘আমি যে ত্রিদশের নাথ, আমি কত বড় বড় কর্ম করিয়াছি ; আমি তোমার কংস রাজাকে তর করি না’—ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন ।

একবার রাধা বলিলেন,—

সুখহ (মোর বচন) নটক টেঁকন কাহ
 কেহে কর অপমানকে বাটে ।
 তোম কি বাড়িতে আছেঁ । তোম কিবা তাত খাওঁ
 ন মানসি কংস রাজ পাটে ॥

কৃষ্ণ জবাব দিতেছেন,—

হইএ আন্ধে দামোদর মারিলোঁ আশুর বল
 কত দাপ দেখাসসি মোরে ।
 মারিবোঁ কংস আশুর তোম দাপ করেঁ চুর
 দেখোঁ কে বা পরিবাএ তোরে ॥

রাধার জবাব,—

হঅ গরু রাখোঁআল বোল আকাশ পাতাল
 তা সুখি কে বা পাতিআএ ।
 ভোন্ধে বাটেমাছাদাগী মোহোঁ আইহন রাণী
 বল কৈলে জগারিবোঁ রাজাএ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

রাধা হে তোম বলে তাত শুঁগিঅঁ ।
 সকল দধি খাইবোঁ আপন ইছাএ ।

দানখণ্ডে জোর অবরদত্তি করিয়া কৃষ্ণ আপনার অভিলাষ পূরণ করিলেন। আর এক দিন রাধিকাকে নৌকার চড়াইয়া নদীর মাঝখানে তাহার প্রতি বধেচ্ছ ব্যবহার করিলেন। রাধিকা বখন বুঝিলেন, কৃষ্ণের দশা এইরূপ, তখন তিনি এক দিন রাত্তার বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি আর এ পসরা বহিতে পারি না, বড়াই আমার জন্ত একটা মধুর আনিয়া দে। বড়াই কৃষ্ণকে আনিয়া দিল। আবার কৃষ্ণ ও রাধিকার কিছু গালাগালি হইল, কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণকে দিয়া তার বহাইয়া লইলেন। আর এক দিন রাধিকা ভরানক রোজে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গাছতলার বসিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ কি করেন, তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ীর কাছে পৌছিয়া দিলেন। পুস্তকের যে খণ্ডে এই সকল ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'ভারখণ্ড' ও 'ছত্রখণ্ড'। তাহার পর 'বৃন্দাবনখণ্ড'।

এ বার রাধা বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, কেমন করিয়া কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায়। বড়াই বলিল, মথুরাতে পসরা লইয়া চল। শাণ্ডভী অমনি আর যাইতে দিবে না; তুমি এক কাজ কর, আমার সখীদের শাণ্ডভীদের কাছে যাও। আমার শাণ্ডভীর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া দাও; বল, আইহনের মা রাধাকে মথুরায় যাইতে দেয় না, তাই কোন্ গোয়ালিনীর মথুরায় যাওয়া হয় না। তারা বড়লোক, সব করিতে পারে; দই দুধ না বেচিলে তোমাদের সংসার কিসে চলিবে?—এই কথা শুনিয়া সব বুড়ী গোয়ালিনী রাগিয়া রাধার শাণ্ডভীর কাছে বলিল,—

তোকে এবে গোআলত ভৈলা বড় জাতী।

আজি হৈতে আন্ধারা হৈলাহৌ এক মতী।

আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।

তোম্কার ঘরত অন্ন পানি না খাইব।

এ বোল সুগির্জা। ডরে আইহনের মাএ।

প্রণাম করিআঁ বুইল তা সন্ধার পাএ।

কালি হৈতে যাইবে রাধা মথুরা নগর।

গাইল বড়, চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥

পরদিন সকাল বেলা সব সখীরা একত্র হইয়া বিচিত্র সাজগোজ করিয়া—

দধি দুধ স্নত বোল সাজিআঁ পসরা।

রাধা সঙ্গে চলি আই হাট মথুরা ॥

* * * *

ডাক দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে।

তখনে হাসিআঁ বুঝিল সন্ধাক বড়ায়ি।

এবেসি নাতিনৌ সব মণে সুখ পাই।

নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে।

ডাক শিকি মথুরাক করিউ গমনে ॥

রাতার রাইতে রাইতে বড়াই বলিতে লাগিল, কানাই এখন বড় ভাল ছেলে হইয়াছে। সে আর বাটদান, হাটদান, খাটদান কিছুই চাহে না। কেবল লোকের উপকার করে। যে সব লোক হাটে যায়, তাহাদের ফুল ফল দিয়া সন্তুষ্ট করে এবং সঙ্গে করিয়া ঘম্নার ধারে পৌছিয়া দেয়। অতএব তোমরা তাহাকে আর ভয় করিও না। সে এখন বড় ভাল লোক হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সব গোয়ালিনীর ইচ্ছা হইল, বৃন্দাবনের ফুল ফল কিছু ভোগ করে—

বৃন্দাবনের ফুলে সন্সার হইল আশ।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥

সময়টা বসন্তকাল। মলয় পবন বহিতেছে, কিন্তু বৃন্দাবনে সব ঋতুই বিরাজ করিতেছেন, সকল ঋতুর ফুলই সেখানে আছে। সন্ধ্যাসরের যত ফল ফুল—সবই বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। গোয়ালিনীরা সেই ফুলের লোভে সব বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া গেল। কৃষ্ণ রাধাকে দেখিয়াই বলিলেন,—

শপথ করিঅঁ। রাধা বোলোঁ এ বচনে।

তোম্মার আস্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥

এক ঠাঙ্গি খুন্সিঅঁ। রাধা মাথার পসার।

ফুল পহু ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার ॥

রাধা বলিলেন,—আমি ত আসিয়াছি, আমার সঙ্গে অনেক সখী আসিয়াছে। তুমি ইহাদিগকে সন্তুষ্ট কর। ইহারা যেন আমার নিন্দা করিতে না পারে।

সামী সান্সু হুইহো খরতর।

আর খল সকল নগর ॥

সব তোর মোর দোষ চাহে।

তেসি মোর মন খীর নহে ॥

তোর মনে হেন পড়িহাসে।

ফুল ফলের দিঅঁ আশে।

সখিগণ নেহ চারি পাশে।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার মনের কথা টানিয়া বলিয়াছ।

বোল সহস্র তোর সখিগণ ॥

সন্সার তোমিবে আক্ষে মন ॥

করিঅঁ। বিবিধ তনু আক্ষে দেবরাজে।

বিলসিবোঁ গোপী সমাজে ॥

এই বলিয়া কৃষ্ণ সকল সখীদের কাছে বলিলেন,—এই তোমাদের অস্তর দিলাম, তোমরা বড় পার ফুল-ছেঁড়, ফল খাও। যখন দেখিলেন, ফুল উঁচায় রহিয়াছে, একজন পাড়িবার চেষ্টা করিতেছে—পারিতেছে না, তখন তিনি তাহাকে কোলে লইয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন, সে আপন হাতে ফুল

পাড়িয়া অর্থাৎ খুসী হইল। গোপীরা যে বেখানে বেড়াইতেছে, কৃষ্ণ তাহাদের কাছে গিয়া
জাহাঙ্গীরের সহিত মানা রসরস করিতে লাগিলেন।

থপেক শুধিল কাছে।

বোল সহস্র গোপী তোষিষৌ কেমনে।

আনেক হরিঅঁ। তখনে।

বিলসিল গোপীগণে।

বাহারে রমএ সেসি দেখে কাছে।

ইহারই নাম রাস। চণ্ডীদাস রাস শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শব্দটি
ব্যবহার করিয়াছেন এবং জাঁকালো রাসমণ্ডপ করিয়া সেখানে কৃষ্ণকে কেলি করাইয়াছেন। কৃষ্ণ
কায়বাহ রচনা করিয়া গোপীগণের সহিত কেলি করিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ হঠাৎ দেখিলেন, রাধিকা নিকটে নাই। তখন তিনি সব দেহ সংহার করিয়া
আবার এক কানাই হইয়া গোপীগণকে ছাড়িয়া রাধিকার কাছে গেলেন। রাধিকা গোপীগণের
প্রতি মেহ দেখিয়া মান করিয়া বসিয়াছেন। কৃষ্ণ বাইবামাত্র তিনি বলিলেন,—

ভাল উপদেশ দিলেঁ। মো তোরে

আপণার মতিমোষে।

এখনে তাহার ফল ভূজোঁ। মোএঁ

আপণে আপণ দোষে ॥

* * *

যে পর পুরুষ সমে নেহ করে

তার হএ হেন গতি।

দৈব দোষে কাহু তোক্ষাত ভজিলেঁ।

বঞ্চিলেঁ আপণ পতী ॥

যেহেন বাহির তেহেন ভিতর

সরূপে জাশিলেঁ। তোরে।

* * *

শপথ করিঅঁ। বুইলোঁ। মো তোরে

না জাষিবৌ তোহোর পাশে।

তোক্ষার চরিত্র দেখিঅঁ। কাঁহাঞিঁ

কে নাহিঁ উপহাসে ॥

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণের বড় ভয় হইল। তিনি রাধিকার মান ভঙ্গনের অস্ত্র নলিতে
লাগিলেন,—

বদি কিছু বোল বোলসি তবে
দশন রুচি তোন্ধারে ।

হরে ছরুবার ভর আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আন্ধারে ॥

তোন্ধার বদন সংপূন চান্দ
আধর আমিঅঁ লোভে ।

পরতেথ তোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে ॥

মদন বাণে দগধ ঠৈলোঁ
তোর অকারণ মাণে ।

বদন কমল মধুপান দিঅঁ
রাখহ মোর পরাণে ॥

যবেঁ সঠ্য কোপ করিলে
তবেঁ মোরে হান নয়ন বাণে ।

দৃঢ় ভুজযুগে বন্ধন করিঅঁ
অপর দংশ দশনে ॥

তোন্ধে সে মোহোর রতন ভূষণ
তোন্ধে সে মোহোর জীবনে ।

এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনে ॥

তোন্ধার নয়ন মলিন নলিন
আধরে কোকনদ রূপে ।

মদন বাণে কৃষ্ণক রঞ্জিতোঁ
হএ তোর আনুরূপে ॥

এ তোর কূচ শোভে মণি (মাল)
জঘনে নাদ করউ রসনে ।

বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
খল কমল চরণে ॥

মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে ।

চরণ পল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে ॥

পালাউ আন্ধার মদন বিকার
সত্ত্বরেঁ করহ আদেশে ।

বাসলী চরণ শিরে বন্দিঅঁ
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥

কৃষ্ণ পায়ে পরিলেন, কিন্তু তাহাতেও রাধার মান ভাঙ্গিল না । তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন, তোমার সখীরা আমার বৃন্দাবনের সব গাছ ভাঙ্গিয়াছে, ভালপালা ভাঙ্গিয়াছে ; আমি তোমার কাছ হইতে ইহার দাম তুলিয়া লইব ।

রাধা বলিলেন,—বাঃ, তুমি খোসামদ করিয়া আমাকে এখানে আনিলে, সখীদের বন দেখাইলে ; তাহাদের অভয় দিলে—এখন তুমি আমার কাছে দাম চাও ? এ তোমার বড় কুচরিত !

কৃষ্ণ বলিলেন,—আমি তোমায় আনি নাই । তুমি রাজপথে মধুরায় যাইতেছিলে, অন্তবাস্ত হইয়া আমার বৃন্দাবনে কেন আসিলে ? আর আমার এই ক্ষতি করিলে ? আমি অনেক যত্নে বৃন্দাবন তৈরী করিয়াছি, সব নষ্ট করিয়া দিলে ! এইরূপ কচাল করিতে করিতে অনেকরূপে রাধার মান ভাঙ্গিয়া গেল, রাধাকৃষ্ণের আবার মিলন হইল । হুইজনে নানারূপ কেলি করিতে লাগিলেন ।

ইহার পর কালিয়দমনখণ্ড । এ খণ্ডে রাধার কথা নাই । তাহার পর, যমুনাথগুপ্ত জলকলি, তার পর হারখণ্ড, কৃষ্ণ রাধিকার হার ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, রাধিকা যশোদার কাছে গিয়া নাগিশ করিলেন । তাহার পর বালখণ্ড । মায়ের কাছে নাগিশ করায় কৃষ্ণের রাগ হইয়াছে, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, রাধাকে পায়ে ধরাইব, তবে ছাড়িব ! শেষে হইলও তাই । তাহার পর বংশীখণ্ড । কৃষ্ণের বাঁশী রাধা চুরি করিলেন এবং অনেকরূপ ‘চুরি করি নাই’ বলিলেন, তার পর বাঁশী দিয়া

ঠাহার সহিত ভাব করিলেন। তার পর, রাধার বিরহ। কৃষ্ণ এখন বেশ যুৎ পাইয়াছেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর রাধাকে চাই না। রাধিকার বড় অহুতাপ হইল, তিনি বলিলেন,—

শিশুকালে আন্ধে মতি ভোলে ।
বড়ারি না লয়িলে। কাহের তাহুলে ।
এবে আন্ধার মন মজিল বাল গোপালে ॥
তোন্ধে যাত্রা কর শুভক্ষণে ।
বড়ারি বাঁট চল কাহাঞির থানে ॥
বিনয় বচনে তোষিআঁ কাহাঞি আন মোর থানে ॥
দুতী বোল গিআঁ কাহের থানে ।
বারেক দয়া করি যোরে দেউ দরশনে ॥

দুতী বলিলেন,—

গরবে না তুযিলেঁ হয়ী ।
পাছু না গুলিলী আছিদরী ॥
বড় রোষ তার মনে জাগে ।
এহা গুলী না মারে মোকে বড় ভাগে ॥

বড়ারি অহুরোধে অনেক কষ্টে কৃষ্ণ একবার দেখা করিতে রাজী হইলেন। তিনি রাধাকে আসিতে বলিলেন। রাধা আসিলে দুই জনে কেলি করিলেন। তার পর, কৃষ্ণের উরুর উপর মাথা রাখিয়া রাধা ঘুমাইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ এই সুযোগে রাধার মাথাটা নামাইয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া রাধা দেখিলেন, কৃষ্ণ নাই। তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন; বার বার বড়াইকে পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের আর উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। বড় চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন শেষ হইয়া গেল।

এই বইখানি যদিও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা, কিন্তু কৃষ্ণের জীবনসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তের সঙ্গে ইহার অনেক তফাৎ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধা বৈকুণ্ঠেই ছিলেন, বৈকুণ্ঠ হইতে ত্রিদাসের শাপে তিনি পৃথিবীতে আসেন। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইলে, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিলেন আয়ান বোবের নাম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নাই, পুরাণকারেরা এই সকল কথা লিখিয়া কৃষ্ণরাধার প্রেমটা দম্পতী-প্রেমরূপেই দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্ব অংশেই বামনাইটা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বড় চণ্ডীদাসের বইয়েও সব দিক্ রক্ষা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে বামনাই করিয়া নয়। নারায়ণ-ধেমন দুইগাছি চুল দিয়া বলিলেন, আমি যখন কৃষ্ণ ও বলরামরূপে অবতার হইব, অমনি দেবতারা সাধ্যসাধনা করিয়া লক্ষ্মীকেও পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন, সেই লক্ষ্মীই রাধা। কবি তাঁহাকে আইহনের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। আইহন নপুংসক। সুতরাং—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ।

পঞ্চস্বাপংসু নারীণাং পতিরন্তো বিধীয়তে ।

পতি ক্লীব, স্ততরাং রাধা অনার্যসেই অস্ত্র পতি গ্রহণ করিতে পারেন। কবি তাঁহাকে কৃষ্ণের হাতে অর্পণ করিয়া ধর্মটী কোনরূপে বজায় রাখিলেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন পুরাণের মতে নন্দ রাজা করাইয়া দেন। কিন্তু বড়ু বড়াইয়ের হাতে পান ও ফুলের ডালি দিয়া কৃষ্ণই যে মিলনের জন্ত ব্যাকুল, তাহা দেখাইয়াছেন। রাধিকা প্রথম সে পানডালা ফেলিয়া দিলেন, বড়াইকে এক চড়ও মারিলেন। কিন্তু বড়াই তাঁর মায়েয় পিসী, স্ততরাং বড়াইকে তাড়াইতে পারিলেন না। ক্রমে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পুরাণের মতে কৃষ্ণরাধিকা দেবতা। তাঁহাদের সব কার্য্যই শাস্ত্রসম্মত ও দেবতাদের মতই তাঁকালো। বড়ু চণ্ডীদাসের মতে একজন গোয়াল, আর একজন গোয়ালিনী। গোয়ালিনী মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যায়, আর কৃষ্ণ তাহা কাড়িয়া খান আর রাধিকার উপর নানারূপ অবৈধ উৎপীড়ন করেন। হু'জনেরই কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, মতিগতি গোয়ালাদেবেরই মত। তাঁহারা যে ঝগড়া করেন, সেও গোয়ালাদেবের মত।

পুরাণের রাস খুব তাঁকালো। কিন্তু রাসের আগেই বস্ত্রহরণ। বড়ু চণ্ডীদাসে রাসের পর কালিয়দমন, যমুনাখণ্ড বা জলাকেলী ও বস্ত্রহরণ। পুরাণের রাস এইরূপে আরম্ভ হয়,—গোপীরা সকলে মিলিয়া কৃষ্ণকে পতি পাইবার আশায় পার্বতীর পূজা করে। পার্বতী বর দেন, তিন মাস পরে মধুমাसे শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করিবেন। কৃষ্ণ এই তিন মাস ধরিয়া রাসমণ্ডপ খুব করিয়া সাজাইলেন। গোপীরা কুলধর্ম ত্যাগ করিয়া, নিঃশঙ্ক ও কামমোহিত হইয়া রাসমঞ্চে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সম্বোধন করিয়া, রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া রাসমঞ্চ ত্যাগ করিলেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ রাধিকাকে লইয়া ভ্রমণ করিলেন ও সেখানে বিহার করিলেন। সকলের শেষে মল্লপর্বতের উপরে গিয়া রাধাকে নানারূপ আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাস—রাসই নয়। তিনি রাস শব্দই ব্যবহার করেন নাই। সেটা একটা গুল্লা-গয়লানীর ব্যাপার। তাহা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। পুরাণে রাসের মধ্যে মান নাই, কিন্তু চণ্ডীদাসে মান কিছু চড়া। রাধিকা নিজেই বলিলেন, আমার শাপড়ী ছরস্ত; আমার স্বামী ছরস্ত; তোমার আমার কুৎসা পাইলে লোকে আর কিছু চায় না। স্ততরাং তুমি আমার সখীদের আগে ঠাণ্ডা কর, সম্বোধন কর; তাহাদের অভিলাষ পূরণ কর। কৃষ্ণ যখন তাহা করিলেন, তখন রাধিকা ভাবিলেন, ভালরে ভাল, আমি স্বামী ছাড়িয়া কৃষ্ণের কাছে আসিলাম, আর তাহার এই ব্যবহার। সে আমার সামনে আর পাঁচ জনকে লইয়া কেলি করিতে লাগিল। বাকু, আমি কৃষ্ণকে চাই না। কৃষ্ণ অনেক স্তব জ্ঞাপিত করিলেন, পায় ধরিলেন; তাহাতে হইল না। কিন্তু যখন বলিলেন, তোর সখীরা বৃন্দাবন ছাড়িয়াছে, তাকে দাম দিতে হইবে, নহিলে তাকে বাঁধিয়া রাখিব, তখন রাধিকা ঝগড়ায় হারিয়া কৃষ্ণের কথায় রাজী হইলেন।

জয়দেবের “গীতগোবিন্দ” আরম্ভ হইয়াছে বসন্তবর্ণন লইয়া। তাহার পর গোপীদের সহিত রাস। তাহা দেখিয়া রাধিকার মান। উত্তর পক্ষে দূতী পাঠান। কৃষ্ণ রাধিকাকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। রাধিকা অত্যন্ত দুর্ভল, আসিতে পারিলেন না। কৃষ্ণই আসিলেন এবং তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া পান্ন ধরিয়া, তাঁহার মান ভঞ্জন করিলেন।

জয়দেবের যতগুলি গীত আছে, এই পান্নেরার গীতটাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী,—
অত্রান্তরে মন্থগ্নোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং স্মৃখীমুপেতা ।
সত্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদগদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তকচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিষোঃ ।
ক্ষুদ্রধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং ॥
প্রিয়ে চাকুলীলে মুগ্ধ ময়ি মানমনিদানং ।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানং ॥
সত্যমেবাসি যদি হৃদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরবাতং ।
ঘটর ভূজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি স্নেহজাতং ॥
স্বমসি মম ভূষণং স্বমসি মম জীবনং
স্বমসি মম ভবজলধিরত্নং ।

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমহুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিষত্নং ॥
নীলনলিনাভমপি তস্মি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপং ।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদমুরূপং ॥
ক্ষুরতু কুচকুন্তয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং ।
রসতু রসনাপি তব ঘনভঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্থর্থনিদেশং ॥
হৃলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরুজপরভাগং ।
ভগ মন্থগ্নবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলকুরাগং ॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং ।
জলতি ময়ি দারুণো মদনকদানালো
হরতু তদুপাহিতবিকারং ॥

ইহার পর সখীরা আসিয়া রাধিকার মান ভঞ্জন করিয়া দিল ও তাঁহাদের মিলন হইল।

পূর্বেই বলিয়াছি, জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কথা জানিতেন। তাঁহার মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ভাব তিনি ঐ পুরাণ হইতেই লইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মান নাই। মানভঞ্জনও নাই। জয়দেব এ মানভঞ্নের কথা পাইলেন কোথায়? বলিবে তাঁহার নিজের রচনা। কিন্তু নিজের রচনা হইলেও ইহার মূল ত কোথাও আছে। বোধ হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ডই তাহার মূল। বড়ু চণ্ডীদাসের বইখানি কৃষ্ণের ইতিহাস। তাঁহার জন্ম হইতে রাধিকার বিরহ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে; বাকী কতদূর ছিল, জানি না। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাস, মান ও মানভঞ্জন, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ড মাত্র। হুইএরই আরম্ভ বদন্ত-বর্ণন লইয়া। তাহা হইলে কি মনে হয় না যে, জয়দেব এই মানের কথা বড়ু চণ্ডীদাসের বই হইতে লইয়াছেন? তিনি উচ্চ অঙ্গের কবি, সংস্কৃত শাস্ত্রে স্নগুণ্ডিত; বড়ু একজন ভাষা-কবি। বলিতে গেলে একরকম মেঠো কবি। জয়দেব লক্ষণ সেনের পঞ্চরত্নের এক রত্ন। তিনি রাজকবি। বড়ু চণ্ডীদাস সাধারণ

লোকের জন্ত পাঁচালী ও গীত লিখিয়াছেন। জয়দেব চণ্ডীদাসের গোয়াল-গোয়ালীদের যে সমস্ত ব্যাপার আছে, সব নিঃশব্দে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি একজন বড় কবি, পরের জিনিস ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কেমন করিয়া কাব্য লিখিতে হয়, ঠিক জানেন। তাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বড়ু চণ্ডীদাস, এই দুইজনকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া গীতগোবিন্দ লিখিয়াছেন। জয়দেবের “বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী” এই গানটির সহিত বৃন্দাবনধণ্ডের “যদি কিছু বোল বোলসি তবে দশনরুচি তোমারে” এই গানটা মন দিয়া তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, চণ্ডীদাসের গানটা জয়দেব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেন না, জয়দেবের অমন অলোকসামান্য গানের পর চণ্ডীদাস ওরূপ গান লিখিতে কখনই সাহস করিবেন না। জয়দেব আরও অনেক জায়গায় চণ্ডীদাসের গানের পাপড়িগুলি লইয়া অলৌকিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সৃষ্টির পর ওরূপ পাপড়িগুলি কোন কবিই সাহস করিয়া লিখিতে পারেন না।

বসন্ত বাবু বড়ু চণ্ডীদাসের পুথি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার জন্ত বেশ খাটিয়াছেন। নিজের মত কোন জায়গায় জাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই; অন্ততঃ তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি কিছু করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিখানির হাতের লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০ ইংরেজী সনের। এবিষয়ে দুই মত নাই। রাখাল বাবুও স্বীকার করিয়াছেন, ১৪ শতকের লেখা; আরও সকলে স্বীকার করিয়াছেন। ১৪ শতকের শেষার্ধ্বে বাঙ্গালায় কতকটা শান্তি থাকিলেও ১২০০ হইতে ১৩৫০ পর্য্যন্ত এখানে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। আমরা এ পর্য্যন্ত এই ১৫০ বছরের হাতে লেখা সংস্কৃতই হউক বা বাঙ্গালাই হউক, কোন পুথিই আজও পাই নাই। এই যের অরাজকের সময় যে বড়ু চণ্ডীদাস বসিয়া এত বড় একখানা বই লিখিবেন, এ কথা আমি ত বিশ্বাস করিতে পারি না। তাই আমার মনে হয়, বইখানা হিন্দু আমলের রচনা। বোধ হয়, লক্ষণ সেনের সময়ই এই বইখানি রচিত হইয়াছিল। সে সময়ে বৈষ্ণবধর্ম লইয়া বাঙ্গালায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাই শৈব বল্লাল সেনের ছেলে লক্ষণ সেন বৈষ্ণব হইয়া গেলেন এবং বৈষ্ণব কবি জয়দেবকে খুব আদর করিলেন। কাম্বীর দেশের একখানি জয়দেবের পুঁথিতে লেখা আছে—লক্ষণ সেনই জয়দেবকে ‘কবিরাজ’ এই আখ্যা দিয়াছিলেন। জয়দেব যখন গীতগোবিন্দ লেখেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার পূর্ববর্তী বৈষ্ণবের বই সকল পড়িতে এবং আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল—সে পুথি বাঙ্গালাতে হউক বা সংস্কৃতেই হউক। পূর্বেই দেখান হইয়াছে, তিনি কতক লইয়াছেন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে, আর কতক লইয়াছেন, বড়ু চণ্ডীদাসের পুস্তক হইতে। বলিবে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যে সব কথা নাই, বড়ু চণ্ডীদাস সে সব কথা পাইলেন কোথায়? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সে কালে বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণাধা সম্বন্ধে নানারূপ কথা প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদাস সেগুলি সব লইয়াছেন। কারণ, তাঁহার শ্রোতা সাধারণ বাঙ্গালী। সংস্কৃতে বিশেষ বিজ্ঞ নহেন। পুরাণ বামনাইএর দিক্ হইতে তার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন, জয়দেবও সংস্কৃতকবির দিক্ হইতে তাহার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি পূর্ণমাত্রায় আছে—বড়ু চণ্ডীদাসের পুঁথিতে।

এ দেশের লোকের সংস্কার যে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের পূর্বে রাধার নাম কোথাও পাওয়া যায় না সে সংস্কারটা ভুল। পূর্বেই বলিয়াছি, হালা সপ্তশতীতে রাধার নাম আছে এবং সেখানে কৃষ্ণের নামও আছে। উহার ৮৯ শ্লোকে আছে ;—

“মুহমারুণ তৎ কহ গোরঅং রাহিআএ অবগেস্তো ।

এতাণ ব্লবীণং অগ্গণং বি গোরঅং হরসি ॥”—গাথাসপ্তশতী ১৮৯

ইহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা।— মুহমারুতেন তৎ কৃষ্ণ গোরঅং (-চক্ষুঃ) রাধিকায়্য অপনয়ন ।
এতাঙ্গাং ব্লবীণামন্তাসামপি গৌরবং হরসি । সৌভাগ্যগর্ভকথনাত্ ।

রাধার চক্ষে গরুর পায়ের ধূলা লাগিয়াছে। কৃষ্ণ ঈ দিয়া সেই ধূলা বাহির করিয়া দিলেন। তাহাতে এই সমস্ত গোপী এবং অন্ত যে সকল আছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য-গর্ভ নষ্ট হইল।

সুতরাং এখানে কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের কথাই বলা হইল ; কতকটা রাসের কথাও বলা হইল। “এই সকল গোপীর” অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণ-রাধার সম্মুখে ছিল ; ইহা হইতে বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ অনেকগুলি গোপী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় সেখান দিয়া কতকগুলি গরু চলিয়া যায় তাহাতে রাধার চোখে ধূলা পড়ে। কৃষ্ণ আদর করিয়া নিজের মুখে হুঁ দিয়া সে ধূলা ঝাড়িয়া দেন। তাহাতে ‘অন্ত গোপীদের’ আমি কৃষ্ণের বড় প্রিয়া বলিয়া যে অভিমান ছিল, সে অভিমানটা কাটিয়া যায়। সুতরাং বলিতে হইবে, সেখানে অনেকগুলি গোপী ছিল এবং কৃষ্ণ সকলকে লইয়াই কেলি করিতেছিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন, এ বইখানি ইংরেজী ৬৯ সালের লেখা। সে সময় হইতেই তাহা হইলে কৃষ্ণরাধার প্রেমের কথা চলিয়া আসিতেছিল এবং বোধ হয়, রাসের কথাও চলিয়া আসিতেছিল। এই সকল কথা ক্রমে ১২ শতক পর্য্যন্ত খুব বিস্তার হইয়া পড়ে। বড় চণ্ডীদাস সেগুলিকে জড় করিয়া তাঁহার বই লেখেন এবং বড় চণ্ডীদাসের বই হইতে জয়দেব রাস এবং মানের কথা পান।

এতদিন পর্য্যন্ত আমরা জানিতাম, চণ্ডীদাস নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁহার বাড়ী নাগুরে। নাগুর বীরভূম জেলায়। তিনি কবি ; বামুনের ছেলে। তিনি বামুলী দেবীর পুত্র। বামুলী তাঁহাকে বলিয়া যান, তুমি রানী রজকিনীর সহিত প্রেম কর, নহিলে তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। রজকিনী মন্দিরের পেটলী ছিল, অর্থাৎ মন্দির ঝাঁট খুঁট দিত।

বিদ্যাপতির সাথে চণ্ডীদাসের দেখা হইয়াছিল। ছ’জনেই ছ’জনার কবিত্ব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের দেখা হয়, তখন চণ্ডীদাসের বয়স বেশী ; বিদ্যাপতির বয়স অল্প। চৌদ্দ শতকের মাঝখান হইতে পনের শতকের মাঝখান পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের সময়। যাহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে অনেক কথাই মিছা বলিয়াছিলেন। নীলরতন বাবু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরম্পরের দেখাশুনোর কথা উড়াইয়াই দিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব এই—চণ্ডীদাস ত এ কথা বলেন না, বিদ্যাপতিও এ কথা বলেন না। বলেন, তাঁহাদের চারি শত বৎসর পরের নরহরি দাস ও বৈষ্ণব দাস। সুতরাং উহাতে বিশেষ আস্থা করিবার কোন কারণ নাই। ভুল বলিবার আরও এক বিশেষ কারণ আছে। চণ্ডীদাস যদি বিদ্যাপতির সহিত দেখা করিতে যান,

তিনি পশ্চিম মুখে যাইবেন এবং বিদ্যাশক্তি পূর্ব-মুখে আসিবেন। তাহা হইলে গঙ্গাতীরে দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, গঙ্গা নামের হইতে পূবে। স্তত্রাং ও কথাটা অগ্রাহ্য। নামের যে চণ্ডীদাসের বাড়ী, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলার বইয়ে সে কথা নাই। নীল-রতন বাবু যে চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাহাতেও সে কথা নাই; আছে, নীলরতনবাবুর “রাগাস্বিক” পদাবলীর মধ্যে। নীলরতন বাবু সেগুলিকে “রাগাস্বিক” বলিয়াছেন, কিন্তু সে-গুলিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই। সেগুলিকে কতদূর প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, আমি জানি না। সেগুলির ভাষা, ভাব-ভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, বড়ই একেলে। সেগুলিকে যদি অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে এদেশে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহার একটাও টিকে না। নামেরও টিকে না, রানী রজকিনীও টিকে না। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন পুঁথিখানার বয়স ১৩০০ হইতে ১৪০০। না হয় এই ১০০ বছরের শেষ-শেষি হইবে। চণ্ডীদাস ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ পর্য্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে এই পুঁথি কি তাঁহার জন্মের পূর্বে লেখা হইয়াছিল; না, ওখানি তিনি নিজে লিখিয়াছিলেন? পূর্বে লেখা ত সম্ভবই নয়, তাঁহার নিজের হাতের লেখা বলিয়াও ত বোধ হয় না। তার পর আর এক কথা, এক চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলার জন্ম স্থানা পুস্তক লিখিবেন কেন? একখানা ছাপিয়াছেন বসন্ত বাবু, আর একখানা ছাপিয়াছেন নীলরতন বাবু। একই বিষয়ের বই, অথচ কোথাও কিছু মেলে না কেন? একখানার ভাষা বড়ই পুরাণ, আর একখানার বড়ই নূতন। একখানাতে চণ্ডীদাস আপনাকে বড় চণ্ডীদাস বা শুধু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, আর একখানায় তিনি নিজেকে দ্বিজ চণ্ডীদাসই বলিয়াছেন—কখনও কখনও শুধু চণ্ডীদাসও আছে। এক জায়গায় কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, দশ বার জায়গায় বড় চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন। কিন্তু আমল বড় চণ্ডীদাসের বইয়ের গানের সঙ্গে একটা গানও মেলে না। ইহার অর্থ কি? চণ্ডীদাস ছ’জন না হইলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না।

বড় চণ্ডীদাসের রাগিণীগুলি সব পুরাণ, তাহার অনেকগুলি “বৌদ্ধগান ও দোহার” আছে। আবার অনেকগুলি জয়দেবের আছে। দ্বিজ-চণ্ডীদাসের রাগরাগিণীগুলি প্রায়ই নূতন। ছ’চারটা যে পুরাণ নাই, তাহা নহে; কতগুলি আবার বড়ই বেশী নূতন। ইহারই বা অর্থ কি? ছই জনে চণ্ডীদাস স্বীকার না করিলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলেও ছ’জন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এক চণ্ডীদাসকে ভাবিয়া ছই করিতে বাঙ্গালী কি রাজী হইবেন? বড় চণ্ডীদাস বলিতেছেন, আমার নাম অনন্ত, দ্বিজ চণ্ডীদাস তাঁহার ৭৬৩ কৃষ্ণলীলার পদে এক জায়গায়ও অনন্তের নাম করেন নাই। বড় চণ্ডীদাস আবার কোথাও রানী রজকিনীর নাম করেন নাই। পদ ছ’জনারই; ছ’জনেই গান, লিখিয়াছেন। একজন কৃষ্ণলীলার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয় কতদূর লিখিয়াছেন, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার জন্মখণ্ডে ও কালিদমনখণ্ডে রাখা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা নাই। কিন্তু সে প্রেম ছাড়া নীলরতন বাবুর একটা পদও নাই। বড় চণ্ডীদাস গানে গানে কৃষ্ণের সব কথাই লিখিয়াছেন। গানের মধ্যে তিনি যে পুতনাবধ করিয়াছিলেন, মলজঙ্ঘন বধ করিয়াছিলেন, শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন—সে সব কথা আছে। তিনি যেন গান

সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণের একটা ইতিহাস লিখিয়াছেন। নীলরতন বাবুর বইখানি কতকটা কীর্তনের ছাঁচে ঢালা। তাঁহার চণ্ডীদাস ইতিহাসের কথা বলেন না। কেবল প্রেম, আর কেবল রাধা। এ ভেদ হইবার কারণও বোধ হয়, চণ্ডীদাস দুই জন। একজনের সময় অধরণের কীর্তন আরম্ভ হয় নাই। আর একজনের সময় কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কিছুদিন পরে জীব গোস্বামী “উজ্জল-নীলমণি” নামে একখানি অলঙ্কারের বই লেখেন, সেই সময় হইতেই রাগ, রস, ভাব লইয়া কীর্তন আরম্ভ হয়। বড়ু চণ্ডীদাস ইহার অনেক আগে। তাঁহার পুথিতে রাগ, রস, ভাব লইয়া গান বা পদ সাজাইবার কোন চেষ্টা নাই। যে সব চণ্ডীদাসের পদ নীলরতন বাবু ছাপাইয়াছেন, তাহাতে কতক কতক সে ভাবে সাজাইবার ব্যবস্থা ছিল। নীলরতন বাবু কিন্তু নূতন কীর্তনের ধরণে সেগুলি সাজাইয়াছেন। রসাস্বাদনের পক্ষে বেশ হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের পক্ষে তাহাতে, একটু মন্দ হইয়াছে। এ চণ্ডীদাসের সময়টা উজ্জল-নীলমণির আগে হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে একটু কষ্ট পাইতে হয়। তিনি যে ভাবে পুথিগুলি পাইয়াছিলেন, সে ভাবে ছাপাইলে বোধ হয়, ইতিহাসকারের পক্ষে একটু সুবিধা হইত।

যদি চণ্ডীদাস দুই জন, তাহা হইলে দু'জনের এক জায়গায় মিল আছে। দু'জনেই বাম্বলী দেবীর ভক্ত। বড়ু চণ্ডীদাস বাম্বলীকে আয়ী বলিয়াছেন। আয়ী শব্দে তিনি কি বুঝিতেন, জানি না, উহা বোধ হয়, “আর্য্যা” শব্দের অপভ্রংশ। অনেক জায়গায়, মাকে আয়ী বলে। রাজপুতনায় আয়ীপন্থ বলিয়া এক ধর্ম আছে। মালবের স্বাধীন মুসলমান রাজারা যখন মাদুতে রাজধানী করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিখাডাবির ঘরে একটা ছোট সুন্দর মেয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহাকে সকলে আয়ী বলিয়া ডাকিত। আয়ী মানে মা। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন, তাহার নাম আয়ীপন্থ। বাজলায় আয়ী বলিতে দিদিমা বুঝায়। অনেক জায়গায় প্রণিতামহীও বুঝায়। চণ্ডীদাস বাম্বলীকে কি বলিতেন, জানি না। তিনি আপনাকে বাম্বলীর গণ বলিয়াছেন, *বাম্বলীর গতি বলিয়াছেন, গতি শব্দের অর্থ চেলা। বৌদ্ধদের মধ্যে একখাটা খুব চলিত এবং এখনও চলে। তিনি আরও বলিয়াছেন, তিনি বাম্বলীর বরে এই বই লিখিতেছেন। তাঁহার ভণিতার পর গানে আর কৃষ্ণরাধার কথা শুনা যায় না। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে ভণিতার পরও চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে উপদেশ দেন। তিনি আয়ী, গতি বা গণ, এই সব শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু বাম্বলীর নাম স্থানে স্থানে করিয়া থাকেন, কিন্তু বড় বেশী নয়। এক বাম্বলীর চেলা হইলেও দুইজনের মধ্যে বেশ একটু তফাৎ আছে।*

এখন দেখিতে হইবে বাম্বলী কে? এতদিন লোকের সংস্কার ছিল, বাম্বলী ও বিশালাক্ষী এক। তিনি নিত্যাদেবীর সহচরী। নিত্যাবোড়নী নামে এক দেবী আছেন বৌদ্ধদের। তাঁহার ষোলজন সহচরী ছিল। ষোল জন সহচরী-সুহৃৎ নিত্যার মন্দিরও বাঁকুড়া বা বীরভূম জেলায় আছে। বাম্বলী তাঁহার এক সহচরী। কিন্তু তিনি মাহুবী, কি দেবী, বুঝা গেল না। তিনি যদি নিত্যার আদেশে চণ্ডীদাসকে একটা চড় মারিয়া থাকেন, তবে তিনি মাহুবী। সে কালে বড় বড় মন্দিরে দেবদাসী থাকিত। বাম্বলী তাহাও হইতে পারেন। তিনি বিশালাক্ষী নহেন। ধর্মপুজার

বিধিতে ধর্ম ঠাকুরের বড় আবারণ-দেবতা আছেন, তাহার মধ্যে একজন আছেন, বিখ্যাতা কী। একজন আছেন, বামুনী। সুতরাং দু'জনে এক হইতে পারেন না। বামুনীর নমস্কারে তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী আমাদের একজন পুরাণ দেবতা। তিনি ব্রাহ্মণের দেবতা নন। বৌদ্ধদের অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে সকল জাতিই পূজা করিতে পারে। প্রতিমায়, পটে, খোলায় খাবরায় তাঁহার পূজা হয়। তিনি কিন্তু খুব প্রাচীন দেবতা। ঢাকার টাউন হলের পাশে এক চণ্ডী দেবীর মূর্তি আছে। উহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের তৃতীয় বৎসরে খোদাই করা হয়। এক্ষেপবর্তপুরাণে রাখিকা চণ্ডীর পূজা করিয়াছেন। রত্ন অনন্ত এই চণ্ডীর চেলা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চণ্ডীদাস হইয়াছে, মনে হয়। এক একবার মনে হয়, যেন এই চণ্ডীর দাসেরা সকলেই গান করিয়া বেড়াইতেন এবং সকলেই চণ্ডীদাস বলিত। তাহা না বলিলে বড় চণ্ডীদাস, বিজ চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস—এ সকলের অর্থ হয় না। তাই এক একবার মনে হয়, চণ্ডীর সেবক যারা গান করিয়া বেড়াইতেন, তাঁরাই চণ্ডীদাস হইতেন। সুতরাং অনেক চণ্ডীদাস থাকিতে পারেন। তাহা হইলে কিন্তু সব দিক সামঞ্জস্য হয়। বড় চণ্ডীদাস জয়দেবের আগে, বিজ চণ্ডীদাস ১৪১৫ শতকে; তার পরও হয় ত কেহ চণ্ডীদাস ছিলেন। একজন আবার আদি চণ্ডীদাস ছিলেন, অর্থাৎ তিনিই প্রথম চণ্ডীর দাস হইয়া গান করিতে বাহির হন। কিন্তু এক চণ্ডীদাসেই রক্ষা নাই, মেলা চণ্ডীদাস হইলে না জানি কি হইবে! এইরূপ নানা চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে আর একটা বিষয়েরও সামঞ্জস্য হয়। ঐ যে গোড়ের বাদশাহের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া একজন চণ্ডীদাস মারা যান, তাঁহারও একটা কিনারা হইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষদের পুষ্টিশালায় একখানি প্রাচীন বাজালা অক্ষরে লেখা পাতা পাওয়া যায়। তাহাতে লেখা আছে, চণ্ডীদাস একদিন গোড়ের বাদশাহের বাড়ী কীর্তন করিতে যান। তাঁহার কীর্তনে সকলেই মুগ্ধ হয়। বাদশাহের এক বেগম এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি গান শুনিবার জন্ত চণ্ডীদাসের বাগায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার হাবভাবে বোধ হয়, যেন তিনি চণ্ডীদাসের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। বাদশাহ তাঁহাকে বারবার নিষেধ করেন, তুমি ওখানে যাইও না। কিন্তু বেগম সাহেব তাহা না শুনিয়া পুনরায় চণ্ডীদাসের কাছে গেলেন। বাদশাহ ইহাতে অত্যন্ত রাগিয়া হুকুম দিলেন, চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে বাঁধিয়া, হাতী খুব জোরে চালাইয়া দাও। এইরূপে তাহার চিত্র-বধ হউক। ঠিক সেইরূপই করা হইল। হাতীকে খুব জোরে চালান লইল। হাতীর পিঠে কাছি দিয়া চণ্ডীদাস খুব শক্তরূপে বাঁধা ছিলেন। হাতী চলার কাছির ঘেঁষে তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল ও রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। তিনি মরিয়া গেলেন। হাতীকে অনেক দূর জোরে দৌড় করাইয়া কিরিয়া আসিয়া মৃত দেহ বাদশাহের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইল। রানী রজকিনী নিকটে দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিল। এমন সময় বাদশাহের বেগম আসিয়া হঠাৎ চণ্ডীদাসের বুকের উপর পড়িলেন এবং দৈহন্ত্যাগ করিলেন। রানী রজকিনী বেগম সাহেবকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী মনে করিয়া আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিল।

এ কথা সত্য কি না, জানা যায় না। সত্য হইলে এক জন চণ্ডীদাস যে বাজালার দ্বাৰীন

মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে খুব বড় কীর্তনীয়া ছিলেন, সে কথা বিশ্বাস করিতে হয় এবং এ বাদশাহ কে ছিলেন, তাহারও সন্ধান করিতে হয়। প্রথম ইলিয়াশসাহী বাদশাহেরা খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তাঁহারা যে কীর্তন শুনিবেন, এ কথা মনে হয় না। রাজা গণেশের বংশধরেরা মুসলমান হইলেও তাঁহাদের কীর্তন শুনায় প্রবৃত্তি থাকিতে পারে। রাজা গণেশের পুত্র যজ্ঞ মুসলমান হইয়া জেলাল উদ্দিন নাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পৌত্র মহম্মদ শাহ কয়েক বৎসর বাজালার বাদসাহী করেন। ইহাদের কাহারও রানী বা বেগম কীর্তন শুনিয়া ভুলিতে পারেন। তাহা হইলে চৌদ্দ শতকের শেষ অর্দ্ধেক হইতে ১৫ শতকের প্রথম অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত একজন কীর্তনীয়া চণ্ডীদাস ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে দ্বিজ চণ্ডীদাস এই সময়ের লোক বলিয়া মনে করিতে হয়। তিনি রানী রজকিনীকে আপনার নিকর্য্য লাভের সন্ধান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি নীচ সংসর্গে মিশিয়াছি।

তাহা হইলে মোট মীমাংসা হইল, বড় চণ্ডীদাস লক্ষণ সেনের সময়ে তাঁহার বই লেখেন এবং জয়দেব তাঁহারই বই হইতে অনেক ভাব ও কথা লইয়াছিলেন। আর দ্বিজ চণ্ডীদাস কেবল গান করিয়া বেড়াইতেন, খেগালমত গান বাধিতেন—রীতিমত কোন বই লিখিয়া যান নাই।

এখন ভাষা দেখিতে হইবে। কবি কৃত্তিবাস ১৪০০ হইতে ১৫০০ এর মাঝখানে রামায়ণ লেখেন। জয়গোপালের হস্ত হইতে সে রামায়ণখানি রক্ষা করিয়া প্রাচীন হাতে লেখা পুথি দেখিয়া হীরেন্দ্রবাবু তাহার অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ছাপাইয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতও এই সময়ের লেখা। এই মহাভারত, রামায়ণ ও চণ্ডীদাসের গানের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে এক বলিয়াই বোধ হয়। যা ভেদ দেশভেদে। চণ্ডীদাসের বাড়ী পশ্চিমবঙ্গে, কৃত্তিবাসের বাড়ী শাস্তিপুরের নিকট, বিজয় পণ্ডিতের বাড়ী ফরিদপুর বা বরিশালে। দেশভেদে যেটুকু ভেদ হয়, ততটুকু ভেদই আছে। ‘আপাতদৃষ্টিতে’ শব্দ ব্যবহার বরিশাম, কারণ, এই সকল পুস্তকের দুরূহ পদসমূহের স্মৃতি নির্মাণ করিয়া বা ইহাদের ব্যাকরণ-ষাটটি ব্যাপারের তুলনা করিয়া দেখি নাই, দেখিবার সময়ও নাই। যদি কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন, অত্যন্ত বাধিত হইব এবং তাহার ফল যদি চণ্ডীদাসকে অধিক প্রাচীন বা অধিক নবীন করিয়া তুলে, তাহতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না।

বড় চণ্ডীদাসের ভাষা কিন্তু বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষার মতই। তবে দেশভেদে ও কালভেদে যতটুকু তফাৎ হইবার, তাহা হইয়াছে। তিনি ঐ সকল দোহা ও গান হইতে যে কেবল অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে, অনেক কথাও লইয়াছেন। তাহা ধরিয়া দেওয়া বিশেষ কঠিন নহে। বৌদ্ধগানের মধ্যে চাটিলের নামটা সকলের চেয়ে নূতন। কারণ, চাটিলের নাম আমরা আর কোথাও পাই নাই। সিদ্ধপুরুষদের নামের সন্দেশও পাই নাই। তেজুরের ব্যাটেলগেও পাই নাই। বর্ণনরত্নাকরেও পাই নাই। তাঁহার গানের সঙ্গে বড় চণ্ডীদাসের ভাষার বেশ মিল আছে। কাহ্নুপাদের ভাষার সঙ্গেও অনেকটা মিল আছে। তবে কাহ্নুপাদের বাড়ী পূর্ববঙ্গে, চাটিলের বাড়ী বোধ হয়, পশ্চিমবঙ্গেই হইবে। স্মরণ্য বড় ও দ্বিজ চণ্ডীদাস দু’জন হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিতেছিলাম, তাহাতে সহজিয়া ভাবের একেবারেই উল্লেখ করি নাই—

কেবল কৃষ্ণলীলার কথাই বলিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণলীলাটি যে হিন্দু সহজিয়া ভাব, সে কথাটি আমি অনেক জায়গায় বলিয়াছি। সহজিয়ারা যে জিনিষটি নিজের দেহের উপর লইয়া আসে, হিন্দুরা সেটা কৃষ্ণের উপর অর্পণ করেন। হিন্দুরা দেবতা মানেন। বৌদ্ধেরা মানেন না। তাঁহার গুরু মানেন এবং গুরু হইবার চেষ্টা করেন। হিন্দুরা দেবতার সালোক্য ও সায়ুজ্য পাইতে চান। দেবতা হইতে চানও না, পারেনও না। সুতরাং সহজিয়ারা যে মহাস্বপ্ন আপনি উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, হিন্দুরা সেই মহাস্বপ্নে কৃষ্ণরাধাকে মগ্ন দেখিয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। আপনাকে সে স্বপ্নের অধিকারী বলিয়াই মনে করেন না। ত্রীকৃষ্ণ ও রাধা সিংহাসনে নিত্য বিহার করিতেছেন। আট জন নিত্যসখী তাঁহাদের বিহারের উপকরণ জোগাইতেছে। আমরা সেই সখীদের সখী হইয়া কৃষ্ণরাধার মহাস্বপ্নের প্রতিভাস দেখিতে পাইব এবং তাঁহাদের সেবার রত থাকিব অর্থাৎ নিত্যসখীদের নিকট উপকরণ যোগাইয়া দিব, এই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াদিগের উদ্দেশ্য আর একরূপ। তাঁহারা নিজেই নিরাশ্রা দেবীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন এবং অনন্তকাল তাঁহার সহিত মিশিয়া এক হইয়া থাকিবেন; হই একেবারেই থাকিবেন না। বৌদ্ধদিগের অধিকাংশ চর্যাপদেরই উদ্দেশ্য এই। বড়, চণ্ডীদাস ও জয়দেব কৃষ্ণ রাধিকার উপর সেই জিনিষটি অর্পণ করিয়া হিন্দুদিগকে সহজিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। বড়, চণ্ডীদাসের বাড়ী কোথায় ছিল, জানা যায় না, কিন্তু জয়দেবের বাড়ী কেন্দুলী ছিল। কেন্দুলী অজয় নদীর ধারে। সেনপাহাড়ী অর্থাৎ সেন রাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী হইতে বেশী দূরে নয়। সহজিয়ারা আজিও দলে দলে পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে জয়দেবের ঘাটে স্নান করিতে আসে এবং প্রতি বৎসর ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, উনিও ত আমাদের গুরু। আগে বোধ হয়, স্তম্ভ হিন্দু সহজিয়ারাই কেন্দুলীতে আসিত। বৌদ্ধেরা আসিত না। কিন্তু বৌদ্ধেরা এখন আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; মনে করে, আমরাও হিন্দু এবং কেন্দুলীতে বছর বছর আসা তাহাদের নিত্যস্ত কর্তব্য কর্ম। কিন্তু একটু বেশী পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেই তাহারা বলে, আমরা দেবতা মানি না। আমরা চৈতন্যকে মহাপুরুষ বলিয়া মানি, কৃষ্ণকেও মহাপুরুষ বলিয়া মানি। আমাদের দেবতা, আমাদের সাধন ভজন এই দেহে। তাহারা কেন্দুলীতেই বাস, চৈতন্যসম্প্রদায়ের আর কোন তীর্থস্থানে বড় একটা বাস না। কিন্তু হিন্দু সহজিয়ারা সকলেই কৃষ্ণকীর্তন করে। অনেকে কৃষ্ণকীর্তন করিতে করিতে শেষে খাঁটি সহজিয়া হইয়া যায়। বিজ চণ্ডীদাস বোধ হয়, কৃষ্ণকীর্তন ছাড়িয়া শেষে পাকা সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। কারণ, নীলরতন বাবু কৃষ্ণলীলার ৭৬৩ পদের পর রাগরাগিণীশূভ্র যে কতকগুলি “রাগাঙ্গিক” পদ দিয়াছেন, তাহা পুরা সহজিয়া। সেই অংশই বোধ হয়, গোড়ের বাদশাহের বেগম সাহেব—হয় ত তিনি কোন সহজিয়া ঘরেরই মেয়ে হইবেন—বিজ চণ্ডীদাসের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন।



মহাকাল

(নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তি—১৪৭ পৃষ্ঠা ।)

নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-মূর্তি *

কয়েক মাস পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে তিনটি পিত্তল-মূর্তি আনিয়া পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষা করিবার জন্ত উপহার দিয়াছেন, তন্মধ্যে অদ্যকার আলোচ্য মূর্তিটিই উল্লেখযোগ্য। এ তিনটির এইটিকেই প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়; মূর্তিবিদ্যা হিসাবে ইহার মূল্যও যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোনটিই তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এগুলি আধুনিক।

মূর্তিটির স্বরূপ-নির্ণয় সম্বন্ধে কেহ কেহ নাকি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি মূর্তি-বিদ্যা সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিছি, তাহাতে মূর্তিটির স্বরূপ-নির্ণয় ইহাকে মহাকাল ভিন্ন অল্প কোন মূর্তি বলিয়া স্থির করিতে পারি নাই।

এই মূর্তিটি এত সাধারণ শ্রেণীর মহাকাল যে, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার তিব্বতীয় অভিধানে মহাকাল বুঝাইতে, এই শ্রেণীর মহাকালের বর্ণনায়ুক্ত সংজ্ঞাটি ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ—

গোনপো ছ্‌ক্ ঠ্‌ক্ পা (Mgon-po phyag-drug-pa)

Mgon-po = নাথ ; phyag-drugpa = ছয় হাতযুক্ত।

জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে শাস্ত্রী মহাশয় আগামী এপ্রিল মাসের পূর্বে তাহার প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন না। ততদিন অপেক্ষা না করিয়া, এ সম্বন্ধে একটু-আধটু আলোচনা করা অবৈধ নহে বিবেচনা করিয়া এবং আপনাদের চিত্রশালাধ্যক্ষ-হিসাবে আমার মন্তব্যটি পূর্বেই প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিলাম। আনিও তাঁহার মতামত জানিবার জন্ত সোৎসুক অপেক্ষা করিব।

মূর্তিটির স্বরূপ আলোচনা করিবার পূর্বে ইহার লক্ষণ-গুলির প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করা যাউক।

মূর্তিটির লক্ষণ ইহা ষড়্ভুজ, ত্রিপদ এবং একশীর্ষ ; গণেশমূর্তির উপর দণ্ডায়মান, ত্রিনয়ন, বৃত্তোৎপ্লোচন, উদ্ধকেশ, সর্পভূষণ, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত, জালামণ্ডলাবৃত, ত্র্যম্বককাল, শ্মশ্রু-গুন্ড শোভিত। ছয়টি হস্তে যে প্রহরণ বা লাজনগুলি বিদ্যমান, তাহাদের যথাক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

দক্ষিণহস্ত—ডমরু, অঙ্কুশ, কর্তরী ; বামহস্ত—নরকপালযুক্ত ত্রিশূল, পাশ, নরকপাল।

মূর্তিটির গলদেশে হৃদয়াকৃতি নরমুণ্ডমালা লম্বমান, দক্ষিণ জামুর উপর ব্যাঘ্রমস্তক বিদ্যমান ; এই ব্যাঘ্রের চর্মই মহাকাল পরিধান করিয়া আছেন ; জালামণ্ডলের নিম্নে ৫০টি মুণ্ডে গঠিত মালা শোভমান। মস্তকে পঞ্চ-কপাল ও পঞ্চশীর্ষ মুকুট রহিয়াছে। শেষোক্ত দুইটি লাজন

মূর্তিটির স্বরূপ-দ্যোতক হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাৎ কথ্য ক্রমশঃ বলিব। পদগ্রন্থি ও মণিবন্ধে সর্প, নৃপুত্র ও সর্পবলয়, গলদেশে সর্পহার। পদদেশে বিরাজমান গণেশমূর্তির ছই হস্ত—দক্ষিণ হস্ত অভয়মুদ্রায়ুক্ত, বামহস্তে লঙ্কাক রহিয়াছে; এ মূর্তির মুকুটও পঞ্চশীর্ষযুক্ত।

একখানি আধুনিক নেপালী পুথিতে মহাকালের এক বর্ণনা পাইয়াছি; ইহার সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্তিটির বিশেষ মিল আছে। পুথিটির নাম ধর্ম্মকোষসংগ্রহ। ইহার কথা ক্রমশঃ

ধর্ম্মকোষসংগ্রহ ও মহাকাল
বর্ণনা

বলিব। বর্ণনাটি অতি সরল সংস্কৃতে লিখিত; ইহা এই—“এক-

বক্তৃ-নৌলজ্ঞানবর্ণ-ভুকুটিকরালঃ বর্ত্ত লজ্জিনয়নঃ। পিঙ্গলনয়নঃকোঙ্কেশঃ

ললৎজিহ্ব দংষ্ট্রাকরালঃ ব্যাতাননঃ রক্তশাশ্রল নবনাগালঙ্কৃতসর্কাসঃ

মুণ্ডমালাবিভূষিতঃ চতুর্ভুজঃ প্রথমমবাহন্তে ন্যস্তাধঃপ্রদেশঃ করতিং দ্বিতীয়েনাকুক্ষিতেন ডমরুং বাদয়ন্ মারান্ ত্রাসয়ন্। প্রথমবাসে করোটকং পঞ্চামিষপূর্ণং। দ্বিতীয়েন দ্বিমুণ্ডযুক্তধট্টাঙ্গং দধানঃ বেতালাপরিপ্রতালীচবাস্ত্রচর্ম্মাঘরঃ তস্ত নামো মহাকাল মহাবীরঃ। মহান্তঃ কলয়তি ইতি মহাকালঃ। মহাংশাসৌ কালো বা। কারণং মারদর্পসংহরণার্থং নৌলবর্ণেনাক্ষোভোন স্তো যো মহাকালঃ। মহান্ কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ যস্ত সঃ মহাকালঃ। মহান্তঃ কালং কলয়তি চ চতুর্গুণাদি কালসময়ং ত্র — সময়ং কলয়তি বিচারয়তি ইতি মহাকালঃ। মারাদিহৃষ্টজনত্রাসনার্থং বুদ্ধশাসনরক্ষণে ভয়ঙ্করমূর্তিঃ ত্রিভুবনহান্ বুদ্ধদোষিণঃ ত্রাসয়িতুন্ বর্ত্তলভীমত্ৰিনয়নঃ এবং সর্কাসাবয়বানি ভীমানি যস্ত ত্রাসনার্থং পালনার্থং মোলৌ অক্ষোভ্যঃ যস্ত মহাকারুণিকঃ। অথচ যে যে বুদ্ধ-নিন্দকাস্তান্ অনেন ছেৎস্তামি ইতি করতিং আদধানঃ।” ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধনিন্দকদের রক্তপান করিবার জন্য হস্তে করোটক; শব্দধারী বুদ্ধ-নিন্দকদের বধির করেন বলিয়া হস্তে ডমরু।*

পূর্বোক্ত বর্ণনাটি স্বরস্তুপুরাণ হঠতে গৃহীত। নেপালী পুথিতে যেমন মহাকালকে বুদ্ধধর্ম্ম বা

নেপালী পুথি ও তিব্বতীয়
সাধনা-গ্রন্থ

বুদ্ধশাসনরক্ষয়িতা অভিহিত করা হইয়াছে, তিব্বতীয় সাধনা-গ্রন্থেও এইরূপ বলা হইয়াছে। সে কথা ক্রমশঃ বলিব।

শিল্পের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে মূর্তিটির মধ্যে বিশেষ কিছুই নাই; ইহাতে বিভিন্ন মুদ্রাও তেমন দৃষ্ট হয় না। যে যে হস্তে ডমরু, অঙ্কুশ, ত্রিশূল ও পাশ রহিয়াছে, তাহার সকলগুলিই

শিল্পের দিক্ হইতে

“কর্ত্তরীহস্তমুদ্রা”-জ্ঞাপক।

মূর্তিটির পরিচয়

তর্জনীটি আর একটু বক্র হইলে সিংহকর্ণ মুদ্রা হইয়া যাইত। যে হস্তে কর্ত্তরী, তাহা “কর্ত্তকহস্তমুদ্রা”-দ্যোতক; যে হস্তে কপাল

রহিয়াছে, তাহা দেখিতে বিপর্য্যস্ত কর্ত্তরী-মুদ্রার জ্ঞার; ইহার নাম “ব্রহ্মহস্ত”। দক্ষিণপাতো পুরোহিতদিগকে এই সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে উনিয়াছি, ইহার পরিভাষা জ্ঞাত নহি। ত্রীমূর্ত্ত অর্জুনের পুত্রের গল্পোপাখ্যান মহাশয় তাঁহার South-Indian Bronzes পুস্তকের L চিত্রে এইরূপ

হস্তকে “গলীন হস্ত” বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ং এই পরিভাষায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহা “গলীন হস্ত” নামের পার্শ্বস্থিত জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়। কোন শিল্প-শাস্ত্রে যে এ নাম পাইয়াছেন, তাহারও তিনি উল্লেখ করেন নাই।

মহাকালের পদস্থিত গণেশমূর্তির দক্ষিণহস্ত অভয়মুদ্রা-জ্ঞাপক। এই হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় যে সম্মুখে হেলিয়া আসিয়াছে, তাহা ভারতীয় শিল্পরীত্যনুসারে; বামহস্তটি কোন মুদ্রাজ্ঞাপক নহে; শিল্পশাস্ত্রীয় গ্রহণমুদ্রাজ্ঞাপক যে চিরন্তন রীতি রহিয়াছে, ইহা তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র; হস্তটি স্বাভাবিক ধরিবার রীতিতে গঠিত।

মহাকালের পদস্থিত
গণেশমূর্তি

মূর্তিটির দাঁড়াইবার ভঙ্গিটি উল্লেখযোগ্য; ছইটি পদদেশের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। এ মুদ্রার নাম প্রত্যাঙ্গীকৃত মুদ্রা। দক্ষিণ পদ বাম পদ অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত, দক্ষিণ জাঙ্গ ও এই কারণে বাম জাঙ্গ অপেক্ষা উন্নীত। কিন্তু তাহা বলিয়া দেহযুগ্মিতে কোন “ভঙ্গ” ভাব দেখা যায় না। মুখটি বামে ঈষৎ হেলিয়াছে।

মূর্তিটি তেমন অলঙ্কার-ভূষিত নহে; অলঙ্কারের মধ্যে সর্প, ব্যাঘ্রচর্ম, হৃদয়াকৃতি মুণ্ডমালা, পঞ্চনরকপাল ও পঞ্চরত্নযুক্ত শিরোবন্ধ। সর্পই কর্ণকুণ্ডলরূপে বিরাজমান, সাধারণতঃ দৃষ্ট কটিবন্ধও নাই। পঞ্চমুণ্ড পঞ্চাখ্যানী বুদ্ধনির্দেশক ও পঞ্চশীর্ষ বা পঞ্চরত্নযুক্ত মুকুটটি অক্ষোভোর মুদ্রাজ্ঞাপক। প্রাচীনঃ এইরূপ মূর্তির মস্তকে অক্ষোভোর মূর্তি দৃষ্ট হয়। এ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এ হিসাবে ইহার একটু বিশিষ্টতা আছে। মূর্তিটির উর্দ্ধকেশাবলি বেশ মনোহর; ইহারা আলাদ্যাতক। হস্তে ধৃত গ্রহরণগুলির মধ্যে অন্নবিস্তর বৈচিত্র্য আছে। দক্ষিণ হস্তে ধৃত কর্তরী তিব্বতীয় আদর্শে কল্পিত। ডমরুটির ধরিবার দণ্ড দুইটি। কোন কোন ডমরু সর্পজড়িত থাকে। ইহাতে তাহা নাই। ত্রিশূলের দণ্ডে সর্প জড়াইয়া আছে।

এ মূর্তিটির আর একটি বৈচিত্র্য এই যে, গণেশমূর্তিটি শয়ান নহে। তিব্বতীয় অনেক মূর্তিতেই শয়ান অবস্থায় গণেশ দৃষ্ট হয়। শুদ্ধ গণেশ নহে, তাঁহার শক্তিও তাঁহার সহিত শয়না থাকেন। তেজুর তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ড হইতে শবরিকৃত গুহসাধনা হইতে মহাকালের চক্র বা সাধনা বর্ণনা করিবার সময় ইহার উল্লেখ করিব।

আরও একটি কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি এবং এ হিসাবে মূর্তিটিকে বৈচিত্র্য-যুক্ত বলিতে হইবে। সাধারণতঃ মহাকালমূর্তি সশক্তি দৃষ্ট হয়। শক্তি হিসাবে বিশিষ্টতা। মূর্তিটির সম্মুখদেশে মুখোমুখী আলিঙ্গনবন্ধা শক্তির মূর্তি মহাকালের সহিত দৃষ্ট হয়; এ স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সশক্তি মহাকাল, শক্তিহীন মহাকাল অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর। সশক্তি মহাকালের যে সাধন করিতে হয়, তাহা ‘গুহসাধনা’ বর্ণনা করিবার সময় বলিব। মহাকালের শক্তির নাম গুহজ্ঞানা।

সাহিত্যিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন মূর্তিভেদের নিয়মানুসারে আমাদের আলোচ্য মূর্তিটি

সাহিত্যিক, রাজসিক ও তামসিক
হিসাবে মূর্তিভেদ

দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ রাজসিক শ্রেণীর অন্তর্গত। আমি সাহিত্যিক শ্রেণীর মহাকাল-মূর্তি দেখি নাই, কিন্তু থাকা অসম্ভব নহে। ইহার রাজসী ও তামসী মূর্তিরই প্রচলন অধিক। ঠিক শিল্পশাস্ত্রের নিয়মা-

নুসারে ইহাকে রাজসিক মূর্তিও বলা চলে না। ইহাতে বিস্তৃত হইবার কোনও কারণ নাই; কেন না, শিল্পী কোন কালেই শিল্পশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপ্লব রক্ষা করিয়া আপন মূর্তি কল্পনা করেন নাই। ইহা আমি পেশোয়ার, কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি। ইহাতে এক প্রকার ভাণই হইয়াছে; কেন না, শাস্ত্রের এই নিগড়বদ্ধ নিয়ম ব্যত্যয় শিল্পে সম্ভবতা ও প্রাণস্পন্দনের সূচনা করিয়া শুদ্ধ যে দেশের শিল্পধারাকে রক্ষা করে, এমন নহে, জাতিটিকেও বৃদ্ধিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে।

প্রকৃত প্রস্তাবে মহাকালের রাজসিক মূর্তিই হইতে পারে না। কেন না, রাজসিক মূর্তির বর্ণ লোহিত এবং তামসিক মূর্তির বর্ণ কৃষ্ণ। আমরা দেখিয়াছি যে, মহাকালের বর্ণ নীলাঞ্জনের দ্বায়। স্বয়ম্ভূপুত্রাণধৃত ধর্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক নেপালী পুথিতে মহাকালের বর্ণনায় আছে,—‘এক-বক্ত, নীলাঞ্জনবর্ণ ভূকুটিকরাল, বর্জুলস্ত্রিনয়নঃ’।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও তৎসংক্রান্ত মূর্তি-বিদ্যা ষাঁহার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার অবগত আছেন যে, মহাকাল বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব নহেন। তবে ইনি কি? ইনি ধর্মপালদিগের অন্ততম।

মহাকাল বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব কথাটা এখনও পরিষ্কৃত হইল না। ধর্মপাল অর্থ লইয়া অনেক নহেন, ইনি ধর্মপালবিশেষ কথা আছে। ধর্মপালের অর্থ, যিনি ধর্ম রক্ষা বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম রক্ষা করেন। ধর্মপাল পূজা দ্বারা নির্বাণ লাভ হয় না; ইহার

দ্বারা ধর্মের রক্ষাই হয়। মহাযানশাখাস্তর্গত বৌদ্ধ তান্ত্রিক শাস্ত্র-মতে বা বজ্রযান বা অতিমহাযান শাস্ত্রানুসারে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি এই ধর্মপাল-শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ভাবটি হীনযানপন্থীরাও গ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যায়। কলিকাতায় মহাধর্মরাজত্ৰি বিহারে বিষ্ণুর চিত্র বিহারের রক্ষাকর্তা হিসাবে রক্ষিত আছে। হীনযান-সম্প্রদায়ে এ ভাবটি গৃহীত হইলেও, তাঁহাদের বোন স্ত্রী বা পিটক গ্রন্থে এ শব্দের ব্যবহার দেখি নাই। Childers' Pali Dictionary গ্রন্থেও এ ভাবাত্মক কোন শব্দ নয়নগোচর হয় নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি ত্রিজনানন্দ পরমহংস-বিরচিত কোলাবলীতন্ত্রের বীরসাধন-বিষয়ক চতুর্দশ উল্লাসে ধর্মপাল শব্দের উল্লেখ পাইয়াছি। আরও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে ধর্মপালের উল্লেখ

কয়েকটি তন্ত্রে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কোথাও এ শব্দের উল্লেখ পাই নাই। ব্রাহ্মণ্য মূর্তিবিদ্যা-বিষয়ক কোন স্বদেশী বা বিদেশী পণ্ডিতের গ্রন্থেও এ শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই। কোলাবলী তন্ত্রোক্ত মহাকালবিষয়ক পদটি এই :—‘ত্রীগর্ভা বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোহস্ত তে।’ ত্রীগর্ভ কোন্ দেবতা, স্মৃত নহি, বিজয় একাদশ রুদ্রের অন্ততম। মৎকর্তৃক উদ্ধৃত এই তন্ত্রোক্ত পদটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও মূর্তিবিদ্যার তুলনামূলক আলোচনার পথ অনেকটা স্পষ্ট করিবে, আশা করি।

তিব্বতীয় ভাষায় ধর্মপাল ড্রাগ্‌সে (Dragshed) নামে অভিহিত। ইহারা ভূত পিশাচ-দিগকে দূর করিবার জন্য পূজিত হইলেন। অস্ত্রাস্ত্র দেবতারা যে ভূত পিশাচ দমনে অসমর্থ, তাহা তিব্বতে ধর্মপালের পূজা নহে; ইহাদের কার্য্যই ইহাদিগকে দূর করা। বজ্রধর, বজ্রসম্ব, মঞ্জুশ্রী, পদ্মপাণি প্রভৃতির পূজায় যে আপৎ-শাস্তি হয় না, এমন নহে; ইহাদিগকে পিশাচ-দমনরূপ সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করা—ইহাদের শক্তির অপব্যবহার করা যাত্র। ইহাদের পূজায় সাধকের সিদ্ধি-লাভ হয়, নিকীর্ণ লাভ হয়, কিন্তু ধর্মপালদিগের পূজায় নিকীর্ণ-লাভ হয় না।

ধর্মপালেরা অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত; সে কথা বলিতেছি। মহাকাল প্রভৃতি যে ধর্মপালেরা সশক্তি বিরাজমান, তাঁহারা ই ভূত পিশাচ-শাস্তি ভিন্ন সাধকের পাপ শাস্তিও করিতে পারেন; কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাদের পূজায় সাধকের নিকীর্ণ লাভ ঘটিবে না।

শ্রীমহাকালজ্ঞানসর্বদৃষ্টনকর্ম্যনামা তেজুরাস্তর্গত সাধনা-পুস্তকে দেখিয়াছি যে, মহাকালকে দেহরক্ষা ও তৎসহ অন্তঃ বহিঃভুদ্ধি সিদ্ধি সম্পন্ন করাইবার জন্য আবাহন করা হইতেছে। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রেও ঠিক এই প্রকারের আবাহন-প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। কোলাবলী তন্ত্রে বিহিত আছে যে, বৌদ্ধ-তন্ত্র-শাস্ত্রে মহাকালের আবাহন বীরসাধনেচ্ছ সাধক চিত্তার পশ্চিম পার্শ্বে সংঘত ও স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া গণেশ, বটুক, যোগিনী ও মাতৃকার পূজা করিয়া পুটাজলি হইয়া নিম্নলিখিত স্তবটি পাঠ করিবেন,—

যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাস্ত ভয়ানকাঃ ।

পিশাচ-বক্ষ-সিদ্ধাস্ত গন্ধর্বাঙ্গরসাজনাঃ ।

যোগিনো মাতরো ভূতাঃ সর্কাস্ত খেচরাঃ দ্বিযাঃ ।

সিদ্ধিদাতা ভবজ্বজ্জ তথা চ মম রক্ষকাঃ ।

মহাকালের মূর্তি প্রায়শঃ মুখোমুখি আলিঙ্গনবদ্ধ শক্তির সাহচর্য্যে দৃষ্ট হয়। আমাদের আলোচ্য মূর্তিটি এ হিসাবে একটু অসাধারণ বলিতে হইবে।

তিব্বতের ভিন্ন ভিন্ন মঠে মহাকালের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পূজিত হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সাধনাও বিভিন্ন। ছয় হস্তযুক্ত, চারি হস্তযুক্ত বা ত্রিশীর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মহাকালমূর্তি এক এক

তিব্বতীয় ভিন্ন ভিন্ন মঠে মঠের উপাস্ত্র দেবতা। অশ্বপুর্থে তিন চারি দিনের পথে ব্রহ্মপুত্রনদের বিভিন্ন ধর্মপালমূর্তির পূজা কূলে অবস্থিত ও লাসার দক্ষিণ পূর্ব দিক্স্থ দোর্জেঠাক্ নামক গ্রামস্থিত মঠে প্রাপ্ত একখানি মহাকালসাধনা পুথি দেখিয়াছি।

এখানির নাম শ্রীমহাকালজ্ঞান-সর্ব-দৃষ্টনকর্ম্য বা এক কথায় “মহাকালকর্ম্য”। মহাকাল-বিশেষের পূজার পর যে মন্ত্রপাঠ-বিধি আছে, তাহার ভাষগত অনুবাদ দিয়া এই দেবতার স্বরূপ ও বিশেষত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মহাকাল আবাহনে অস্ত্রাস্ত্র দেব-দেবীরও স্তব নির্দিষ্ট আছে।

“হে মহাবজ্রকাল, সর্বধর্মপালদিগের পিতা, মাতা ও পুত্র, হে পঞ্চনাথ, হে পঞ্চদেবী, হে কাকমুখ ধর্মনাথ, হে সিংহমুখ, হে ধর্মরাজ, হে শৌকরাজ, হে লোহিত ও কৃষ্ণবাতক, হে পঞ্চাধিক সপ্ততি শুদ্ধশ্রেণীর শ্রীনাথ, হে ত্রিংশৎসংখ্যক সেনানী, হে এক সহস্র কৃষ্ণ, হে একলক্ষ পিশাচী, হে এক কোটি মাতৃ অর্থাৎ কালী প্রভৃতি,

মহাকাল-জ্ঞান-সর্বদৃষ্টকর্ম-
নামক তিস্রতীয় পুস্তকোক্ত
মহাকালের স্তব

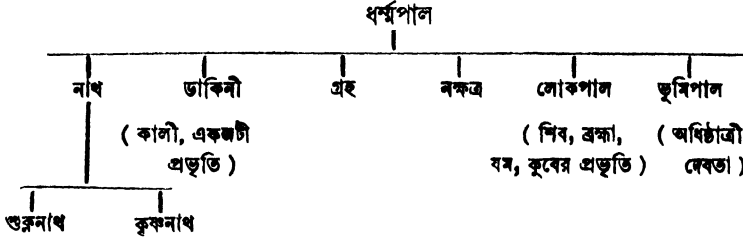
সহস্র মহাশত্ৰু (১০০০ Billions) দেবসেনা, তোমরা
সপরিবারে বুদ্ধশাসন রক্ষা কর। জিরত্বের জয় কর। শাসনধর
অর্থাৎ আচার্য্যদিগের আয়ু বৃদ্ধি কর, সজ্জন সকলকে পালন
কর। প্রাণীদিগের সুখবর্দ্ধন জন্ত কর্ম কর এবং নিশ্চিত আমার

ধর্ম-সিদ্ধির জন্ত আমার অন্তঃ, বহিঃ ও মধ্য—এই তিনের দোষ এবং গ্রহ, রোগ ও বিষ—
এই সমস্ত শাস্তি কর। আমার মনে যে চিন্তা উপস্থিত হয়, তাহা যেন ধর্মের পরিণত হয়।
শাস্তি (রোগশাস্তি), বৃত্ত (আয়ুঃ বৃদ্ধি), ঈশ ও ঋত্বাশ্রয় চারি কর্ম আমার মনোমত সিদ্ধ
কর; হে মহাকালসমূহ, শ্রবণ কর—হে মহাকালদিগের ভূত্যগণ, শ্রবণ কর। আদিকালে
মহাত্মী (বুদ্ধের) নিকট শাসন পালন জন্ত তোমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, ঐ প্রতিজ্ঞা আমি
এক্ষণে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমি বিদ্যাধর, অর্থাৎ তত্ত্বধর, সিদ্ধিক; আমি
বেগী, প্রতিজ্ঞা-রক্ষাকারী ও প্রতিজ্ঞাস্থিত। আমি দেবতাদিগের প্রিয়। হে মহাকাল, তুমিও
প্রতিজ্ঞাধর, ধর্মপাল, তুমি মহাতেজাঃ, ঋদ্ধিধারক, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি
এস, তুমি এস। হে জ্ঞাননাথ, এখানে এস। হে জ্ঞানমহামাতৃ (অর্থাৎ কালী) এখানে এস,
ইত্যাদি। হে ধর্মপালগণ, বুদ্ধের বাক্যকে সম্মান করে না, এমন কেহ নাই, ইহাকে গভীরভাবে
বিচার করে না, এমন কেহ নাই..... হে মহাকাল, তুমি ধর্ম-ধাতুগৃহ হইতে ভগবান্
মহাত্মী হেরুক হইতে সৃষ্টি ও নির্মাণ আশ্রয় করিবার জন্ত আসিয়াছ। তুমি সর্ব-ধর্মপালগণের
রাজা। ধর্মপালেরা তোমার দূত। দ্রষ্ট লোক তোমার ভৃত্য। আমি প্রীতির সহিত তোমাকে
আহ্বান করিতেছি। তুমি প্রতিজ্ঞাধর। প্রাণ বাইলেও আমি স্নেহময়ী হইতে সমুদ্রের
তলদেশ পর্য্যন্ত সর্বস্থানেই তোমার সেবা করি। তোমারও প্রাণ বাইলেও আমার জন্ত কর্ম করা
উচিত। আমার ধর্মের অর্থাৎ তাত্ত্বিক ধর্মের যে অনিষ্ট করে, আমার আপন ভ্রাতাকেও নাশ
কর।” ইত্যাদি ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত মন্ত্র হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মহাকাল ধর্মপালদিগের নেতা ও সর্বপ্রের্ত।
ইহার কার্য্য বৌদ্ধ-শাসন ও তৎস্থিত সজ্জ প্রভৃতি রক্ষা করা। ইনি বৌদ্ধাচার্য্য বা শাসনধর-
দিগের আয়ুঃ বৃদ্ধি সম্পাদন করেন, তাঁহাদের রক্ষা করেন। ইনি
মহাতেজাঃ ও ঋদ্ধিকর। ইনি দ্রষ্টলোকের দমনকর্তা ও তাত্ত্বিক
বৌদ্ধধর্মের অনিষ্টকারীর নাশকর্তা। ইত্যাদি।

ধর্মপালেরা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীবিভাগ লইয়া একটু গোলযোগ আছে।
ফরাসী পণ্ডিত ডাঃ ডেনিকার (Dr. Deniker) যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহা ভ্রাম্যক।

তিনি ষম ও কুবেরকে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্মপাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বাহনবিশেষের উপর এ বিভাগ স্থাপিত। প্রকৃতপক্ষে এ দুইজন একই শ্রেণীর ধর্মপাল। ইহারা উভয়েই লোকপালবিশেষ। অতিমহাবান বা বজ্রবান-শাখার বৌদ্ধেরা ধর্মপালের নিম্নবর্ণিত শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন,—



গুরুনাথের আর এক 'নাম চিত্তামণি। আমাদের আলোচ্য মহাকাল কুকনাথ-
শ্রেণীর নাথদিগের অন্যতম। এক্ষণে নাথ কি, তাহা বুঝা
যাউক।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার ইঙ্গ-তিব্বতীয় অভিধানে নাথের অর্থ Protector বা
পালক করিয়াছেন। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ গোনপো (Mgon-po). Dr. Eitel's
Handbook of Chinese Buddhism বা Sanskrit-
Chinese কোষগ্রন্থে “নাথ” শব্দের উল্লেখ দেখি নাই।
The Gods of Northern Buddhism গ্রন্থেও এ শব্দের প্রয়োগ নাই। বিশ্বয়ের
বিষয়, Dr. Schlagintweit তাঁহার Buddhism in Tibet গ্রন্থে নাথদিগের কথা কিছুই
বলেন নাই, বা নাথ বা Mgon-po শব্দটিও ব্যবহার করেন নাই। সর্বাপেক্ষা বিশ্বয়ের বিষয়,
পণ্ডিত ফুগে তাঁহার Iconographie Bouddhique de l' Inde গ্রন্থের কোন খণ্ডেই নাথ
শব্দের উল্লেখ করেন নাই; ব্যবহার দেখি, শুদ্ধ Col. Waddell র Lamaism গ্রন্থে। ইনি
ইহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন Lord-demon; এ প্রতিশব্দ যে অশুভ, তাহা বলাই বাহুল্য।
ডাঃ আইটেল বরং মহাকালকে Great Spirit King অর্থে অনুবাদ করিয়া ধাত্ত্ব্য অনেকটা
রক্ষা করিয়াছেন।

নাথেরা অসংখ্য; ইহাদেরও শ্রেণী আছে। পূর্বে যে শ্রীমহাকালজ্ঞান-সর্বভূতনকর্ষনামক
তিব্বতীয় সাধনা-পুস্তকের কথা বলিয়াছি, তাহাতে ৭৫ জন শুদ্ধ শ্রেণীর শ্রীনাথের আবাহন করা
হইয়াছে। ইহাতে মহাকালকে জ্ঞাননাথ বলা হইয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি।

ডাঃ ওয়াডেল তাঁহার পূর্বোক্ত Lamaism গ্রন্থে নাথদিগের কথা বলিতে গিয়া পাদটীকার
সংক্ষেপে ইহার সহিত বর্ষনদিগের নাটের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইঙ্গিতে আভাস দিয়াছেন।
Encyclopædia of Ethics & Religion গ্রন্থের সম্পাদক
মহাশয় সন্দেহ করেন যে, বোধ হয়, নাথ শব্দ ও নাট শব্দের মধ্যে

ধাতুগত কোন সম্বন্ধ নাই। নাট শব্দটি সংস্কৃত নাথ শব্দ হইতে উদ্ভূত কি না, তাহাভাবিৎ বলিতে পারেন। আমি ভাবিৎ নহি, অতএব আমার এ অনধিকার-চর্চায় প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাবগত সম্বন্ধ না থাকিলেও ভাবগত সম্বন্ধ যে বিশেষভাবে বর্তমান, তাহা বাঁহারা এ বিষয়ে সামান্য চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারাও অবগত আছেন। বর্ষনৃদিগের মধ্যে কি দরিদ্র, কি ধনী, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি বোদ্ধ যতি, কি বোদ্ধ গৃহী, কি 'অসভ্য আদিমজাতি, কি আলোকপ্রাপ্ত ঈশোপাসক—সকলেই আপনাদের শাস্তির জন্ত নাটের পূজা করিয়া থাকেন। ইহারা অতি-প্রাকৃতিক বা অলৌকিক জীববিশেষ। নাট বোদ্ধদিগের রক্ষয়িতা বলিয়া, বোদ্ধ-বিহারের পার্শ্বে নাটসিন্ (Natsin) বা নাটকুন (Natkun) নামে তাঁহার মন্দির অবস্থিত। গ্রামান্তে গালক ও রক্ষয়িতা হিসাবে নাটদিগের মন্দির বর্তমান।

নাটধর্মটি বিশেষ জটিল। ইহার সহিত গ্রহশাস্তি, ভূতপূজা প্রভৃতি বিশেষভাবে জড়িত। Encyclopoedia of Ethics & Religion এর সম্পাদক মহাশয় নাট পূজাকে Animism বলিয়া এক কথায় বুঝাইয়াছেন। Animism শব্দটির যে কি অর্থ, তাহা আমি ত ভাল করিয়া বুঝি না এবং ইহার ভিত্তিও আমার নিকট তত স্পষ্ট বলিয়া নাটপূজা ও Animism বোধ হয় না। দার্শনিকচূড়ামণি হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার Sociology পুস্তকে ইহার ভিত্তিকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া সারবান্ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহার Gifford Lecturesর Physical Religion নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ বক্তৃতায় এই Animism রূপ Volkerspsychologie বা ethnological mythology কে একেবারে অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মূলতঃ বলিতে গেলে নাটেরা এখনও যে ভাবে পূজিত হয়েন, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটি ভাব বর্তমান,—জীবের রক্ষয়িতা, গতায়ুদিগের প্রেত বা আত্মা এবং বোদ্ধদিগের অতিপ্রাকৃত প্রেতাচ্ছা বা ভূত।

চীনদেশে মহাকাল বা গোনপোর অমুরূপ কোন দেবতার পূজা হয় কি না, ঠিক জানি না। তবে মিষ্টার জনস্টন (Mr. R.F. Johnston) তাঁহার Buddhist China গ্রন্থে যে তুতির (T'uti) উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যেন অনেকটা মহাকালের অমুরূপ। তিব্বতীয় মহাকাল বা গোনপো এবং চীনদেশীয় তুতি (T'uti) চীনের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক শাসনক্ষেত্র, প্রত্যেক মন্দিরে এক একজন গৃহদেবতা আছেন। তাঁহারা রক্ষয়িতা হিসাবে পূজিত হয়েন। ইহাদের কোন বিশেষ নাম নাই, এবং যে দেবতার ইঁহারা অভিব্যক্তি বলিয়া কথিত, তাঁহার নাম Han Yü.

মহাকাল যে নাথদিগের অগ্রতম, তাহা "নাথসময়-স্তোত্র" পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। এ পুস্তিকাখানি তেজুরের তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডের অন্তর্গত ও গুরুরাহুল-বিরচিত। এ পুস্তকে মহাকালের যে বর্ণনা আছে, তাহা অদ্যকার আলোচ্য মূর্তিতে প্রয়োজ্য। ইহা হইতে, ভাবগত অনুবাদ দিয়া মহাকালের স্বরূপ নির্ধারণ করা যাইক।

“কালায়ির মধ্যে মহাকাল অবস্থিত। ইহার প্রকৃতি অপরিবর্তনীয়। এই কারণ ইহার বর্ণ কৃষ্ণনীল। ইহার জ্ঞানবুদ্ধি প্রদর্শন করিবার জন্য ইনি উর্দ্ধকেশ ও ইহার কেশ জালাময়। ইনি ধাতু বা স্বর্গে বাস করেন বলিয়া ইহার মস্তকে অক্ষোভা মূদ্রা অর্থাৎ পঞ্চশীর্ষ মুকুট রহিয়াছে। ডাকিনীদের আপন অধীনে রাখিবার জন্ত কপালে সিদ্ধ রহিয়াছে। মহাকালের প্রকৃতি পঞ্চবুদ্ধাঙ্গিকা বলিয়া (বুদ্ধ অক্ষোভা, বুদ্ধ বজ্রসম্ব, বুদ্ধ রত্নসম্ব, বুদ্ধ অমিতাভ, বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি) মস্তকে পঞ্চকপাল রহিয়াছে। ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া ত্রিনেত্র। হর্জুনকে দমন করেন বলিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া আছেন; ছয়টি প্রজাপারমিতা সিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া ছয়টি হস্ত বিদ্যমান; নাগ-“নাথসমরভোজ” পুস্তক হইতে দিগকে আপন অধীনে রাখিয়াছেন বলিয়া সর্পাবৃত। সর্বক্লেশের মূল মহাকাল যে নাথবিশেষ। কর্তন করেন বলিয়া প্রথম দক্ষিণ হস্তে কর্তরী বিদ্যমান। সর্বপ্রাণিকে তাহার প্রমাণ কখনও বিশ্বস্ত করেন না ও তাহাদের স্বর্গে লইয়া যান বলিয়া দক্ষিণ

মধ্যম হস্তে তেজস্বর কপালের মালা রহিয়াছে। সর্বধর্মশূন্য বলিতেছেন বলিয়া দক্ষিণ তৃতীয় হস্তে প্রজ্ঞা ডমরু বর্তমান। বিজ্ঞান মূল হইতে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রথম বাম হস্তে রক্তপূর্ণ কপাল হৃদয়ের নিকট ধরিয়া আছেন। তিন বিষ বা ক্লেশ মূল হইতে কর্তন করেন বলিয়া মধ্যম বাম হস্তে ত্রিশূল বিদ্যমান। তিন লোকের হর্জুনদিগকে বাধিবার জন্ত তৃতীয় বাম হস্তে কালপাশ ধরিয়া আছেন। সর্বজীবের ভয় দূর করিয়া অভয় দিবার জন্ত ব্যাগচর্ম পরিধান করিয়া আছেন। ক্লেশ শুদ্ধ করিবার জন্ত সূর্য্যতেজ আপন শরীর হইতে বিকীরণ করিতেছেন। মহাকাল নির্দোষ, এই জন্ত পদ্মাসনে উপবিষ্ট। হর্জুন লোককে নাশ করিবার জন্ত গণেশ পদভলে অবস্থিত। সর্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্ত চন্দ্রমণ্ডলে আদীন। ত্রিমহাকাল, ভোমাকে নমস্কার। পূর্বকালে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। মাংস ও রক্তের বলি আহার কর। যোগী অর্থাৎ সাধক স্বয়ং ভোমাকে যে কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ কর”।

এই তোত্রটির রচয়িতা যে গুরু রাহুল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। ইহার সম্বন্ধে আমি চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। আমি যে লামার নিকট বজ্রযান সম্বন্ধে জানিবার সুবিধা পাইয়াছি, তিনি বলেন যে, রাহুল ৮৪ জন বৌদ্ধাচার্যের অন্তর্গত এবং নাগার্জুন ইহাদের

নাথসমরভোজ গ্রন্থের রচয়িতা
গুরু রাহুল

অন্ততম। কিন্তু শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তৎকর্তৃক সম্পাদিত ও

Sampa Khan-po বিরচিত Pag Sam Jon zang গ্রন্থের

প্রথম খণ্ডে বলিয়াছেন যে, এই ৮৪ জন আচার্য ধর্মকীর্তির পরে ও

রাফা চনকের (Tsanak) পূর্বে অবস্থিত হন। মহামহোপাধ্যায় ৮ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার History of the Mediaeval School of Indian Logic গ্রন্থে নির্দেশ করিয়াছেন যে, দিগ্‌নাগ-বিরচিত প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থের ভাষ্যকার ও প্রমাণবার্তিককারিকা ও প্রমাণবার্তিকবৃ্ত্তি-রচয়িতা ধর্মকীর্তি কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন, এবং সপ্তম খ্রীঃ অব্দে বর্তমান ছিলেন। এই মতানুসারে নাগার্জুন আচার্য হইতে পারেন না। কেন না, ইনি

বহু পূর্বে তৃতীয় শতকে জীবিত ছিলেন। যাহা হউক, মার্গার্জুন আচার্য্য হউন আর নাই হউন, আমরা ইহা বুঝিলাম যে, গুরু রাহুল সপ্তম শতকের পরে গ্রাহভূত হন। এ স্মৃত অবশ্য Pag Sam Jon Zangর ভিত্তির উপর স্থাপিত। এ যুক্তির দ্বারা মহাকাল পূজা দশম শতকের পূর্বে প্রচলিত ছিল, প্রমাণ করিতে পারা যায়।

ডাঃ ওয়াডেল তাঁহার Lamaism গ্রন্থে রাহুল ও রাহুলভদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি রাহুল ও রাহুলভদ্র ইহাকে ভারতবর্ষ হইতে আগত বোড়শ বৌদ্ধ স্থবিরের অন্ততম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এ মতটি ভায়ানাথ হইতে গৃহীত।

Dr. Eitel ও তাঁহার Handbook of Chinese Buddhism নামক কোষগ্রন্থে রাহুল

ও রাহুলভদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাহুল ও রাহুলভদ্র

গুরু রাহুল ও মহাকালে
সম্বন্ধ

একই ব্যক্তি, এবং গোঁতম বুদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য এবং দীক্ষার্থীর গুরুরূপে পূজিত হন। লামা-পদে দীক্ষা লইবার পূর্বে

শিক্ষার্থীর উপর মহাকালের ভর হয়। সে কথা ক্রমশঃ বলিব। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে, রাহুল ও মহাকালে বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইনি যেন মহাকাল পূজার গুরুস্বরূপ।

তিব্বতের ভিন্ন ভিন্ন মঠে বিভিন্ন প্রকারের মহাকাল পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের অনেকগুলি শ্রেণী আছে, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের প্রত্যেকের তিব্বতীয় ও সংস্কৃত নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

১। মহাকাল গণপতি (পাল্ গোন্-ল্যাগ্-দেন্-ছোক্-কি-দাক্পো—Dplmgon—

lags-ldn—tshogs—ky—Bdgpö) পাল্গোন্=ত্রীনাথ,

মহাকাল গণপতি

ল্যাগ্-দেন=ত্রী, ছোক্=গণ, কি=র [of], দাক্পো=পতি।

পরিচয় :—একমুখ। নীল-কৃষ্ণবর্ণ, দুই হাত, রাক্ষসের মত আকৃতি। তিন চক্ষু, মুখ ব্যাধান করিয়া দস্ত দেখাটতেছেন। মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতেছে। জিহ্বা মুখ-বিবরে গোল করিয়া রাখিয়াছেন। উর্দ্ধ ও পিঙ্গল কেশ; দক্ষিণ হস্তে কর্তরী; কপালযুক্ত বাম হস্ত হৃদয়োগরি জপমন্ত্রায় রঞ্জিত। দক্ষিণ প্রকাষ্ঠে চন্দন কাষ্ঠের দণ্ড; কৃষ্ণবর্ণ কোষের বস্ত্র পরিহিত। মস্তকে নরকপালযুক্ত মুকুট। ৫০টি নরকপাল-হার পরিহিত। পদদেশ ও হস্ত সর্পভূষণে অলঙ্কৃত। মনুষ্যচর্য্য সমুদ্রদেশে পরিহিত, তন্মিমে ব্যাগ্রচর্য্য; পৃষ্ঠে হস্তিচর্য্য; পদে উপানৎ।

এই প্রকার মহাকালমূর্ত্তি লামা হইতে অশ্বপূর্থে চারি দিনের পথে অবস্থিত মিণ্ডোলিং গ্রামস্থ মঠে পূজিত হন, শুনিয়াছি।

২। চতুর্ভূজ মহাকাল—গোন্পো—ছক্—শিগা—Mgonpo—phyag—bzhi—pa]

গোন্পো=মহাকাল

ছক্=হস্ত

শি=চারি

পরিচয় :—ষনকৃষ্ণবর্ণ; এক মুখ, চারি হাত; অতিশয় প্রকাণ্ড উদর; মুখব্যাধান করিয়া দস্ত

বাহির করিয়া আছেন ; রক্তবর্ণ জিনয়ন । দক্ষিণ হস্তে—মহুয়া-হৃদয় সহ কর্তরী, খড়্গা । বাম হস্তে—কপাল, ত্রিশূল ।

ইহার মস্তকে ৫টি গুচ্ছ কপালের মালা, বক্ষে ৫০টি নরমুণ্ডপ্রাধিত হার দোহলামান ; নানাবর্ণ চিত্রিত কোষের বস্ত্রপরিহিত । আর আর সমস্ত ভূষণ প্রথম-
চতুর্থ মহাকাল
সংখ্যক মূর্তিটির ভ্রায় । ইনি স্বীয় শক্তির সহিত মহারাজলীলত্ৰী
আসনে উপবিষ্ট ।

৩। মহাকালপগুচ্ছ—(পগুচ্ছ=নপুংসক)—(মনিং নাক্পো—Manin-nagpo) মনিং=নপুংসক, নাক্পো=কৃষ্ণবর্ণ । পরিচয় :—কৃষ্ণবর্ণ, একমুখ, দুই হাত, দক্ষিণ হস্তে ধ্বজা, বাম হস্তে পাশ সহিত মহুয়া-হৃদয় ; জিনয়ন ; কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও সর্পনির্মিত মস্তকে ৫টি গুচ্ছ কপালের মালা ; গলে মহুয়া-হৃদয়ের মালা (আমাদের আলোচ্য মূর্তিতে হৃদয়াকৃতি মুণ্ডমালা আছে) ; কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত ; কটিবন্ধে চন্দন কার্ঠের দণ্ড রক্ষিত ।

৪। মহাকাল ব্রাহ্মণরূপ (গোন্পো-ঠামস্ক—Mgonpo-Bramgzugs, ঠাম=ব্রাহ্মণ, স্ক=রূপ) । পরিচয় :—একমুখ, খেত শাশ্রুযুক্ত ; দক্ষিণ হস্তে মহুয়াস্থিনির্মিত শিখা, বাম হস্তে রক্তপূর্ণ নরকপাল । কথিত আছে যে, চীনসম্রাট্ কুবলাই খাঁ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন দীক্ষিত হইবার জন্য লামা পাগো-পাকে তিব্বত হইতে চীনদেশে লইয়া গিয়া বিচার আরম্ভ করেন, তখন পাগো-পা চীনসম্রাট্কে তর্কে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিতেছিলেন না, নিজেই প্রায় পরাস্ত হইয়াছিলেন । সেই দিন রাত্রে মহাকাল খেতশাশ্রু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে লামার নিকট আবির্ভূত হইয়া হেবজ্জ তন্ত্রোক্ত সূত্রটা তাঁহাকে শিখাইয়া দেন । সূত্রটির সাহায্যে চীনসম্রাটের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন ও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন । এ প্রবাদে মূলে বাহাই থাকুক না, ডাঃ ওয়াডেল বলেন যে, সম্রাট্ কুবলাই খাঁর সময় হইতে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতক হইতে লামাদিগের বিশেষ প্রাধান্য আরম্ভ হয়, এবং তিব্বতে লামা-শাসনতন্ত্র-পদ্ধতিরও আরম্ভ হয় ।

“মহাকাল ব্রাহ্মণরূপ” বা গোন্পো ঠামস্ক সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি । ইহার আসন একটু বিচিত্র । ইনি সচরাচর মহারাজলীলত্ৰী আসনে সমাসীন । সাধারণতঃ এ আসন দৃষ্ট হয় না । মঞ্জুত্ৰীও এই আসনে দৃষ্ট হন, তাহা মঞ্জুত্ৰী প্রবন্ধে দেখাইয়াছি ।

৫। কর্তরীধর জ্ঞাননাথ মহাকাল (ইসে-গোন্পো-ঠিখুকচেন—Yeshes-Mgonpo-grigug chan)

ইসে=জ্ঞান ; গোন্পো=নাথ ; ঠিখুক=কর্তরী ; চেন=যুক্ত । মহাকালের এই রূপটির বর্ণনা আমি তেঞ্জুরের তাত্ত্বিক অংশের ৮৩ খণ্ডে পাইয়াছি ;
কর্তরীনাথ জ্ঞাননাথ মহাকাল
পত্রাক ১৬ এ লাইন ১ হইতে পত্রাক ১৭ এ লাইন ৩ । এ পত্রাক আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ পুস্তকালয়ের রক্ষিত এবং প্যারি হইতে প্রকাশিত Cordier

সম্পাদিত Index Du Bstan-Hgyur, Troisieme Partie Tibetain 180-332) হইতে গ্রহণ করিয়াছি। পরিচয় :—ইনি পদ্ম ও স্বর্ঘ্যের আসনস্থিত মহাশ্য-মূর্তির উপর দণ্ডায়মান। ইহার এক মুখ ও দুই হাত। দক্ষিণ হস্তে কর্তরী, বামহস্তে রক্তবর্ণ কপাল। এক দন্ত, ত্রিভুজ, রক্তবর্ণ জালাময় কেশ; মস্তকে পঞ্চকপালযুক্ত হার; গলদেশে ৫০টি নরমুণ্ডমালা; ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত। ইনি বাম পদের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছেন, দক্ষিণ পদ উত্তীর্ণ ও অল্পপ্রস্থ ভাবে স্থাপিত। তিব্বতীয় ভাষায় এ মূর্ত্তার পরিভাষিক নাম খরতব্ (Garstabs) এবং সচরাচর চলিত নাম একুম্ ইয়ন্ ক্যাং (Gyas-Bskum-Gyon-Brkyng)।

এ (Gyas)=দক্ষিণ; কুম্ (Bskum) উত্তীর্ণ; (ইয়ন্) Gyon=বাম; ক্যাং (Brkyng) দণ্ডায়মান। তিব্বতীয় খরতব্-মূর্ত্তার সংস্কৃত প্রতিশব্দ ‘তাণ্ডব’; কিন্তু আমরা তাণ্ডব বলিলে বাহা বুঝি, এ মূর্ত্তা ঠিক সে ভাবের জ্ঞাপক নহে। তাণ্ডবের মধ্যে যে সঙ্গীত ও অঙ্গাদি পরিচালনের ভাব বিদ্যমান, ইহাতে তাহা নাই। এ মূর্ত্তা দণ্ডায়মানভাবজ্ঞাপক। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা প্রশিধানযোগ্য। তাণ্ডব মূর্ত্তার সচরাচর দক্ষিণ পদ ভূমির উপর অবস্থিত থাকে, এবং বাম পদ অল্পপ্রস্থভাবে রক্ষিত। তিব্বতীয় মূর্ত্তার বাম পদটি ভূমিতলে রক্ষিত এবং দক্ষিণ পদ উত্তীর্ণ।

এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, তাণ্ডব সম্বন্ধীয় মন্তব্যটি শিব-তাণ্ডবে প্রযোজ্য। কৃষ্ণ-তাণ্ডবে সাধারণতঃ তিব্বতীয় মূর্ত্তার জায় বাম পদটি ভূমিতে রক্ষিত থাকে।

৬। নাথকদ্রাস্তক—(Mgonpo-Tragshad—গোন্পো ট্রাক্সাদ্)

তেজস্বরের তাত্ত্বিক অংশের ৮৩ খণ্ডে একটি অধ্যায় পাইয়াছি, ইহার নাম “নাথকদ্রাস্তক সংক্ষিপ্তাভিষেকপ্রক্রিয়া”; কিন্তু ইহাতে মহাকাণের এ মূর্ত্তির কোন বর্ণনা দেওয়া নাই।

৭। বক্ষ মহাকাল (নোং তিন-নাক্পো-ছেনপো Gnod-Sbyin-Nagpo)

নোং জিন=বক্ষ; নাক্পো=কাল।

বক্ষ মহাকাল

ছেনপো=মহা।

৫১এ পৃষ্ঠা ৩ পঙক্তি হইতে ৫৩ বি পৃষ্ঠা ৭ পঙক্তি তেজস্বর তাত্ত্বিক অংশের ৮৩ খণ্ডে এই মহাকালের সাধনা দেওয়া হইয়াছে। ইহার নাম “বক্ষমহাকালসাধনা”। আমরা “বক্ষমহাকাল কথ্যনাম”ও বলিয়া থাকেন।

পরিচয় :—ইহার তিন মুখ, ছয় হাত, তিনটি পদ। দক্ষিণ, মধ্য ও বাম মুখ বধাক্রমে ব্যাঘ্র, রুদ্র ও সিংহের জায়। দক্ষিণ পদ অল্পপ্রস্থভাবে উত্তীর্ণ, বাম পদ লম্বমান, আর একপদ কিলের জায়। হস্তে প্রহরণগুলি নিম্নলিখিতক্রমে রহিয়াছে :—

দক্ষিণ হস্ত :—(১) বজ্র।

(২) ত্রিশূল।

(৩) কিল।

বামহস্ত :— (১) ঘণ্টা।

(২) অঙ্কুশ।

(৩) মূখের নিকট অনীত রক্তপূর্ণ কপাল।

অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় যে, Schlagintweit, Waddell, Deniker প্রভৃতি কেহই ছই একটির অধিক মহাকালবিশেষের কথা বলেন নাই, এই জন্তই আমি সাতটি মহাকালের বর্ণনা দিলাম। ডাঃ নাগিনচোয়েট কেবল মাত্র একটি মহাকালবিশেষের অর্থাৎ পূর্বোক্ত মহাকালগুলির মধ্যে সপ্তমটির (Nagpo-chanpo) অর্থাৎ বক্ষমহাকাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। তিনি

মহাকালের তর

লামাসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর উপর মহাকাল

Nagpo-chanpoর তর বা আবশ্যের একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন।

সেই ভরের সহিত চোর ধরিবার কিংবা ভূত ছাড়াইবার জন্ত “বাণচালা”ও প্রচলিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের বাণচালার জিন্সাও অনেকটা এইরূপ। সকল দেশেই বাণচালা অল্প-বিস্তর বিদ্যমান।

কিন্তু এইখানে আমার মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, সেটি বলিতেছি। আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত শাস্তিসাধক ঝাড়াপড়া, কিরাণি, দমন প্রভৃতি মন্ত্রের মধ্যে “ধর্মের আঙ্গা” বচনটি পাওয়া যায়। এ ধর্ম কে? বঙ্গদেশে যে এককালে বৌদ্ধ প্রভাবাপন্ন ছিল, সে বিষয় এখন সন্দেহের অতীত। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়, ত্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ত্রীযুক্ত নরীণোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে অনেক প্রমাণ বাহির করিয়াছেন; কিন্তু এখনও বিশেষ আলোচনা কিছুই হয় নাই, স্বীকার করিতে হইবে। এই ঝাড়াপড়ার মন্ত্রগুলির ও ধর্মপূজা-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির বিশেষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমি যে ছই একটি অবত্ববিন্যস্ত রত্নের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার সংবাদ দিব।

বলিতেছিলাম—“ঝাড়াপড়ার” ধর্ম কে? ছই একটি মন্ত্রের উল্লেখ বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক

হইবে না। বৌদ্ধ মহাকালের তর বা আবশ্য দ্বারা যেমন বাণ

“ঝাড়াপড়ার” ধর্ম

চালাইয়া তিব্বতে চোর ধরা হয়, তেমনি বঙ্গদেশে ধর্মের আঙ্গার কুর

চালার সহিত চোর ধরিবার নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ-রীতি প্রচলিত আছে,—

ভুঞ্জর পিঞ্জর লোহার শিকল।

কুরে চোরা জানোম পাগল ॥

চোরা চোরা ভাঙ্গিয়া আন।

চোরের মাথা মুড়াইয়া আন ॥

অমুকের বস্ত্র যে কইরাছে চুরি।

ধর্মের আঙ্গার তাহারে ধরি ॥

গলদেশে কাঁটা বিদ্ধ হইলে তাহার মস্ত ; —

গজা যমুনা ত্রিবেণী স্রবণে।

ধর্মের আঙ্গার গলার কাঁটা নামে ॥

অমরক রোগের জলপড়া :—

সাগরের কূলে উপজিল শূল ।

আরে পিও পিও পানী ॥

অমুরের যুচিলাম রক্তশূল ছাড়ানী ।

ধর্মের আচ্ছা ॥

কিক্ বেদনা ঝাড়ন :—

ওপার থেকে আলুছে বুড়ী ।

কাঁধে তার শরের বুড়ি ।

কোন্ কোন্ শর ?

ওশর, কুশর কুর্গেটে শর ।

অমুরের অঙ্গে যে বেদনা আছে,

লেউটে তার বৃকে পড় ।

কার আক্ষে ?

বড় বাপ ধর্মের আঙ্গে ।

শীঘ্রি ছাড়, শীঘ্রি ছাড় ॥

এ বড় বাপ ধর্মটি কে ? ইনি কি ত্রিরত্নের ধর্ম, না বৌদ্ধ ধর্মপালদিগের নেতা ও পিতৃস্বরূপ মহাকাল ? সমস্ত বিপৎ আপৎ শাস্তি করিবার জন্ত বজ্রযানপন্থীরা মহাকাল পূজা করিয়া থাকেন ।

ত্রিরত্নের ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মপাল

ইনি ইহাদের গৃহদেবতাস্বরূপ । পূর্বে দেখাইয়াছি, মহাকালের ভর

বা আবেশ দ্বারা এবং চালা ফেরা প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা চোর ধরা ও

আপৎ বিপৎ প্রভৃতি দূর করা হয় । মহাকাল স্বয়ং ধর্মপালবিশেষ এবং ধর্মপালদিগের

পিতৃমাতৃস্বরূপ । দোষেষ্ঠাক্ মঠে প্রাপ্ত বজ্রযানপন্থীদের “শ্রীমহাকালজ্ঞানসর্বদুষ্টনকর্ম” নামক

যে পুথিখানির কথা বলিয়াছি, তাহাতে মহাকালকে ধর্মপালদের পিতা বলিয়া সম্বোধন করা

হইয়াছে । এই জন্ত আমার মনে হয় যে, তুচ্ছাক্, ঝাড়পড়া প্রভৃতির ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মপাল

মণ্ডালেরই রূপান্তরমাত্র, ইহা ত্রিরত্নাস্তর্গত ধর্ম নহে । ধর্মপাল মহাকালও সামান্ত নহেন ।

তেজুরাস্তর্গত “নাথসময়স্তোত্র” সাধনায় মহাকালকে বুদ্ধস্বভাব, ত্রিকালজ্ঞ, সর্বক্লেশনাশক,

প্রজাপারমিতাদিক, ও শূন্যবাদপ্রচারক প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে । স্তোত্রায়

ইহাকে ত্রিরত্নের বুদ্ধ করিবার প্রয়োজনও নাই ।

ধর্মপাল তথা মহাকালপূজা যে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী পূজার সহিত বিশেষভাবে

ধর্মপূজাবিধান গ্রন্থ, ধর্মপাল-
পূজা এবং কোলাবলী তন্ত্র

সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহা ধর্মপূজাবিধান গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বেশ বুঝা

যায় । এ পুথিখানি যে বিশেষ আধুনিক ও অনেকগুলি তন্ত্র হইতে

সঙ্কলন করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বেশ

বুঝা যায় । জ্ঞানানন্দ পরমহংস-বিরচিত কোলাবলী তন্ত্র হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে

দেখি। ইহার মধ্যে একটি শ্লোক ধর্মপাল সম্বন্ধে। ইহা ধর্মপূজাস্তম্ভত ছাগবলির সময় উচ্চারিত হয়।

আশীবিষম ঋতুগতীক্কারো দুঃসদঃ।

ত্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোহস্ত তে।

এটি ধর্মপূজাবিধানের ঋতুগতীক্কারো মন্ত্র এবং কোলাবলী তন্ত্রের চতুর্দশ উল্লাসে লুপ্ত হয়।
ধর্মমঙ্গল পুথিতে আছে,—

ওঁ অস (শি) বিশনঃ (?) ঋতুগতীক্কারো দুঃসদঃ।

বৌদ্ধ মহাকাল যে বঙ্গদেশে বিশেষভাবে পূজিত হইতেন, তাহা ধর্মপূজাবিধানের আর একটি শ্লোক হইতে বেশ সপ্রমাণ হয়, এবং এ প্রমাণটির সহিত তিব্বতীয় পরিভাষার বেশ সংশ্লিষ্ট আছে, বুঝা যায়।

ধর্মপূজাবিধানে পণ্ডাসুরপূজার বিধান আছে,—ইহার পূজা করিলে ইক্ষুবৃক্ষ হইতে অধিক ইক্ষুরস বহির্গত হয় ও অধিক গুড় প্রস্তুত হয়।

ওঁ পণ্ডাসুর চহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।

পাহি মামিক্ষুবৃক্ষৈঃ স্বং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥

ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ।

ওঁ পণ্ডাসুর নমস্ত্যামিক্ষুবৃক্কাটিনিবাসিনে।

যজমানমিতার্থায় গুড়বুদ্ধিপ্রদায়িনে॥

ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ॥

মন্ত্রে পণ্ডাসুর ইক্ষুর বাটী বা ইক্ষুর গোলায় বাস করেন বলিয়া কথিত, অর্থাৎ ইনি একজন গৃহস্থ কৃষকের দেবতা। মহাকালও গৃহী, কৃষক, যতি—সকলেরই সুখবুদ্ধি ও আপৎ শান্তির জন্য গৃহীত হন। এক্ষণে দেখা যাউক, পণ্ডাসুর কি? অমরসিংহ পণ্ড শব্দের অর্থ করিয়াছেন, নপুংসক।

পণ্ডক বা পণ্ডগ, এই দুই শব্দেরও অর্থ নপুংসক। আমি যে সাতটি মহাকাল-ভেদের পরিচয়

পূর্বে দিয়াছি, তাহাদের তৃতীয়টির নাম মহাকালপণ্ডক। ইহার

ধর্মপূজাবিধানোক্ত পণ্ডাসুর ও

তিব্বতীয় মনিং নাক্পো

তিব্বতীয় নাম মনিং নাক্পো (Manin-nagpo)। মনিং শব্দের অর্থ

নপুংসক। ইহার কটবন্ধে চন্দনকাষ্ঠের দণ্ড রহিয়াছে। কাঠ বা

বংশদণ্ড যে কৃষক বা পণ্ডপালকের নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্য, ইহা বলিতে হইবে না। ইহা ভিন্ন ধর্মপূজাবিধানে মহাকাল পূজার বিধিও নির্দিষ্ট আছে। আর একটি কথাও এ প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। ধর্মপূজাবিধানের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থোক্ত ধর্ম শিব নহেন, হিন্দুর কোন দেবতা নহেন, সাফাৎ বুদ্ধদেব। অতীত তন্ত্রের সহিত মিলাইয়া পড়িলে এ কথাটিতে ততটা আস্থা স্থাপন করা যায় না। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়েরও নাকি এই মত। আমি অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে বলিতেছি যে, এ ধর্ম শিবও বটে, হিন্দুর দেবতাও বটে,

সাক্ষাৎ বুদ্ধদেবও বটে এবং এতদ্বিত্ত বৌদ্ধ মহাকালও বটে—এ সকলেরই অপূৰ্ণ সংমিশ্রণ। বহু স্থলে ধৰ্ম্মরাজকে বিয় বিনাশনের জন্ত আছুবান করা হইয়াছে। বিয়বিনাশ করা ধৰ্ম্মপাল মহাকালের বিশেষ কৰ্ম্ম। শুদ্ধ শূভতাবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ধৰ্ম্মরাজকে ত্রিপুরার বুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। তেজুরাস্তর্গত “নাথসময়স্তোত্র” হইতে দেখাইয়াছি যে, মহাকালও শূভধৰ্ম্মপ্রচারক ও প্রজ্ঞাপারমিতাসিদ্ধ। বাহা হউক, আমার এ মতটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। সামান্য আভাস দেওয়া গেল মাত্র।

ধৰ্ম্মপালবিধানোক্ত
ধৰ্ম্মের স্বরূপ

মন্দিরে মহাকালের
স্থান-নির্দেশ

এবার মন্দিরে মহাকালের স্থান নির্দেশ সম্বন্ধে কিছু বলিব। বৌদ্ধ মন্দিরে কিংবা বিহারে মহাকালের স্থান নির্দেশ লইয়া একটু সামান্য মতভেদ দৃষ্ট হয়। ডাঃ আইটেল তাঁহার Handbook of Chinese Buddhism গ্রন্থে মহাকাল শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইহাকে বিহার বা মঠের রক্ষয়িতা বলিয়াছেন এবং বিহারস্থ ভোজনশালায় ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। নেপালে অল্প ব্যবস্থা। এদেশে প্রায়শঃ বিহারের দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে মহাকালের স্থান। ইহার সহচর মহাবল; মহাবলের কথা বলিতেছি।

নেপাল রাজ্যের ভূতপূৰ্ব্ব রেসিডেন্ট হজসন্ সাহেব কর্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত অনেকগুলি পুথির মধ্যে ৮৫ খানি পুথির পরিচয়জ্ঞাপক Napalese Buddhist Literature

ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা ও
মহাকাল তন্ত্র

নামে যে পুস্তক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রণয়ন করেন, তাহার দুইখানি পুথির মধ্যে মহাকালের পরিচয় পাওয়া যায়। একখানির নাম ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা, আর একখানির নাম মহাকালতন্ত্র।

প্রাথমোক্তখানি মহাপণ্ডিত নিঃসঙ্গাচার্য্য শ্রীকুলদত্ত-বিরচিত ও দশকর্মান্বিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিত। ইহাতে বিহার নির্মাণ সম্বন্ধে যে বিধি-ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে বিহারের দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে মহাবল ও মহাকালের মূর্তি অঙ্কিত করিতে হইবে। দুই মূর্তিই দেখিতে একরূপ, কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে, মহাকালের গলদেশে নরংপালমালা লম্বমান। এই দুই মূর্তিই কৃষ্ণবর্ণ, একশীর্ষ, ত্রিনেত্র, নেত্রগুলি বৃত্তাকার ও রক্তবর্ণ; পিঙ্গলবর্ণ উর্দ্ধকেশ, দংষ্ট্রাভীষণ মুখ, ব্যাস্ত্রচর্ম্মাবৃত ও সর্পভূষণ। এ বর্ণনার সহিত কৃষ্ণানন্দ-বিরচিত তন্ত্রসারোক্ত মহাকালের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

আমরা পূর্বোক্ত ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা হইতে দেখিলাম যে, মহাবল মহাকালের সহচর। এ মহাবল কে? শব্দকল্পদ্রমে ত্রিকাংশেবাহুসারে মহাবল শব্দের বুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, আর এক অর্থে বায়ুকে নির্দেশ করা হইয়াছে। ষ্ঠমচন্দ্র মহাবল অর্থে বলবান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ও অল্প কোন অর্থ দেন নাই। বিখ্যাতোষে বুদ্ধ, পিতৃগণবিশেষ, বায়ু, বলীমান, ইন্দ্রবিশেষ, শিবাহুচর-ভেদ ও নাগভেদ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। এ মহাবল কখনই ইন্দ্র, নাগ বা শিবাহুচর নহেন, এ মহাবল যম ভিন্ন আর কেহ নহেন। অগ্নিপুত্রাতর্গত দিকপতিবাগ নামক যটপ্কাশতম

অধ্যায়ে আমি যমের যে বর্ণনা পাইয়াছি, তাহাতে যমকে মহাবল আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে—

“মহিবহু সমাগচ্ছ দণ্ডহস্ত মহাবল।” মহাবল বিশেষরূপে অগ্নি,
মহাবল শব্দের অর্থ সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ছই একটি দেবতার প্রযুক্ত হইলেও বোধ হয়, কেবল-

মাত্র যমের নামবিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। মহাবল অর্থে যম মনে করিবার আর একটি কারণ আছে।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography গ্রন্থের ২য় খণ্ডের
প্রথম অংশে ললিতোপাখ্যান হইতে মহাকালীর সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ মহাকালের যে বর্ণনা দিয়াছেন,

তাহাতে মহাকালের পার্শ্বে কাল ও মৃত্যুর অবস্থিতির উল্লেখ আছে।

নেপালে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মের
সংমিশ্রণ

নেপালে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের বিচিত্র সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয় বলিয়া

ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র হইতে ছইটি প্রমাণ দিলাম। তৃতীয় প্রমাণটি

মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে। আমি পূর্বে বলিয়াছি, মহাকাল ধর্মপালদিগের অন্ততম; যমও
একজন ধর্মপাল; এ হিসাবে যম ও মহাকালের সাহচর্য্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ধর্মকোষসংগ্রহ নামক একখানি আধুনিক পুথি অধেষণ করিতে করিতে মহাকালের বাসস্থান
নির্দেশক সামান্য উল্লেখ পাইয়াছি; পুস্তকখানি নেপাল দরবারের পণ্ডিত বজ্রাচার্য্য অমৃতানন্দ
কর্তৃক নেপালের রেসিডেন্ট হজসন্ সাহেবের অনুরোধে প্রায় একশত বৎসর পূর্বের লিখা;
স্বয়ম্ভূপুরাণ হইতে সকলন করিয়া পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে কথিত আছে, বুদ্ধশাসন
রক্ষার জন্ত মহাকালমূর্তি বিহারাদি বুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপিত হয়। মহাকাল স্থানের তোরণাকার দ্বারোপরি

নেপালের ধর্মকোষসংগ্রহ নামক
আধুনিক পুথিবর্ণিত মহাকাল-
সাধনা

বুদ্ধনামাদি অঙ্কিত হয় বা বুদ্ধমূর্তি চিত্রিত হয়। মূলটি এই :—

“অতো বুদ্ধশাসনরক্ষণার্থং সঃ মহাকালঃ বিহারাদিষু বুদ্ধক্ষেত্রেষু

স্থাপিতঃ স্থাপনীয়াশ্চ। ততোরণাকার দ্বারোপরি বুদ্ধস্ত নামাদি।”

মহাকালের সাধনা সাধকের পক্ষে রহস্য ও গূঢ়ার্থপূর্ণ হইলেও ঐতিহাসিকের চক্ষে চিস্তাস্থ দ্বার
খুলিয়া দিবে, আশা করা যায়। এই জন্তই এ দেবতার সাধনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইল।
তেজুর তাত্ত্বিক অংশের ৮৩ খণ্ডে শবরি কর্তৃক “গুহ্যসাধনা” নামে যে সাধনা দৃষ্ট হয়, তাহা
মহাকাল সম্বন্ধে। সাধনামূলক চক্রটির একটি চিত্র আমি অঙ্কিত করিয়াছি। ইহা দ্বারা অনাগ্রাসে
বুঝা যাইবে যে, সাধনার মূলে কিরূপ বিরাম্-কল্পনা রহিয়াছে।

সাধক ধ্যান করিতে করিতে দেখিবেন যে, বায়ুর উপর অগ্নি প্রতিষ্ঠিত, অগ্নির উপর জল,

জলের উপর মৃত্তিকা, মৃত্তিকার উপর স্নেহক এবং স্নেহকের উপর

ভেদ্যুত্তর্গত গুহ্যসাধনাতর্গত
মহাকাল-সাধনা

ক্রম্ অক্ষর; দেখিবেন যে, এই “ক্রম্” অক্ষর হইতে একটি প্রকোষ্ঠ

প্রকাশিত; ইহার মধ্যে বিশ্ববজ্র, বিশ্ববজ্রের উপর পদ্ম, পদ্মের

উপর সূর্য্য, সূর্য্যের উপর চন্দ্র, চন্দ্রের উপর পুরুষ ও স্ত্রীগণপতিমূর্তি শয়ান। এই ছই মূর্তির

উপর শ্রীমহাকৃতি হেরুক অর্থাৎ মহাকাল বিরাজমান, ইহার এক মুখ, ছয় হাত ও ত্রয়ঙ্কর

রূপ, হস্তে কর্তরী, কপাল, ডমরু, রক্তপূর্ণ কপাল, ডমরু ও পাশ; বামপদ লম্বমান ও দক্ষিণ

পদ অঙ্গপ্রস্থভাবে উত্থিত, সর্প ও অগ্নির আভরণ পরিহিত, ইনি ব্যাঘ্রচন্দ্র পরিধান করিয়া

আছেন। ইহার দ্রী বা শক্তি গুহ্যজ্ঞান। স্বামীর মুখোমুখী হইয়া দৃঢ়াগিজনবন্ধনে দণ্ডায়মান। গুহ্যজ্ঞানার বর্ণ পরাগের ছায়। ইহার এক মুখ, দুই হাত, তিন নেত্র, হস্তে ডমরু এবং কপাল। স্বামীর মুখোমুখী দণ্ডায়মান বলিয়া ইহার দক্ষিণ পদ লম্বমান ও বাম পদ উত্তীর্ণ।

পূর্বোক্ত মহাকালকে কেন্দ্রে রাখিয়া সাধক চারি পার্শ্বে চারিটি নাথ কল্পনা করিবেন। এই সকল নাথেরাও শক্তি সহিত বিরাজমান ও গণপতির উপর দণ্ডায়মান। পূর্বদিকের নাথের এক হস্তে চক্রের হাতলযুক্ত কর্তরী ও অস্ত্র হস্তে কপাল; দক্ষিণ দিকস্থ নাথের এক হস্তে রত্ন-নির্মিত হাতলযুক্ত কর্তরী ও অপর হস্তে কপাল; পশ্চিম দিকস্থ নাথের হস্তে পদ্মের হাতলযুক্ত কর্তরী ও কপাল; উত্তর দিকের নাথের হস্তে বিশ্ববজ্রের হাতলযুক্ত কর্তরী ও কপাল। ইহাদের বর্ণ যথাক্রমে খেত, পীত, লোহিত ও হরিৎ। সাধক কল্পনা করিবেন যে, পূর্বোক্ত চারিজন নাথের চতুর্দিকে ১৬ জন ভক্ত রহিয়াছেন; ইহাদিগের চতুর্দিকে উত্তর, পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম—এই চারিদিকে ত্রকসদ্ বা নাথরুদ্রাস্তক, ক্ষেত্রপাল, জিনমিত্র ও টাকীরাজা রহিয়াছেন। ত্রকসদের হস্তে শূল ও পাশ; ক্ষেত্রপালের হস্তে কর্তরী ও কপাল, জিনমিত্রের হস্তে দণ্ড ও কপাল এবং টাকীরাজার হস্তে অঙ্কুশ ও কপাল বর্তমান। ইহাদের চতুর্দিকে দশজন দিকপাল। আট জন দিকপাল এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে যথাক্রমে ব্রহ্মা ও নাগ। ইহাদের চারিপার্শ্বে বৈশ্রবণ প্রভৃতি চারি জন রাজা; ইহাদের বাহিরে আট জন দেবতা। ইহাদের চতুর্দিকে নয় জন বীর বা ভৈরব। তিব্বতী ভাষায় ইহাদের নাম হিজগ্‌ছেং (Hjigs-Byed); এই নয় জন ভৈরব বা বীরের চতুঃপার্শ্বে ৮ জন নাগ; ইহাদের বাহিরে ২৮ নক্ষত্র এবং সর্ব বাহিরে ৭৫ জন নাথ।

মহাকাল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা গেল, কিন্তু এখনও একটি অতি প্রয়োজনীয় কথাটির উল্লেখ করি নাই। সেটি তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে; এটি না জানিলে তাঁহার স্বরূপ বুঝা যাইবে না। তেজুর তান্ত্রিক অংশের ৭৩ খণ্ডে ১৪ বি পৃষ্ঠার ৫ম পঙ্ক্তিতে আমাদের আলোচ্য

মহাকালকে “দশভূমি ঈশ্বর নাথ অবলোকিতেশ্বর” বলা হইয়াছে।

মহাকাল নির্দিষ্ট ভূমি

বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে বিষ্ণু, শিব, বৈশ্রবণ অষ্ট ভূমিতে অবস্থিত, অবলোকিতেশ্বর দশভূমি, বুদ্ধ বজ্রধর ত্রয়োদশ ভূমি। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, মহাকাল অবলোকিতেশ্বরের নির্মাণকায়। অবলোকিতেশ্বরের অনেক নির্মাণকায় আছে। যে গণপতির উপর মহাকাল দণ্ডায়মান, ইনিও অবলোকিতেশ্বরের নির্মাণ-কায়।

তেজুর তান্ত্রিকাংশের ৮৩ খণ্ডে পণ্ডিত অমোঘবজ্র-বিঃচিত্ত গণেশ-স্তোত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গণপতি স্বর্গলোকে দেবতাদিগের স্বাৰ্গবহ ছিলেন, ও আপন পুণ্যে তুষিত স্বর্গ হইতে আসিয়া মহাদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন; এবং ইনি আৰ্য্যাবলোকিতেশ্বরের নির্মাণ-কায়। অতএব গণপতি ও মহাকাল এক ভূমিরই দেবতা। মহাকাল গণপতির উপর দণ্ডায়মান বলিয়া, ইহা মনে করা অসঙ্গত যে,

গণপতি ও মহাকাল একই

ভূমির দেবতা

মহাকাল গণপতি অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর দেবতা। তবে কেন যে ইনি গণপতির উপর দণ্ডায়মান, তাহা অবগত নহি। আমি যে নামার নিকট অধ্যয়ন করিতেছি,

তিনিও ইহার কারণ বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি সহসা রাজকার্যে এমেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার, এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবকাশ পান নাই।

পূর্বোক্ত ধর্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক নেপালি পুথিখানি অন্বেষণ করিতে করিতে গণেশবাহন বিদ্যাস্তকের উল্লেখ পাইয়াছি; এটি স্বয়ম্ভূপ্রাণ হইতে গৃহীত। যে গল্পটিতে গণেশবাহন বিদ্যাস্তকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই:—পূর্বকালে অদ্রিয়ারাচার্য বা ওড়্রিয়ারাচার্য নেপালস্থ বাগমতীতীরে ছাত্র, ধ্বজ, পুষ্পমালালঙ্কৃত যোগমণ্ডপে যোগ সাধনা করিতেছিলেন। সে স্থলে বুদ্ধ, ধর্ম, সত্য এবং লোকপালদের অর্চনা হইতেছিল। সেই সময় গণেশ ক্রীড়নার্থ বাগমতীতীরে আসিয়া দেখেন যে, যোগমণ্ডপে তাঁহার মূর্তি নাই; তিনি ক্রোধভরে গণদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, গজচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট অদ্রিয়ারাচার্যকে ধ্বংস কর, চূর্ণ কর

স্বয়ম্ভূপ্রাণোক্ত ও ধর্মকোষ-
সংগ্রহ-বর্ণিত বিদ্যাস্তক ও মহাকাল

(গজচর্ম্মহৃদয়াদিয়ারাচার্যঃ অস্মৎপূজাপ্রতিবন্ধকং বিধ্বংসয়, চূর্ণয়

ইতি)। ইহাতে যুদ্ধ বাধে; অদ্রিয়ারাচার্যের ষড়ক্ষরী মন্ত্রের প্রভাবে

যে ক্রোধসমূহ বিনিঃসৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গণেশবাহন বিদ্যাস্তককে দেখিয়া গণেশ পলায়ন করিল। বিদ্যাস্তকও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার এক দন্ত উন্মূলিত করিল। পরাজিত গণেশ এইবার অদ্রিয়ারাচার্যের শরণাপন্ন হইয়া বলিল, হে গুরো, হে আচার্য্য, আমি বুদ্ধ হইয়াছি। এই সময় হইতেই বৌদ্ধপূজামণ্ডপে গণেশের স্থান হইল। এই বর্ণনার পরেই মহাকালের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহাকাল যে গণেশবাহন বিদ্যাস্তক, তাহা কে বলিল? উভয়ের বর্ণনা সাহচর্য্য কখনই গ্রাহ্য প্রমাণ হইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ মহাকালের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও গণেশবাহনের উল্লেখ নাই। বাহন ভিন্ন তাহার সহিত আমাণের আলোচ্য মূর্তির বিশেষ সামঞ্জস্য আছে; কিন্তু আমি পূর্বেরই বলিয়াছি যে, মহাকালের বাহন নানা প্রকারের হইতে পারে; আর ইহাও দেখাইয়াছি যে, তিব্বতীয় বজ্রযানান্তর্গত যে শ্রেণীর মহাকালের নাম “মহাকাল গণপতি” বা পালগোন্ ল্যাগদেন্—ছোক্-কি-দাক্পো, তাহার বাহন গণপতি। তিব্বতীয় বজ্রযানপন্থীরা মহাকালের বিদ্যাস্তক নাম ব্যবহার করেন না; এ নাম গণেশেই প্রযোজ্য। আর এক কথা এই যে, ধর্মকোষসংগ্রহের বর্ণনা হইতে গণেশবাহন বিদ্যাস্তককে বিনিঃসৃত ক্রোধমূর্তি বলিয়াই বোধ হয়। মূলটি এইরূপ—“তথেন্তি তথৈব জাতো মহান্ যুদ্ধঃ। ততঃ ষড়ক্ষরী প্রভাবাৎ দশক্রোধেযু বিনিঃসৃতেষু গণেশবাহন-বিদ্যাস্তকং আলোক্য গণেশোহসৌ পলায়িতঃ। পলায়িতস্ত অপি একদন্তঃ বিদ্যাস্তকেন উন্মূলিতঃ। ততো নির্মদঃ গণেশোহসৌ ওড়্রিয়ারাচার্য্যমপরঃ।” এই গ্রন্থ হইতে ঐতিক বুঝা গেল না যে, মহাকালের নাম বিদ্যাস্তক কি না। ডাঃ ফুসে তাঁহার Etude Sur L'iconographie Bouddhique De L'inde গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় হেরুক, সখর প্রভৃতি দেবতার নামোল্লেখ করিবার সময় বিদ্যাস্তক ও মহাকালের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে আমার সন্দেহ আরও বাড়িয়া বাইতেছে। কেননা, তাঁহার উক্তি সাধনমালার উপর স্থাপিত। তবে একটি কথা বর্ণিয়া রাখি;

ডাঃ কুসে অনেকগুলি দেবতার মধ্যে “বিদ্যাস্তক, মঙ্গকাল এবং এমন কি গণপতি” এইরূপ-ভাবে লিখিয়াছেন। নামসাহচর্য্য মধ্যেও গুণগামাত্ত বর্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু তাদান্বকণ্ড আছে কি না সন্দেহ। আমি নেপালী সাধনামূলক পুঁথিগুলি দেখিবার অবকাশ পাই নাই; সেগুলি দেখিয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিব। পুরোঁকট উপাখ্যানটি হইতে বুঝা গেল যে, বিদ্যাস্তক ক্রোধসংস্কৃত ভৈরব বিশেষ। আমাকে বোধ হয়, বলিতে হইবে না যে, নিম্নলিখিত অষ্ট শ্রেণীর ভৈরব বিদ্যমান—অসিভঙ্গ, রুদ্র, চণ্ড, ক্রোধ, উন্নত ভৈরব, কাপাল, ভীষণ, ও সংহার।

কথা কহিতে কহিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এত দূর হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে মহাকালের প্রভাবের কথা চিন্তা করিলে পুরাতনের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠগুলিতে বর্তমানের যে আলোকলহরী খেলিতে থাকে, তাহা স্নিগ্ধোজ্জ্বল, তাহাতে অতীতের অন্ধকার-বনিকা অপসৃত হইয়া যায় এবং হৃদয় এক আনন্দ, বেদনা, বিষম ও ব্যাকুলভায় পূর্ণ হয়। সংস্কৃত সাহিত্য খাছারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মহাকালের নাম করিলেই বাণভট্ট বর্ণিত ঐশ্বর্য্যশালিনী উজ্জয়িনীর কথা স্তম্ভেই স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয়—“যস্যাপ্য কৈলাসবাসপ্রীতির্মহাকালান্ধিনাং স্বয়ং প্রতিবসতি”। আর মনে পড়ে, মহাকবি কালিদাসবর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে মহাকাল-নিকেতন—

“অসৌ মহাকালনিকেতনস্য

বসন্তদুরে কিম চন্দ্রমৌলেঃ।

তমিস্রপক্ষেহপি সহ প্রিয়াভিঃ

জ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতি প্রদোষান্ ॥”—রঘুঃ ৬ ॥ ৩৪ ॥

আর প্রিয়াবিরহবিধুর যক্ষকে মনে পড়ে না কি? “আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে” কান্তাবিরহ-

সেখন্তে মহাকালের উল্লেখ

কান্তর যক্ষ যখন রামগিরির নমেরুবক্ষণীতল আশ্রমে বপ্রকৌড়া

প্রবৃত্ত তিৰ্য্যগন্ত মাতঙ্গের ভ্রায় অপূৰ্ণদর্শন নবীন জলধর দর্শনান্তর

দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তাকুলচিত্তে প্রণয়িনীর নিকট কুশলসংবাদ প্রেরণ করিবার জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া

মেঘকে দৌত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্ত অক্লুরোধ করিতেছিলেন, তখন উজ্জয়িনীর মহাকাল

বিগ্রহের কথা বিস্মৃত হন নাই; এত উদ্বেগের সময়ও প্রিয়াবিরহকান্তর যক্ষ মেঘকে বক্রপথে

গমনপূর্ব্বক কেবলমাত্র উজ্জয়িনীর গোঁধশিখর-প্রণয়ী হইয়া পৌরাজনাদিগের বিদ্রোহামঙ্গল-রূপকিত-

চঞ্চল কটাক্ষ উপভোগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হইয়া নাই; বলিয়াছিলেন,—

ভর্তৃঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ।

পুণ্যং যান্নাজিভুবনরোরোধমচণ্ডেশ্বরস্ত।

কেন না,—

কুর্কন্ সঙ্ঘাবলিপটহতাং শূলিনঃ স্নানানীয়া-

মামজ্ঞাপাং ফলমবিকলং লক্ষ্যাসে গর্জ্জিতানাম ॥

মহাকবি কালিদাসের সময় উজ্জয়িনীর প্রধান দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে মহাকালমন্দির অন্যতম এবং ইহার যশঃ ভারতের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। উজ্জয়িনীর মহাকাল অতি প্রাচীন ;

উজ্জয়িনীর মহাকাল
স্বয়ম্ভুলিঙ্গবিশেষ

ইহা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে ৬৮টি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছে, তাহাদের একটি। স্বন্দপুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে। মহাকালের সহিত জৈন-দিগের ইতিহাসেরও অল্প-বিস্তর সংযোগ আছে। প্রবাদ আছে যে,

জৈন ন্যায়শাস্ত্রপ্রবর্তকসিদ্ধসেন দিবাকর বা কুমুদচন্দ্র কল্যাণ-মন্দিররূপে উজ্জয়িনীস্থ মহাকাল মূর্তি হইতে পার্শ্বনাথের মূর্তি আবির্ভাব করাইয়াছিলেন।

এইবার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখিব, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মান্তর্গত মহাকাল ও বৌদ্ধ মহাকালের মধ্যে কিরূপ প্রভেদ বিদ্যমান।

যাহারা কালীপূজা-পদ্ধতির সহিত পরিচিত, তাহারা অবগত আছেন যে, কালীপূজার প্রথম পর্য্যায়ান্তে যথাক্রমে পঞ্চদশশক্তি, অষ্টশক্তি, অষ্টতৈরব, বটুকগণ, ডাকিনী, যোগিনী, ক্ষেত্রপাল, গণপতি, লোকপাল প্রভৃতির পূজা করিয়া দেবীর দক্ষিণে মহাকালের পূজা করিতে হয়।

তত্ত্বসারোক্ত পূজাপদ্ধতি একটু সংক্ষিপ্ত হইলেও মহাকালের পূজা কালীপূজা ও মহাকাল পূজা

হিসাবে বিশেষ বিরোধ দৃষ্ট হয় না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাণীশ মহাশয় তৎসঙ্কলিত তত্ত্বসারে কুমারীকল্পতন্ত্র হইতে মহাকালের যে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে মহাকালভৈরবকে সর্ববিঘ্ননাশ করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

হঁ ক্ষেত্রোং বাং রাং লাং বাং কোং মহাকালভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় ত্রীং ত্রীং ফট্ স্বাহা।

তন্মোক্ত এই মন্ত্র হইতে বুঝিলাম যে, মহাকাল ভৈরবস্বরূপ, তবে অষ্টভৈরবের অন্তর্গত নহে।

কালীপূজার মহাকাল শিববিশেষ, ইনি শিবাত্মক নহেন ; ভৈরব শিব ও শিবাত্মক—দুই

কালীপূজাবিধানোক্ত মহাকাল
শিবের নামভেদ

অর্থই ব্যবহৃত হয়। উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রের প্রথম পটলে দেখিয়াছি

যে, পার্বতী মহাদেবকে ভৈরব নামে সম্বোধন করিতেছেন, যথা—

“অনুচ ব্রিবিধং কার্যং প্রসাদাদ্ ব্রহ্মি ভৈরব।”

এইবার তত্ত্বসারোক্ত মহাকালবর্ণনাটির সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্তিটি মিলাইয়া লওয়া যাউক।
আমরা দেখিব যে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য বর্তমান।

মহাকালঃ যজ্ঞেদেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং।

বিল্লতং দণ্ডখট্টাকৌ দংষ্ট্রাভোমমুখং শিঙম্॥

ব্যাক্রচন্দ্রাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।

ত্রিনেত্রমূর্ধ্বকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং।

অটাতারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুণ্ড্রং অলম্বিতম্॥

উজ্জয়িন্যের তন্ত্রের তৃতীয় পটলে ঐশ্বর্যের উচ্চাটন সম্পাদন মন্ত্রে মহাকালকে রক্তরূপে আহ্বান করা হইয়াছে । ওঁ নমো ভগবতে মহাকালরুদ্রায় ত্রিপুরবিনাশনকারণায়
উজ্জয়িন্যের তন্ত্রোক্ত মহাকাল
দহ দহ ধম ধম পচ পচ মথ মথ মোহয় মোহয়=উদ্ভাদয় উদ্ভাদয়
উজ্জয় উজ্জয় শ্রীমহারুদ্র আজ্ঞাপরিত শঙ্করী, মোহিনী, ভগবতী খেং খেং হঁ কট্, খায়া ।

টহাতেও দেখিলাম, মহাকাল শিববিশেষ, শিবানুচর নহেন ; কিন্তু কার্য্য বোদ্ধ মহাকালের জ্ঞান ।
কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত মহাকাল
শ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহংস-বিরচিত কৌলাবলীতন্ত্র পাঠ করিবার সময়
অনেক স্থলে মহাকালের উল্লেখ পাইয়াছি । এখানেও মহাকাল
শিবের নামভেদ । উদাহরণস্বরূপ বিংশ উল্লোহের উল্লেখ করা যাইতে পারে । ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে
মহাকাল কেবলমাত্র শিব নহেন, শিবানুচরও বটে । কৌলাবলী তন্ত্রের বীরসাধনা-বিষয়ক চতুর্দশ
উল্লোহে ইহাকে শিবানুচররূপে কল্পনা করা হইয়াছে ।

ঋণানাধিপতিং পশ্চাৎ শৈববং কালভৈরবং ।

মহাকালং যজ্ঞদধন্তাং পূর্বাদি দিক্চতুষ্টয়ম্ ॥

ইহাদের বিগ্রবিনাশনের জন্ত পূজা করা হইয়াছে । প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ
ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত মহাকালমূর্ত্তি
বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে মণিনাগেশ্বর শিবমন্দিরের দ্বারদেশে যে
ভৈবমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকে স্থানীয় লোকে মহাকাল
বলিয়া অভিহিত করে ।

কয়েকখানি তন্ত্র পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে, বিভিন্নশ্রেণীর শৈববদিগের বর্ণনা প্রায়
একই প্রকারের । ইহা হইতে যথার্থ্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব । অঘোর, বটুকভৈরব, বা
ক্ষেত্রপাল—প্রায় সকলেই অন্ন-বিস্তার একই প্রকারের ; কার্য্যও অনেকটা এক ধরণের ।

(১) সারদা-তিলক তন্ত্রোক্ত অঘোরের ধ্যান :—

সজ্জগদনগমাতং ভীমদংষ্ট্রং ত্রিনেত্রং
ভুজগধরমঘোরং রক্তবজ্রাঙ্গরাগম ।
পরশু-ডমরু-খড়্গান্ খেটকং বাণচাপৌ
ত্রিশিখনরকপালে বিভ্রতং ভাবয়ামি ॥

(২) কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত বটুকনাথের ধ্যান :—

করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণি-
স্তরুণতিমিরনৌলো ব্যালযজ্ঞোপবীতী ।
ক্রমসময়সপার্য্যাবিগ্রবিচ্ছেদহেতু-
ভয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্ ॥

(৩) কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত ক্ষেত্রপালের ধ্যান :—

নির্ধাণং নির্বিকল্পং নিরুপমসকলং নির্বিকারং স্ফকারং
হঁ কারং বজ্রদংষ্ট্রং হৃদবহবদনং রৌদ্রমুখভুজবৎ ।

কট্কারং বন্ধনাগং ক্রুটিভম্বং তৈরবং শূলপাশং
খট্টাকং বোমনৌলং ভমরুসহিতং ক্ষেত্রপালং নমামি ॥

(৪) সারদাভিলকে ক্ষেত্রপালের ধ্যান :—

নীলাঞ্জনাভিনিভমুর্কুপিশককেশং
বৃত্তোৎকলোচনমুপাত্তগদাকপালং ।
আশাধরং ভুজগভূষণমুগ্রদংষ্ট্রং
ক্ষেত্রেশমভূততত্ত্বং প্রণমামি দেবম্ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারের অসংখ্য বর্ণনা উদ্ধার করা যাইতে পারে । এগুলিতে প্রায় একরূপই বর্ণনা ।

দৌভাগ্য বশতঃ ধর্মপূজাবিধানোক্ত দুইটি শ্লোক হইতে আমরা মহাকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত

মন্তব্যে পৌছিতে পারিব । বাণেশ্বর ও লৌহজ্জয়ের পূজার পর ও

ধর্মপূজাবিধান পুস্তক হইতে

মহাকাল সম্বন্ধে বাধ্যবাধী নির্ণয়

দশ দিক-পালের পূজার পূর্বে পণ্ডাসুর পূজার বিধি নির্দিষ্ট আছে ।

আমি পূর্বে তিব্বতীয় বজ্রযানোক্ত সাধনা-গ্রন্থ হইতে দেখাইতে চেষ্টা

করিয়াছি যে, পণ্ডাসুর ও মহাকাল পণ্ডক বা মনিং নাক্ পো (Manin-Nagpo) একই ।

ধর্মপূজাবিধানে পণ্ডাসুরকে ক্ষেত্রপালরূপে নমস্কার করা হইয়াছে । যথা,—

ওঁ পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ ।

পাহি মামিক্ষুধম্ভৈ (:) স্বং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥

ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ ॥

ওঁ পণ্ডাসুর নমস্তভ্যমিক্ষুবাটিনিবাসিনে ।

যজমানহিতার্থায় শুভবুদ্ধিপ্রদায়িনে ॥

ও পণ্ডাসুরায় নমঃ ॥

তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, বৌদ্ধ মহাকাল ক্ষেত্রপাল বিশেষ । শিব হইতে ভাব লইয়া এ

মহাকাল ক্ষেত্রপাল বিশেষ

মূর্তি কল্পিত হয় নাই । শৈবগম মতে ক্ষেত্রপালে শিবের একাদশ-

সহস্র অংশ বর্তমান । ডাঃ আইটেল তাঁহার Handbook of

Chinese Buddhism গ্রন্থে মহাকালের মহাদেব অর্থ দিয়া যথার্থই বলিয়াছেন যে,

ইনি মহাদেবের শিষ্যবিশেষ এবং বিহারের রক্ষয়িতা । শেষোক্ত অর্থই বৌদ্ধ মহাকালে

প্রযোজ্য ।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে ; প্রশ্নটি এই যে, ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বে ক্ষেত্রপাল আশাধর

বা নগ্ন বলিয়া বর্ণিত । আমাদের অলোচ্য মহাকালটি ত নগ্ন নহে, পরন্তু ব্যাভ্রচর্ম্মপরিহিত ।

এইরূপ কেন ?

ধর্ম্মকোষসংগ্রহে বর্ণিত আছে,—

“ব্যাভ্রচর্ম্মাধরঃ তন্ত্ৰ নাম মহাকাল মহাবীরঃ ।” ভৈরব শিবের অমৃতর ও অংশ বলিয়া কোন

কোন ভৈরবে শিবের অনেকগুলি গুণ বর্তমান ; এই হিসাবে অঘোর ভৈরবকে “রক্তবজ্রাঙ্গরগম্”

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হিসাবে শিবের ব্যাক্তচর্য্যাদ্বয় তা'বটি মহাকালে সংক্রামিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আর এক কথা আছে।

নেপাল হইতে আনীত এ মূর্তিটিতে তিব্বতীয় প্রভাব বিশেষভাবে বর্তমান ; তিব্বতীয় ভক্তী, রীতি বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান। তিব্বতীয় মূর্তিগুলিতে বন্-পোদিগের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। তিব্বতস্থ বন্-পোদের ধর্ম বৌদ্ধ-

নেপালী ও তিব্বতীয় শিল্প

ধর্ম অপেক্ষাও প্রাচীনতর। তাহাদের ধর্ম, তাহাদের সভ্যতা, তাহাদের শিল্প গুরুপদ্মসম্ভব-প্রবর্তিত বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম, সভ্যতাও শিল্প অপেক্ষা অনেক পুরাতন ; উভয়ের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য বর্তমান ; বিশেষতঃ শিল্পে। অনেক বন্-পোমূর্তি ভ্রমক্রমে বৌদ্ধমূর্তি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; এষ্ট সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির সভাতে Mr. Van Manen একটি বন্ মূর্তি প্রদর্শন

তিব্বতীয় বন্ মূর্তি

করিয়াছিলেন ; অনেক বিষয়ে, যন্তকের পঞ্চ কপালটি—এমন কি, দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত অদ্যকার আলোচ্য মহাকাল মূর্তিটির

মত। আমার বোধ হয়, নেপালী শিল্পে তিব্বতীয় বৌদ্ধ ও বন্-পো—উভয় প্রভাবই বর্তমান। অদ্য এ কথার আভাস দিলাম মাত্র ; আপনারা যদি অনুমতি করেন, বারান্তরে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিব।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

দযরথ নামে রাজা জর্ষ শুযাকুলে ।
অস্ত্রে সাস্ত্রে পণ্ডিত রাজাধর্ষে রাজ্য পালে ॥
সূর্য্যবংশে দযরথ সবে একেশ্বর ।
নাহি রাজার ভাই সহোদর ॥
রাজচক্রবর্তি রাজা সভার উপরে ।
বাহুবলে সাধে রাজা সব নৃপবরে ॥
ইহার পর দশরথের সহিত কৌশল্যার

বিবাহ ।

শেষ,—

শুনিঞা পুরুশরাম করিছে উত্তর ।
জোড়হস্ত করি স্তুতি করিছে বিস্তর ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আছ নারায়ন ।
ব্রহ্মা বলিতে নারে তোমার কারণ ॥
আগম পুরাণ বেদ সকল জে জাণে ।
তোমার চরন সে ভাবে একমণে ॥
সর্ব জীবের নাথ তুমি অনাথের গতি ।
তব গুন বলিতে পারে কাহার সক্তি ॥
তুমি তো সকল জান তোমারে কে জানে ।
ব্রহ্মা মহেশ্বর তোমাএ না পাএ ধোয়ানে ॥
মুক্ষ শুক্ষ তুমি হও জগতের সার ।
দিব্য জ্ঞান দেহ তুমি ঘুচুক অহংকার ॥
আমি ছার কি বলিব তোমার চরণে ।
জে কর আপণে তুমী আপনার গুণে ॥
স্বর্গ বহি লোকের গতি নাহি আর ।
বাণে বন্দি করি রাখ স্বর্গের দ্বার ॥
স্বর্গে জাইতে প্রভু মোর নাহি অভিলাষ ।
তোমা দেখি মুক্ত হৈমু বোধ্য স্বর্গবাস ॥
গণপণ্ডিত রাম জানেন বাণের সন্ধি ।
পুরুশরামের স্বর্গের দ্বার বাণে কৈল বন্দি ॥
সহস্রমুখ হৈয়া বাণ রহিল আকাশে ।
পথ বন্দি হৈল তার না গেল স্বর্গবাসে ॥

পুণর্বার জর্ষ হৈল পুরুশরামের হাতে ।
রাম জয় দেখি সীতা হরিষমনেতে ॥
রাম হেন স্বামি পাইলাম বহু পূর্ণগলে ।

ভণিতা,—

কির্তিবাস পণ্ডিত রচিলা আত্মকাণ্ড ।
গুণিতে অদ্ভুত গিত অমৃতের ভাণ্ড ॥

১২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড ।

রচয়িতা—কুন্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার,
১৩৪ × ৫৬ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ২—১৫ ।
প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্ক্তি । খণ্ডিত ।
আরম্ভ,—

রামের অনুজ বন্দো ভরত সতর্ধন ।
রামের কুলপুত্রহিত বন্দো বসিষ্ট ব্রহ্মান ॥
লক্ষ প্রনামে বন্দো পবনকুমার ।
আসরে আসিয়া হনুমান করো ভর ॥
জ্যোত্স্নাম আমরা শ্রীরামগুন গাই ।
আসর ছাড়হ প্রভু রামের দোহাই ॥
প্রনামে বন্দিব মনি বায়িকচরন ।
জে মুনি রচিল্য সপ্তকাণ্ড রামায়ন ॥
রাম জর্ষ লভিতে ছিল সাটি সহোদর ॥
বৎসর ।

তখন রচিল মুনি পাইআ ব্রহ্মার বর ॥
রাম না জন্মিতে রামনাম অবতার ।
হেন মুনির চরনে ক্রোটি লক্ষ নমস্কার ॥
পিতা বনমালি মাতা মেনকার উপরে ।
জর্ষ লভিলা কির্তিবাস ছয় সহোদরে ॥
বলভজ চতুর্ভূজ অনন্ত ভাস্কর ।
নিত্যানন্দ কির্তিবাস ছয় সহোদর ॥
পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কির্তিবাস গুনসালি ।
অনেক সাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরামপাঁচালি ॥

সুনিতে অমৃতধার লোকেত প্রকাশ ।

কুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কিত্তীবাস ॥

প্রাণে বন্দিব সরস্বতীর চরন ।

জ্ঞাপ্তে আছে গ্রহস্থ হউক স্বরন ॥

দিক্ষাগুরু সিদ্ধাগুরু চরন বন্দিআ ।

গাইব পুরানকথা রাম ধিয়াইয়া ॥

তৎপর বন্দিব দেবী গঙ্গা ভাগিরতি ।

জাহার পরস মাত্র সুভ হয় গতি ॥

আছিল সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া ।

স্বর্গে গেল গঙ্গাজল বিন্দুমাত্র পাইয়া ॥

লঙ্কায় রাজা বন্দিব ধার্মিক বিভিসন ।

সুগ্রীব আদি করিআ বন্দিব জতেক

বানরগণ ॥

বন্দনা গাইতে মর হইবে অনেকন ।

একত্রে বন্দিব মাথে জতেক দেবগন ॥

বন্দনা গাইতে জেবা দেবতা এড়ায় ।

সতো লক্ষ প্রাণ করিলাম তার পায় ॥

কিত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্য বিচক্ষন ।

হরিশ্চন্দ্র করো সতে পাপবিমোচন ॥

উক্ত অংশে কবির পরিচয় আছে ।

কিত্তিবাসী বর্ণনা যে গীত হইত, তাহাও বলা
হইয়াছে

শেষ,—

রাজা বোলে সবা সুন আমার বচন ।

তুমি রানি হও রুহিতাষা নন্দন ॥

আমি হরিশ্চন্দ্র রাজা দিলাম পরিচয় ।

রানির হাত ধরিআ তখন মহারাজা কয় ॥

আমি বেচিয়াছিলাম তোমার দক্ষিনার

তয়ে ।

দাকী হইয়া ছিল তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে ॥

আমি নফর হইয়াছিলাম বিরবরের ঘরে ।

কহিলাম ত্তকথা বুঝহ অন্তরে ॥

সবা রানি বোলে রাণী পাইলাম পরিচয় ।

কান্দিয়া পড়িল রানি মহারাজার পায় ।

রাজা বোলে সবা রানি সুনহ উত্তরে ॥

কতো কাল থাকিলা বান্দা ব্রাহ্মণের ধারে ॥

রানি বোলেন নিবেদন সুনহ বচন ।

ব্রাহ্মণের ধারে থাক্য দিলাম কঙ্কন ॥

দক্ষিন হাতের কঙ্কন আমি দিলাম ব্রাহ্মণে ।

বাম হাতের কঙ্কন আমি রাখ্যাছি রাজনে ॥

বাম হাতের কঙ্কন রানি দিলেন খুলিয়া ।

বিরবরের স্থানে আইস বিদায় হইয়া ॥

ভাস ভাল বলিয়া রাজা কঙ্কন নিল হাতে ।

বিদায় হইতে জান সূর্য্যবংসের নাথে ॥

আসি উপস্থিত হইল বিরবরের সমাজ ।

আমাকে বিদায় দেহো বোলে মহারাজ ॥

অনেক দিবস আমি ছিলাম তোমার ঘরে ।

এখন আমাকে বিদায় দেয় বোলে নৃপবরে ॥

ভাল ভাল বলিয়া কথা বোলে বিরবর ।

বিদায় দিলাম তুমি জায়ো নিজ ঘর ॥

জে আজ্ঞা বলিয়া রাজা কঙ্কন লইল হাতে ।

ভিত্ত হইয়া বোলেন কিছু সূর্য্যবংসের

নাথে ॥

সপ্ত ক্রোটি কাঞ্চন আমার দিয়াছিল

তুমি ।

ধারে থাকিয়া তোমাকে কঙ্কল দিলাম

আমি

বিরবর বোলে সোধ গেল আমার ধার ।

তোমারে খালাস দিলাম চলিয়া জায়ো ঘর ॥

১। প্রবন্ধান্তরে—

সংসারে সামান্য সত্তত কৃত্তিবাস ।

তাই মুক্তাঙ্গর করে বড় উপবাস ॥

সমোদয় শান্তি মাধব সর্বলোকে সুধি ।

জীবর তাই তার নিত্য উপবাসী ॥

বিরবরের স্থানে রাজা বিদায় হইয়া ।
জয়নার কুলে রাজা প্রবেশিল গিয়া ॥
রাজা বোলে করো রানি চিতার নিশ্চান ।
রুহিতাষ্য কোলে দোহে ভাগ্য করি প্রান ॥
চিতা সখ্যা করিল রাজা জয়নার কুলে ।
চন্দনের কাঠ দিলা চিতার উপরে
রুহিতাষ্য সোয়াইল লইয়া

মুক্তিত পুস্তকে আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র
বারাণসীস্থ কালু হাড়ির নিকট আপনাকে
বিক্রয় করেন ; কিন্তু আলোচ্য পুথিতে ব্রহ্মার
উপদেশে যম বীরবর পাটনীর বেশে আসিয়া
রাজাকে ক্রয় করেন, এইরূপ বর্ণনা আছে ।
কাশীতে যমনার উল্লেখ বুঝা গেল না ।

১৩। রামায়ণ—আদিকাণ্ড ।

রচয়িতা—কুন্তিবাস ।

উপকরণ, তুলোট কাগজ । আকার, ১৮ × ৭
ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৩৩ । প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২
পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন ১২০২ সাল ।
সম্পূর্ণ । অক্ষর পূর্বদেশীয় ।

ভারত, —

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি শ্লোক ।
আদিকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবির বিহা ।
অরণ্যকাণ্ডে গেল রাম রার্থ্য হারাইয়া ॥
রার্থ্য হারাইয়া যদি রাম গেল বন ।
অরণ্যকাণ্ডে সিতা হরি নিলেক রাবন ॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্রে পাইল অপচর ।
কিন্দিলা কাণ্ডে মিত্রলাভ কটক সঞ্চয় ॥

অন্দরা কাণ্ডে সেতুবন্ধ কটক হইল পার ।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন মারি সিতার উদ্ধার ॥
উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্র চলি আইল দেশে ।
এহি মতে সাত কাণ্ড ভনে কিস্তিবাসে ॥
সাত কাণ্ড রামায়ন প্রথম আদি কাণ্ড ।
অনিতে অপরূক রস অমৃতের ভাণ্ড ॥
জাহার প্রসাদে গিত হইল রামায়ন ।
জাহার প্রসাদে গিত হুনে সর্বজন ॥
চ্যাবনের পুত্র হইল বাঙ্গিক মহামুনি ।
আদি কবি বোলে তানে সর্বলোকে জানি ॥
দস সহস্র বৎসর আছে হইতে অবতার ।
... ... কারনে কবিত্ত মোহিত সংসার ॥
দসরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে ।
সর্বসাত্রে পণ্ডিত রাজা জন্ম ধর্ম্ম অংশে ॥
সূর্য্য বংশে দসরথ এবে শ্রব ।
বাপ নাহি মাও নাহি নাহি সহোদর ॥
রাজচক্রবর্ত্তি রাজা সত্যার উপরে ।
তিন সত বৎসর রাজা বিহা নাহি করে ॥
প্রথম দুই পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া

গিয়াছে ।

শেষ,—

পরশুরাম জিনি রাম চলে কুতূহলে ।
অজধ্যাএ চলে রাম সন্তদল বলে ॥
রথের পতকা রাম হুরে থাকি দেখে ।
অহুমনে আইল লোক পরম কৌতুকে ॥
বেলি অবসেসে প্রবেস কৈল পুরি ।
আনন্দিত সর্বলোক অজধ্যা নগরি ॥
সুবর্ণ কলসি আর পুরিমা পসার ।
শুভা নারিকেল বান্ধি হইল অপার ॥
ঘরে ঘরে আলিপনা বিচিত্র শুল্কর ।
উপরেত চন্দ্র তারা সোভে মনোহর ॥
কুলবধু জত আছে প্রজার জে নারি ।
দ্বুতের প্রদীপ লইয়া হইল সান্নি সান্নি ॥

দুৰ্বাদলশ্রাম তনু নাভিত বিস্তার ॥

● **ରଚୟିତା—**କୁନ୍ତୀବାସ ।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ $\frac{১}{২}$ × ৫ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭-৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ। মুখিখানিতে তিন হাতের হরপ পাওয়া যায়।

দক্ষিণ পাসে' যুগ্মিব বামে জাম্বুবান ।
সম্মুখেতে স্তব করে বির হনুমান ॥
রামরূপ হৈলা প্রভু মুকুন্দ মুরারি ।
গন্ধর্বে গান করে নাচে বিজ্ঞাধরি ॥
চারি বেদে স্তব করে জথা ভগবান ।
অপসরা নাচয়ে কির্গরে করে গান ॥
রামরূপ হল্য হরি বৈকুণ্ঠনগরে ।
সিব ব্রহ্মা নারদ জান বিষ্ণু দেখিবারে ॥
জয় বিজয় দ্বারেতে আছেন দুই ভাই ।
দ্বার ছাড়া দিতে প্রভুর আজ্ঞা নাঞি ॥
যুনিয়া তিন জনে করেন মনস্তাপ ।
সেই ক্ষেণে জয় বিজয়ের দিলা অভিসাঁপ ॥
গোলকে আসিয়া না দেখিতে পাল্যাম

পুত্রব্রহ্ম ।

গোলক ছাড়িয়া দোহে লহ গিয়া জন্ম ॥
যুনিয়া স্তব করেন ভাই দুই জন ।
কত দিনে হব প্রভু সঁাপ বিমোচন ॥
মৈত্রভাবে সাত জন্ম ভাব দুই ভাই ।
সাত জন্ম বই পাবে যুন মোর ঠাঞি ॥
সজ্ঞভাবে তিন জন্ম নারায়নে ভাব দুই
ভাই ।

তিন জনে পাবে হরি যুন মোর ঠাঞি ॥
দ্বারিকে অভিসাঁপ দিয়া তিন জন জায় ।
গোলকে অপূর্ব সভা দেখিবারে পায় ॥
রাম অবতারে হয়্য হরি আছেন বস্তা ।
অপূরূপ অবতার দেখিছেন আশ্চা ॥

একদৃষ্ট করিয়া তবে তিন জনে চায় ।
একা হরি চারি অংস দেখিবারে পায় ॥
রূপ দেখে তিন জনে হইলে বিভোল ।
প্রান [পণে] নয়নে রাখিতে নারে জ্বল ॥
নারদ বলেন সিবকে জোড় করা হাথ ।
এক কথা বলি সিব তোমার সাক্ষাত ॥

ভূত ভবিস্বতি কথা জান ত্রিপুরারি ।
বিশ্বয় যুচাহ মোর তোমার পায়ে ধরি ॥
এমন রূপ কেন ধর্যাছেন প্রভু ভগবান ।
মুর্ত্তি ধর্যাছেন জেন দুর্কাদলস্তাম ॥
অপরূপ লক্ষ্মি কেন বস্যাছেন বামে ।
সোনার ছত্র কে ধর্যাছে দক্ষিণে ॥
কোন জনা চামর ঢুলাইছে গায় ।
সকল কথা বল সিব ধরি তোমা পায় ॥
এতেক কথা যুনিয়া সিবের হৈল হাস ।
এইরূপে হৈব হরি জনম প্রকাশ ॥
পরম নিগুড় কথা রাখিয় জতনে ।
অবতির্ষ' হইবেন অজোধ্যা ভুবনে ॥
চারি অংস হইয়া জন্মিবেন ভগবান ।
পঞ্চম পাতকি নামা হবে পরিজান ॥
এতেক যুনিয়া প্রনাম করেন সিবের পায় ।
সিব ব্রহ্মা নারদ তিনে হইলা বিদায় ॥
এই নামে উদ্ধার হইব জত জিব ।
আনন্দে পুন্নিহ হয়্য আস্যান সদাসিব ॥
বিষ্ণু সম্ভাসিয়া সিব আইলা কৈলাসে ।
আদিকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কিস্তিবাসে ॥ * ॥
বিষ্ণু সম্ভাসিয়া সিব বসিলা কৈলাসে ।
জ্ঞান কর্যা পার্কতি বসিলা সিবের পাশে ॥
গলে বস্ত্র দিয়া গৌরি জোড় করেন হাথ ।
বিষ্ণুর সহস্র নাম মোরে যুনার প্রাননাথ ॥

মধ্য,—

দেবগনের স্তব স্তুনি বলেন ভগবান ।
ভারথে জঙ্কিলে পাব নানা অপমান ॥
কিরূপে জন্মিব কোথা হব স্থিতি ।
কোন বংসে জঙ্কিব হইব কোন জাতি ॥
বর দিয়া রাবনেরে সকলে বাড়ালো ।
শাস্তি থাকিতে আমার কোথায় না দিলে ॥

ভারথে জন্মিলে হর পঞ্চম অবন্তা ।
 কত কাল থাকিব ব্রহ্মা কহ মোরে কথা ॥
 ব্রহ্মা বলেন সুন প্রভু গদাধর ।
 অজোধ্যায় থাকিবে এগার হাজার বৎসর ॥
 বিষ্ণুজন্ত দশরথ কর্যাছে আরম্ভ ।
 সূর্য্যবৎসে জন্ম প্রভু না কর বিলম্ব ॥
 তপস্তা করিল রাজা থিরদের কুলে ।
 তোমা পুত্র পাল রাজা তপস্তার ফলে ॥
 চারি বেদে প্রভু তোমার দিতে নারে সিমা ।
 আমরা কি বলিতে পারি তোমার মহিমা ॥
 কে বলিতে পারে নাথ তোমার চরিত্র ।
 তপস্তাতে পেল রাজা তোমা হেন পুত্র ॥
 রঘু নামে রাজা ছিল দিলিপনন্দন ।
 বলাছ তোমার কুলে হইব নন্দন ॥
 অণ্যায়্য নামে রাজা ছিল সূর্য্যবৎসে ।
 ধর্ম্ম রাখ্য করিল কাহাকে নাহি হিংসে ॥
 অবিচারে রাবন তারে বানেতে মারিল ।
 মরনকালেতে সেই রাবনে সাঙ্গীল ॥
 মোর বৎসে মহাপুরুষ হব অবতার ।
 সবৎসে তোমারে রাবন করিবেন সংহার ॥
 মহারাজার বাক্য কভু নহে আন ।
 দশরথের পুত্র হয়্যা জন্মিবে ভগবান ॥
 রানি আরাধন কর্যা পুজি সঙ্কর ভবানি ॥
 ভগবান পুত্র হবেন বড় পায়্যাছে রানি ॥

(পৃ° ৬৪১২-৬৪১৩)

শেষ,—

ভৃগুরাম বলে সুন রাম গুণমুনি ।
 না জানিয়া তোমারে বলিষু কর্তুবানি ।
 মনে কিছু না করিহ সে সব বচন ।
 অপরাধ ক্ষমা কর রাজিবলোচন ॥
 রাম বলে ব্রহ্মবাদ আমরা না করি ।
 ব্রাহ্মনের অপরাধ সকলি সম্মরি ॥

মোর ঠাই আইলে তুমি ছুটিবার ডরে ।
 এড়িলে মরিবে তুমি অজ্ঞের প্রহারে ॥
 ব্রহ্মহত্যা না করিব পুরিয়া সন্ধান ।
 কিন্তু বার্থ নহে বিষ্ণু অবতার বান ॥
 ধর্ম্মপথ সর্গপথ দুই পথ হয় ।
 কোন পথ রুদ্ধ করি কহত নিশ্চয় ॥
 ভৃগুরাম বলে সুন কমললোচন ।
 সর্ককাল ধর্ম্মপথে আছে মোর মন ॥
 ধর্ম্মপথ মোর নাহি করিহ বিনাস ।
 সর্গপথ রোন্দ জদি
 এইখানে কএক পঙ্ক্তি ছাড় হইয়াছে ।
 সকল ব্রাহ্মনে তুষ্ট কৈল দান দিয়া ।
 সনতুষ্ট হইল সবে নানা ধন পেএ ॥
 কুটম্ব বান্ধ'ব জত নানা দেসে দেসে ।
 সভাই সনন্মান পেএ গেল নিজ দেসে ॥
 আর জত পাত্র মিত্র রাজার দুয়ারি ।
 মহানন্দে পুরবাসি আপনা পাসরি ॥
 দিবানিসি অস্ত[ঃ]পূরে আনন্দ উর্হ'ব ।
 দিনে দিনে বধুগনের বাড়ান গৌরব ॥
 সভা অহুগতা সিতা ভুবনমোহিনি ।
 জানকিরে সবে রত জত রাজরানি ॥
 সিতার রূপেতে সোভা রাজার আআস ।
 লক্ষীর সহিত রাম করেন বিলাস ॥
 হোথা দশরথ রাজা আনন্দিত মনে ।
 রাজকাজ্য করে রাজা আনন্দিত মনে ॥
 দেয়ানেতে রাজকাব্য করে অনক্ষন ।
 অস্তঃপূরে পুত্রবধু করে নিরক্ষন ॥
 সিতা রাজবধু পুত্র রাম গুণনিধি ।
 দিনে দিনে বাড়ি স্তম্ভ নাহিক অবধি ॥
 রচিলেন কিস্তিবাস ভরথ বিরারে (৭) ।
 আদ্যাকাণ্ড সমাপ্ত হইল এত হুরে ॥

১৫। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার,
১৬ $\frac{১}{২}$ × ৫ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৯—১৮৪।
প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন
১২৪০ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী।

আদি,—

চবান মুনি অত্রিক মুনির নন্দন।
ধন্যেতে ধাম্বিক মুনি তপে তপোধন ॥
স্বতজাত রাজার কন্তা নামে জসোমতি।
চাবান মুনি বিভা কৈলা পরম জুবতি ॥
হুইজনে ক্রুড়া করে পরম পিরিতি।
কথো দিনে মুনিপত্নি হইলা ঋতুবতি ॥
ঋতুমান কর্যা স্বামিসনে ক্রুড়া করে।
এক অংসে বিষ্ণু আসি জন্মিল উদরে ॥
দিনে দিনে গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে আন।
অথাঙ্গগ মাসে দিল পঞ্চামৃত দান ॥
মাঘ মাসের সুরূপ পক্ষের অষ্টমি।
রাত্রিসেসে প্রসবিলা মুনির ব্রাহ্মনি ॥
সুন্দর পুত্র হইল জে মুনির কুমার।
লক্ষনে জানিল পুত্র বিষ্ণু অবতার ॥
চতুর্দিকে মুনি সব পড়ে মস্ত্র বেদ।
কুসহস্রে কন্তা সব কৈল নাড়িছেদ ॥
অনেক মুনি আইলেন দেখিবার তরে।
সভা লয়া বিষ্ণুজন্ত করে মুনিবরে ॥
সাজ্জমতে জন্ত হবে হইল সমাধান।
পুত্র কোলে কর্যা আনে সভা বিদ্যমান ॥
চাবান বলেন সভে কর অবধান।
সভে মেলি আম'র পুত্রের গুণ নাম ॥
চাবান মুনির এত স্নিগ্ধা বচন।
আপুনি বক্তা হইল নারদ তপোধন ॥

তোমার পুত্রের গুণ কহিব কোন জন।
জাহার কিস্তি ঘৃসিবেক এ তিন ভুবন ॥
কোন জন ঘৃসিব তোমার পুত্রের জে নাম।
রত্নাকর নাম তার থুইল অমুপাম ॥
মেলানি করিয়া দেবগন গেল ঘর।
দিনে দিনে বাড়ে এথা মুনির কোণ্ডর ॥
চূড়াকর্ক কর্ক কৈলা বেদের বিহিত।
সাত বৎসরেতে দিলা জন্ত জে পবিত ॥
ষাদস বৎসর মুনি প্রথম জীবন।
কোথা বিভা দিব মুনি চিন্তে মনে মন ॥
পর্বত মুনির কন্তা পরমসুন্দরি।
রত্নাকর মুনি সেই কন্তা বিভা করি ॥
হুইজনে ক্রুড়া করে পরম পিরিতি।
প্রলম নামেতে পুত্র প্রসবিলা সতি ॥
প্রলম নামেতে পুত্র বাড়ে দিনে দিনে।
ষাদস বৎসর হইল প্রথম জীবনে ॥
আদিত্য মুনির কন্তা নাম পদ্মাবতি।
প্রলম মুনি বিভা কৈল পরম জুবতি ॥
পুত্রে পোত্রে চাবান মুনি করে অমুমান।
আমার বসতিঙ্গগ আছে কোন স্থান ॥
বাপের বোল স্নিগ্ধা বলেন রত্নাকর।
বড়ই উত্তম স্থান আছে মনোহর ॥
কৈলাসের নিকট পুরি আছে স্তম্ভবতি।
দক্ষিণ দিগেতে বহে গঙ্গা ভাগিরথি ॥
উত্তরে কৌসিক বহে মছেতে তমসা।
অনেক মুনি আছএ করিয়া তথা বাসা ॥
নানা ফল মূল মিলিব তমসার জল।
আমরা বসিতে পিত্যা সেই জঙ্গ স্থল ॥
পুত্রির বচনে মুনি দিলা অমুমতি।
পরিবার সঙ্গে মুনি চলে সিঙ্গগতি ॥
গঙ্গাকে দেখিআ সুখি চাবান মহীমুনি।
গঙ্গা নিকটে তপবন সজ্জিলা আপনি ॥

গঙ্গার নিকটে মুনি বাসিলেন কুড়া ।
 সারি সারি বসাইলা ব্রহ্মচর্য্য পাড়া ॥
 পুত্রে পৌত্রে চাবন মুনি সেইখানে বৈসে ।
 আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিত্ববাসে ॥ * ॥
 চ্যাবান মুনির পুত্র নাম রত্নাকর ।
 ধন্যপথ তন্তু হইল বসত ভিতর ॥ •
 মুনিব্রত ছেড়া হইল বড় হরাচার ।
 পরস্রিকে বলে ধর্যা করয়ে স্বাকার ॥
 ভাল ভাল স্তম্ভর জিকে মুনি জথা দেখে ।
 সন্ধ্যার সময়ে মুনি তার ঘর ঢুকে ॥
 সন্ধ্যা পূজা ছাড়ি মুনির নারিপুতি মন ।
 পুত্রের কারনে মুনি চিন্তে মনে মন ॥
 মুনিধন্য ছাড়ি মুনি বড় হরাচার ।
 সন্ধ্যা জপ ছাড়ি কেন কর অবিচার ॥
 অধর্ম্ম ছাড়িআ বাপু ধর্ম্মে দেহ মন ।
 পিতা জত বলে নাঞি স্ননেত বচন ॥
 বাপের বচন মুনি কিছু নাই ধরে ।
 হুই চারি পাঁচ সজে দস্যাবির্ভি করে ॥
 আক্ষটির রূপে জখন সান্তায় গিয়া বনে ।
 তিন চারি পাঁচ মৃগ বানে বিজ্ঞি আনে ॥
 মৃগমাংস ঘরে লইআ করএ রন্ধন ।
 মৃগপক্ষমাংস মুনি করএ ভক্ষন ॥
 অনেক দস্ত আসি তবে মিলিল প্রচুর ।
 সকল দস্যোর মুনি হইল ঠাকুর ॥
 সকল দস্য লইয়া মুনি করেন মজনা ।
 নানা দেশ ভাঙ্গিতে পাঠার থানা থানা ॥
 আপনি চলিলা মুনি দস্য অধিকারি ।
 নানা দেশ ভাঙ্গিলেন দিআ ডাকাচুরি ॥

মধ্য,—

তোভট্ট রাজার কন্যা পরমসুন্দরি ।
 সভাকে জিনিঞা কস্তা রূপে বিজ্ঞাধরি ॥

তার সনে অজ রাজ সদা করে রতি ।
 কথো দিনে রাজরানি হইল গর্ত্তবতি ॥
 নয় মাস গর্ত্তভার ধরিলা উদরে ।
 প্রসবিল পুত্র লোমপাদ নাম ধরে ॥
 বসিষ্ট পুরোহিত আর জত পাজগন ।
 পুত্রছের্চাব জন্তু করে দেব আবাহন ॥
 জন্তে পুরী দিল রাজা স্তবক্ষোন বেলে ।
 সূজ্য অখ্য দিআ রাজা পুত্র কৈল কোলে ॥
 পুত্র দেখি হরসিত হইল রাজন ।
 নানা অলঙ্কার কৈল পুত্রের ভূসন ॥
 অন্নপ্রাসন কর্ম্মবেদ সান্ত্বের বিহিত ।
 চূড়াকর্ম্ম কর্যা দিল জন্তপবিত ॥
 অস্ত্র সান্ত্র স্তত বিজ্ঞা নাই অগোচর ।
 সকল বিজ্ঞা সিখিলেন হুই সহোদর ॥
 দসরথ জেষ্ঠ ভাই লোমপাদ কনেষ্ট ।
 বিজ্ঞাধর জিনি হুই রূপে গুনে শ্রেষ্ঠ ॥
 মালা লিলা অমলা কমলা বিমলি ।
 পঞ্চরানি সজে অজ সদা করে কেলি ॥
 এক দিন ক্রুড়া করিলেন মধুবনে ।
 ইন্দুমতির তরে রাজা কান্দে সক্রনে ॥
 রাজ্য করে দসরথ পাত্র মিত্র সনে ।
 অজ রাজা সোকে কান্দে দসরথ নাজানে ॥
 সভাকে মেলানি দিআ দসরথের ভোজন ।
 সয়নমন্দিরে গিয়া করিল সয়ন ॥
 সুনন্দা সনে দসরথের ভালমন্দ কথা ।
 দসরথের বিবাহ না হয় সুনন্দা পায় বেথা ॥
 সুনন্দা বলেন সুন তুমি জুবরাজ ।
 তোমার বিভানা দেয় রাজা ভাল নহে কাজ ॥
 রাজকাজ্য না করে রাজা কামে হইল

ভোলা ।

আপম কাজ্য পায়্যা রাজা তব কাজ্যে
 হেলা ॥

দসরথে বুঝাইল সুনন্দা জুবতি ।
অজ রাজা স্থানে সুনন্দ গেল সিঙ্গগতি ॥
রানিগন সঙ্গে রাজার হাস পরিহাস ।
সুনন্দার গমন গাইল কিস্তিবাস ॥

(পৃ° ৯৫।১-৯৫।২)

পুথির বিশিষ্টতা বর্ণনাবাহুল্যে এবং নূতন
নূতন বিষয়ের সম্মিলে। আকারে ৬ পুথি-
খানি অপেক্ষাকৃত বড় ।

১৬। রামায়ণ-আদিকাণ্ড ।

রচয়িতা—কুস্তিবাস ।

উপকরণ, তুলোট কাগজ । আকার,
১২½ × ৪½ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা ১—৪০ । প্রীতি
পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন ১২৪৪
সাল । অসম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বর্ধমান ।

আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক ।
আদি অস্ত নাহি জখন সরে গতি ।
জার তর্জ নাহি জানে ব্রহ্মা প্রজাপতি ॥
প্রথমে হইলেন প্রভু মিন অবতার ।
মিনরূপে চারি বেদ কোরিল উদ্ধার ॥
দিতিএতে হইলে প্রভু কুর্শু অবতার ।
কুর্শুরূপে ধরা ধরিলে পিষ্টপার ॥
ভিত্তিএতে হইলে প্রভু বরাহ অবতার ।
দন্তে উখাড়ে পৃথিবির করিলে উদ্ধার ॥
চতুর্থ্যে হইলে নিসিংহ অবতার ।
বিদ্যারিলেন হিরণ্যকশ্বপ ছরাচার ॥
পঞ্চমে বায়ন মুক্তি হইলে ঐহরি ।
বলিকে ছলিএ নিলে রসাতল গিরি ॥
সষ্টমে হইলেন ব্রহ্মরাম অবতার ।
নিকৈত্রি করিলে প্রভু তিন সপ্ত বার ॥

সপ্তমে হইলেন প্রভু রাম অবতার ।
রাম নামে ত্রিজগত কোরিলে উদ্ধার ॥
অষ্টমে বলরাম মুক্তি হাল ধরিলেন হাথে ।
দলিলেন অম্বর মুণ্ড মুসলের ঘাতে ॥
নবমে হইলেন প্রভু বর্দ্ধ অবতার ।
দসমে কলিক্যা হইবেন অস্ত্রের উপর ॥
জতো জতো কোহিলাম অবতারের নাম ।
কেহো নহে তুল্য রাম নামের সোমান ॥
কিস্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্র পাচালি ।
আদিকাণ্ড গাইল গিত প্রথম সিকলি ॥*
আদি অস্ত নাহি জখন সরে গতি ।
বটপত্র ভর কোরি বেড়ান লক্ষিপতি ॥
ছিষ্ট কোরিতে তখন বিষ্টুর হইল মন ।
বিষ্টুর নাতিপছো হইল ব্রহ্মার জনম ॥
প্রভুর কন্মে হইতে মলা পড়িল ছইখান ।
ছই গোটা অম্বর হইল মহা বলবান ॥

শেষ,—

রাজ্য লয়ে দুখু পান বিশ্বামিত্র মুনি ॥
দুখু পান মুনি গোসাই মনেতে ভাবিল ।
সিঙ্গ করি মুনিবর রাজার নিকটে যেল ॥
জেখানে বসিয়ে আছে রাজা আর রানি ।
হেন কালে এলো তথা বিশ্বামিত্র মুনি ॥
রাজার হস্ত ধরে মুনি কহিতে লাগিল ।
মুনি বলে রাজা তোমার রাজ্য নিতে হল ॥
রাজা বলে না লইব অজ্ঞা নগর ।
কহিদাসে রাজা কর [মুনি] মুনিবর ॥
মুমন্ত সারথি আসি হইল উপস্থিত ।
বসিষ্ট মুনি আইল কুলের পুরহিত ॥
রাজসহি জজ করিল হরিষচন্দ্র ।
দেবলোক রাজলোক হইল আনন্দ ॥
স্থানে স্থানে দিলো লোক দিধি স্বরবর ।
দেউল জাজাল দিল দেখিতে মোনহর ॥

সগো হইতে স্নেহে রথ হরিষচন্দ্র লইতে ।

সকল সহিতে রাজা চড়ে জেয়ে রথে ॥

পাত্র মিত্র কটক বসিল রাজার পাষে ।

কটক সহিতে রাজা জায় সগ্যাবাষে ॥

তাহা দেখি ভাবেন ব্রহ্মা গোসাই ।

এতো কটক আইলে সগো ঠাই হবে নাই ॥

জায় জায় নারদ মুনি কহগা এই কালে ।

ব্রহ্মার বাক্য পাইয়ে নারদ মুনি চলে ॥

কটক সমুখে তখন নারদ মুনি বলে ।

সগ্যাবাষে জায় তোমরা কোম পূন্যফলে ॥

সকল রানি বলে যুন নারদ মহামুনি ।

কোন কন্ম করিছা কিছুই না জানি ॥

আর এক রথে ষোহে দিল তোলাইয়ে ।

পাত্র মিত্রগনে নারদ কহে ডাক দিয়ে ॥

পুণ্ডরীক নারদ মুনি তাদিগে জে বলে ।

সগ্যাবাষে জায় তোমরা কোন পূন্যফলে ॥

নারদের বাক্য যুনি কহিছে উত্তর ।

স্থানে স্থানে দিগেছি আমরা দিগি স্বরবর ॥

দেউল জাঙ্গাল দিগে পূন্য করিয়ে ।

সগ্যাবাষে জাই আমরা এই ধন্স লয়ে ॥

আপনি করিয়ে ধন্স উস্কারন করে ।

সগো হইতে রথখান নাবে ধিরে ধিরে ॥

য়েহো লোক পরলোক কিছুই না পাইল ।

হরিষচন্দ্রের কটক মন্ডে পথেতে রহিল ॥

সগো থাকিয়ে ভাবে জতো দেবগোন ।

রাজার কটক কিবা করিবে ভক্ষন ॥

নউতুন বজ্র কাটিয়ে রাখিবে কোন স্থান ।

রাজার কটক তাহা করিবে পড়িধান ॥

ভোমেতে সজ্জ নটিরে পারিবে ।

রাজার কটক তাহে স্বরন করিবে ॥

তিথি ভুলে শ্রাদ্ধ করিবে জেই জন ।

রাজার কটক তাহা করিবে ভক্ষন ॥

হরিষচন্দ্রে উপক্ষনা যুনে জেই জন ।

সকল পাপ নষ্ট হয় পায় নারায়ন ॥

হরিষচন্দ্র সগো গেল কটক মন্ডে পথে ।

রুইদাস রাজা হলো রাজ্জ অজ্ঞাতে ॥

কিন্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্ত বিচক্ষন ।

রামের পিরিতে হরি বল বন্ধুজন ॥

সোমাপ্তঃ ॥ * ॥

১৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড ।

রচয়িতা—কুন্তিবাষ ।

উপকরণ, তুলোট কাগজ । আকার,

১৪½ × ৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১১৫ । প্রতি পৃষ্ঠায়

৯ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন ১২৪৬ সাল ।

সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া ।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি ।

বাণীকের চরনে কোরিএ প্রনাম ।

সপ্তকাণ্ড রামাঅন জাহার বাক্কান ॥

সাটি হাজার বৎসর বাকি ছিল অবতার ।

পূর্বেতে কোরিল মুনি গ্রেহের সঞ্চার ॥

অত্রিক নামেতে মুনি তনয় ব্রেক্কার ।

চবন নামেতে হৈল তাহার কুমার ॥

তেজপুঞ্জ তপে বড় হৈল মুনিবর ।

তাহার তনয় হৈল নাম রত্নাকর ॥

ব্রহ্ম বিত্তি জপ তপ অগ্নী দিএ তাথে ।

দুষ্টবুদ্ধি হৈল তার সিংকাল হৈতে ॥

নাহি যুনে তাহার বাক্য নাহি ধন্সজ্ঞান ।

পরবিত্ত হিংসা বিহু মনে নাহি আন ॥

রত্নাকর পাপে পুন্ন হৈল বোয়ুমোতি ।

এক দিন অন্তরে চিন্তিলেন জগৎপতি ॥

উদ্ধারিব রত্নাকর ভাবি জগৎপতি ।

সত্যাসির বেস ধোরি গেলো সিদ্ধগতি ॥

প্রসন্ন্য হোইএ তারে প্রভু দিলা বর ।
 মরা মন্ত জপে সাট হাজার বৎসর ॥
 সিদ্ধ দেহ বালিমিকের প্রভু জানি মনে ।
 আজ্ঞা কোরি গেলা তারে পুরান রচনে ॥
 এক দিন বালিমিক সিংহ সমিভারে ।
 শচান কোরিবারে গেলা কান্ধ সরবরে ॥
 বক আর বোঝিনি তথা কোরিছে বেতার ।
 আকস্মাত ব্রাহ্মি এক কোরিল প্রহার ॥
 শচান করে বাঙ্গিকি সে সকল দেখে ।
 মুছন্দ সোলক এক নির্গত হইল মুখে ॥
 বিস্ময় বাঙ্গিকী হইলা স্বরোবর তটে ।
 হেন কালে ব্রহ্মা এলেন তাহার নিকটে ॥
 বাঙ্গিকি প্রনাম করে বস্তু দিয়া গলে ।
 কবিতা বিস্তান্ত কথা বি[রি]ঞ্চিকে বলে ॥
 ব্রহ্মা কহে শ্লোক ইহা করিলা বর্ণন ।
 সোলোক নিঞা ইহা কবে সর্বজন ॥
 রামায়ন গ্রহন্ত কর আমার যাজ্ঞাতে ।
 ইহা সুনি বাঙ্গিকী সুধায় জোড়হাতে ॥
 কেমন প্রকারে গ্রহ করিব নির্জান ।
 কহ দেখি মহামুনি ইহার সন্ধান ॥
 ব্রহ্মা কহে যম বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারি ।
 ব্রহ্মসাপে জন্মিব দ্বার পরিহরি ॥
 ঐনি ভাবে বিষ্টু তারে করিতে উদ্ধার ।
 সূর্য্যবৎসে হবেন রাম বিষ্টু যবতার ॥
 অবতার পূর্বে গ্রহ করহ বর্ণন ।
 নারদে পাঠাব রামী তোমার সদন ॥
 লইবে তাহার স্থানে বিবেশ সন্ধান ।
 ইহা কহি বি[রি]ঞ্চি হইলা অন্তধান ॥

মধ্য,—

রথে চাপি দসরত মনের হরিসে ।
 উপনিত নৃপতি হইল বঙ্গ দেশে ॥

১। 'অঙ্গ' হইবে ।

লোম্পাদ যুনিল আইল দসরথ ।
 গমন করিল আগে বাড়াইএ পথ ॥
 বহু সমাদর করি নিল অন্তস্পুরে ।
 মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসিল ভোজনের পরে ॥
 দসরথ কহে সখা করি নিবেদন ।
 রিসিশিঞ্জে নিতে এলাম তোমারি ভূবন ॥
 জজ্ঞ আরম্ভিব আমি পুত্রের কারনে ।
 লম্পাদ কহে কিছু আনন্দিত মনে ॥
 সান্ত নামে তুআ কন্যা আমি এনাছিলাম ।
 রিসিশিঞ্জে এনে সেই কন্যা দান দিলাম ॥
 ঐ জামাতা লএ সিদ্ধ চল মহাসয় ।
 রিসিশিঞ্জে জজ্ঞ কৈলে কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥
 ইহা যুনি দসরথ মুনিকে লইএ ।
 অজ্ঞা প্রবেশ করে জয়কনি দিএ ॥

(পৃ• ৪৪১)

অন্ত,—

হেন কালে ছত গিএ কহিছেন পাসে ।
 চারি ভাই বিভাহ করিএ এল্য দেশে ॥
 কৌসল্যার আনন্দ কথা কে করে বর্ণন ।
 হস্ত বাড়াইএ রানি পাইলা গগন ॥
 বেরারে নগরের লোক যুত দিন হল্য ।
 জানকি করিএ বিধা রাম ঘরে এল্য ॥
 জতেক অঙ্গকার লোক আনন্দিত হএ ।
 রামকে আনিতে চলে জোতুক লইএ ॥
 হস্তেতে কাঞ্চন থাল জতেক যুদরি ।
 সুসয়া হইএ সম্ভে দাঙালা সারি সারি ॥
 কত পূর্ম কুণ্ড দ্বারে দ্বারে অশসাধা তাথে ।
 সারি সারি করে রাখে রামচন্দ্রের পথে ॥
 পূর্ম কুণ্ড কক্ষে কত ব্রাহ্মনের নারি ।
 দক্ষিনেতে বৎস পূর্ম গাতি সারি সারি ॥
 যুগ্মল দেখে তবে ভাই চারি জন ।
 প্রবেশ কোরিল এসে অজ্ঞা ভূবন ॥

জন্মক অজ্ঞান্যার নারি জন্মক লইএ ।
 সিতার বদন দেখে অঞ্চলেতে দিএ ॥
 নানা ধন দেয় লোক পুন্নিত আনন্দ ।
 আপনার দ্বারেতে দাণ্ডাল রামচন্দ্র ॥
 আইলা কেকুই রানি সিতা লএ কোলে
 'আপনার গজমতি হার দিলা গলে ॥
 দসরথ রামচন্দ্রে কোলেতে কোরিএ ।
 কেকুই সিতাকে লয় হাসিএ হাসিএ ॥
 অন্ধনে পিড়ার পর দাণ্ডাইলা রাম ।
 কিবা সোভা পাইলা জনকযুতা বাম ॥
 উলখিএ রামচন্দ্র লইলেন মন্দিরে ।
 বসিলেন রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে ॥
 তারপর দসরথ যুমিত্রা সঙ্ঘিতে ।
 বধু সহ নামাইএ আনিলা ভরথে ॥
 উলখিএ মন্দিরে বসিলা দুইজনে ।
 দসরথ কোলে গিএ কোরিলা লক্ষনে ॥
 উদ্বীলা করিএ কোলে কোসলা লইএ ।
 লক্ষনেরে গ্রিহেতে লইলেন উলখিএ ॥
 তায় পর রাম সিতা বসি দুই জন ।
 সঙ্কল্পনে গ্রিহে লএ করিল গমন ॥
 দসরথ রাজা তবে আনন্দিত মনে ।
 নানা ধোন বস্ত্র দিল বাস্তকারগনে ॥
 সকল ব্রাহ্মনে রাজা করাল ভোজন ।
 ভোজন করিলেন সব লএ বজ্জগন ॥
 প্রভাতে আসিএ সব নৃপতির পাশে ।
 বিদায় হইএ গেল জার জেবা দেসে ॥
 রাম সিতা বঞ্চে যুখে অজ্ঞান্য ভুবনে ।
 তিন ভাই বঞ্চে রাম আনন্দিত মনে ॥
 দিনে দিনে দসরথ মনেতে উল্লাস ।
 আত্মকাণ্ড সমাপ্ত রচিত কিত্তিবাস ॥

১৮। রামায়ণ—আদিকাণ্ড ।

(হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাক্সালা তুলোট কাগজ । আকার,
 ১৫ $\frac{১}{২}$ × ৫ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১—৪ । প্রতি
 পৃষ্ঠায় ১৬—২২ পঙ্ক্তি । অসম্পূর্ণ ।

আরম্ভ,—

অথ হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ ॥

পর্যায় ॥

সভা করি বসীছে রাম কমললুচণ ।
 হেন কালে আসীলেক মনি তপুধন ॥
 মনিকে দেখীআ রাম উঠিল স[ং]ভ্রমে ।
 পাণ্ড অর্ডুর্গ দিয়া রাম পুঞ্জিল আপণে ॥
 পাণ্ড অর্ডুর্গ দিয়া মনির বন্দিল চরন ।
 বসীতে আসন দিল রত্ন সীঙ্গাসন ॥
 রামে আসীর্কাদ করি বৈসে তপুধন ।
 রামে মনিঠাকুর কুণ অর্থে আগমন ॥
 মুনি বলে শুন রাম কমললুচণ ।
 দেখীতে আসছি তোমার অজ্ঞাতা ভুবন ॥
 শ্রীরাম বলেন মনি কহ মোর স্থানে ।
 হরিশ্চন্দ্রে পাইল হৃদ্য কিসের কারণে ॥
 পূর্ব বিবরন শুনি তোমার প্রসাদ ।
 কিমতে রাজার তবে ফলীল প্রমাদ ॥
 মোনি বলে ভাল জিজ্ঞাসীলা নারায়ন ।
 পূর্বকথা কহি আমি তাথে দেয় মন ॥
 জিজ্ঞাসিলা কহি কথা শুন নারায়ন ।
 কহিব সকল কথা তোমার সদন ॥
 রাজসহি জন্ম কৈল হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে ।
 সাইট সহস্র রাজা আইল রাজদ্বারে ॥
 রাজা বহি কেহ না করে জঙ্ঘের কাম ।
 রাজা সব মিলি কার্য করে অভিশ্রাম ॥

পুশ ছরী তোলে কেহ কেহ যুগায় ধুতি ।
 গোময় দিয়া স্থাণ করে কুণ নৃপতি ॥
 কাষ্ট আনিয়া কেহ যুগায় স্তম্ভর ।
 জজ্ঞযুত আনি দেয় কুণ নৃপবর ॥
 কলসী ভরিয়া কেহ আনি দেয় জল ।
 স্থাণ সূর্য করে কুণ নৃপতি সকল ॥
 তণ্ডোল পাখালি কেহ রাখে রাসী রাসী ।
 প্রস্তোত করিয়া রাখে কাটি মেঘ থাসী ॥
 বেজ্ঞের সর্জ্য করে কুণ নৃপবর ।
 রাজার আজ্ঞায় কর্ষ করএ স্তম্ভর ॥
 ভারারি চইয়া কেহ নানা দির্ক রাখে ।
 কুণ রাজা জজ্ঞদ্বারে দ্বারি হৈয়া থাকে ॥
 কুণ রাজা রহিল জজ্ঞের সন্নিধানে ।
 রাজার আজ্ঞায় কর্ষ করে একমণে ॥
 জজ্ঞের কার্য্য করে কুণ নৃপবর ।
 জজ্ঞ রক্ষা করে কেহ লৈয়া ধনুসর ॥
 হরসীত হৈয়া কেহ করে নির্ভ গীত ।
 জারে জে কর্ষেতে রাখে তাথে নিমুক্তিত ॥
 নানা দেব হৈতে মনি আসীল স্তম্ভর ।
 জজ্ঞ করিতে গেল রাজা জজ্ঞমালা ঘর ॥
 কুসণ্ডীকা করিলেক মস্ত পরিয়া ।
 জজ্ঞ করেন রাজা সূর্য্য যুত দিয়া ॥
 প্রতি দিন দেয় রাজা সহস্র আছতি ।
 এহিরাপে জজ্ঞ তবে করেন নৃপতি ॥
 সমোদায় জজ্ঞ করে এক জে বৎসর ।
 পরম সানন্দে জজ্ঞ করে নৃপবর ॥
 স [৭] পুর্ন করিয়া বজ্র দিলেক আছতি ।
 দাণ দিতে বৈসে রাজা হরসীত মতি ॥
 কুটী কুটী স্বর্গ স্বর্গ খনিরে দিল দাণ ।
 জার জে বাকীত রাজা না করিল আণ ॥
 প্রতি রাজাকে দিল এক নব দণ্ড ।
 বিবর্ণ করিয়া দিল প্রতি রাজ্যখণ্ড ॥

পাত্রে মিত্রেকে দিল রাজা বজ্র অলঙ্কার ।
 কারে কারে দিল রাজা অমোহ ভাণ্ডার ॥
 সুনী রূপা তামা কাসা না রাখিল ঘরে ।
 দাণ করিয়া রাজা গৃহ স্তম্ভ করে ॥
 রাজার দাণে দারিদ্রগন হৈলেক সুখি ।
 এমত দাতা রাজা কবু নাহি দেখী ॥
 আচরিতে পাত্রে নাহি দিলেক সকল ।
 মৃত্তীকার পাত্রে রাজা আচোরএ জল ॥
 হেন মত হইল হরিশ্চন্দ্র মহাবল ।
 বসীতে আসন রাখে গাছের বাকল ॥
 দাণ করি গ্রহ স্তম্ভ করিল নৃপতি ।
 হেন কালে প্রজাপতি করেন যুগতি ॥
 ধন থাকিলে দাণ করে সর্সজগ ।
 মা থাকিলে দাণ করে সেহি সে ভাজগ ॥
 হেণ কালে বোজি হরিশ্চন্দ্রের সর্কাত ।
 কেনমতে দাণ করে বোজি তার রিত ॥
 দেবগন লৈয়া ব্রহ্মা মনে অণুমানি ।
 আপণে ধরিল বেস বিশ্বামিত্র মনি ॥
 বেসধারি হৈয়া গেল রাজার ঘারে ।
 দ্বারিকে বলিল জাটে জানাহ রাজারে ॥

হরিশ্চন্দ্রের রাজস্বয় বজ্র উপলক্ষে অনন্ত-
 সাধারণ দান এবং ব্রহ্মার বিশ্বামিত্র-বেশে
 রাজাকে ছলনা নুতন ।

শেষ,—

ত্রিপদী ॥

রাজরানি স্ককানলে মরা পুত্র করি কুলে
 চলি জায় জাগবির তিরে ।
 ঘোর নিসী অলঙ্কার দিগাদিগ চিনা ভার
 ভয় পায় দেবতা অস্তরে ॥

হেন স্থানে রাজদার। সুকে হৈয়া জ্ঞানহার।
উপনিত স্বপাণ মাজেতে ।

মরা পুত্র করি কুলে বসীল জাগ্রবির কুলে
নাহি ফেলে মায়ার জল্পেতে ॥

কখন রাজ দণ্ড হয় হরিশ্চন্দ্র মহাসয়
ঘাটে ঘাটে ফিরে চকি দিএ ।

সেহি কালে কান্দে রানি ঘর হতে নৃপমনি
কহে বানি চরেরে চাহিএ ॥

সুখ অহে অনুচর জায় সবে সৌগ্রতর
কে আসীছে ফেলীবার মরা ।

তথাতে জাইয়া সবে আমারে খবর দিবে
এক জন আসীয়া জে তরা ॥

নৃপতি আদেশ পাইয়া চরগন জায় ধাইয়া
জেহি স্থানে আছে রাজরানি ।

দেখে জাগ্রবির জলে মরা পুত্র করি কুলে
পরস্পর করে কানাকানি ॥

সীগ্র জায় এক জণে কহ গীয়া কর্তার স্থানে
এহি জে সকল বিবরণ ।

চেন কালে মহাশয় হরিশ্চন্দ্র নররায়
সেহি স্থানে দিল দরসন ॥

রাজারে দেখীয়া চর কহে করি যুরকর
দেখ আগে আপনি নয়ন ।

এক শ্রি চোরা আইসে জলেতে দারেতে বসে
চোরি করি ফেলিবার সন্তান ॥

সুনি রাজা ক্রোধভরে রানির বৎসা করে
অতিসয় রাগান্বিত হৈয়া ।

কুখা তোর হয় বাড়ি নিত্য নিত্য কর চোরি
আসী বোজি জায় ফেলাইয়া ॥

আজি সান্তি দিব তরে জেণ না এমণ করে
মরা ফেলী জায় পলাইয়া ।

রানি বলে হায় হায় সুন অহে মহাসয়
কটু কহ কিসের লাগীয়া ॥

কিষ্টিবায় পণ্ডিতের বানি স্নগ স্নগ রাজরানি
সান্ত কর পরিচয় দিয়া ।

না জানিয়া নররায় তেহি তোমা কটো কর
সুনি রাজা মরিবে কান্দীয়া ॥

পরায় ॥

ফাফর হইয়া দেবি কান্দে সকলগে ।

মৃতা দাহণের কাষ্ট দিব কুণ জণে ॥

জত মৃতা পুরা কাষ্ট ফেলাইছে কুলে ।

জন্ম করি আগে রানি আপনার বলে ॥

আহা গোসাই মরে কি কৈল বিদাতা ।

অধিক জতণে রানি সাজাইল চিতা ॥

রানি বলে অহে দানি কেণ দেহ দুক্ষ ।

পুত্রসুখ কাতরে ফাটীয়া জায় বোক ॥

কুখা হতে আইলে তোহি কথা তর ঘব ।

না জাণহ এহি ঘাটে আমি লই কর ॥

রানি বলে একি আর ঠেকীল আপদে ।

কুণ দেসে কুণ জণে মরার করি লাদে ॥

নাহি মরা ফেলাইব নিব অল্প স্থানে ।

করি লইতে বোজি করিয়াছ মণে ॥

রাজা বলে ঘাটে আইলে নিয়ম আমার ।

পঞ্চাশ কাহণ কৈরি প্রথেক মরার ॥

রানি বলে অহে দানি ছারি দেয় মরে ।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনটি ত্রিপদীর পদ
আছে। রামায়ণের অত্যাশ্রু পুথির উপাখ্যান
ভাগের সহিত উদ্ধৃত অংশের মিল নাই।

১৯। রামায়ণ-আদিকাণ্ড।

(গঙ্গার জন্মকথা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ বাঙ্গালা তুলোটি কাগজ। আকার,
১৪ ১/২ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬। প্রতি পৃষ্ঠায়

৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল।

সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

অথ গঙ্গার জন্ম ॥

এক দিন দুর্কাসা মুনি ভাবিয়া যন্তরে।
উপনিত হইল আসি যজ্ঞধা নগরে ॥
মুনি দেখি ভগিরথ উঠি দাণ্ডাইল।
জোড়হাথে মুনিবর প্রণাম করিল ॥
মুনিবর বসিতে দিলেন সিংহাসন।
তাহাতে বসিল মুনি পাতি কুসাসন ॥
মুনি বলে স্নন যহে ভগিরথ রাজন।
কোপিলের কোপে ভস্ম সাগরনন্দন ॥
তা সভাকার কিছু না হইল প্রতিকার।
গঙ্গা স্নানিয়া কর সভার উদ্ধার ॥
ভগিরথ বলে তবে স্নন মহামুনি।
উদ্দেশ্য পাইলে গঙ্গা আমি জে যানি ॥
মুনি বলেন গঙ্গা যাছেন ব্রহ্ম কুমণ্ডলে।
গঙ্গারে পাইবে তুমি ব্রহ্মাকে সেবিলে ॥
রাজা বলে গঙ্গা কোথা পাইল বিধাতা।
কোথা বা হইল গঙ্গা তার জন্ম কোথা ॥
মুনি বলে স্ননবানি স্নন হে রাজন।
জন্মকথা कहিলে হয় পাপ বিমোচন ॥
তদ্বরা নারদ গায়ক বহুতর।
হুই জনে বিবাদ করয়ে নিরন্তর ॥
নারদ বলে তদ্বরা তোমারে কই দড়।
তোমাকে অধিক আমি গায়ক বড় ॥
তদ্বরা বলে ওকথা কেনে কহ তুমি।
তোমাকে অধিক গায়ক বাট আমি ॥
নারদ বলে পঞ্চ মুখে সিংহ ভাল জানে।
... ... জাইয়া বুঝিব তার স্থানে ॥
চলিলা নারদ তদ্বরা মহামতি।
কৈলাসেতে গেলেন জেখানে পশুধতি ॥

বিবাদ করিয়া গোসাঞি রাইলাম হুই জনে।

আপনি कहিয়া দাও কে কমন গায়নে ॥

সিংহ বলেন গায়ন না বুঝি হুই জন।

চল জাই গোলকে যাছেন নারায়ন ॥

তিন জন রাইল জথা লক্ষি গদাধর।

নারায়নে লক্ষিকে বন্দিলে মহেশ্বর ॥

তদ্বরা নারদ কৃষ্ণে বন্দে করপুটে।

হুই জনে দাণ্ডাইল গোবিন্দ নিকটে ॥

আমরা বিবাদ করি রাইলাম হুই জন।

তোমরা বুঝ দোহে কেমন গায়ন ॥

আপনে বুঝ বুঝ তিন জন।

প্রভু বলে হুই তবে কর স্নানাপন ॥

প্রথমে নারদ মুনি রাগ স্নানাপিল।

চারি চরন রাগ পুরিতে নারিল ॥

তাহার পশ্চাতে তদ্বরা কৈল স্তুতি।

ততোধিক কৈল দোহে রাগের দুর্গতি ॥

রাগ রাগিনি আরম্ভ কৈল হুই জন।

প্রমাদ ভাবিয়া তারা করিছে ক্রন্দন ॥

হস্ত পদ ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল কার মাথা।

প্রভুর চরনে ধরি করিছে বেগথা ॥

ছয় রাগ যাছে জুখ ছুঁসি রাগিনি।

প্রভুর বচনে গান করে যুলপ্রানি ॥

২০। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(গঙ্গার মাহাত্ম্য)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাক্সালা তুলোট কাগজ। আকার,
১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১১। প্রতি
পৃষ্ঠায় ১২—১৩ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন
১২৬৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

গঙ্গার মাহাত্ম্য কথা সুন সর্বজন ।
 জে কথা সুনিলে হর পাপ বিমোচন ॥
 অপূর্ব গঙ্গার কথা সুন সাধু ভাই ।
 সুনিলে সে সব কথা আপদ ছারাই ॥
 সাবদাণে স্ত্রী জেবা গঙ্গার চরিত্র ।
 সুনিলে পাতক নাসে সরির পবিত্র ॥
 বিশ্বামিত্রে জঙ্ক করে অরণ্য ভিতরে ।
 রাক্ষসে আসীয়া মূনির জঙ্ক নষ্ট করে ॥
 রাক্ষসে কারণে মোনি বর ভয় পাইয়া ।
 অজ্ঞাত্যে মহামনি গেলেন চলিয়া ॥
 মোনি দেখী আনন্দীত দসরথ রাজা ।
 পাণ্ডা অর্জু দিয়া মোনির করিলেক পূজা ॥
 অসেসপ্রকারে রাজা মোনিকে পূজিল ।
 কি কারণে আগমন রাজা জিজ্ঞাসীল ॥
 মোনি বলে মর কথা সুনহ রাজন ।
 মর জঙ্ক করে আসী রাক্ষসে লঙ্কন ॥
 সুনআছি পুত্র জন্মিআছে জে তোমার ।
 রাম লঙ্কন দেহ আমার জঙ্ক রাখীবার ॥
 এত সুন দসরথে পুত্র আনি দিল ।
 রাম লঙ্কন লৈয়া মোনি হরিসে চলীল ॥
 ভাগীরথীর তিরে গেল তিন মাহাজন ।
 গঙ্গা দেখী সানন্দীত কমললুচন ॥
 মন্দ মন্দ নিশ্বেতে তরঙ্গ রহে নির ।
 গঙ্গা দেখী রঘুনাথ পুলকে সরির ॥
 মনি বলে মর কথা সুন রঘুনাথ ।
 ভাগীরথে গঙ্গাকে আনিছে প্রথীবিত ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবে স্তোতি করে নিরাস্তর ।
 পরিভ্রাণ হেতু গঙ্গা আনিছে নৃপবর ॥
 রামে বলে কহ মোনি তোমার মোথে সুন
 বিস্তার করিয়া কহ মনি অপূর্ব কাহিনী ॥
 বিস্তার করিয়া কহ মোনি অপূর্ব কথন ।
 গঙ্গাদেবির জন্ম আদি সাগরসঙ্গম ॥

মনি বলে সুন রাম কমললুচন ।
 কহিব গঙ্গার জন্ম অপূর্ব কথন ॥
 তোমার দক্ষিণ পদে গঙ্গার জে জন্ম ।
 জে কথা সুনিলে লুকের রহে ধর্ম ॥
 ভৃকু আর নারদ মনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 একত্রে বসীয়া করে গীত আলাপন ॥
 বিরাগে গাহিল গীত দুই মহামনি ।
 নবিন সর্জ্য হৈল জত রাগ রাগীনি ॥
 পড়িয়া রহিল রাগ চলীতে না পারে ।
 নারদে বলএ ভৃকু না পার গাহিবারে ॥
 বিরাগে গাহিলা গীত ক্ষেমা দেহ আপণে ।
 সুনিয়া বলীল তবে ভৃকু তপুধণে ॥
 আমি মন্দ তোমি আসী কর হে গাহেণ ।
 কি মত গায় তোমি সুনিব এখন ॥
 এত সুন নারদ মোনি বলিল বচন ।
 চল জাই জথা আছে দেব ত্রিলুচন ॥
 সিংহ বিণে রাগ ব্যাক্ষা অন্ত নাহি জাণে ।
 চলহ আমরা জাই মহাদেব স্থানে ॥
 ভাল ভাল বলীয়া কহিল মহামনি ।
 সর্ভরে চলীআ গেল জথা সুলপানি ॥

ইহার পর দুই মূনি মহাদেবের নিকট
 গিয়া আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন ।
 তদন্তরে মহাদেব বলিলেন, এ বিষয়ে বিষ্ণুই
 শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকর্তা । যেমন কথা, তেমনি কাজ ;
 তিন জনে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন । সদাশিব
 বিষ্ণুকে তাঁহাদের আগমনের কারণ বলিলেন ।
 বিষ্ণু মূনিদিগকে গান করিতে অনুমতি
 দিলেন । মূনিরা আলাপ করিলেন ; বিষ্ণু
 তুষ্ট হইয়া এইরূপ একটা মীমাংসা করিয়া
 দিলেন ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

অষ্টাবিংশ সাংবৎসরিক কার্য-বিবরণ

বর্তমান ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অষ্টাবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া, ঊনত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সদস্যগণ ও সাধারণের অবগতির জ্ঞাত বিগত অষ্টাবিংশ বর্ষের কার্য-বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

আলোচ্য-বর্ষে পরিষদের তিন জন বান্ধব ছিলেন;—মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রর বিজয়চন্দ্র মহাতাব বাহাদুর এবং রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর। এই বর্ষে আর কোনও মহানুভাব ব্যক্তি এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পরিষদের স্থায়ী তহবিলে দান করিয়া, ইহার বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই।

আলোচ্য-বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল :—বিশিষ্ট—৮, আজীবন—৬,

অধ্যাপক—৪, মৌলবী—০, সহায়ক—২০, সাধারণ—২১১২
(কলিকাতা—১০৮৯, মফস্বল—১০২৩); মোট—২১৫০। পূর্ক-

বর্ষের সংখ্যার তুলনায় ৩১ জন সাধারণ-সদস্য অধিক হইয়াছিলেন।

(ক) **বিশিষ্ট-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কতিপয় সদস্য, ফরাসীদেশীয় ব্রগন্ধিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ সিলভেঁলেভী মহোদয়কে বিশিষ্ট-সদস্যরূপে নির্বাচিত করিবার জ্ঞাত প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার ফলাফল অণ্ড আপনাদের সমক্ষে প্রকাশ করা হইবে। বর্ষশেষে পরিষদের ৮ জন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন।

(খ) **আজীবন-সদস্য**—বর্ষের আরম্ভে পরিষদের ৬ জন আজীবন সদস্য ছিলেন। গাহার পর নূতন আর কেহই এই সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই। পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারে ইনি এককালে ৫০০০ টাকা দান করিবেন, নিয়মানুসারে তিনি পরিষদের আজীবন-সদস্য-শ্রীভুক্ত হইতে পারেন। বঙ্গদেশে বাণী ও কমলার বরপুত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও এই বাণী-মন্দিরে আসিয়া সমবেত হন নাই। স্পাদক আশা করেন যে, ইঁহাদের অল্পগ্রাহে পরিষদের ধনভাণ্ডার ও জ্ঞানভাণ্ডার অচিরেই রিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

(গ) **অধ্যাপক-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পরিষদের ৪ জন অধ্যাপক-সদস্য লেন। বর্ষমধ্যে ময়মনসিংহ সিমুলজানি বিজয়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-ই বিত্তাভূষণ মহাশয় অধ্যাপক-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা হইল।

(ঘ) **মৌলবী-সদস্য**—দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান এই মৌলবী-সদস্যপদ গ্রহণে অগ্রসর হন নাই। পরিষদের সম্পাদক, কার্য-বিবরণীর মধ্যে প্রতি বর্ষেই এই অভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তথাপি স্বেচ্ছায় বাঙ্গালী মুসলমানগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গবাণীর সেবার হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই সমান অধিকার। কিন্তু ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় যে, মুসলমান ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের এই অধিকারের প্রতি এখনও মনোযোগী হইতেছেন না।

(ঙ) **সহায়ক-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ২০ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন; তন্মধ্যে ৩ জনের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, বার্ষিক অধিবেশনে ২ জন পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন এবং ১ জন সাধারণ-সদস্য-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৩ জন নূতন সহায়ক-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর সদস্য কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই জন্ত পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। বর্ষশেষে পরিষদের ২২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন।

সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় বিবিধ শাখা-সমিতিতে এবং কার্য-নির্বাহক সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া নানাভাবে পরিষদের কার্যপরিচালনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন এবং বর্ষের শেষাংশে সহকারী সম্পাদকরূপেও পরিষদের কার্য করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধবয়সেও যেরূপ উৎসাহের সহিত পরিষদের কার্যে যোগদান করেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জ্ঞান প্রবীণ কর্মোৎসাহী সহায়ক-সদস্য পাইয়া পরিষৎ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় ও প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যথাক্রমে দর্শন ও সাহিত্য-শাখার সভ্যরূপে পরিষদের কার্য-সম্পাদনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ এবং শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ও পরিষদের ভোট পরীক্ষকরূপে কার্য করিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, অত্রান্ত সহায়ক-সদস্যগণের নিকট হইতে পরিষৎ কোন সাহায্য পান নাই।

(চ) **সাধারণ-সদস্য**—(১) আলোচ্য বর্ষের প্রথমে ১০৮ জন কলিকাতাবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৮ জনের নাম পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় হেতু বাদ দেওয়া হইয়াছে, ১৬ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে ও ১১৪ জন কলিকাতাবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এক জন স্ত্রী সহায়ক-সদস্যপদের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হইলে, সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ২ জন কতিপয় বৎসর পূর্বে সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় সাধারণ-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে ১৬ জন সদস্য মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বল হইতে ১৩ জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্তনের পর, বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সদস্য-সংখ্যা ১১৭ জন হইয়াছে।

(২) বর্ষের প্রথমে ১০২ জন মফস্বলবাসী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে পদত্যাগ

ও চাঁদা অনাদায় হেতু ২১ জনের নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে ; ১ জন সহায়ক-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ২২ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। চাঁদা অনাদায় হেতু একজন সদস্যের নাম পূর্বে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৬ জন কলিকাতাবাসী সদস্য মফস্বলে আসিয়াছেন এবং ১৩ জন মফস্বলবাসী সদস্য কলিকাতায় গিয়াছেন। এই সকল পরিবর্তনের পর, বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সদস্যসংখ্যা ১০১২ হইয়াছে।

কলিকাতাবাসী সদস্যগণের মধ্যে ২৪২ জন এবং মফস্বলবাসী সদস্যগণের মধ্যে ৪৪৯ জন দুই বৎসরের অধিককাল ব্যবৎ মোটেই চাঁদা দিতেছেন না। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের ৪২ (৩) নিয়মের আশ্রমে আসিতে কার্য-নির্বাহক-সমিতি তাঁহাদিগের পত্রিকাদি প্রেরণ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। আশা করা যায় যে, বর্তমান বর্ষে তাঁহারা পূর্বের জায় নিয়মিত চাঁদা প্রদান করিয়া পরিষদের ব্যবতীয় অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এতদ্ব্যতীত সকল সদস্য নিয়মিতভাবে তাঁহাদের চাঁদা দান করিয়া পরিষৎকে অতিশয় গুরুতর ও কর্মভার সম্পাদনে যথোচিত উৎসাহ দান করিয়াছেন।

উল্লিখিত কারণে আলোচ্য বর্ষের শেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

বিশিষ্ট—	৮
আজীবন—	৬
অধ্যাপক—	৫
মোলবী—	০
সহায়ক—	২২
সাধারণ—	২১৯১
কলিকাতা—	১১৭৯
মফস্বল—	১০১২
	<hr/> ২১৯১
মোট—	<hr/> ২১৩২

আলোচ্য-বর্ষে পরিষদের ৩১ জন সাধারণ-সদস্য এবং ১ জন সহায়ক-সদস্য পরলোক-গমন করিয়াছেন। ইহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত ক্ষতি অনুভব পরলোকগত সদস্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট এ সময়ে পুনরায় আর্থিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সহায়ক-সদস্য

১। জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—(চট্টগ্রাম)

সাধারণ-সদস্য

১। অশ্বিনকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ—(বহরমপুর)

২। অমৃতলাল বসু—(২৪ পরগণা)

- ৩। আনন্দকুমার চৌধুরী এম্ এ, বি এল্—(কাশী)
 ৪। আশুতোষ বসু—(চুঁচুড়া)
 ৫। কালিদাস মিত্র বি এল্—(বশোহর)
 ৬। কিরণকুমার বসু এম্ এ—(কলিকাতা)
 ৭। কুলদাকান্ত ঘোষ বি এল্—(দিনাজপুর)
 ৮। চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ—(কলিকাতা)
 ৯। জগদ্বন্ধু মোদক—(কলিকাতা)
 ১০। জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্—(কলিকাতা)
 ১১। তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ—(ময়মনসিংহ)
 ১২। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্—(হাওড়া)
 ১৩। দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—(কলিকাতা)
 ১৪। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—(হাওড়া)
 ১৫। নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী এল্ এম্ এম্—(টেঞা, মুর্শিদাবাদ)
 ১৬। বরদাকান্ত রায় চৌধুরী—(রঙ্গপুর)
 ১৭। বরদাপ্রসাদ প্রামাণিক এম্ এ, বি এল্—(কলিকাতা)
 ১৮। বসন্তকুমার রায় কবিভূষণ—(কলিকাতা)
 ১৯। ভুবনমোহন পাঠক বি এ—(নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা)
 ২০। মুকুন্দলাল লায়ক—(কলিকাতা)
 ২১। ষামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(কলিকাতা)
 ২২। যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি এ (অক্সন)—(কলিকাতা)
 ২৩। রামচন্দ্র—(কলিকাতা)
 ২৪। রাজা রামচন্দ্র রায় বীরবর—(দাঁতন, মেদিনীপুর)
 ২৫। ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়—(নদীয়া)
 ২৬। ডাঃ শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডি এল্ এম্ এম্—(মালদহ)
 ২৭। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লীবাসী সম্পাদক—(কালনা, বর্ধমান)
 ২৮। সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল—(কলিকাতা)
 ২৯। কুমার হরিপ্রসাদ রায়—(পোস্তা রাজবাটা, কলিকাতা)
 ৩০। হেমেন্দ্রনাথ রায়—(কালীঘাট, কলিকাতা)
 ৩১। জয়ীকেশ দত্ত—(বেলেঘাটা, কলিকাতা)

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ

আলোচ্য-বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের পরলোক-প্রাপ্তিতে পরিষৎ হুঃখ প্রকাশ করিতেছেন,—

- ১। প্রভাতকুমার রায় চৌধুরী ব্যারিষ্টার (কলিকাতা), ২। রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার, (কলিকাতা), ৩। মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্ (ভাগলপুর)।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২৮এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয় এবং পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশন আসন গ্রহণ করেন। কতিপয় সদস্যের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের পর, সপ্তবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইলে, আগামী বর্ষের (১৩২৮ বঙ্গাব্দের) আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হয়। তৎপরে অধ্যাপক ও সহায়ক-সদস্য-নির্বাচন, কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন ও কর্মধ্যক্ষ-নির্বাচনের কার্য শেষ হইলে প্রস্তর-নির্মিত কতিপয় অস্ত্র প্রদর্শিত এবং ৪খানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব বর্ষের জ্ঞান আলোচ্য বৎসরেও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান—এই চারিটি শাখার কার্য যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল শাখার আঙ্গানকারী সাহিত্যাদি চারি শাখা ও সভাগণ বিশেষ পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন; তজ্জন্ত তাঁহারা সকলেই পরিষদের ধন্যবাদভাজন। এই শাখা-সভাগুলির নির্দেশ অনুসারেই মাসিক অধিবেশনে পাঠের ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ নির্বাচিত হইয়াছিল। যুগ্মণের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থও এই শাখা-সভা স্থির করিয়া দিয়াছেন। এতদ্বিন্নান্য বিষয়ে লোকশিক্ষামূলক বক্তৃতা প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া, ইহার সভাগণ যথেষ্ট কার্য-তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে এই সকল শাখার কার্যবিবরণ প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞাভূষণ মহাশয় (ক) সাহিত্য-শাখা আঙ্গানকারী ছিলেন। সভাগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

এই শাখার ৫টি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে ১৫টি প্রবন্ধ এবং ২ খানি গ্রন্থ আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখানি গ্রন্থ দর্শন-শাখার আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও বিবেচিত হওয়ার, উক্ত শাখায় প্রেরিত হইয়াছে এবং অপরখানি পরিষৎ কর্তৃক গৃহীত হইবে, স্থির হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে ৮টি উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ার, পরিত্যক্ত হইয়াছে, দুইটি প্রবন্ধ কেবল অধিবেশনে পঠিত হইবে স্থির হইয়াছে এবং একটি আলোচনাধীন রহিয়াছে। চারিটি প্রবন্ধ মাসিক অধিবেশনে পঠিত এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, স্থির হইয়াছে; তাহাদের ও গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

প্রবন্ধ	লেখক
১। গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুথি আলোচনা	... শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বকল্লভ
২। বৈদিক ভাষার স্বরের সূত্র	... " বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
৩। ভারতীয় স্তম্ভ-বিজ্ঞা	... " যোগেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞাভূষণ
৪। ঐতিহ্যের জগন্নাথদশক	... " শিবচন্দ্র মীল

দীনবন্ধু দাস সঙ্কলিত "সঙ্কীর্ণনামৃত" নামে একখানি পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞাভূষণ মহাশয় সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই পুথিখানি অন্যান্য পুথির সহিত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় পরিষৎকে উপহার দিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত এই শাখার প্রস্তাবক্রমে স্থির হইয়াছে যে, প্রতি বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের পুণিশাখায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পণ্ডিত হইবে।

ঐযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল মহাশয় আলোচ্য-বর্ষে দর্শন-শাখার সভাপতি এবং অধ্যাপক ঐযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়

(খ) দর্শন-শাখা

আহ্বানকারী ছিলেন। এই শাখার মাত্র একটি অধিবেশন হয় এবং এই অধিবেশনে “ঈশ্বর-প্রামাণ্য বা গুরু-শিষ্যসংবাদ” নামক একখানি গ্রন্থ ও অপর একটি প্রবন্ধ আলোচনার জন্ত আসিয়াছিল। প্রবন্ধটি অল্পপুস্তক বিবেচনার পরিত্যক্ত এবং গ্রন্থখানি বিশেষজ্ঞের মতামতের জন্ত প্রেরিত হইয়াছে। এই শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

ইতিহাস-শাখায় রায় সাহেব ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শারীরিক

অসুস্থতা-বশতঃ সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলে, আলোচ্য বর্ষের

(গ) ইতিহাস-শাখা

প্রথমে অধ্যাপক ঐযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় ইহার সভাপতি নির্ধারিত হন। ঐযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় ইহার আহ্বানকারী ছিলেন। এই শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং এই সকল অধিবেশনে ৮টি প্রবন্ধ ও একখানি গ্রন্থ আলোচনার জন্ত পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি প্রবন্ধ অল্পপুস্তক বিবেচিত হইয়াছে, পাঁচটি প্রবন্ধ অধিবেশনে পাঠ ও পত্রিকার ছাপা হইবে স্থির হইয়াছে, একটির সম্বন্ধে লেখকের সহিত পত্র-ব্যবহার চলিতেছে এবং একটি অসম্পূর্ণ বলিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয় নাই। বিশেষজ্ঞের মতামত না পাওয়ার জন্ত “কামন্দকীয় নীতিসার” গ্রন্থের প্রকাশ সম্বন্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। নির্ধারিত প্রবন্ধের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

প্রবন্ধের নাম	লেখক
১। নারায়ণ পালের লিপি—	ঐযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
২। মৌর্য-যুগের ভারতীয় সমাজ— (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়)	„ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
৩। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব—	„ বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল
৪। বুদ্ধদেবের টীকা—	ঐ
৫। ‘সমতটের পূর্বে’ প্রবন্ধের প্রতিবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য—	„ সাতকড়ি মিত্র

শাখা-সভার আহ্বানকারী ঐযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত শাখার কার্য পরিচালিত করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

আলোচ্য বর্ষে ঐযুক্ত শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং ঐযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন, এই বর্ষে শাখার দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং কতিপয় বিষয়ে সাকুলান্

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

যায় একবার সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। দুইটি প্রবন্ধ ও একখানি গ্রন্থ আলোচনার জন্ত পাওয়া গিয়াছিল। একটি প্রবন্ধ ও নকুল-কৃত “অথ-চিকিৎসা” নামক গ্রন্থ পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন নাই বলিয়া স্থির হয় এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বিজ্ঞান মহাশয়ের লিখিত “ভারতীয় লিপিসমূহের জন্ত তড়িৎ-বার্তার ধ্বনি-নির্দেশ” নামক প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

চিকিৎসা, গণিত ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা করিবার জন্ত পাঁচ জন করিয়া সভ্য লইয় এই শাখার অধীনে দুইটি প্রশাখা-সমিতি গঠন করা হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞান মহাশয়ের যথাক্রমে এই দুই প্রশাখা-সমিতির আহ্বানকারী নির্বাচিত হইয়াছেন। গণিত ও জ্যোতিষ প্রশাখা-সমিতির একটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল। এই দুই প্রশাখা-সমিতির সভ্য-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

পূর্ববর্ষের শ্রায় আলোচ্য বর্ষেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের জন্ত ৩০ টাকা বেতনে একজন কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

উপরিলিখিত শাখাগুলির আহ্বানকারী ও সভ্যগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে শাখার কার্য পরিচালনা করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

আলোচ্য বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল মাসিক অধিবেশন পঠিত প্রবন্ধ, প্রবন্ধলেখকের নাম ও অধিবেশনের তারিখ নিম্নে লিখিত হইল,—

প্রথম মাসিক অধিবেশন—২৬এ আষাঢ়, (১৩২৮) রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) নালিতা—শ্রীযুক্ত হরিন্দাস সাহা এম্ এ। (খ) খনিবিজ্ঞান পরিভাষা—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল বি এন্সি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১লা শ্রাবণ, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) পার্কত্যা চট্টগ্রামের পার্কত্যা-জাতির খাওয়ার উপকরণ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এন্স, (খ) রামপ্রসাদ ও রামচন্দ্র—শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্তী।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২২এ শ্রাবণ, রবিবার। প্রবন্ধ—গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুথির আলোচনা—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যরত্ন।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২৯এ শ্রাবণ, রবিবার। প্রবন্ধ—ভারতীয় লিপিসমূহের জন্ত তড়িৎ-বার্তার ধ্বনি-নির্দেশ—শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ বিজ্ঞান মহাশয়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—১৬ই আশ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) নারায়ণ-পালের লিপি—ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি এচ ডি; (খ) মৌর্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস (প্রথম অধ্যায়)—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৫এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। প্রবন্ধ—বৌদ্ধগান ও দোহা—হুমদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—৮ই মাঘ, রবিবার। প্রবন্ধ—বৈদিক ভাষায় স্বরের সূত্র—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৮এ ফাল্গুন, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) মোক্ষাণুগেহ ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস (দ্বিতীয় অধ্যায়)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ। (খ) জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব—শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্।

নবম মাসিক অধিবেশন—৫ই চৈত্র, রবিবার। প্রবন্ধ—বুদ্ধবোধের টাকা—শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্।

দশম মাসিক অধিবেশন—৭ই জ্যৈষ্ঠ, (১৩২৯) রবিবার। প্রবন্ধ—শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদশক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্য

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে—

১। ১টি স্বর্ধ্যমূর্তি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ষোণেশচন্দ্র চৌধুরী, কোটালীপাড়া।

অষ্টম মাসিক অধিবেশনে—

২। ৫টি প্রস্তরমূর্তি।

৩। ৬০টি বিভিন্ন মুদ্রা।

প্রদাতা—শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী।

৪। ১টি প্রস্তরমূর্তি।

৫। ১২টি বিভিন্ন মুদ্রা।

প্রদাতা—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেজ্জনাথ ষোষ এম্ ডি, এম্ এন্সি।

৬। ২২৪টি বিভিন্ন মুদ্রা।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্।

নবম মাসিক অধিবেশনে—

৭। ১টি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ।

দশম মাসিক অধিবেশনে—

৮। এক খানি দাস-বিক্রয়ের দলিল।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ।

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে

সাংবৎসরিক স্মৃতি-উৎসবের জন্ত একটি, সাহিত্য-সেবীর পরলোক-বিশেষ অধিবেশন

গমনে শোক-প্রকাশার্থ তিনটি, চিত্র-প্রতিষ্ঠা এবং মূর্তিপ্রতিষ্ঠার

জন্ত ছয়টি (১ম, ২য়, ৩ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম) অধিবেশন হয় এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রর

জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতার জন্ত তিনটি (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম) এবং

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের জন্ত একটি (১০ম), মোট দশটি অধিবেশন আহুত হয়;

উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি না হইলে, একটি অধিবেশন হয় নাই। নিম্নে উক্ত শ্রেণীভেদে

অধিবেশনগুলির বিবরণ দেওয়া হইল,—

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ়, (১৩২৮) বুধবার স্বর্গীয় কবি মাইকেল

ଅଷ୍ଟମ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ—୩ରା ଆଷାଢ଼, ୧୭ই জুন, শনিবার সভাপতি মহোদয়।

পাধ্যায় ত্রিযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই অধিবেশনে আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক ত্রিযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্মৃতি-সমিতির কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে ত্রিযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এ, বি এল, ত্রিযুক্ত ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এম্ এস, ত্রিযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ত্রিযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ত্রিযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ এবং ত্রিযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম্ এ, মহাশয় নানারূপ আলোচনা করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা আষাঢ়, ১৮ই জুন, রবিবার। এই অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় ত্রিযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্শ্বরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত এই বিশেষ অধিবেশন হয়। বোবাজার অবৈতনিক নাট্য-সমাজ কর্তৃক ত্রিযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় রচিত “বঙ্কিম-বরণ” গীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মর্শ্বরমূর্ত্তি-নিৰ্ম্মাণ শাখা-সমিতির সহকারী সম্পাদক ত্রিযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্মৃতি-সমিতির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন। স্মৃতি-সমিতির ১১২ টাকা দেনা দেখাইয়া সহকারী সম্পাদক অর্থের জন্ত সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে পর, ৭০৫ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। অনন্তর ত্রিযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ত্রিযুক্ত নলিনী-কান্ত সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের “মৃণালিনীর” এক গান গাহিলেন, তৎপরে ত্রিযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ মহাশয় “কমলাকান্তের দুর্গোৎসব” প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ত্রিযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ মহাশয় একটি কীর্ত্তন গান করিলেন এবং ত্রিযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ‘আনন্দমঠের’ “মায়ের তিন মূর্ত্তি” পাঠ করেন। গোবর্দ্ধন-সঙ্গীত-সমাজের পক্ষ হইতে “বন্দে মাতরম্” গীত হয় এবং রায় ত্রিযুক্ত চুলীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—২রা পৌষ, শনিবার। ত্রিযুক্ত রায় চুলীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে অধ্যাপক ত্রিযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় ত্রিযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থ প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—২৮এ মাঘ, শনিবার। সভাপতি ত্রিযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ। এই অধিবেশনে অধ্যাপক ত্রিযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, ত্রিযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থ প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভূত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের নবম ও দশম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২০এ মাঘ, শুক্রবার। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ত্রিযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই অধিবেশনে ত্রিযুক্ত অর্কেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ

এটর্নি মহাশয় “নেপালের শিল্প” নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং আলোক-চিত্রের সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইয়া দেন।

দশম বিশেষ অধিবেশন—১০ই আষাঢ় (১:২৯) ২৫এ জুন, শনিবার এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে লোকশিক্ষার উপযোগী বক্তৃতা দান করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর বক্তৃতা আলোচ্য বর্ষে তিনটির বেশী হইতে পারে নাই। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে এই শ্রেণীর বক্তৃতা প্রদানে উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব আছে, এমন কথা বলা চলে না। তথাপি পরিষদের চেষ্টায় এইরূপ বক্তৃতা তিনটির অধিক হইয়া উঠে নাই, ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতি আলোচ্য বর্ষের শীতঋতুতে সাহিত্য প্রভৃতি চারিটি শাখা-সভাকে তিনটি করিয়া বারটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবার জন্ত অমুরোধ করেন। শাখা-সভাসমূহও বিভিন্ন বক্তৃগণকে বক্তৃতা দিবার জন্ত অমুরোধ করিয়া-ছিলেন এবং তন্মধ্যে অনেকেই বক্তৃতা-প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই সকল বক্তৃতার জন্ত যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বর্ষে শাখা-সভাসমূহ এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

কার্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের বিভিন্ন কর্মসাধ্যক্ষেত্রে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর

মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক— „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

„ অমূল্যচরণ বিভাভূষণ

„ হেমচন্দ্র ঘোষ

„ হিরণকুমার রায় চৌধুরী

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিচারিক

	” রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	” বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
কোষাধ্যক্ষ—	” কিরণচন্দ্র দত্ত
পত্রিকাধ্যক্ষ—	” খগেন্দ্রনাথ মিত্র
চিত্রশালাধ্যক্ষ—	” মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
ছাত্রাধ্যক্ষ—	” শৈলেন্দ্রনাথ সরকার
গ্রন্থাধ্যক্ষ—	” পঞ্চানন মিত্র
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—	” উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	” ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
	” গিরিজাকুমার বসু

সংস্কারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের উপর কার্যালয়ের সর্ববিধ কার্যভার হস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিচারিক মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত বাবতীয় কার্য এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়ের উপর ছাপাবানা-সমিতি ও তৎসম্পর্কীয় মুদ্রণ-বিতরণের কার্যভার হস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বর্ষ মধ্যে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় নিযুক্ত হন এবং তাঁহার প্রতি সাহিত্য-সম্মিলন এবং শাখা-পরিষৎ সংক্রান্ত কার্যভার অপিত হয়। সহকারী সম্পাদকগণ বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগের কার্য সম্পাদন করিয়া সম্পাদকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় অষ্টাবিংশ ভাগ পরিষৎ-পত্রিকার চারি সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে 'এ বৎসর চিত্রশালার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। তিনি দিব্যাত্রা পরিশ্রম করিয়া চিত্রশালার সচিত্র বিবরণযুক্ত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয়ের উপর গ্রন্থশালার কার্যের ভার অপিত ছিল।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু আয়-ব্যয়-পরীক্ষা-কার্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। বর্ষ মধ্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবু কর্মোপলক্ষে দিল্লী গমন করায়, তাঁহার স্থলে কার্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় নির্বাচিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভা-সংক্রান্ত কোন কার্যই হয় নাই। ইহাদের কৃতকার্যতার জন্ত সম্পাদক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

কার্যনির্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন,—

(১) সাধারণ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত		ঐযুক্ত শ্রীমলাল গোস্বামী	
ঐযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বিএল্	”	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	
” রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্	”	কৃষ্ণচরণ সরকার	
” বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ	”	রাধিকাপ্রসাদ দত্ত	
” মাধবদাস চক্রবর্তী এম্ এ	”	রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী	
” বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ভূত	”	ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি	
” আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	”	নলিনীমোহন সাত্তাল এম্ এ	
” জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্	”		
” মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	(২) শাখা-পরিষৎ-সমূহ হইতে নির্বাচিত		
” মন্থমোহন বসু এম্ এ	ঐযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী		
মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ	”	ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	
ঐযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি .স	”	রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিদি বাহাদুর এম্ এ	
” নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	”	সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	
” প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	”	যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ	
” ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত এম্ এ, বি লিট্	”	কিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল্	
” যতীন্দ্রমোহন রায়			
” ডাঃ একেজ্জনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি,			
এম্ এম্ সি,			

ঐযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় বর্ষমধ্যে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার, তাঁহার স্থানে অধ্যাপক ঐযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্তী এম্ এ এবং ঐযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ ও ঐযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় সমিতির সভ্যপদ পরিত্যাগ করার, তাঁহাদের স্থলে যথাক্রমে ঐযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও ডাঃ ঐযুক্ত একেজ্জনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এসসি মহাশয় কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতির ১৪টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল এবং বিজ্ঞাপন-পত্র দ্বারা তিন বার কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে নির্ধারিত বিষয়গুলির মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নে লিখিত হইল,—

১। ঐযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদেশের পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। ওরিয়ণ্টাল কনফারেন্স উপলক্ষ্যে কলিকাতায় সমাগত বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরিষৎ মন্দিরে আহ্বান করিয়া অভ্যর্থনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে জারী, হোলী, সখীসংবাদ, মুর্শেদি প্রভৃতি গান সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ এক মাসের জন্ত ৩০/- ব্যয় করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়।

৪। পরিষদগ্রন্থাবলীর প্রচারের জন্ত পূর্ব বৎসরের ত্রায় আলোচ্য বর্ষেও ৫ ও ৬ টাকা মূল্যে সদস্য ও সাধারণের নিকট সেট-গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সঙ্গীত-রাগকল্পক্রমের মূল্য কমাইয়া একত্রে তিন খণ্ডের মূল্য ১০/- টাকা করা হইয়াছে।

৬। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গুণেন্দ্র রায়াল এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হওয়ায়, তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়া, এবং তৎসম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা করিবার জন্ত একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—(ক) পুরস্কার প্রবন্ধের বিষয়-নির্বাচন, (খ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্ত শাখা-সমিতি, (গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিলের অর্থ প্রকাশ্য চিত্র-নির্বাচনের জন্ত শাখা সমিতি, (ঘ) ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের প্রতিনিধিগণকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্ত শাখা-সমিতি, (ঙ) পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্ত শাখা-সমিতি, (চ) বার্ষিক কার্যবিবরণ পরীক্ষার জন্ত শাখা-সমিতি।

৭। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনার্থ একজন লেখক নিয়োগের জন্ত প্রতি মাসে ৩০ টাকা হিসাবে তিন মাসের জন্ত ৯০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

৮। সাহিত্যাদি চারিশাখা দ্বারা বিষয়ানুসারে পরিভাষা সঙ্কলনের জন্ত শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৯। পরিষদের পুথিশালায় সংরক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিবার জন্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১০। মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন কি না, এই বিষয়ে আজকাল নানাভাবে আলোচনা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্ত “সম্মতি-সভার” একযোগে “কালিদাস-সমিতি” নামে একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১১। পারিষৎ মন্দির রীতিমত মেরামত করিবার এবং শৌচাগার প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২। গ্রন্থাগারের জন্ত পুস্তকাদির প্রস্তুতের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কার্যনির্বাহক-সমিতি এবং অন্যান্য শাখা-সমিতিতে পরিষদের যে সকল সদস্য সভ্যরূপে কার্য্য করিয়াছেন, সম্পাদক এই স্থলে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

গত বর্ষের কার্য্যবিবরণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, নদীয়া ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমির সংস্থান নির্ণয়ের জন্ত পরিষৎ কর্তৃক “নদীয়া-সমিতি” নামে একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-সমিতি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই শাখা-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছে এবং উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না ঘটায়, একটি অধিবেশন হয় নাই। এই সকল অধিবেশনে সমিতির কার্য্যপ্রণালী নির্ণয়, চৌদ্দ জন অতিরিক্ত সভ্য নির্বাচন, নক্সা সংগ্রহ ও প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে এবং সরকারী কাগজ পত্র হইতে সমিতির উদ্দেশ্যানুকূল প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে

চিত্রশালার কার্য পরিচালিত হইয়াছে। বর্ষের প্রথমে কার্য নির্বাহক সমিতি, নিয়মামুসারে চিত্রশালা-সমিতি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমিতির সভ্যগণের চিত্রশালা নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু এই সমিতির আহ্বানকারী ছিলেন। বর্ষমধ্যে এই সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে “বাস্তুবিজ্ঞা” নামক শিল্পবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশ করিবার প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার ভার চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অপিত হইয়াছে। চিত্রশালার জন্ত একটি প্রদর্শনাধার (Show-Case) ক্রয় করা হইয়াছে। এই সমিতির উত্তোগে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু-কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি মহাশয় “নেপালের শিল্প” সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে ছায়াচিত্র প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার রক্ষিত মূর্তিসমূহের বর্ণনাপূর্ণ সচিত্র তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ প্রণয়নের জন্ত শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু দিবারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে এত অল্পসময়ের মধ্যে পুস্তক মুদ্রিত হইত কি না সন্দেহ। এই জন্ত পরিষৎ তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় মুদ্রণ-ব্যাপারে প্রফু প্রভৃতি দেখিয়া দিয়া শ্রীযুক্ত রামকমল বাবুকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনিও ধন্যবাদার্থ।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল,—

দ্রব্য	প্রদাতা
১। ১৮০০রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তৈলচিত্র	শ্রীকালিদাস মিত্র
২। ৮সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের তৈলচিত্র	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্বতিভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত
৩। ৮চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র	
৪। ৮রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাডুরের চিত্র	
৫। ৮জে, ডি, এণ্ডার্সন সাহেবের চিত্র	শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
৬। ৮রাজা সুর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের তৈলচিত্র	শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর
৭। ৮বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মর্ম্মর-মূর্তি	বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূর্তিনির্মাণ-সমিতি
৮। ১টি স্বর্ষ্যমূর্তি	শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র চৌধুরী
৯। ব্রাহ্মী লিপিস্থ ১টি রৌপ্যমুদ্রা	শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ
১০। ৬টি প্রস্তরমূর্তি	শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী
১১। ১টি প্রস্তরমূর্তি	ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এ, এম্ এন্স সি
১২। ৬০টি নানাপ্রণীর মুদ্রা	শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী
১৩। ২৪৪টি নানাজাতীয় মুদ্রা	শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ গাঙ্গা এম্ এ, বি এন্স

জব্য

প্রদাতা

১৪। ১২টি বিভিন্ন মূদ্রা

ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস বোম্ব এম্ এ,
এম্ এম্ সি

১৫। একটি প্রাচীন রৌপ্যমূদ্রা

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাক্সিলাল
এফ্ এল্ এস্

১৬। ৪টি বৌদ্ধস্তূপ

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর

১৭। একটি পিঙ্গলমূর্তি

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সি এ

১৮। ২খণ্ড ইষ্টক

শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

উপরিলিখিত জব্যসমূহ দান করার জন্তু পরিষৎ দাতাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন
করিতেছেন।

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিহ্নশালা দেখিতে আসিয়াছিলেন—

১। শ্রীযুক্ত সিলভেঁ লেভী।

২। " স্তর আন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

৩। " রামচন্দ্র কাক, আর্কিওলজিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কান্দীর।

৪। " জি, ইরাজদারী, ঐ—হায়দ্রাবাদ নিজামরাজ্য।

৫। " জে, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্কার।

৬। " আর, গোপাল আয়েঙ্কার।

৭। " টি, রাজগোপাল রাও।

৮। " জে, সি, মুখার্জি।

৯। " দয়্যারাম সাহানী।

১০। " এম্, বোম্ব, পাটনা মিউজিয়মের কিউরেটর।

১১। " ডব্লিউ, আর, গোর্লে।

১২। " এফ্, ডব্লিউ টমাস।

১৩। " ডাক্তার জে জে মোদি।

১৪। " সি এস্ শ্রীনিবাস আচার্য।

১৫। " এস্ ভি পিষনাথ।

১৬। " এ রঙ্গস্বামী সরস্বতী।

১৭। " পণ্ডিত রামকরণ।

১৮। " যদুনন্দন সহায়।

১৯। " পণ্ডিত বঙ্গীর সুব্বা রাও।

২০। " নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

২১। " ডাঃ এন্ জি সদাচারী।

২২। " কে এ সুরাক্ষণ্য আয়ার।

২৩। " ডি বি দে ধর।

- ২৪। শ্রীযুক্ত কে কে জয়সোয়াল।
 ২৫। " কে এন্ দীক্ষিত।
 ২৬। " রমাপ্রসাদ চন্দ।
 ২৭। „ এইচ্ কৃষ্ণ শাস্ত্রী।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার রক্ষিত প্রস্তরমূর্তিগুলি রাখিবার জন্ত পাদপীঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে। শ্রেণীভেদে মূর্তিগুলি সাজান হইয়াছে ও তাহাদের সংখ্যাপাত করা এবং দেওয়ালে ও কাঠফলকে পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে দর্শকগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভরসা করা যায় যে, আগামী বর্ষে মুদ্রাগুলির সবিস্তার বিবরণ প্রকাশ করিতে পারা যাইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন এবং কার্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত ১৩ জন সদস্য পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য গ্রন্থাগার ও পাঠাগার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় এই সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর মহাশয় তাঁহার স্থলে এই সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পরিশিষ্টে সভ্যগণের নাম প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা করপোরেশন হইতে এবারেও ৬৫০ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। করপোরেশনের সর্ত্তীমুদারে ওয়ার্ড কমিশনের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি এন্ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য আছেন এবং করপোরেশনের প্রদত্ত অর্থ পুস্তক খরিদ করা হইয়াছে। আগামী বর্ষ হইতে বাহাতে আরও বেশী সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার জন্ত করপোরেশনের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, স্থান-সংকীর্ণতা প্রযুক্ত একটি বড় পুস্তকাধার প্রস্তুত না করিলে পুস্তকগুলি ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হইতেছে। বর্তমান বর্ষের প্রারম্ভে পুস্তকাধার প্রস্তুতের ভার সায়েন্টিফিক সাপ্লাই কোম্পানীকে অর্পণ করা হইবে, স্থির হইয়াছে। শীঘ্রই তাঁহার কার্য্যারম্ভ করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে ১২০২ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০৩১ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৭১ খানি উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ২৩৮ খানি সংগৃহীত ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ৪১ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৯৭ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে। বর্ষমধ্যে সর্বসমেত ১৪৪০ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। যঁাহারা গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে অনুগ্রহপূর্বক পুস্তকাদি উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। পরিষদের উন্নতিচিকীষু সদস্য এবং গ্রন্থকার মহোদয়গণকে তাঁহাদের স্বরচিত বা প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার দিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশন হইতে ১৫ খানি মূল্যবান পুস্তক ও পুস্তিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে। এই সকল প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বৈজ্ঞানিক পুস্তক সদস্যগণ পাঠ করিবার বিশেষ সুবিধা পাইতেছেন। আমেরিকার গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত Monthly Labor Review, ফ্রান্সের Le Society de Linguistique de Paris ও American Anthropological Association, Boston Museum of Fine Arts

উঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি নিম্নমিত পাঠাইতেছেন। তজ্জন্ত আমরা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। যেহেতু, উঁহারই সাহায্যে পরিষৎ এই সকল পত্রিকাদি পাইতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রের মধ্যে ৯খানি দৈনিক, ৪৬ খানি সাপ্তাহিক, ৪ খানি পাক্ষিক, ৭০ খানি মাসিক, ৫ খানি ত্রৈমাসিক ও ২ খানি বৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এতস্তিন্ন কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট ও পেটেন্ট অফিস নোটিফিকেশন, গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে নিম্নমিত পাওয়া গিয়াছে। Indian Antiquary, Modern Review এবং Journal of the Royal Asiatic Society পত্রিকাগুলির গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়া গিয়াছে। সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় গ্রন্থাগারের কার্যে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ধন্তবাদাহ।

পরিষদের পাঠাগার নির্দিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যাহ ২টা হইতে ৮টা পর্যন্ত সাধারণের পাঠের জন্ত খোলা ছিল। প্রত্যাহ প্রায় ১০০ জন পাঠক সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদি পাঠের জন্ত আসিয়াছিলেন। প্রতিদিন গড়ে ৫০ খানি গ্রন্থ সদন্তগণ বাড়ীতে পাঠার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সাধারণের পাঠাগারে বসিয়া সংবাদপত্র, মাসিকপত্র এবং পুস্তকাদি পাঠের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

১৩২৮ সালের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ছিল—৪৪৫৩। তৎপরে বর্ষমধ্যে পরিষদের হিতৈষিগণের নিকট হইতে ৮১খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে

শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী ৪৯ খানি, শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য ২৬ খানি,

পুথিশালা

শ্রীযুক্ত শশধর মুখোপাধ্যায় ২ ছই খানি, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তত্ত্বব্রত

১ খানি, শ্রীযুক্ত তারকনাথ চন্দ্র ২ খানি ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র

১ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। এই সকল পুথির মধ্যে ৭৪ খানি সংস্কৃত ও ৭ খানি বাঙ্গালা।

একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৪২২ শকাব্দে অর্থাৎ

৪২১ বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ইতিপূর্বে অনাবিস্কৃত ছই একখানি পুথিও

ইহার মধ্যে আঃ। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইয়াছে—৪৫৩৪।

পুথির শ্রেণী

বাঙ্গালা পুথি—২৯২৩

সংস্কৃত পুথি— ১৩৪৬

অসমীয়া পুথি— ৩

ওড়িয়া পুথি— ৩

হিন্দী পুথি— ২

ফার্সী পুথি— ১২

তিব্বতীয় পুথি— ২৪৪

ইংরাজী পুথি— ১

আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালা পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা বতস্বর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে একটি খণ্ড প্রকাশ করা যাইতে পারে। সভাপতি মহাশয় ইহা পরীক্ষা করিয়া দিলে, আগামী বর্ষে মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা পুথির একটি বিষয়ানুক্রমিক তালিকাও আলোচ্য বর্ষে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন। ছুঃখের বিষয়, এই ছাত্রসভা বিভাগে উল্লেখযোগ্য কোনও কার্য হয় নাই। দুই জন ছাত্র নূতন ছাত্রসভা নির্বাচিত হইয়াছেন।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ দানগুলি পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল দাতাদিগকে পরিবৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেন।

১। পাথুরিয়াঘাটার জমিদার স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয় পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে এককালে ৫০০ টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে এই টাকা দিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয় এই বিষয় অবগত হইবামাত্র, তাঁহার পিতার প্রতিশ্রুত ৫০০ টাকা পরিষদের তহবিলে দান করিয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞারত্ন মহাশয় পরিষদের গৃহ-সংস্কারার্থ ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। স্বর্গীয় যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কন্যা রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণরমণী দাসী পরিষদের গৃহ-সংস্কারার্থে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। ছঃস্ব-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার—(ক) পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ছঃস্ব-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে ১০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং তাঁহার স্বরচিত “বন্দাবন-কথা” নামক গ্রন্থের ২০০ খণ্ড দান করিয়াছেন। গত বৎসর ইনি এই ভাণ্ডারে ১৫০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞারত্ন মহাশয়, তাঁহার সম্পাদিত কালিদাসের ঋতুসংহার ১৫০ খানি এবং পুষ্পবাণবিলাস ১৫০ খানি ছঃস্ব-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ উক্ত ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় পরিষদের সাধারণ তহবিলে ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট হইতে নিম্নলিখিতরূপ দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। এই জন্ত পরিবৎ তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় গৃহ-সংস্কারার্থ ১০০ টাকা সাহায্য করিবেন জানাইয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এসসি মহাশয় পঁচবৎসরের জন্ত প্রতিবর্ষে ১০০ একশত টাকা করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের জন্ত দান করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয় হুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের জন্ত তাঁহার লিখিত ব্যাখ্যাবৃত্ত
জালিদাসের “মেঘদূত” ৪০ খানি দিতে প্রতীক্ষিত হইয়াছেন।

আগোচ্য বর্ষে পরিষদের তহবিলের মোট আয় ২০৫৮৪৮/৩ টাকা এবং মোট ব্যয়
১৯৮১১৮৮/৯ টাকা। পূর্ব বৎসরের উদ্ধৃত ৮৪৫১/০ টাকা ধরিয়া
আয়-ব্যয়-বিভাগ বর্ষশেষে পরিষদের সাধারণ তহবিলে মোট ১৬১৮১/৬ টাকা উদ্ধৃত ছিল।

পরিষদের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের কতক টাকাও এই উদ্ধৃতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান
বর্ষে তাঁরা আদায়ের পরিমাণ কম হওয়াতে, বর্ষশেষে দেনার পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।
পরিষদের আয়-ব্যয়-সমিতির বর্তমান বর্ষে ৮টি অধিবেশন হইয়াছে। সভাগণ পরিষদে উপস্থিত
হইয়া কষ্টস্বীকার ও পরিশ্রমসহকারে পরিষদের কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।
তজ্জন্ত পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আশা করি, পরিষৎ তাঁহাদের আন্তরিক স্নেহ ও
সহায়ত্বভূতি লাভে বঞ্চিত হইবেন না।

পূর্ব বৎসরের জায় বর্তমান বর্ষে স্থায়ী তহবিলে কোন নূতন দান পাওয়া যায় নাই।
পরিষদের স্থায়ী তহবিলের উন্নতি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। একথা পরিষদের হিতৈষিমাত্রেই
স্বীকার করিবেন। স্থায়ী তহবিল পুষ্ট হইলে পরিষদের পক্ষে অনেক কার্য সুগম ও সহজসাধ্য
হইবে। বর্তমান বর্ষে সংস্কার না করিলে পরিষৎ মন্দিরের অত্যন্ত ক্ষতি হইত, কাজেই
মন্দিরের সংস্কার কার্য সমাধা করিতে হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে অনূন ৫৫০০/-
টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয় প্রদত্ত ৫০০/-, রাজকুমারী শ্রীমতী
কৃষ্ণরমণী দাসী মহোদয়া প্রদত্ত ১০০/- টাকা এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানরত্ন মহাশয়-
প্রদত্ত ১০০/- টাকা এই মন্দিরসংস্কার কার্যে ব্যয় করা হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্মাণ-তহবিলের কার্য অনেক-
দূর অগ্রসর হইয়াছে। পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, বিখ্যাত এটর্নি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ,
বি এল্, এম্ এল্ সি, মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার বহুমূল্য সময় ক্ষেপণ এবং যথেষ্ট
কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারপূর্বক উক্ত মূর্ত্তি নির্মাণের জন্ত অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন
এবং এখনও দিতেছেন। যতীন্দ্র বাবু যে ভাবে পরিষদের উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতেছেন, আশা
করি, ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা পরিষদের অনেক মহৎ কার্য সুসম্পন্ন হইবে। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়গণের চেষ্টাও
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে
মহাশয়ও এ বিষয়ে পরিষদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহারা ধন্যবাদার্থ।

হিসাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্যোপগমে দিল্লী গমন করার,
তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত
ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়দ্বয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া পরিষদের
হিসাব পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্ত তাঁহারা উভয়ই পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র।

এই সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা ও নানারূপ
দৈর্ঘশর্কিপ কের সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃত্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

মহাশয়স্বরূপ নিজ নিজ নিরূপিত কার্য ব্যতিরেকে আয়-ব্যয়-বিভাগের অনেক কার্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। এই অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহারা শ্রীযুক্ত হেমবাবু ও পরিষদের প্রতি যে প্রীতি ও আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহারা পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আয় ২০৫৮৪৮/৩ টাকা হইয়াছিল। ইহা পূর্ববর্ষাপেক্ষা ২১১৩/২ টাকা কম হইয়াছে। এই হ্রাসের অন্ততম কারণ পূর্বকথিত কিঞ্চিদ্রুপ ৭০০ শত সদস্যের চাঁদা পাওয়া যায় নাই এবং অনিবার্য কারণে ২৮শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা আলোচ্য বর্ষের মাঘ মাসে মুদ্রিত না হওয়ায়, ভিঃ পিঃ সাহায্যে ঐহাদের চাঁদা আদায় হইয়া থাকে, তাঁহাদের বার্ষিক চাঁদার কিয়দংশ আদায় হয় নাই। এই বাবদে ১৫০০ টাকা কম হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ সাধারণের সহানুভূতি লাভে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সফল হইয়াছেন। এই বর্ষে মামুলি বার্ষিক দান ১৮৫০ টাকা ব্যতীত এককালীন দান ১৪০৫ টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব বর্ষের দান অপেক্ষা ১৪১৭ টাকা অধিক।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ব্যয় ১৯৮১১৮/৯ হয়। পূর্ববর্ষের ব্যয় ২২১৩৭/৯ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ২৩২৫/০ টাকা ব্যয় কম হইয়াছিল।

বর্ষারম্ভে পরিষদের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণে ২০৪৭১ টাকা ব্যয় করিবার উদ্দেশ্য ছিল। এই ধার্য্য ব্যয় অপেক্ষা যথার্থ ব্যয় ৬৫৯/৩ কম হইয়াছে। ইহাতে আয়ের অভাব সূচিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, পরিষৎ যে সকল কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের সমুচিত সম্পাদনের জন্ত যে অর্থ ব্যয় প্রয়োজন হয়, তৎসমুদায় আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণে ধরা যায় না। কারণ, তদুপযুক্ত আয় সঙ্কুলান হয় না। এই নিমিত্ত ইচ্ছা স্বত্বেও আয়-ব্যয়-বিবরণে ব্যয়ভার সাধারণতঃ অনেক কমানিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু অপর সমস্ত সাধারণ সমিতির নিয়ম এই যে পূর্ণকার্য্যভারের ব্যয় নির্দ্ধারিত করিয়া তদুপযুক্ত আয় সঙ্কুলান যাহাতে হয়, তাহার জন্ত সদন্তগণ উদ্যোগী হইবেন। সাহিত্য-পরিষদের এ অবস্থা এখনও আসে নাই। বঙ্গের মাতৃভাষানুরাগী বিভোৎসাহী সুসন্তানগণ যদি এই অবস্থার দিকে সামান্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে বর্তমান বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণই এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণিত করিতে পারে।

বর্ষশেষে উদ্ভূত তহবিল ২৫৬৩৩.৬ টাকা ছিল। ইহার মধ্যে পরিষদের সাধারণ স্থায়ী তহবিল ১০৫০৫/৯ টাকা মাত্র আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষে কেহই স্থায়ী তহবিলের পুষ্টির জন্য কোন টাকা দান করেন নাই। পরিষদের বার্ষিক আয় হইতে বাড়াইয়া স্থায়ী তহবিলের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের হ্রাস হইয়া যায়।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় এই বর্ষে চারি সংখ্যা পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ- সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান, এই চারি শাখা সম্বন্ধে কৰ্ত্তব্য অনুমোদিত পত্রিকা কতিপয় প্রবন্ধ উক্ত চারি সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়কে তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই বৎসরে আয়-ব্যয়-সমিতি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন যে, ২৮ ফর্মার মধ্যে চারি সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রিত করিতে হইবে। কিন্তু কাগজের মূল্যাধিক্যবশতঃ কার্যাতঃ ২৫ ফর্মার বেশী মুদ্রিত হইতে পারে নাই। এই ২৫ ফর্মার মধ্যে শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত ২২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে,—

সাহিত্য—১

বিজ্ঞান—৩

প্রাচীন সাহিত্য—২

মুদ্রাতত্ত্ব—৩

ইতিহাস—৮

প্রত্নতত্ত্ব—৪

পরিভাষা—১

২২

নিম্নে প্রবন্ধগুলির সারমর্ম প্রদত্ত হইল,—

প্রাচীন সাহিত্য

১-২। “আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ” প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়। আসাম গভর্ণমেন্টের অর্থব্যয়ে গোহাটীর কমিশনর আফিসে সংস্কৃত ও অসমীয়া ভাষায় লিখিত অনেক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর বাবু তদাধ্য হইতে ভাষা-পুথির বিবরণগুলি পরিষৎ-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন। গতবর্ষের পত্রিকায়ও এইরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আলোচ্য বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা পত্রিকায় এইরূপ দুইটি বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। এই দুইটি বিবরণের মধ্যে ‘জ্যোতিষচূড়ামণি’ ও ‘কিতাপত-মঞ্জরী’ নামে দুইখানি গণিত-পুস্তকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত দুইখানি পুস্তকের রচয়িতা বা সংগ্রহকারের নাম যথাক্রমে—রঘুপতি ও বকুল হৃদয়ানন্দ। এই দুইখানি পুথির মধ্যে মিশ্র ও আমিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক, চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ ভূমির কালি কসিবার নিয়ম, রাজদণ্ডের হিসাবাদি রাশিবার পদ্ধতি, জমি জরিপ সম্বন্ধে আমিনের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী অনেক অঙ্কশাস্ত্র-রচয়িতাদের নাম তাঁহাদের রচিত আর্গ্যাগুলির সহিত আলোচ্য পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩। “ময়নামতীর পুথির গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুগণ” প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ মহাশয়। গোপীচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী এবং মন্ত্ৰেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও জলন্ধরনাথ প্রভৃতি নাথগুরুগণের সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যেখানে যত বিবরণ বাহির হইয়াছে, এই প্রবন্ধে লেখক তাহার একটি সার সঙ্কলন করিয়া দিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান

১। “আলোক-চিত্রের সাহায্যে স্রের রূপ পরীক্ষা” প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় Manometric flame এর স্পন্দন সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য

আলোকচিত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শব্দবিজ্ঞানে স্পন্দিত শিখার যে সমস্ত চিত্র দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সমস্তই মনগড়া শিখার, জিহ্বাংশেই ছবি বিশেষভাবে দেওয়া হইয়া থাকে। যথার্থ স্পন্দনটা যে শিখার তলদেশের ব্যাপার, জিহ্বাংশটা আসল ব্যাপার নহে, তাহাই তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

২। “স্পন্দিত শিখার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের (g) শক্তি নির্ণয়” প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়। স্পন্দিত শিখার আলোকচিত্র-সাহায্যে যে নূতন উপায়ে ‘g’ এর সংখ্যা (মাধ্যাকর্ষণজনিত বেগবর্দ্ধমানতার সংখ্যা) নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই বিশদভাবে এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন।

৩। “নালিতা” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরিন্দাস সাহা এম্ এ মহাশয় নালিতা অর্থাৎ শুষ্ক পাটপাতার রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার স্বকৃত পরীক্ষার ফল বিবৃত করিয়াছেন। পাট-পাতার রাসায়নিক পরীক্ষায় ইতিপূর্বে যদিও আর কেহ অগ্রসর হন নাই, কিন্তু ইহার উপকারিতার বিষয় বঙ্গদেশের অনেকেই অবগত আছেন—আয়ুর্বেদেও ইহার গুণের কথা উল্লিখিত আছে। ঢাকা কলেজের রসায়নাগারে নানাবিধ রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর প্রবন্ধ-লেখক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

মুদ্রাতত্ত্ব

১। “মানভূম বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা” প্রবন্ধের লেখক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত চুণীলাল রায় বিএ। বরাহভূম পরগণার অন্তর্গত বলরামপুরের সাত মাইল দূরে বেলডি গ্রামের প্রান্তে ঋশানটাড় নামক ঋশানভূমিতে শ্রীযুক্ত চুণীবাবু এই জাতীয় কয়েকটি তাম্রমুদ্রা পাইয়াছেন এবং তন্মধ্যে ছয়টি সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। এই মুদ্রাগুলি যেখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভূমিজদিগের সমাধিস্থল। প্রাচীনকালে অনেক জাতির মধ্যে পরলোকে ব্যবহারের জন্ত মৃতের সমাধিস্থলে মুদ্রা রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। লেখক অনুমান করেন যে, এবিধ কোনও কারণে ঋশান-ভূমিতে এই মুদ্রা আসিয়া থাকিবে।

২-৩ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, মহাশয়দ্বয় উপরিলিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহাদের দুইটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মন্তব্যদ্বয়ে তাঁহারা এই জাতীয় মুদ্রার নাম, পূর্বে কোন্ কোন্ স্থানে এই প্রকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, কোন্ সময়ে বা প্রস্তুত হইয়াছিল, মুদ্রার ওজন ও শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি বহুবিধ তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় বা সপ্তম শতকের মধ্যভাগের পূর্বেই এই সকল মুদ্রা তৈয়ারী হইয়াছিল।

ইতিহাস

১। “রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্তৃহরি” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় বলেন,—অবন্তীয় রাজা ইন্দ্রসেনের পুত্র চন্দ্রসেন অজয় নদের তীরে উজ্জয়িনী নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। ইন্দ্রসেনের পুত্র গন্ধর্ব্বসেন ও গন্ধর্ব্বসেনের পুত্র বিক্রমাদিত্য ও ভর্তৃহরি। হিন্দী ভাষায় লিখিত ভয়ধরা-চরিত্রে ভিলকচন্দ্র ও

গোপীচন্দ্রের বিষয়ে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি আছে, লেখক তাহার আলোচনা করিয়া বলেন যে, লখিন্দ্রের সহিত গন্ধর্ব্বসেনের কন্যা বিপুল্য বা বেতলার বিবাহের পর, গন্ধর্ব্বসেন উজ্জয়িনী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যান এবং ত্রিপুরা জেলায় ‘উজানী’ নামে নগর স্থাপন করেন। ভর্তৃহরি, সিংহলপট্টনের রাজকন্যা সামদৌহিকে বিবাহ করেন। লেখকের মতে এই সিংহলপট্টন ভারতবর্ষের অন্তর্গত দিল্লীর পূর্ব্বনাম। ভর্তৃহরি এক শৈব যোগি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন এবং ইঁহাদের প্রধান বাসস্থান কালীধাম। প্রবন্ধলেখক এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ মৈত্র মহাশয়ের একটি মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন।

২। “প্রতিবাদ” প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুনচুয়াং শি-হ-লি-চ-ট-লো-রূপে লিখিয়া গিয়াছেন, ষড়বিংশ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ এম্ এ মহাশয় “সমতটের পূর্বে” নামক একটি প্রবন্ধে এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক, তাঁহার সেই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, লি-হ-লি-চ-ট-লো শব্দে চট্টল বা চট্টগ্রাম বুঝিতে হইবে।

৩। “পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতির খাণ্ডের উপকরণ” প্রবন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এম্ মহাশয় উক্ত জাতির খাণ্ডের উপকরণ, পাকপ্রণালী, কৃষিকার্য্য, রন্ধনের পাত্র, লবণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত দেশে ডলু নামে এক প্রকার বাঁশ জন্মে। এই বাঁশ কাটিয়া তাহার রন্ধনের পাত্ররূপে ব্যবহার করে; তন্ত্রিত তাহার ‘হুনিয়া’ নামে এক প্রকার গাছ পোড়াইয়া, তাহা হইতে লবণ প্রস্তুত করিত। আজকাল সরকারের আইনে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

৪। “ব্রহ্মা” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রহ্মার বিভিন্নরূপ ও অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে যাজ্ঞিক বা পুরোহিত অর্থে ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদেও একরূপ ব্যবহার আছে। কিন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে আবার ইঁহাকে একজন দেবতারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে ‘বিশ্বকর্মা’ শব্দ ইজের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু দশম মণ্ডলে বিশ্বকর্মা একজন স্বতন্ত্র দেবতা। ব্রহ্মার অপর নাম প্রজাপতি; কিন্তু ঋগ্বেদে সাবিত্রী ও সোমের বিশেষণরূপে ‘প্রজাপতি’ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীনতম ঋগ্বেদের ব্রহ্মা, প্রজাপতি বিশ্বকর্মা, ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি এইরূপ বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরবর্ত্তী কালে কিরূপে একীভূত হইয়া বর্ত্তমান ব্রহ্মার পরিণত হইয়াছেন, লেখক সে সম্বন্ধে দিল্লীতে পরিচয় দান করিয়াছেন। ব্রহ্মার কি রকম রূপ ছিল, কিরূপে তাঁহার পূজা প্রথমে প্রসার লাভ করিয়া, পরবর্ত্তী কালে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ব্রহ্মার চারিটি মুখ কেন হইল, শিল্পশাস্ত্রে ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও তাহার শ্রেণীবিভাগ ও এই সমস্ত মূর্ত্তির সময় নিরূপণ করিবার উপায় প্রভৃতি অনেক বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধকার বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, সাংহিত্য ও পুরাণ যুগ পর্য্যন্ত এবং তাহার পরবর্ত্তী সময়েরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে ব্রহ্মা সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক সংলগ্ন ঐতিহাসিক আলোচনার সজ্জপাত করিয়াছেন।

৫। “বিষ্ণু” প্রবন্ধের লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিত্তাভূষণ মহাশয়। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ ও ইরাণ জাতি প্রভৃতির পুরাতন অধিবাসী ছিলেন। অল্প বিস্তর বিভিন্নতা থাকিলেও ইহারা উভয়েই অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসক। বৈদিক যুগের পূর্বে ভারতে এবং ভারতের বাহিরে সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুই সেই সূর্য্যদেবতা। বিষ্ণু বৈদিক যুগের একজন পুরাতন দেবতা। আদিত্য তাঁহার নাম। ইন্দ্রের অপেক্ষা তাঁহার পদ কিছু ছোট হইলেও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আদিত্য বিষ্ণু কিরূপ অবস্থায় মধ্য দিয়া পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর আসন গ্রহণ করিলেন এবং কিরূপেই বা তিনি অপরাপর দেবতা, এমন কি, ইন্দ্রের মহিমা পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিয়া, পরম পুরুষ বা পরব্রহ্ম বিষ্ণুরূপে পরিণত হইলেন, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক বেদ, উপনিষৎ, সংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া সে সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। ইহার পর তিনি চতুর্বাহাদের বিস্তৃত আলোচনাস্তে বিষ্ণুর নানাবিধ অবতার ও মূর্ত্তির উল্লেখপূর্ব্বক ভারতের বাহিরে ও বৌদ্ধধর্ম্মে বিষ্ণু কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

৬। “মহাদেব” প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় বলেন,—বেদে মহাদেব বা শিবের নাম নাই, অথচ তিনি ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে একজন প্রধান, ইহার অর্থ কি? কেহ কেহ বলেন,—রুদ্রই শিব; বেদে রুদ্রের নাম আছে। কিন্তু রুদ্র একটি গণের নাম, ইহার অধিপতি ইন্দ্র। তাহা ছাড়া শিব ও রুদ্রের ধ্যানে বুঝা যায় যে, ইহারা উভয়ে পৃথক্ দেবতা। অথর্ব্ববেদের ১৫শ অধ্যায়ে ব্রাত্যদের বাড়াইবার জন্ত অনেক লেখা হইয়াছে। সাবিত্রী-পতিত হইলে ব্রাত্য হয়। কিন্তু এ ব্রাত্য সে ব্রাত্য নহে। ব্রাত্য নামে ঋষিদের বিপক্ষ এক বাঘাবর জাতি ছিল—তাহাদিগকেই ব্রাত্য বলিত। এই ব্রাত্যেরা পশুপালন ছাড়া আর কিছুই করিত না। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখা যায়, ব্রাত্যেরাও ঋষিদের স্তায় দৈবপ্রজ্ঞা, অর্থাৎ দেবতার উপাসক। তবে তাহাদের দেবতার স্বর্গে গিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই; উহারা দেবতাদের খুজিয়া পাইত না। মরুদগণেরা ব্রাত্যদের কতকগুলি সামগান শিখাইয়া দিয়াছিল, তাহার নাম ব্রাত্যস্তোম। ব্রাত্যেরা বাঘাবর স্বভাব ত্যাগ করিয়া, ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিলে ঋষিদের সহিত সমান হইয়া যাইত। ঋষিরা তখন তাহাদের সহিত একস্থানে বাস ও আহাৰাদি করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় নানাবিধ প্রমাণ দেখাইয়া বলেন যে, এই ব্রাত্যদের উপাশ্রয় দেবতাই মহাদেব। ইতিপূর্বে অনেকে বলিতেন যে, মহাদেব অনার্য্যগণের উপাশ্রয় দেবতা। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—ব্রাত্যগণ আর্য্যবংশীয়। অতএব তাহাদের উপাশ্রয় দেবতা মহাদেবও আর্য্যের দেবতা।

৭। “মৌর্য্যযুগে ভারতীয় সমাজ” প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়। কয়েক বৎসর হইল, কোটিগের রচিত অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া মহীশূর গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জীবিতকালে

চাণক্য কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। অতএব ইহার মধ্যে যে সমস্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে মৌর্যযুগের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবু আলোচ্য প্রবন্ধে এই গ্রন্থের সাহায্যে মৌর্যযুগের সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়াছে,—
চাতুর্কণ্য-সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্থান এবং তাঁহাদের সামাজিক অধিকার, ব্রাহ্মণগণের প্রতি জৈন ও বৌদ্ধদের দ্বেষ, ব্রাহ্মণগণের সহিত ক্ষত্রিয়গণের বিরোধ, বৈশ্য ও শূদ্রগণের সামাজিক অধিকার এবং জীবিকা, দাস ও দাসত্বপ্রথা, অস্ত্রান্ত্র দেশীয় দাসগণের সহিত ভারতীয় দাসদের তুলনা ইত্যাদি।

৮। “বুদ্ধ ঘোষের টীকা” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিয়াছেন যে, জনশ্রুতি অনুসারে বুদ্ধঘোষ কতকগুলি ধর্মশাস্ত্রের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই টীকাগুলির প্রধান পুস্তকের নাম বিমুক্তিমগ্গ (বৌদ্ধবিশ্বকোষ)। তাঁহার সম্বন্ধে আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি সমগ্র বিনয়পিটক, পাতিমোক্খ, চারিটি নিকায় এবং অভিধম্মপিটকের সমুদয় পরিচ্ছেদের টীকা করেন। খুদক-নিকায়ের কতক অংশের টীকাও তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমতী রীজ ডেভিস্ পত্নীর মতে বুদ্ধঘোষের রচনা অপূর্ণ হইলেও, তাহা বিশেষ অর্থ-জ্যোতক ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ এবং সেগুলি পাঠ না করিলে বৌদ্ধ দর্শনের সম্পূর্ণ ধারণা হওয়া অসম্ভব। প্রবন্ধলেখক বুদ্ধঘোষের রচনা হইতে তাঁহার মনস্তিার ধারা এবং তাঁহার পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, “মহাবংশ” অনুসারে ও রেবতের অনুজ্ঞায় রাজা মহানামের রাজ্যকালে বুদ্ধঘোষ সিংহল গমন করিয়া বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের তৎকালীন প্রচলিত টীকাগুলির পালি ভাষায় অনুবাদ করিয়া আনিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ বোধিজ্ঞানের সন্নিহিত ঘোষগ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন—পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

প্রস্তাব

১। “মানভূম ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্ মহাশয় উক্ত স্থানে প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপি প্রকাশ করিয়াছেন। ইছাগড় গ্রামের উত্তর-পশ্চিমাংশে একটি চতুর্ভুজ শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং এই মূর্তির উত্তর ও পশ্চিম দিকে মাটি ও পাথরের একটি স্তূপ আছে। তন্মধ্যে পশ্চিম দিকের স্তূপটির কতক অংশ খনন করিয়া এই শিলালিপি দুইখানি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় লিপি দুইখানির পাঠোদ্ধার করিয়া বলেন যে, ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে লিপি দুইখানি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

২। “নারায়ণপালের লিপি” প্রবন্ধের লেখক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয়। এই লিপি একটি ধাতু মূর্তির পশ্চাদ্ভাগে উৎকীর্ণ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় ইতিপূর্বে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু পুনরায় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া বলেন যে, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও ভিনসেন্ট স্মিথ পালরাজ্যগণের রাজ্যাভিষেকের যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, এই

লিপির আবিষ্কারে তাহা দ্রাস্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই লিপিখানি কেবল যে পুরাতন মত নিরাকরণের সহায়ক, তাহা নহে, ইহা দ্বারা পালরাজগণের কালনির্ণয়রূপ বিষম সমস্তার সর্সাপেক্ষা সম্ভাষণক সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। লেখক মহাশয় প্রবন্ধের মধ্যে এই কথার অল্পকূলে নানাবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া, তাঁহার মত সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৩। “খ্রীষ্ট ভাটেরার তাত্ত্বশাসন” প্রবন্ধের লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় খ্রীষ্টের অন্তর্গত ভাটেরা-বাজারের অনতিদূরে আবিষ্কৃত হুইখানি তাত্ত্বশাসনের পরিচয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রদান করিয়াছিলেন। লিপি হুইখানির পাঠোদ্ধার করিতে মিত্র মহাশয় অনেকগুলি ভ্রম-প্রমাদের অধীন হইয়াছেন, আলোচ্য প্রবন্ধ-লেখকের ইহাই মত এবং সেই ভ্রম-প্রমাদগুলি সংশোধন করিবার জন্তই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

পরিভাষা

১। “খনিবিজ্ঞার পরিভাষা” প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল বি এসসি মহাশয়। রাণীগঞ্জের কয়লাভূমিতে গবর্ণমেন্টের আদেশে বাঙ্গালা ভাষায় খনিবিষয়ক বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খনি জরিপ-সম্বন্ধীয় ইংরাজী পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদও ছাপা হইতেছে। এই জন্ত খনিবিজ্ঞা-বিষয়ক পরিভাষা সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অল্পহৃত হওয়ায়, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বাবু বর্তমান প্রবন্ধে কএকটি পরিভাষা সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে অগ্ন্যন্ত বৎসরের ঋায় গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ১২০০ টাকা এবং লাল-গোলা গ্রন্থপ্রকাশ-স্থায়ী-তহবিল হইতে ৪৫৫ টাকা সুদ এবং পুস্তক-গ্রন্থপ্রকাশ বিক্রয় দরুণ ২২৫৮/৬ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান বর্ষে এই বিভাগে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদকতায় বাৎস্তায়ন ভাষ্য সহ ঋায়দর্শন গ্রন্থের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্য চলিতেছে :—

- ১। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৩য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় সম্পাদিত।
- ২। উত্তিদজ্ঞান (১ম ও ২য় খণ্ড)—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয় কর্তৃক রচিত।

৩। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত।

৪। লেখমালাসুক্রমণী (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ সম্পাদিত। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির মোট ৯টি অধিবেশন হইয়াছিল।

ছাপাখানা-সমিতির তত্ত্বাবধানে মুদ্রণবিভাগের সকল কার্যই এ বৎসর ভাল হইয়াছে।

চারি সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা, বার্ষিক কার্যবিবরণ, মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ এবং এক খানি গ্রন্থ যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ছাপাখানার ও দপ্তরীর বিল মঞ্জুর, মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ, ছাপাখানার কার্য প্রদান জন্ত দর আনয়ন ও তৎসম্বন্ধে উপযুক্ততা নির্ধারণ প্রভৃতি অনেক বিষয় সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ছাপাখানা-সমিতির কতিপয় নিয়মের পরিবর্তন করা হইয়াছে। এই সকল কার্য নির্বাহ করিবার জন্ত সমিতির সভাগণ এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদার্থ। ছাপাখানা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে লিখিত হইল।

আলোচ্য বর্ষে যশোহরের রায়গ্রামে ও বঙ্গের বাহিরে লাহোরে পরিষদের শাখা স্থাপনের সূচনা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আসাম শ্রীহট্টে শাখা স্থাপনের সূচনার বিষয় গত বর্ষের কার্য-

বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইতে শাখাগুলিতে কার্য শাখা-পরিষৎ

বিশেষরূপ শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। দুই এক স্থল ব্যতীত ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভৌগোলিকতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃত অনুসন্ধান কোন শাখা করিতেছেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এই সকল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার জন্তই শাখা-পরিষৎগুলির অস্তিত্ব প্রার্থনীয়। কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রত্যেক শাখার কর্তৃপক্ষগণের নিকট এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা নিজ নিজ সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে প্রতিবর্ষে প্রকৃত অনুসন্ধান দ্বারা বঙ্গের নানা বিষয়ের উদ্ধার সাধনের প্রয়াস করিবেন এবং তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করিয়া মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর বঙ্গের কোথাও সম্মিলন আহূত হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুরোধে এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টা ও বহু মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ এই গুরুভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গের সাহিত্যিকমণ্ডলীর সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিশিষ্টে শাখাগুলির সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ দেওয়া হইল।

পদক ও পুরস্কার

অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল,—

পদক ও পুরস্কার

প্রবন্ধের বিষয়

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী স্বর্ণ-পদক—জাতীয় জীবন গঠনে বিজ্ঞানজালার স্থান।

২। বোমকেশ মুস্তফা স্বর্ণ-পদক (ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ। (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)।

পদক ও পুরস্কার

প্রবন্ধের বিষয়

- ৩। বোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলবান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।
- ৪। হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।
- ৫। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।
- ৬। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের ‘এষা’ কাব্য সমালোচনা।
- ৭। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)—বাঙ্গালার গীতি কাব্যে কবি অক্ষয়-কুমার বড়ালের স্থান।
- ৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।
- ৯। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রেব কাব্যে “জরৎকারু”-চরিত্র।
- ১০। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক—বাঙ্গালা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র।
- ১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫০)—খৃষ্টধর্মে ভক্তিবাদ।

উপরিলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে সর্বসমেত ১৩টি প্রবন্ধ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। কার্য্যনির্বাহক-সমিতি এই জন্ত আরও তিন মাস সময় বৃদ্ধি করিয়া দিয়া প্রবন্ধ আস্থানের জন্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

স্মৃতিরক্ষণ

আলোচ্য-বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ভার পরিষদের প্রতি অর্পিত হইয়াছে,—

১। চন্দ্রশেখর কর বিজ্ঞাবিনোদ।—ইঁহার স্মৃতি-সভার ৪৫ টাকা চাঁদা প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

২। রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার—পরিষৎ মন্দিরে ইঁহার একখানি তৈলচিত্র রক্ষিত হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

৩। জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—ইঁহার এক খানি ব্রোমাইড্ চিত্র প্রস্তুত করা হইবে, স্থির হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব পূর্ব বৎসরে যে সকল সাহিত্যিকের স্মৃতি যে ভাবে রক্ষিত হইবে স্থির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচ্য বর্ষে কি কি কাজ হইয়াছে, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি—তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কোন

কাজ হয় নাই। বৈদিক অনুগন্ধানমূলক কোন উপযুক্ত প্রবন্ধও পাওয়া যায় নাই। মূর্তিনিষ্ঠাণের সঙ্কল্প, স্মৃতি-ফলক-নিষ্ঠাণের প্রস্তাব, জীবনচরিত্র ও তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদির আলোচনা প্রকাশ প্রভৃতি কার্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে স্মৃতি-তহবিলে ২৮০৭ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। মোট ১৮৯৬।০ এই তহবিলে সংগৃহীত হইল।

২। অক্ষয়কুমার বড়াল-স্মৃতি—সুবর্ণবণিক সমাজ হইতে স্মৃতিরক্ষার জন্ত যে ২০০৭ টাকার কোম্পানী কাগজ পূর্বে পাওয়া গিয়াছিল, তাহার দরুন ১০৭ হুদ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও পদকের জন্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কলিকাতার বাসভূমির নিকট স্মৃতি ফলক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই।

৩। শ্রুর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-স্মৃতি—স্মৃতি-ভাণ্ডারের উদ্ভূত ৭৫।০ টাকার মৃত মহাত্মার স্মৃতিবিজড়িত কোন সাহিত্যিক কার্য্য করিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

৪। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাভূষণ—আলোচ্য বর্ষে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিলের অর্থে মৃত মহাত্মার একখানি ব্রোমাইড চিত্র প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের কোন বন্ধু তাঁহার একখানি তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্রখানি তদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—উপরি উক্ত স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে এক ব্রোমাইড চিত্র প্রস্তুত হইয়া সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬। রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর—ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছিলেন, তাহা আলোচ্য বর্ষে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৭। ডাঃ জে ডি এণ্ডার্সন—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় মৃত মহাত্মার একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাহা পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮। মাইকেল মধুসূদন দত্ত-স্মৃতি—গত দুই বৎসর ধরিয়া পরিষৎ মৃত মহাত্মার বার্ষিক স্মৃতি-সভার তার গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ষোণাজনাথ বসু মহাশয় পূর্বসংকিত যে অর্থ দান করিয়াছিলেন, তাহার উপর আলোচ্য বর্ষে ২০৬০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। স্মৃতি উৎসবের ব্যয় ব্যতীত বর্ষশেষে ৯৮।৬ উদ্ভূত আছে।

৯। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি—এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়। তাঁহার চেষ্টায় অক্ষয়চন্দ্রের তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া গত ৩রা আষাঢ় তারিখে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৭ টাকা উঠিয়াছিল। তহবিলে বর্ষের শেষে ১৬৬।৯ টাকা উদ্ভূত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

১০। রমেশচন্দ্র দত্ত—ইঁহার তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে সংস্থিত হইয়া আসিয়াছে। আগামী

বর্ষে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে। শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র মহাশয় এই চিত্রখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

১১। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—ইঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য পূর্ব বৎসরে ১০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, তাঁহার চিত্র যে চিত্রশিল্পী বিনামূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে উহা এখনও পাওয়া যায় নাই। চিত্রশিল্পী মহাশয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে, বাহাতে তিনি আগামী বর্ষে উক্ত তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দেন।

১২। রাজা শ্রর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর মহাশয় একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আগামী বর্ষে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

১৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ মন্দিরে ৪ঠা আষাঢ় তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সঙ্কল্প ব্যক্তিগণের নিকট আলোচ্য বর্ষে ১৪২৮ চাঁদা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার ব্যয় সমেত ১৫০ টাকা এখনও ঋণ রহিয়াছে।

১৪। মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—ইঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৩২৭ বঙ্গাব্দে ৫০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। আরও কিছু অর্থ সংগৃহীত হইলে একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে।

১৫। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর—কবির ভ্রাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল মহাশয় কবির একখানি চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আগামী বর্ষে এই চিত্র প্রস্তুত করা হইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

১৬। সারদাচরণ মিত্র—পরিষৎ ইঁহার স্মৃতি-রক্ষার কোম ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

১৭। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার-স্মৃতি—কবির জন্মভূমিতে স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠার এবং তাঁহার একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের কার্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই। এই স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ।

১৮। কাশীরাম দাস-স্মৃতি—আলোচ্য-বর্ষে স্মৃতি-তহবিলে ৭ টাকা স্থল পাওয়া গিয়াছে। সিন্দীগ্রামে কেশে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও দালান নির্মাণের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

১৯। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর—ইঁহার চিত্র প্রস্তুত আলোচ্য বর্ষেও হইয়া উঠে নাই।

২০। সুরজের মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাগাদুর তাঁহার স্বর্গীয় পিতা মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের একখানি তৈলচিত্র দান করিবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন।

২১। কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী। স্মৃতিরক্ষার জন্য ৭৪ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে ও অঙ্ককার বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৮শাঙ্গী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেন এম্ বি ও শ্রীযুক্ত সূর্যনারায়ণ সেন এম্ এ মহাশয়দ্বয় একখানি ফটো সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ষাঁহার চাঁদা দান করিয়া এই চিত্র-প্রতিষ্ঠায় পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী।

২২। কৈলাসচন্দ্র সিংহ—শ্রীযুক্ত রায় প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি এ, ছায়বাগীশবাহাদুর একখানি ফটো সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জগু তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্থ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি ভাণ্ডারের অর্থে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। অঙ্ককার সভায় উহা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২৩। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—মৃত মহাশয় পুত্র শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ একখানি ফটো সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জগু তাঁহারা পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন। উক্ত স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এবং উহা অঙ্ককার বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২৪। গিরিশচন্দ্র ঘোষ—এই মহাশয় চিত্র পরিষৎ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। গিরিশচন্দ্র স্মৃতি-সমিতির আয়োজনে মৃত মহাশয় একটি পূর্ণাবয়ব মর্শ্মরমূর্ত্তি শ্রীযুক্ত বি বি ওয়ান মহাশয় কর্তৃক নিশ্চিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহা পরিষৎ মন্দিরে কিছুদিনের জন্ত রক্ষিত আছে।

২৫। প্রাণনাথ দত্ত, ২৬। বিহারিলাল চক্রবর্তী, ২৭। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ২৮। শিবনাথ শাস্ত্রী, ২৯। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ৩০। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, ৩১। দেবেন্দ্রনাথ সেন, ৩২। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ৩৩। অদ্বৈতচরণ আচা, ৩৪। দেবেন্দ্রবিজয় বসু, ৩৫। দামোদর মুখোপাধ্যায়, ৩৬। চারুচন্দ্র ঘোষ, ৩৭। ব্রজবান্ধব উপাধ্যায়, ৩৮। রাধাগোবিন্দ কর, ৩৯। হরিশচন্দ্র তর্করত্ন। ইহাদের চিত্র যে সকল মহোদয় অল্পগ্রহপূর্বক সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও সে সব সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, তাঁহারা অল্পগ্রহপূর্বক একটু তৎপরতার সহিত এ বিষয়ে যেন পরিষৎকে সাহায্য করেন।

৪০। কবি রজনীকান্ত সেন স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে বর্ষ-শেষে ৩৩০ টঙ্ক রহিয়াছে।

৪১। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-স্মৃতি-তহবিল—নিম্নমাহুসারে পদক দেওয়া বাদে এই তহবিলে বর্ষের শেষে ৬৩০।৩ টঙ্ক রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দির সম্পূর্ণরূপে মেরামত করা হইয়াছে। মন্দির নির্মাণের পর হইতে রীতিমত ইহার সংস্কার না হওয়ায়, বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। বিশেষতঃ রেলওয়ে লাইন মন্দিরের অতি নিকটবর্তী থাকায়, মন্দিরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। এইজন্য প্রায় প্রতি বর্ষেই কিছু না কিছু সংস্কারের প্রয়োজন হয়।

সকলেই অবগত আছেন যে, আর্থিক অনস্থিতিতে হেতু পরিবর্তন এই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য
করিতে সক্ষম হন না। আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের বদান্ততার উপর নির্ভর করিয়াই কার্য্য-
নির্বাহক-সমিতি মন্দিরের আমূল সংস্কার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তৎকাল ক্রিষ্টদশক সাড়ে তিন
হাজার টাকার বিল হইয়াছে। পরিষদের পরমহিতৈষী বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মনোমোহন
গঙ্গোপাধ্যায় বি এই মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই মেরামতের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কণ্ট্রাক্টার
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিশেষ যত্নসহকারে মন্দির মেরামত করিয়াছেন। পরিষদের
অন্ততম বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়ও প্রত্যহ এই সংস্কার
কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন। তৎকাল তাঁহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।
কিন্তু ছুংথের বিষয়, এখনও প্রায় ৫৫০০ টাকার অভাবে জলের ড্রেন ও পারখানা প্রভৃতি
করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

সদস্ত্যগণ ও মাতৃভাষার উন্নতিকামী দেশের ধনকুবেরগণ এককালে পরিষৎ মন্দির নির্মাণের সক্ষম সফল করিবার জন্ত মুক্তহস্তে দান করিয়া বঙ্গবাণীর সেবকগণের এই মিলন-ক্ষেত্র—সারস্বত-নিকেতন—নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তদ্বারা তাঁহারা দেশবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই মন্দির সংস্কারের জন্ত ও মন্দিরের আনুষঙ্গিক গৃহাদি—চাকরদের থাকিবার স্থান, পাশখানা প্রভৃতি—নিৰ্ম্মাণে পরিষৎকে সাহায্য করিতে ওদাসীজ্ঞ প্রদর্শন করিবেন না, তাহা পরিষদের কর্তৃপক্ষগণ বিশেষভাবে অস্বীকার করিতেছেন। মন্দির মেরামত ও শেযোক্ত কার্য সম্পাদনের জন্ত কিস্তিদধিক ৫৫০০ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা আবশ্যক। পরিষদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করিবার পর, পরিষদের তহবিলে উক্ত যাহা কিছু থাকে, তাহার দ্বারা এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাওয়া বাতুলতা মাত্র। সেই জন্ত বঙ্গের লক্ষীর বরপুত্রগণের নিকট এবং সদস্ত্যগণের নিকট এই টাকার জন্ত সম্পাদক বিনীতভাবে ভিক্ষা চাহিতেছেন।

এই সংস্কার কার্য ব্যতীত চিত্রশালার জন্ত প্রস্তুতমুণ্ডির পাদপীঠ নির্মাণ করা হইয়াছে এবং চিত্রশালার জব্যাদি রাখিবার জন্ত একটি শো-কেস খরিদ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল চিত্রাদি সংগৃহীত হওয়ায় মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার বিষয় চিত্রশালার বিবরণের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ দুইটি সংবর্ধনার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন।

(ক) রবীন্দ্র সংবর্ধনা।—পরিষদের সমস্ত ত্রিযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং ত্রিযুক্ত জ্যোতিষ্মত ঘোষ মহাশয়র প্রস্তাব করেন যে, কবিবর ত্রিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদেশের গণ্ডিত-সমাজ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, এই উপলক্ষে তাঁহাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হউক। কার্যনির্বাহক-সমিতি আনন্দসহকারে এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর, কি-ভাবে সংবর্ধনা করা হইবে, তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। শাখা-সমিতির নির্দেশ অনুসারে আলোচ্য বর্ষের

১৯এ ভাদ্র এই সংবর্ধনা হয়। পরিষদের সদস্য ও বঙ্গুগণ এই উপলক্ষে অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের প্রকৃত উপকার করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। উক্ত শাখা-সমিতির সভ্যগণের ও সাহায্যকারিগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

এই সংবর্ধনা সভায় পরিষদের সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিস্রনাথ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়-রচিত একটি গান গীত হইলে পর, পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঢাকা হইতে যে ‘আশীর্বাদ’ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন। কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন বাগচী মহাশয়ের কণ্ঠায় শ্রীমতী লীলা ও শ্রীমতী ইলা দেবী কবিরকে মালা ও চন্দন দান করিয়া কবির রচিত একটি গান গাহিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় স্বরচিত ‘রবি-প্রশান্তি’, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ‘নমস্কার’, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ‘রবীন্দ্র-মঙ্গল’, নাটোরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ নামক কবিতাগুলি পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়-রচিত একটি গান গাঁত হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় স্বরচিত ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ পাঠ করিলে পর, কবি শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়, কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক-মহাশয় লিখিত ‘আবাহন’ নামক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-রচিত একটি গান গাঁত হইলে পর, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়-লিখিত “বরণ” এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীমতী মানকুমারী দেবী মহাশয়-লিখিত “স্বাগত” নামক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে কবিরকে পরিষদের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়া ‘অভিনন্দন’ পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার ‘অভিনন্দন’ পাঠ করিলে পর, কবি-বর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে কবি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয়-লিখিত একটি গান গাঁত হয়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপরিলিখিত গানগুলি গাহিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সর্বশেষে সমাগত ব্যক্তিগণের জন্ত বৎসামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে পরিষৎ মন্দির পত্রপুঞ্জে সজ্জিত করা হয় এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমার শ্রীযুক্ত মদ্রথনাথ মিত্র বাহাদুর মন্দির সাজাইবার জন্ত দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই সংবর্ধনা উপলক্ষে ‘রবীন্দ্র-মঙ্গল’ নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়, তাহাতে কবিতা, পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ ও গানগুলি মুদ্রিত করা হইয়াছিল এবং সেই পুস্তিকা উপস্থিত ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইয়াছিল।

(খ) বিগত ২৮এ জানুয়ারী হইতে ৩০এ জানুয়ারী কলিকাতার ওরিয়ান্টাল কনফারেন্সের

অধিবেশন হয়। কার্যনির্বাহক-সমিতির আদেশে ঐ কনফারেন্সের উপলক্ষে কলিকাতায় যে সকল পণ্ডিত সমাগত হইরাছিলেন, তাঁহাদিগকে ১৪ই মাঘ (২৮এ জাম্বুয়ারী) পরিষৎ মন্দির পরিদর্শন করিবার জন্ত আমন্ত্রণ করা হয়। এই উপলক্ষে পরিষৎ মন্দির যথোপযুক্ত-ভাবে সজ্জিত করা হয় এবং চিত্রশালার দ্রব্যাদি, পুথিশালা হইতে কতিপয় প্রাচীন পুথি ও গ্রন্থাগার হইতে কতকগুলি ছাপ্রাপ্য মুদ্রিত পুস্তক প্রদর্শনের জন্ত সাগাইয়া রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত সভাপতি মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত বৈদিক যজ্ঞের উপকরণগুলি প্রদর্শনের জন্ত পরিষৎকে অনুগ্রহপূর্বক ধার দিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিনিধিগণ সমাগত হইলে পর, পরিষদের সভাপতি মহাশয়োপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে অভ্যাগতগণকে মালাদান করা হইলে পর, সভাপতি মহাশয় সকলের পরিচয় দান করেন। তৎপরে একটি বৈদিক-স্তোত্র পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়-রচিত ‘স্বাগত’ গীত হয়। সভাপতি মহাশয় ইংরেজী ভাষায় যে অভিভাষণ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করেন। বিজ্ঞানাগার কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম্ এ মহাশয় রচিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত ‘অভিনন্দন’ শ্লোক পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ‘বৌদ্ধগান ও দোহা’ হইতে উদ্ধৃত দুইটা গান গাহেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন কবিদিগের কতিপয় গান গাহিয়া শ্রোতা-মণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন। তৎপরে সকলে পরিষদের চিত্রশালা, গ্রন্থাগার ও পুথিশালা পরিদর্শন করেন। এই সকল পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা দর্শকগণের মন্তব্যপুস্তকে পরিষদের কার্যপরিচালন ও চিত্রশালা সম্বন্ধে বিশেষ সূখ্যাতি করিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তৎপরে গত ১৮ই মাঘ তারিখে পরিষদের পক্ষে পরিষদের সভাপতি মহাশয় সঙ্গীক ডাঃ সিলভেঁ লেভী মহোদয়কে এক সাঙ্ক্য-সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত কনফারেন্সের প্রতিনিধিগণকেও এই সাঙ্ক্য সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সঙ্গীত ও জলযোগাদির দ্বারা তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করা হয়।

উক্ত উভয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কুমার মনমথনাথ মিত্র বাহাদুর ও পরিষদের সম্পাদক মন্দির সাজাইবার উপযোগী বহুদ্রব্য দিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছিলেন। এই অভ্যর্থনার ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্ত ষাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ। সঙ্গীতাদি গাহিয়া প্রতিনিধিগণকে ষাঁহারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটও পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনার সঙ্গীতপারদর্শিতার জন্ত মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর শ্রীমতী লীলা দেবীকে একটি স্বর্ণপদক দান করিবার প্রস্তাব করিয়া পরিষদের হস্তে ঐ পদক দান করেন। পরিষৎ শ্রীমতী লীলা দেবীকে ঐ পদক উপহার দান করিয়াছেন। এই দানের জন্ত মহারাজকুমারের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

পরিষৎ এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার পর হইতে প্রায় প্রতিবর্ষেই ট্যাক্স রেহাইএর প্রার্থনা

করিয়া কলিকাতা করপোরেশনে দরখাস্ত করিয়া আসিতেছিলেন। হৃৎকের বিষয়, করপোরেশন কলিকাতা এতকাল পরিষদের এই প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন নাই। আলোচ্য করপোরেশন বর্ষেও এই প্রার্থনা পূরণের আশা হইয়াছিল। হৃৎকের বিষয়, এবার করপোরেশনের কর্তৃপক্ষগণ পরিষদের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ইং ১৯২২/২৩ সালের জুলাই ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। বার্ষিক ২৬২৭ টাকা ট্যাক্স দিতে হইত। এই ট্যাক্স রেহাই দেওয়ার জন্ত করপোরেশনের সুযোগ্য চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে এন্ড গুপ্ত মহাশয় এবং পরিষদের হিতৈষী কমিশনারগণ পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখের প্রথমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হাওড়ায় হয়। তৎপর এই দীর্ঘ-কাল বঙ্গের কোন স্থান হইতেই সম্মিলন আহূত হয় নাই। নানা চেষ্টা করিয়াও সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি এই কার্যভার গ্রহণে কাহাকেও সম্মত করাইতে পারেন নাই। পরিষদের ও সম্মিলনের অক্লান্তকর্মী ও হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের এবং মেদিনীপুরের শাখা-পরিষদের কর্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় মেদিনীপুরে সম্মিলন আহ্বানের ব্যবস্থা হয়। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্যের জন্ত শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুকে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে মেদিনীপুরে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া এই কার্য উদ্ধারের জন্ত অমুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সম্মেলন সংঘটনের জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সফলমনোরথ হন। তৎপর গত ইষ্টারের বঙ্গের সময় ১লা, ২রা ও ৩রা বৈশাখ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঐক্যবোধ অধিবেশন মেদিনীপুর সহরে বসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রায় বতীজনাথ চৌধুরী মহাশয় সাধারণ সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ ও রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয় অভিযর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। সম্মিলনের কার্য তিন দিনব্যাপী চলিয়াছিল। সম্মিলনে গৃহীত মন্তব্যগুলি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

গত ১লা অক্টোবর খুলনা ছুঁতিকা পীড়িতদের সাহায্য করিবার জন্ত নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের ছাত্রবৃন্দ পরিষৎ-মন্দিরে একটি অভিনয় করেন। তদুপলক্ষে তাঁহাদিগের নিকট আলো ও মন্দির ব্যবহার পাখার খরচ বাবত কোনরূপ অর্থ না লইয়া পরিষদের হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতায় ওরিয়ণ্টাল কনফারেন্সে যোগদান করিবার জন্ত ও মেদিনী-প্রতিনিধি প্রেরণ পুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঐক্যবোধ অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্ত পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জগত্তারিণী'-পদকের জন্ত শাখা-সমিতিতে উক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধক্রমে কার্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক এক জন প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। পরিষদের প্রতিনিধিক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিভাভূষণ মহাশয় উক্ত পদকের জন্য গঠিত শাখা-সমিতির সভাপতিত্বে কার্য করিয়াছিলেন।

আরবী ও ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর করিবার জন্য গঠিত শাখা সমিতি এবং গণিত-সমিতি।—ছুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে এই দুই শাখা-সমিতির কোন কার্যই হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতিতে পরিষৎ-শাখাসমূহের প্রতিনিধিনির্বাচন-প্রণালী নিম্ন-পরিবর্তন সংক্রান্ত ৩৬ (খ) সংখ্যক নিয়মটির কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। গৃহীত পরিবর্তিত নিয়ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা ৩৬ (খ) নিয়মের অব্যবহিত পরে বলিবে—

“এই নিয়মানুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে উপযুক্ত সংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধির (৬ জনের) বা তাহার কোন অংশের নাম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণকর্তৃক ঐ সকল প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। বর্ষমধ্যে কোন কারণে শাখার কোন প্রতিনিধির পদ শূন্য হইলে, মূল পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতি শাখা-পরিষৎসমূহের সদস্যগণের মধ্য হইতে ঐ শূন্যপদে একজন প্রতিনিধি নিৰ্বাচন করিতে পারিবেন।”

আলোচ্য বর্ষে ‘রমেশ-ভবন’ সংক্রান্ত কার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পরিষৎ মন্দিরের সহিত সংলগ্ন করিয়া রমেশ-ভবন নির্মিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং রমেশ-ভবনের

রমেশ ভবন

জন্ম নির্দিষ্ট ভূমি পরিষদের মন্দিরের সহিত একযোগে এঙ্গেস্‌মেন্ট করিবার

জন্ম করপোরেশনে আবেদন করা হইয়াছে। এই আবেদন মঞ্জুর হইলে

মন্দিরের নক্সা মঞ্জুরের জন্য করপোরেশনে দরখাস্ত করা হইবে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষেই পরিষদের প্রথম সভাপতি মহাশয়ের স্মৃতি-মন্দির নির্মাণের কার্য সম্পন্ন হইবে এবং পরিষদের চিত্রশালা পূর্বনির্ধারণ অনুসারে মন্দিরে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষেও অনেক মহানুভব ব্যক্তি এই মন্দির নির্মাণে সাহায্য করিয়াছেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র মহাশয় এবং নক্সা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অষ্টাবিংশ বর্ষের কার্য-বিবরণ যথাসাধ্য সংক্ষেপে সদস্যগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। সদস্যগণ ও কর্মধ্যক্ষগণের সহায়ত্বাভি এবং সাহায্য ব্যতীত

উপসংহার

সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব

হইত না, তাহা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে জানাইতেছি এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরেও

জানাইয়াছি। দিন দিন পরিষদের কার্য সকল বিভাগেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই সকল কার্য সম্পাদনের জন্য নিত্য নিত্য নূতন কর্মীর আবশ্যক হইয়া থাকে। ছুঃখের বিষয় মাতৃভাষার উন্নতিপ্রায়সী উৎসাহী কর্মীর অভাবে অনেক আরও কার্য সম্পাদন করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সম্পাদক প্রতিবর্ষেই বঙ্গদেশের শিক্ষিত কর্মি-সম্প্রদায়কে বিনীতভাবে

আগমন জানাইয়া আসিতেছেন, বাহাতে তাঁহারা বণের এই অন্ততম প্রধান সারস্বত আরতনের শ্রী ও সম্পদ স্বাক্ষর জ্ঞত—বাঙ্গালীর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জ্ঞত অসকোচে দ্বিধা নিজ সময় ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন। যে কর্তৃক মুষ্টিমেয় কর্ম্মী প্রতিনিয়তই সম্পাদককে সাহায্য করিয়া পরিষদের কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় পরিষদের সমস্তগণের নিকট নিতান্ত অনাবশ্যক, যেহেতু পরিষদের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক স্নেহ ও অপরিণীম প্রদ্বার বশে এতদিন তাঁহারা নানাভাবে পরিষদের সেবা করিয়া যত্ন হইয়াছেন এবং পরিষদের কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ করিবার সময় তাঁহাদের নাম সর্বত্রই স্মরণপথে পতিত হয়। এই সকল অক্লান্ত সেবকগণ ব্যতীত যদিও দুই চারিজন উত্তমশীল ও অমুরাগী কর্ম্মী আমরা পাইয়াছি, তথাপি কর্ম্মবহুল পরিষদের জীবন রক্ষার জ্ঞত আরও কর্ম্মীর প্রয়োজন।

পরিষদের অন্ততম সহকারী সম্পাদক বঙ্গবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞাতৃষণ মহাশয় নানারূপে মাতৃভাষার সেবার লিপ্ত থাকিয়াও যেরূপভাবে তিনি তাঁহার বহুমূল্য সময়ের অধিকাংশ পরিষদের সেবার নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। মুখ্যতঃ তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াই আমি পরিষদের দায়িত্বপূর্ণ কার্যগুলি সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং যদি কিছুমাত্র সফল হইয়া থাকি, তাহা তাঁহারই সাহায্যে। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত পরিষদের কার্য পরিচালনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত বলিলেও অত্যাুক্তি হইবে না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের চিত্রশালার জ্ঞত যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার পরিচয় চিত্রশালার কার্যবিবরণে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অমুরাগের ফলে পরিষদের চিত্রশালা নবশ্রীধানে করিয়াছে এবং রমেশ-ভবনের চিত্রপোষিত কল্পনা কার্যে, পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। শ্রীযুক্ত-জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও তাঁহাদের হিসাবসংক্রান্ত বহুদর্শিতা লইয়া পরিষদের হিসাবাদি রক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞাতৃষণ এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় নব-উদ্যমে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে পরিষৎ তাঁহাদের নিকট উত্তরকালে বহু আশা করিতে পারেন। পরিষদের প্রবীণ বঙ্গ শ্রীযুক্ত বাগীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় বার্ককে যেরূপ উৎসাহের সহিত পরিষদের কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সর্বশেষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের কোনও কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত না থাকিয়াও তাহার কার্যে ও সন্নিহনের অনুষ্ঠানের জ্ঞত বিশেষ যত্ন করিয়া সম্পাদককে যার পর নাই উপকৃত করিয়াছেন। সম্পাদকের অনুদোষে স্বয়ং নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া তিনি মৈদীনীপুরে বাতায়ত না করিলে মৈদীনীপুরে সাহিত্য-সন্নিহন করা সম্ভবপর হইত না। যখনই পরিষদের প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছে বা পরিষৎসংশ্লিষ্ট কাজের জ্ঞত অর্থসংগ্রহের আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি 'কর্ম্মক্ষেত্রে' অবতীর্ণ হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি নামে সহকারী

না হইলেও সম্পাদকের এক জন প্রধান সহায়রূপে অনেক কার্য করিয়া সম্পাদকের ও পরিষদের সদস্যবর্গের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। পরিষদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কোষাধ্যক্ষপদে থাকিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে বথাসাধ্য প্রশ্রয় করিয়া গ্রন্থাগারের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অজ্ঞাত কর্মাধ্যক্ষগণ, কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ও সদাশয় সদস্যগণ পরিষৎকে সমুন্নত করিবার অল্প যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। সম্পাদক তাঁহাদের সকলের নিকটই বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অদূর ভবিষ্যতে পরিষদের কর্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত হইবে, তাহা রমেশ-ভবন সংক্রান্ত কার্য বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। রমেশ-ভবন পরিষদেরই অংশরূপে গণ্য করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আগামী বর্ষে এই সারস্বত-ভবনের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইবে এবং সম্ভবতঃ বর্ষশেষেই সমাপ্ত হইবে, তখন একদল উপযুক্ত কর্মীর সাহায্য অবশ্যস্বাভাবী হইবে। এখন হইতে তাহার আয়োজনাদি করা প্রয়োজন। এই জন্ত আমি বিনীতভাবে বঙ্গের মাতৃভাষানুরক্ত যুবকগণকে এবং প্রবীণ সাহিত্য-ধুরন্ধরগণকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা অসঙ্কেতে পরিষদের কর্মক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঙ্গালী জাতির গৌরবের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন করিয়া তুলুন, পরিষদের ক্রটি-বিচ্যুতি বাহা কিছু আছে, তাহার সংশোধন করিয়া সকলে একমনে একক্রিয় হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বঙ্গবাণীর আদর্শ সেবামন্দিরে পরিণত করিয়া তুলুন এবং আমাদের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গাব্দ ১৩২২।

}

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্বাচন করা সম্বন্ধে সাহিত্যিকগণকে কোন কোন পদ দিলে ভাল হয় এবং সদস্যগণকে এ বিষয়ে জানান উচিত, বাহাতে তাঁহারা যথাসময়ে কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রস্তাব করিতে পারেন। উত্তরে শ্রীযুক্ত বদ্বন্দ্যমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, সদস্যগণ নিয়মাহসারে কোন প্রস্তাব যথাসময়ে পাঠাইলে, তাহা কার্যনির্বাহক-সমিতিতে নিশ্চয়ই আলোচিত হইতে পারে। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, কার্যনির্বাহক-সমিতি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্মাধ্যক্ষ মনোনীত করেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, সাহিত্যিকগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নির্বাচন হন, তাহা আত্ম আনন্দের বিষয়। পরিষদের সাহিত্যিক কার্যসম্পাদন জন্ত পরিষদের কোন না কোন শাখায় তাঁহাদিগকে লওয়া হইয়া থাকে—অফিসের কার্য পরিচালনের জন্ত তাঁহাদের সাহায্যের বিশেষ আবশ্যক বোধ হয়, হয় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, কর্ম্মাধ্যক্ষগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক রহিয়াছেন। কার্যনির্বাহক-সমিতি বিশেষ বিবেচনার সহিত তাঁহাদের নাম নির্বাচন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কার্যনির্বাহক-সমিতির মধ্যেও অনেক বরেণ্য সাহিত্যিক আছেন। পরিষদের কাজ করিয়া বীহাদেব ইচ্ছা আছে তাঁহাদের কোন পদের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়াই কাজ করেন এবং তাহা যৎসম্ভব, তাহা কাহারও অস্বাভাব্য কবিবার হেতু নাই। এই বিনিয়: তিনি কাঃপয় কর্ম্মাধ্যক্ষের নাবো:লব কর্ম্মে: যে:প্যতাব পরিচয় প্রদান করিলেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে পূর্ব্ব লিখিত কার্যনির্বাহক সমিতির ২০ জন সভ্যের মধ্যে ১২১৪.৫১৭৭৭ ১১ ৩ ১২ সংখ্যক ব্যক্তিরণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন, এই জন্ত এই নয় জনের পরিবর্তে ত্রোটির সংখ্যা অগ্রপারে নিম্নোক্ত নয় জন কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন,—

- ১। শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণলাল সিংহ মহাশয়।
- ২। চৌধুরি মোক্তারুল হক কাব্যকর্ত্ত।
- ৩। শ্রীযুক্ত বড়োজনাথ বসু।
- ৪। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
- ৫। " মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।
- ৬। " রাখালরাজ রায় এম্ এ।
- ৭। " ডাঃ সত্যেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বিভাকৃৎ এম্ বি।

সংশোধন—এই কার্য-বিবরণের ৩৪ পৃষ্ঠার ২৫শ লাইনের পর "১৫। শ্রীযুক্ত কীরণচন্দ্র বসু" বসিবে এবং তৎপরের ২ লাইনের ১৫ হানে ১৬ এবং ১৬ হানে ১৭ হইবে।

৮। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ।

৯। ” বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

কিন্তু এই নয় জনের মধ্যেও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় শাখা-পরিষৎ সমূহের প্রতিনিধিরূপে কার্যনির্বাহক-সমিতিতে আসিয়াছেন এবং তাহা পূর্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। অতএব ভোটের সংখ্যার অনুসারে নিম্নোক্ত দুই জন সদস্য কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়।

২। „ ষারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এম্‌সি।

১৩। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদর্শন করিলেন,—

(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত দুইটি ধাতুমূর্তি। এই মূর্তিগুলি সম্প্রতি তিনি নেপাল হইতে আনিয়াছেন।

(১) বিষ্ণুমূর্তি।

(২) বজ্রসত্ত্ব।

(খ) শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত ধাতুমূর্তি। এই মূর্তি শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু নেপাল হইতে সম্প্রতি আনিয়াছেন।

(৩) ষমারি।

(গ) শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত ধাতুমূর্তি ও একটি প্রস্তরমূর্তি।

(৪) উৰুপাদ বজ্রবারাহী (ধাতুময়ী)।

(৫) পিঙ্গল-মূর্তি।

(ঘ) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর মহাশয়-প্রদত্ত চারিটি প্রস্তরের স্তূপ। এইগুলি স্বর্গীয় রাজা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত।

(ঙ) শ্রীযুক্ত রায় উপেন্দ্রনাথ কালিলাল বাহাদুর এফ্ এল্ এম্ মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রাচীন মুদ্রা।

(চ) শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত দুইখণ্ড খোদিত ইষ্টক।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু এই সকল দ্রব্য-প্রদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে এবং পরিষদের চিত্রশালায় পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর প্রদত্ত ধাতুমূর্তি পাইয়া পরিষৎ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

১৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত চিত্রগুলির আবরণ উন্মোচন করিলেন—

(ক) কৈলাসচন্দ্র সিংহ এবং (খ) মনোময়দাস গুহ ঠাকুরতা (ব্রোমহিড়)। এই চিত্র

হইখানি শ্রীযুক্ত হরিন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত তাঁহার পিতা ৮শ্রীমদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

(গ) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সত্যচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ (তৈলচিত্র)। এই চিত্রখানি উক্ত মহামহাশয়ের একজন ভক্ত শিষ্যের প্রদত্ত। পূর্বে বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড্ চিত্র পরিষদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ঘ) কবিরাজ চূর্ণানারায়ণ সেন শাস্ত্রী (তৈলচিত্র)। কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যুর পর কতিপয় সদস্যের চেষ্টায় পরিষদে এক স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। সেই সমিতির সংগৃহীত অর্থ হইতে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

এই সকল চিত্র প্রতিষ্ঠায় ধীহার্য পরিষদকে সাহায্য করিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তাঁহা-দিগকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমদ্রথমোহন বসু

সভাপতি।

ক-পরিশিষ্ট।

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ,
সদস্য—শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রকুমার ভট্ট, ২ প্যারীমোহন সুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ
বোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ এস্ কে বসু, ৭১২ হোগলকুড়িয়া গলি। প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত
হেমচন্দ্র মিত্র, সদঃ—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বোষ, এটর্নী, হকিমা স্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন মহাস্তী, জার্মগিনের স্বত্বা-
ধিকারী, ১২৩ লোয়ার সাকুলার রোড; শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসু, ৪১ কাশী মিত্র বার্ট স্ট্রীট;
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র বি এসসি, ২৮১১ সিমলা রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—ঐ,
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় বি এ, জমিদার, ২ ব্যারাকপুর ট্রাক রোড, টালা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত
অমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম
দাস লোহিয়া, ৫১৫২ বড়তলা স্ট্রীট, বড়বাড়ার; শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন পাইন, ৩ ভোলানাথ কুণ্ডর
'লেন, এন্ড স্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী,
সদঃ—শ্রীযুক্ত রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্ এ, ১৫১১ই বোমাল লেন, পোঃ এলগিন
রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রক মুখোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদঃ
—শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৫৫১১৫ অপার সাকুলার রোড। প্রঃ—ঐ, সঃ—ঐ,

সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, ৪৭ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামবল্লভ রায়, ৫২১ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট, আখ্যাতাব। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১২ স্টেলিপাড় সেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাবুচন্দ্র সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী সঃ শ্রীযুক্ত বলিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ১২৫ রামকান্ত বহুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কিশোরচন্দ্র বর্ষণ এম্ এ, ২১১ অকুর দত্ত সেন। ২ঃ—শ্রীযুক্ত কলিকৃষ্ণ তর্কগোপ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, এন্ট্রি টি একি সি ডি টি ইন্ডিয়ায়, জগদীশপুর লক্ষ্যপুর (মহিপুর)। কৃত্তিক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ সমর্থক—শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র মিত্র, সদঃ—শ্রীযুক্ত বদাশ্রম পান এম্ এ, বি এল্ হাইস্কোলেট উকীল, খুলট রোড, হাওড়া। শ্রীযুক্ত অধিনাথ চৌধুরী এম্ এ সি এল্ লাক্সে লবপুর রোড, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সীতচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীযুক্ত অমলাচরণ ভি জ্ঞানভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরুচরণনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, 'শিবনিবাস', 'সম্মোচন' বঙ্কোপাধ্যায় সেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঃ—শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র মিত্র, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সম্পাদক—বঙ্গীয় ওষ্ট্রী ৬৬১ ৩৮ সি ডি টি ষ্ট্রীট; মৌলি সৈয়দ মরিন বক্স, সম্পাদক—খেলাকৎ কমিটি, ৯০ লক্ষ্যপুর রোড সঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—রায় শ্রীযুক্ত অমলনাথ সিংহ, ১২২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সঃ—শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ, মঙ্গল-কুটার, ৮৩১ অপার সাকুরার রোড; শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, ৫৯ মীতারাং ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি এ, 'উপাসনা' অফিস, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট, ১১ কলেজ কোয়ার্টার; শ্রীযুক্ত কবিরাজ অমরেন্দ্রনাথ রায়, সেন্টাল এভিনিউ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজ কুমারক মিত্র বি এল্, ১৪ গঙ্গপুকুর রোড, ভবানীপুর। প্রঃ—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বহু বাহাদুর, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সেন বি এল্, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, রোহাড, ২৪ পরগণা, প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ সেন, ৯২ মীতারাং ঘোষ ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহার-দাতা—শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা। উপহৃত পুস্তক—(১) চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ; শ্রীযুক্ত রাজকুমার বহু—(২) গুরুক্ষিণা, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(৩) যামিনী; শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস লোহিয়া—(৪) কুল-লক্ষী, (৫) তপস্বী

অষ্টবিন্দুকে পত্র, (৬) ভারত-গৌরব, (৭) রাজ্য-সম্বন্ধী সিদ্ধান্ত, (৮) বন-দেবী, (৯) শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ। Director, Geological Survey of India—(১০) Records of the Geological Survey of India, Vol. LIII, Part 3. The Superintendent, Government Printing, India—(১১) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 10 [A Guide to Nizamuddin], (১২) Patent Office Journal, 1921, (১৩) Patent Office Journal January to March, 1922, The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.,—(১৪) Thirty-fifth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, Part II, 1913-14, (১৫) A Study of the Body Temperature of Birds, (১৬) Cambrian Geology and Paleontology, IV. No. 7, The Secretary, U. S. Department of Labor, Washington—(১৭) Index Numbers of wholesale prices in the United States and Foreign Countries. The Superintendent, Government Press, Madras—(১৮) Padya cudamani of Ashva Ghosh, শ্রীযুক্ত পূর্ণচাঁদ নাহার—(১৯) General Index to the reports of the Archaeological Survey of India, Vols. I to XXIII, (Cunningham).

মাইকেল মধুসূদন-স্মৃতি

সমাধিক্ষেত্রে ।

১৫।৩।২৯ প্রাতে ৭-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কবির সমাধিক্ষেত্রের উপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদানানন্তর কবির উদ্দেশে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের পক্ষে ও বঙ্গবাসীর পক্ষে কবির গুণকীর্ত্তন করেন। তৎপরে তিনি ও প্রায় ২০ জন ব্যক্তি চলিয়া বাইবার পর, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল আসিয়া উপস্থিত হন। বিত্তীয় বার সকলে সমাধিস্থানে গমন করেন। কবির বিবিধ গুণের বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিত্বষণ মহাশয় ও পরে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় বক্তৃতা করেন। মৌলবি হাবিবুর রহমান সাহেব সমাধিক্ষেত্রের উপর পুষ্পদান করেন।

উনত্রিংশ বার্ষিক প্রথম বিশেষ অধিবেশন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-সভা

১৫ই আষাঢ় ১৩২৯, ২৯ এ জুন ১৯২২, বুধস্পতিবার, অপরাহ্ন ৬।০ টা।

শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সি আই ই, এম্ এ, বি এল্, এল্ এল্ ডি, সুরিন্দ্র—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) ঠায় থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে উক্ত থিয়েটারের গায়কগণ, মাইকেল মধুসূদনের ‘কে রচিবে মধুচক্র’ ইত্যাদি গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তৎপরে—

(২) সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

(৩) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মেঘনাদবধ কাব্য হইতে “যে শয্যায় ” ও “হে প্রচেষ্টা:” ইতি শীর্ষক রায়গণের অংশ আবৃত্তি করেন।

(৪) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় মাইকেলের কাব্য হইতে দেশান্ববোধ বিষয়ক রচনাগুলি উদ্ধৃত করিয়া এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(৫) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় রামের অংশ আবৃত্তি করেন। তৎপরে (৬) শ্রীযুক্ত অগ্নরেশচন্দ্র সুখোপাধ্যায় “রামের বিলাপ ” আবৃত্তি করিলে পর, (৭) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় “হেক্টর বধ ” হইতে ও (৮) শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় “তিলোত্তমাসম্ভব” কাব্য হইতে কিছু কিছু আবৃত্তি করেন। অতঃপর (৯) কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যনাথ সেন গুপ্ত মহাশয় ‘জয়দেব’ গান করেন এবং (১০) শ্রীযুক্ত ভুবনেশ মুত্তকী মহাশয় “সাংসারিক জ্ঞান ও অর্থ ” আবৃত্তি করেন। তৎপরে (১১) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায় মহাশয় “লক্ষণের” অংশ এবং (১২) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রজাঙ্গনা কাব্য হইতে “গোধূলি” আবৃত্তি করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত স্বর্গাকুবার বোমাল মহাশয় রচিত “মধুসূদন ” নামক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমদ্রথমোহন বসু

সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহুত।

২৮এ আষাঢ় ১৩২০, ১২ই জুলাই ১৯২২, বুধবার, অপরাহ্ন ৫ টা।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এই সভার সহিত সহায়ত্ব জ্ঞাপন করিয়া শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল এম্ এ মহাশয় মালদহ হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন।

সভারসম্মে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত “কোন দেশেতে তরলতা” শীর্ষক গান গাহিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “সত্যেন্দ্রনাথকে কবি ও মান্নব হিসাবে আমাদের বিবেচনা করতে হবে, কিন্তু আজিকার সভায় তাহা সম্ভব নয়। সাহিত্যে কবিতা অমর—কবিতার এক অংশ সাহিত্যের চিরস্থায়ী অঙ্গ হয়ে থাকবে। আজকাল চারধারে জাতীয় জীবন গঠনের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে—বিচিত্রে চেষ্টার সমষ্টি দ্বারা জাতীয় জীবন গঠিত হ’তে পারে। জাতীয় জীবনের ভিত্তি—মূল ভিত্তিই হ’ল ভাষা। বাঙ্গালীর ভেতর সব চেয়ে বড় বন্ধন সাহিত্য—এই বন্ধনে বাঙ্গালীদের মধ্যে পরস্পরের আত্মীয়তা বেড়ে যাবে। বাঙ্গালা সাহিত্য হ’তে জাতীয় জীবনের একটা দিকের অটল ভিত্তি গড়ে উঠছে। জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী কবিতা রচনা দ্বারা আজ কাল করচেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী ছিলেন। ভাল লেখকদের প্রথম লেখাতেই প্রকাশ পায়, তাঁর শেষে কেমন প্রতিভাবান্ হয়ে দাঁড়াবেন—সত্যেন্দ্রনাথের ‘হোমশিখা’ প্রথমে মনে ধা দিয়াছিল। সত্যেন্দ্র অল্পবয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কবিতা লেখা চিন্তার জিনিস, সাধনার জিনিস, তার মধ্যে আর্ট আছে, তার ভঙ্গীই আলাদা। সত্যেন্দ্র কবি ও-শিল্পী ছিলেন, তা’ ছন্দে ও শব্দে দেখিয়ে গিয়াছেন, তিনি অনেক দেশের আর্ট অতি যত্নের সহিত আয়ত্ত্ব ক’রেছিলেন ব’লে আমাদের তিনি নানা ছন্দ ও শব্দ সম্পদ দিয়ে গিয়াছেন।”

তৎপরে ‘দীপ্তি,’ ‘হিতৈষী’ প্রভৃতির লেখক ও কবি সত্যেন্দ্রনাথের মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়-লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের বাণ্যজীবনের ও বহু জীবনকথাপূর্ণ একটি প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় কর্তৃক পঠিত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ মহাশয় “কবিরত্ন সত্যেন্দ্রনাথ” নামক কবিতা, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি এ মহাশয় স্বরচিত এক কবিতা এবং শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন ওপ্ত “সত্যেন্দ্র-তর্পণ” নামক কবিতা পাঠ করেন।

অতঃপর কুমারী শ্রীমতী আশালতা কবি সত্যেন্দ্রনাথের “কোন্ দেশেতে তরুণতা” আবৃত্তি করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল মহাশয় “সত্যেন্দ্র স্মরণে”, শ্রীযুক্ত ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই, ডি লিট্ মহাশয় “সত্যেন্দ্র” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত বোহিতলাল বসুমদার মহাশয় “সত্যেন্দ্র-বিরোগ” এবং শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় “সত্যেন্দ্র স্মরণে” নামক কবিতা পাঠ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রণাবগুলি উপস্থিত করিলেন।

(ক) ছন্দ সন্ন্যস্তীর বরণজ্ঞ স্রুতি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বহু সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহার অভ্র-বন্ধী-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং কবির শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরলোকগত কবির উপযুক্ত স্থিতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

(গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রস্তাব করিতেছেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্থিতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ত একটি কার্য্যকরী-সমিতি গঠন করা হউক, এই সমিতিকে আবশ্যক মত সদস্য বাড়াইয়া লইবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।

১। পরিষদের সভাপতি

১১। শ্রীযুক্ত চাকচক্স বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। „ সম্পাদক

১২। „ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

১৩। „ গিরিজাকুমার বসু।

৪। „ নলিনীরঞ্জন পাণ্ডে

১৪। „ হেমেন্দ্রকুমার রায়।

৫। „ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

১৫। „ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

৬। রায় শ্রীযুক্ত জলধর পেন বাহাদুর।

১৬। „ ফণীন্দ্রনাথ পাল।

৭। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব।

১৭। „ শিশিরকুমার ভাট্টা।

৮। মোলবি কাশিম মুজফ্ফর ইসলাম।

১৮। „ হিরণকুমার রায় চৌধুরী।

৯। শ্রীযুক্ত দোরাজমোহন মুখোপাধ্যায়।

১৯। „ অমলাচরণ বিদ্যাকৃষ্ণ।

১০। „ বতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত গঙ্গেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ তাঁহাদের কবিতা পাঠ করিলেন,—

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু “সত্যেন্দ্র-স্থিতি”

„ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—“পরলোকে সত্যেন্দ্র,”

„ নরেন্দ্রনাথ দেব—“সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ”

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় “যে দিন আবার স্মৃতিবে মুকুল, সে দিন আমার দেখতে পাবে” নামক গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে এবং যে সকল সভ্যর বহু এই অধিবেশন স্মৃতিভাবে সন্মান করিবার জন্ত পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সম্পাদক মহাশয়ও পুনরায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমনমথমোহন বসু

সভাপতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

উনত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

কলিকাতা

২৪৩১ আপার সাকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক:

প্রকাশিত।

১৩২৯

বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

সদস্তগণপক্ষে বিনামূল্যে]

উনত্রিংশ ভাগের সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই	৮৫
২। আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা- পুথির বিবরণ (৩)	শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ	১
৩। চিত্রলক্ষণ	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ	৫৫
৪। চণ্ডীদাস	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ	১২৭
৫। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব	শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্	৭৩
৬। নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তি	শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই	১৪৭
৭। বৈদিক ভাষায় স্বরের স্মরণ	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	২, ৯৫
৮। ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাক্সালা কাগজপত্র	শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট	১০২
৯। সভাপতির অভিভাষণ	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ	৪৩
১০। “সমতটের পূর্বে” প্রবন্ধের প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য ...	শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র	৬৭
১১। বাক্সালা প্রাচীন পুথির বিবরণ		১—৩২

বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, সম্পাদিত

শ্রীগীতগোবিন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের স্ববিখ্যাত পটাস্ববাদক, বঙ্কীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সৃষ্টিদর্শী সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিম্নয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অল্পত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্তাদের যে বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ১২৩টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ব সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্তার উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুর্লভ স্থলের পাদটীকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার অকারের ৬০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী স্রবহু ভূমিকায় পদকর্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষতঃ সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত স্রবহু শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুপ্রণালী-সম্বলিত নানা সূচী বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সংকলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দসূচী দ্বারা চিরানুভূত প্রামাণিক পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদূরিত হইবে; স্মরণ্য উহা যে পদাবলী পাঠকমাজেরই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

“আপনার সম্পাদিত “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী” উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশ-কার্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাতেই স্বীকার করিবেন।”

সুপ্রসিদ্ধ “অমৃতবাজার পত্রিকা” লিখিয়াছেন,—

“We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A., viz., “Aprakashita Padaratnavali.” The editor Satis Babu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of “Sree Gita Govinda” and “Rasamanjari” as well as his voluminous critical edition of “Padakalpataru” published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work “Aprakashita Padaratnavali” is an out-come of Satis Babu’s life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava

Padavalis, including poems by nearly thirty unknown ‘pada-kartas’ and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c. the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual as written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and index of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double-columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis.”

সুপ্রসিদ্ধ “হিতবাদী” লিখিয়াছেন,—

“এই গ্রন্থে বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, ঘনশ্যাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা, ও চারিটি সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকাও তাহার কবিত্ব-রস-গ্রাহিতার বিশেষ জ্যোতক। সূচীগুলিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জ্ঞাও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত স্বকবির রচনা-চাতুৰ্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবন্তকৃতগণের কণ্ঠাভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।”

সুপ্রসিদ্ধ “প্রবাসী” ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

“সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব পদকর্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাশ্রাণালী ও বিশেষ অর্থযুক্ত পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত সূচী বাংলা বইএ দুর্লভ নবপ্রবর্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎসব এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেই সমাদর লাভ করবে।”

সোয়া তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠায়ুক্ত বহু গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনায় মূল্য মাত্র ২/- দুই টাকা করা হইয়াছে

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম্ এ, ধামগড়, পোঃ বারপাড়া (ঢাকা)—ঠিকানায় অথবা ২০৩১১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্য।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, প্রণীত গ্রন্থ

১। ব্যাকরণ-পরিচয়—মূল্য ৮০ বার আনা।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত খাটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২। স্বভাব-চিত্র—মূল্য ১০ আট আনা।

স্বর্ণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়-রচিত কথামালার অঙ্করণে বাঙ্গালার গল্প লইয়া লিখিত বালকবালিকাদের শিক্ষার উপযোগী সচিত্র পুস্তক।

গ্রন্থকারের নিকট ৫২নং শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামতঃ—

“যেদ্রুপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয় ... গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক”—“নব্য-ভারত,” চৈত্র ১৩২৬।

“ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সম্মিষ্ট হইয়াছে ... বর্ণনা-কৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্জল্যমান।—“ভারতবর্ষ,” বৈশাখ, ১৩২৭।

“ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ ... বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।”—“মানসী ও মন্মথালী,” জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

“তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই”—“প্রবাসী” আষাঢ়, ১৩২৭।

“বৃন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।”—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

“The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature.”—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

“The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly servicable to those who interested in Brindaban—its past history and present position.”—The Bengalee, 9th May, 1920.

“To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademecum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading.”—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২১।০

পরিষদের-সদস্যপক্ষে—১৮।০

অকমণ্ডল স্বতন্ত্র।

{ প্রাপ্তিস্থান—সান্তিত্য-পরিষৎ মন্দির।
২৪৩১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

*১। কুন্তিবাসী রামায়ণ ৥০, ১৮	*৩৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৥০
(অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড)	৩৫। কবি হেমচন্দ্র ৥০
*২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী ৩৬। রামানুজাচার্যের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ২১০, ৪০
*৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত ৩৮। শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড) ৩১০, ৫০	
*৪। ছুটীখানের মহাভারত	*৩৯। মহিলা ব্রতকথা
৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র ১০, ১০	*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা
৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ১০, ৮০	৪১। কঙ্কিপুরণ ১০, ১০
*৭। জ্ঞানেন্দ্রের চৈতন্যমঙ্গল ৪২। জ্যোতিষ দর্পণ ১৮, ১০	৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ ১০, ১০
*৮। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল	৪৪। দুর্গামঙ্গল ১০, ১৮
*৯। ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	৪৫। সঙ্গীতরাগকল্পক্রম ২৫, ৩০
*১০। গৌরপদতরঙ্গিণী ২৮, ২৮	*৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী ২৮, ৩৮
*১১। কালীপরিক্রমা	৪৭। তীর্থ-মঙ্গল ১০, ১০
*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	৪৮। মুগলুক ৮০, ১০
*১৩। রামায়ণ-তত্ত্ব	৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি ১০, ৮০
*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	৫০। পদকল্পতরু (১—২ খণ্ড) ২১০, ৩০
১৫। বৌদ্ধধর্ম ১০, ১০	৫১। সয়কল মোতাক্ষরীণ
১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ ১৮, ১০	৫২। মুগলুক-সংবাদ ৮০, ১০
*১৭। নরহরি চক্রবর্তীর বজ্রপরিক্রমা	৫৩। তীর্থভ্রমণ ১৮, ১০
১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি ১০, ১০	৫৪। গঙ্গামঙ্গল ১০, ১০
*১৯। নব্য-রসায়নী বিজ্ঞা ও তাহার উৎপত্তি	৫৫। বৌদ্ধগান ও দোহা ৩৮, ৩৮
*২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	৫৬। ধর্মপূজা-বিধান ১০, ১০
*২১। রামাই পণ্ডিতের শৃঙ্গ পুরাণ	৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা ১০, ১৮
*২২। মিলন্দপঞ্জরো	৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৮, ২০
*২৩। নরহরি চক্রবর্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	৫৯। জ্ঞানসাগর ১০, ১০
*২৪। বিজ্ঞাপতির পদাবলী ৩৮, ৪৮	৬০। সারদামঙ্গল ১০, ১০
২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস ৩৮, ৩০	৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক ১৮, ১০
২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস ২০, ২০	৬২। গৌরান্দ-সম্মাস ১০, ১০
২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস ১০, ১০	৬৩। জ্ঞানদর্শন (১—২ খণ্ড) ৩৬০ ৫১০
*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ	৬৪। গৌরববিজয় ১০, ১০
*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	৬৫। শ্রীকৃষ্ণবিলাস ১০, ১০
*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞানাগর	৬৬। সর্বসংবাদিনী ১৬০, ২১০
৩১। বিষ্ণুগুণ-পরিচয় ৮০, ১০	৬৭। মনোবিজ্ঞান ১৮, ১০
৩২। মায়াপুরী ১০, ১০	
৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা ১০, ১৮	

প্রস্তাব্য ৪—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

-:০০:-

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীশ্রুতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

-:০০:-

সূচী

(প্রবন্ধের সমতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। যোগেন্দ্রবাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ ...	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী	১
২। আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা- সম্বন্ধে দুই একটি কথা। ...	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই	৬
৩। অর্থশাস্ত্রে সমাজত্বিজ (২) ...	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ,	৭
৪। পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় ...	শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্	১৭
৫। ঐ প্রবন্ধের আলোচনা	৩৯
৬। বাঙ্গালা প্রাচীন-পুথির বিবরণ	৩০—৪৮
৭। বার্ষিক কার্য-বিবরণ (পরিশিষ্ট)	৪১—৬৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্তগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে, তাঁহারা যথাসময়ে

কার্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ত্ৰীত্ৰীপদকম্পতৰু (তৃতীয় খণ্ড)

ত্ৰীসতীশচন্দ্ৰ ৰায় এম্ এ কৰ্তৃক সম্পাদিত ।

চতুৰ্থ শাখা—প্ৰথম ভাগ, ২৬শ পন্নব পৰ্য্যন্ত ৩০২ পৃষ্ঠায় স্ফুৰ্ণভাৱে ঢাকা-পাঠান্তৰাদি সহ মুদ্ৰিত হইয়া প্ৰকাশিত হইল । ইহাতে প্ৰত্যেক সংস্কৃত পদগুলিৰ ঢাকা ও অনুবাদ ত আছেই, ইহা ছাড়া অধিকাংশ ছক্কা পদেৰ সুললিত ব্যাখ্যাও প্ৰদত্ত হইয়াছে । মূল্য পৰিষদেৰ সদস্য-পক্ষে ১।০, শাখা-সভাৰ সদস্যপক্ষে ১।০ ও সাধাৰণেৰ পক্ষে ১।৫০, এই গ্ৰন্থেৰ ১ম ও ২য় খণ্ডেৰ মূল্য স্বৰূপে পৰিষদেৰ সদস্য পক্ষে ১.১০, ১।০ ; সাধাৰণ পক্ষে ১।০, ১।৫০ ।

প্ৰাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষদ মন্দিৰ ।

২৪৩।১, আপাৰ সাকুল্লাৰ ৰোড, কলিকাতা ।

বঙ্গ-সাহিত্য

পবিত্ৰ বাৰাণসীক্ষেত্ৰে বঙ্গবাণীৰ মন্দিৰ সংস্থাপনেৰ জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষদ,—বাৰাণসী-শাখা কৰ্তৃক এই সাহিত্যিক পত্ৰিকাখানি প্ৰকাশিত হইয়াছে । ইহাৰ উপস্থৰ সমস্তই বঙ্গবাণীৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণে ব্যয়িত হইবে ।

বঙ্গসাহিত্যেৰ বাৰ্ষিক অগ্ৰিম মূল্য পৰিষদসদস্য-পক্ষে তিনি টাকা । সাধাৰণ-পক্ষে সাড়ে চাৰি টাকা । প্ৰথম সংখ্যা প্ৰকাশিত হইয়াছে ।

লেখকগণেৰ নাম—অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্ এ, অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত ৰাধাকৃষ্ণন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি এচ্ ডি, পি আৰ এন্, অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকাৰী এম্ এ, অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত অনুকূলচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত বিধুশেখৰ শাস্ত্ৰী, অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত হৰিধৰ শাস্ত্ৰী, অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত গঙ্গাপ্ৰসাদ গাঙ্গুলী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতৰাজ কবিন্দ্ৰনাথ শ্ৰীযুক্ত বাদৰেখৰ তৰ্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীযুক্ত প্ৰমথনাথ তৰ্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীযুক্ত বামাচৰণ ভট্টাচাৰ্য্য, শ্ৰীযুক্ত শৰৎচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, শ্ৰীযুক্ত দেবেন্দ্ৰনাথ বসু, শ্ৰীযুক্ত সুনীলচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য, শ্ৰীযুক্ত দেবকুমাৰ ৰায় চৌধুৰী, অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত বৃন্দাবন ভট্টাচাৰ্য্য এম্ এ শ্ৰীযুক্ত ৰবীন্দ্ৰনাথ মৈত্ৰ বি এ, শ্ৰীযুক্ত বহুনাথ চক্ৰবৰ্তী বি এ, শ্ৰীযুক্ত প্ৰমথনাথ মৈত্ৰেয়, শ্ৰীযুক্ত মহেন্দ্ৰচন্দ্ৰ ৰায় বি এ, শ্ৰীযুক্ত প্ৰফুল্লকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্ৰীমতী অনুৰূপা দেবী, শ্ৰীযুক্ত অতুলপ্ৰসাদ সেন, শ্ৰীযুক্ত অৰুণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত অমল্যচৰণ বিনোদভূষণ, ৰায় শ্ৰীযুক্ত জলধৰ সেন বাহাদুৰ ।

প্ৰাপ্তিস্থান—পত্ৰিকাধ্যক্ষ

বঙ্গ-সাহিত্য-কাৰ্য্যালয়

৩৫, মিশৰিপোখৰা ষ্ট্ৰীট,—কলিকাতা ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

যোগেন্দ্র বাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ*

১৩২৩ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে যোগেন্দ্র বাবু জ্যামিতিতে ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধগুলিকে দুই প্রকার দেখাইয়াছেন। যথা,—ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ও নবগঠিত স্বতঃসিদ্ধ। ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধের তালিকার মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ৮ম ও ৯ম এইগুলিকে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছেন, আর অবশিষ্টগুলিকে নব-গঠিত স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেন না, অবশিষ্ট স্বতঃসিদ্ধগুলি ইউক্লিড-কৃত জ্যামিতিতে স্থান পায় নাই, ঐ সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ পরবর্তী জ্যামিতিকারগণ সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধের তালিকাটি দেওয়া হইল। যথা,—

- ১। বাহারা কোন একটীর সমান, তাহারা পরস্পর সমান।
- ২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।
- ৩। সমান সমান হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান।
- ৪। অসমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি অসমান এবং বৃহত্তরের সঙ্গে যোগ করিয়া যে সমষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর।
- ৫। অসমান বস্তু হইতে সমান সমান বস্তু বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট অসমান এবং বৃহত্তর হইতে বিয়োগ করিয়া যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তাহা বৃহত্তর।
- ৬। সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান।
- ৭। সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান।
- ৮। বাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা পরস্পর সমান।
- ৯। ভগ্নাংশ অপেক্ষা সমুদায় বৃহত্তর।
- ১০। দুই সরল রেখার দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।
- ১১। সকল সমকোণ পরস্পর সমান।
- ১২। যদি একটি সরল রেখা অপর দুইটি সরল রেখার উপর পতিত হওয়ায়, এক পার্শ্ব

* ১৩২১/২৩এ কার্তিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অন্তরস্থ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হয়, তবে উক্ত পার্শ্ব সরল রেখাদ্বয় অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি করিলে, পরস্পর মিলিত হইবে।

এই নবগঠিত স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে নিম্নলিখিত স্বতঃসিদ্ধগুলিকে স্বতঃসিদ্ধধর্মাক্রান্ত নহে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, কেন না উহারাই ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ কয়েকটির সাহায্যেই প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইউক্লিডের তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধটিও প্রমাণ করিয়াছেন।

১। অসমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি অসমান এবং বৃহত্তরের সঙ্গে যোগ করিয়া যে সমষ্টি হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর। (৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ)

২। অসমান বস্তু হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট অসমান এবং বৃহত্তর হইতে বিয়োগ করিয়া যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তাহা বৃহত্তর। (৫ম স্বতঃসিদ্ধ)

৩। সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান। (৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধ)

৪। সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান। (৭ম স্বতঃসিদ্ধ)

৫। সমান সমান বস্তু হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান। (৮ম স্বতঃসিদ্ধ)

এক্ষণে আপত্তি এই যে, উহারাই কোনক্রমেই ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ কয়েকটির সাহায্যে প্রমাণিত হইতে পারে না। লেখক কর্তৃক প্রদত্ত (১) “দুইটি বস্তু পরস্পর সমান হইবে অথবা তাহাদের একটি বৃহত্তর অপরটি লঘুতর হইবে। (২) বৃহত্তর লঘুতরের সমান হইতে পারে না।” এই দুইটি সত্য ব্যতীতও আর কতকগুলি সত্যের প্রয়োজন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে। যে সমস্ত সত্য আবশ্যক বোধে পরে বিবৃত করা হইয়াছে, যদি সেই সমস্ত সত্য উক্ত সত্য দুইটির মত পূর্বেই যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে স্বীকার করিতে পারিতাম যে, তাঁহার প্রমাণগুলি deductive reasoning অনুসারে নির্দোষ হইয়াছে।

যোগেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত উক্ত সত্য দুইটি ভ্যামিতিক প্রমাণে প্রায়ই দরকার হয়, কিন্তু তাহার উল্লেখ না থাকায়, প্রতিজ্ঞার প্রমাণগুলি deductive reasoning অনুসারে নির্দোষ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা চলে না, কেন না Geometrical reasoning is said to be deductive, because by a connected chain of argument it deduces new truths from truths already proved or admitted. সুতরাং কোন সত্যের সাহায্য লইতে হইলে, তাহাকে সাহায্যের পূর্বেই সত্য বলিয়া স্বীকার কিংবা প্রমাণিত করিতে হইবে। এস্থলে যোগেন্দ্র বাবু উক্ত সত্য দুইটির সাহায্য লইবার পূর্বেই যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ করায়, অত্যাশ্র জ্যামিতিকারগণের প্রমাণ অপেক্ষা তাঁহার প্রমাণ অনেক নির্দোষ হইয়াছে।

৪র্থ স্বতঃসিদ্ধঃ। এই স্বতঃসিদ্ধটির প্রমাণের নিমিত্ত বলিতেছেন, “একএর একরূপ একটি ভগ্নাংশ আছে, যাহা ২এর সমান। মনে কর, উক্ত ভগ্নাংশ ৮।” এক্ষণে আপত্তি এই যে, এই প্রকার অসুমান কোন স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে মনে করিতে পারি? নিম্নলিখিতরূপ statementটি যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে এ প্রকার অসুমান করিতে পারি। সুতরাং এস্থলে

একটা নূতন সত্যের আবশ্যক হইতেছে। statementটা এই যে,—From the greater a part can be taken equal to the less. কিন্তু এই সত্যটা ইউক্লিডের সতঃসিদ্ধের তালিকার বহির্ভূত।

“ক; চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটা বস্তুর সমষ্টি। অতএব ক ও প এর সমষ্টি চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটা বস্তু ও প এর সমষ্টি।” অর্থাৎ প বস্তুতে একবার, ক বস্তু, আর একবার ক বস্তুর সমান চ, ছ প্রভৃতি যোগ হইতেছে, সুতরাং যোগফল পরস্পর সমান। ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল? যোগফল সমান স্বীকার করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ statementটার আবশ্যক হইতেছে,—If equals be added to the same thing, then the sums are equal. অথচ ইহা ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে স্থান পায় নাই। এই statementটা কেহ যেন ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধের অনুরূপ বলিয়া মনে না করেন, কেন না, উক্ত স্বতঃসিদ্ধে আর এই statementএ পার্থক্য রহিয়াছে—ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ বলিতেছে, সমান সমান বস্তুতে সমান সমান বস্তুর যোগ ইত্যাদি, (অর্থাৎ একাধিক বস্তুতে যোগ) আর এস্থলে আবশ্যক হইতেছে, একই বস্তুতে সমান সমান বস্তুর যোগ ইত্যাদি, (অর্থাৎ একাধিক বস্তুতে যোগ নহে)। সমান সমান বস্তু যে একই বস্তু হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

খ, চ এর এবং ঞ, প এর সমান বলিয়া প্রথম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে ঞ ও ঞ এর সমষ্টি প ও চ এর সমষ্টির সঙ্গে সমান—অর্থাৎ সমান সমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান হইবে—ইহা প্রথম স্বতঃসিদ্ধ নহে, পরন্তু ইহা দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ। এই ক্রটি বোধ হয়, মুদ্রাকরের অনবধানতা বশতঃ ঘটিয়াছে।

প ও চ এর সমষ্টি প, চ, ছ প্রভৃতির সমষ্টির তগ্নাংশ। আবার প ও চ এর সমষ্টি ঞ ও ঞ এর সমষ্টির সমান ও প, চ, ছ প্রভৃতির সমষ্টি ক ও প এর সমষ্টির সমান। সুতরাং ঞ ও ঞ এর সমষ্টি অপেক্ষা ক ও প এর সমষ্টি বৃহত্তর। ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল? ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত সত্যটার আবশ্যক হইতেছে। যথা,—কোন বস্তু কোন বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে, প্রথমোক্ত বস্তুর সমান বস্তু দ্বিতীয়োক্ত বস্তুর সমান বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে। অথচ এই সত্যটাও ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের তালিকার বহির্ভূত।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, এই স্বতঃসিদ্ধটার প্রমাণ ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ব্যতীত নিম্নলিখিত সত্যগুলিরও সাহায্য লইতেছে। যথা,—

১। বৃহত্তর হইতে ক্ষুদ্রতরুর সমান করিয়া অংশ লওয়া যাইতে পারে।

২। একটি বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান হইবে।

৩। কোন বস্তু কোন বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে প্রথমোক্ত বস্তুর সমান বস্তু দ্বিতীয়োক্ত বস্তুর সমান বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

উল্লিখিত সত্যগুলি যদি প্রমাণের পূর্বে যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে লেখক কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণটী বিতর্ক জ্যামিতিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, নচেৎ নহু।

২য় স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণের ত্রায় বলিয়া উহার প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই।

এই স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণের ত্রায়, অর্থাৎ যে সকল সত্যের দ্বারা ও যে operation দ্বারা চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হইয়াছে, ঠিক সেই সকল সত্য ও সেই operation দ্বারা এই স্বতঃসিদ্ধও প্রমাণিত হইবে, যদি ইহাই বুঝায়, তাহা হইলে কখনই এই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হইতে পারে না। কেন না, যখন প্রমাণিত হইবে—ক ও গ এর অবশিষ্ট চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটা বস্তু ও গ এর অবশিষ্ট, তখন আর একটা নূতন সত্যের * দরকার হইবে, যে সত্যের দরকার, চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণে কোনক্রমে দরকার হইতে পারে না, আর operation হইবে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অর্থাৎ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধে operation হইয়াছে addition আর এই স্বতঃসিদ্ধের operation হইবে subtraction। পার্থক্য যখন এত, তখন কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি যে, পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের ত্রায়?

৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধ। “মনে কর, কএর সমান ঞ ও ঙ এই দুইটা বস্তুর সমষ্টি ঞ এবং উক্ত কএর সমান চ ও ছ এই দুইটা বস্তুর সমষ্টি গ।” এক্ষণে ঞ ও ঙ এর সমষ্টি ঞ এবং চ ও ছ এর সমষ্টি গ মনে করিলে তবেই প্রমাণিত হয় যে, ঞ ও গ পরস্পর সমান। কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এমন কোন সুসঙ্গত কারণ (either admitted or proved) দেখিতে পাইতেছি না যে, যাহাতে আমরা ঞ ও ঙ এর সমষ্টি ঞ এবং চ ও ছ এর সমষ্টি গ মনে করিতে বাধ্য হই।

আর একটা কথা—এই স্বতঃসিদ্ধের সাধারণ সূত্রে (General Enunciation) রহিয়াছে—“সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান”, আর ইহার বিবরণ সূত্রে (Particular Enunciation) রহিয়াছে “ঞ ও গ এর প্রত্যেকে কএর দ্বিগুণ; ঞ ও গ পরস্পর সমান হইবে।” অর্থাৎ বলা হইল, একই বস্তুর দ্বিগুণ সকল পরস্পর সমান। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সাধারণ সূত্রে ও বিবরণ সূত্রে সামঞ্জস্য নাই।*

৭ম স্বতঃসিদ্ধ। “যদি ঞ ও গ পরস্পর সমান না হয়, তবে ইহাদের দ্বিগুণও অসমান। কিন্তু তাহা অসম্ভব।” অসম্ভব যে কেন, তাহা বুঝিলাম না। ঞ ও গ সমান না হইলে উহাদের দ্বিগুণ অসমান হওয়াই সম্ভব। ইহাতে অসম্ভবের স্থান কোথায়? আর উক্ত রাশিদ্বয়ের দ্বিগুণ অসমান স্বীকার করায়, যদি কোন সত্যের (admitted or proved) ব্যতিক্রম কিংবা অগলাপ ঘটে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয় যে, উহাদের দ্বিগুণ অসমান হওয়া

* সমান সমান বস্তু হইতে একই বস্তু বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান হয়।

অসম্ভব। এ স্থলে উক্ত রাশিভয়ের দ্বিগুণ অসমান স্বীকার করায় কোন সত্যের যে ব্যতিক্রম কিংবা অপলাপ ঘটিতেছে, তাহা নির্দেশ করিতেছেন না, অথচ বলিতেছেন, ঐ প্রকার হওয়া অসম্ভব। উক্ত প্রকার অসমান স্বীকার করায় যদি কোন সত্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, অসমান রাশি ঋ ও প এর দ্বিগুণ অসমান হওয়া অসম্ভব।

ইহার সাধারণ-স্থলে রহিয়াছে, “সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান”, আর বিবরণ-স্থলে রহিয়াছে, “ঋ ও প প্রত্যেকে ক এর অর্দ্ধ, ঋ ও প সমান হইবে”, অর্থাৎ ঋ ও প দুই সমান বস্তুর অর্দ্ধ না হইয়া একই বস্তুর অর্দ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এস্থলেও সাধারণ-স্থলে ও বিবরণ-স্থলে সামঞ্জস্য নাই।

৬ষ্ঠ ও ৭ম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ না করিয়া উহাদের পরিবর্তে ঐ স্থলে অন্য কিছু প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।

তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধ—“ক হইতে প বিয়োগ করিলে ঙ অবশিষ্ট থাকে। অতএব ক ; প ও ঙ এর সমষ্টি।” ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল ? এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি—ককে আমরা সমস্ত বলিব আর প ও ঙকে যথাক্রমে গৃহীত ও অবশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিব। এখানে আপত্তি এই যে, গৃহীত ও অবশিষ্টের সমষ্টি সমস্তের সঙ্গে সমান, ইহা সত্য বলিয়া ইতিপূর্বে গৃহীত না হওয়ায়, স্বীকার করিতে পারি না যে, ক ; প ও ঙ এর সমষ্টির সমান। যদি এই সিদ্ধান্তটি স্বীকার করিতে হয়, তবে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ব্যতীত এস্থলে আরও একটি স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োজন হইতেছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, স্বতঃসিদ্ধগুলির প্রমাণ কোনটাই deductive science অনুসারে নির্দোষ নহে।

শ্রীকৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা

১৩২৯ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা পরিবৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত ‘আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা’ প্রবন্ধে আমি ‘aberration’এর পরিভাষা ‘চ্যুতি’ করিয়া, ‘chromatic aberration’, ‘spherical aberration’ ও ‘aplanatic এর পরিভাষা যথাক্রমে ‘বর্ণচ্যুতি’, ‘বর্তুলচ্যুতি’ ও ‘চ্যুতিহীন’ করিয়াছি। যখন আমি উল্লিখিত প্রবন্ধ লিখি, তখন আমার ‘নাগরী-সাহিত্য-প্রচারিণী’ সভা হইতে প্রকাশিত ‘ভৌতিক পরিভাষা’ দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। সম্ভ্রুতি একখানি ‘ভৌতিক পরিভাষা’ আমি পাইয়াছি। উক্ত পুস্তিকায় ‘aberration’, ‘chromatic aberration’, ‘spherical aberration’, ‘aplanatic’এর পরিভাষা যথাক্রমে ‘রঙ্গাপেরণ’, ‘গোলাপেরণ’ ও ‘অনপেরক’ করা হইয়াছে। মন্দ্রচিত পরিভাষাগুলি অপেক্ষা ‘ভৌতিক পরিভাষার’ পারিভাষিক শব্দগুলি অধিকতর সুন্দর। যদি আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বে পুস্তকটি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমাকে নূতন শব্দরচনার শ্রম-স্বীকার করিতে হইত না। কেবলমাত্র ‘chromatic aberration’ ও ‘spherical aberration’এর পরিভাষা রঙ্গাপেরণ ও “গোলাপেরণ” না করিয়া যথাক্রমে বর্ণাপেরণ ও ‘বর্তুলাপেরণ’ করিবার আমি পক্ষপাতী। Long sight (Hypermetropia)—এর পরিভাষা ভ্রমক্রমে ‘চালিশা’ ছাপা হইয়াছে, ইহার পরিভাষা ‘হাইপার মেট্রোপিয়া’ হইবে। আমরা বাঙ্গালায় “চালিশা” অর্থে বাহা বুঝি, ঠিক সেই অর্থেই ইংরাজী Presbyopia শব্দ ব্যবহৃত হয়।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র*

(মৌর্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস)

(২)

অতঃপর তৎকালের লোকের অবস্থান (e. g. distribution of population) সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বর্তমানের ত্রায় তৎকালের ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করিত। গ্রামগুলির অধিকাংশই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং গ্রামবাসীরা প্রায়ই ভূমিকর্ষণ বা চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ফলে গ্রামগুলির অবস্থান এবং ব্যবস্থাও সেইরূপ ছিল। গ্রামের মধ্যভাগেই বাস্তু বা বাসের স্থান ছিল। এই খণ্ডে লোকের বাসগৃহগুলি নির্মিত হইত। সাধারণতঃ সমান্তরাল দুই তিনটি রাস্তা থাকিত ও উহার উভয় পার্শ্বে গৃহগুলি নির্মিত হইত। গণগ্রামগুলিতে অধিক লোকের বাস ছিল এবং উহার আয়তন ও নির্মাণপ্রণালী বিভিন্ন হইত। এই বাস্তুখণ্ডের চতুর্পার্শ্বে চাষের জমি ও উহার পর বিস্তীর্ণ গোচারণভূমি বা গোপ্রচার থাকিত। এই গোচারণ ভূমি সাধারণের সম্পত্তি ছিল এবং উহাতে সকলেই অধিকার ছিল। সকলেই প্রয়োজন মত নিজ নিজ গো-মহিষাদি চরাইতে পারিতেন, তবে অকারণ গো-মহিষাদি ছাড়িয়া রাধিলে দণ্ডনীয় হইতেন। অর্থশাস্ত্রে গোচারণভূমির রক্ষার জন্য বিশেষ বিধির উল্লেখ দেখা যায়। (কেহ অযথা উক্ত ভূমির অত্যাগ্রসে অধিকার করিলে (encroachment) বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইতেন। অর্থশাস্ত্রের নির্দেশমত উক্ত গোচারণভূমির বিস্তার একশত ধনুস কম হইবার ব্যবস্থা ছিল না। (১৭২ পৃষ্ঠা।)

মৌর্যযুগের অবসানের অব্যবহিত পরে রচিত মনু ও অশ্বাভ্যাস্ত্র শ্রুতিগ্রন্থে গণগ্রামে আরও অধিক পরিমাণে গোচারণভূমি রাধিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

গোচারণ-ভূমির পর কোন কোন গ্রামে প্রাচীর বা বেড়া দিবার ব্যবস্থা ছিল—“তন্মৈঃ সমস্ততো গ্রামাক্ষরঃ শতাপকৃষ্টমুপশালং কারয়েৎ।” আবার অনেক গ্রাম খোলা বা উন্মুক্ত ও প্রাচীরবিহীন ছিল।

সাধারণতঃ গ্রামগুলি কর্ষক-বহুল ও শূন্যপ্রায় হইত। অর্থাৎ শূন্যাদির সংখ্যাই অধিক ছিল এবং উচ্চবর্ণের লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইত। কতকগুলি গ্রামে আবার মাত্র একবর্ণের বা একজাতীয় লোকের বা একবৃত্তির* লোকের বাস ছিল। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে অর্থাৎ বিনয়পিটক* ও সূত্রপিটকে এইরূপ একবর্ণবহুল গ্রামের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থের নানাস্থানে আমরা ব্রাহ্মণগ্রাম বা ব্রাহ্মণনিগম ক্ষত্রিয়গ্রাম ও বৈশ্যগ্রামের উল্লেখ পাইয়া থাকি।

উপরি উক্ত একবর্ণবহুল গ্রামের স্থায় কতকগুলি গ্রামে কেবল এক ব্যবসায় নিযুক্ত বা এক-জীবিকার লোকের বাস ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ও পরবর্তী যুগে রচিত জাতকাদিতে ও মহাভারতের বহুস্থানে কুন্তকারগ্রাম, সূত্রধরগ্রাম, তন্তবায়গ্রাম ও কর্মকার-গ্রামাদির বহু উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ দিলাম না। এই শিল্পীরা নিজ নিজ ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বা গ্রামবাসী উচ্চ বর্ণের লোকের হস্তে উৎপীড়িত হইবার ভয়ে এক গ্রামে সকলে সম্মিলিত হইয়া বাস করিত। ইহাতে তাহাদের আত্মরক্ষা ও ব্যবসাজ্ঞে উন্নতি—উভয় দিকই বজায় থাকিত।

প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে বিশ্রামাগার, মিলনাগার (শালা), সাধারণের ব্যবহারার্থ জলাশয়, শিক্ষাহান প্রভৃতি থাকিত। গ্রামের মধ্যে গ্রামদেবতার মন্দিরাদি এবং চৈত্যা-বৃক্ষাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল মন্দিরাদি সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। গ্রাম্য দেবতাদিগের নামে উৎসর্গীকৃত ধেনু বা বৃষগুলিও গ্রামের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহাদিগকে মারিলে বা বধ করিলে অপরাধী বিশেষ দণ্ডিত হইত।

গ্রামগুলির লোকসংখ্যার অবধারণ করিবার কোন উপায় নাই; তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, অধিবাসীর সংখ্যা মন্দ ছিল না। অর্থশাস্ত্রের জনপদনিবেশাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নূতন গ্রাম স্থাপিত হইতে হইলে, সাধারণতঃ উহাতে অনূন ১০০ হইতে ৫০০ শূদ্র কৃষক-পরিবারের স্থান রাখা হইত। এতদ্ভিন্ন উচ্চ বর্ণের লোক—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি, কাকবর্গ, শিল্পী, চিকিৎসক, পশু-চিকিৎসক, গ্রামাধ্যক্ষ, গ্রাম্য কর্মচারিবর্গকে ভূমি দিয়া বাস করান হইত। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, শ্রোত্রিয় বা ঋত্বিক প্রভৃতি নিষ্কর ব্রহ্মদেয় ভূমি ভোগ করিতেন এবং তাহাদের দান-বিক্রয়ের স্বত্ব থাকিত। অল্প গ্রামকর্মচারিদিগকে যে জমি দেওয়া হইত, তাহাতে তাহাদের দানবিক্রয়ের স্বত্ব থাকিত না। তাহারা উহা যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারিতেন, (বিক্রয়াদানবর্জক)। গ্রামবাসীরা গ্রামের কার্য নিজেরাই দেখিতেন। বাস্তব বা সীমা লইয়া বিবাদ হইলে, গ্রামবৃদ্ধেরা উহার বিচার করিতেন। (“ক্ষেত্রবিবাদং সামন্তগ্রামবৃদ্ধাঃ কুর্যুঃ।”) মন্দির, দেবালয়, বা সাধারণের পূজাহান ও চৈত্যাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারাদি গ্রামবাসীদের হস্তেই স্তম্ভ ছিল। (স্বাম্যভাবে গ্রামাঃ পূণ্যশীলা বা প্রতিকুর্যুঃ।—১৭১ পৃষ্ঠা।) ঐরূপ নাবালক দিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের সম্পত্তির রক্ষণের ভারও গ্রামবৃদ্ধদিগের হাতে ছিল। (“বালস্রব্যং গ্রামবৃদ্ধা বর্ধ্বেয়ুঃ আব্যবহার-প্রাপন্যং দেবস্রব্যং চ।”—৪৮ পৃষ্ঠা।) তাহারা গ্রামের কৃষিকার্য বা অল্প কার্যের জন্য নিযুক্ত গ্রামভূতদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। গ্রামভূত-কেয়া গ্রামেরই কর্মচারী ছিল। তাহারা স্বাধীন কর্মকর, কি দাসরূপে পরিগণিত হইত, তাহা জানা যায় না। বোধ হয়, তাহারা অস্বাধীন ও গ্রামের জনসাধারণের ভৃত্য বলিয়া গণিত হইত।

সামান্য সামান্য অপরাধের বিচারভারও গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে স্তম্ভ ছিল। গ্রামের কৃষক বা কাকবর্গ চুক্তিমত কার্য না করিলে, তাহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত এবং উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা গ্রামের হিসাবে জমা হইত।

সাধারণের হিতার্থে কোন কার্য অনুষ্ঠিত হইলে, উহাতে গ্রামবাসিমাঝকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত। গ্রামে কোন পুণ্যস্থান, দেবমন্দিরাদি নির্মাণ করিতে হইলে, কোন নূতন জলাশয় খনন করিতে হইলে বা কোন সেতু প্রভৃতি নির্মাণকালে গ্রামবাসিমাঝকেই উহাতে সাহায্য করিতে হইত। ঐরূপ গ্রামে কোন উৎসব-সমাজাদি হইলে বা নাটকাদির অভিনয় হইলেও গ্রামবাসীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত। কেহ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য দানে অনিচ্ছুক হইলে, তাঁহার প্রতি দৃষ্ট বিধান করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সাহায্যাংশ দানে বাধ্য করা হইত এবং তাঁহার ব্যবহারের শাস্তিস্বরূপ উক্ত কার্যের লাভ হইতে বঞ্চিত করা হইত। এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারি। জনপদনিবেশাধ্যায়ে কৌটিল্য বলেন,—

“পুণ্যস্থানারামাণং চ। সন্ত্রয় সেতুবন্ধাদপ্রকামতঃ কৰ্ম্মকরবলীবর্দ্ধাঃ কৰ্ম্ম কুয্যুঃ। ব্যয়-কৰ্ম্মণি চ ভাগী ভ্রাতৃ। ন চাংশং লভেত।”—৪৭ পৃ°।

অর্থাৎ গ্রামের সাধারণের হিতকর কোন কার্যে যোগদান না করিলে, তাঁহাকে তাঁহার ভৃত্য-বলীবর্দ্ধাদি প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হইবে। ব্যয়ের ভাগ তাঁহাকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু লাভের অংশ তিনি পাইবেন না। আর এক স্থলে কৌটিল্য বলেন,—

“প্রেক্ষায়ামনংশদঃ স্বস্বজনো ন প্রেক্ষেত। প্রচ্ছন্নশ্রবণেক্ষণে চ সৰ্ব্বহিতে চ কৰ্ম্মণি নিগ্রহেণ দ্বিগুণমংশং দদ্যাৎ।”—

অর্থাৎ গ্রামে সাধারণের আমোদের জন্য কোন যাত্রা-খিয়েটারাদি হইলে বা কোন হিতকর কার্য হইলে, যদি কেহ উহাতে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উহা দেখিতে বা শুনিতে দেওয়া হইবে না। যদি তিনি সাহায্য না করিয়া গোপনে উহাতে যোগদান করেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার দেয়ের দ্বিগুণ দিতে বাধ্য করা হইবে।

বোধ হয়, এই সকল সাধারণের হিতকর বা প্রীতি-কার্যের অনুষ্ঠান হইলে গ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উহার কর্তৃত্ব নিযুক্ত করা হইত। রাজ্যদেশে সকলেই তাঁহার আদেশ শুনিতে বাধ্য ছিলেন। না শুনিলে দণ্ডিত হইতেন। কৌটিল্য বলেন,—

“সৰ্ব্বহিতমেকস্ত ক্রবতঃ কুয্যুঃ আজ্ঞাম্। অকরণে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।”—১৭৩ পৃ°।

অর্থাৎ সাধারণের হিতকর কার্যে নেতার আদেশ শুনিতে সকলেই বাধ্য। না করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

গ্রামের শাসন ও শাস্তিরক্ষার জন্য গ্রামের কোন এক ব্যক্তি প্রজাসাধারণের মনোনীত বা রাজকর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। অর্থশাস্ত্রের সময় এই কর্মচারী ‘গ্রামিক’ নামে অভিহিত হইতেন। বৈদিক ও তৎপরবর্তী যুগে এই নির্বাচিত কর্মচারীর নাম ছিল—‘গ্রামবী’। গ্রামিককে গ্রামের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য বা তদন্ত করিবার জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তাঁহার সাহায্যার্থ ও তাঁহার কার্যের অনুমোদনার্থ কতিপয় গ্রামবাসীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য গ্রামবাসীদিগের মধ্য হইতে এইরূপ সমভিব্যাহারী সহায়কদিগকে

বাছিয়া লওয়া হইত। কেহ গ্রামিকের সমভিব্যাহারে তদন্তে যাইতে অস্বীকৃত হইলে বা অপারগ হইলে, তাহাকে তদ্বিনময়ে যোজন প্রতি ১২ পণ করিয়া অর্থদণ্ড দিতে হইত। কোটিল্য বলেন,—

“গ্রামার্থেন গ্রামিকং ব্রজন্তং উপবাণাঃ পর্য্যায়েন অমুগচ্ছন্তুঃ অনমুগচ্ছন্তঃ পণার্কপণিকং যোজনং দদ্যুঃ।”

এই সকল গ্রামবাসীকে Elected Commissioners বলা যাইতে পারে। গ্রামশাসনকরে গ্রামিককে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইত। এগুলি বর্তমানের Lower Magisterial powers বলা যাইতে পারে। প্রমাণ পাইলে গ্রামিক চোর বা পারদারিককে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন। বিবেচ্যবশতঃ নিরপরাধ ব্যক্তিকে এইরূপে বহিষ্কৃত করিলে তিনি নিজেই দণ্ডিত হইতেন (গ্রামিকস্ত গ্রামাদন্তেনপারদারং নিরন্ততঃ চতুর্বিংশতিপণো দণ্ডঃ—১৭২ পৃ°)।

গ্রামিক ভিন্ন অল্প কোন গ্রামকর্মচারীর নাম অর্থশাস্ত্রে নাই। তবে মহাভারতের সভাপর্বে ৫ম অধ্যায় হইতে আমরা এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারি। সভাপর্বে উক্ত পঞ্চম অধ্যায়টি অতি প্রাচীন এবং অর্থশাস্ত্রের সমসাময়িক বা তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। উক্ত অধ্যায়ের ৮০র শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের প্রস্তাবে গ্রাম-সমূহের পঞ্চ কর্মচারীর কথা উল্লিখিত আছে। তদ্ব্যতীত আর কিছু নাই। তবে টীকাকার এস্থলে কোন প্রাচীন গ্রন্থবিশেষ হইতে উক্ত পাঁচ জন কর্মচারীর নামোদ্ধার করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতি গ্রামে নিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পাঁচটি কর্মচারীর নাম টীকাকারের মতে প্রশান্তা, সমাহর্তা, সংবিধাতা, লেখক ও সাক্ষী। উহাদের কার্য সম্বন্ধে টীকাকারের মত নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। তাঁহার মতে সমাহর্তা গ্রাম হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। সংবিধাতা উহার হিসাব-রক্ষণাদি তত্ত্বাবধান করিতেন। লেখকেরও ঐরূপ কার্য ছিল। প্রশান্তা বোধ হয়, গ্রামের শান্তিরক্ষার কার্য ও রক্ষীদিগের নেতা ছিলেন।

শান্তিরক্ষার জন্য গ্রামে শান্তিরক্ষক ও গুপ্তচরাদির ব্যবস্থা ছিল। তাহারা গ্রামের নানাস্থানে থাকিয়া লোকের চরিত্র বা কার্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিত। চোর ধরিবার জন্য চোর-রক্ষক নামে এক স্বতন্ত্র কর্মচারীর কথা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই সকল কর্মচারীরা গ্রামে চুরি হইলে চোর ধরিবার জন্য বা তদভাবে গ্রামবাসীর ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী ছিলেন। গ্রামে চুরি হইলে গ্রামাধ্যক্ষ দায়ী হইতেন। গ্রামের বাহিরে হইলে বিবীত্যাধ্যক্ষকে উহার জন্য দায়ী হইতে হইত।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা গ্রাম সম্বন্ধে বলিব। অর্থশাস্ত্রের সময় গ্রামকর্মচারীরা গ্রামের

১। মূল শ্লোকটি এই,—

কচ্চিচ্ছুরাঃ কৃতপ্রজাঃ পঞ্চ পঞ্চমুখিতাঃ।

“ক্ষেপং কুর্কতি সংহতা রাজন্ জনপদে তব। ৮০।

টীকাকার বলেন,—কচ্চিচ্ছুরা ইতি প্রতিগ্রামং পঞ্চপঞ্চতি। তে চ প্রশান্তা সমাহর্তা, সংবিধাতা, লেখক, সাক্ষী-চেতি। সমাহর্তা প্রজাতো ব্রহ্মবৃদ্ধৈকীকৃত্য রাজ্ঞে অর্পয়িতা। সংবিধাতা প্রজাসমাহর্তারৈকবাচ্যভটকঃ।

লোকের, তাহাদের জীবিকার, আন্ন-ব্যয়ের ও গো-মহিষাদি পশুরও সংখ্যার হিসাব রাখিতেন। সমসাময়িক যুগের গ্রীক-পর্যটকেরাও ভারতীয় Censusএর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, তৎকালে ভারতের গ্রামগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল। গ্রামবাসীদিগের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্যপেক্ষা এই শাসননীতির মূলমন্ত্র ছিল এবং ইহারই ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ স্বাভাব্য বা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই স্বাভাব্যতার ফলে তাহাদের সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি হইয়াছিল। নিজের দেশে—নিজের হাতে ক্ষমতা রাখিয়া, নিজের কল্যাণার্থ কার্য্য করিতে সকলেই বদ্ধপরিকর ছিলেন। ফলে, গ্রামবাসিদেরই উন্নতি ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। রাজা করগ্রহণ করিয়া শাস্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বাহাতে সকলেই সুখ-শান্তিতে থাকিয়া পরস্পরের অবিরোধে জীবনযাপন করিতে পারেন, তাহার জন্ত যত্ববান থাকিতেন; দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা বিপদের সময় প্রজাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; বিদেশী শত্রুর হাত হইতে দেশ রক্ষা করিতেন। যতদূর সম্ভব স্থানীয় শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। লোকদিগকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে এবং পরস্পরকে সাহায্য করিতে শিক্ষা দিতেন। অর্থশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ইহার যথার্থ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। ইহার ফলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া, দেশের লোকে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে উদ্যত হইতেন।

বলা বাহুল্য, এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণভাবে দেশে প্রাবর্তিত ছিল এবং এখনও ভারতের নানাদেশে উহার বর্ধিত প্রভাব আছে। মুসলমান রাজা এ দেশে আসিয়া ঐ শাসননীতির উচ্ছেদের চেষ্টা করেন নাই। তবে ইংরাজদিগের রাজ্য-স্থাপনের পর প্রথম প্রথম উহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা হয়। তখন আবার এদিকেও ঐ স্বায়ত্তশাসনের ফলে হিংসাঘেঁষ, দলাদলি মারামারির পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল কারণে দেশের প্রকৃত অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। ইংরাজেরা অজ্ঞতা ও স্বার্থান্বেষতার বশীভূত হইয়া গ্রামের স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করেন। বর্তমানে আবার গ্রামে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

নগরজীবন

অতঃপর নগরের কথা। বর্তমানে নগর বলিতে বহুজনপূর্ণ বাণিজ্য-ব্যবসায়াদির কেন্দ্রীভূত বিশাল জনাবাসস্থান বুঝায়। লোকসংখ্যার আধিকা, ঘনবসতি বা শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধাবশতঃ নানা শ্রেণীর লোকের বাস প্রভৃষ্টি করেকটি বিশেষত্বই গ্রাম ও নগরের পার্থক্যসূচক। প্রাচীন যুগের নগরের আরও কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। নগরবর্ণনাএসঙ্গে তাহা বলা হইবে।

বৈদিক যুগে কৃষি ও পশুপালনবৃত্তি জনসাধারণের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। গ্রাম্যজীবনই স্নখকর ও সুবিধাজনক ছিল। তখন বড় বড় নগরের স্থাপনও হয় নাই এবং বৈদিক সাহিত্যে কোন বড় নগরের নামও দৃষ্টান্ত্য। এই যুগের পরবর্তী সময়ে ক্রমে নানা

প্রকার প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি হইতে লাগিল এবং কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া বহু লোক জীবিকার জন্ত ঐগুলির অবলম্বন করিল। সঙ্গে সঙ্গে ধনী লোকেরাও গ্রাম ছাড়িয়া, ব্যবসায়ের সুবিধাজনক স্থানের সন্ধান করিয়া নূতন বসতি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রমিকের সম্বন্ধে রাজা বা রাজকর্মচারীর সহায়তার সক্ষিত ধনাদি রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার ফলে নবীভূতে বা বাণিজ্যাদির সুবিধাজনক স্থানে নগরের স্থাপন হইতে লাগিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বেই ভারতে অসংখ্য নগর স্থাপিত হইল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে আমরা বুদ্ধের সময়ের শুকশিলা, বারাগসী, আবন্তী, উজ্জয়িনী, কোশাঘী, বৈশালী, রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতি অনেকগুলি বিশাল নগরীর উল্লেখ পাইয়া থাকি।

এই নগরগুলি প্রায়শঃই পরিখা, উচ্চ প্রাচীর ও প্রাকারবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের স্থলে স্থলে আবার শত্রুর গতি পর্য্যবেক্ষণ বা শত্রুসেনার গতিরোধের জন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র tower বা দুর্গ থাকিত। প্রাচীর সাধারণতঃ পাষাণনির্মিতই হইত। স্থলে স্থলে প্রস্তরের অভাব হইলে, কাঠেরও প্রাচীর নির্মাণ করা হইত। টাওয়ারগুলি গোল বা চতুর্কোণাকৃতি হইত ও উচ্চতায় প্রাচীর ছাড়াইয়া অনেক দূর উঠিত। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় তিনি পাটলিপুত্র সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, পাটলিপুত্র সহরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ১।০ মাইল (৯০ × ১৫ ষ্টাডিয়া, ষ্টা = ১৮০ মাইল) সহরটির চারিধারে প্রাকার ও প্রাকারের পর উচ্চ কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অন্তরে একটি করিয়া মোটের উপর ৫৭০ টি ক্ষুদ্র টাউয়ার বা দুর্গ ও ৬৪টি দ্বার ছিল। এই সকল দুর্গমধ্যে সদাসর্বদা সুসজ্জিত সৈন্য প্রস্তুত থাকিত।

অর্থশাস্ত্রের দুর্গবিধান ও দুর্গনিবেশাধ্যায় হইতেও তৎকালের নগরীর নির্মাণপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায়।

উপরে উল্লিখিত দুইটি অধ্যায় হইতে বুঝা যায় যে, কোন নগরী নির্মাণ করিতে হইলে, উহার ভূমি নির্বাচন করিয়া লইতে হইত। ভূমিনির্বাচনের পর, উহার চতুর্দিকে বিস্তৃত ও গভীর পরিখা খনন করিয়া উহা হইতে ৪ (২৪ ফুট) দণ্ডপায়, ১২ দণ্ড বিস্তৃত ও ৬ দণ্ড উচ্চ বস্ত্র (rampart) নির্মাণ করা হইত। ইহার উপরে আবার উচ্চ ইষ্টক বা পাষাণনির্মিত প্রাচীর নির্মিত হইত।

প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে লোকের প্রবেশ ও নির্গমের জন্ত কয়েকটি দ্বার রাখিয়া দেওয়া হইত। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায়ে নগর বা দুর্গের দ্বাদশটি দ্বারের উল্লেখ আছে। এগুলির উত্তর পার্শ্বও বিশেষরূপে সুরক্ষিত থাকিত। এই দ্বারগুলির মধ্যে একটিকে মহাদ্বার বা main gate বলা হইত। এই দ্বারের পার্শ্বে ই আবার একদিকে মহাদ্বারাদির্পের বা নগরপালের কর্ণচারী ও রক্ষিণের আবাস ছিল এবং অপর দিকে শুদ্ধাধ্যক্ষের আফিস—শুদ্ধাধ্যক্ষ থাকিত (শুদ্ধাধ্যক্ষ: শুদ্ধাধ্যক্ষজং চ প্রাচ্যুখং উদযুখং বা মহাদ্বারাত্যাশে নিবেশয়েৎ)।

কেহ নগরে প্রবেশ করিলে বা নগর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় ঘোঁষারিক বা নগরপালের কর্ণচারীরা উহাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লইয়া তবে প্রবেশ করিতে দিত। অবশ্য

দিনমানে বা পূর্বরাত্রিতে ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। তবে নূতন আগন্তুক-মাত্রকেই যাত্রা বা passport দেখাইতে হইত। অসময়ে কেহ নগর হইতে বাহির হইলে বা নগরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত এবং কোনরূপ সন্দেহের কারণ থাকিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইত। (প্রস্থিতাগতো চ নিবেদয়ে। অজ্ঞাথ্য রাত্রিদোষ ভজ্ঞে। * * * পথিকোৎপথিকাশ্চ বহিরন্তশ্চ নগরন্ত দেবগৃহপণ্যস্থানবন-শ্মশানেষু সত্ৰণমনিষ্ঠোপকরণমুদ্ভাণ্ডৌকৃতমাবিধমতিস্বপ্নমথবক্রান্তপূর্বং বা গৃহীযুঃ—অ° শা°, ১৪৪ পৃ°) অর্থাৎ নূতন আগন্তুক, আহত, ক্লিষ্ট বা ব্যাধিত, পীড়িত ব্যক্তিমাত্রকেই নগরপালের লোকেরা গ্রহণ করিবে। ঐরূপ যদি কেহ লুক্কায়িত ধন লইয়া বা অনিষ্টের উপকরণাদি লইয়া আসে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। মোটের উপর, সন্দেহের কারণ থাকিলেই পুলিশের হস্তে পড়িতে হইত।

সন্ধ্যার কিছু পরে বোধ হয়, নগরদ্বার রোধের ব্যবস্থা ছিল। এই সময়ের পরে কেহ নগর-প্রবেশ করিতে চাহিলে বা নগর ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে বিশেষ কারণ দর্শাইয়া নগরাদ্যক্ষের অনুমতি লইতে হইত। কোশলরাজ প্রশেনজিৎ দীর্ঘচারণ নামক মন্ত্রী চক্রান্তে নগরের বাহিরে আসিলে, ষড়যন্ত্রানুযায়ী নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং এই কৌশলের ফলে তৎপুত্র বিরূঢ়কের রাজ্য হইবার সুবিধা হয়।

নগরপালের কর্মচারীদের দ্বারা শুদ্ধাধ্যক্ষের লোকেরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ও তাহাদের সজ্ঞের পণ্যাদি (মোট-ঘাট) পরীক্ষা করিত। যদি কাহারও সহিত যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বর্ম-কবচাদি বা অস্ত্র কোনরূপ নিষিদ্ধ বস্তু পাওয়া যাইত, তবে উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইত। অস্ত্র সকলপ্রকার পণ্যের উৎপত্তিস্থল ও মূল্য প্রভৃতি নিরূপণ করিয়া উহার উপর আমদানী ও রপ্তানীভেদে শুল্ক লওয়া হইত। কেহ শুল্ক না দিয়া মাল লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে বা কম শুল্ক দিবার চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত।

পণ্যের উপর শুল্ক ছাড়া ভারবাহী পশু ও ভারবাহীদিগের উপরও শুল্ক ছিল। বিবাহ, দেবপূজা যজ্ঞ, বা চূড়াকর্ষ-উপনয়নাদি সংস্কারের জন্ত কেহ মাল লইয়া আসিলে, তাহার উপর শুল্ক লওয়া হইত না। শ্রোত্রিয়াদির জব্যাদির উপরও কোন শুল্ক ছিল না।

এই ত গেল নগরপ্রাচীর ও নগরদ্বারের কথা। অতঃপর নগরের ভিতরের কথা কিছু বলিব। নগরের ভিতরের ব্যবস্থা ত এখনকার হইতে অনেক বিভিন্ন ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না, তবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে কিছু বলিবার চেষ্টা করা যাইবে। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায় হইতে জানা যায় যে, নগর বা দুর্গের তিনটি পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে ও তিনটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা রাজপথ থাকিত। রাজপথগুলি যেখানে নগরপ্রাচীরের সহিত মিলিত, সেই স্থানেই একটি করিয়া দ্বার থাকিত।

এই কয়টি বড় বড় রাজপথ ছাড়া আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথও থাকিত। নগরের ভিতরে এক এক খণ্ডে (sectorএ) এক এক জাতীয় লোক বা এক ব্যবসায়ের লোকদিগের

স্থান দেওয়া হইত। ভিন্ন ভিন্ন অংশে গন্ধমাল্যব্যবসায়ী, প্রধান প্রধান শিল্পব্যবসায়ী, হুজুরব্যবসায়ী, ধাতু-ব্যবসায়ীগণ, উর্বা বা হুজুরব্যবসায়ী তন্তুবারগণ, চর্ম কারবর্গ, অস্ত্রশস্ত্রাদিনির্মাণবর্গ, স্বর্ণকার, লৌহকার প্রভৃতিদিগকে স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির বসতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিল। কুস্তকার প্রভৃতি বাহাদের অধি লইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, তাহাদের স্থান স্বতন্ত্র ছিল। ভিন্ন ভিন্ন শূদ্র কর্মকর ভূতাদিও স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিত। বৈশ্যাদিগের পত্নী ভিন্ন ছিল। তাহাদের পত্নীর নিকটেই মদ্যব্যবসায়ী, পকমাংস ও পকোদনব্যবসায়ীদিগের বাস ছিল। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও জাতীয় লোকের আবাসস্থানের বখাযথ নির্দেশ করা আছে। এখানে উহার সারাংশমাত্র উদ্ধৃত করা হইল।

নগরের মধ্যে গৃহস্থদিগের বাসস্থান ও দোকান-পশার ভিন্ন উহার অংশবিশেষে রাজকীয় কর্মচারীদিগের অধিকরণ অর্থাৎ আফিস ও বাসস্থান ছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক নগরেই একটি করিয়া ধর্ম্যাদিকরণ বা বিচারালয়, নগরপাল বা নগররক্ষকের অধিকরণ বা আফিস ; প্রত্যেক পল্লীমধ্যে বা উপযুক্ত স্থানে একটি করিয়া গুদ্র বা ফাঁড়ী, শুদ্ধাধ্যক্ষের আফিস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগের কর্মচারীদিগের আবাসস্থান ছিল। এতদ্ভিন্ন নগরের স্থানে স্থানে হাট-বাজার থাকিত। উক্ত হাট বাজারের সম্বন্ধেও কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল।

শুকগ্রহণের ব্যবস্থার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শুকগ্রহণ ভিন্ন রাজকর্মচারিগণ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতেন এবং কেহ অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করিলে উহার বখাযথ দণ্ড বিধান করিতেন। অতিরিক্ত লাভে ক্রয়-বিক্রয় একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। রাজকর্মচারীদিগের ও রাজব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল, যাহাতে পণ্য স্থূলভে বিক্রীত হয় (উত্তর ৮ প্রজ্ঞানাম্নগ্রহণ বিক্রপয়েৎ। স্থূলমপি চ লাভং প্রজ্ঞানাম্ ঔপধাতিকং বারয়েৎ)। সাধারণতঃ স্বদেশীয় পণ্যে বণিকেরা শতকরা পাঁচ টাকা ও বিদেশের আমদানী পণ্যের উপর শতকরা ১০ টাকা হিসাবে লাভগ্রহণ করিতে পারিতেন।

দোকান বাজার সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ বলিবার কথা আছে। এখনকার দিনের মত তৎকালে যে কেহ ইচ্ছা করিলেই কোন ব্যবসায় করিতে বা দোকান করিতে পারিতেন না। পণ্যাধ্যক্ষের অনুমতি পাইবার পর, দোকান করিয়া মাল ধরিত ও সঞ্চয় করিতে হইত। নচেৎ সমস্ত মাল সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইত। (তেন ধাতপণ্যানিচরাংশচাহুজাতাঃ কুখুঃ; অন্তথা নিচিভমেবাং পণ্যাধ্যক্ষো গৃহীয়াৎ)। বণিকদিগের পক্ষে একঘোটে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করা বা নিক্রমের স্থবিধার জন্য কোন জিনিষের দর কমান একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। বাহা হউক, এসকল কথা অল্প প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব। তবে কয়েকটি মাত্র কথা বিশেষ প্রয়োজনীয়-হিসাবে এস্থলে উল্লেখ করিব। বাণিজ্য-দ্রব্যাদির ক্রয়মূল্যাদির নিরূপণের জন্য শুদ্ধাধ্যক্ষ ও পণ্যাধ্যক্ষ ভিন্ন পৌতবাধ্যক্ষ ও সংহাদাধ্যক্ষ নামে আরও দুইজন কর্মচারী ছিলেন। ইহারা দ্রব্যাদির বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করিতেন; ক্রয়বিক্রয়, জুরাচুরি নিবারণ ও ওজন বাটখারা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার কারুশিল্পিদিগের কার্যতত্ত্বাবধারণের জন্য ও পারিশ্রমিক নিরূপণের জন্য তিনজন

মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী লইয়া একটি বোর্ড ছিল। কার্শিলীরা যথেষ্ট পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন না; তাঁহারা ইহাদের বেতন নির্ধারণ করিয়া দিতেন। প্রভু ও শিল্পী বা কর্মকরদিগের মধ্যে বেতন লইয়া মতভেদ হইলে সাধারণতঃ ঐ বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদিগের (মূল্য কুশলাঃ—Experts) হস্তে উহার বিচারভার দেওয়া হইত। অথবা কার্শিলীদিগের বেতন হ্রাসের জন্য কোন দল পাকাইলে দলের লোকেরা দণ্ডিত হইতেন। (কার্শিলীনাং কর্মগুণাপকর্ষম্ আজীবং বিক্রয়ং ক্রয়োপবাং বা সত্ত্বয় সমুপায়তাং সহস্রং দণ্ডঃ।—ম° শা°, ২০৫ পৃষ্ঠা)

অর্থশাস্ত্র ভিন্ন অন্য প্রহে আমরা এই সকল কর্মচারীদিগের বিশেষ উল্লেখ পাই না। তবে সমসাময়িক গ্রীক ঐতিহাসিক ও পর্যটকগণ দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ, ক্রয়বিক্রয়, শুদ্ধগ্রহণ, ওজনাদির তত্ত্বাবধান প্রভৃতির জন্য ৬টি বোর্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে বোর্ডের কথা উল্লেখ নাই, তবে অনুমান করা যায় যে, একএকটি বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন করিয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারী না থাকিয়া, উক্ত বিভাগের পরিচালনের জন্য ৫১৬ জন সমানপদস্থ লোক রাখা হইত। শ্রোটিল্যের নিজের অভিপ্রায়ও এইরূপ। তিনি একজনের উপর কোন এক বিভাগের সম্পূর্ণ ভার দিতে একেবারেই নারাজ বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তিনি রাজাকে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, কোন এক ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা একেবারেই উচিত নহে। এ বিষয়ে তাঁহার মতের সারাংশস্বরূপ একটি উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম; সেইটি এই,—

বহুমুখ্যং অনিত্যং চাধিকরণং স্থাপয়েৎ।

অর্থাৎ প্রত্যেক অধিকরণের ভার বহু লোকের হস্তে অপিত হইবে এবং চিরস্থায়িতাবে কাহাকেও এক বিভাগে রাখা হইবে না। মতটি আমাদের নিকটও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, যদি গ্রীকদিগের উল্লিখিত বোর্ডগুলির সহিত এই অর্থশাস্ত্রোন্নিখিত অধ্যক্ষ কয়টির কার্যের সমতা থাকে, তাহা হইলে গ্রীকবিবরণী ও অর্থশাস্ত্র—উভয়েরই মূল্য আমাদের নিকট বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে।

নগরের শাসন সংক্রান্ত অসংখ্য কার্যের এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও শাস্তিরক্ষার ভার ছিল নাগর বা নগরপালের হস্তে। নগররক্ষক একাধারে পুলিশ কোতোয়াল, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও মিউনিসিপাল ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার কর্মচারীরা নগরের লোকসংখ্যা, লোকের আয়-ব্যয়, জীবিকা প্রভৃতির হিসাব রাখিতেন; পাষণ্ড অর্থাৎ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি, ভিক্ষুক, নবাগত প্রভৃতির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন; বেত্মা, মদ্যব্যবসায়ী (শৌণ্ডিক), পকমাংস বা ভাতবিক্রেতা হোটেলওয়ালাদের আড্ডার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন; মদ খাইবার আড্ডা (পানাগার) জুয়াখেলায় আড্ডা প্রভৃতির দিকে বিশেষ নজর রাখিতেন এবং কোন সন্দেহের কারণ থাকিলেই অপরাধীদিগকে ধরিয়া উহাদিগকে হয় কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করিতেন বা বরাবর হাজতে প্রেরণ করিতেন।

নগরের রাস্তা-ঘাটের সমস্ত ব্যবস্থাও নগররক্ষকের কর্মচারীদিগের হস্তে ছিল। কেহ-পথে ময়লা ফেলিলে, মলমূত্র ত্যাগ করিলে বা মৃতদেহ ফেলিলে বা কোন প্রকার সাধারণের স্বাস্থ্যের ব্যাধাত ঘটাইলে দণ্ডিত হইতেন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশান বা দূষিত দ্রব্য বিক্রয় করিলে বা

পটা মাংস বিক্রয় করিলে বিক্রেতাকে দণ্ড দেওয়া হইত। তৎকালে মাংস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত বলিয়া উহার বিক্রয়ের তত্ত্বাবধানের জন্ত সূর্য্যধক্ষ নামে একজন বিশেষ কর্মচারী ছিলেন। অস্ত্রপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিলে নাগরক বা অস্ত্র কোন মাজিষ্ট্রেট দণ্ড বিধান করিতেন। ঐরূপ অগ্নিনির্ব্বাণে সহায়তা না করিলে বা অগ্নিনির্ব্বাণের উপকরণাদি না রাখিলে লোকে দণ্ডিত হইত।

নগরের প্রত্যেক প্রান্তে, চৌমাথার ও অন্তান্ত স্থানে রাজপ্রহরীরা দিনে ও রাত্রে পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। এতদ্ভিন্ন নানা ছদ্মবেশে বহু প্রকার চরেয়াও লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে বোধ হয়, দ্বার বন্ধ করা হইত (একথা স্পষ্টভাবে অর্থশাস্ত্রে নাই) ও মধ্যে মধ্যে তূর্য্যধ্বনি করা হইত। সন্ধ্যার পর বা অসময়ে নগরপ্রবেশ বা নগর হইতে বহির্গমন নিষিদ্ধ ছিল। তবে বিশেষ কার্যবশতঃ বাহির হইতে হইলে অনুমতি লইয়া যাইতে হইত। সমোহস্থলে বা উপযুক্ত কারণ না দর্শাইতে পারিলে দণ্ডিত হইতে হইত। রাজিকালে বিনা-কারণে ঘুরিয়া বেড়াইলে বিশেষ দোষের বলিয়া গণ্য ছিল। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হইলে, গৃহে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে বা রোগীর জন্ত চিকিৎসক আনিতে হইলে, বা আশুন লাগার জন্ত নগরপালের তূর্য্যধ্বনি হইলে তদ্বিনির্ব্বাণার্থ বা কোন যাত্রা-থিয়েটারাদি হইলে নগরপালের অনুমতি-পত্র লইয়া লোক গমনাগমন করিতে পারিত। (স্মৃতিকাচিকিৎসকশ্রেণীপায়ননগরক-তূর্য্যপ্রেক্ষাগ্নিনিমিত্তস্মৃতিশিষ্টাশ্রাভাঃ—অ° শা°, ১৪৬ পৃ°।) রাজ্রিতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বা ছদ্মবেশে বিকটবেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান বিশেষ দোষের ছিল (প্রচ্ছন্নবিপরীতবেশাঃ প্রব্রজিতা দণ্ডশস্ত্রহস্তাশ্চ মনুষ্যা দোষতো দণ্ড্যাঃ)। এতদ্ভিন্ন রাজাস্তঃপুরের নিকট বেড়ান বা প্রবেশ করা বা নগরপ্রাচীর আরোহণ করিলে গুরুতর মধ্যম সাহস দণ্ড দেওয়া হইত (রাজপরিগ্রহোপগমনে নগররক্ষারোহণে চ মধ্যমঃ সাহসদণ্ডঃ)।

বেশ্যা, পানাগারে ও দ্যুতক্রীড়ার স্থানের বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। ঐ যুগে বেশ্যারা রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত এবং তাহাদের শাসন ও রক্ষণের জন্ত নগরগণিকাধ্যক্ষ নামে একজন বিশেষ কর্মচারী থাকিতেন। পানাগারগুলিও সুরাধ্যক্ষ নামে এক বিশেষ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। জুরাখেলা, পাশাখেলার আড্ডাগুলিতে তত্ত্বাবধানের জন্ত একজন অস্ত্র কর্মচারী ছিলেন। বেশ্যা, মদ্য ও জুরা প্রভৃতি হইতে রাজ্যের কিছু আয় হইত। পরে ঐগুলির বিশেষ বর্ণনা করা হইবে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পবনদূতের বিজ্ঞপ্তির কোথায় ?*

সেন-বংশীয়গণের রাজত্বকালে বিশেষতঃ মহাশয় লক্ষণসেনের সময় বঙ্গদেশে সংস্কৃত-চর্চার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষণসেনের সময় ষাঁহার কবিতা-রচনার শিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উমাপতিধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনচাৰ্য্য ও কবিরাজচক্রবর্তী ধোয়ী বিশেষরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দে লিখিয়াছেন,—

“বাচঃ পল্লবয়তুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুকহক্রতেঃ ।
শৃঙ্গারোত্তরসংপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোহপি ন বিক্রান্তঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী-কবিস্বাপতিঃ ।”

ইহাদের সম্বন্ধে আর একটি শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায়,—

“গোবর্দ্ধনশচ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ ।
কবিরাজশচ রত্নানি সমিতৌ লক্ষণশচ চ ॥” †

এই শ্লোকের কবিরাজ গীতগোবিন্দের কবিস্বাপতি ধোয়ী। ধোয়ী কবির বিরচিত পবন-দূতের শেষে “ইতি ত্রীধোয়ীকবিরাজবিরচিতং পবনদূতখ্যং সমাপ্তং”—এইরূপ লিখিতও আছে। ধোয়ী কবিরাজ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে অনেক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পবনদূতে তিনি তাহা এইরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

“দন্তিব্যূহং কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিস্বাভূতাং চক্রবর্তী ।
ত্রীধোয়ীকঃ সকলরসিকপ্রীতিহেতোশ্চানন্দী
কাব্যং সান্নস্বতমিব (সতন্) মন্ত্রমেতজ্জগাদ ॥” ১০১ ॥

ত্রীধরদাসের স্মৃতিকর্ণামৃতে এই শ্লোকটি অল্পভাবে লিখিত আছে,—

“দন্তিব্যূহং কনকলতিং চামরং হেমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিস্বাভূতাং চক্রবর্তী ।
খ্যাতো যশচ শ্রুতিধরশ্চৈব বিক্রমাদিত্যগোষ্ঠী
বিদ্যাভর্ত্তুঃ খলু বীরকচেরাসমাদ প্রতীষ্ঠাম্ ॥
ধোয়ীকশ্চ ।”

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উনত্রিংশ বর্ষের দশম বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

† শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু “সমিতৌ”এর স্থলে “গণৈকে” কবিরাজপ্রতিষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তাঁহার কবিরাজচক্রবর্তী উপাধিও গোড়েশ্বর হইতে লক্ক বলিরাই বোধ হয়। খোয়ী স্মৃতিধর বলিরাও বিখ্যাত ছিলেন, জয়দেবও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবিরাজচক্রবর্তী পবনদূতের রচনা করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কবির কিছু পরিচয় প্রদান করা হইল, এক্ষণে কাব্যের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। কালিদাস যেমন রামগিরি পৰ্ব্বত হইতে বিরহী যক্ষের দ্বারা মেঘকে দূত করিয়া অলকায় যক্ষ-পত্নীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কবিরাজচক্রবর্তী খোয়ীও সেইরূপ চন্দনাদ্রি বা মলয়পৰ্ব্বত হইতে কুবলয়বতীনারী গন্ধৰ্ব্বকন্তার দ্বারা মলয়পবনকে দূত করিয়া, বিজয়পুরে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মণসেন যখন দিগ্বিজয়ে গমন করেন, কুবলয়বতী তখন তাঁহাকে দেখিয়া মদনগীড়িতা হইয়াছিলেন। গ্রন্থারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে,—

“অন্তি শ্রীমত্যাখিলবহুধামুন্দরে চন্দনাদ্রৌ
গন্ধর্কানামঃ কনকনগরী নাম রম্যা নিবাসঃ ।
হৈমেলৌগাতবনশিখটৈরম্বরং ব্যালিখন্তি-
ধর্ত্তে শাখানগরগণনাং যঃ সুরাণাং পুংস্য ॥ ১ ॥

তস্মিন্নৈকা কুবলয়বতী নাম গন্ধৰ্ব্বকন্তা।
মন্ত্রে জৈত্রং মৃদুকুসুমতোহপ্যামুখং বা স্মরত ।
দৃষ্ট্বে। দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষণং কোণিপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সংবিধেরীবভূব ॥ ২ ॥

বাণ্যাদালীষপি মনসিজং সানভিব্যঞ্জয়ন্তী
পাণ্ডুকামা কতিচিদিনয়ং কান্তরা বাসরাপি ।
গন্তং দেশান্তরমথ মথাবন্যঠৈব প্রবৃত্তং
গাঢ়োৎকর্থা মলয়পবনং সপ্রণামং যযাচে ॥ ৩ ॥”

কুবলয়বতী মলয়-পবনকে গোড়দেশে বাইতেই অহুরোধ করিতেছেন। প্রথমে তিনি পবনকে শ্রীখণ্ডপৰ্ব্বত (চন্দন বা মলয়পৰ্ব্বত) হইতে পাণ্ড্যদেশে বাইতে বলেন। পাণ্ড্য দেশের রাজধানী তাম্রপর্ণীনদীতীরস্থ উরগপুরী হইতে সেতুবন্ধরামেশ্বর বাইতে অহুরোধ করিতেছেন। তাহার পর কাঞ্চীপুর, কাঞ্চীপুর ত্যাগ করিয়া কাবেরী নদী ধরিয়া চলিয়া বাইতে হইবে, পরে মাল্যবান্ ও পঞ্চাপুর সরোবরে পহঁছিবার কথা। তাহার পর গোদাবরীসিক্ত অন্ধ্রদেশ, সেখান হইতে কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী কলিঙ্গনগরী বাইতে হইবে। তথা হইতে বিজাপুরের পাদদেশে রেবা নদী দেখিয়া বাইবার কথা। তাহার পর ব্যাভিনগরী, অবশেষে হুঙ্গদেশে উপস্থিত হইতে হইবে। এই হুঙ্গদেশেই গোড় রাজ্যের রাজধানী বিজয়পুর। খোয়ী কবি প্রথমে—

“তত্তাত্তাঐতিহতগতেবীততন্তে মদর্থং
গৌড়াক্ষৌণী কতি হু মলয়স্বাধরাধোজনানি ।”

এবং

“ভজাবশ্যং কুহুমসময়ে স স্বরা লীলনীরঃ ।

সাক্ষোদ্যানস্থগিতগগনপ্রাঙ্গণে গোড়দেশঃ ।”

বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত স্মৃদ্ধদেশ ও বিজয়পুরের বর্ণনা মিলাইয়া লইলে, বিজয়পুর যে গোড়রাজ্যের রাজধানী ও স্মৃদ্ধদেশে অবস্থিত, তাহা বুঝা যায় । তাহার বর্ণনায় স্মৃদ্ধদেশ গোড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বোধ হয়, গোড় দেশের কথা প্রথমে বলিয়া শেষে তিনি স্মৃদ্ধদেশের বর্ণনায় শেষ করিয়াছেন, তাহার পর রাজধানীর বর্ণনা, গোড়দেশের আর স্বতন্ত্র বর্ণনা করেন নাই ।

কবি কি ভাবে স্মৃদ্ধদেশ ও রাজধানী বিজয়পুরের বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি,—

“গন্ধাবীচিল্প তপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
বান্যত্যাটৈচ্ছস্মি রসময়ো বিশ্বয়ং স্মৃদ্ধদেশঃ ।
শ্রোত্রকীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবান্জনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্ সেনান্বয়মুপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সাক্ষাৎসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্কতে বাররামাঃ ॥ ২৮ ॥

যাতশ্চোদ্ধং ধনপতিনগেনৈব সৌধৈরগারৈঃ
পশ্চেন্তস্মিন্নগরমনঘং চাকুচন্দ্রাঙ্কিমৌলেঃ ।
যত্রানেকপ্রিয়নথপদব্যাঙ্কতো বাররামাঃ
ভর্ত্তু ভূবাংশধরকলাচিহ্নমঙ্কে বহন্তি ॥ ২৯ ॥

তজানব্যাং রঘুকুলগুরুং স্বর্ণদীতিরদেশে
নম্রা দেবং ব্রজ গিরিস্তাসংবিভক্তাজরম্যং ।
যাতে বস্মিন্নয়নপদবীং স্মন্দরজ্জলতানাং
প্রৌঢ়ক্ৰীণাং গলতি রমণপ্রেমজন্মাভিমানঃ ॥ ৩০ ॥

তৎক্ষেত্রঞ্চ ত্রিদিবসরিতকাস্তরা সেবনীরঃ
ত্রী বন্ধানক্তিপতিযশোবান্ধবঃ সেতুবন্ধঃ ।
আরুঢ়ানাং ত্রিদিবতটিনীমানহেতোজ্জনানাং
যত্র বৈধাপ্যমরনগরী সমিকুণ্ডা বিভাতি ॥ ৩১ ॥

গঙ্গাং ফেনস্তবকমুকুরং বীচিহস্তে বহুতীং
 সেবেথাস্তামথ পরিসরপ্রৌঢ়হংসীবতংসাং ।
 প্রত্যাবৃত্তা ব্রজতি জলধৌ প্রেয়সি প্রেমলোলা
 কর্ণঃ কেশগ্রহমিব কিমপ্লাবতা যা বিভাতি ॥ ৩২ ॥

তোয়ক্রীড়াং সরসনিপতৎ ব্রজসীমস্তিনীনং
 বীচিধৌতৈঃ স্তনমৃগমদৈঃ শ্রামলীভূয় ভূয়ঃ ।
 ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্ঘ্যাতি দেবী
 দেশং যান্নাস্তমথ জগতীপাবনং ভক্তিনত্নঃ ॥ ৩৩ ॥

সংসর্পস্তীং প্রকৃতিকুটিলাং দর্শিতাবর্ভচক্রাং
 তামালোক্য ত্রিদশসরিতো নির্গতামম্বুগর্ভাং ।
 না নিম্মুক্তাসিতকণিবধূশঙ্করা কাতরো ভু-
 ভীতঃ সর্বো ভবতি ভুজগাং কিং পুনস্বাদৃশো যঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রীড়ন্তীনাং পয়সি রক্তসান্তত্র লীলাবতীনাং
 বীচিহস্তে হচয় কুচয়োরংগুকলংসনানি ।
 সন্ধ্যস্তাসামপি চ রমণালোকনব্যাকুলানাং
 যাস্ত ক্রীড়ামন্থংহসিতান্মুতরীয়াধলম্বং ॥ ৩৫ ॥

স্বদ্ধাবারং বিজয়পুত্রমিত্যুন্নতাং রাজধানীং
 দৃষ্ট্বা তাবদভুবনজয়িনস্তস্ত রাজ্ঞোহধিগচ্ছেঃ ।
 গঙ্গাবাতস্বমিব চতুরো যত্র পৌরোহিতানাং
 সন্তোগাস্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গসংবাহনানি ॥ ৩৬ ॥

যং সৌধানামুপরি বড়ভীশালভঞ্জীষু লোলাঃ
 স্মিন্নঙ্কীষু প্রকৃতিমধুরাঃ কেলিকৌতুহলেন ।
 উন্নীয়ন্তে কথমপি রহঃ পাণিপঙ্কেবহাগ্র-
 ম্পর্শোদগচ্ছৎপুলকমুকুলাঃ স্ক্রুবো রুলভেন ॥ ৩৭ ॥

স্নিগ্ধশ্রামা রমণমণিভির্বজ্রমুদ্রালবালাঃ
 পৌরোহিতৈঃ ক্রমুকভরবো রোপিতাঃ প্রাঙ্গণেষু ।
 বজ্রায়দ্রোপগতসলিলৈর্ললিতমাসিক্তমূলা
 নাপেক্যন্তে পরিজনবর্ধীণিবিপ্রোদিতভুজঃ ॥ ৩৮ ॥

গজাল্লেশপ্রকৃতিবিমলে পালিতে তেন রাজ্ঞা
জাতা লোকদ্বিতয়বিগলস্তীতয়ো যত্র পৌরাঃ ।
বালাভোহিথ প্রণয়কলহে রূঢ়কোপাস্কুরাভো
বিত্রস্তি ক্রুটিঃচনাচারভীমাননাভাঃ ॥ ৩৯ ॥

ইহার পর নগরের আরও বর্ণনা আছে, তাহার পর রাজপ্রাসাদের কথা,—

“পুঞ্জীভূতং জগদিব ততঃ সপ্তকক্ষানিবেশৈঃ
রম্যং যায়্য ভবনমবনীমগুলাখণ্ডনস্ত ।
যৎ সৌধানাং শিখরিস্তদাং মুচ্ছিন্ বিশ্রান্তমেঘে
বিদ্যাম্বেথা বিত্তরতি মুচ্ছতৈর্বজয়ন্তীবিলাসং ॥” ৪০ ॥

স্নিগ্ধশ্যামৈরিব বিরচিতা দ্রাবিটৈরিন্দ্রনীলৈ-
বাণী তস্মিন্নবনিবনিতারম্যমোমাবলীব ।
যস্তান্তীরে বিহরদনতিপ্রৌঢ়নীমস্তিনীনাং
মন্ত্রে লীলাগতিষু গুরবো রাজঃসংসা ভবন্তি ॥ ৪১ ॥

দেবং সাক্ষান্ননসিদ্ধমিব প্রাপ্তরাজ্যাভিষেকং
সেবেখাস্তং ব্যথিতসময়ে চামরগ্রাহিনীভিঃ ।
যস্ত স্নিগ্ধসু রদসিলতাদারগত্যা জনানাং
লক্কঃ সংখ্যে রিপুকুলবধুলোচনে সংবিভাগঃ ॥ ৪২ ॥

ইহার পর আরও কয়েকটি শ্লোকে রাজার প্রবল প্রতাপ বর্ণনা করিয়া, কুবলয়বতী মলয়-
পবনকে আপনার মনের কথা জানাইতে অতুরোধ করিতেছেন ।

আমরা যে পবনদূত হইতে উপরোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা প্রথমে মহামহো-
পাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের পণ্ডিত
রঘুরাম তর্করত্নের নিকট উহা পাওয়া গিয়াছিল । ইহার পর পবনদূতের আর কোন পুঁথি
আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি । শুনিয়াছি, বিশ্বকোষ-পুস্তকাগারে একাধিক
পবনদূতের পুঁথি আছে, তাহার একখানি নাকি সটীক । এম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়
১৩০৫ সালে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের “ধোয়ী কবির পবনদূত” নামে একটি প্রবন্ধ
প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় পবনদূতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলেন । ১৯০৫
খৃঃ অব্দের এসিয়াটিক সোসাইটী পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়
উক্ত পবনদূতখানি সম্পূর্ণই প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাতে যে সকল লিপিকরপ্রদাদ ছিল,
তিনি তাহার সংশোধিত পাঠও দিয়াছিলেন । আমরা তাঁহারই প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি,

তবে তাঁহারও সম্পাদিত পবনদূতের হই এক স্থানে যে সুস্পষ্ট মুদ্রাকরপ্রমাদ ছিল, আমরা তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

আমরা উপরে যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে এরূপ জানা যাইতেছে যে, সুক্কেদেশের পরিসরভাগ গঙ্গাতরঙ্গে বিধৌত ও তাহা সৌধরাজিতে বিভূষিত। সেখানে সেন-রাজের ইষ্টদেবতা মুরারি দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, মহাদেবের নগরও কৈলাসপর্বতের ছায় খেত অট্টালিকাবলীতে শোভিত। তথায় গঙ্গাতীরে প্রণয় রঘুকুলগুরু (রামচন্দ্র ?) এবং অর্দ্ধগৌরীশ্বরও আছেন। গঙ্গার স্রোতোদ্বয়ের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ আছে, জনগণের গঙ্গানানের জন্ত শ্রীবন্ধাননরপতি তাহা করিয়া দিয়াছেন। গঙ্গা কেন্দ্রাশিতে ও হংসশ্রেণীতে শোভা পাইতেছেন, ঐ প্রদেশে গঙ্গা হইতে কালভূজদ্বীর ছায় আবর্তচক্রা যমুনা বাহির হইয়াছেন। দিগ্বিজয়ী রাজার রাজধানীর নাম বিজয়পুর, তাহা একটি স্বর্দ্ধাবারও বটে, সেখানে গঙ্গাবাত পৌরাজনাগণের শরীর শীতল করিয়া ভুলে। তথাবার সৌধাবলীর উপরে চিলেঘর কাষ্ঠপুঙ্খলিকাশোভিত, সেগুলি পুরসুন্দরীগণের গুপ্তকৌড়াগার। সেখানে পৌরজ্ঞীরা প্রাঞ্জে সুপারিবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন, তাহা অঘ্নে বাড়িয়া উঠে। গঙ্গার অবস্থান ও নগরের প্রকৃতি নির্মল, তাহাতে আবার লক্ষণসেন রাজা, সে জন্ত সেধানকার লোকদিগের ইহলোক পরলোক—কোথায়ও ভয় নাই।

তাহার পর রাজপ্রাসাদের কথা, প্রাসাদটি সাতমহল, তাহার মস্তকে মেঘ বিশ্রাম করে, তাহাতে বিহ্বল বলসিলে, পতাকা উড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার নিকট নীলজলে শোভিত এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। নূতন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, লক্ষণসেন সেই প্রাসাদেই অবস্থিত করিতেছেন।

এক্ষণে রাজা লক্ষণসেনের রাজধানী, বিজয়পুর কোথায় ? এ সম্বন্ধে বাহারা যাহা বলিয়াছেন, আমরা প্রথমই তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—

“কালিদাস যেমন মেঘকে বিরহী যক্ষের দূত করিয়াছেন, সেইরূপ ধোয়ী কবি মলয়-পবনকে বিরহিণী কুবলয়বতীর দূত করিয়া চন্দ্রনাজি (মলয়পর্বত) হইতে লক্ষণসেনের নিকট নববীপে প্রেরণ করিয়াছেন।”

মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে লিখিয়াছেন,—

“*Sukma* is the old name of a division of Bengal comprising northern Midnapure district, Hugly west of the Sarasvati river and the eastern part of District Burdwan. *Tamralipti* was its port, and *Vijayapura* its capital. *Vijayapura* is apparently to be identified with Nudiah (Nadia or Navadvip), which was the capital of Lakhmaneya at the time of the inroad of Muhammad-i-Bakhtyar. Is this name

connected in any way with Vijayasena, grandfather of Laksmansena ?”

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় গোড়রাজমালার লিখিতেছেন,—“তাহার পর জিজ্ঞাস্ত—‘সহর নোদিয়হ’ কোন্‌খানে ছিল ? আবুল ফজল্ মিন্‌হাজের ‘নোদিয়হ’কে ‘নদীয়া’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বাঙ্গলার সংস্কৃতচর্চার গুরুস্থান নবদ্বীপই যে লখ্মনিয়ার ‘নদীয়া’, তাহার আভাস দিয়াছেন। আবুল ফজলের মতই এখন সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু আবুল ফজলের সময়েও সকলে ‘নোদিয়হ’কে নদীয়া বলিয়া মনে করিত না। মুস্তথাব্ উৎ-তংগ্যাব্ গ্রন্থে আবুল কাদির বেদোনি মিন্‌হাজের ‘নোদিয়হ’কে ‘নোদীয়া’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে লক্ষ্মণসেনের দুইটি স্বতন্ত্র রাজধানী ‘বিজয়পুর’ এবং ‘লক্ষ্মণাবতীর’ উল্লেখ পাওয়া যায়। পবনদূতে খোয়ী কবি স্মৃষ্ক বা রাঢ়দেশের বর্ণনা করিয়া এবং “ভাগীরথাস্তপনতনয়া যত্র নির্যাত্তি দেবী” (৩৩ শ্লোক) সেই মুক্তবেগীর (জিবেগীর) উল্লেখ করিয়া, ‘স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং’ বর্ণন করিয়াছেন। প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে মেরুতুঙ্গ আচার্য্য লিখিয়াছেন, গোড়দেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে লক্ষ্মণসেন নামক রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন,—‘মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ঐ (রায় লখ্মনিয়ার) মূলুক-সকল (মমলুক) দখল (জবত) করিয়া, সহর নোদিয়হকে ‘খরাব’ করিলেন, এবং যে মৌজা (এখন) লক্ষ্মণাবতী, তাহার উপর রাজধানী (দার-উল-মূলুক) স্থাপন করিলেন। এখানে দেখা যায়, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার যেন লক্ষ্মণাবতী নির্মাণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণাবতী লক্ষ্মণাবতীর অপভ্রংশ। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার যে ইচ্ছাপূর্বক ঐ স্থানের নাম ‘লক্ষ্মণাবতী’ রাখিয়াছিলেন, এমন সম্ভব নহে। ঐ স্থানের নাম আগেই লক্ষ্মণাবতী ছিল, এবং উহাই লক্ষ্মণসেনের অজ্ঞাতম রাজধানী ছিল। সেনরাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন সেখান হইতে এখনও লুপ্ত হয় নাই। কিয়দন্তী অনুসারে লক্ষ্মণাবতী বা গোড়ের ধ্বংসাবশেষের সমীপবর্তী বিশাল সাগরদীঘী লক্ষ্মণসেন খোদাইয়াছিলেন এবং সাগরদীঘীর অনতিদূরস্থিত একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বন্নাগড় নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণসেনের অপর রাজধানী ‘বিজয়পুর’ মিন্‌হাজুদ্দীন কর্তৃক ‘নোদিয়াহ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকিতে পারে। পবনদূতের প্রকাশক প্রবীণ প্রব্রতন্তবিন্দু শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী ‘নোদিয়াহ’ এবং ‘নদীয়া’ অভিন্ন মনে করিয়া নদীয়াই বিজয়পুর, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রাজসাহী জেলার রামপুর-বোয়ালিয়া সহরের ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত (জনশ্রুতি অনুসারে) কুমার রাজার রাজধানী ‘কুমারপুরের’ নিকটবর্তী বিজয় রাজার রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষপূর্ণ ‘বিজয়নগর’ই পবনদূতের ‘বিজয়পুর’ বলিয়া বোধ হয়। বিজয়সেনের নাম অনুসারে যে বিজয়পুরের নামকরণ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং বিজয়নগরেও জনশ্রুতি অনুসারে এক বিজয় রাজা ছিলেন। দানসাগর-মতে বিজয়সেনের প্রাচুর্ভাব-স্থানে (বরেন্দ্রই) ‘বিজয়নগর’ অবস্থিত, এবং ইহার ৭ মাইল ব্যবধানে বিজয়সেনের শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান ‘দেবপাড়া’ অবস্থিত। দেবপাড়ার ‘পদ্ম-সহর’ নামক তল বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রাচুর্য্যের স্মৃতি

এখনও জাগ্রত রাখিয়াছে এবং ‘পদ্মসহর’র তীরে একটি বৃহৎ দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষও এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং বিজয়নগরকে বিজয়পুর বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ হয়। বিজয়নগর লক্ষণাবতীর ভগ্নাবশেষ হইতে ৪৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ; নদীয়া ১১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। মিন্‌হাজের বর্ণনানুসারে ‘লক্ষণাবতী’ হইতে ‘নোদিয়া’ খুব বেশী দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এবং এই নিমিত্ত বিজয়নগরকে ‘নোদিয়াহ’ বলিতে প্রবৃত্তি হয়।”

গৌড়রাজমালায় উপক্রমণিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিতেছেন,—

“ধোয়ী কবির পবনদূত আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইবার পর জানিতে পারা গিয়াছিল, বিজয়পুর নামক রাজধানীতে লক্ষণসেনদেবের অভিব্যক্তিগ্না সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বল্লালসেন তাঁহার ‘দানপাগর’ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়সেনদেব ‘বরেন্দ্রে’ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার গুরু অনরুদ্ধ ভট্ট ‘শ্রীমত্রে বরেন্দ্রীতলে’ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল সমাচার অবগত হইয়াও অনেকে নবদ্বীপকেই ‘বিজয়পুর’ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—বরেন্দ্রের কোন্‌ নিভৃত প্রদেশে বিজয়সেনদেবের প্রাদুর্ভাবক্ষেত্র অর্গোরবে লুকাইয়া রহিয়াছে, কেহ তাহার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন নাই। রাজসাহী জেলার (গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত) দেবপাড়া গ্রামে সেন-রাজবংশের প্রথম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পরেও কেহ কখন তাহার প্রাপ্তিস্থান পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। অনুসন্ধান-সমিতি এই স্থান হইতেই অনুসন্ধান কার্যের সূত্রপাত করিতে গিয়া বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নানা পুরাকীর্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার বিবৃত বিবরণ চিত্রাদিগৃহ ‘বিবরণ-মালায়’ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।”

তাঁহার পর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজত্বকাণ্ডে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিতেছেন,—

“বিজয়সেনের প্রকৃত রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। কাহারও মতে নবদ্বীপে, কাহারও মতে রাজসাহী জেলার দেওপাড়ার নিকট বিজয়নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, দক্ষিণ বারেন্দ্রের অন্তর্গত নিদ্রাবলী নামক সামন্ত-রাজ্যে রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে যেখানে বিজয়সেনের অভ্যাদয় হইয়াছিল, সেই স্থান অধুনা বিজয়নগর নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার অভ্যাদয়-কালে তাঁহার পিতা হেমসেন জীবিত ছিলেন, এজন্য তিনি তৎকালে ‘কুমার’ বলিয়াই অভিহিত হইতেন। বিজয়নগরের পার্শ্ববর্তী কুমারপুর জন-প্রবাদ অনুসারে অদ্যাপি ‘কুমার রাজার রাজধানী’ বলিয়া পরিচিত। ইহারই ৭ মাইল দূরে বিজয়সেনের প্রত্নস্মরণ-প্রশস্তির প্রাপ্তিস্থান দেওপাড়া। দেওপাড়ার একাংশ ‘পদ্মসহর’ শিলালিপি-বর্ণিত প্রত্নস্মরণের স্মৃতিই রক্ষা করিতেছে। যাহা হউক, বিজয়নগর ও দেওপাড়ার মধ্যে কুমার বিজয়সেনের প্রথম রাজধানী ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পিতা হেমসেন ঠাট্ট দেশেই গঙ্গাপ্রবাহিত স্থানে রাজত্ব করিতেন। সেই গঙ্গা-সলিল-বাহিত স্থানই হেমসেনপুর

মানে খ্যাত হইয়াছিল। বিজয়সেনের সৌভাগ্যোন্নয়নস্থান বিজয়নগরের-পার্শ্বে তৎকালে গঙ্গা বা
এখনকার পদ্মা নদীও প্রবাহিত ছিল না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর এবং চারিদিকে আধি-
পত্যবিজয়ের সহিত তিনি উত্তররাঢ়ে আসিয়া তাঁহার গৈরিক রাজধানী হেমন্তপুরের নিকট
অতিসমৃদ্ধিসম্পন্ন বিজয়পুর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রবণ-বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় নশীপুর হইতে দেড় মাইল
উত্তর-পূর্বে এবং ভাগীরথী হইতে দেড় মাইল পূর্বে 'সিকা' নামক স্থানে মহারাজ অমরেশ্বরের সময়
'সিদ্ধেশ্বর' নামক রাজধানী ছিল। তাহারই নিকটবর্তী শূরহই বা শূরপুরী ও অমরেশ্বর শ্রবণেশ্বর
মহারাজ অমরেশ্বরের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। এই অমরেশ্বর হইতে তিন মাইল উত্তর-পূর্বে হেমন্তপুর
ও হেমন্তপুরের এক মাইল পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ বিজয়পুর বিদ্যমান। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সজা-
কবি ধোয়ীর 'পবনদূত' পাঠ করিলে মনে হইবে যে, মুসলমান বা রাঢ়ের মধ্যেই ভাগীরথীর নিকট
'বিজয়পুর' রাজধানী ছিল। পবনদূতে লিখিত আছে "বলিয়া তাহার পর পবনদূতের ২৭ এবং
৩৩ হইতে ৩৮ পর্যন্ত শ্লোকের অনুবাদ দিয়া, নীচে পাদটীকায় সংকতশ্লোকগুলিও দিয়াছেন, পরে
যলিতেছেন,—

"মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক কবির ধোয়ী বিজয়পুরের বৈরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,
তাহাতে দক্ষিণ বারেন্দ্রের অন্তর্গত বিজয়নগর ও রাঢ়ের বিজয়পুর দুইটি ভিন্ন স্থান বলিয়াই
প্রতিপন্ন হইতেছে। কবিরাজ ধোয়ী তাঁহার সময়ের একটি প্রধান স্থানের মাত্র উল্লেখ
করিয়াছেন। তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, অগ্রে গঙ্গা-বহ্নার সন্নিহিত জিবেগী, তাহার
পর আবর্তজলা বা চাকদহ, তাহা ছাড়াইয়া বরাবর উত্তরে গিয়া এক দিকে গঙ্গা ও অপর দিকে
রমণা (সরোবর), তন্মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী বিজয়পুর। একরূপ স্থলে উপরে যে মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ
'বিজয়পুর' নামক প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই মহারাজ বিজয়সেনের রাজধানী
বিজয়পুর বলিয়া মনে হইবে। বলা বাহুল্য, এই বিজয়পুরের অনতিদূরে সুরহই
রমণা দীঘী বিদ্যমান, এ অঞ্চলে এত বড় দীঘী আর নাই। মুসলমানেরা আসিয়া এইস্থান
অধিকার করিয়া বাস করিলে এই রমণা দীঘী শেখের দীঘী এবং হেমন্তপুর হেমন্তপুর-নামে
খ্যাত হয়।"

আমরা এই মতগুলির আলোচনা করিয়া, পবনদূতের লিখিত বিজয়পুর কোথায়, তাহাই স্থির
করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে আমরা গোড়রাজমালার মতেরই আলোচনা করিতেছি। শ্রীমুক্ত
মহাশয় চন্দ্র মহাশয় লিখিতেছেন—“পবনদূতে ধোয়ী কবি মুসলমান বা রাঢ়দেশের বর্ণনা করিয়া
এবং ‘ভাগীরথাস্তপনতনয়া যত্র নির্ধাতি দেবী’ (৩৩ শ্লোক) সেই মুক্তবেগী, জিবেগীর উল্লেখ করিয়া
‘উজ্জ্বলার বিজয়পুরনিত্যরতা রাজধানী’ (৩৬ শ্লোক) বর্ণন করিয়াছেন।” একথা সত্য, পবনদূতে
জিবেগীর পরই বিজয়পুরের উল্লেখ আছে। কিন্তু চন্দ্র মহাশয় জিবেগী অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া,
রাঙ্গসারীতে যে বিজয়পুর নির্দেশ করিতেছেন, তাহা তাঁহার উক্ত কথাগুলি হইতে সন্দেহই
হয়কারণে বুঝিতে পারিতেছেন। চন্দ্র মহাশয়ও তাঁহার মতই মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু

আমরা একটা কথা বলি, যে শ্লোক হইতে ‘গঙ্গাবাসং’ বিজয়পুর’, ইত্যাদি তাঁহার উদ্ধৃত
করিয়াছেন, সেই শ্লোকের শেষভাগেই যে,

‘গঙ্গাবাসং’মিব চতুরো যত্র পৌরাজনানাং

সঙ্কোগান্তে সপদি বিভুনোভ্যঙ্গসংবাহনানি ।’

এবং ৩৯ শ্লোকে—

‘গঙ্গাশ্রেণী-প্রকৃতিবিমলে পালিতে তেন রাজ্য

জাতা লোকচিত্তরবিগলভীতরো যত্র পৌরাঃ ।’

লিখিত আছে, ইহা কি লক্ষ্য করেন নাই? শ্লোকসংখ্যা যখন গৌড়রাজমালায় দেখা যাইতেছে, তখন তাঁহার পবনদূত যে ভাল করিয়া আলোচনা করেন নাই, ইহাই বা কেমন করিয়া বলিব? সে বাহা হউক, উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ‘বিজয়পুর’ গঙ্গাতীরেই অবস্থিত। অবশ্য পদ্মা যে ধোয়ী কবির গঙ্গা নহে, ইহা বোধ হয়, কেহ অস্বীকার কবিবেন না, আর গোড়মালায় নির্দিষ্ট বিজয়নগরও যে পদ্মাতীরে নহে, ইহাও বটে। তাহা হইলে বিজয়নগরকে কিরূপে পবনদূতের বিজয়পুর বলি যায়?

এক্ষণে আমরা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতসম্বন্ধে কিছু বলিবার অভিপ্রায় করিতেছি। নগেন্দ্রবাবু অবশ্য বিজয়পুরকে গঙ্গাতীরেই স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে তাহাকে নির্দেশ করিতেছেন, তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন কি না, আমরা তাহাই দেখাইতেছি। নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, “কবিরাজ ধোয়ী তাঁহার সময়ের কএকটি প্রধান স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, অগ্রে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম জিবেণী, তাহার পর আবর্তচক্রা বা চাকদহ, তাহা ছাড়াইয়া বরাবর উত্তরে গিয়া এক দিকে গঙ্গা, অপর দিকে রমণা (সরোবর), তন্মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী ‘বিজয়পুর’।” অবশ্য ৩৩ শ্লোকে কবি জিবেণীরই কথা বলিতেছেন, কিন্তু ৩৪ শ্লোকে তিনি যে ‘দর্শিতাবর্তচক্রা’ বলিয়া যমুনার বিশেষণ দিয়াছেন, তাহার আবর্তচক্রার অর্থ কি চাকদহ? যদি উক্ত শব্দটিকে দ্ব্যর্থবোধক ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে চাকদহকে কি যমুনাতীরে বুঝিতে হইবে না? কারণ, কবির বর্ণনায় দেখা যায়, আবর্তচক্রার সহিত যমুনার সম্বন্ধ, গঙ্গার নহে। কিন্তু চাকদহ ত যমুনাতীরে নহে, তাহা গঙ্গাতীরেই অবস্থিত। যমুনাকে কালভূজঙ্গীর সহিত তুলনা করিয়া, কবি তাহার আবর্তগুলিকে ভূজঙ্গীর চক্রের সহিত তুলনাই করিয়াছেন। সুতরাং আবর্তচক্রা কখনও চাকদহ নহে। এ কথাগুলি বলার আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, কবি জিবেণীর পর আর কোন স্থানের কথা বলেন নাই, একেবারেই বিজয়পুরের কথা আরম্ভ করিয়াছেন। বিজয়পুরেই তাঁহার মল্লপবনকে প্রেরণ করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই রাজধানীর নিকটে বাহা বাহা বিশেষরূপে দর্শনীয়, তিনি কেবল তাহাই বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যে দেশে বিজয়পুর অবস্থিত, সেই দেশেরই কিছু পরিচয়চ্ছলে কবি ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর নগেন্দ্রবাবু যে রমণা সরোবরের কথা বলিতেছেন, এ রমণা সরোবরের কথা কবি কোন শ্লোকে উল্লেখ

করিয়াছেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ৩৫ শ্লোকে ‘রমণালোকনব্যাকুলানাং’ একটি পদ আছে। তাহার ‘রমণা’ শব্দটিই কি নগেন্দ্রবাবুর রমণা সরোবর? কারণ, অনুবাদে নগেন্দ্রবাবু ‘রমণালোকনব্যাকুল’ই রাখিয়া তাহার ‘রমণা’ পর্য্যন্ত নিয়মের করিয়া দিয়াছেন। তাহাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তিনি শ্লোকটি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখেন নাই। শ্লোকটির প্রথমে লেখা আছে, ‘ক্ৰীড়াভীনাং পরসি রত্নসাত্ত্ব লীলাবতীনাং’; উহার ‘তত্ত্ব’ শব্দে কোন স্থান বুঝাইতেছে, তাহা নগেন্দ্রবাবু লক্ষ্য করেন নাই। এই শ্লোকের পূর্বে ত্রিবেণীর কথা বলায়, ঐ “তত্ত্ব” শব্দটি ত্রিবেণীকেই বুঝাইতেছে। বিজয়-পুরের কথা তাহার পর শ্লোক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কবির ‘রমণালোকনব্যাকুলানাং’ পদটির অর্থ কি ‘রমণদিগের (পতিগণের) আলোকনে ব্যাকুলা’ রমণীগণের এইরূপ নহে? কবি ৪২ শ্লোকে ‘ক্ৰীড়াবাণ্যঃ প্রেতভুসলিলাঃ’ বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ক্ৰীড়াবাণীগুলি রমণা সরোবর বলা যায় কি না, তাহাও একবার দেখিতে হয়। অবশ্য নগেন্দ্রবাবু এ শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই, বা তাহার অনুবাদ দেন নাই। কাজেই উহা তাঁহার লক্ষ্য ছিল, বলা যাইতে পারে না। আর থাকিলেও সে ক্ৰীড়াবাণীগুলির জল অন্ন ও তাহা অনেকগুলি, স্তত্রাং নগেন্দ্রবাবু যে রমণা সরোবরের কথা বলিতেছেন, তাহা উক্ত ‘ক্ৰীড়াবাণ্যঃ প্রেতভু-সলিলাঃ’ হইতে বুঝা যায় না। তাহার পর ৪৪ শ্লোকে লক্ষ্মণসেনের সপ্তকক্ষ প্রাসাদের নিকট কবি ‘বাণী তস্মিন্নবনিবনিতারম্যারোমাবলীব’ বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, নগেন্দ্রবাবু সে শ্লোক উদ্ধৃত বা তাহার অনুবাদ প্রদান করেন নাই, কাজেই উক্ত বাণী যে তাঁহার রমণা সরোবর বলিয়া লক্ষ্য, তাহাও বলা যায় না। আর ঐ বাণীর কোনই নাম শ্লোক হইতে পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে ৩৫ শ্লোকের ‘রমণালোকনব্যাকুলানাং’ পদের ‘রমণা’ কথাই নগেন্দ্রবাবু ‘রমণা সরোবর’ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্ত তিনি অনুবাদের ‘রমণা’ কথাটি নিয়মের করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুমান যে ঠিক হয় নাই, আমরা পূর্বে তাহা বলিয়াছি। তন্নিমিত্ত তিনি যাহাকে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের স্তত্রসিদ্ধ শেখের দীঘীকে যে রমণা বলিতেছেন, তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। হিন্দুদের ‘রমণা’ সরোবরকে মুসলমানেরা ‘শেখের দীঘী’ করিয়া লন নাই, উহা মুসলমানেরাই খনন করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহা ৯২১ হিজরীর রবিরঙ্গানি মাসে ঐ দীঘী খনন করান, শেখের দীঘীর তীরে প্রস্তরকলকে একথা স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। এই শেখের দীঘী সম্বন্ধে আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। তন্নিমিত্ত বিজয়পুর গঙ্গাভীরে, আর শেখের দীঘী গঙ্গা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত এবং তাহা গঙ্গার পশ্চিম দিকে। নদীপুর গঙ্গার পূর্ব তীরে, কাজেই তাহার নিকটই বিজয়পুর রাস্তার মধ্যে হইতে পারে না। স্তত্রাং নগেন্দ্রবাবু পবনদুহতের বিজয়পুরকে যে স্থানে স্থাপিত করিতেছেন, আমাদের বিবেচনায় তাহা সমীচীন নহে।

তাহা হইলে বিজয়পুর কোথায়? শাজী মহাশয় ও মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, অর্থাৎ নবদ্বীপই যে বিজয়পুর, আমরাও তাহাই বিবেচনা করি। আমাদের এইরূপ

অবস্থানের কারণে, নিজে তাহার উল্লেখ করিতেছি। খোরী কবির বর্ণিত বিজয়পুর গঙ্গাতীরে অবস্থিত, সেখানে প্রাচ্যে রোপিত ক্রমুক তরুণকল (হুপারিগাছগুলি) অবশ্যে বাড়িয়া উঠে। বাবালী দেশে নিম্নবঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও হুপারিগাছ অবশ্যে বাড়িয়া উঠে না। কাজেই বিজয়পুর নিম্নবঙ্গের মধ্যে স্থাপিত ছিল বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। যদি কেহ গোঁড় বা লক্ষ্মণাবতী তৎকালে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া, তাহাকে বিজয়পুর বলিতে ইচ্ছা করেন, অবশ্যে বুদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রমুকতরু তাহার বিরুদ্ধপ্রমাণে দাঁড়াইবে। যদিও কেহ গোঁড়ের সহিত বিজয়পুরের অভিন্নতা-স্থাপনে প্রয়াসী হন নাই, কিন্তু একরূপ একটা কথা উঠিতে পারে বলিয়া আমরা তাহারও আলোচনা করিয়া রাখিলাম। নগেন্দ্রবাবুর বিজয়পুরেও অবশ্যে ক্রমুকতরুর বুদ্ধিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। রমাশ্রমাদ বাবুর বিজয়নগর সম্বন্ধেও যে তাহা একেবারে বলা যায় না, এমন নহে। কিন্তু তাহার বিজয়নগর যখন গঙ্গাতীরেই নহে, তখন বিজয়নগরের প্রসঙ্গে একথা না বলিলেও চলে। ইহার পর মিন্‌হাজ সিরাজের কথা। বক্তার খিলজীর বঙ্গ-বিজয়-প্রসঙ্গে মিন্‌হাজ বলিতেছেন,—“It is related by credible authorities that mention of the brave deeds and conquests of Malik Muhammad Bakhtyar was made before Rai Lakhmaniya, whose capital was the city of Nudiya.” (Elliot's History of India, Vol. II., p. 307, Tabakat-i-Nasiri)। এই Nudiyaকেই পরবর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নদীরাই বলিয়া আসিয়াছেন। রমাশ্রমাদবাবু নোদিয়হ ও নদীয়ার উচ্চারণ-বৈষম্য লইয়া ভতই কেন আপত্তি করুন না, তাহাতে নোদিয়হ ও নদীয়ার অভিন্নতা খণ্ডন হয় নাই। পবনদূত ও তৎকালি নাসিরি পরস্পর পরস্পরের কথা সমর্থন করিতেছে। উচ্চারণ-বৈষম্য যদি অভিন্নতা প্রতিপাদনের বিরুদ্ধ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে পাটলীপুত্র ও পালিবোধরা কখনও এক হইতে পারে না। বরঞ্চ পালিবোধরা ও পাটলীপুত্রের অপেক্ষা নোদিয়হ ও নদীয়ার উচ্চারণাদৃষ্ট অনেকটা কাছাকাছি।

তাহার পর পবনদূতের লিখিত বিষয়গুলির নিদর্শন বর্তমান নববীপে ও তাহার নিকট হইতে জানিতে পারা যায় কিনা, আমরা তাহারও আলোচনা করিতেছি। পবনদূতের ৩৩ শ্লোকে বিজয়পুরের যে সপ্তকক্ষ প্রাসাদের কথা এবং ৫৪ শ্লোকে যে বাপীর কথা লিখিত আছে, প্রথমে আমরা তাহারই নিদর্শনের কথা জানাইতেছি। ৫১ শ্লোকে লিখিত আছে যে, উক্ত প্রাসাদে মৃত্যুশাস্ত্র অতিষিক্ত লক্ষণসেন অবস্থিতি করিতেছেন। তাহা হইলে প্রাসাদ ও বাপী যে বঙ্গালসেনের সময় বিদ্যমান ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বর্তমান নববীপ হইতে আর দুই কোশ উত্তরপূর্বে ভাগীরথীর পূর্বতীরে ‘বামনপুকুর’ নামে একখানি গ্রাম আছে, সেখানে একটি দীঘী ‘বঙ্গালদীঘী’ নামে আজিও কথিত হইয়া আসিতেছে, ইহারই সংলগ্ন প্রাসাদের চিহ্ন ‘বঙ্গালটিরি’ নামে প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে Bengal District Gazetteers, Nadia এইরূপ লিখিত আছে,—

Bamanpukur.—A village in the Katwālī Thana on the east bank of the Bhagirathi opposite Nabadwip. There seems no doubt that a portion of the old Nabadwip of the Hindu kings of Bengal lay within this village : the remainder of the site now lies under the waters of the Bhagirathi. In the village there is a large mound which is called Ballaldhibi and is believed to be all that is left of the palace of Ballal Sena ; and near by is a tank which is called Ballalidighi.”

Statistical Account of Nadiyaর লিখিত হইয়াছিল,—

“On the other side of the river there is a large mound still called after Ballal Sen. It was recently dug up by one Mulla Sahib, who discovered some *barkoses* or wooden trays, and a box containing remnants of shawls and silken dresses, and also some small silver coins. There is also a *dighi* or lake called *Ballalidighi*. It is on the east of the Bhagirathi, and on the west of the Jalangi. The founder Lakshman Sen, built a palace of which the ruins are still extant. It was situated on the south of a tank called *Bilpukur* on the east of the Bhagirathi, on the west of the Jalangi, and on the north of Samudra-garia.”

পবনমুতের বর্ণিত প্রাসাদ ও বাগী ‘বল্লালটিবি’ ও ‘বল্লালদীঘী’, ‘বেলপুকুর’ বা তাহার দক্ষিণস্থ লক্ষণসেনের নির্মিত প্রাসাদ নহে। কারণ, নূতন রাজ্যাভিষিক্ত লক্ষণসেনের কথাই কবি বর্ণনা করিয়াছেন, কাজেই যাহার সহিত বল্লালসেনের সম্বন্ধ, তাহাকেই কবির বর্ণিত প্রাসাদ ও বাগী বলিতে হয়।

‘নদীয়া-কাহিনী’-প্রণেতা তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

“সম্ভবতঃ এই বিজয়পুর বর্তমান ‘বল্লালটিবি’।”

কিন্তু তিনি পবনমুতের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি কাহারও নিকট হইতে উক্ত কাব্যের গল্প শুনিয়া লিখিয়াছেন, গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখেন নাই।

হুগো পঞ্চাননের কারিকাতেও বল্লালনগরের উল্লেখ আছে,—

“মুক্তিহেতু বল্লাল আসিল গঙ্গানান।

জহ্ননগর উত্তরে করয়ে বাসস্থান ॥

নিজের প্রিয় নিবাস বল্লালনগর।

দেখ যার পূর্বতট নবদ্বীপ উত্তর ॥

কহিলেন রাজা কাহার কোথা অবস্থান ।

নব নবদ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপ সংস্থান ।

সদাচার রাখিবারে কর তাঁহা বাস ।

বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের হউক আদর্শ নিবাস ॥”

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে গ্রামে, ‘বল্লালদিবী’ বা বল্লালদ্বীপী আছে, তাহার নাম বামনপুকুর। এই বামনপুকুর যে প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত ছিল, তাহা নরহরি চক্রবর্তীর ‘ভক্ত-রত্নাকর’ হইতেও জানা যায়। ভক্তি-রত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে নবদ্বীপ-পরিক্রমার নরহরি লিখিতেছেন,—

“ঐছে কত কহি শ্রীদেশান হর্ষ অতি ।

বামনপৌণ্ডেরা গ্রামে যান মন্দগতি ॥

চতুর্দিকে চাহি নেত্রে ঝরে প্রেমজল ।

শ্রীনিবাস প্রতি কহে হইয়া বিহ্বল ॥

দেখ রমণীর ভূমি ওহে শ্রীনিবাস ।

এই সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস ॥

বামনপৌণ্ডেরা এই গ্রাম নাম হয় ।

পূর্ব নাম ব্রাহ্মণ পুঙ্কর বিষ্ণে কর ॥

* * *

পুঙ্কর কহেন দুব হইতে না আসিয়ে ।

নবদ্বীপে রহি সদা নদীয়া সেবিয়ে ॥”

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাহিত্য পবিষৎ-পত্রিকার দ্বাবিংশ ভাগের প্রথম সংখ্যা (১৩২২) ‘বর্জমানের কথা ও স্থানপরিচয়’ নামক প্রবন্ধে দেবগ্রামের যে বল্লালের ভিটা ও বল্লাল-দ্বীপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নির্দেশ অনুসারে দেবগ্রাম বিজয়পুর কি না, এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে। কিন্তু দেবগ্রামের প্রাস্ত দিয়া কোন কালে গঙ্গা প্রবাহিত হইলেও সেনরাজগণের সময়ে দেখানে যে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন, তাহার কোনই প্রশ্ন নাহি। আবার দেবগ্রামে উক্ত ভিটা ও দ্বীপসম্বন্ধে সন্দেহও আছে। নগেন্দ্রবাবুও দেবগ্রামকে বিজয়পুর বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই। তাহার সে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সেনরাজগণের বিজয়পুর জয়কর্তাব্যয়ের স্থাননির্ণয়, তিনি দেবগ্রামের বিজয়পুরকে তাহা স্থির করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উক্ত পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের ‘শ্রীবিজয়পুর’ প্রবন্ধের উত্তরে যদিও তিনি লিখিতেছেন,—

“কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাজধানী বিজয়পুর জয়কর্তাব্যার পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে, আমার নবপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজত্বকাণ্ডে আমার সেই পূর্ব বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর বল্লালসেনের সীতাহাটা-তাম্রশাসন ও ধারী কৃষি

পবনদূত পাঠ করিয়া, আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীরা জেলার দেবপ্রাচ-
বিক্রমপুর পরিদর্শন করিয়া আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। রাজসভাকাণ্ডে আমরা নীতাহাটী-
তাম্রশাশন ও পবনদূতের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি, তাহা হইলে রাজসভাকাণ্ড লেখার পর
নীতাহাটী তাম্রশাশন ও পবনদূত পাঠ করার কথা নগেন্দ্র বাবু কেন বলিতেছেন, বুঝা যায় না।
সম্ভবতঃ তিনি পরে উহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, তিনি কিন্তু
বিক্রমপুর প্রসঙ্গে রাজসভাকাণ্ডে উল্লিখিত তাহার বিজয়পুরের কোনরূপ খণ্ডন করেন নাই,
কাহ্নেই রাজসভাকাণ্ডের বিজয়পুরকেই আমরা তাহার প্রকৃত মত বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি।
তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখিত বিক্রমপুরের স্থাননির্ণয়সম্বন্ধে অয্য মত প্রকাশ করিতেছেন, বিজয়পুর-
সম্বন্ধে নহে।

সে যাহা হউক, ‘বল্লালচিবি’ বা ‘বল্লালদৌষী’ আমাদের বিজয়পুর ও নবদ্বীপের অভিন্নতা
সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ নহে। তাহার আর একটি প্রধান প্রমাণ যে মিন্‌হাজের কথা, আমরা
গূঢ়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

পবনদূতের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কবি স্বস্বদেশের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া, রাজধানীর
নিকটস্থ দর্শনীয় বিষয়গুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং গঙ্গার সহিত তাহাদের অধিকাংশেরই সম্বন্ধ।
২৭ শ্লোকে তিনি গঙ্গা-সম্বন্ধিত, স্বস্বদেশের কথা বলিয়াছেন। ২৮ শ্লোকে তিনি যে সেন-
রাজগণের ইষ্টদেবতা মুরারির উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিলেন, বলিতে পারা
যায় না। মুরারিকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করার কথা হইতে লক্ষ্মণসেনের বিষ্ণুর প্রতি প্রবল
অনুরাগেরও পরিচয় পাওয়া যায়। সেখান হইতে তিনি উত্তর দিকে গিয়া কৈলাস-শিখরভূম্য
সৌধরাজ্যপরিপূর্ণ যে মহাদেবের নগরের কথা বলিতেছেন, তাহাও স্থির করা কঠিন। তবে ইহার
সহিত ও ৩০ শ্লোকে বর্ণিত রঘুকুলগুরু (রামচন্দ্রের) সহিত ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রেশ্বর ও মেটেরীর রাম-
সীতার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। ৩০ শ্লোকের অর্দ্ধগৌরীধর কোথায়
ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ৩১ শ্লোকে ‘শ্রীবন্ধানক্ষিতিপতির্গোবিন্দঃ সেতুবন্ধঃ’ বলিয়া বাহা
উল্লেখ করিতেছেন, তাহার কথা আমরা কিছু বলিতে পারি। ‘শ্রীবন্ধানক্ষিতিপতি’কে শাস্ত্রী-
মহাশয় ‘বল্লালক্ষিতিপতি’ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আমরাও তাহাই মনে করি। ‘বল্লাল’ হলে
লিপিকরপ্রমাদে ‘বন্ধান’ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নবদ্বীপের নিকট বল্লালসেনের জাদাল
বলিয়া একটা জাদালের চিহ্ন দেখা যায়। এ সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু বলিতেছেন,—

“এই সাঁওতাল হইতে দুইটি প্রাচীন জাদাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটি পশ্চিম দিক্ দিয়া
বরাবর ভাগা, চাঁদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের জিহের মাঠ দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর,
রাজীপুর হইয়া বিষ্ণুগ্রামের দক্ষিণদিকে নবদ্বীপ অভিমুখে গিয়াছে, অপর জাদাল বা প্রাচীন রাস্তা
পূর্ব দিক্ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, ধুবী ও শোণাপুর হইয়া বুলীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া
গবীপুর পর্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাদাল
পূর্বে বহুব্র-পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কৃষকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উত্তর

জাহাঙ্গীর 'রাজার জাহান' বা 'বঙ্গালসেনের জাহান' নামে স্থানীয় অধিবাসিগণের পরিচিত।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নবাবপের নিকট পর্য্যন্ত বঙ্গালসেনের জাহান ছিল, পবনদূতে বিজয়পুরের মধ্যে সেতুবন্ধের কথা বর্ণিত হয় নাই, তাহার বাহিরেই উহা উল্লিখিত হইয়াছে। ৩২ শ্লোকে গঙ্গার বেখানে জোয়ার আসিয়া পঁছছিত, তাহার উল্লেখ বুঝা যায়। এক্ষণে নবাবপ পর্য্যন্ত জোয়ার না আসিলেও পূর্বে যে তাহার নিকট পর্য্যন্ত জোয়ার আসিত, তাহার প্রমাণ আছে। ভক্তি-রসাকর হইতে বুঝা যায় যে, সমুদ্রগড় পর্য্যন্ত জোয়ার আসিত। সমুদ্রগড় পূর্বে আটান নবাবপের মধ্যেই ছিল। ভক্তি-রসাকরে এইরূপ লিখিত আছে,—

“সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।

দেখ ত্রিনিবাস এ সমুদ্রগড়ি হয়।

বিজয়গণ ত্রিসমুদ্রগড়ি নাম কয়।

এথা গঙ্গাসমুদ্রপ্রসঙ্গ স্নেহময়।

গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্রগতি এথা।

লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সে কথা।

* * *

ওহে ত্রিনিবাস গঙ্গা-সিন্ধু এইখানে।

সদাই অধৈর্য্য গৌরচন্দ্রের দ্বিয়ানে।

* * *

প্রভু প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে।

চিন্তোষেগে দিঙ্গু কত কহিল গঙ্গারে।

গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতিনিতি।

দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি।

* * *

গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।

নিতি গতাগতিমাত্র আশ্রয় গঙ্গার।

গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম।

তবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম।”

তাহার পর ৩৩, ৩৪, ৩৫, শ্লোকে ত্রিবেণী ও যমুনার কথা বলিয়াছেন। ৩৬ শ্লোক হইতে বিজয়পুরের কথা আরম্ভ হইয়াছে। কবির বর্ণনা দেখিয়া বোধ হয়, তিনি প্রথমে রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল স্থান-বে নবাবপের অন্তর্ভুক্ত নিকটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি স্নেহদেশের কথা বলিয়া প্রথমেই রাজধানীর উত্তরদিকের স্থানগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন, পরে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আবার দক্ষিণদিকে আসিয়াছেন। “কাশ্যপ, বঙ্গালসেনপ্রভৃতি বিজয়পুর বা নবাবপের উত্তরদিকেই অবস্থিত, আর সমুদ্রগড় ও ত্রিবেণীর

অবস্থান তাহার দক্ষিণদিকেই। কবি ২৭ শ্লোক হইতে স্বল্পদেশের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া, ক্রমে উত্তরদিকে গিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পহুছেন নাই। কারণ, তাঁহার ২৯ শ্লোকোক্ত কৈলাসগিরি-সদৃশ সৌধশ্রেণীবিভূষিত মহামেঘের নগর প্রভৃতি তৎকালীন ত্রিবেণীর দক্ষিণে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সেনরাজগণের সময় ত্রিবেণীর দক্ষিণে অট্টালিকারাজিসম্বিত কোন প্রসিদ্ধ নগরের অস্তিত্ব থাকার প্রমাণাত্মক। বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, সপ্তগ্রামের পর গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত আর কোন প্রসিদ্ধ নগর থাকার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্বল্পরবনে মধ্যে প্রাচীন নগরাদির নিদর্শন থাকিলেও, গঙ্গাতীরে যে কোন প্রসিদ্ধ নগর থাকার প্রমাণ নাই, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে, ধোয়ী কবি গঙ্গাতীরস্থ স্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা তাঁহার উল্লিখিত সৌধরাজিমণ্ডিত স্থানগুলি নবদ্বীপের উত্তরদিকেই মনে করি। কবি প্রথমে নবদ্বীপের উত্তরদিকের কথা বলিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে কেন আসিলেন, এরূপ একটা কথা উঠিতে পারে। তাহার উত্তরে আমরা বলিতে চাহি যে, কবি রাজধানী বিজয়পুরে গিয়াই তাঁহার বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। সেইখানে লক্ষ্মণসেনের নিকট কুবলয়বতীর বক্তব্য শেষ হয়। কুবলয়বতীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর, আর কোন স্থানে মল্ল-পবনকে পাঠাইবার প্রয়োজন ঘটে না। সেইজন্য রাজধানীর নিকট যে যে স্থান বিশেষভাবে দর্শনীয়, তিনি অগ্রে তাহাই বলিয়া লইয়াছেন। প্রথমে উত্তরদিকের কথা বলিয়া, শেষে দক্ষিণদিকের কথা বলিয়াছেন। তিনি পূর্বেও মল্লপবনকে উত্তরদিকে আনিতে আনিতে পশ্চিম দিকে বাঁকাইয়া বিষ্ণুপার্বত্য, নন্দদানদী দেখাইয়াও আনিয়াছেন। এখানেও সেইরূপ প্রথমে তাহাকে উত্তরে লইয়া গিয়া, আবার দক্ষিণে আনিয়া, আবার ত্রিবেণী হইতে উত্তরদিকে বিজয়পুর লইয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে অবস্থান, তাহাতে অথবা স্থপাতি-গাছগুলির বৃদ্ধি এবং মিন্‌হাজের উক্তি অনুসারে নদীরাই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী, নবদ্বীপ ও তাহার নিকটস্থ স্থানগুলির প্রাচীন নিদর্শন এবং তাহাদের অবস্থানের সহিত পবনদূতের বর্ণনার ঐক্য দেখিয়া, স্বচাক্ষুরেই বুঝিতে পারা যায় যে, নবদ্বীপই পবনদূতের বর্ণিত বিজয়পুর রাজধানী। পবনদূতের কথা ও মিন্‌হাজের উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, বিজয়-পুর বা নদীরাই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল, গোড় বা লক্ষ্মণাবতী লক্ষ্মণসেনের সময় তাঁহার রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নগরমাত্র ছিল। যদি তাহাকে তাঁহার অন্ততম রাজধানীও বলা যায়, কারণ, কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে লক্ষ্মণাবতীকেও তাঁহার রাজধানী বলা হইয়াছে, তথাপি বিজয়পুর বা নদীরাই যে তাঁহার প্রধান রাজধানী ছিল, ধোয়ী কবির ও মিন্‌হাজের কথা হইতে তাহা স্থাপত্যরূপেই বুঝা যাইতেছে এবং নবদ্বীপের সহিত যে লক্ষ্মণসেনের বনিষ্ঠ সন্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোড় বা লক্ষ্মণাবতীর সহিত তাঁহার সেরূপ সন্ধ ছিল না, সেইজন্য বক্তার বিলম্বী লক্ষ্মণসেনের প্রকৃত বা প্রধান রাজধানী নদীরাই আক্রমণ করিয়াছিলেন। বাহারা বলেন, লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া, বক্তার নদীরাই প্রথমে কেন আসিয়াছিলেন, উত্তরে তাঁহাদিগকে আমরা বলিব, নদীরাই লক্ষ্মণসেনের প্রকৃত বা প্রধান রাজধানী থাকায়, বক্তার প্রথমে সেইখানেই আসিয়া-

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবদ্বীপ যে বাজার রাজধানী ছিল, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। পবনদুত্তের লিখিত বিজয়পুর বা নবদ্বীপকে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু নবদ্বীপকে রাজধানী কেবল ধোয়ী কবি বলেন নাই, মিন্‌হাজউদ্দীনও বলিয়াছেন। রাধাকান্ত মিন্‌হাজের কোন কোন কথা স্বীকারও করিয়াছেন, অবশ্য তাই বলিয়া তাঁহার সমস্ত কথা যে তিনি বা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, তাহা বলিতেছি না। তবে কোন বিষয়ের সমর্থক অল্প পক্ষের কোন প্রমাণ থাকিলে, তাহাকে মানিয়া লওয়া অযুক্তিকর নহে। ধোয়ী কবি রাজা লক্ষণসেনের সভা-কবি, আর মিন্‌হাজও তাঁহার প্রায় সমসাময়িক। ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীয় দুই জন সমসাময়িক ব্যক্তির উক্তি যদি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে কেবলই ভুগর্ভে প্রোথিত তাম্রশাসন বা মুদ্রাই যে একমাত্র ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এরূপ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পবনদুত্তের বর্ণনার সহিত তাম্রশাসনেরও ঐক্য দেখা যায়। লক্ষণসেনের প্রদত্ত মাধাইনগরের তাম্রশাসনের লিখিত ‘যন্ত কৌমারকেশিঃ কলিঙ্গেনাদনাতিঃ’ (১) এবং বিষ্ণুপসেনের তাম্রশাসনে উল্লিখিত ‘বেলগাং দক্ষিণাক্ষেয়ধর্মধরগদা-পাণিসংবাসবেদ্যাং’ প্রভৃতিতে ‘যেনৌচ্চৈর্ধর্মযুগৈঃ সহমরজয়ন্তম্ভালাস্তথাগি’ ইত্যাদি বর্ণনার সহিত পবনদুত্তের ‘দৃষ্টা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষণং কৌণিপালং’ ইত্যাদির ঐক্য দেখা যাইতেছে। পবনদুত্ত কাব্য হইলেও, তাহাতে যে ঐতিহাসিক তথ্যটুকু আছে, তাহা অগ্রাধাণ্য মনে করার কোনই কারণ দেখা যায় না। সে বাহ্য হউক, ঐতিহাসিকেরা ইহার সীমাংসা করিবেন। আমরা পবনদুত্তের কলিঙ্গনগরী, যযাতিনগরী প্রভৃতির ন্যায় বিজয়পুরকেও ঐতিহাসিক স্থান মনে করিয়ছি, তাহার স্থাননির্ণয়ের অল্প চেষ্টা করিয়াছি।

এক্ষণে বক্তব্যের নদীয়াবিজয় কতদূর সত্য, আমরা সে সম্বন্ধেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। দক্ষিণসমুদ্রের তীর হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত যে লক্ষণসেন দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ অখারোহী আসিয়া, তাঁহার রাজধানীটা জয় করিয়া লইল, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ত্রীধরদাসের সম্বন্ধিকর্ণামৃত হইতে জানা যাইতেছে যে, ১১২৭ শাক বা ১২০৬ খৃঃ অব্দে লক্ষণসেনের ৩১ বৎসর রাজত্বকাল চলিতেছিল। অথচ ১২০০ খৃঃ অব্দে অথবা তাহার পূর্বে বা কিছু পরে বক্তব্যের নদীয়া জয় করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়া থাকেন। আবার বক্তব্যের অর্ধ-শতাব্দী পরে বাজার স্বাধীন সুলতান মুগীসউদ্দিন যুজবক নদীয়াবিজয়ের স্বরণের জন্য নূতন মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, বক্তব্যের নদীয়া জয় করেন নাই, আক্রমণমাত্র করিয়াছিলেন। হয় লক্ষণসেন তথায় অল্পস্থিত ছিলেন, নতুবা তাঁহার সৈন্যগণ তখন অন্য কোন দ্বন্দ্বাবারে অবস্থিত করিতেছিল। বক্তব্যের সহসা নগর আক্রমণ করিয়া, লুণ্ঠনাদির পর প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, নদীয়া লক্ষণসেন ও তাঁহার বংশধরগণেরই অধিকারে ছিল। পরে সুলতান মুগীসউদ্দীন যুজবক তাহা অধিকার করিয়া তাহার স্বরণার্থ মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

একটা এরূপ কথা উঠিতে পারে যে, লক্ষণসেনের সময় নদীয়া আক্রমণ হইয়াছিল, না, তাঁহার পরবর্তী লাক্ষণসেনের সময় তাহা ঘটিয়াছিল? কারণ, কেহ কেহ মিন্‌হাজের লখনিয়াকে লক্ষণসেন

না বলিয়া, লাক্ষণের বলিতে চাহেন। ত্রীযুক্ত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষণসেনের সময় নদীয়া আক্রমণের কথা বলেন না। তাঁহার পুত্রজয়ের মধ্যে কাহারও সময়ে তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু রমাশ্রীসাদবাবু ও নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতির মতে লক্ষণসেনের সময়েই যুক্তিয়ারকর্ষক নবদ্বীপ সৃষ্টিত হইয়াছিল। ইহার সাধারণতঃ বঙ্গালসেনের সঙ্কলিত দানসাগর এবং বঙ্গাল ও লক্ষণসেনের সঙ্কলিত অদ্বুতসাগরে উল্লিখিত সময়ের উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গাল ও লক্ষণসেনের রাজত্বকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। রাধালবাবু ঐ সকল শ্লোককে প্রকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন। অবশ্য দানসাগর ও অদ্বুতসাগরের শ্লোক যে অপ্রামাণ্য নহে, আমরা তাহা স্বীকার করি। দানসাগরে লিখিত আছে,—

“লক্ষ্মণবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ।”

১০৯১ শকে বা ১১৬৯ খৃঃ অব্দে দানসাগর রচিত হইয়াছিল। অদ্বুতসাগরে লিখিত আছে,—

“শাকে খনবৎশব্দে আরেভেহুতসাগরম্।”

১০৯০ শক বা ১১৬৮ খৃঃ অব্দে অদ্বুতসাগর আরম্ভ করা হয়। বঙ্গালসেন ইহা আরম্ভ করিয়া বান, এবং লক্ষণসেন তাহা সম্পূর্ণ করেন। উক্ত অদ্বুতসাগরে ‘ভূজবহুদশমিতে শকে শ্রীমদ্বঙ্গালসেনরাজ্যাদৌ’ অর্থাৎ ১০২২ শকে বা ১১৬০ খৃঃ অব্দে বঙ্গালসেনের রাজ্যারম্ভ বলিয়া লিখিত আছে। রাধালবাবুর মতে বঙ্গালসেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সিংহাসনে আরোহণ এবং ১১১৮ অথবা ১১১৯ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। ১১১৯ খৃঃ অব্দ হইতে লক্ষণসেনের রাজত্বারম্ভ, উহাই লক্ষণ-সংবতের আরম্ভকাল। কিলহর্ণ সাহেবের মতানুসরণ করিয়া, রাধালবাবু ১১১৮—১৯ খৃঃ অব্দ হইতে লক্ষণ-সংবতের আরম্ভ-কাল স্থির করিয়া, ঐ সময়েই লক্ষণসেনের রাজত্বারম্ভ বলিতেছেন। ১১৭০ খৃঃ অব্দের পূর্বে তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন পুত্রের সময়ে যুক্তিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন বলিয়া রাধালবাবু মত প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষণ-সংবতই রাধালবাবুর এই সকল সময়-নির্ধারণের প্রধান প্রমাণ। তিনি লক্ষণ-সংবৎ লক্ষণসেনের রাজত্বারম্ভ হইতেই গণিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অজ্ঞাত প্রমাণান্তরে তাহা সম্ভব কি না, আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি। প্রথমে দানসাগর ও অদ্বুতসাগরের কথাই নাই ধরিয়াম। রাধালবাবু বিজয়সেনের সময়-নির্ণয়-সম্বন্ধে লিখিতেছেন, “বার্গিনের প্রাচ্যবিদ্যাভূমীলন-সমিতির প্রস্তাৱে ১০১৯ শকাবে (১০৯৭ খৃষ্টাব্দে) নান্দদেবের রাজত্বকালে লিখিত একখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, ত্রিবিলায় রাজা নান্দদেব বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি।” এই নান্দদেবের পরাজয়ের কথা উমাপতিখয়ের লিখিত প্রহর্যেখর-মন্দিরের বিজয়সেনের প্রশস্তিতে লিখিত আছে। রাধালবাবু পূর্বে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু শিমরুণগড় হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত ‘নন্দেন্দ্রবিন্দুবিন্দুসম্মিত-শাকবর্ষে.....শ্রীনান্দদেবনৃপতিবিদধীত বাস্তুম্’ বলিয়া বাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও ১০১৯ শক বা ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে নান্দদেবের সময়ই বলিয়া জানা যাইতেছে। রাধালবাবুর আবিষ্কৃত বিজয়-সেনের ভাষ্যশাসন বাহা ত্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন,

তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বিজয়সেন তাঁহার রাজত্বের ৬২ বর্ষে উক্ত তাম্রশাশন প্রদান করিয়া ছিলেন। তাহা হইলে নাভদেবের রাজত্বকাল ১০১৯ শাকে ৬২ বৎসর যোগ করিলে, আমরা ১০৮১ শাক পাইতেছি এবং বিজয়সেন তখনও রাজত্ব করিতেছেন, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে বলিয়া আমরা মনে করি। এক্ষণে এই সকল প্রমাণের সহিত অদ্বুতসাগরে লিখিত ১০৮২ শাকে বলালসেনের রাজত্বারম্ভের কি ঐক্য হইতেছে না? তাহা হইলে উহার প্রাকগণিতকে প্রাক্ষিপ্ত বলিব কেন? বিজয়সেনের তাম্রশাশন আবিষ্কৃত হওয়ার, রাধাবিবাবু যে সময় তাঁহার রাজত্বের শেষভাগ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহা আর স্থির থাকিতেছে না। কাজেই ১০৮১ শাক বা ১১৫৯ খৃঃ অন্ধ বা তাহার নিকটবর্তী সময়ে বিজয়সেনের রাজত্বকাল বিদ্যমান থাকিলে, ১১১৯ খৃঃ অন্ধ হইতে কিরূপে লক্ষণসেনের রাজত্বারম্ভ হয়? কাজেই ১১১৯ খৃঃ অন্ধ হইতে যদি লক্ষণ-সংবতের আরম্ভকাল স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বিজয়সেনের রাজত্বকালের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। এই ১১১৯ খৃঃ অন্ধে লক্ষণসেনের জন্ম ধরিয়া লইলে, বক্তারারের নদীয়া আক্রমণসময়ে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর ছিল, মিন্‌হাজের উক্ত উক্তির সহিত ইহার ঐক্য হয়। তবে তিনি লক্ষণসেনের জন্মের যে অদ্বুত কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার ঐক্য হয় না। কারণ, ১১১৯ খৃঃ অন্ধে বিজয়সেন পূর্ণমাত্রায় রাজত্ব করিতেছিলেন, বলালসেনের রাজত্বের তখন নামগন্ধও নাই এবং বলালসেন তখন পরলোকগমনও করেন নাই, ইহলোকেই বিদ্যমান ছিলেন। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন যে, লক্ষণসেনের পিতার পরলোকগমনের সময় তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং তাঁহাকে রাজচক্রবর্তী করার জন্ত তাঁহার মাতার প্রসবকাল উপস্থিত হইল, তাঁহাকে উর্দ্ধপদে ও নতমুণ্ডে রাখিয়া, শুভমুহূর্ত্তে লক্ষণকে ভূমিষ্ঠ করান হইয়াছিল। তবে বলালসেনের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস না করিয়া, লক্ষণের জন্মঘটনা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। লক্ষণকে ভবিষ্যতে রাজচক্রবর্তী করার জন্ত শুভমুহূর্ত্তে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ করাইবার চেষ্টা হইলেও হইতে পারে। সে যাহা হউক, মিন্‌হাজের এরূপ বর্ণনা কতদূর সত্য, তাহা বুঝবার উপায় নাই। নাভদেবের রাজত্বকালের সময়ের সহিত অদ্বুতসাগরের সময়ের ঐক্য হওয়ার, ১০৮২ শাকে বা ১১৬০ খৃঃ অন্ধে বলালসেনের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। নগেন্দ্রবাবু কিন্তু ১০৮২ শাকে বলালসেনের রাজত্বারম্ভ বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনি মিন্‌হাজের বর্ণনার বিশ্বাস করিয়া, বলিতে চাহেন যে, লক্ষণের জন্মসময়ের অব্যবহিতপূর্বেই বলালসেন রাজত্ব করিতে ছিলেন। তাহা হইলে ১১১৯ খৃঃ অন্ধ বা ১১৪১ শাকে বলালসেন রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। ১০৮২ শাক বা ১১৬০ খৃঃ অন্ধে তিনি সমস্ত গোড়রাজ্য অধিকার করিয়া গোড়েশ্বর বলিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন। তাহাই লক্ষ্য করিয়া ১০৮২ শাকে অদ্বুতসাগরে তাঁহার ‘রাজাদো’ লিখিত হইয়াছে, ইহাই নগেন্দ্রবাবুর মত। এই সম্বন্ধে তিনি দুইটি প্রমাণ প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। একটি প্রমাণে তিনি বলেন যে, অদ্বুতসাগর হইতে জানা যায় যে, ১০৯০ শাকে বলালসেন অদ্বুতসাগর আরম্ভ করিয়া সেই বর্ষেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, দানসাগরে ১০৯১ শাকে তাহা রচিত হওয়ার যে কথা লিখিত আছে, নগেন্দ্রবাবু বলেন, বলালসেন

শুরুদেব অনিরুদ্ধতট তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আর একটি প্রমাণে তিনি হস্তিকর্ণামৃত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চাহেন যে, ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের ৩৭ বৎসর রাজত্বকাল চলিতেছিল। তাহা হইলে ১০৯০ শাক হইতেই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ হয়। তিনি ১০৯০ শাকে লক্ষ্মণের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লইয়াই বলিতে চাহেন যে, ১০৯০ শাকেই বলালসেন রাজত্বাবসান ঘটতেছে। সীতাহাটা হইতে আবিষ্কৃত বলালসেনের তাম্রশাসনে যখন তাঁহার রাজত্বের ১১শ বর্ষ লিখিত দেখা বাইতেছে, তখন ১০৮২ শাকে কিরূপে তাঁহার রাজত্বারম্ভ ঘটতে পারে? আমরা নিয়ে তাঁহার এই হস্তিকর্ণগুলির আলোচনা করিতেছি। প্রথমে তিনি অদ্বুত-সাগরের বে শ্লোক হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ১০৯০ শাকেই বলালসেন দেহত্যাগ করিয়া- ছিলেন, আমরা তাহা হইতে কিন্তু যে কথা বুঝিতে পারি না। নিয়ে তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকগুলি অবিকল প্রদত্ত হইল,—

“শাকে খনবথেন্দকে আরেভেহস্তুতসাগরম্।

এহেহস্তিমসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা-

দীক্ষাপর্বণি দীক্ষণান্নিক্রুতে নিম্পত্তিমভ্যর্চ্য সঃ ॥

নানাদানচিত্তাঘুসঙ্কলনতঃ সূর্য্যায়জাসঙ্গমং

গন্ধার্যং বিরচ্য নির্জ্বরপূরং ভার্য্যাম্বাতো গতঃ ॥

শ্রীমল্ললক্ষ্মণসেনভূপতিরতিশ্লাবেয়া মহোদ্যোগতঃ।

নিম্পন্নোহস্তুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বলালভূমিভূজঃ ॥”

শ্রীযুক্ত রমাশ্রীদাস চন্দ মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে কিছু কিছু পাঠান্তর আছে। উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে এরূপ বুঝায় যে, ১০৯০ শাকে অদ্বুতসাগর বলালসেন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া, লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তিনি স্বর্গে গমন করেন, লক্ষ্মণসেন তাহা সম্পূর্ণ করেন। ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে, যে ১০৯০ শাকে অদ্বুতসাগর আরম্ভ করা হইয়াছিল, এবং সেই ১০৯০ শাকেই বলালসেন লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ১০৯০ শাকে অদ্বুতসাগর আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ না হইতেই বলালসেন স্বর্গে গমন করেন। কোন অশ্বে বলালসেন স্বর্গে গমন করেন, উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে তাহা বুঝা যায় না। ১০৯০ শাকে তাহা বুঝিতে হইলে, কষ্টকল্পনাই করিতে হয়। কিন্তু কষ্টকল্পনা করিয়া, একটা প্রমাণ খাড়া করা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। তাঁহার দ্বিতীয় প্রমাণ হস্তিকর্ণামৃতের কথা। তিনি হস্তিকর্ণামৃতের বে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—

“শাকে সপ্তবিংশতাদিকশতোপেতদশশতেশরদাম্

শ্রীমল্ললক্ষ্মণসেনশ্রুতিপত্ত রমৈকত্রিংশে।

সবিতুর্গত্যা ফাক্তনবিংশেশু পরার্থহেতাবহুতুকাৎ

শ্রীধরদাসেনদং স্মৃতিকর্ণামৃতং চক্রে ॥”

ইহা হইতে নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ১১২৭ শাকে লক্ষণসেনের রাজত্বের ৩৭ বৎসর স্মৃতিকর্ণামৃত রচনা করেন। ১১২৭ শাকে লক্ষণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষ হইলে, ১০৯০ শাকেই তাঁহার রাজত্বারম্ভ হয়, ইহাই নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা কিন্তু ১১২৭ শাকে লক্ষণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষ বলি না। উক্ত তাম্রশেখর ‘রসৈকজিংশ’ কথাটিকে নগেন্দ্রবাবু ৩৭ বলিয়া অর্থ করিতেছেন, কিন্তু তাহা যে নহে, আমরা তাহা দেখাইয়া দিতেছি। উক্ত তাম্রশেখরে দুইটি আখ্যা ছন্দের শ্লোক আছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্লোকেই চতুর্থ পাদে একটি করিয়া মাত্রা কম রহিয়াছে। কাজেই ‘রসৈকজিংশ’ এরূপ পাঠ ঠিক নহে। তদ্বিত্তি যেখানে একজিংশ কথা বলা হইতেছে, সেখানে আবার তাহার সহিত ‘রস’ শব্দ যোগ করিয়া ৩৭ বুঝাইবার জন্ত কবির এরূপ কষ্টকরনা করার প্রয়োজন বুঝা যায় না। ‘রসৈকজিংশ’র স্থলে তিনি অনায়াসে ‘বৈদৈকজিংশ’ লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে ছন্দোব্রক্ষা হয় না। বিশেষতঃ একজিংশের পূর্বে ‘রস’ বা ‘বট’ বসাইলে, গণনার সাধারণ রীতি অনুসারে ৩১৬ই বুঝাইবে, ৩৭ বুঝাইবে না। তাহাকে ৩৭ বুঝিতে হইলে, উহাকে কদাচ সাধু প্রয়োগ বলা যাইতে পারে না। আর ৩৭-এর সহিত বর্ষবাচক কোন শব্দেরও উল্লেখ নাই। ‘শ্রীমদলক্ষণসেনকৃতিপদ্ম রসৈকজিংশ’ও সাধুপ্রয়োগ নহে। আমরা সেজন্য ‘রসৈকজিংশ’র স্থলে ‘বৈদৈকজিংশ’ এবং দ্বিতীয় শ্লোকের চতুর্থ পাদে ‘স্মৃতিকর্ণামৃতং’ এর স্থলে ‘সম্মৃতিকর্ণামৃতং’ বসাইতে চাহি। ইহাতে ছন্দোব্রক্ষা হয় এবং প্রয়োগদোষও ঘটে না। ‘স্মৃতিকর্ণামৃতে’র অপর নাম যে ‘সম্মৃতিকর্ণামৃত’, সকলেই তাহা অবগত আছেন। ‘রসৈকজিংশ’র স্থলে ‘বৈদৈকজিংশ’ হইলে ১১২৭ শাকে লক্ষণসেনের রাজত্বের ৩১ বৎসর হয়। তাহা হইলে ১০৯৬ শাকে লক্ষণসেনের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতুতসাগরের কথা অনুসারে ১০৮২ শকে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভ স্বীকার করিলে, ১০৯৬ শাকে তাঁহার ১৪ বৎসর রাজত্ব করা হয়। তাহা হইলে সীতাহাটীর তাম্রশাসনে বল্লালসেনের রাজত্বের ৫১১ বর্ষ লিখিত আছে, ১০৯০ শাকে তাহা গিয়া পড়িতেছে। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর সে আপত্তিরও বীনাংগা হইয়া যাইতেছে। যে সমস্ত প্রমাণ এক্ষণে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাদের দ্বারা আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। ভবিষ্যতে যদি নূতন কোন প্রমাণ আসিয়া পড়ে, তবে তাহার দ্বারা বাহা স্থিরীকৃত হইবে, সকলে অবশ্য তাহাই স্বীকার করিয়া লইবেন। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তে বল্লালসেনের রাজত্বকাল অবশ্য অন্নই হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তিনি তাঁহার পিতা বিজয়সেনের সময় হইতে যে রাজকাৰ্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা নবাবিকৃত বিজয়সেনের তাম্রশাসন হইতে বুঝিতে পারা যায়। সে বাহা হউক, উপস্থিত প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে, এরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। ইহাতে দানসাগর, অতুতসাগর, স্মৃতিকর্ণামৃত ও তাম্রশাসন সমস্তেরই সামঞ্জস্য হয় বলিয়া আমরা মনে করি। একটা কথা উঠিতে পারে যে, লক্ষণ

সংবৎ বা ১০৪১ শাক হইতে লক্ষ্মণগণের জন্মসময় ধরিলে, ১০৯৬ শাকে তাহার রাজ্যব্যাপ্তির সময় তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হয়। সে সময়ে পবনদূতের কবি তাঁহাকে কুবলয়বতীর প্রার্থী করিয়া বর্ণনা করিয়া কেমন কেমন বোধ হয়। কিন্তু কুবলয়বতী তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যবিজয় সময়ে দেখিয়াছিলেন, সে সময়ে কলিঙ্গাঙ্গনাগণের সহিত তাঁহার কৌমারকলি হইয়াছিল। ভক্তিময় রাজকবি যখন রাজার গুণ বর্ণনা করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার বয়সের প্রতিই বা লক্ষ্য করিবেন কেন? আর দিগ্বিজয়ী রাজার বয়সের কথা তাঁহার প্রতি অমুরাগিণী কোন রমণী মনেই স্থানদান করেন না, পুরাণে ও ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সে বাহ্য হউক, এ সকলের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে আমরা এসকল বিষয়ের আলোচনা করিলাম। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় পবনদূতের বিজয়পুরের স্থাননির্ণয়। আমরা পূর্বে তাহা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে বিজয়পুর যাহার রাজধানী ও যিনি পবনদূতের নায়ক, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার সন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিয়া, আমরা তাহারই অবতারণা করিলাম। ভবিষ্যতে নূতন নূতন প্রমাণ উপস্থিত হইলে, এসকল সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটিলে, আমরা সূচী ভিন্ন হুঃখিত হইব না। কারণ, আমরা সত্যেরই প্রার্থী।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

পবনদূতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা বর্তমান নবদ্বীপকেই পবনদূতানুধিত বিজয়পুর বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, কিন্তু এই বজ্রালদীঘি ও বিজয়পুর সন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে কোন প্রকার উল্লেখ নাই, এজন্ত প্রবন্ধলেখকমহাশয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রবন্ধের অলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে সকলপ্রকার বিরুদ্ধমতের আলোচনা দ্বারা অতি প্রকৃষ্টরূপেই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত করিয়াছেন এবং এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিজয়পুর কিংবা বজ্রালদীঘির উল্লেখ নাই বলিয়া, ঐতিহাসিক প্রমাণাদি দ্বারা তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণয় হইলে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না। বৈষ্ণব-সাহিত্য ইতিহাস বা ভূগোল নহে। আর বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহাদের উল্লেখ নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি—কারণ, সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-সাহিত্য এখনও আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয় নাই।—এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে খণ্ডবাদ জানাইলেন।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম করিয়া এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে বিজয়পুর আর নবদ্বীপ যে অভিন্ন, তাহা নিঃসন্দেহরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে এবং অন্ধকার-যুগের যে বিষয়টি তিনি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিতই কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন। তবে প্রবন্ধে উল্লিখিত বঙ্গ-বিজেতা বখ্তিয়ারের স্থানে মহম্মদ-বিন্-ইখ্তিয়ারের নামোল্লেখ করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, সেন-বংশের শেষ সময়ে যিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন, তিনি বখ্তিয়ার নহেন—বখ্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ-বিন্-ইখ্তিয়ার। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

পঞ্চমেতে ভুঝু ভাল রাগে নারদ মোনি ।

অতঃপর বিষ্ণু শিবকে আলাপ করিতে
অনুরোধ করিলেন ।

বিষ্ণুর বচনে সীব হরিস অপার ।

পঞ্চমে আলাপে গীত রাগের সঞ্চার ॥

সর্গ মর্ত পাতালেত এক রাগ ধরিল ।

সুনিআ মোহিত সব ধরনি পরিল ॥

দেবজসি মোনিজসী জত সমোদীতে ।

সুনিয়া গীতের ধ্বনি পরিল ভূমিতে ॥

ব্রহ্মার মোখে বেদ নাহি গদগদ স্বর ।

অচেতন হৈয়া পরে দেব পূরন্দর ॥

আদিত্যাদি দিকপাল আদি সর্বজন ।

চারি ভিতে পরে সবে হৈয়া অচেতন ॥

বিষ্ণুর স্বরির হৈতে ঘাম নিশ্বরিল ।

ব্রহ্মাণ্ড ছারিয়া গঙ্গা তাথে উপজিল ॥

সর্বাঙ্গে তিখীল ঘাম ধারা বহে স্রোতে ।

জন্মীল জে গঙ্গাদেবি বিষ্ণুর পদেতে ॥

মস্তক হতে নিশ্বরিল ঘাম বাম পাশ ।

কনীষ্টে অঙ্গুলীএ গঙ্গা জন্মীল তথাএ ॥

এহি মতে গঙ্গাদেবি মোর্ত্তিমাণ হৈল ।

মোর্ত্তিমাণ দেখী গঙ্গা মহেসে ধরিল ॥

জটা মর্দে গঙ্গাকে রাখীলা সুলপানি ।

ইহার পর,—

কথঙ্কণে চৈতণ্য পাইল দেবগন ॥

বিষ্ণু বলে সুন সিব আমার বচন ।

কভু নাহি সুন হেণ অপূর্ব কথণ ॥

জিভুবন মোহিত তোমার অপূর্ব গাঁহেণ ।

না সুনছি হেন গীত আমার শ্রবন ॥

সর্গ মর্ত পাতালেত এক রাগ ধরি ।

ধর্ম ধর্ম মহাদেব দেব জিপুরারি ॥

বিষ্ণুর বচনে তোষ্ট দেব মহেশ্বর ।

পঞ্চ মোখে শ্রব করে বিষ্ণুর শুভর ॥

সীবে বলএ বিষ্ণু সংসারের সার ।

অগস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্রীষ্টী তোমার অধিকার ॥

তুমার স্বরির হেণে ঘাম নিশ্বরিল ।

ব্রহ্মাণ্ড ছারিয়া গঙ্গা তাহে উপজিল ॥

এত বলী মহাদেব জটা বিস্তারিলা ।

জটা হেণে গঙ্গা দেবি ভূমিতে রাখীলা ॥

ধবল বরন গঙ্গা জেণ চন্দ্র আভা ।

বৈথণ্ড প্রকাশ হৈল মোক্তিপদ পাবা ॥

তবে গঙ্গাএ বলে সুন নারায়ন ।

তোমার পদেতে হৈল আমার জনম ॥

দেখীয়া গঙ্গার রূপ হরিস অন্তর ।

ভাবিলা গঙ্গার বর দেব মহেশ্বর ॥

বিষ্ণু বলে প্রজাপতি সুন দিয়া মন ।

গঙ্গাদেবির সূর্য বর দেব পঞ্চানন ॥

বিষ্ণোর বচন সুন ব্রহ্মা হরসীত ।

মহাদেব যুগ্য বর নহে অগুচিত ॥

ব্রহ্মা বলে মর কথা সুন নারায়ন ।

কল্পা দাণ কর বৃদ্ধ বর জিলুচণ ॥

গঙ্গা দেবি আর সিব হৈয়া হরসিত ।

নানা রলকারে গঙ্গা করিল ভূসিত ॥

বিজ্ঞাধরি নাচে গন্ধর্ব গায়ের গিত ।

গঙ্গা বিবা করে সিব হৈয়া হরসিত ॥

পূরহিত জত কর্ম কহিল জানি ।

সোভঙ্কেনে বিবা করে দেব সোলপানি ॥

জামাতারে কৌতক দিলা নানা রত্নগন ।

সিব স্থানে কৈল্যা দান কৈলা মারায়ন ॥

২১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটে কাগজ । আকার,

১৪ ১/২ × ৫ ১/২ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৪—১০ । প্রতি

পৃষ্ঠায় ১৩—১৪ পঙ্ক্তি । খণ্ডিত ।

রত্নাকরের পাপক্ষয় হইতে হরিশ্চন্দ্রের
উপাখ্যানের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে ।

২২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড ।

(যযাতির পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটি কাগজ । আকার,
১৪ × ৪½ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ২—৩, ৫—৮ ।
প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্ক্তি । পুথি সুপ্রাচীন ।
শেষ,—

রথে নঞা কুসম্বজ চলিল স্রমস্ত ।
ব্যালিস বাজানা বাজে সুখের নাহি অন্ত ॥
কেহ বলে সিন্ধুতীরে মুণ্ডে পড়ুগ বাজ ।
কেহ দিকরে জজ্ঞাতি মহারাজ ॥
সুনিঞা সকল লোক দিক দিক বলে ।
পবন সমান রথ স্রমস্তের চলে ॥
মুনি মুক্তা বিমানে সোভিছে ঝিলিমিলি ।
ব্যালিস বাজনা বাজে পড়ে দামাসালি ॥
স্রমস্ত আইলা দেসে বেলা অবশেষ ।
ঘোর ঘটা বাজনাতে পুর্ন হৈল্য দেস ॥
বাউবেগে বিমান সরজু হৈলা পার ।
সমাচার পাইল রাজা লজ্জুস কুমার ॥
বাণ্ডভাণ্ড সহিত আইল মহিপতি ।
দীর্ঘ হঞা কুসম্বজে করিল প্রনতি ॥
আনন্দিত হৈল রাজা স্রমস্ত দেখিঞা ।
আলিঙ্গন দিল রাজা বাহু প্রসারিঞা ॥
রথ হৈতে কোণে কর্যা নামাইল রাজা ।
ভক্তিভাবে করিল মনিপুত্রের পূজা ॥
কুসম্বজে নেহালিঞা দেখে ভট্টারক ।
দেখিঞা সিন্ধুর রূপ লাগিল টটক ॥
সোনার পুতলি জেন সিন্ধুতীরের পুত্র ।
চক্রে সমান কান্তি কান্দে জগদ্বুত্র ॥

ললাটের উপরে স্রমস্তর স্রজ ফোটা ।
ঝলমল করে সিন্ধু তাহু বসের তটা ॥
চঞ্চল নয়ন ছুটি চতুর্দিকে ছুটে ।
ঝলকে ঝলকে অগ্নি মুখে হৈতে উঠে ॥
সুকোমল তনু তৈল্য তাহু ল বিহিনি ।
পরিধান করিয়াছে ... জিনি ॥
বয়েস বৎসর আট জানে চারি বেদ ।
সতস্ত করন সিন্ধু বড়ই আবাদ ॥
স্রমস্তর সরিরথানি বড়ই নির্মল ।
দেখিঞা রাজার আখি করে ছলছল ॥
বাসা নিঞা ভূপতি দিলেন কুসম্বজে ।
আপনি করিল পূজা মাণ্য গন্ধরাজে ॥
ভক্ষন করিতে দিল মিষ্টান্নসকল ।
পান করিতে দিল পঞ্চ তির্থের জল ॥
সিংহাসনে বসিঞা দিলেন নানাফল ।
আপনি জোগায় রাজা কর্পুর তাহু ল ॥
গলায় দিলেন রাজা মুনি মুক্তা হার ।
অঙ্গে অঙ্গে পরাইল নানা অলঙ্কার ॥

কৃতাজলি হৈল রাজা বসিষ্ঠের আগে ।
কত জজ্ঞ সাজ হৈল আর বিধি মার্গে ॥
বসিষ্ঠ বলেন পুর্ন দিব মহিপাল ।
মুনিপুত্র নঞা কালি আসিবে সকাল ॥
এত স্রনি জজ্ঞাতি গেলেন নিকেতন ।
কিষ্কিণ্ডাস গাইল আত্মকাণ্ড রামায়ন ॥*
ভবনে ভূপতি আস্তা বঞ্চিল রজনী ।
অঙ্গথানি প্রভাতে উঠিলা নৃপমুনি ॥
স্নান সন্ধ্যা করি রাজা সরজুর জলে ।
পবিত্র হইঞা রাজা আইলা জজ্ঞসালে ॥
একে একে মুনিগনে ভূপতি সন্তোষে ।
আসন করিল রাজা বসিষ্ঠের পাশে ॥

কিঙ্করে আনিঞা দিলেন আওজন ।
 জঙ্গকুণ্ডে মুনিগন করেন হবন ॥
 জব তিল মধু ঘৃত বস্ত্র পুষ্প গন্ধ ।
 হেম নারিকেল দিল জঙ্গের নির্বন্ধ ॥
 অনলে অ'হুতি মুনি চালে ঘনে ঘনে ।
 হন হন কর্যা অগ্নি উঠিল গগনে ॥
 দসদণ্ড নিবড়িল পূর্ণার শময় ।
 রাজাকে বলেন বানি মুনি মহাশয় ॥
 এই তোলা আন রাজা মুনির তনয় ।
 আসি জেন জঙ্গকুণ্ডে সান্তায় নির্ভয় ॥
 এত মুনি রাজা স্তমস্তে আত্মা দিল ।
 কুসধ্বজে আনিবারে স্তমস্ত চলিল ॥
 স্তমস্ত সারথি গিঞা বলে জোড়করে ।
 প্রবেশ করহ আত্মা অগ্নির ভিতরে ॥
 মুনিঞা ত কুসধ্বজ হৈলা আনন্দিত ।
 সরজুর জলে স্নান করিল তুরিত ॥
 সূৰ্দ্ধতা হইঞা সন্ধ্যা করিলা তর্পন ।
 পাড়ে উঠিঞা পরিল দ্বিজ উত্তম বসন ॥
 গঙ্গামৃতিকার ফোটা করিলেন ভালে ।
 তুলসিপত্রের মালা পরিলেন গলে ॥
 একান্ত হইঞা বিষুপদে দিঞা চিত ।
 জঙ্গসালে কুসধ্বজ হল্যা উপনিত ॥
 আচরিতে অজোধ্যাতে হৈলা ধাওধাই ।
 কুসধ্বজে দেখিবারে আইলা সভাই ॥
 নগরিয়া লোক কান্দে মুখপানে চাঞা ।
 পিতা পুত্রে দিঞাছে আপন চক্ষু খাঞা ॥
 মরুগ সে মাতাপিতা বড়ই নির্দয় ।
 কোন মতে হেন বাছা কর্যাছে বিক্রয় ॥
 এইরূপ কেহো কান্দে মারাজালে ।
 তহু দিতে কুসধ্বজ চলে জঙ্গসালে ॥
 হনহনি অগ্নির দেখিঞা লাগে ডর ।
 কুসধ্বজ ভাবেন গোবিন্দ গদাধর ॥

কিষ্ঠিবাস পণ্ডিত জিউন জুগে গে ।
 জার কিষ্ঠি সুনিলে লোকে চমৎকার নাগে ॥
 (পৃ° ৭।১-৮২)
 যযাতির পালাটি প্রায়শঃ পৃথক পুথির
 আকারেই পাওয়া যায় ।

২৩। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃষ্ণিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট্ কাগজ । আকার,
 ১২ × ৪২ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১—৫৬ । প্রতি
 পৃষ্ঠায় ১০—১১ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন
 ১২০৫ সাং । সম্পূর্ণ । অক্ষর, পূর্বাঞ্চলের
 আদি,—

দসরথ মহারাজা সূর্য্যোকুলে ক্ষাত ।
 তেঁজ বিধ্য পরাক্রম জগতে বিক্ষাত ॥
 দান জঙ্জ সিল ব্রত অজঙ্কার পতি ।
 চারি পুত্র সনে দসরথ নৃপতি ॥
 ইন্দ্ৰ সম বিক্রম পালএ প্রজাগন ।
 মহাস্থে বৈসে লোক অজঙ্কা ভুবন ॥
 ধনু ভাঙ্গি বিহা করি জনকের দেস ।
 চারি ভাই নিজ রার্থ্যে করিলা প্রবেস ॥
 কসল্যা সুমিত্রা কে কই গন লইয়া ।
 চারি পুত্রবধু মিলা মঙ্গল করিয়া ॥
 চারি পুত্রবধু গেলা আপনার ঘর ।
 জয় মঙ্গলকনি অজধ্যা নগর ॥
 মনে বড় আনন্দিত রাজা দসরথ ।
 নানা রত্ন দিয়া দ্বিজ সন্ধ্যাসে সমস্ত ॥
 রাজাগন প্রজাগন করিয়া বিদায় ।
 কে কই মন্দিরে তবে রাজা চলি যায় ॥
 সিঁতা রামচন্দ্র হৈলা আনন্দিত মন ।
 বৈকণ্ঠ ভুবনে জেন লক্ষ নারায়ন ॥

হেন কালে ভরথে বোলএ রাজা স্থানে ।
 মাতামহ সন্ধানিতে লৈয়া আছে মনে ॥
 রাজা বোলে জার তুমি না কর ব্যাজ ।
 তুমি চারি ভাই বিনে স্ত্রু মর রাজ ॥
 শ্রীরামের পাএ ধরি ভরথে বোলয় ।
 মাতুল আশ্রমে আজ্ঞা কর মহাসয় ॥
 রামে বোলে জার ভাই আসিয় স্তব্ধরে ।
 একই সরির আমি চারি সহদরে ॥
 মাতামহ দেশে গেলা ভরথ সক্রমণ ।
 বিদ্ধ রাজার সেবা করে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
 ভকত বহুছলা রাম কমললোচন ॥
 ধন্য ধন্য বোলে জত পাত্তমিত্রগণ ॥
 সৰ্ব্ব কার্যোথগে মিলিয়া ধরি নাম ।
 সৰ্ব্ব কার্যো সিদ্ধি তবে হৈল মনস্কাম ॥
 প্রতি ধরে স্বপ্নের কুন্ত সারি সারি ।
 ইন্দ্র সম কার্যো দেখি অজ্ঞা নাগরি ॥
 স্থানে স্থানে সৰ্ব্ব কার্যো বাঞ্ছিল তরুন ।
 মানা বাস্তবারে তাতে স্থনিতে অতুল ॥
 সঙ্ক সিংহনাদ বায়ে আর যনে যন ।
 গগন ভরিয়া উঠে ঘটায় বাঘন ॥
 শ্রীরামের পুরি তবে দেখিতে স্কন্দর ।
 বড় বড় ধর সব স্তুতিছে বিস্তর ॥
 তিন সত ধর আছে পুরির ভিথর ।
 চিত্রে বিচিত্রে ধর স্তুতে মনোহর ॥
 এইখানে ভরতাদি ভ্রাতৃজয়ের পৃথক্ পৃথক্
 পুরীর বর্ণনা আছে । তাহার পর,—
 তিন কোটি ধর স্তুতে অজ্ঞানগর ।
 পৰ্ব্বত সমান গড়ে বেড়িছে নগর ॥
 আছউক লংহিব কেও দেখি লাগে ভয় ।
 সক্রম অস্তেদ স্থান বড়ই দুর্ভায় ॥
 আনন্দে আছে এ রাজা পরম সন্তোষে ।
 অহিনিসি রঘুনাথ থাকে তান পাসে ॥

অলক্ষণ রামমুখ করে নিরক্ষণ ।
 রামচন্দ্র বিনে তান আন নাহি মন ॥
 মন্ত্রনা করিয়া তবে সব প্রজাগনে ।
 হস্ত জুড় করি কহে নৃপতির স্থানে ॥
 বিদ্ধ বএস তুমার কহিল এখন ।
 রার্থ্যো অধিকার তুমার কুন প্রয়জন ॥
 এতেকে আমরা সব করি নিবেদন ।
 রঘুনাথ রাজা কর দেখি সর্বজন ॥
 এত স্থনি দসরথ আনন্দিত মনে ।
 প্রজাগণ প্রসংসা করিলা ততক্ষণে ॥
 প্রজাগণের বাক্য রাজা হরসিত মনে ।
 কসল্যার পুরে রাজা গেলেন তখনে ॥
 কসল্যা সুমিত্রা আর কেঁকইর স্থানে ।
 জিজ্ঞাসা করিলা রাজা হরসিত মনে ॥
 শ্রীরামের রাজা করিবারে লয় মন ।
 ধন্য ধন্য বোলি তারা বোলিলা তখন ॥

মধ্য,—

নাচাড়ি ॥

প্রানি দহে সদায় বনবাসে রাম জার
 পাথরে বাঙ্কিছ মর হিয়া ।
 মতি মর হৈল নাস পুত্র দিলু বনবাস
 এই ছঃক্ষে মরিয়া পুড়িয়া ॥১॥
 হাছা রে দারুন বিধি রামচন্দ্র হেন নিধি
 দিয়া কেনে নিলে অকস্মাত ।
 হেন হৈল মর বুদ্ধি জ্বর বাক্যে হইলু বন্দি
 আচম্বিত হৈল বজ্রাঘাত ॥ ২ ॥
 কি কেনে পাপিনি ধরে কুন বুদ্ধি দিল মরে
 কেমে সত্য কৈলু তাইর সনে ।
 কি মর বসতি বাস জিবনের নাহি রাস
 জখনে শ্রীরাম গৈলা যনে ॥ ৩ ॥
 কিবা হৈল মরে দিয়া কেমনে ধরাইলু হিয়া
 কেনে মর হৈল মতিনাস ।

আমার কর্ণের হিন বুঝিলু তাহার চিন্ন
নাচাড়ি রচিল কিস্তিবাস ॥ ৪ ॥
(পৃ° ২৬১—২৬২)

ইহার পর রামচন্দ্রের বনগমন, গুহক-
সমাগম, ভরদ্বাজ-আশ্রম-দর্শন, চিত্রকূটপর্বতে
অবস্থান, কাকের এক চক্ষু বিদ্ধকরণ এবং
দশরথের মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর
কৌশল্যার বিলাপ,—

উঠ উঠ আরে প্রভু রে
উঠ প্রভু শ্রীরামজনক ।
রামসোকে মৈত্রী তুমি কি কর্ম করিমু আমি
কুন বুদ্ধি দিয়া জায় মক ॥ ১ ॥
উঠ প্রভু অজ্ঞধার নাথ ।
সতিনির পুত্র জতেক কে কইরে পালিবেক
আমায়ে সপিলার কার হাথ ॥ ২ ॥
উঠ প্রভু প্রানের ইশ্বর ।
বিধি তুমি হৈলা বাম বনেতে পাঠাইলা রাম
এই বদ কে কই উপর ॥ ৩ ॥
উঠ প্রভু সূর্য্যবাসমনি ।
তপস্তার কারন পুত্র পাইলা মহাজন
তার হস্তে না পাইলা আগুনি ॥ ৪ ॥
উঠ প্রভু বৈস সিংহাসনে ।
রাজকাজ জগুচিত কে কইর কর হিত
আমি সব পালিবেক কুনে ॥ ৫ ॥
উঠিয়া শ্রীরামের কথা সুন ।
হৈল হুক এত বড় মুই ত অভাগি দড়
মর হুক হইল দিগুন ॥ ৬ ॥
উঠিয়া না কহ কেনে কথা ।
তিন গুহে তিন নারি গেলা প্রভু পরহরি
আমি সব মরিমু সর্ব্বথা ॥ ৭ ॥

মহাসোকে করএ কান্দন ।
সুমিত্রা লক্ষনের মায় কান্দে করি দিঘরায়
কিস্তিবাসে ভনে রামায়ন ॥ ৮ ॥
(পৃ° ২৮১)

অন্ত,—

প্রজা সহদিয়া পুনি রামচন্দ্রে বোলে ॥
চল চল প্রজাগন না করিয় ব্যাজ ।
আমার সপত যদি বোল আর কাজ ॥
রামবাকে প্রজা সব তুলিলেক গায় ।
শ্রীরাম লক্ষন সিতার বন্দিলেক পায় ॥
ভরথ সক্রমণে তবে শ্রীরাম বন্দিয়া ।
সিতার চরন বন্দে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
রামচন্দ্রে লইলা বসিষ্ঠ পদধূলি ।
সহাসিলা ব্রাহ্মনে আপনা গায় তুলি ॥
বিদায় করিলা তবে রাম ক্রিসিকেস ।
কান্দিয়া কান্দিয়া প্রজা চলে নিজ দেশ ॥
কত দিনে সর্ব্ব সূন্য গেলা অজ্ঞাত ।
পাত্র মিত্র পুরহিত মিলিলা সভাত ॥
ছত্র নিয়া রাখিলেক সিংহদ্বারেতে ।
নমস্কার ছত্রেতে করএ প্রজা জতে ॥
সিংহাসন রাখিলেক সোভা বিস্তমান ।
উপরে পানাই খেল রাজার সমান ॥
পানাইতে প্রজাগনে করে নিবেদন ।
এই মতে রার্থে আছে কে কইনন্দন ॥
কিস্তিবাস পণ্ডিতের কণ্ঠে সরস্বতি ।
অজ্ঞাধ্যাকাণ্ডের কথা হইল সমাপ্তি ॥

২৪। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটে কাগজ । আকার,
১৩ × ৪½ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৩—৭৩ : প্রতি
পৃষ্ঠায় ২ পঙ্ক্তি । খণ্ডিত ।

আদি,—

মা এ মেলানি করি লড়ে ছই সহোদর ।
 রামে বিদায় হৈতে গেলা শ্রীবামের ঘর ॥
 দেখিলেন রামচন্দ্র জানকি সচিৎ ।
 নমস্কার হৈল ভরথ সান্তবহিত ॥
 ছই ভাইকে দিলা রাম বসিতে আসন ।
 সিতা দেবি দিলা তাথে রাসিষ বচন ॥
 আপনার কথা ভরথ কহেন রামের পাশে ।
 মাতামহের ঘর আই বাপের আদেয়ে ॥
 মেলানি মাগিতে আমি আলাঙ তোমার স্থান
 আপনে জানিঞা কর আমার কল্যান ॥
 রামে বলেন জনকবাক্য কেহো নাহি হেলে ।
 পরম হরিসে জায় আসিহ কুসলে ॥
 আইবারে রামচন্দ্র দিল ঋতুমতি ।
 লক্ষ্মন সন্তোষে তখন ভরথ মহামতি ॥
 জত দিন থাকিব আমি মাতামহের দেয়ে ।
 তাবদ থাকিহ তুমি শ্রীরামের পাশে ॥
 একচিন্তে ভাব্য তুমি রামের চরন ।
 আমার সংহতি জাব বির সজ্জ্বলন ॥
 রামে প্রেমিঞা ভরথ করিল গমন ।
 পশ্চাতে নিলেন নাগ স্মিতানন্দন ॥
 হরিসে বিদায় কৈল রাজা দসরথে ।
 প্রভাতে মেলানি হয়্যা চড়ে গিয়া রথে ॥
 রথেতে চাপিয়া বির নড়ে সিজগতি ।
 কেকুএর দেস জান ব্রাহ্মনসংহতি ॥
 সজ্জ্বলন কোঙর জান ভরথের দোসর ।
 পাছু লাগ নিল তবে জত ঋতুর ॥
 পবনবেগে জায় রথ তারা হেন ছুটে ।
 কত নদ নদী পর্কত এড়ালা গুটে গুটে ॥
 কত ছর গিয়া পাইল কেকুইর পুর ।
 পাহাড় জঙ্গম ডালা এড়ালা প্রচুর ॥

আনন্দে করিল মাতামোহ দরসন ।
 তা দেখিয়া তুষ্ট হল্য জত পাতঙ্গন ॥
 রাজ অস্তপুর তবে গেলা ছই ভাই ।
 তোথা গিয়া সন্তাসিল রাজ মহাদাই ॥
 ভরত দেখিয়া খণ্ডে সভাকার হুথ ।
 দিনে দিনে ভরথ তোথা করে নানা সুখ ॥
 মাতামোহের দেস গেলা ভরথ সজ্জ্বলন ।
 সকল বাজা পায় হোথা আকাশে দেবগন ॥
 মারিব রাবন রাম পাঠাইব বন ।
 ভরথ থাকিলে কায্য নহে সুযোজন ॥
 কিস্তিবাস পণ্ডিত সকল বুঝে কাজ ।
 রাবন মারি তুষ্ট করিব দেবের সমাধ ॥

মধ্য,—

রাগ পাহিড়া ॥
 মুছিয়া আখির পানি স্মিতা রাজার আমি
 লক্ষ্মনে আসিঞা কৈল কোলে ।
 চান্দ্র মুখ হেরি হেরি বদনে চুষুন করি
 নিশ্বাস ছাড়িয়া কিছু বলে ॥
 পরিহরি জগজনে জাবে হে রামের মনে
 ই সব সম্পদ থুয়া ঘরে ।
 নিছনি আইএ তোর সফল জীবন মোর
 তুমা পুত্র ধরিঞা উদরে ॥
 মনে না করিহ তাপ ছাড়্যা আই মা বাপ
 না দেখিব অজোধ্যা ভুবন ।
 জে তুমার বাপ মা তার সনে বন জা
 অজোধ্যা হইব সেই বন ॥
 জেখানে করিবে বাসা ছাড়িয়া জীবনের আসা
 রামের কহিল আবরন ।
 * * *
 এই সত্য করিহ পালন ॥
 পড়িয়া মঙ্গলবান স্মিতা রাজার আমি
 লক্ষ্মনে দিলেন আসির্বাদ ।

মেলানি দিলাও বনে জাহ বাপু রাম সনে
 ইথে মোর নাহিখ বিসাদ ॥
 সুমিত্রার বোল স্থনি আর [আর] জত রানি
 সুমিত্রার বদন সবে আর ॥
 বানিকর্ষ মনে মনে ইহা ভাবি রাত্রিদিনে
 প্রানের লক্ষন ছাড়া জায় ॥ (পৃ ৪০২)
 কুস্তিবাসী রামায়ণের পুথিতে মাঝে মাঝে
 বাণীকর্ষ, মধুকর্ষ প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যায় ।

অন্ত,—

দিবল দা হাথে করি জত বনঝোড়া ।
 লেখা অথা নাহি জত চলে হাথি ঘোড়া ॥
 সাল পিয়াল লোধ পথে জাহিতে বুড়ে ।
 ডালে মূলে বৃক্ষ কত সিকড় উপাড়ে ॥
 খালি জুলি ভাঙ্গিয়া পথ করিল সোসরে ।
 লক্ষ লক্ষ লোক বাছে পথের ঝিকর ॥
 সন্ন্য সামন্ত জায় আজ্ঞা সেনাপতি ।
 রাউত মাহুত আজি পাইক পদাতি ॥
 ঢালিধনুকি লড়ে প্রচণ্ড প্রতাপ ।
 বড় বড় বির চলে জেন কাল সাপ ॥
 সাজ সাজ বলিঞা হইল গণ্ডগোল ।
 না জানি নিশ্চয় বাজে কত ঢাক ঢোল ॥
 হুঙ্কার কাহালু বাজে দামায় ঘন কাঠি ।
 উঠের পিঠে নানা জন্তু চলে কোটা কোটা ॥
 সুবর্ণ কলস তাহে পতকা উড়া জায় ।
 নতকে নিত্য করিছে গাএনে গিত গায় ॥
 অষ্টম তুরানি জায় ছাড়িয়া অন্তপুরি ।
 ছোট বড় লড়ে জত অজোধ্যা নগরি ॥
 কোসল্যা সুমিত্রা লড়িল হই জন ।
 কৈটক না জ্যাতে চাহে লজ্জার কারন ॥

বসিষ্ট আদি চলিল জতেক শূনিগম ।
 ব্রাহ্মনি সহিতে [জায় কতে] ক ব্রাহ্মন ॥
 সুভঙ্কনে রথে চড়ি ভরথ দেশ ছাড়ে ।
 ত্রিস গোজনের পথ দিষে জুড়ে ॥
 কথক ছুর গিয়া ভরথ বসিল দেয়ানে ।
 হেন কালে বসিষ্ট কহে ভরতের স্থানে ॥
 আপনে আসিগা জদি বিধাতা ... ।
 ... এই দেসে ॥
 রার্থ্য সন্ন্য কর্যা জাহ আপনার মনে ।
 সন্ন্যাকার পায়্যা পাছে লেই অস্ত্র জনে ॥
 বাপের সত্য পালিতে রাম ফিরে বনে বন ।
 আনি [তে] নারিবে কেহু হুখের ভাঞ্জন ॥
 ভরত বলেন তুমি কিসের পুরুষিত ।
 রাম জানিবারে কথা কহ অনোচিত ॥
 তোমার সন্ন্য আমি করি পরিহার ।
 ই হেন কুচ্ছিত বাল না বলিহ আর ॥
 জুস্তি দিয়া ভরথের নারিল রাখিতে ।
 জীরাম আনিতে তখন লড়িল তুরিত ॥
 কোসল্যা সুমিত্রা সঙ্গে নয় শত্রুঘন
 জীরাম আনিতে সবে চলিল কানন ॥
 কিত্তিবাস পণ্ডিতের সরষ বচন ।
 রামচরিত্র স্থনিলে পাপ হয় বিমোচন ॥

২৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কুস্তিবাস ।

উপকরণ, বাংলা তুলোট কাগজ । আকার,
 ১৩½ X ৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৫২ । প্রতি
 পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্ক্তি । সম্পূর্ণ । প্রাশ্ণিকান,
 হুগলী ।

আদি,—

অজোধ্যাকাণ্ডো লিপ্যতে ।

বেদিকালে দসরথের পাকেছে মাথার কেস ।

সুন্দর মালা পরে রাজা সুন্দর সর্ব বেস ॥

হস্তি ঘোড়া নানা রত্ন দিয়া নানা ধন ।

বিভার জ্যোতুক লয়া আইল দেবগন ॥

রামের তরে জ্যোতুক দিলান দেবগন ।

মহারাজা দসরথ অজোধ্যা ভুবন ॥

জতো জতো রাজা আছে ভারথ ভিতর ।

রাজচক্রবর্তি তুমি সভার ভিতর ॥

এক ভিক্ষা চাহি আমরা তোমার ঠাঞি ।

শ্রীরাম রাজা করিলে সভে তুষ্ট হইয়া জাই ॥

পঞ্চদশ বৎসরে রাম নানা বুদ্ধি ধরে ।

তাড়কা রাক্ষসি বধ করে একস্থরে ॥

সকল রাক্ষস আসি মুনিকে করে নাস ।

এক বানে হেন রাক্ষস করিলা বিনাস ॥

মহাদেবের ধনুক ছিলা জনকের ঘরে ।

তাহা দেখি দেব দানব সভে কাঁপে ডরে ॥

সংসারের রাজা আইল তাহে গুন দিতে ।

গুন দিবার কাজে থাকুক না পারে লাড়িতে

শ্রীরামচন্দ্র আসি গুন দিলেন ধনুকে ।

করা দাম কৈল জনক পরম কোতুকে ॥

ত্রিভুবন কাঁপে রাজা পরসরামের বানে ।

হেন পরসরাম শ্রীরাম জিনিলেক রনে ॥

জায় বানে ত্রিভুবন কম্পিত বাহুকি ।

হেন রাম রাজা হইলে নির্ভয়েতে থাকি ॥

দেবগনের বাক্য স্থনি হরিস অন্তরে ।

জোড়হস্তে দেবগনে পরিহার করে ॥

আজ্ঞা হউক রাজা করি দেহ সুভাক্ষনে ।

শ্রীরাম রাজা হউক দেখি আপন নয়ানে ॥

হেন কালে বসিষ্ট করিল সুভাক্ষন ।

পৃথ্যা নবমি বসন্ত মধুমাংস নিয়ম ॥

এতেক স্থনিঞা সভে দিল অমৃততি ।

অজুধ্যায় রাজা হন রঘুবংশের পতি ॥

রাজা বলে অধিবাসের জত দির্ক লাগে ।

সকল দির্ক আনিঞা জুগায় পাণ্ডভাগে ॥

মঙ্গল দিব্য জত সাজের বিধান ।

সকল দির্ক আনি দেহ বসিষ্টের স্থান ॥

রাজা বলে কহি স্থন স্তমস্ত সারথি ।

রথে চড়ি রামচন্দ্রে আন সিজগতি ॥

রাজ আজ্ঞায় সারথি গেল রামের স্থানে ।

তোমারে দেখিতে রাজা ডাকিলেন আপনে

রথে চড়ি রামচন্দ্রে পিতার পদ বন্দে ।

রামেরে নিহালে রাজা পরম সানন্দে ॥

সিংহাসনে বসিলা রাম পরম কোতুকে ।

চন্দ্রে সূর্য উদয় জেন দেখে সর্বলোকে ॥

রাজা বলে স্থন বাপু রাজিবলোচন ।

রাজা হইয়া করো বাপু রার্থের পালন ॥

সচশ্র বৎসর রার্থ্য কৈহু কুতুহলে ।

তোমা হেন পুত্র পাইলাম বহু তপের ফলে ॥

মনেতে জানিল রাজা নিকট মরন ।

মনের কথা কার তরে না কহে রাজন ॥

মধ্য,—

তিন দিন ছিল রাম চণ্ডালের দেশে ।

পাতকালে গঙ্গাপার জান বোনবাসে ॥

প্রাতকাল নৌকা গোহা করিল সাজন ।

পার করি দিল কুলে উঠিল তিন জন ॥

মধ্যে সিঁতা আগে পাছে জায় দুই বিন্ন ।

দুই কোস পথ বাহি জান গঙ্গার তির ॥

গঙ্গাপার কর্যা গুহা হৈয়া করপুট ।

ভরদ্বাজের আশ্রম পর্বত চিত্রকূট ॥

রাম লক্ষন দুই ভাই দুজয় বিক্রম ।

উত্তরীলা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ॥

কোলাকুলি আলিঙ্গন ছই সহসরে ।
 রাম লক্ষন সিতা বন্দি শুভা আইল ঘরে ॥
 ভরদ্বাজের আশ্রমে শ্রীরাম উপনিত ।
 ছুরে হইতে রূপ দেখি হইলেন চিত্তিত ॥
 অনুমান করে জ্ঞত মনিকঙ্কণন ।
 এমত অপূর্ণ রূপ না দিখি কখন ॥
 আগে পাছে পুরুষ রূপের নাঞি সিমা ।
 মধ্যখানে কঙ্কা জেন সোনার প্তিমা ॥
 ভিক্ষুক ভিক্ষারি বুঝি আইসে বনপথে ।
 ভিখারি হইলে স্ত্রি আনিবে কেন সাথে ॥
 তিতিক্ষা করিয়া বুঝি প্রবেসিলে বন ।
 সে হইলে থাকিবে কেন হাথে খরাসন ॥
 রাজপুত্র হবে হেন দেখি রূপের ছটা ।
 সে হইলে থাকিবে কেন মস্তকেতে জটা ॥
 অক্লান্তে ভ্রময়ে ব্যাধ সহিত বনিতা ।
 তা হইলে থাকিবে কেন গলায় পইতা ॥
 মুনির আশ্রম পুত্রস্থল অনুপাম ।
 কে আইসে লখিতে নারি নবঘনসায়াম ॥
 মানকঙ্কণাগন সজে করে অনুমান ।
 ভরদ্বাজের পুরে রাম বিষু অধিষ্ঠান ॥
 ভরদ্বাজ বন্দি রাম কহেন বিনয় ।
 মনি গোসাঞি সুনহ আমার পরিচয় ॥
 অজুধ্যায় স্থিতি আমার দসরথ পিতা ।
 অনজ লক্ষন সঙ্গে আর প্রিয়া সিতা ॥
 বাপের সত্য পালিতে আসিছ মুনিবর ।
 অক্লান্তে বাঞ্চতে হবে চোদ বৎসর ॥

(পৃ০২৭১২-২৮১২)

অন্ত,—

বটবৃক্ষে ডাকিয়া বলেন লক্ষন ধাতুকি ।
 তুমি জান পিণ্ডি দিলা সিতা চন্দ্রামুখি ॥
 বট বৃক্ষ্য বলেন সুন ঠাকুর লক্ষন ।
 অমন সাক্ষি প্রভু আমি না দিব কখন ॥

রামের বামে সিতা ডাডান আমি দেখিব
 নয়ানে ।
 তবে আমি তাহার সাক্ষি দিব বিঘমান ॥
 বিষ্ণের কথা সুনীঞা সিতার আনন্দিত মন ।
 রামের বামেতে সিতা ডাড়াইলান তখন ॥
 জুগল রূপ বটবৃক্ষ দেখিয়া নয়ানে ।
 জোড়হস্তে বিক্ষ্য বলে রাম বিঘমান ॥
 তোমার চরনে প্রভু মোর নিবেদন ।
 চিন্তামনি নাম তুমি ধর কি কারন ॥
 দয়াময় নাম তোমার সর্ব লোকে কয় ।
 হুথি দারিদ্রে তরায়্যা নাম দয়াময় ॥
 স্থাপর জন্ম আদি জতো জিবগন ।
 সর্ব জিবেতে তুমি আছ নারায়ন ॥
 জগৎ সংসারের চিন্তা কর নাম চিন্তামনি ।
 সিতা পিণ্ডি দিলা কিনা না জান রঘুমনি ॥
 চিন্তামনি নামে তোমার কলঙ্ক রহিল ।
 আজি হৈতে চিন্তামুনি নামটি তোমার গেল ॥
 আশুবিষ্ময়ি রাম হয়্যাছ আপনি ।
 মায়ায় মাহুস হৈয়া কিছু নাঞিঞা জানি ॥
 বালির পিণ্ডি দিল সিতা আসিয়া এই স্থানে ।
 পিণ্ডি খাইয়া গেল রাজা সর্গ ভুবনে ॥
 বিষ্ণের কথায় লজ্জা পাইলান রঘুবর ।
 চিরজিবি হয় বট অক্ষয় অমর ॥
 বিষ্ণেরে বর দিলা সিতা পরম পিরিতি ।
 সুনিতল সুনদর থাকুক তোমার জুতি ॥
 রাম বলে ধন্য ধন্য সিতা ত সুনদরি ।
 তোমা হৈতে পিতা আমার গেল স্বর্গপুরি ॥
 এক রাত্রি বঞ্চিল রাম সেই তরুতলে ।
 প্রাতকালে তিন জন দক্ষিন দিগ চল ॥
 পঞ্চবটি নামে তির্থ আছে বোনের ভিতর ।
 সেইখানে গেলা তবে রাম রঘুবর ॥
 পঞ্চবটিতে কুড়ে বলিলা লক্ষন ।
 বোনবাসে সেইখানে রহিলা নারায়ন ॥

কিন্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম স্মৃতিক্ষণ ।
 অজুখ্যাকাণ্ড সংপূর্ণ গাইলা রানায়ন ॥
 ছই কাণ্ড সুনিলে সকল বন্ধুজন ।
 দ্বিতীয় কাণ্ডে অরুণো সুনহ সর্বজন ॥
 ইতি অজুখ্যাকাণ্ড সমাপ্ত ॥

২৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কিন্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা ভুলোটি কাগজ । আকার,
 ৯২ × ৩২ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ২-৪২, ৪৫-৫১ ।
 প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন
 ১১৮৮ সাল (পূ. ৩১১) । খণ্ডিত ।
 আদি,—

সুমন্ত আনিয়া রাজা বলিলা বচন ।
 সিংগতি আনহ বসিষ্ট তপধন ॥
 দেসে দেসে বার্তা দেও জানাও সব প্রজা ।
 অস্ত্র রামের অধিবাস কলি হবেন রাজা ॥
 রাজা হইতে জে জে দিবা লাগে আর ।
 সকল আনাও তুমি সাক্ষাতে আমার ॥
 জেন মতে আদেশ করিলা নরপতি ।
 সকল কৰ্ম্ম করিলা সুমন্ত সারথি ॥
 আসীলা বসিষ্ট মুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 প্রণাম করিয়া রাজা দিলা সিংহাসন ॥
 জোড়হস্তে নরপতি কহে মুনিপাষ ।
 কলি রাম হবেন রাজা [অস্ত্র] অধিবাস ॥
 এ কথা সুনিয়া মুনি হরসিত মন ।
 দেব(বেদ)ধনি তখনে করিলা তপধন ॥
 শ্রীরাম আনিয়া রাজা বোলিলা বচন ।
 রাজা হইয়া কর বাপু রাজ্যের পালন ॥
 রাজ্যার বচনে রাম হরসিত মন ।
 সন্তরে চলিয়া গেলা মাতী দরসন ॥

জোড়হস্তে রঘুনাথ কহে সব কথা ।
 রাজা হইতে আশ্রয় নোরে করিছেন পীতা ॥
 শুনিয়া হইল রানির প্রসন্ন বদন ।
 শ্রীরাম ধরিয়া রানী দিলা আলিঙ্গন ॥
 আপনার শ্রী রাজা দিয়াছেন তোমায়ে ।
 রাজা হইয়া রাজ্য রক্ষা কর সাবহিতে ॥
 এতেক সুনিয়া রাম প্রসন্ন বদন ।
 লক্ষ্মণেরে সম্বোধিয়া বলিলা বচন ॥
 আমি রাজা হইব তাই তুমি যুবরাজ ।
 ভরত তাই করিবেন জত রাজকাজ ॥
 কনিষ্ঠ সত্ত্বজন তাই প্রানের দোসর ।
 সর্বজন থাকীবা তাই আমার গোচর ॥
 এতেক বলিলা রাম লক্ষ্মণের পাষ ।
 সন্তরে চলিলা রাম সিতার সাক্ষাতে ॥

(পূ. ২১২-৩১২)

অন্ত,—

শ্রীরাম বোলেন মাতা স্বীর কর মন ।
 মিথ্য ক[]জে এত সোক পাও কি কারন ॥
 বিধবা লক্ষ্মণ মাতা কেন দেখা তোমায়ে ।
 বাপুর তত্যা মাতা কহুক আমায়ে ॥
 এতেক শুনিয়া রানী রামের উত্তর ।
 তোমার কারনে রাজা মিত্তু কলেবর ॥
 এতেক শুনিয়া রাম হইল মুগ্ধিত ।
 বাপু বাপু বলিয়া রাম পরিলা ভূমিত ॥
 আর না দেখীলাম বাপু তোমার চরন ।
 আর না শুনীলাম তোমার মধুর বচন ॥
 আমার কারন বাপু ছাড়িলা জীবন ।
 আমা দিয়া না হইল বাপু শ্রাদ্ধ দাহন ॥
 পুত্রের আসা মুনিশ্রে করে কি কারন ।
 আমি পুত্র হেতু কেবল তেজীলা জীবন ॥
 এতেক বলিয়া রাম হইলা অচেতন ।
 সন্ত করিলা তবে বসিষ্ট তপধন ॥

স্থির কর মহাপ্রভু না কর ক্রন্দন ।
বিধাতা নির্বন্ধ কিছ না জ্ঞাএ খণ্ডন ॥
বিধির বিধাতা তোমী দেব নারায়ন ।
আপ্ত বিশ্বতি তোমী না জান কারন ॥
মায়া ছাড়ি কর রাজার শ্রীর্ক তর্পন ।
তোমী পুত্র হেতু হউক সর্গে আগমন ॥
(পৃ° ৫০১২-৫১১২)

২৭। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাক্সালা তুলোট কাগজ । আকার,
১৬ x ৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১-৪১ । প্রতি পৃষ্ঠায়
১০১২ পঙ্ক্তি । সম্পূর্ণ ।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্তিবাশে ।
অজোধ্যাকাণ্ড রচিতে করিল অভিলাশে ॥
অজোধ্যাকাণ্ড মুনিলে ভাই পাসান বিহরে ।
জেই সন্তাপে রাজা দসরথ মরে ॥
প্রাতশ্রান করিল দসরথ রাজা ।
দেবলোকের পিত্রিলোকের করিলেন পূজা ॥
গৌর বর্দ্ধ ধরে রাজা যুক্ৰ উত্তরি ।
চন্দনে ভূষিত রাজা যুক্ৰ বস্ত্র পরি ॥
বৃদ্ধকালে রাজার পাকিল মাথার কেশ ।
সুক্ৰ মাল্য পরে রাজা যুক্ৰ সকল বেশ ॥
রাজ্য রক্ষ্যা করে রাজা বশি সিংহাশনে ।
চতুর্দ্দিগের রাজা আইল নৃপতি সম্ভাশনে ॥
হস্তি ঘোড়া নানা দ্রব্য রাজ অভরন ।
রামে বিভার জ্যোতুক আনিল রাজাগন ॥
দসরথে প্রণাম করে করি জোড়হাত ।
মহারাজা দসরথ তুমি সভার নাথ ॥

জত জত রাজা আছে পৃথিবি ভিতরে ।
রাজচক্রবর্তী তুমি সভার উপরে ॥
এক দান মাগিতে রাজা বড় ভয় বাশী ।
শ্রীরাম [রা]জা হইলে নিলয় হইয়া বশি ॥
দসরথ বিদ্বিমানের রাম পঞ্চকুটি ধরে ।
তারকা রাক্ষশি মরে শ্রীরামের সরে ॥
রাক্ষশ সব আশিরা মুনির বজ্র করিত নাশ
হেন সব রাক্ষশে রাম করিল বিনাশ ॥
মহাদেবের ধনুক ছীল জন[ক] রাজার ধরে ।
তাহা দেখিঞা দেবতা গন্ধর্ব্ব...ডরে ॥
এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রথম পাতাখানি এক
হাতের এবং বাকী সমস্ত পুথিখানি অপর
হাতের লেখা । ইহার পর,—

সংসারের রাজা আইল তাহাতে গুন দিতে ।
গুন দিবার কাজ থাকুক নারিল নাড়িতে ॥
শ্রীরাম আসিয়া গুন দিলেন ধনুকে ।
কন্যা দান করেন জনক পরম কৌতুকে ॥
ত্রিভুবনের ক্ষেত্রি কাপে পরমুরামের নামে ।
হেন পরমুরাম রাজাএ জিনিল শ্রীরামে ॥
মনে আসন্ন করি সন্তে শ্রীরাম রাজা
করিয়া রাধি ।

রামের নামে ত্রিভুবন কম্পিত বাসুকি ॥
অস্তুরে হরিস রাজা সুনীঞা সভার বচন ।
বাক্য ছলে বুঝিল রাজা সভাকার মন ॥

অন্ত,—

বিসিষ্ট বিদায় হইলা শ্রীরামের স্থানে ।
তিনজন নমস্কার হইলা মুনির চরনে ॥
রাযাখণ্ড লগ্না ভরথ আইলা নিজ দেশে ।
অজোধ্যাকে আইলা ভরথ চারি দিবসে ॥
অজোধ্যাকে আইলা ভরথ দিন অবসান ।
উপবাসে রহিলা ভরথ নাঞি শ্রান দান ॥

পুরি সমেত কান্দিয়া গৃহাইল রজনী ।

প্রভাত সমএ ভরথ পাজ মিজ আনি ॥

ভরথ বলেন বসিষ্ট মুনি করহ অবধান ।

জেষ্ট থাকিতে কনেষ্ট রাজা নাঞিক

বিধান ॥

চরনপাছকা রাম পাঠাইল দেসে ।

হুই পাছকা রাজা করি যুক্তি মোর আইসে ॥

বসিষ্ট বলেন ভাল যুক্তি করিয়াছ মনে ।

হুই পাছকা রাজা করি রায্য কর সাবধানে ।

রত্ন সিংহাসনে পাতিলেন নেতের বসন ।

ছত্র চামর তাতে করিল সাজন ॥

চিত্র বিচিত্র তাতে সাজন নানা বেস ।

তাহার উপর পাছকা থুয়া করিল

অভিসেক ॥

সকল মুনি লয়া করিল বেদধ্বনি ।

অজোধ্যা নগরে তখন রামজয় শ্রুনি ॥

দণ্ডবত করিল ভরথ রায্য সমেতে ।

পাছকা রাজা করিয়া রায্য করিল ভরথে ॥

রঘুনাথ করিয়াছেন জেমন আচার ।

গাছের বাকল পরিয়া রহিল সংসার ॥

অজোধ্যার জত লোফ তপস্বির বেগ ধরি ।

চৌদ্দ বৎসর রহিলা গাছের বাকল পরি ॥

কিতিবাস পণ্ডিত করিল লোকের হিত ।

লোক তরাইতে করিল রামায়ন গিত ॥

২৮। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ ।

আকার—পুথির আড়া ও কাগজ দুই রকম ;

২-১৭ পত্র পর্য্যন্ত ১১৫ × ৪২ এবং ১৮-৩৬ পত্র

পর্য্যন্ত ১৩৫ × ৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ২—৩৬,

প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙ্‌ক্তি । খণ্ডিত ।

আদি,—

প্রবাল পাথর দিল না জায় গনন ।

নানা সামগ্রি দিল কৈকৈ রাজন ॥

বিদায় করিয়া দেন পুরাধা ব্রাহ্মন ॥

বিদায় হইয়া দ্বিজ জান নিজ ঘরে ।

এত্রা উপস্থিত হল্য অজুধ্যা নগরে ॥

সিংহাসনে বসে আছে অজের নন্দন ।

রাজার ছয়ারে বিপ্র দিলা দরসন ॥

মাধব নামেতে ছয়ারি আছে রাজার ছয়ারে

হেন কালে ব্রাহ্মন গেল তাহার বরাবরে ॥

ব্রাহ্মন বলেন দ্বারি যুন জে বচন ।

এই কথা কহগা রাজার দরসন ॥

এই কথা কহগা রাজার বরাবরে ।

কৈকৈ রাজার পুরহিত আইল তোমার

ছয়ারে ॥

মাধব নামেতে দ্বারি রাজায় নয়্যায় মাথা ।

কৈকৈ রাজার পুরহিত আইল তার যুন

কথা ॥

এ কথা শুনিয়া রাজা করিছে আদেষ ।

কি হেতু আইল দ্বিজ জানহ বিশেষ ॥

এ কথা শুনিয়া দ্বারি করিল গমন ।

সেই ব্রাহ্মনের নিকটে জায়া দিল দরসন ॥

গলে বস্ত্র দিয়া রাজা বন্দিল চরন ।

কোথা হইতে মহাশয় করেছ গমন ॥

আমারে পাঠাইলেন জে কৈকৈ রাজন ।

চারি যংসে তোমার ঘরে জন্মিয়াছেন

ভগবান ॥

তাঁহাকে দেখিবেন কৈকৈ বলবান ॥

দস সহশ্র ঘোড়া দিল সিন্দূর বরন ।

অমূল্য পাথর দিল না জায় গনন ॥

শুধাও আদি জতেক দিল বন্ধুজন ।

সভাকার কল্যান কহিছেন ব্রাহ্মন ॥

দরসথ বলে তবে মুন মহাবলে ।
 সমুদ্র সাহুড়ি আমার আছেন কুসলে ॥
 কুসলে আছেন তোমার সমুদ্র সাহুড়ি ।
 ত্রাঙ্কন বলেন রাজা নিবেদন করি ॥
 কুসলে আছেন তাঁর বন্ধুবান্ধবগন ।
 এ কথা মুনিয়া রাজার আনন্দিত মন ॥
 আমার হিয়ার হিয়ার রাম নয়ানের [তার] ।
 এক তিল না দেখিলে রাম হই হারা ॥
 রামের লাগিয়া হর গৌরি আরাধিল ।
 অনেক জতনে আমি রামধন পাইল ॥
 সমুদ্রের বাক্য অগ্রথা করিতে নারি ।
 ভরথ দিয়া তোষণা কৈকৈ অধিকারি ॥
 ভরথে ডাকিয়া রাজা করিছেন আদেশ ।
 মাতামহের দেষ জাও করিয়া সুবেষ ॥
 ভরথ ও শক্রস্ব সকলের নিকট বিদায়
 লইয়া কেকয় প্রদেশে যাত্রা করিলেন । জরা-
 বার্কক্য জন্ত দশরথ অনেক সময় অন্তঃপুরে
 থাকেন । রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে সূচাকুরূপে
 রাজকাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ করেন । ইত্যবসরে এক
 দিন প্রজারা রামকে রাজা করিতে হইবে
 বলিয়া মহারাজকে জড়াইয়া ধরিল । দশরথ
 সানন্দে স্বীকৃত হইলেন এবং অমুরূপ আয়ো-
 জনের আদেশ দিলেন ।

অন্ত,-

এ কথা মুনিয়া রাম ক্রোধে সাত তাল ।
 বনেতে আসিয়া ভরথ বাড়ালি জোনজাল ॥
 ক্রোধ জেই মাত্র করিলেন নারায়ন ।
 নিসঙ্কে রহিলেন তবে ভরথ বিচক্ষন ॥
 রাম বলেন সুন ভরথ রাজারিসি ।
 চন্দ বৎসরকে আমি চন্দ দণ্ড বাসি ॥
 পালন করিহ তবে জত মাতৃগন ।
 পালন করিহ জে অজুয়ার প্রজাগন ॥

বিদায় হইয়া চলিয়া জাও দেস ।
 এ স্থান ছাড়িয়া আমি জাই বনবাস ।
 এই কথা জেই মাত্র রামচন্দ্র বলে ।
 কান্দিতে লাগিলা রামের মাতৃ সকলে ॥
 একে একে বিদায় হইছেন মুনিন ।
 বিদায় হইছেন ভরথ সক্রমণ ॥
 রথতে চড়েন সতে রামকে দেখিয়া ।
 কান্দিতে লাগিল সবে রামকে বেড়িয়া ॥
 অন্তরিক্ষে আইল রথ উপর গগন ।
 রাম বহা কেন্দে জান ভরথ সক্রমণ ॥
 জে দিন জেখানে রাম কর্যাছেন বিশ্রাম ।
 বিদায় হইয়া জান ভরথ বলবান ॥
 আসিয়া উত্তরিলেন অজুয়া নগর ।
 পাহুকা করিল রাজা রাধ্যের উপর ॥
 অমুরূপ তাহাতে ভরথ চুলান চামর ।
 অমুরূপ হইয়া কার্য্য করেন নিরন্তর ॥
 রামের লাগিয়া ভরথ সদাই বিকল ।
 মিষ্ট দিবা না খায় ভরথ বলবান ॥
 মিষ্ট দিবা থাইলে পাছে পাসনিব রাম ।
 তিন অমুরূপে জব চুর গোমুতেতে মাথে ।
 তাহাই খাইয়া ভরথ আপন প্রান রাখে ॥
 ভরথ সক্রমণ আইলা নিজ দেসে ।
 রাম লক্ষ্মণ সিতা তবে বনেতে প্রবেসে ॥
 বাম্বীক বন্দিয়া গান কিস্তিবাসে গায় ।
 অজুয়া কাণ্ড পুথি এত ছুরে সায় ॥
 কিস্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব অধিকারি ।
 বদন ভরিয়া সতে মুখে বল হরি ॥

২৯। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাজালা তুলোট কাগজ ।
 আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা ৩১ ।

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন
১২১২ সাল । সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া ।

আদি,—

জানকি অযোধ্যা আনি প্রভু রঘুবর ।
আনন্দেতে রামচন্দ্র বঞ্চেণ বাসর ॥
একত্রে সিতার সহ প্রভু রঘুনাথ ।
অঙ্গনে বেড়ান ধরি জানকির হাথ ॥
কিবে সে রামের রূপ নবিন জীবন ।
নব দুর্দাদল জিনি উজ্জল কিরণ ॥
কর পদ কোকনদ রামরন্তা উরু ।
অঙ্গন জিনিঞা নেত্র ইন্দ্রধনু তুর ॥
পক বিষুফল জিনি সুরঙ্গ অধর ।
গরুড় জিনিঞা নাশা অতি মনোহর ॥
শুমেরুর শৃঙ্গ জিনি বক্ষ মনোহর ।
কেশরি জিনিঞা কটা নাভি জে গভির ॥
বাম দিগে কিবা সোভা জনককুমারি ।
নব জলধর জেন পড়িছে বিজুরি ॥
নিল বস্ত্র পরিধান নানা অভরণ ।
কটাক্ষে হেরিঞা হরিছেন রামের মন ॥
জতেক রামের মাতা বরকার পথে ।
আনন্দ হইঞা সতে রামরূপ দেখে ॥
স্বর্গ করতল হয় শ্রীরাম দেখিঞা ।
দেখিছে রামের রূপ নঞান ভরিঞা ॥
ভিল আধ রাজ্য নাই রামে দেখি বাঁচে ।
সারা দিন রামচন্দ্রে রাখে নিজ কাঁছে ॥
অবস্তি নগরে হোথা কৈটক রাজন ।
সুনিল রামের কিস্তি ধনুক ভঞ্জন ॥
দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইল অন্তরে ।
ডাকিঞা ঝানিল রাজ্য আপন কুমারে ॥
সুনীলাম রাম নাকি ধনুক ভেঙ্গেছে ।
পদরেণু দিঞা নাকি অহল্যা তেরেছে ॥

১। 'পল্লব' হইবে।

সুনীলাম ভৃগুর দর্প হরিঞাছেন রাম
কাঠকে কাঞ্চন কৈল দুর্দাদলস্যাম ॥
বৃদ্ধ হইলাম বাছা জাইতে নারিব ।
রামকে আনগা বাছা নয়ানে দেখিব ॥
দশরথে পত্র লেখে কৈটক রাজন ।
কল্যান করিঞা পত্রে করিল লিখন ॥
আমি সে শশুর তোমার তুমি সে জামাতা ।
গুরু জনার বাক্য কভু না কর অত্যাধা ॥
শ্রীরাম দেখিতে মোর বাছা আছে মনে ।
তিন দিনের তরে পাঠাইবে নারায়ণে ॥
পত্র দিঞা পুত্রে সেত বিদায় করিল ।
ষাদস দণ্ডেতে সেহ অযোধ্যাকে আলা ।
রাজসভায় উপনিত হইল জাইঞা ।
বসাইল দসরথ আদর করিঞা ॥
পত্র দিঞা রাজপুত্র সভাতে বসিল ।
পত্র পড়ি মহারাজা বিরস হইল ॥
হেন কালে সভাতে আইল রঘুনাথ ।
মাতুলে প্রণাম করেণ ভরণের সাঁথ ॥
আসীর্বাদ করে রামে রাজার নন্দন ।
ইকি ভাগ্য মাতুল আলো আমাদের
ভবন ॥

কৈটক রাজার পুত্র প্রতি দশরথ কর ।
রামকে পাঠাতে আমি নারিব নিশ্চয় ॥
ভরথ শত্রুঘ্ন বরং জান তোমার সাথে ।
দিন কত বই পাঠাইব রঘুনাথে ॥
সুনীঞা ভরথ হইল বিরস বদন ।
বিরলেতে রাম সঙ্গে কহিছে বচন ॥
না দেখি তোমারে ভাই রহিতে নারিব ।
কদাচিত মাতামহো গৃহে নাহি জাব ॥
শ্রীরাম কহেন ভাই সুনহ বচন ।
নাহি গেলে কহ দেখি কহিবে কেমন ॥

ভরথ কহে কুশল দেখিছি রঘুবর ।
সেই হত্যে স্থির নয় আমার অন্তর ॥
জেন যেক রাজার দেশে এক রাজার
নন্দন ।
অধিবাস হইল জেন পাইতে রত্ন সিংহাসন ॥
সুত্র করে বান্ধা গেল হইল উল্লাস ।
বিমাতা তার জেন দিলেক বনবাস ॥
রাম কি জানি ফল পাছে হয় আপনা প্রতি ।
অভেব জাইতে মোর না হয় আমার মতি ॥

মধ্য,—

সমস্ত দিবস গেল প্রবেশ রজনী ।
সরজুর তিরেতে বসিলা রঘুমানি ॥
কুশাসন বিছাইঞা দিলেন লক্ষণ ।
কান্দুক সিয়রে রাম করিলা সয়ন ॥
রামের চরণ সেবে জনকনন্দিনী ।
চরনভলেতে সোন জনমহুখিনি ॥
কতক্ষণে নিদ্রাগত হইল প্রজাগণ ।
ধনুহাথে দাণ্ডাইঞা গোউরবরণ ॥
হেনকালে লক্ষ্মণেরে নিদ্রা আকর্ষিল ।
এল্যায় মাথার কেশ কান্দুক খসিল ॥
সচকিত হঞা বির আপনা সম্বরে ।
ভূমে হত্যে কান্দুক তুলিঞা ধরে করে ॥
কোপেতে হইল বির অরুনলোচন ।
অলস নিদ্রার আজি বধিব জীবন ॥
ইহা কহি কান্দুক ধরি জুড়িলেক বান ।
নিদ্রা অলস আসি হইলা মূর্ত্তিমান ॥
সম্বরহ কোপ ভূমি গোউরবরণ ।
আমাদিগ্যে বধিবারে পারে কোন জন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করি অধিকার ।
নারি জাতি হই মোরা স্মিত্রাকুমার ॥
তুই চিত্র হৈল মোর সর্ভ গুনে ।
বর মাগ গোউরবরণ জেবা লয় মোনে ॥

লক্ষণ কহেন যদি বর দিবে মোরে ।
ক্ষমা দিতে হল্য ভবে চোদ্দ বৎসরের তরে ॥
নিদ্রা অলস কহে সুন স্মিত্রাকুমার ।
আজ্ঞা কর কখন করিব অধিকার ॥
লক্ষণ কহেন জখন সাজ করি বোন ।
অজোধ্যায় রাজা হইবেন রাজিবলোচন ॥
সেত ছত্র জখন ধরিব রাম সিরে ।
সেই কালে অধিকার করিবোঁ আমারে ॥
নিদ্রা অলস ক্ষমা দিয়া গেল ।
চোদ্দ বৎসর লাগি বির নিব্বটক হল ॥

(পৃ° ১৫১২-১৬১১)

অন্ত,—

রাজনিত ভরথে সিংহাসন রঘুনাথ ।
ভরথ শ্রবন করে জুড়ি হুটি হাথ ॥
পুত্র সম প্রজাগনে করিবে পালন ।
ছেষ্টের পালন কর্য ছুষ্টের দবন ॥
কদাচিত লোভ না করিহ পরধনে ।
কদাচিত হতশ্রদ্ধা না কর্য ব্রাহ্মণে ॥
মজ্যাদার অমজ্যাদা না কর্য কখন ।
দারিদ্রে করিহ দয়া রাজার লক্ষণ ॥
মায়ে হত্যে অধিক দেখিঅ পরনারি ।
পাথন করিহ প্রজা এই মত করি ॥
ইহা কহি রামচন্দ্র প্রজাগন লঞা ।
ভরথের হাথে হাথে দিলেন সূঁপিঞা ॥
মিহ মন্দ হাসিয়া কহিল রঘুবর ।
ভরথে লইঞা বঞ্চ এ চোদ্দ বৎসর ॥
প্রজাগন কহে রাম তাহা নাঞি জানি ।
পাছকা হইল রাজা তোমার তুল্য গুনি ॥
কেবল ভরথ মাত্র করিব পালন ।
ইহা বলি বিদায় হইল সব প্রজাগন ॥
স্মিত্রা কৌসল্যা কেকোই প্রভিতি ।
পবোধিয়া বিদায় করিল রঘুপতি ॥

বসিষ্ঠাদি মুনিগণ ফিড়ে বাহুড়িঞা ।
 ভরথ বিদায় হইল কান্দিঞা কান্দিঞা ॥
 কিস্তিবাস গণ্ডিতের জন্ম সুভক্ষন ।
 লক্ষি রূপা করেন জেই স্থনে রামায়ন ॥১॥
 জাত্মা কৈল সৰ্ব্বজন রাথি রঘুনাথে ॥
 প্রবেস করিল সতে পুরি অজোদ্ধাতে ॥
 রাজসিংহাসন তবে ভরথ যানিঞা ।
 পাছকারে রাজা করে প্রজাগন লঞা ॥
 সেতছত্র ধরে সেই পাছকা উপরে ।
 প্রজাগন প্রনমিল দিয়া রাজকর ॥
 পাছকারে রাজা করি যজ্ঞোধ্যা ভুবনে ।
 ভরথ করিল বাস নন্দিগ্রামের বনে ॥
 বাকল পরিণ যার জটা ধরে সিরে ।
 আসন সগন হৈল মিস্তিক উপরে ॥
 বনচারি হঞা রহে ভরথ শক্রঘ্নন ।
 নন্দিগ্রাম হত্যে করে প্রজার পালন ॥
 অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত কথা কিস্তিবাস কর ।
 হরিধ্বনি বল সতে কাণ্ড হইল সায় ॥

৩০। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃতিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার,
 ১৫৮ × ৫৪ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা ২৮ । প্রাতি-
 পৃষ্ঠায় ২—১০ পঙক্তি । লিপিকাল, সন
 ১২৩৫ সাল । সম্পূর্ণ । স্বর্গীয় বশোদানন্দন
 প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ । প্রাপ্তিস্থান,
 নদীয়া ।

আদি,—

সদত আনন্দময় অযোধ্যা নগরী ।
 ইন্দ্রের অমরাবতী তাহা তিরস্করী ॥
 রাজা প্রজা পূরজন সুখী নিরন্তর ।
 এক তিল সম জার শতেক বৎসর ॥

ত্রিদশ ঈশ্বর রাম যুবরাজ হয়্যা ।
 প্রজার পালন করেন পৃথিবী সানিয়া ॥
 পুরবাসী প্রজাগণ ইষ্ট মিত্র সনে ।
 রাম প্রতি অমুরন্ত অস্ত্র নাহি জানে ॥
 সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় গুণের আলয় ।
 মধুময় রামচন্দ্র করুণাঙ্কদয় ॥
 অদ্ভুত লক্ষণ রামের অদ্ভুত চরিত্র ।
 দয়াবন্ত সত্যবন্ত পরম পবিত্র ॥
 গুণের মহিমা জত কে কহিতে পারে ।
 রূপের তুলনা নাহি এ তিন সংসারে ॥
 ভুবনমোহন রূপ প্রথম যৌবন ।
 শাস্ত্রবিজ্ঞা জত আছে সকল জ্ঞাপন ॥
 ষোগ্য পুত্র দেখি রাজা আনন্দস্থদয় ।
 রামে রাজা করিবেন ভাবিলেন নিশ্চয় ॥
 বশিষ্ঠ আনিতে দূত পাঠালেন আপনে ।
 সত্বরে লিখিলেন পত্র ইষ্ট মিত্র স্থানে ॥
 মনেতে ভাবয়ে রাজা রাম অভিষেক ।
 অবিরত দান রাজা দেন অতিরেক ॥
 সর্বভূতকর্তা প্রভু রাম নারায়ণ ।
 রাম রাজা হইবেন ভাবে সর্বজন ॥
 দেশের জতেক লোক ভাবেন মনে মনে ।
 রামচন্দ্র মহারাজা হবেন কত দিনে ॥
 পুরোহিত প্রজাগণ ভাবি মনে মন ।
 মজনা করিয়ে গেলেন রাজার সদন ॥
 রামচন্দ্র পুত্র তোমার পুজিত জগতে ।
 ত্রিদেশের ভাগ্যোদয় জানিহ মনেতে ॥
 নিজ বলে সাগরন্ত পৃথিবী সাসিলে ।
 বেদবিধি দান ধর্ম সকল করিলে ॥
 মনে লয় রামে রাজ্য কর সমর্পণ ।
 প্রজার বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় গুনহ রাজন ॥
 পুরোহিতের বাক্য রাজা হৈল হরষিত ।
 তুমি সবে কহিয়াছ মনের বাঞ্ছিত ॥

পরিশিষ্ট

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

অষ্টাবিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়			
১।	টাকা	৮১৪২৬৩	১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৭৪:৮৮/০
২।	প্রবেশিকা	১৩৩	২।	পত্রিকাাদি মুদ্রণ	১৫১০:৮৮/০
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৮০৪৬০/৬	৩।	পুস্তকালয়	১৪৭৮০/০
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭১৮৮/০	৪।	পুথিশালা	৬৮৯৮/৩
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৯০	৫।	চিত্রশালা	৭৮৬৮/৩
৬।	বিভিন্ন তহবিলের হুদ আদায়	১০৪৮৮/৬	৬।	বিবিধ মুদ্রণ	৪৬৩৮/০
৭।	এককালীন দান	৩৫৫	৭।	ডাকমাণ্ডল	১০১৮৮/০
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১৮২৩৮৮/০	৮।	বাড়ী মেরামত	১০২২৬৯
৯।	পদক ও পুরস্কার	১৯২	৯।	বিজ্ঞাপনের কমিশন	১৬৮
১০।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৪১৮/০	১০।	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	২৬২
১১।	বিবিধ আয়	১৩৯৬	১১।	ইলেক্ট্রিক লাইট ও তার বদলান বিল	৩৪১৮
১২।	হাওলাত আদায়	১২২০৮৮/০	১২।	ভূতাদিগের ঘরভাড়া	১১৫০
১৩।	হাওলাত জমা	১০০০	১৩।	ভূতাদিগের পোষাক	৭৮
১৪।	আমানত জমা	৩৪১৮/০	১৪।	দপ্তর সরঞ্জাম	১৯২৯
১৫।	পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে		১৫।	নূতন আসবাব	২১৮/০
	গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	১০০০	১৬।	গাড়ীভাড়া	১৪০৮/৬
১৬।	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু		১৭।	সাহিত্য-সম্মিলন	৩১৮/৬
	মহাশয়ের সংবর্ধনা	৭	১৮।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৭৮৫৮/৬
১৭।	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৯।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৬
	মহাশয়ের সংবর্ধনা	৩১৭	২০।	" " খরচ	৩৯৮
১৮।	হুঃসহ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান	১০০	২১।	পদক ও পুরস্কার	৫০
১৯।	সাহিত্য-সংরক্ষণ সমিতি		২২।	বিবিধ ব্যয়	৬৮৫৮/৩
	খাতে জমা	১৭০	২৩।	বিভিন্ন তহবিলের হুদ খাতে খরচ	৫১৮/০
২০।	সাহিত্য-সম্মিলন খাতে জমা	৩৩৮/৬	২৪।	বেতন	৩২৫০৮/৬
		২০৫৮৪৮/৩	২৫।	কমিশন	৪৩১৬
			২৬।	হাওলাত দান	১৪৫৮৮/০
			২৭।	পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে	
				গচ্ছিত হিসাবে খরচ	১৩৭৫৮/৬
			২৮।	আমানত শোধ	৬১০৮/৩
			২৯।	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
				মহাশয়ের সংবর্ধনা	৩৬৭
			৩০।	হুঃসহ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৪
			৩১।	কোম্পানীর কাগজ খরচ	১০০

কৈ :—

গত বর্ষের উদ্ভূত ২৫৩৮৪৬/৬

বর্তমান বর্ষের সাধারণ-

তহবিলের আয়— ১৮৫৮৪৬/৩

(বাদ ডাকঘর হইতে জমা)

৪৩৯৬৮৬/৯

বাদ বর্তমান বর্ষের সাধারণ-

তহবিলের ব্যয় ১৮৪৩৬/৩

(বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্ম খরচ)

২৫৫৩৩/৬

এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর

কাগজ মজুত ১০০

উদ্ভূত ২৫৬৩৩/৬

উদ্ভূত টাকার জায়—

জের

১৩২৩০/৬

(ক) সাধারণ-তহবিল—

১৩২৩০/৬

(গ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার—

২৪৩.০০/০

কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট

কোম্পানীর কাগজ মজুত ১৪৮০০

মজুত ৯২৫৮৬

পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৫০০০

কার্যালয়ে ও সম্পাদক

টারমিনেবল্ ওয়ারলোন ১০০০

মহাশয়ের নিকট মজুত ২০৭৮৩

ওয়ার বণ্ড ৫০০

ডাকঘরে মজুত ১৮৫৮/৩

ডাকঘরে মজুত ২৫২৯৯/৯

কার্যালয়ে ডাকটিকিট মজুত ৫৬০/৩

কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট

মজুত ৪৮০৯/৩

১৩২৩০/৬

২৪৩১০০/০

২৫৬৩৩/৬

পরীক্ষার হিসাব নিভুল দেখা গেল

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু। শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

অষ্টাবিংশ বাধিক-অধিবেশনের সভাপতি।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

১১/৩/১৩২৯

শ্রীধরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—কোষাধ্যক্ষ

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—সম্পাদক

১৮/২/১৩২৯

অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি এবং

শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কণ্ঠচরী।

সহঃ সম্পাদক—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও

শ্রীস্বর্ধাকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।

বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি।

১২/২/২৯

বিবরণ	বর্তমান বর্ষের আয়			মোট আয়			বর্ধমান			উদ্ধৃত টাকার আয়		
	গত বর্ষের উদ্ধৃত	নগদ	মুদ	বই বিক্রয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্ধৃত	কোম্পানীর কাগজ	ডাকঘরে	কোম্পানীর নিকট	পরিবর্তন	তহবিল
সংগৃহীত হারী তহবিল	১০০০৫০/৯	—	—	—	১০০০৫০/৯	—	১০০০৫০/৯	৬৫০০/৯	৬০০০/৯	—	৬৫০০/৯	৬৫০০/৯
লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ হারী-তহবিল	১৩৭২২০/৬	—	৪৫৫/৬	—	১৩৭২২০/৬	—	১৩৭২২০/৬	১৩০০০/৯	—	—	—	১৩০০০/৯
রজনীকান্ত স্মৃতি তহবিল	৩২৪০/৯	—	৬৬০/৯	—	৩২৪০/৯	—	৩২৪০/৯	—	—	—	—	৩২৪০/৯
কলীয়ায় দাস স্মৃতি-তহবিল	২৭০৬০/৯	—	৭/৯	—	২৭০৬০/৯	—	২৭০৬০/৯	—	—	—	—	২৭০৬০/৯
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৬৪২৪০/৬	—	৭/৬	—	৬৪২৪০/৬	—	৬৪২৪০/৬	—	—	—	—	৬৪২৪০/৬
এই প্রকাশার্থে বিনয়মহার সঙ্গার তহবিল	২৩০০/৯	—	৬০/৯	—	২৩০০/৯	—	২৩০০/৯	—	—	—	—	২৩০০/৯
রামেন্দ্রনাথ ক্রিয়াকর্মী স্মৃতি-তহবিল	১৪৭০০/৯	—	১৫/৯	—	১৪৭০০/৯	—	১৪৭০০/৯	—	—	—	—	১৪৭০০/৯
অক্ষয়চন্দ্র সরকার	১১৫৬০/৯	—	—	—	১১৫৬০/৯	—	১১৫৬০/৯	—	—	—	—	১১৫৬০/৯
তরুণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৭৫০/৯	—	—	—	৭৫০/৯	—	৭৫০/৯	—	—	—	—	৭৫০/৯
অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০/৯	—	—	—	২০০/৯	—	২০০/৯	—	—	—	—	২০০/৯
মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব-তহবিল	১০২১/৬	—	—	—	১০২১/৬	—	১০২১/৬	—	—	—	—	১০২১/৬
জগদীশ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৫০/৯	—	—	—	৫০/৯	—	৫০/৯	—	—	—	—	৫০/৯
হর্গনিরাম সেন শাহী স্মৃতি-তহবিল	৭৪/৯	—	—	—	৭৪/৯	—	৭৪/৯	—	—	—	—	৭৪/৯
বনোমোহন চক্রবর্তী	৫০/৯	—	—	—	৫০/৯	—	৫০/৯	—	—	—	—	৫০/৯
হরেন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গী	১০০/৯	—	—	—	১০০/৯	—	১০০/৯	—	—	—	—	১০০/৯
জয় সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৫০৪/৯	—	—	—	১৫০৪/৯	—	১৫০৪/৯	—	—	—	—	১৫০৪/৯
সাহিত্য-সংকলন-সমিতি	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কুমারদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রসংগ-ভাণ্ডার	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মর্দুর-মুর্তি-তহবিল	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
মোট	৩২৪০/৯	২০০৬০/৯	২৩৪০/৬	—	৩২৪০/৬	৩২৪০/৬	৩২৪০/৬	২১০০/৯	২৫২৪/৯	৪০০/৬	৬৬০/৬	৬৬০/৬

রাজকুমার বর
 প্রধান মুখোপাধ্যায়
 কাব্য-ব্যয়পত্রীক।
 ১২, ২১২৯

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক
 শ্রী হেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।
 শ্রী নানিনীমজুমদার পণ্ডিত—অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক এবং রামেন্দ্রনাথ ক্রিয়াকর্মী স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক।

গৃহীত হইল—জিহ্বাশ্রয় শাস্ত্রী
 বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি। ১১/৩/২৯ কোষাধ্যক্ষ।
 জিহ্বাশ্রয় শাস্ত্রী—প্রধান কর্মচারী।
 জিহ্বাশ্রয় শাস্ত্রী—হিসাবরক্ষক। ১২/২/২৯

১৩২৮ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন—	২০৫৬৮/০
বর্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন—	১৪৫৩৮/০
	<u>৩৫০৯৮/০</u>
বাদ বর্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়—	১২২০৮/০
	<u>২২৮৯০/০</u>

জায়

১। নবীনচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি	১০৮
২। মেসার্স এন্স, কে, লাহিড়ী	৫৮
৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৮
৪। ম্যানেজার, কটন প্রেস	৪২১৮/০
৫। বঙ্কিমচন্দ্র মর্শ্বরমূর্তি-তহবিল	১৪৫০৮
৬। মেসার্স. ঘোষ ব্রাদার্স	১২০৮/০
৭। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ (দঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন)	১৫৮
৮। দ্বঃস্ব সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের সুদ আদায় সাপেক্ষ মহেন্দ্রনাথ বিত্তানিধি মহাশয়ের কল্লকে সাহায্য	২৭৮
	<u>২২৮৯০/০</u>

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীস্বর্ধাকুমার পাল
১৭।১২২

১৩২৮ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গতবর্ষের আমানত জমা	৫৫৪৮/৩
বর্তমান বর্ষের আমানত জমা	৩৪১০/০
	<u>৮৯৫৮/৩</u>
বাদ বর্তমান বর্ষের আমানত শোধ	৬১০৮/৩
	<u>২৮৪৮/০</u>

জায়

১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬৮
২। „ এককড়ি কুণ্ড	১০০৮
৩। „ পশুপত্তিনাথ আচার্য্য	৮০৮
৪। „ শরৎকুমার মিত্র	৪৮৮/০
৫। „ পাঁচু জমাদার	৫০৮
	<u>২৮৪৮/০</u>

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীস্বর্ধাকুমার পাল
২৭।১২০

আচার্য্য রামেন্দ্রহৃন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিরক্ষা-তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ	১১০	টানা আদায়ের কমিশন	৩২৫০
" স্তর আশুতোষ চৌধুরী	৫০	পত্র ছাপাইবার ব্যয়	৩
" পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়	১৫		৪২৫০
" মন্যপমোহন বসু	১৫		
" সতীশচন্দ্র ঘোষ	১৫		
" মৃণালকান্তি ঘোষ	১০	কৈ:	
শুগমুদ্র ২৫ মথো	১০	গতবর্ষের জের	১৪৭০১৮/৯
ডাকঘরে গচ্ছিত টাকার হ্রদ আদায়	১৫	বর্তমান বর্ষের আয়	২৮০
	২৮০		১৭৫০১৮/৯
		বাদ বর্তমান বর্ষের ব্যয়	৪২৫০
			উদ্ধৃত ১৭০১৮৮/৯

শ্রীমলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহর্যাকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর	১	চিত্রশিল্পীর পারিশ্রমিক	১০০
	১		১০০
		কৈ:	
		গতবর্ষের জের	১১৫৮/৯
		বর্তমান বর্ষের আয়	১
			১১৬৮/৯
		বাদ বর্তমান বর্ষের ব্যয়	১০০
			উদ্ধৃত ১১৬৮/৯

শ্রীমলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সম্পাদক।

শ্রীহর্যাকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতিরক্ষা-তহবিল

আয়

ব্যয়

কোম্পানীর কাগজের হ্রদ আদায়

১০

কৈ:

গত বর্ষের জের ২০০১

বর্তমান বর্ষের আয় ১০১

উদ্ধৃত ২১০১

ঐহেমচন্দ্র ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

ঐহর্যাকুমার পাল

হিসাব-রক্ষক

২৭/১/২৯

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাৎসরিক উৎসব-সমিতির আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়	ব্যয়
রাজা ঐশ্বর্য মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ১০	ডাকখরচ ৫১০
" গণপতি সরকার বিজ্ঞাপন ২১	প্লাকার্ড ছাপাই খরচ ১০৪০
" শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত ২১	ফুলমালা ৪০০
" চিত্তরূপ সাহা ১১	সাদা কার্ড খরিদ ১১০
" যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১১	ছবিবানের বকশিস ২১০
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ১১	ট্রাম ও গাড়ীভাড়া ২/০
" জনরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১	২৪৫০/০
" উপেন্দ্রনাথ রাহা ১১	
" নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ১১	
" জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১০	
" গিরিশচন্দ্র দত্ত ১০	কৈ:
২০৫০	গত বর্ষের জের ১০২১/৬
	বর্তমান বর্ষের আয় ২০৫০
	১২৩১/৬
	বাকি বর্তমান বর্ষের আয় ২৪৫০/০

উদ্ধৃত ২৮/১/২৯

ঐহেমচন্দ্র ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

ঐহর্যাকুমার পাল

হিসাব-রক্ষক

২৭/১/২৯

বক্সিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-মর্মান্মুর্তি-নির্মাণ-তহবিল

টানাদাতৃগণ

কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা	১০১	জের	২৭৮
„ „ শরৎকুমার রায়	১০০	শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী	} ১৫
শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা	৫০	„ রেবতীমোহন রায় চৌধুরী	
„ সত্যশচন্দ্র বসু মল্লিক	৫০	„ সত্যেন্দ্রচন্দ্র বোব মৌলিক	১৫
„ সত্যচরণ লাহা	৫০	„ এন্ এন্ ব্যানার্জি	১৫
„ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০	„ অনুল্যচরণ বিত্তাক্ষরণ	১০
„ কুমারকৃষ্ণ দত্ত	৫০	„ কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেন	১০
মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র	৫০	„ মহিমচাঁদ মিত্র	১০
ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০	„ স্বতীন্দ্রনাথ মিত্র	১০
„ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র	২৫	„ বি, সি, চাটার্জি	১০
„ শরচ্চন্দ্র বসু	২৫	„ এন্ এন্ বসু	১০
কলিকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিন্ডিকেট	২৫	„ বিজয়কুমার বসু	১০
শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর	২৫	„ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০
„ শিশিরকুমার মৈত্র	২৫	„ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০
„ প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক	২৫	„ জে কে দত্ত	১০
„ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ	২৫	„ ভৃঙ্গেশ্বর শ্রীমানী	১০
„ হরিদাস বসু	২৫	„ জে সি দত্ত	১০
„ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	„ অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১০
„ হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী	২৫	„ দাশরথী পাত্র	১০
„ কালিদাস রায় চৌধুরী	২৫	„ এন্ বোব	১০
„ প্রমথনাথ চৌধুরী	২৫	„ এন্ সি সেন	১০
মিঃ সি কে চাটার্জি	২৫	„ খগেন্দ্রনাথ সেন	১০
শ্রীযুক্ত স্বর্গাকান্ত রায় চৌধুরী	২৫	„ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	১০
„ স্বতীন্দ্রনাথ বসু	২০	„ অক্ষয়কুমার বসু	১০
„ শ্রীমদলাল বসু	২০	„ স্বকুমার রায় চৌধুরী	১০
„ এ এন্ চৌধুরী	২০	„ নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি	১০
„ বি সি বোব	১৭	শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী	১০
		শ্রীযুক্ত সি এন্ সেন	১০

ভের	১২৫৭	ভের	১৩৭৮
শ্রীযুক্ত মন্থনাথ দত্ত	১০	শ্রীযুক্ত অমলাধন আচা	৫
„ এ কে রায়	১০	„ শৌরীজ্জুন্নার গুপ্ত	৫
„ বিজেন্দ্রনাথ বসু	১০	„ শ্যামলাল মল্লিক	৫
„ হরিপদ দত্ত	১০	„ নিবারণচন্দ্র দত্ত	৫
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	৫	„ শর্মা ব্যানার্জি কোং	৫
„ বি এন্ ঘোষ	৫	„ কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত	৫
„ এস্ সি সেন	৫	„ নিতাইচরণ লাহা	৪
„ ক্রিতিশচন্দ্র চক্রবর্তী	৫	„ কমলকুমার সান্তাপ	
„ নরেন্দ্রনাথ শেঠ	৫	(৬৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ	
„ রবীন্দ্রচন্দ্র দেব	৫	মেসবাসীর পক্ষে)	৩
„ এচ্ কে ঘোষ	৫	„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২
„ এ সি ঘোষ	৫	„ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	২
„ লছমীপৎ ঠৈতান	৫	„ ডাঃ রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর	২
„ গোপালদাস চৌধুরী	৫	„ এন্ এন্ কাজিলাল	২
„ মণিলাল সেন	৫	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১
„ রাজকুমার বসু	৫	„ তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	১
„ এন্ জি দত্ত	৫	„ বোগেশচন্দ্র সেন	১
„ সতীশচন্দ্র বিখাস	৫	„ অজিতচন্দ্র ঘোষ	১
„ এন্ সি মিত্র	৫	„ জনৈক বসু	১
„ এন্ সি নাথত	৫		১৪২৮
„ কুমার বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	৫		
	১৩৭৮		

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সহকারী সম্পাদক ।

২৭।১।২২

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংবর্ধনার চাঁদাদাতৃগণ

পরিষৎ সাধারণ তহবিল হইতে প্রাপ্ত	৫০
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৫
" মহারাজ জগদ্বিনোদ রায় বাহাদুর	২৫
" রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ	২০
" বীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২০
" মহারাজাধিরাজ ভদ্র বিজয়চাঁদ	
মহাতাপ বাহাদুর	১৬
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১৫
" কুমার মঙ্গলনাথ মিত্র	১০
" কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা	১০
" বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী	১০
" রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১০
" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১০
" ভদ্র জগদীশচন্দ্র বসু	১০
" কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ	১০
" চিত্তামণি বোষ	১০
" সুধীরচন্দ্র সরকার	১০
" বতীন্দ্রমোহন বাগচী	১০
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	৬
" গিরিজাকুমার বসু	৫
" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর	৫
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	৫
" গণপতি সরকার বিজ্ঞান	৪
" জ্যোতিষচন্দ্র বোষ	৪
" গোপালদাস চৌধুরী	৪
" জনৈক বসু	৪
" সতীশচন্দ্র বোষ	৪
" বিশ্বভূষণ সিংহ	৩
" জানেন্দ্রনাথ বোষ	২

৩৩৭

জের	৩৩৭
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	২
" কিরণচন্দ্র দত্ত	২
" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২
" নরেন্দ্রচন্দ্র দেব	২
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২
" পান্নালাল মল্লিক	২
" গোকুলচন্দ্র লাহা	২
" রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	
বাহাদুর	২
" পূর্ণচন্দ্র বোষ	২
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২
" সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ	২
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত	১
" ভুবনেশ মুখার্জী	১
" ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু	১
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত	১
" ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস	১
" ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১
" প্রিয়লাল মল্লিক	১

৩৬৭

ঐহেনচন্দ্র বোষ

সহকারী সম্পাদক।

সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, (সভাপতি,) শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত ভূতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিত্বষণ বি এ, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাত্বষণ (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ।

ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত বিন্দুনাথ সরকার এম্ এ, পি আর এস্ (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল, সি আই ই, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানদর্শক, শ্রীযুক্ত রমাশ্রীচন্দ্র চন্দ্র বি এ, শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ বোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাত্বষণ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ।

দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত হর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাত্বষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্রেয় এম্ এ, পি এন্ড্ ডি, শ্রীযুক্ত কবিত্বষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ।

বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত ভদ্র প্রফুল্লচন্দ্র রায় কে টি, সি আই ই, ডি এসসি, পিএচ্ ডি, (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাছর এম্ বি, এক্ সি-এস্, আই এস্ ও, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনজরামলাল চৌধুরী বি এসসি, শ্রীযুক্ত রায় বোধেশচন্দ্র রায় বাহাছর বিজ্ঞানিবি এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ বোষ এম্ ডি, এম্ এসসি, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম্ এস্, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাশুগুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু এম্ বি, ডি এসসি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যবাকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ।

হাণাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনন্যমোহন সাহা বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীযুক্ত যুগালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ (আব্বানকারী), সভাপতি এবং সম্পাদক।

আর-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এক্স সি এস, আই এম্ ও, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীযুক্ত যুগালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত আমোদকৃষ্ণ বাগ্‌চী, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ (আব্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এসসি, শ্রীযুক্ত অর্জুনেরুমা গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র বি এ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিজাবিনোদ, শ্রীযুক্ত বানীচরণ লাহা চিত্রকলারঞ্জন, শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি এচডি, শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, (চিত্রশালাধ্যক্ষ), সভাপতি এবং সম্পাদক।

পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত মদননাথ রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিষয়ভূক্ত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত ডাঃ অম্বোরনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত রাখালদাস রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল দত্ত বি এল, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র (গ্রন্থাধ্যক্ষ), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

চিকিৎসা প্রশাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, আই এম্ ও, এম্ বি, এক্স সি এস, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এসসি, শ্রীযুক্ত ডাঃ কল্পাকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ ডি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি (আব্বানকারী)

কলিত জ্যোতিষ ও পদিত প্রশাখাঃসমিতি ॥

ঐযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ঐযুক্ত ডাঃ একেজনাথ দাস বোম্বি এম্ ডি, এম্ এসসি, ঐযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, ঐযুক্ত অনুল্যচরণ বিত্তাভূষণ এবং ঐযুক্ত গণপতি সন্ন্যাস বিত্তারস্ব (আব্বানকারী)

রবীন্দ্র-সংবর্ধনা শাখাঃসমিতি

১। পরিষদের সভাপতি, ২। ঐযুক্ত জানকরজন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ ডি, বি এল, ৩। ঐযুক্ত রায় বজ্রেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, ৪। ঐযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বৈদ্যস্বর এম্ ডি, বি এল, ৫। ঐযুক্ত বজ্রেন্দ্রনাথ বাগচী বি-এ, ৬। ঐযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। ঐযুক্ত নলিনীকরন পণ্ডিত, ৮। ঐযুক্ত জানকরনাথ বোম্বি, বি এ ৯। ঐযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বোম্বি, ১০। ঐযুক্ত গণপতি সরকার বিত্তারস্ব, ১১। ঐযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, ১২। ঐযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), ১৩। ঐযুক্ত অনুল্যচরণ বিত্তাভূষণ (আব্বানকারী)।

পারিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

- ১। The Amrita Bazar Patrika,
- ২। The Bengalee.
- ৩। The Calcutta Exchange Gazette.
- ৪। The Englishman.
- ৫। The Indian Mirror.
- ৬। আনন্দ-বাজার পত্রিকা
- ৭। প্রভাকর
- ৮। মোহনদী (পরে "সেবক")
- ৯। স্বরাজ
- ১০। হিন্দুস্থান

সাপ্তাহিক

- ১। The Calcutta Gazette,
- ২। The Gazette of India.
- ৩। The Hindoo Patriot.
- ৪। The Mussalman.
- ৫। The Patent Office Notification.
- ৬। The Reformed India,

৭। The Telegraph.

৮। The World and the New Dispensation.

৯। আত্মশক্তি

১০। এডুকেশন গেজেট

১১। খুলনা

১২। খুলনা-বাসী

১৩। গৌড়-দূত

১৪। চাক্রমিহির

১৫। চুঁচুড়া-বার্তাবহ

১৬। জাগরণ

১৭। ঢাকা-প্রকাশ

১৮। তরুণ ভারত

১৯। নব-সত্য

২০। নীহার

২১। নোরাখালি-সন্নিগী

২২। পল্লীবার্তা

২৩। পল্লীবাসী

- ২৪। প্রবাস-জ্যোতিঃ
- ২৫। গ্রন্থন
- ২৬। ফরিদপুর-হিতৈষী
- ২৭। বঙ্গবাসী
- ২৮। বঙ্গবন্ধু
- ২৯। বাঙ্গালী-সংবাদ
- ৩০। বাঙ্গালী-সংবাদ
- ৩১। বাঙ্গালী-সংবাদ
- ৩২। বাঙ্গালী-সংবাদ
- ৩৩। বাঙ্গালী-সংবাদ
- ৩৪। বিজ্ঞান
- ৩৫। বীরকুম-বার্তা
- ৩৬। বীরকুম-বার্তা
- ৩৭। মালদহ-সমাচার
- ৩৮। মেদিনীপুর-হিতৈষী
- ৩৯। মেদিনী-বার্তা
- ৪০। মোহান্দী
- ৪১। শব্দ
- ৪২। সঙ্গর
- ৪৩। সঙ্গীত
- ৪৪। সঙ্গর
- ৪৫। সুরমা
- ৪৬। সুরমা
- ৪৭। হিতবাদী

পাঞ্জিক

- ১। The Collegian.
- ২। ধর্মতত্ত্ব
- ৩। সঙ্গিনী
- ৪। প্রবর্তক [মাসিক]

মাসিক

- ১। American Anthropologist.
- ২। The Central Hindu College

- ৩। The Calcutta Review.
- ৪। Commercial India.
- ৫। Devalaya Review.
- ৬। Industry,
- ৭। Monthly Labor Review,
- ৮। Hindu School Magazine.
- ৯। The Vedanta Kesari.
- ১০। Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society.
- ১১। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
- ১২। The Mahamandal Magazine.
- ১৩। The Calcutta Medical Journal
- ১৪। Indian Medical Record.
- ১৫। Museum of Fine Arts.
- ১৬। অর্জুন
- ১৭। আঙুর
- ১৮। আমার দেশ
- ১৯। আয়ুর্বেদ
- ২০। আলোচনা
- ২১। আশীর্বাদ
- ২২। ইসলাম্ দর্শন
- ২৩। ইতিহাস ও আলোচনা
- ২৪। উৎসব
- ২৫। উষোধন
- ২৬। উপাসনা
- ২৭। কর্মী
- ২৮। কার্য-পঞ্জিকা
- ২৯। কার্য-সমাজ
- ৩০। কৃষক
- ৩১। কবি-সম্পাদ
- ৩২। চিকিৎসা-প্রকাশ

- ৩৪। ঢাকা রিভিউ ও সন্নিগন
- ৩৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
- ৩৬। তাহুলী পত্রিকা
- ৩৭। তাহুলী-সমাজ
- ৩৮। ত্রিশূল
- ৩৯। দিনাজপুর পত্রিকা
- ৪০। ধর্মপ্রচারক
- ৪১। নবযুগ
- ৪২। নব্যভারত
- ৪৩। নারায়ণ
- ৪৪। পরিচায়িক
- ৪৫। পল্লীবাণী
- ৪৬। প্রজাপতি
- ৪৭। প্রতিভা
- ৪৮। প্রবাসী
- ৪৯। বঙ্গবাণী
- ৫০। বঙ্গনূর
- ৫১। ব্রহ্মবাণী
- ৫২। ব্রহ্মবিভা
- ৫৩। ব্রাহ্মণসমাজ
- ৫৪। ভক্তি
- ৫৫। ভারতবর্ষ
- ৫৬। ভারতী
- ৫৭। মানসী ও মর্মবাণী
- ৫৮। সাহিত্য সমাজ
- ৫৯। মোসলেম ভারত
- ৬০। বহুলী

- ৬১। বোগিসংখা
- ৬২। লক্ষী (হিন্দী)
- ৬৩। শিকক
- ৬৪। শ্রীগোবিন্দ-সেবক
- ৬৫। শ্রীসঙ্কন তোষিণী
- ৬৬। সবুজপত্র
- ৬৭। সন্দেশ
- ৬৮। সরস্বতী (হিন্দী)
- ৬৯। সাহিত্য
- ৭০। সাহিত্য-সংবাদ
- ৭১। সাহিত্য-সংহিতা
- ৭২। স্ববর্ণবণিক-সমাচার
- ৭৩। সেবক
- ৭৪। সৌরভ
- ৭৫। স্বাস্থ্য-সমাচার
- ৭৬। স্বার্থ (হিন্দী)
- ৭৭। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বৈমাসিক

- ১। প্রভাতী [বসন্ত সংখ্যার পর বাসিক

আকারে]

- ২। Museum of Fine Arts Bulletin.

ত্রৈমাসিক

- ১। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা
- ২। ভূমিলক্ষী
- ৩। সংস্কৃত-ভারতী
- ৪। Indian Academy of Art.
- ৫। নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)

কার্যালয়ে মজুত গ্রন্থাবলীর হিসাব

(১৩২৮ সালের চৈত্র শেষে)

গ্রন্থের নাম	নাম হইরাছে	বিক্রীত হইরাছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্ভূত
১। কুন্তিবালী রামায়ণ	...	০	০	২২
২। রসমঞ্জরী	...	০	০	[১৭]
৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	...	০	০	৬৯
৪। হুদীখানের মহাভারত	...	০	০	২৫
৫। বনমালী বাগের অরবিন্দচরিত্র	...	১	৬	৭৭
৬। শাহমুক গোবিন্দ পদাবলী	...	১	৬	৭৭
৭। মহানন্দের চৈতন্যমঙ্গল	...	০	২	২২
৮। শ্রীমঙ্গল	...	০	০	২৮
৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রভতরঙ্গিনী	...	১	১	২৮
১০। গৌরপদতরঙ্গিনী	...	৮	৮	২৬
১১। কালীপরিক্রমা	...	০	০	২৬
১২। রাধিকার মানভঙ্গ	...	১	১	১১৫
১৩। রামায়ণতত্ত্ব (১ম খণ্ড)	...	০	০	৮
১৪। রাধিকামঙ্গল	...	০	০	২৬
১৫। বৌদ্ধধর্ম	...	৫	৬	৮৬
১৬। ব্রজপরিক্রমা	...	০	০	৩১
১৭। শঙ্কর ও শাক্যমুনি	...	৩	৪	৬৮
১৮। শ্রুতপুরাণ	...	০	০	২৩
১৯। নবদীপপরিক্রমা	...	০	০	৪
২০। বিভাগতির পদাবলী	...	১৮	১৯	১
২১। শতপথব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড)	...	১	১	৩৬
২২। শতপথব্রাহ্মণ (২য় খণ্ড)	...	১	১	৩৩
২৩। চন্দ্রনাথ বহু	...	০	০	২৮
২৪। কালীপ্রসন্ন বিভাগাগর	...	০	০	৩৯
২৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	...	৪৫	৪৬	১৪৮২
২৬। মারাপুরী	...	৪৫	৪৬	২০৭
২৭। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	...	৩	৪	৪৪
২৮। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	...	০	০	২৭
২৯। কবি হেমচন্দ্র	...	৪৭	৪৭	২১৫
৩০। জীভাব্য (১২য় খণ্ড)	...	২	২	২৯
৩১। জীভাব্য (৩য় খণ্ড)	...	১	১	৪৪
৩২। ঐ (৪র্থ খণ্ড)	...	১	১	৪৬
৩৩। ঐ (৫ম খণ্ড)	...	২	২	৫৭
৩৪। অরবিন্দকল্পলতা (১ম ও ২য় খণ্ড)	...	১২	১২	৪২
৩৫। ঐ (৩য় খণ্ড)	...	৬	৬	২১৮
৩৬। ঐ (৪র্থ খণ্ড)	...	৬	৬	২৭৭

গ্রন্থের নাম	দান হইরাছে	বিক্রীত হইরাছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্ধৃত
৩৭। শব্দকোষ (১২১০ খণ্ড)	... ০	৩০	৩০	২৭২
৩৮। ঐ (৪র্থ খণ্ড)	... ০	১১	১১	২১৬
৩৯। ব্রতকথা	... ০	২	২	১২
৪০। রাসায়নিক পরিভাষা	... ০	০	০	২৪
৪১। কঙ্কিপুরণ	... ০	৪৭	৪৭	৭৬
৪২। জ্যোতিষ-দর্পণ	... ০	৪৭	৪৭	১৯৩
৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা)	... ১	৫১	৫২	৬৬
৪৪। ঐ (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা)	... ১	৪৫	৪৬	৫১
৪৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা)	... ২	৪৬	৪৮	২৪৩৯
৪৬। দুর্গামঙ্গল	... ০	৪৭	৪৭	১৭১
৪৭। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম (১ম খণ্ড)	... ১	৭	৮	৮৭৩
৪৮। ঐ (২য় খণ্ড)	... ১	৭	৮	৮৬৮
৪৯। ঐ (৩য় খণ্ড)	... ২	৮	১০	৮৫০
৫০। চণ্ডীদাসের পদাবলী	... ১	৫২	৫৩	৩৫
৫১। তীর্থমঙ্গল	... ১	৪৭	৪৮	৪২৩
৫২। মুগবুদ্ধ	... ০	৪৬	৪৬	৬০৮
৫৩। সত্যনারায়ণের পুথি	... ০	৪৬	৪৬	৮৯
৫৪। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)	... ২	৮৭	৮৯	৮৩৯
৫৫। ঐ (২য় খণ্ড)	... ২	৮৭	৮৯	১৫৬৭
৫৬। মুগবুদ্ধ-সংবাদ	... ০	৪৬	৪৬	৪৫৫
৫৭। তীর্থ ভ্রমণ	... ১	৫০	৫১	২৯০
৫৮। গঙ্গা-মঙ্গল	... ১	২	৩	১০৮
৫৯। বোদ্ধগান ও দোহা	... ২	৬২	৬৪	১৬৭
৬০। ধর্মপূজা-বিধান	... ১	৪৭	৪৮	৪০৬
৬১। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	... ১	৪৬	৪৭	৯২
৬২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	... ১	৫৬	৫৭	৪৯৩
৬৩। জ্ঞানসাগর	... ১	৪৯	৫০	১৮৩
৬৪। সারদা-মঙ্গল	... ১	৪৫	৪৬	২০১
৬৫। নেপালে বাংলা মাটক	... ১	৪৬	৪৭	১৭৭
৬৬। গৌরাজ-সন্ন্যাস	... ১	৪৫	৪৬	১৮৫
৬৭। ঋগ্বেদদর্শন (১ম খণ্ড)	... ১	৫৪	৫৫	৫৮৯
৬৮। ঐ (২য় খণ্ড)	... ০	৯	৯	৮৬৬
৬৯। শ্রীকৃষ্ণবিলাস	... ১	৯	১০	৪৫৯
৭০। সর্বসংবাদিনী	... ২৮	৩৫	৬৩	৯৩১
৭১। মনোবিজ্ঞান	... ৩৬	৫০	৮৬	৯২১

শ্রীঅমল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি
২৮/২/২৯

শাখা-পরিষদের কার্যবিবরণ

ভাগলপুর-শাখা—১৩২৮

গত বৎসর শাখা-পরিষদে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়,—

১। শরৎ-সাহিত্য—রায় ত্রিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর।

২। বিলাস—ত্রিযুক্ত সীতেশচন্দ্র সিংহ বি এ।

৩। দৈনন্দিন বিজ্ঞান—ত্রিযুক্ত সতীনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল্।

৪। উদ্বেগনাথ সেন—ত্রিযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ।

৫। উপস্থিত সুরেন্দ্রনাথ সমাজপতি—ত্রিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ।

এতদ্ব্যতীত কতিপয় শোকসভা আহৃত হয় এবং নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। তদ্ব্যতীত
ইহাদেয়ে শোক-সভায় বিশেষভাবে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়।

১। উদ্বেগী প্রসন্ন রায় চৌধুরী,—ত্রিযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্।

২। উদ্বেগীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্—ত্রিযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্ ও ত্রিযুক্ত অনাদিনাথ
ঘোষ। শাখা-পরিষদের সভাপতি—ত্রিযুক্ত বীরচন্দ্র সিংহ এম্ এ।

,, সম্পাদক—ত্রিযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ।

গত বৎসর শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি ত্রিযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্ মহোদয়কে
শাখা-পরিষদের আজীবন-সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

শাখা-পরিষদের সম্পাদক উদ্বেগীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়ের অকালমৃত্যুতে স্থানীয় পরিষদের
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

গত বৎসরের সভ্য-সংখ্যা—২১

আয়—১৩২৭ সালের উদ্ভূত ২৭৬০/১০, ১৩২৮ সালের আয় ২৮

১৩২৮ সনের ব্যয়— ৪৩০/০ উদ্ভূত— ১২৫১০

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

সহকারী সম্পাদক।

মেদিনীপুর-শাখা—৯ম বর্ষ

গত বার্ষিক অধিবেশনে ত্রিযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ মহাশয় সভাপতি এবং ত্রিযুক্ত শ্যামাচরণ
মহাশয় অধ্যক্ষনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

বার্ষিক ও মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল,—

প্রবন্ধ

লেখক

১। বঙ্গ-সাহিত্যে প্রেমের কথা— ত্রিযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল্।

২। মেদিনীপুর জেলার কৃষি, শিল্প ও

বাণিজ্যের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা, অব-

প্রবন্ধ

লেখক

- ৩। নৃত্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল
 ৪। মাতৃভাষার অঙ্গশীলনে জাতীয় ,, মহেন্দ্রনাথ দাস
 জীবন গঠন ,, ভুবনচন্দ্র আচার্যশিরোমণি
 ৫। কান্দীমঙ্গল (পুথির বিবরণ) ,, অতুলচন্দ্র বসু বি এল
 ৬। প্রেম ,, বিপিনচন্দ্র দাস
 ৭। আমাদের বিলাসিতা ,, চারুচন্দ্র সেন
 ৮। কবি হরিবোল দাসের কথা ,, মন্থননাথ দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল
 ৯। কাব্য ও দর্শন ,,
 ১০। কবি রজনীকান্তের হাঁসপাতালে

সাহিত্য-সাধনা

,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

নিম্নলিখিত প্রবন্ধের অল্প নিম্নলিখিত পদকগুলি এই শাখা কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়াছে—

- ১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রদত্ত “অবিনাশচন্দ্র মিত্র রোপ্য-পদক”—মেদিনীপুরের গড়সমূহের ইতিবৃত্ত।
 ২। শ্রীযুক্ত মন্থননাথ মিত্র মহাশয়-প্রদত্ত “স্বপ্না রোপ্য-পদক”—আদর্শ-হিন্দুনীর চরিত্র।
 ৩। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু মহাশয়-প্রদত্ত “সিদ্ধেশ্বরী-রোপ্য পদক”—শিশু।
 ৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়-প্রদত্ত “বিভাসাগর স্মৃতি রোপ্য-পদক”—অধিক সংখ্যক পুথি সংগ্রহের জন্য এই পদক দেওয়া হইবে।
 ৫। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়-প্রদত্ত “গিরিবালা-স্মৃতি রোপ্য-পদক”—পাথরার ইতিবৃত্ত।
 ৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ সরকার মহাশয়-প্রদত্ত “বরদাকান্ত-স্মৃতি-রোপ্য-পদক”—চন্দ্রকোণার ইতিহাস।

- ৭। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত “রুক্মলাল দত্ত-স্মৃতি রোপ্য-পদক।

শাখা হইতে নিম্নলিখিত মূর্তিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে ;—

- ১। নাড়ুগোপাল কৃষ্ণমূর্তি— শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।
 ২। অষ্টভুজমূর্তি— ,, সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় ,,
 ৩। প্রস্তর ফলক— ,, ব্রজেননাথ সরকার মহাশয় কর্তৃক চন্দ্রকোণা হইতে সংগৃহীত।
 ৪। বুদ্ধমূর্তি— কংসাবতীর গর্ভ হইতে সংগৃহীত।

শাখার বার্ষিক অধিবেশনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ, রাজা, জমিদার, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ীগণ ও মুন্সিফের স্বাধিকারিগণ, মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষগণ নাড়াজেলার কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খান বাহাদুর এবং চিড়িমারসাহির কনসার্টপার্টী নানাভাবে শাখাকে উপকৃত করিয়াছেন। শাখা-তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সদস্য-সংখ্যা। সাধারণ—১৪০, অভিব্যক্ত—১১ এবং অধ্যাপক—৬।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত অগনীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল।

পরিষৎ মন্দির নির্মাণের জন্ত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র বি এল মহাশয় ছই বিঘা জমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায়, কার্য আরম্ভ হয় নাই। পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব মহাশয়ের গৃহে শাখার কার্যালয় এ পর্যন্ত রহিয়াছে।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাপ্তাহিক ৩৭, মাসিক ৫, বিশেষ ৬, কার্য-নির্বাহক-সমিতি ৫, অন্ত্যর্থনা-সমিতি ৩, প্রবন্ধ নির্বাচন-সমিতি ৭ এবং নাট্য সমিতি ২।

শাখার অধিবেশনাদি—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ বি টমসন্ সাহেবের অনুমোদনে ও বেণী হলের কর্তৃপক্ষগণের সাহায্যে বেণী হলে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শাখার পুস্তকালয়—নানা শ্রেণীর সর্বসমেত ৯০১ খানি পুস্তক এ পর্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৭০ খানি প্রাচীন পুথিও সংগৃহীত হইয়াছে।

মাসিক চাঁদা ও প্রবেশিকা ইত্যাদি হইতে সর্বসমেত ১৯৬৭০/৭৯ টাকা আদায় হইয়াছিল এবং পুস্তক বাঁধাই, অধিবেশনাদির খরচ ইত্যাদিতে ১৫১৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ৪৫০/৭৯ উদ্ধৃত হইয়াছে। বার্ষিক উৎসবের ব্যয়াদির জন্ত পৃথক্ চাঁদা বদান্ত দেশবাসীর নিকট হইতে সংগৃহীত হয়।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

সম্পাদক।

নদীয়া-শাখা—১৩২৮

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাল বাহাদুর; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল। আলোচ্য বর্ষে চারিটি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়। ৮৮শ্রেণীর কর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এক অধিবেশন আহূত হয়।

- ১। সাহিত্য ও নীতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল
- ২। উদ্বোধন শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল
- ৩। সতীষ বনাম মহুয়া শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ। এতদ্ব্যতীত অধিবেশনে ৮৪র সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের জন্ত শোক প্রকাশ করা হয়। এই সকল অধিবেশনে প্রবন্ধ-পাঠ ব্যতীত সঙ্গীত ও কবিতাদির আবৃত্তি হয়।

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

বারাণসী-শাখা—১৩২৮

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎ, ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ১৯৩। আলোচ্য বর্ষে আনন্দকুমার চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি প্রভৃতি পাঁচজন সদস্যের পরলোকগমনে সভা আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে দিনালপুরের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর এককালীন

২০০ শত টাকা দান করিয়া শাখা-পরিষদের আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করায়, শাখা-পরিষৎ সর্বশেষ গৌরব অর্জন করিতেছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শাখা-পরিষদের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

অধিবেশনের সংখ্যা :—সাধারণ মাসিক অধিবেশন—১০, বিশেষ অধিবেশন—৫, কার্যনির্বাহক-সমিতির অধিবেশন—৫।

মাসিক অধিবেশনগুলিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলী পার্শ্বলিখিত লেখকগণ কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল—

- | | |
|----------------------------------|---|
| ১। কবি হরকুমার | শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী |
| ২। চার্লস দর্শন | শ্রীযুক্ত হারাগচন্দ্র শাস্ত্রী |
| ৩। বৈশেষিক দর্শন | শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী |
| ৪। কালীর জন্মবাতী মঠ | শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী |
| ৫। কথা-সাহিত্যে নবযুগ | শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী |
| ৬। নৃতনের দাবী | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ |
| ৭। কাব্যের উদ্দেশ্য | শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য |
| ৮। পাশ্চাত্য দর্শনে চিন্তার ধারা | শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ |
| ৯। ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য | শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বি এ, এল্ টি |
| ১০। বিশ্বপ্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ | শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ |

আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয়—গতবর্ষের উদ্ধৃত ৪২০/০ লইয়া আলোচ্য-বর্ষের শাখা-পরিষদে ১১২০৬১০ মোট আয় হইয়াছে। মোট ব্যয় হইয়াছে ৮১১৯/৭৯০। বর্ষশেষে উদ্ধৃত ৩০৯০/২৯।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ২০০৮। গত বর্ষের ছিল ১৬০০, আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত ৪০৮।

আলোচ্য বর্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন করিতে আসিয়া সভাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

শাখা-পরিষৎ কালীতে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-কথা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি সংগৃহীত ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

সম্পাদক।

কালনা শাখা—১৩২৮

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ ‘পল্লীবাণী’ সম্পাদক পণ্ডিত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শাখার সর্বশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

মাসিক অধিবেশনগুলিতে পঠিত প্রবন্ধাদির মধ্যে নিম্নে তিনটির নাম উল্লিখিত হইল—

- (ক) মানবের আশা—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার সেন এম্ এ
- (খ) উপনিষৎ-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রভূষণ কাব্য-সাহিত্যতীর্থ বিজ্ঞাবিনোদ
- (গ) টলটলের ভাব—শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএ।:

আগোচ্য বর্ষে কালিদাস-সমিতির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধ্যনাথ কাব্যতীর্থ কবিত্বষণ মহাশয় সাধা-পরিব্রাজ্য সহিত কালনা মহাকুমার কালিদাস সংক্ষেপে অনুসন্ধান করিয়াছেন।

গত্যাগণের নিকট কোন চাঁদা আদায় হয় নাই।

শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

মেদিনীপুরের ত্রয়োদশ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য

প্রথম প্রস্তাব—সাহিত্যিক ও সাহিত্যবজ্জগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ ও তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনাসূচক পত্র-প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে এই সাহিত্য-সম্মিলন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত; সম্মিলনের কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্ব, তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সর্বজনবিদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্ত যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই সাহিত্য-সম্মিলন সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতেছেন এবং বঙ্গদেশবাসিগণের নিকট এই সকল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত উপযুক্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক গৃহীত মন্তব্য,—

(ক) তাঁহার একটি মূর্তি (bust) পরিষদে রক্ষা করা হইবে। মূর্তির নিম্নদেশে একটি প্রস্তর-ফলক (marble tablet) থাকিবে।

(খ) তাঁহার একখানি তৈলচিত্র পরিষদে রক্ষিত হইবে।

(গ) তাঁহার গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাবলীর উপযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। তাহার সহিত তাঁহার একটি জীবনচরিত দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবনচরিত স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে।

(ঘ) তাঁহার নামে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঙ) গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধের বা পুস্তকের জন্ত তাঁহার নামে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(চ) তাঁহার নামে একটি স্মৃতি-ভবন নির্মিত হইবে।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিজড়িত পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে।

(জ) আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় প্রস্তাব—(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন “রমেশ-ভবন” নির্মাণকল্পে সমস্ত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যচুরাগী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ বাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তথ্যাদিপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং প্রাচীন এমন-ভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, বাহাতে হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্য বন্ধিত হয়, তজ্জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(গ) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থালা, পাঠাগার ও যাবার (সাকুলেটিং) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্ত বঙ্গের সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়নকে এবং ইংরেজী স্কুল ও কলেজসংস্থষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্ত শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

(ঘ) তৃতীয় (ক) প্রস্তাবসম্পর্কে “রমেশ-ভবন” কমিটির ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, ‘রমেশ-ভবন’ কমিটি কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরের সহিত সংলগ্ন হইয়া ‘রমেশভবন’ নির্মিত হইবে এবং তজ্জন্ত আনুষঙ্গিক আয়োজনাদি হইতেছে। প্রায় ২৫০০০ টাকার উপযুক্ত একতল বাড়ী সংগ্ৰহীত করা হইবে এবং কিঞ্চিদধিক ২০০০০ টাকা সংগ্ৰহীত হইয়াছে।

চতুর্থ প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ন পূর্ন অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি নিম্ন, কি উচ্চ, সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্ত এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের জন্ত নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের রীতিমত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং ইংরেজি ভাষার পরীক্ষার স্থায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা হওয়া উচিত। বি এ শ্রেণীর পাঠ্যমধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাবাবিজ্ঞান সম্মিষ্ট হওয়া উচিত এবং বি এ পরীক্ষায় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইসলামীয় দর্শন পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(খ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(গ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিভাগবিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গ্রহের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হউক।

(ঙ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(৮) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধারসাধন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও বঙ্গ সাহিত্যের জন্মবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, সভ্যতা (Indian Antiquities and Culture) প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলন আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

সম্মতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ও সায়েন্স ফ্যাকাল্টির সদস্যগণ, প্রবেশিকা পরীক্ষার ইংরেজী সাহিত্য ব্যতীত বাবতীর বিষয়ের অধ্যাপনা ও পরীক্ষাগ্রহণ বঙ্গভাষায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত পঠন পাঠন ও পরীক্ষা হইবে—এইরূপ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এই সম্মিলন সানন্দে অনুমোদন করিতেছেন এবং এই প্রস্তাব অবিলম্বে গ্রহণ করিয়া, কার্যোপনিষত্ত করিবার জন্য সেনেট সভাকে অনুরোধ করিতেছেন। এই সম্মিলন আশা করেন যে, উচ্চতর পরীক্ষাসমূহেও বাহাতে এই বিধি সচর প্রবর্তিত হয়, তজ্জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। এই সম্মিলন বিশ্বাস করেন যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বি এ, এম্ এ প্রভৃতি উচ্চ পরীক্ষা বঙ্গভাষাতেই গৃহীত হইবে—এই মর্মে ঘোষণা প্রচার করেন, তবে অন্নদিনের মধ্যে সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সঙ্গ্রহ অচিরকালমধ্যে বহুল-পরিমাণে বঙ্গভাষায় রচিত হইবে।

উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারি বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট প্রেরিত হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব—এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য একটি করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক। মেদিনীপুর জেলায় এই কার্য করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার উপর ভার অর্পিত হউক। এবং তত্ত্বদেয়বাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া, বাহাতে এইরূপ সমিতি প্রত্যেক জেলায় গঠিত হয়, তাহার ভার সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর অর্পিত হউক ও প্রতি বৎসর সম্মিলনের অধিবেশনে এই সমিতিগুলিকে তাহাদের কার্য-বিবরণ উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করা হউক।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—প্রত্যেক জেলায় ঐতিহাসিক তথ্য ও পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য জেলা বোর্ডগুলি শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহায্য (grant) হইতে অথবা আবশ্যক হইলে এই উদ্দেশ্যে গবর্নমেন্ট হইতে শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ হইতে প্রতিবৎসর কতক টাকা নির্দিষ্ট করিয়া রাখুন; এই কার্য শিক্ষা দিবার জন্য অন্ততঃ প্রতিবৎসর দশজন করিয়া ছাত্র ভারত গবর্নমেন্টের প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের নির্দেশ-মত বাহাতে প্রতিবৎসর শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। এতদ্ব্যতীত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হউক, যেন তাহার স্ব স্ব জেলার প্রত্নতত্ত্ব এবং পুরাতত্ত্বসংক্রান্ত: বাবতীর জবাবদি সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

সপ্তম প্রস্তাব—বঙ্গদেশে যে সকল মেডিক্যাল স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্তিত করা হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন গবর্ণমেন্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছেন।

অষ্টম প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজিষ্টারীর ব্যবস্থা করিবার জন্ত বাকীপুর ও হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনে যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতির কার্য এ পর্যন্ত আগ্রহের হয় নাই। তদবস্থায় মেদিনীপুরে সমবেত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার দিতেছেন যে, সম্মিলন রেজিষ্টারী করা আবশ্যক কি না, সে সম্বন্ধে পুনর্বিচার করিয়া, যদি রেজিষ্টারী করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে হাওড়ায় নিযুক্ত সমিতির সহিত এক-যোগে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। রেজিষ্টারী করা স্থির হইলে যেন এইরূপ নিয়ম করা হয় যে, সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে সম্মিলনের রেজিষ্টার্ড কার্যালয় স্থাপিত হয়।

নবম প্রস্তাব—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রত্যেক সাধারণ অধিবেশনের কার্য্যার্থের পূর্বে বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হউক।

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং স্থির হইল যে, প্রতিবর্ষে এই প্রস্তাব প্রথম প্রস্তাবরূপে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

দশম প্রস্তাব—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে আগামী বর্ষের জন্ত সম্মিলন-সাধারণ-সমিতির সদস্য নির্বাচিত করা হউক। (স্থানাভাবে তালিকা দেওয়া গেল না।)

একাদশ প্রস্তাব—পালিগ্রন্থ অনুবাদ সহ প্রকাশ করিবার জন্ত একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ভার সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর অর্পিত হউক।

দ্বাদশ প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশন কোথায় হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্ত সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিতে অনুরোধ করা হউক।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব—মামমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হাওড়ায় সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সম্মিলন সেই প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদন করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্ত শাখা-সমিতিতে অনুরোধ করা হউক এবং এই সংবাদ কাশীমাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে জ্ঞাপন করা হউক।

চতুর্দশ প্রস্তাব—বঙ্গদেশ ও আসামের শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ (Director of Public Instruction) এই সম্মিলনে যোগদানে ইচ্ছুক শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীগণের ছুটির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্ত এই সম্মিলন উক্ত শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, সম্পাদিত

শ্রীগীতগোবিন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিখ্যাত পদ্যানুবাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিম্প্রয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অদ্বৃত্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্তাদের যে বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ৬২০টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ণ সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্তার উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দ্রুত স্থলের পাদটীকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষতঃ সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুপ্রণালী-মত নানা সূচী বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সংকলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দ-সূচী দ্বারা চিরাহুত প্রামাণিক পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদূরিত হইবে, সুতরাং উহা যে পদাবলীপাঠকমাজেরই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমত নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

“আপনার সম্পাদিত “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী” উপহাৰ পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেরই স্বীকার করিবেন।”

সুপ্রসিদ্ধ “অমৃতবাজার পত্রিকা” লিখিয়াছেন,—

“We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A., viz., “Aprakashita Padaratnavali.” The editor Satis Babu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of “Sree Gita Govinda” and “Rasamanjari” as well as his voluminous critical edition of “Padakalpataru” published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work ‘Aprakashita Padaratnavali’ is an out-come of Satis Babu’s life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly a unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis, including poems by nearly thirty

unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual as written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and index of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double-columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, বনশ্রাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্ৰকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা ও চারিটি সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকাও তাহার কবিত্ব-রস-গ্রাহিতার বিশেষ দ্যোতক। সূচীগুলিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্তও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্ৰকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবত্তত্ত্বগণের কণ্ঠভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্তার অপ্ৰকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব পদকর্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাশৈলী ও বিশেষ অর্থযুক্ত পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত সূচী বাংলা বই-এ দুর্লভ নবপ্রবর্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমৃদ্ধ। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেই সমাদর লাভ করিবে।"

সোনা তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠাযুক্ত বহু গ্রন্থের বহুলপ্রচার কামনা, মূল্য মাত্র ২৫ দুই টাকা করা হইয়াছে।

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম এ, ধামগড়, পোঃ বারপাড়া (ঢাকা)—ঠিকানায় অথবা ২০৩১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্য।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, প্রণীত গ্রন্থ

১। ব্যাকরণ-পরিচয়—মূল্য ৮০ বার আনা।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২। স্বভাব-চিত্র—মূল্য ১০ আট আনা।

স্বর্গীর বিদ্যালয়গর মহাশয়-রচিত কথামালার অঙ্করণে বঙ্গালার গল্প লইয়া লিখিত
বালকবালিকাণ্ডের শিক্ষার উপযোগী সচিত্র পুস্তক।

গ্রন্থকারের নিকট ৫২নং শ্রামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

ব্রন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত :—

“ধ্বংস বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়……গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই! ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক”—“নব্য-ভারত,” চৈত্র ১৩.৬।

“ইহাতে শ্রীধাম-ব্রন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে……বর্ণনাকৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যায় তাহা তাহা এই গ্রন্থে জাম্জামান।”—“ভারতবর্ষ,” বৈশাখ, ১৩২৭।

“ইহা ব্রন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ……ব্রন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।”—“মানসী ও মর্মবাণী,” জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

“তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই”—“প্রবাসী” আষাঢ়, ১৩২৭।

“ব্রন্দাবন-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালার নাই বলিলেও চলে।”—বঙ্গবাসী, ৮ই আষাঢ়, ১৩২৭।

“The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature.”—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

“The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly servicable to those who interested in Brindaban—its past history and present position.”—The Bengalee, 9th May, 1920.

“To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademecum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading.”—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

ব্রন্দাবন-কথার মূল্য—২১০

পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১৮০

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

২৪৩, আপার সাকুলার রোড, — কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে		মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে	
*১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ	১০, ১০	*৩৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	
(অব্যোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড)		৩৫। কবি হেমচন্দ্র	
*২। গীতাধর দাসের রসমঞ্জরী		৩৬। রামানুজাচার্যের শ্রীভাব্য (১—৫ খণ্ড)	
*৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত		৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২৫০, ৪৫০
*৪। চুটীখানের মহাভারত		৩৮। শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩৫০, ৫১০
৫। বনবাণী দাসের জয়দেবচরিত্র	১০, ১০	*৩৯। মহিলা ব্রতকথা	
৬। বাহুদেব ঘোষের পদাবলী	১০, ১০	*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা	
*৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল		৪১। কঙ্কপুরাণ	৫০, ১১০
*৮। বাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল		৪২। জ্যোতিষ দর্পণ	১০, ১১০
*৯। ভাগবতচাৰ্যের কৃষ্ণশ্রম-ভরদ্বিজী		৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ	১০ ১৫০
*১০। পৌরপত্তরঙ্গিণী	২০, ২০	৪৪। দুর্গামঙ্গল	১০, ১০
*১১। কালীপরিক্রমা		৪৫। সন্ন্যাসরাগবল্লভ	২৫০, ৩০০
*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ		*৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী	২০, ৩০
*১৩। রামায়ণ-ভাষ্য		৪৭। তীর্থ-মঙ্গল	১০, ১৫০
*১৪। কুবেরান দত্তের রাধিকামঙ্গল		৪৮। মৃগলুক	১০, ১০
১৫। বৌদ্ধধর্ম	১০, ১০	৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি	১০, ১০
১৬। গীতার ঈশ্বরবাদ	১, ১০	৫০। পদকল্পতরু (১—৩ খণ্ড)	৩৫০, ৫০০
*১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রহ্মপরিক্রমা		৫১। সংকলন মোতাক্ষরীণ	
১৮। শব্দরত্ন ও শাক্যমুনি	১০ ১০	৫২। মৃগলুক-সংবাদ	১০, ১০
*১৯। নব-রমায়ণী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি		৫৩। তীর্থভ্রমণ	১০, ১৫০
*২০। রামায়ণ বহুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র		৫৪। গঙ্গামঙ্গল	১০, ৫০
*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্ত পুরাণ		৫৫। বৌদ্ধগান ও দোহা	৩০, ৩০
*২২। মিলনপঞ্চাংগ		৫৬। ধর্মপুত্র-বিধান	১০, ৫০
*২৩। নরহরি চক্রবর্তীর নবদীপ-পরিক্রমা		৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাকালিকা	৫০, ১০
*২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী	৩, ৪০	৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	২০, ২৫০
২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩, ৩৫০	৫৯। জ্ঞানদাগর	১০, ১০
২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস	২৫০, ২৫০	৬০। সারদামঙ্গল	১০, ৫০
২৭। করিমপুরের ইতিহাস	১৫০, ১৫০	৬১। নেপালে বাজালা নাটক	১০, ১১০
*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ		৬২। গৌরাক্ষ-সম্মাস	১০, ১৫০
*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বহু		৬৩। জ্ঞানদর্শন (১—২ খণ্ড)	৩৫০, ৫১০
*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর		৬৪। গৌরকবিভঙ্গ	১০, ৫০
৩১। বিষ্ণুযুক্তি-পরিচয়	১০, ১৫০	৬৫। শ্রীকৃষ্ণবিলাস	১৫০, ৫৫০
৩২। রামায়ণ	১০, ১০	৬৬। সর্বসংবাদিনী	১৫০, ২১০
৩৩। প্রাচীন গ্রীসের আত্মীয় শিল্প	১০, ১০	৬৭। মনোবিজ্ঞান	১০, ১৫০

প্রস্তাব্য ৪—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

৬. টাকায় পরিষদ-গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫০ ও সাধারণপক্ষে ২৫০। কিন্তু পরিষদ-গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্যপক্ষে ৬ ও সাধারণপক্ষে ৭ টাকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে—১। রামায়ণ, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুযুক্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-দর্পণ, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাজালা নাটক, ১০। ধর্মপুত্র-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞান-দাগর, ১৩। মৃগলুক, ১৪। মৃগলুক-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯। জ্ঞানদর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির।

সুলভ নারী।

২০৬ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

নতুন বীজ আনিয়াছে ১০০টি বীজ
হইতে প্রায় ১০০টি চারা
হইতেছে।



একপিক মূল্য সুলভ আশ্রিতক
উৎকৃষ্ট বীজ এক হইয়া
কোথাও নাই।

বীজাকপি

CABBAGE.

বীজাকপি

প্রতি তোলা।

প্রতি তোলা।

১। জলদি বীজাকপি—নারিকেলী কপি	১০
২। জলদি ডামহেড—জলদি ও ডেটিকপি	১০
৩। আলি ফ্লাটডাট—অত্যন্ত চ্যাপ্টা	১০
৪। লাক্সেশন্—বড় কপি, চ্যাপ্টা মাথা	১০
শীঘ্র হয় ও সহজে কপি বাধে	১০
৫। সাবার ডামহেড—গোল মাথা	১০
৬। বারনেসে বীজাকপি—চ্যাপ্টা মাথা	১০
৭। স্টেন ফ্লাট ডাট—চ্যাপ্টা ও টাইট	১০
অতি উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ কপি	১০
৮। কোপেন হগেন মার্কেট—অত্যন্ত জলদি	১০
এবং সহজে হয়, বড় ও টাইট	১০
৯। জল হেড—সুপ্রসিদ্ধ টাইট কপি	১০
যেমন বৃহৎ তেমন নিবেট	১০
১০। ব্রাল উইক—খুব জলদি, বড় ও টাইট	১০
১১। ফ্লাট ব্রালউইক—অত্যন্ত জলদি	১০
খুব বড়, টাইট ও অতি সুন্দর	১০

১২। কেপ ডামহেড—নারি, অত্যন্ত বড়	১০
টাইট, দমে ভারি, ঘেরিতে হয়	১০
১৩। লার্জ ডামহেড—নারি, অত্যন্ত বড় এবং	১০
অত্যন্ত টাইট, ঘেরিতে হয়	১০
১৪। লার্জ ফ্লাটডাট—এ	১০
১৫। সিমোর হেড—অবার্ধ কপি, অতি সহজে হয়,	১০
বৃহৎ, টাইট ও সুন্দর	১০
১৬। সলিড ডামহেড—মার্কিন কপি	১০
১৭। রাক্সেস ৩০ সেরা বীজাকপি—সর্বাপেক্ষা	১০
বৃহৎ, ইহার কপি প্রায় ৩০ সেরা ওজনে	১০
হয় এবং প্রত্যেক কপি এক টাকা মূল্যে	১০
বিক্রয় হয়, চ্যাপ্টা ও টাইট	১০
১৮। সুলভ নারী—সর্বাপেক্ষা জলদি অধিক	১০
বৃহৎ, সুন্দর, টাইট, সুবাহু ও সুমিষ্ট,	১০
অত্যন্ত চ্যাপ্টা খালার স্থায়	১০

ফুলকপি

CAULIFLOWER.

ফুলকপি

প্রতি তোলা।

প্রতি তোলা।

১। পাটনাই ফুলকপি—জলদি ছোট ফুল	১০
২। পাটনাই নারি—মধ্যম ফুল	১০
৩। ভিচের অটম জয়েন্ট—নারি ও বড়	১০
৪। আলি হোয়াইট—জলদি ও বড়	১০
৫। আলি প্যারিস—জলদি, বড় ও টাইট	১০
৬। আলকিয়ার্স—নারি, বৃহৎ ও নিরেট	১০
৭। নুপ্যারাল—মধ্যম জলদি ও বড়	১০
৮। বেনারসী—বড়, নারি, টাইট, সহজে	১০
হয়, সাধা অতি সুন্দর	১০
৯। ডামান জয়েন্ট—খুব বড়, টাইট ও	১০
সুপ্রসিদ্ধ সাধা ফুলকপি	১০

১০। বারনেসে—সকল ঋতুতে ও সকল জল-	১০
বায়ুতে হয়, বড় ও টাইট	১০
১১। আলি ডোরাক আরবার্ট—অতি বৃহৎ,	১০
অত্যন্ত টাইট, সাধা ফুলকপি	১০
১২। আলি জোবল—সর্বাপেক্ষা জলদি, সুন্দর	১০
স্থায় সাধা, অত্যন্ত সুবাহু ও সুমিষ্ট	১০
১৩। লেট মোবল—নারি, বরফের স্থায়	১০
সাধা, অত্যন্ত বৃহৎ ও টাইট	১০
১৪। রাক্সেস ১৫ সেরা ফুলকপি—সর্বাপেক্ষা	১০
বৃহৎ, অত্যন্ত টাইট, খুব সাধা, প্রায় এক	১০
টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়	১০

১০। সিকি তোলার কম কোন বীজ বিক্রয় করা হয় না। প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডল বতর।

স্বল্পত নাশারী, ২০৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রাট, কলিকাতা।



ওলকপি।

প্রতি তোলা।

১। বারমেসে ওলকপি	৬০
২। লাল বা সবুজ	৬০
৩। সাধা জলদি ওলকপি	৬০
৪। রাকুসে ওলকপি	১০

শালগম।

১। বারমেসে চাপ্টা শালগম	১০
২। লাল বা সাধা	১০
৩। হুমিষ্ট শালগম	৬০
৪। রাকুসে শালগম	৬০

বীট।

১। বারমেসে বীট	১০
২। চাপ্টা বা গোল	১০
৩। রাকুসে গোল বীট	৬০

গাজর।

১। সাধা গাজর	১০
২। বারমেসে গাজর	১০
৩। লাল গাজর	৬০
৪। রাকুসে গাজর	৬০

টম্যাটো।

১। লাল গোল	৬০
২। লাল চাপ্টা	৬০
৩। বারমেসে টম্যাটো	৬০
৪। রেডরক টম্যাটো	৬০

লেটিউস।

১। বাটার কাপ	৬০
২। বারমেসে	৬০
৩। সাধারণ কাবেজ	৬০

খরমুজা।

১। পাটনাই খরমুজা	১০
২। রাকুসে বৃহৎ খরমুজা	৬০

তরমুজ।

১। পোন্নালশের	১০
২। আইস্ক্রিম	৬০
৩। টম ওয়াটসন্	৬০

শশা।

১। আলি কচুর্ন	৬০
২। চট্টনী শশা	৬০

প্রতি তোলা।

৩। বারমেসে শশা	৬০
৪। সর্প শশা	৬০

পেঁপে।

১। পাটনাই পেঁপে	৬০
২। বোম্বাই পেঁপে	৬০
৩। রাকুসে হুমিষ্ট পেঁপে	১০

মুলা।

১। বর্ষাভী মুলা	৬০
২। বোম্বাই বড় মুলা	৬০
৩। উজ্জল লাল মুলা	১০
৪। চিনের লাল মুলা	১০
৫। করাসী কাল মুলা	১০
৬। বারমেসে মুলা	১০
৭। সিলেচিহাল মুলা	৬০
৮। মিকান্ডো মুলা	৬০
৯। রাকুসে ১০ সেরা মুলা	৬০

বেগুন।

১। বর্ষাভী বেগুন	১০
২। মুক্তকেশী বেগুন	১০
৩। বারমেসে বেগুন	১০
৪। চিনের বেগুন	৬০
৫। জাপানী বেগুন	৬০
৬। ব্রাক বিউটী	৬০
৭। শিকিন জয়েন্ট	৬০
৮। রাকুসে ১৬ সেরা	১০
কীটাপুন্ড বেগুন	১০

মিঠা কুমড়া।

১। বৈদ্যবাটীর কুমড়া	১০
২। বারমেসে কুমড়া	১০
৩। রাকুসে ১ বর্ণে কুমড়া	৬০

লাউ।

১। দেশী লাউ	৬০
২। রাকুসে বৃহৎ লাউ	৬০

তামাক।

১। মতিহারী তামাক	৬০
২। হিংলী তামাক	৬০
৩। বিলাতী তামাক	৬০
৪। আমেরিকান হাতনি	৬০
৫। তুরক তামাক	১০

সেলেসি।

১। জয়েন্ট হোয়াইট	৬০
২। জয়েন্ট প্যান্ডকাল	৬০



পিঁয়াজ।

প্রতি তোলা।

১। পাটনাই পিঁয়াজ	১০
২। বোম্বাই পিঁয়াজ	৬০
৩। সিলভার স্কিন	৬০
৪। ১৬ সেরা পিঁয়াজ	৬০

লঙ্কা।

১। হুমিষ্ট লঙ্কা	৬০
২। এলিক্যাপ্ট ট্রাক	৬০
৩। রুবি কিং	৬০
৪। রাকুসে লঙ্কা	৬০

কোরাস।

১। গোল্ডন সাবার	৬০
২। ক্রুক বেক	৬০
৩। ম্যানথ চিলি	৬০

স্পিনাচ।

১। রুম্ ডেল	৬০
২। নিউজিল্যান্ড	৬০
৩। ভিক্টোরিয়া	৬০

সীম।

১। করাসী সাধা সীম	৬০
২। আমেরিকান লাল	৬০
৩। ছয় সপ্তাহে হয়	৬০
৪। রাকুসে ২৩ হাত লঙ্কা	৬০

চ্যাডশ।

১। জাপানী চ্যাডশ	১০
২। লেডিস ফিজার	১০
৩। হোয়াইট ডেলডেট	৬০
৪। পাকিস ম্যানথ	৬০

করলা।

১। ছোট করলা	১০
২। বড় করলা	৬০

তাল্লাদ।

১। ডাচ্ তাল্লাদ	৬০
২। বাধা তাল্লাদ	৬০

কাঁকড়।

১। দেশী কাঁকড়	৬০
২। পোম্ব	১০
৩। কাঁকড়ের সরদা	৬০

১০ সিকি তোলার কম বীজ বিক্রয় করা হয় না। প্যাকিং ও ডাকনামুল স্বতন্ত্র।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—:—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—:—

সূচী

(প্রবন্ধের সমস্তগুলির অন্ত পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। অর্গশাস্ত্রে সমাজ-চিত্র (৩)	... শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	৪১
২। বাঙ্গলা ভাষায় কৰ্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ফিয়া	„ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ৫৭	
৩। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা		
(প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও নাদ-বিজ্ঞান) ...	„ স্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এম্‌সি	৭৭
৪। বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণ	...	৪৯—৬৪
৫। মাসিক কার্য-বিবরণ	...	১৫—৫৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে, তাঁহারা যথাসময়ে কার্যালয়ে সংবাদ দিবেন ।

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কন্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একাধিনি
বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্ত ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য-নির্বাহক-
সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্ত নানাভাবে
ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও ত্রীভুদ্বি-সাধনে জীবনদান
করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যেভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার
দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ত্রায় সাহিত্য-সম্মিলনের
গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ,
তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অস্থিষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি
নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে
সক্ষম করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালার-
সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমানেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের
সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে
ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদে
ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রহুদ্র, অক্লান্তব্রতী
ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার
অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান
প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান
এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই
সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে
বিশেষ মূল্যবান হইবে। এই জন্ত আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট
অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা গ্রন্থগ্রহণপূর্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত
পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্তব্য
কর্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগ্রহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির,
২৪৩১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

ত্রীনলিনীকুঞ্জর পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র

(মৌর্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস)

(৩)

পারিবারিক জীবন—পল্লীবিভাগ ; বাস্তব (বাসগৃহ)

গ্রাম ও নগরের কথা বলা হইয়াছে। এখন এক একটি পল্লী বা পাড়ার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা বলিব। সাধারণতঃ এক জাতির বা বর্ণের কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি পল্লী গঠিত হইত। এক একটি পল্লীতে দুই তিনটি কয়িয়া প্রাশস্ত রাজপথ থাকিত। এই রাজপথের উত্তর-পাশেই লোকের বাসভিটা নির্মিত হইত। মৌর্যযুগের বাস্তবনির্মাণ-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। আরও ছুঃখের বিষয়, ৪র্থ শতাব্দীর কোন গৃহাদির

গৃহ-নির্মাণ-ব্যবস্থা

ধ্বংশাবশেষ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে অর্গশাস্ত্রে বাস্তব

সম্বন্ধে বাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে এবং ক্রীকদিগের বর্ণনা হইতে আমাদের এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র সাহায্য হইবে। ঐ সকল বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, দরিদ্র লোকে সাধারণতঃ বাঁশের বা কাষ্ঠের বাটীতে বাস করিত। গৃহনির্মাণের জন্য কাষ্ঠের বহুল ব্যবহার ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তবে রাজা, রাজকর্মচারী, ধনী, শ্রেষ্ঠী বা বণিকেরা নিজ নিজ পরিবারবর্গের জন্য ইষ্টক ও প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদাদি নির্মাণ করাইতেন। অর্থ-শাস্ত্রের “সম্মিধাতুচেষকর্ম” ও “গৃহবাস্তক”—অধ্যায় দুইটিতে পাকা ইটের ও প্রস্তরের গৃহ ও স্তম্ভাদির উল্লেখ আছে। জাতকেও ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত দ্বিতল, ত্রিতল—এমন কি, সপ্ততল প্রাসাদেরও উল্লেখ দেখা যায়। ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যের বহুস্থানেই আছে। প্রস্তরের প্রাচীরেরও উল্লেখ আছে এবং মিঃ রিজল্ডেভিডস্ অনুমান করেন যে, গিরিজ্ঞের একটি পার্বত্য-ভূগর্গের প্রাচীরের যে ধ্বংশাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান আছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। পামাণ-স্থাপত্য ও পামাণ-স্থপতির উল্লেখও অজ্ঞাত প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

অশোকের সময় পামাণ-স্থাপত্য বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। অশোক-স্তূপগুলির অধিকাংশই ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত। আজিও যে সকল অশোক-স্তম্ভ বর্তমান আছে, তাহার কারুকার্য ও পালিস দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তবে অশোকের সময়ের পাটলিপুত্রের প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ বাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও বাস্তব বা গৃহনির্মাণের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। সাধারণতঃ একতলা বাটীই বেশী ছিল। তবে দ্বিতলবাটীরও ব্যবস্থা দেখা যায়। ছাদগুলি

নজরুত করিয়া তৈয়ার করা হইত। ছাদ পাকা না হইলে বর্ষার সময় কুল বাহাতে না আসে, তাহার জন্য ছাদে জল কাটিয়া যায়, এরূপ মাছর বা মোটা কোনরূপ ঢাপা দেওয়া হইত।

বাটার ভিত্তি-দেওয়াল বা ছাদ আইন-অমুযারী না হইলে গৃহস্বামী দণ্ডনীয় হইতেন।

প্রত্যেক বাটীতেই একটি করিয়া সকলের বসিবার ঘর, উঠান, জলপ্রণালী ও কূপ থাকিত। নর্দমা যদি জননিকাশের উপযোগী না হইত এবং তাহার কলে সাধারণের স্বাস্থ্যহানি বা অন্য প্রকার অমুবিধা ঘটিলে গৃহস্বামীকে দণ্ডনীয় হইতে হইত। অর্থশাস্ত্রে এরূপ নাল-নর্দমারও ভিত্তির সরকারী মাপ দেওয়া আছে। বাটীতে গোশালা রাখিলেও তাহার এরূপ স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করিতে হইত। অগ্নিশালাও সাবধানে নির্মাণ করা হইত।

ধনী লোকে বাড়ী তৈয়ার করিয়া ভাড়ায় খাটাইতেন। ইহারও উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে আছে। সাধারণতঃ এক বৎসরের হিসাবে বাটা ভাড়ায় দেওয়া হইত। ভাড়া বাকী পড়িলে উচ্ছেদেরও বিধি দেখা যায়। নিজের ইচ্ছায় কেহ বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি ভাড়ার টাকা ফেরৎ পাইতেন না। সমস্ত বৎসরের ভাড়া তাঁহার নিকট লওয়া হইত।

কোন গৃহস্বামী বাটা বিক্রয় করিতে উদ্যোগী হইলে, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও তদভাবে প্রতিবাদীকে জানাইতে হইত। তাঁহারা ক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইলে পর, বাহিরের লোক ক্রেতা হইতে পারিতেন। বোধ হয়, একেবারে অজানা বাহিরের লোক বাহাতে পাড়ায় না আসিয়া পড়ে, সেই জন্য এই ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ Law of pre-emption অত্যন্ত জাতির মধ্যেও দেখা যায়।

পরিবার (Family)

এখনকার দিনের ছায় তখনও (অবশ্য আমরা অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে যাহা পাই) সাধারণতঃ গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও তৎসম্পত্তি লইয়াই পরিবার গঠিত হইত।

গৃহস্বামীর জীবদ্দশায় তিনিই সংসারের কর্তৃত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার জীবৎকালে তাঁহার সম্পত্তিতে অনীশ্বর ও অংশবর্জিত বলিয়াই বিবেচিত হইতেন (অনীশ্বরঃ পিতৃমন্তঃ— পৃ° ১৬০)। তিনি জীবদ্দশায় পুত্রাদির বিবাহ দিতেন। সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রী-ই কর্তৃত্ব করিতেন। সংসারের জন্য তিনি ঋণ-কর্জ করিলে, উহা দিতে স্বামী আইন অনুসারে বাধ্য হইতেন। বহু-স্ত্রীস্থলে সর্বগা পুত্রবতী ও জ্যেষ্ঠাই কর্তৃত্ব করিতেন।

অর্থশাস্ত্র ও অত্যাঁত প্রাচীনগ্রন্থ পাঠ করিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে, যৌথপরিবারের সংখ্যা সমাজে বড় বেশী ছিল না। অবশ্য কৃষক, শিল্পী ও কারুকার্যজীবী প্রভৃতির কথা স্মরণ। ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাহায্যাপেক্ষী হইয়া বাস করিত; তজ্জন্য বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে যৌথপরিবারের স্থায়িত্ব অধিক ছিল।

ভ্রূণগৃহস্থের মধ্যে সাধারণতঃ পিতার মৃত্যুর পরই সম্পত্তি-বিভাগের ব্যৱস্থা দেখা যায়। তবে ইহাতে যে যৌথপরিবার একেবারে ছিল না, তাহার প্রমাণ হয় না। বরং দেখা যায় যে,

স্থলবিশেষে দুই তিন ভ্রাতা বা কয়েক ভ্রাতা ও অল্প ভ্রাতার পুত্রেরা একত্র বাসও করিতেন। ভ্রাতকে দুই তিন ভ্রাতার একত্রবাস্থানের বহু উদাহরণ আছে। সংসারে পরিবারভুক্ত আত্মীয়-স্বজন ভিন্ন দাসদাসী, আশ্রিতবর্গ ও অল্প পরিজনেরও স্থান ছিল। যথাসময়ে উহাদের বিবয় বর্ণিত হইবে।

বিবাহ ও গার্হস্থ্য-জীবন

অর্থশাস্ত্রের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ লোকে ষোড়শ বৎসরের পর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গো-দান-সংস্কারের পর বিবাহ করিত। বৌধায়ন-বশিষ্ঠাদি ধর্মসূত্রে, এমন কি মহুসংহিতার মতে ব্রহ্মচর্যের কাল আরও অধিকদিনব্যাপী ছিল। বৌধায়ন ব্রাহ্মণের পক্ষে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক ব্রহ্মচর্যের কাল নির্দেশ করিয়াছেন। অল্প স্থলে আবার ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্যের কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। মহু বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে দুই তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, তাঁহার মতে ৩০ বা নূনকল্পে ২৫ বৎসর, পুরুষের পক্ষে বিবাহের প্রকৃষ্ট বয়স। বিবাহের উদাহরণ স্থলে মহু বলেন,—

ত্রিংশবর্ষোহৃষ্যেৎ কচ্ছাৎ হৃদ্যাৎ দ্বাদশবার্ষিকীং ।

জ্যেষ্ঠবর্ষোহষ্টবর্ষাৎ বা ধর্ম্মে সীদতি সত্ত্বরঃ ॥

আমাদের চক্ষে স্মৃতিকারের মতগুলি উচ্চ আদর্শানুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়। সমাজে ঐমত কার্য্য হইত বলিয়া বোধ হয় না। রামচন্দ্রের বিবাহ বোধ হয়, ষোড়শ বর্ষেই হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহও ঐরূপ কম বয়সেই হইয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধও বিবাহ করিব কি, না করিব—এই চিন্তায় কালক্ষেপ করিয়া ২৩ বর্ষ বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থেরাও বিবাহ ঐরূপ অল্পবয়সে করিতেন বলিয়াই মনে হয়। কোটিল্য এ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলেন—“বৃত্তোপ-নয়নদ্রয়ীন্ আত্মাক্ককীং চ শিষ্টেভ্যঃ, বার্ত্তামধ্যাক্কেভ্যঃ, দণ্ডনীতিং বক্তৃপ্রযোক্তৃ ভ্যঃ। ব্রহ্মচর্য্যং চাবোড়শাবর্ষাৎ। অতো গোদানং দারকর্ম্ম চ।”—১০ পৃ।

অর্থশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। এই অষ্টপ্রকার বিবাহের উল্লেখ মন্বাদি স্মৃতি ও পরবর্ত্তী নিবন্ধমাত্রেই পাওয়া যায়। কোটিল্য এই আট প্রকার বিবাহের প্রথম চারিটি অর্থাৎ ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব—এই চারিটিকে অল্প চারিপ্রকার বিবাহ হইতে বিভিন্ন করিয়াছেন। তিনি এই চারিটি ধর্ম্ম্য বিবাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এই চারিটি বিবাহই ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইত এবং ইহাতে বর-কস্তার পিতার কর্তৃত্ব থাকিত।

অপর চারিটি বিবাহ, অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব, আশ্বর, রাক্ষস, ও পৈশাচ—এই কয়টিকে কোটিল্য কোন নামে অভিহিত করেন নাই। আমরা ইহাদিগকে মানুষ বা লৌকিক বিবাহ বলিতে পারি। গান্ধর্ব্ব বিবাহ সাধারণতঃ কজ্রিয়দিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বর ও কস্তার পরস্পরের ইচ্ছায় যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিত। গান্ধর্ব্বের উদাহরণ প্রাচীন ইতিহাস-

পুয়াপাদিতে অনেকই দেখা যায়। স্বভিকারদিগের মতে ইহা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই বিশেষ আদৃত হইত। আত্মর বিবাহে কত্ৰাপক্ষ বরের নিকট হইতে পণগ্রহণ করিতেন; ব্রাহ্মস ও পৈশাচ বিবাহকে আমাদের হিসাবে বিবাহ বলা যাইতে পারে না। বলপ্রয়োগে কত্ৰা হরণ করিয়া বিবাহ করাকে ব্রাহ্মস-বিবাহ বলিত। ব্রাহ্মস বিবাহও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল না, পরন্তু উহার বিলক্ষণ সমাদর ছিল। মহাভারতে ঐরূপ বীর্যভক্ত কত্ৰার বিবাহের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। শূর্য্য কুরুপিতামহ ভীষ্ম বৈশাম্ব্যের ভ্রাতার কত্ৰা অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকাকে হরণ করেন।

পৈশাচ বিবাহ আরও ঘৃণিত ছিল। সুপ্তা প্রেমতা কত্ৰাকে বলপূর্ব্বক ভোগ করিলে, উভয়ের ধে সংযোগ হইত, তাহাকেই পৈশাচ বিবাহ বলিত।

বর্তমানে আমাদের ধারণায় শেষোক্ত বিবাহ কয়টির কোনটাই বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমাদের আদর্শ এতই পরিবর্তিত হইয়াছে,—প্রাচীন আদর্শ হইতে এ যুগের আদর্শ একেবারেই বিভিন্ন হইয়াছে। এক হিসাবে বলিতে গেলে প্রাচীন আদর্শ উদারও ছিল। এই উদারতার ফলেই দ্রৌপদীর সহস্রমাত্রেই বিবাহ বলিয়া গণিত হইত এবং সে কালের নীতিকারেরা বা ধর্ম্মপ্রবর্তকেরা বলে বা হলে উপভোগকারীকে উপভুক্তা রমণীকে দ্বীক্ৰেণে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন। ফলে তাঁহাদের ধারণায় সমাজের অবস্থা মঙ্গলই হইত।

বর্তমানে অবশ্য ব্রাহ্ম ও আত্মর ভিন্ন অশ্রুপ্রকারের বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত নাই। ব্রাহ্ম-বিবাহ উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচলিত। তবে বর্তমানে ব্রাহ্ম বিবাহও একপ্রকার আত্মরিকতা আসিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের স্থায় কন্যাকর্তার ইচ্ছামত আভরণাদি দান করিয়া কত্ৰাসম্প্রদান করা হয় না। এখন বরপক্ষ অথবা পণের দাবি করিয়া নিজেদের আত্মরিকতার পরিচয় দেন; আর সেকালের আত্মর-বিবাহ, অর্থাৎ কত্ৰার পিতাকে গুরু বা কত্ৰার মূল্যস্বরূপ অর্থ দিয়া কত্ৰা ক্রয় করিয়া বিবাহ নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত। প্রাচীন সমাজমাত্রেই এবং বর্তমানের অনেক অসভ্য-সমাজে এইরূপ পণদ্বারা কত্ৰা ক্রয় করিয়া বিবাহ প্রচলিত আছে। অনেক ইউরোপীয়ের মতে ইহা ইংরাজীতে Marriage by purchase বলিয়া অভিহিত। ব্রাহ্মস-বিবাহ এখনও পৃথিবীর অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহাকে Marriage by capture বলা হয়।

ধর্ম্ম বিবাহ ও লৌকিক বিবাহে পার্থক্যের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ ধর্ম্ম বিবাহ যাবজ্জীবন স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইত এবং উহাতে মোক্ষ বা বিচ্ছেদের—ইংরাজীতে যাহাকে আমরা Divorce বলি, তাহার ব্যবস্থা ছিল না। কোটিল্য বলেন,—অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম বিবাহের সন্তান-সন্ততির অর্থাৎ পুত্রের, তদভাবে কত্ৰার উত্তরাধিকার-স্বত্বে সম্পত্তিহরণে প্রাণশূন্য ছিল—(পুত্রবতঃ পুত্রো হুহিতরো বা ধর্ম্মিষ্ঠেবু বিবাহেবু জাতাঃ) তদভাবেই কেবল অশ্রু বিবাহে উৎপন্ন সন্তানেরা দায়াদ হইতে পারিত।

লৌকিক বিবাহগুলি বর্তমানের Contract marriageএর মত ছিল। 'উভয় পক্ষ পরস্পর পরস্পরের বিধেবী হইলে—বিবাহবন্ধনচ্ছেদে কৃতসংকল্প হইলে, বিবাহের মোক্ষ অর্থাৎ

Dissolution of marriage হইত। কেবল একপক্ষ মাত্র বিবাহবন্ধন-রক্ষণে যত্নবান থাকিলেও বিচ্ছেদ হইত না। কোর্টাল্য বলেন,—অমোক্ষ্য ভর্ত্তুরকামস্ত দ্বিতী ভাৰ্য্যা, ভাৰ্য্যায়ান্ধ ভৰ্ত্তা। পরম্পরং ঘেবাংমোক্ষঃ। কো—১৫৫ পৃষ্ঠা।

গুধু বিবাহবন্ধনচ্ছেদ ভিন্ন এ বিবাহগুলিতে দম্পতীর পক্ষে কতকগুলি আরও নিয়ম ছিল। এই সকল বিবাহে স্বামিদত্ত গুধু বা জীধন ভৰ্ত্তা নিজে বিপৎকালে ভোগ করিতে পারিতেন না। ভোগ বা ব্যয় করিলে পাক্কৰ্ব ও আশ্রয়স্থলে তাঁহাকে স্নেদমূলে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইত। আবার রাক্ষস ও পৈশাচস্থলে ভৰ্ত্তার পক্ষে ঐরূপ গুধের ব্যয় করা চৌর্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ আইন অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। তবে ইচ্ছামত অনেকগুলি বিবাহের পক্ষে আইনে প্রতিরোধক বাণী অনেক ছিল। জী বক্ষ্যা হইলে বা কেবল কস্তা উপযুপরি কস্তাজননো হইলেই আইনমতে পুরুষ পুনবিবাহের অধিকার লাভ করিতেন।

কোর্টাল্য বলেন,—বৰ্ষাভ্রষ্টো অগ্রজায়মানাম্ অপুত্রাং বক্ষ্যাং চাকাজ্জ্ঞেত।

বহুবিবাহ

দশ নিসুং দ্বাদশ কস্তা-প্রসবিনীম্। ততঃ পুত্রার্থী দ্বিতীয়াং বিন্মেত।—

অর্থাৎ পত্নী বক্ষ্যা ও অগ্রজায়মানা হইলে স্বামী অষ্ট বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। বিবাহের পর কেবল একটা মাত্র সন্তান হইয়া উহা মরিয়া গেলে, স্বামীকে দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। আর উপযুপরি কেবল কস্তাসন্তানমাত্র হইলে স্বামী দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। অতঃপর পুত্রলাভার্থ দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করিবেন।

এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ভৰ্ত্তা আইন অনুসারে ২৪ পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

কামার্থ বহুবিবাহস্থলে কেবল অর্থদণ্ড দিয়াই ভৰ্ত্তার নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁহাকে পূর্ব-বিবাহিতা পত্নীর সন্তোষার্থ আধিবেদনিক গুধু অর্থাৎ Compensation দিতে হইত।

ফলতঃ আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও, অর্থদণ্ডের গুণে ও জীর আধিবেদনিক গুধুদানের ফলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোক প্রায়শঃই বহুবিবাহে বিরত থাকিতেন। তবে ধনী লোকের, রাজা বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কথা স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহাদের পক্ষে সামান্য অর্থদণ্ড বা আধিবেদনিক গুধুদান কিছুই ছিল না। তাঁহারা ইচ্ছামত বহু-বিবাহ করিতেন। আর রাজাদের ত কথাই ছিল না। মৌর্য ও মৌর্যপূর্ব-যুগের সকল রাজারই বোধ হয়, বহু জী ছিল। বৃদ্ধের সময় কোশলরাজ প্রশেনজিতের একাধিক জীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বিবাহিতা পত্নী জিন্ন মল্লিকা-নামা এক ফলওয়ালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে আবার শাক্যবংশীয়া দাসীগর্ভজাতা বাসবক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করেন। মগধরাজ বিম্বিসার অজাতশত্রু, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি সকলেই বহুপত্নী ছিলেন। অর্থ-শাস্ত্রের নিশাস্তপ্রণিধি অধ্যায়ে দেখা যায় যে, প্রায় সকল রাজারই বহু পত্নী ও বহু উপপত্নী থাকিত। উহাদের চক্রান্তের ফলে রাজাকে প্রাণের জন্ত সদাসম্মুদায়ই সাবধানে থাকিতে হইত। এমন কি, প্রাধানী পত্নী দেবীপদবাচ্যা মহারানীকেও সম্রাট-বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। রাজাস্তঃপুর রপুকরুধ, বণ্ড ও জীজাতীর রক্ষীদের দ্বারা সততই রক্ষিত হইত।

দাম্পত্য-জীবন

বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে যথাশক্তি অলঙ্কারাদি দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্ত্রীর বৃত্তি-
 স্বরূপ কিছু অর্থও দিতে হইত। অলঙ্কারের সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল
 নাই। বিবাহের যেমন অবস্থা, তিনি স্ত্রীকে সেইরূপই দিতেন। বৃত্তির
 সম্বন্ধে নিয়ম ছিল,—উহা দুই সহস্র পণের কম হইত না। কোটিগ্য বলেন,—“আবধ্যানিয়মঃ।
 পরদ্বিসহস্রা স্বাপ্য বৃত্তিঃ।” এই বৃত্তি ও লৌকিক বিবাহে কতটা যে শুদ্ধ পাইতেন, তাহা স্ত্রীর
 নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বামী কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া প্রবাসে গেলে বা
 কোন কারণে উপায়াক্রম হইলে, এই স্ত্রীধনই স্ত্রীর জীবিকা-নির্বাহের সহায়তা করিত। ইহাতে
 স্বামীর কোন প্রকার স্বত্ব বা অধিকার থাকিত না। দাম্পত্যী ধর্ম্য বিবাহে আবদ্ধ হইলে, অর্থাভাব-
 বশতঃ বা বিপৎকালে স্বামী এই স্ত্রীধন ব্যয় করিতে পারিতেন। কিন্তু লৌকিক বিবাহে
 এইরূপ স্ত্রীধন ব্যয় মোঘের ছিল। স্বামীকে উহা স্ত্রীমূলে প্রত্যর্পণ করিতে হইত। রাক্ষস ও
 পৈশাচ বিবাহস্থলে উহা স্ত্রের বা চৌর্য্য বলিয়া গণ্য হইত। গান্ধারীমুরোপভূক্তং সর্বাঙ্ক-
 মুভয়ং দাপোত। রাক্ষসপৈশাচোপভূক্তং স্ত্রয়ং দদ্যাৎ।—১৫২ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলেই স্ত্রী প্রাপ্তবাবহার্য্য অর্থাৎ স্বামিসহবাসের উপযুক্তা বলিয়া পরিগণিত
 হইতেন। এই দ্বাদশ বৎসরের পর তাঁহাকে স্বামীর ঘর করিতে
 সংসার—স্ত্রীর স্বামিসেবা, হইত। এই দ্বাদশ বৎসরের পর তাঁহাকে স্বামীর ঘর করিতে
 খোর-পোষ বা ভরণ-পোষণে হইত। এই দ্বাদশ বৎসরকে আমরা তৎকালের age of consent
 স্বামীর দায়িত্ব বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ইহার পর স্ত্রী স্বামীর ঘর করিতে বা
 স্বামীর সেবা করিতে অস্বীকৃতা হইলে, তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিতা হইতেন। স্বামীর ঐরূপ ঘোড়শ
 বৎসরের পর স্ত্রীর প্রতিপালনাদি না করিলে তাঁহার অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

স্বামীকে নিজের অবস্থানুযায়ী সাধ্যমত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইত। কাল বা
 সময়ের হিসাব করিয়া তদুপযোগী অর্থ দিতে হইত (প্রবাসাদি গমনস্থলে) অথবা স্বামীর আশ্রয়ানুযায়ী
 মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। (যথা পুরুষপরিবাপম্)। শুদ্ধ, স্ত্রীধন ও আধিবেদনিক
 ধনদানে অসমর্থ হইলেও ঐরূপ মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। (অ° শাং—১৫৪ পৃ°)

কিন্তু স্ত্রী যদি ঋণসকুলের অথ কাহারও আশ্রয় অবলম্বন করিতেন বা বিবাদাদিবশতঃ স্বামীর
 আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভিন্নভাবে বাস করিতেন (বিভক্তায়াং), তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর উপর
 খোরাকীর কোন দাবী থাকিত না (ঋণসকুলপ্রবিষ্টায়াং বিভক্তায়াং বা নাভিযোজ্যঃ পতিঃ)।

স্ত্রীর উপর স্বামীর যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। স্ত্রী অবাধ্য বা অবশতাপন্ন হইলে বা স্বামীর আদেশ
 অবমাননা করিলে স্বামী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে, এমন কি কটু-
 স্বামীর শাসন ও কর্তৃত্ব সম্ভাষণাদি করিতে পারিতেন। উদাহরণস্বরূপ কোটিগ্য বলেন যে,
 স্বামী অপরাধিনী স্ত্রীকে—নগ্নে, বিনগ্নে, ছদ্মে, অপিতৃকে, অমাতৃকে বলিয়া গালি দিতে পারিতেন,
 (নগ্নে বিনগ্নে ছদ্মে অপিতৃকে অমাতৃকে ইত্যনির্দেশেন বিনয়গ্রাহণম্)। তাহাতেও স্ত্রীর মতিগতির

পরিবর্তন না হইলে, স্বামী চড়াপড় বা বেগুন বা জুঁর দ্বারা জীকে প্রহার করিতে পারিতেন। অকারণ প্রহার করিলে বা ঐরূপ শাসনের মাত্রা অধিক হইলে, জীর প্রতি অতিরিক্ত অভ্যাচারের জন্য স্বামীকে বাকপাক্ষ বা দণ্ডপাক্ষের অর্ধেক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। (বেগুনজু-হস্তানিমন্ততমেন বা পৃষ্ঠে ত্রিরাশাভঃ। তস্তাতিক্রমে বাগদণ্ডপাক্ষদণ্ডাভ্যাম্ অর্ধদণ্ডাঃ—১৫পৃ°। বক্তৃগুণি অপরাধে জীলোকের অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। শাস্ত্রে অর্থদণ্ডের নিয়মগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, দণ্ডিতা জীকে নিজের জীখন হইতেই উহা দিতে হইত।) নিম্নে উহার কতিপয় লিখিত হইল।

১। জী স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও দর্পক্রীড়া (কামকলাব্যাপারঘটিত কোন প্রকার ক্রীড়া) করিলে বা মদ্যপান করিলে উহার তিন পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত।

২। ঐরূপ দিনমানে স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও কোন জী-প্রেক্ষাবিহার-গমন করিলে অর্থাৎ জীলোকনটাদিগের দ্বারা পরিচালিত কোন প্রকার থিয়েটারাদি দেখিতে গেলে, ছয় পণ দণ্ড হইত। রাজিতে বাটীর বাহির হইলে বা কোন উৎসবাদিতে গমন করিলে বা পুরুষপরিচালিত কোন থিয়েটারাদিতে যাইলে, যথাক্রমে ১২ পণ, ৬ পণ অর্থদণ্ড হইত। ঐরূপ অস্ত্র কোন পুরুষের সহিত পত্র ব্যবহার করিলে, দ্রব্যাদি আদান প্রদান করিলে (প্রতিষিদ্ধপুরুষব্যবহারেণ) জীলোক-দিগকে দণ্ডিত হইতে হইত। ব্যভিচারাদি স্থলে আরও অধিক কঠিন দণ্ড হইত, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হইবে।

বিবাহিতা জীলোকের সাধারণতঃ বাটীর বাহিরে যাওয়া সমাজে নিন্দিত ছিল। এখনকার দিনের মত কঠিন অবরোধ না থাকিলেও, যেখানে সেখানে বেড়াইতে যাওয়া, নিজের বাটী ছাড়িয়া প্রতিবেশীর গৃহে গমন করা প্রভৃতি বিশেষ দোষের ছিল। অর্থশাস্ত্রের নিষ্পত্তন ও পণ্যভূসরগাধায়া এই সমস্ত অপরাধ ও উহার দণ্ডের কথা বিবৃত আছে।

উচ্চবংশীয়া জীলোকেরা কোন কার্যে গ্রামান্তরগমনের সময় স্বামিসঙ্গে বা কোন জ্ঞাত্তি বা গ্রামিকের বা কোন বিশেষ পরিচিত লোককে সঙ্গে করিয়া যাইতেন, নচেৎ উহা নিন্দার কারণ হইত। আশ্বায়-স্বজন বা পিতৃকুলে বা জ্ঞাতিকুলে কোন বিপদ হইলে বা কাহারও মৃত্যু হইলে, কেহ কঠিন রোগে পড়িলে বা অস্ত্র কোন বিশেষ কারণবশতঃ একাকী গমন করিলে, তাহা দোষের বলিয়া গণ্য হইত না। (প্রভব্যাদিব্যাসনগর্ভনিমিত্তমপ্রতিষিদ্ধমেব জ্ঞাতিকুলগমনম্) ॥ —১৫৭ পৃ°।

স্বামী অল্প দিনের জন্য প্রবাস গমন করিলে জীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন।

স্বামীর প্রবাসগমন

ফিরিতে বিলম্ব হইলে জী এক বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে স্বামীর অপেক্ষা

করিতেন। আর যদি ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে ছই

বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে থাকিয়া পতির অপেক্ষা করার নিয়ম ছিল। ইহার মধ্যেও যদি স্বামী না ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে জ্ঞাত্তিবর্গ প্রবাসীর পত্নীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এইরূপ চারি বা আট বৎসর অভ্যস্ত হইলে, জী যদি স্বামীর পুনরাগমনে সন্দিহান হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণেচ্ছ

হইতেন, তাহা হইলে তিনি স্বামিন্ত ধনাদি প্রত্যর্পণ করিয়া যথেষ্ট পিতৃগৃহে বা অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে পারিতেন।

প্রবাসে জীবন কৰ্ত্তব্য সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে বিশেষ কিছু বলা নাই। কাব্য-নাট্যাদিতে অবশ্য আমরা একবেণীধরা কেশসংস্কার ও অঙ্গরাগবর্জিতা প্রোষিতভর্জকার কথা পাই। তাহা সংস্কৃত কাব্য-নাট্যাদিপাঠকমাত্রেরই বিদিত আছে।

স্বামীর প্রবাসগমনের সময় নিজের বা পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের জন্য জীর্ণ ধন-কর্ত্তব্য গ্রহণ করিয়া সংসার চালাইতে পারিতেন। এই ধন-পরিশোধের জন্য স্বামী

দীর্ঘপ্রবাস—এবং

দায়ী হইতেন। কোটিল্য বলেন,—পতিস্ত প্রাথঃ—ত্নৌক্ততম ধনম্

অপ্রতিবিধায় প্রোষিঃ ইতি সম্প্রতিপত্তাবৃত্তমঃ। অসম্প্রতিপত্তৌ তু সাক্ষিণঃ প্রবাণম্।

স্বামী ভরণপোষণের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলেই রাজ্যদেশে দণ্ডিত হইতেন। এসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের বিধিগুলি বড়ই সুন্দর। স্বামীর ত্রায়তঃ ধর্মতঃ জীর্ণ প্রতি যে সকল কৰ্ত্তব্য ছিল, তাহা প্রতিপালনে বিমুখ হইলে সমাজের অমঙ্গলাশঙ্কায় রাজপুরুষেরা কঠোরশাসনে উহাকে উদ্ধা হইতে বিমুগ্ধ করিতেন। অর্থশাস্ত্রের যুগ বৌদ্ধধর্ম প্রচারেরই পরবর্তী। ঐ যুগের লোকে পৃথিবীর ক্ষণিক-বাদে ব্যথিত হইয়াও নখর জীবনের দুঃখ ও পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতির জন্য দলে দলে সন্ন্যাসী হইত। স্বামী জীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, জীও ভিক্ষুণী-সঙ্গে প্রবেশ করিত। এই সকলের মধ্যে প্রকৃত মুমুকুর সংখ্যা কমই ছিল। কতক লোক অস্ত্রের আদর্শ অনুকরণ করিতে গিয়া পার্শ্বদৃষ্টান্তে জলাঞ্জলি দিত। আবার এখনকার মত অনেক ছুই প্রবঞ্চকও ধর্মের ভাণ করিয়া বা সংসারের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বের কোন একটীতে যোগ দিত। এই সকলের ফলে সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিত। অনেক ভদ্রবরের জী স্বামি-কর্ত্তব্য পরিত্যক্ত হইয়া শিশু-পুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য বিপদে পড়িতেন; অনেকে আবার কুপথ-গামিনী হইতেন। এই সকল নিবারণের জন্য অর্থশাস্ত্রে অনেকগুলি বিধি দেখা যায়।

অর্থশাস্ত্রকার প্রব্রজ্যার কালনির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ও প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্বের যে সকল কৰ্ত্তব্য, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে লুপ্তব্যবায়েরই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কৰ্ত্তব্য, অস্ত্রের নহে। তিনি বলেন,—লুপ্তব্যবায়ঃ প্রব্রজ্যে আবৃশ্য ধর্মস্বান্। অথবা নিশ্চ্যেত। শুধু তাহাই নহে। পুত্র কন্যার ভরণপোষণ না করিয়া সংসারত্যাগ করিলে লোকে রাজ্যদেশে দণ্ডিত হইত। কোটিল্য বলেন,—পুত্রানরমপ্রতিবিধায় প্রব্রজতঃ পূর্বঃসাহসদণ্ডঃ। এ বিষয়ে রাজ্যদেশে বড়ই কঠিন ছিল। এরূপ কষ্টবৈরাগী প্রব্রজিতকে নাবধ্যক্ষ ও অজ্ঞাত শাস্তিরক্ষকেরা প্রেষণ করিতেন ও উহাদের সংসারাদির ব্যবস্থা ও প্রব্রজ্যার কারণ অবগত হইয়া যথাযথ দণ্ড দিতেন। (১২৭ পৃ—সদ্যোগ্যহৌতলিঙ্গিনং অলিঙ্গিনং বা প্রব্রজিতমলক্ষ্যাব্যাদিতং তদবিচারিণং গৃহসাম-জ্ঞানশাসনশাস্ত্রাবিযোগং বিষহন্তং দীর্ঘপথিকং সমুদ্রং চোপগ্রাহয়েৎ।)

শুধু তাহাই নহে, রাজ্যজার অকারণ-প্রব্রজিতদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত এবং বাণপ্রস্তু ভিন্ন অন্য প্রকারের প্রব্রজিতদিগকে সত্ত্বাদি স্থাপন করিতে বা গ্রাম-নগরে বাস করিতে

দেওয়া হইত না। জীলোককে ধর্মের নামে ফুসলাইয়া ভিক্ষুণী করিলে বা প্রতজ্ঞার পথে লইয়া আসিলে, পূর্বসাহসদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল (স্ত্রিয়ং চ প্রতজ্ঞয়তঃ) — (বানপ্রস্থাদন্তঃ প্রতজিতভাবঃ সজাতাদন্তঃ সন্ত্যঃ সামুখ্যকানন্তঃ সময়াতুবন্ধো বা নাশ্র জনপদমুপনিবেশেত। ন চ তত্রায়াম-বিহারার্থাঃ শালাঃ স্ত্র্যাঃ—৪৮ পৃ°)।

এই ত গেল স্বামী জীৱ কথা। স্বামীর জীবনান্তে বা বানপ্রস্থাবলম্বনের পর পুত্রবতী বয়ঃস্থা জী স্বামীর সংসারে থাকিয়া পুত্রাদি পালন করিতেন; নিজের জীৱন যাবজ্জীবন ভোগ করিতেন। পরে তাহা পুত্রাদি কাহারও হস্তগত হইত। বালবিধবারা প্রায়ই পুরুষান্তর গ্রহণ করিতেন। পরবর্তী অধ্যায়ে সে সব কথা বলা হইবে।

যে সকল পরিবারে বহুবিবাহের ফলে অনেক সপত্নীর একত্রাবস্থান হইত, সেখানে নানাকারণে কলহ হইত। স্বামী সাধারণতঃ জীবৎপুত্রকেই বেঁধী আদর-যত্ন করিতেন। ধর্ম্য বিবাহের পত্নীদের মাত্তও অধিক ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মতে ধর্ম্মকর্তব্যাদিতে সর্বণা ধর্ম্ম্যবিবাহমতে পরিণীতা জীই স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন।

অনেকে আবার অসবর্ণা জী বিবাহ করিতেন। অসবর্ণবিবাহ তৎকালে সমাজে প্রচলিত

অসবর্ণা জী

ছিল। অনুলোম অসবর্ণবিবাহ গর্হিত বা নিন্দিত ছিল না। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ আর্থ্যেরা চিরকাল ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়াছেন।

অগশাস্ত্রে অসবর্ণবিবাহের কতকগুলি নিয়ম দেখা যায়। পুরুষের অনন্তরা পত্নীর সন্তানেরা পিতার সর্বণ বলিয়াই গণ্য হইতেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় জীৱ গর্ভজাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যগর্ভজাত সন্তান পিতার সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী হইতেন এবং সর্বণ বলিয়াই পরিগণিত হইতেন। “ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়মোরনন্তরাপুত্রাঃ সর্বণাঃ ॥” একান্তরা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের স্থান সমাজে কিছু হীন হইয়া পড়িয়াছিল। অসবর্ণা নিম্নজাতীয়া জীৱ সংসারেও বোধ হয়, কিছু হীনতা ছিল।

স্বামী-জী জীবদ্দশায় পুত্রকন্তাদিগের বিবাহ দিতেন। পিতা সংসারে থাকিতে থাকিতে যাহাদের বিবাহ না হইত, তাহাদের বিবাহের খরচ ও অবিবাহিতা কন্তাদের বিবাহের প্রদানিক বা dower সম্পত্তি হইতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

অনেকে জীবদ্দশাতেই নিজ নিজ সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতেন। একরূপ বিভাগ স্থলে পুত্রদের সমান ভাগই হইত (জীবদ্ভিভাগে পিতা নৈকং বিশেষয়েৎ;— ১৬১ পৃষ্ঠা)। পুত্রদিগের মধ্যে নাবালক কেহ থাকিলে বা কেহ প্রবাসী থাকিলে পিতা তাহার অংশ মাতুলবংশীয়দের হস্তে বা গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেন। ইহার ঐ পুত্র সাবালক হইলে, উহার অংশ বুঝাইয়া দিতেন।

ঔরসজাত পুত্র অভাবে অন্তের দ্বারা নিজ জীৱে অনেক ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন করাইতেন। অর্থশাস্ত্রের সময়েও বোধ হয়, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের প্রথা সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। এখনকার দিনে অবশ্র ক্ষেত্রজের নামে আপামর জনসাধারণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু

মে যুগে উহা ঐরূপ কোন ঘণার চক্ষে দেখা হইত না। কোটীলা অগুপ্তক রাজগণকে ঔরশাভাবে ক্ষেত্রস্থ সন্তান উৎপাদনের উপদেশ দিয়াছেন।—বুদ্ধন্ত ব্যাধিতো বা রাজা নাত্ববদ্ধত্যাগুণবৎ-সামন্তানামন্ততমেন ক্ষেত্রে বজ্রমুৎপাদয়েৎ। ন চৈকপুত্রমবিনীতং রাজো স্থাপয়েৎ।—৩৫ পৃষ্ঠা।

অনেকে দুহিতৃ-গর্ভজাত সন্তানকে পুত্রিকাপুত্ররূপে গ্রহণ করিতেন। আবার অনেকে পোষ্য-পুত্র বা দত্তক গ্রহণ করিতেন (তৎসম্বন্ধী মাতা-পিতৃত্যাম্ অভিদ্রবো দত্তঃ)। অনেকে এইরূপ দত্তকের অভাবে সর্বণ ও সম্বংশজাত পুত্র ক্রয় করিতেন। এইরূপ পুত্রকে ক্রীতপুত্র বলিত। পোষ্যপুত্রের স্থায় অনেকে পরের—(মাতা-পিতৃহীন) পুত্রকে লালন পালন করিতেন—ইহাদিগকে কৃতকপুত্র বলিত। অনেকে আবার পরিচিত বা আত্মীয় লোকের ত্যক্ত পুত্রকে নিজের করিয়া লইতেন—ইহাদিগকে অপবিত্র পুত্র বলিত। এ সকলের অভাবে কানীন (কন্যাগর্ভঃ কানীনঃ—পত্নীর অবিবাহিতাবস্থায় উৎপন্ন), সহোঢ (বিবাহকালে পত্নীর গর্ভস্থ সন্তান) ও পৌনর্ভব সন্তানও লোকের গৃহে স্থান পাইত। এখন অবশ্য পালিত বা পোষ্যপুত্র ভিন্ন (স্থানবিশেষে কৃত্রিম পুত্রও প্রচলিত) আর অন্য কোন প্রকারের পুত্রের দায়াদিকার বা সমাজে স্থান নাই।

পিতার জীবদশায় পুত্রদিগের সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকিত না (অনীশ্বরঃ পিতৃমন্তঃ), এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পিতার জীবদশায় পিতা পুত্রের শিক্ষা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার কর্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। কেন না, আমরা অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগকালে অবিবাহিত পুত্রের নৈবেশনিক এবং কুমারী কন্যার প্রদানিক পাইবার ব্যবস্থা আছে।

পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সধকে দুই একটা বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। কোটীলা বলেন,— একদ্বাপুত্র্যাং জ্যেষ্ঠাংশঃ। ব্রাহ্মণানামজাঃ, ক্ষত্রিয়ানাম্ অখাঃ। বৈশ্যানাং গাবঃ। শূদ্রাণামবরঃ।

কাণলিঙ্গান্তেষাং মধ্যমাংশঃ। ভিন্নবর্ণাঃ কনিষ্ঠাংশঃ।

চতুস্পদাভাবে রত্নবজ্জানাং দশানাং ভাগং দ্রব্যণামেকং জ্যেষ্ঠো হরেৎ। প্রতিযুক্তস্বধা-পাণো হি ভবতি। ইত্যোশনসো বিভাগঃ।—পৃ° ১৬২।

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের কিছু অতিরিক্ত অংশভের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার অঙ্গ সম্পত্তি লাভ করিতেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ঐরূপ সমস্ত অংশগুলি জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য ছিল। ঐরূপ বৈশ্য ও শূদ্রদিগের মধ্যে ঐ ব্যবস্থা ছিল।

এগুলি ভিন্ন ঔশনস বর্ষশাস্ত্রের মতে জ্যেষ্ঠ পিতৃদ্রব্যাদির দশমাংশ পাইতেন। কোটীলা বলেন, ঐ অতিরিক্ত সম্পত্তির সাহায্যে তিনি পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতেন। পরবর্তী যুগেও এই উদ্ধার ব্যবস্থার ভুরি ভুরি উল্লেখ দেখা যায়। মহু বলেন,—“জ্যেষ্ঠন্ত বিংশ উদ্ধারঃ সূর্যদ্রব্যাক্ষ বধরং।” কেন জ্যেষ্ঠ এই অতিরিক্ত অংশ লাভ করিতেন, তাহার বিশেষ কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। মনে হয় যে, পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্যের ভার তাঁহার উপর স্তম্ভ থাকে, সেইগুলি সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত সম্পত্তি দেওয়া হইত। পরবর্তী যুগের ধর্মশাস্ত্রকারেরা

এই সকল কারণ নির্দেশ করেন নাই। তাঁহারা কেবল জ্যেষ্ঠের উৎকর্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,—জ্যেষ্ঠস্ত জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানবঃ—এইজন্তই জ্যেষ্ঠের প্রাধান্য। ঐরূপ অন্তের মতে—জ্যেষ্ঠপুত্রপ্রসূতস্ত কলাং নারীস্তি ষোড়শীম্” ইত্যাদি।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নিগুণ, অস্তায়বৃত্তি, মানুষ্যহীন হইলে তাঁহার এই অংশের হ্রাস বা লোপেরও ব্যবস্থা দেখা যায়।

বহুবিবাহস্থলে অংশের ভারতম্য দেখা যায়। কোন লোক ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, উক্ত বিবাহজাত পুত্রগণের মধ্যে ভাগের ভারতম্য হইত। ব্রাহ্মণীপুত্র ৪ ভাগ পাইলে ক্ষত্রিয়পুত্র ৩ ভাগ পাইতেন, বৈশ্যপুত্র ২ ভাগ ও শূদ্রপুত্র ১ ভাগ মাত্র পাইতেন।

নারীজীবন

অন্তঃপর নারীজীবনের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা বলিব। অবশ্য দাম্পত্যজীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে উপরোক্তগুলি ভিন্ন আরও আমাদের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। এই অধ্যায়ে সেইগুলি বলা হইবে।

সমাজ চিরদিনই পরিবর্তনশীল। যুগে যুগে দেশকালপাত্রভেদে উহার পরিবর্তন হয়। উহা কিছুতেই একভাবে থাকিতে পারে না। কঠোর রক্ষণশীলতাও উহাকে একভাবে রাখিতে পারে না। পৃথিবীর সর্বত্রই এই নিয়ম। ভারতেও ঐরূপ ঘটয়াছিল। ঘটনাস্রোতে প্রাচীন আদর্শ, প্রাচীন আচার—সবই ক্রমে পরিবর্তিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের অবস্থাও পরিবর্তিত হইয়াছিল।

বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকের সমাজে স্থান উচ্চই ছিল; স্বাধীনতা ছিল। শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উৎকর্ষের অবকাশ ছিল। তখন স্ত্রীলোক পুরুষের ক্রীড়নক বা ভোগের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই বা তাহাদের সামাজিক অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। এ অবস্থায় স্ত্রীলোক সর্বাধিকারের সমাজের উৎকর্ষ-সাধনের অধিকারে অধিকারিণী ছিলেন। সংসারে কর্তৃত্বের ভার ছিল তাঁহার হাতে। যজ্ঞাদি কর্মে স্ত্রী স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন। যজ্ঞমানপত্নী ভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইত না। স্ত্রীলোকের বৈদিক সংস্কারও শিক্ষারও অধিকার ছিল।^১ সমাজে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীলোকের অভাব ছিল না। আজিও ঋগ্বেদের মধ্যে বোষা, সূর্য্যা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি মন্ত্রদ্রষ্ট্রীদিগের দ্বারা প্রকাশিত বহু সূক্ত বর্তমান রহিয়াছে এবং ঐগুলির অংশবিশেষ আজিও বিবাহাদি প্রধান সংস্কারের সময় সাদরে উচ্চারিত হইতেছে।

বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগেও ঐ ভাব চলিয়াছিল। অবশ্য এ যুগ হইতেই সমাজে বহুবিবাহ, সপত্নীত্ব প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছিল। স্ত্রীলোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছিল। স্ত্রীলোকের অবস্থা কিছু হীনও হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে অবনত হয় নাই। তখনও দেশে গার্গী, মৈত্রেয়ীর অভাব হয় নাই। বাল্য বিবাহের একেবারে প্রচলন হয় নাই। স্ত্রীলোক জ্ঞান-

১। বম ও হারীত পুরাণে কুমারীদিগের উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন ও অগ্নি সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন।

চর্য্য বঞ্চিত হয় নাই এবং তখনও দেশে নিরিন্দ্রিয়া হুমস্মাশ্চ “দ্বিগোহনৃতং—” (মহু, ৯।১৮।) এই কদম্ব আদর্শের প্রভাব বহুমূল হয় নাই।

বৌদ্ধধর্মের যুগেও এই ভাব চলিতে লাগিল। দেশে ধর্মের আন্দোলন চলিতে লাগিল। সকলেই সংসারের দুঃখবাদে পীড়িত হইল। জগৎ দুঃখের স্থানমাত্র; জীবন ক্ষণিক—সুখদুঃখ-জ্ঞান মোহমাত্র—নির্বাণ বা মুক্তিই মানবের প্রধান উদ্দেশ্য—এই ভাব সকলেরই মনে বহুমূল হইল। ব্রাহ্মণের পরিব্রাজকগণ জনসাধারণ সকলকেই (mass) এই মহামন্ত্র শিখাইলেন। এই মন্ত্রের শক্তিতে সকলেই জগৎকে হুগার চক্ষে দেখিতে লাগিল; সংসারের কর্তব্য ভুলিয়া গেল। অনেকেই গৃহ ছাড়িল। নির্বাণের উদ্দেশ্যে কেহ বনে, কেহ প্রান্তরে, কেহ বা সজ্বে যোগদান করিল।

আন্দোলনে পড়িয়া জীলোকেও আত্মহারা হইল। স্বাধীনতার যুগে তাহারাও পুরুষের শ্রায় নির্বাণের পথে—প্রব্রজ্যার দিকে ধাবিত হইল। কতিপয় শিষ্যের, বিশেষতঃ আনন্দের অনুরোধে ভগবান্ বুদ্ধ জীলোকের সজ্জাধিকারে অহুমতি দিলেন। মাতা গোতমীর নির্বন্ধাতিশয়ে ও প্রিয়-শিষ্য আনন্দের অনুরোধে প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি ভিক্ষুগণদিগের সজ্জ গঠনের অধিকার দিলেন। ইহার বিষয় পরিণাম তাঁহার দূরদৃষ্টির অগোচর ছিল না। দলে দলে জীলোক ভিক্ষুগণ হইয়া সজ্বে প্রবেশ করিতে লাগিল। কি কুমারী, কি সধবা, কি-বিধবা, কি সতী, কি কুলটা—সকলেই স্থান পাইল। খেয়ীগাখায় মুক্তা, সোহা, স্নজাতা, গুপ্তা, অনুপমা, রোহিণী, স্নমেধা প্রভৃতি কুলটার নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক রমণী যৌবনে কুলটাবৃত্তি করিয়া পরে পবিত্র ভিক্ষুজীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অর্দ্ধকাশী, অভয়মাতা, বিমলা ও অম্বপালীর নাম উল্লেখযোগ্য।

জীলোকের সজ্জাধিকারের ফল বিষয় হইল। ইহাদিগের মধ্যে সংসারতাপিত মুমুক্শুর একেবারে যে অভাব ছিল, তাহা নহে। তবে অনেক জীপুরুষই আন্দোলন বা হুজুগে পড়িয়া সংসার ত্যাগ করিতেন। এইরূপ কষ্টবৈরাগ্যে ইহারা সাময়িক বিতৃষ্ণার প্রভাবে সংসার ত্যাগ করিতেন, কালে আবার প্রলোভনে তাঁহারা ভোগসুখাদির দিকে আকৃষ্ট হইতেন, ফলে ব্যভিচারও ঘটত। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চুল্লবগ্গের দশম অধ্যায়ে (৯—২৭) এইরূপ কতকগুলি ভিক্ষুগণ কলঙ্কের কথাও বিবৃত আছে।

সজ্জের মধ্যেই যে নৈতিক অবনতি ঘটিল, তাহা নহে। সংসারের দুঃখবাদপ্রচারে ও অবাধভাবে সজ্বে যোগ দেওয়াতে এক উপায়ে আবার সমাজে কর্তব্যহীনতা ও ব্যভিচার আসিয়া পড়িল। অনেক পুরুষ নির্বাণলভের মোহে পড়িয়া যুবতী স্ত্রী, পুত্রকন্যা রাখিয়া সংসার ত্যাগ করিতেন। তাঁহাদের স্ত্রী ও পুত্রাদির ভরণপোষণ করার কথা মনে ভাবিতেন না। সম্বলহীন হইয়া ইহাদিগকে অন্তর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত এবং ইহার ফলে অনেকেই কুপথে ধাবিত হইত।

এই সকল কারণে সমাজে অনেক দুর্নীতি আসিয়া পড়িয়াছিল। খেয়ীগাখায় লিখিত ভিক্ষুগণদিগের আত্মজীবনী পাঠ করিলে আমরা এগুলির প্রভাব বুঝিতে পারি। এগুলির অনেক স্থলেই জীলোকের সংসারে অনাসক্তি, বিবাহে বিতৃষ্ণা ও গার্হস্থ্য কর্তব্যে বিবেচ্য দেখা যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে খেরীগাথায় কুমারী খেরীদিগের বিবরণ হইতেও ক্ষেমা, কালীসুন্দরী ও প্রভবার বৃত্তান্ত হইতে কুমারীদিগের বিবাহে বিতৃষ্ণা প্রতীয়মান হয়। অনেক খেরীর কাহিনীতেই জী-জীবনের ক্লেশ, অত্যাচার, সন্তানজননে দুঃখাদির কথা উল্লেখ আছে। কুশা গোকমীর ছায় অনেকই নারীজীবনের ক্লেশ ভাবিয়া সংসার ছাড়িতেন। খেরীগাথা গ্রন্থ প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। উহা প্রাচীন বৌদ্ধ খেরীদিগের দ্বারা রচিত। বর্তমান গ্রন্থ সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক বা কিছু পূর্বতম।

এই খেরীগাথা গ্রন্থে বহু ভিক্ষুণীর আত্মজীবনী আছে। সেগুলি এমনভাবে লিখিত যে,

ধর্মস্বত্বের বিবাহবিধি উহা হইতে তাঁহাদের মনের ভাবের অকপট বর্ণনা আমরা পাইতে পারি। এই সকল কারণেই উহা ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস

আলোচনায় আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, খেরীগাথা-পাঠে আমরা নিম্নলিখিত কয়টি জিনিস জানিতে পারি,—

১। জীলোকের বিবাহে বিতৃষ্ণা ও সংসারে অনাসক্তি।

২। জীপুরুষের সজ্জ্ব অবাধপ্রবেশের ফলে সামাজিক ব্যভিচার।

প্রথমটির উদাহরণস্বরূপ বহু কুমারী খেরীর কথা বলিয়াছি। কালীসুন্দরী, ক্ষেমা ও প্রভবার বৃত্তান্তে বিবাহের আপত্তির বিষয় দেখান হইয়াছে, খেরীর কথাও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই বিবাহ করিয়া পাছে সংসারে লিপ্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় কুমারী অবস্থায় সজ্জ্ব প্রবেশ করেন। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ব্যভিচারের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋষদাসী নাম্নী খেরীর আত্মজীবনী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পিতা তাঁহার তিন তিন বার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিন বারই যথাসক্তি স্বামিসেবা সত্ত্বেও তিনি পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। দুইটি পতি সংসার ছাড়িয়া সজ্জ্ব যোগ দেন এবং মনের দ্বিকারে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

ব্যভিচারের আর একটি আজ্ঞাতমান দৃষ্টান্ত উপলব্ধমানাম্নী খেরীর আত্মজীবনী হইতে পাওয়া যায়। যৌবনে বিবাহের অব্যবহিত পরেই একটি মাত্র কন্যা সন্তান জন্মিবার পরে স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন; তিনি কন্যাটি লইয়া গৃহে থাকেন। কন্যাটিও বয়ঃস্থা হইয়া কিশোরী অবস্থায় সজ্জ্ব প্রবেশার্থ গৃহত্যাগ করে। কিছুদিন পরে, সংযম-সাধ

জীলোকের প্রব্রজ্যায় বাধা মিটিলে, নিজ জন্মদাতা পিতাকে পতিত্বে বরণ করিয়া, উভয়ে পিতা ও

কন্যা স্বামী জ্ঞে-রূপে গৃহে ফিরিয়া আসেন। তখন নিজ পতিকে কন্যার স্বামী হইতে দেখিয়া উপলব্ধা সংসারের প্রতি ঘৃণায় ও মনের ক্ষোভে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

উভো মাতা চ ধীতা চ ময়ং আশ্রয়ং সপত্তিমো।

তস্মা মে অহু সখ্যেণো অবভূতো লোমহংসনো ॥—খেরীগাথা। ১১। ৬৪॥

এইরূপ ব্যভিচার যে কত ঘটয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, এই সকল ব্যভিচারের ফলেই সমাজে কঠোর নীতির প্রাচুর্য্যবশটে এবং ফলে কন্যার অল্পবয়সে বিবাহ দিবার প্রথা

প্রচলিত হয় এবং পিতার ও কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রাধান্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ধর্ম-স্বত্ব-গুলিতেই এইগুলির প্রথম প্রভাব দেখা যায়।

বশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রকার বলেন,—

পিতুঃ প্রমাদাত্ৰ যদীহ কন্যা

বয়ঃপ্রমাণং সমতীত্য দীয়তে ।

সাহস্টি দাতারমুদীক্ষ্যমানা

কালান্তিরিক্তা গুরুদক্ষিণেব ॥

প্রযচ্ছেয়থিকাং কন্যাং ঋতুকালভয়াৎ পিতা ।

ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি ॥

যাবন্তঃ কন্যাসুতবঃ স্পৃশন্তি

তুল্যৈঃ সাকাম্যভিষাচ্যমানাং ।

অণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং

মাতাপিতৃভ্যাম্ ইতি ধর্মবাদঃ ॥

এই শ্লোকগুলিতেই সামাজিক মনোভাব কতকটা পরিষ্কৃত হইতেছে। তবে তখনও ঘোর কঠোরতা সমাজে প্রবেশ করে নাই—তখনও অষ্টবর্ষবয়স্কা গৌরী-
দানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় নাই; বিবাহবিষয়ে কন্যা তখনও
ক্রীড়নক হয় নাই। তখনও সমাজ কন্যার স্বথকে উপেক্ষা করিয়া

ধর্ম রক্ষা করিতে শিখে নাই।

ধর্মশাস্ত্রকারেরা সকলেই অষ্ট প্রকার বিবাহ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য—এই চারটিকে অদ্বৈতের চক্ষে দেখিয়াছেন; পৈশাচ, আসুর, রাক্ষস ও গান্ধর্ব,—এই কন্যটিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। তথাপি গান্ধর্ব বিবাহ ধর্মস্বত্বকারদিগের চক্ষে বিশেষ অনাদরের ছিল না। কন্যা নিজের মনের মত বর বাছিয়া বিবাহ করিবে, উহাতে তখনও তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি দাঁড়ায় নাই।

বৌধায়ন স্পষ্টই বলেন,—গান্ধর্বমপ্যেক প্রশংসন্তি সর্বেষাং স্নেহানুগতত্বাৎ । ১।১১।২০

তাঁহার বিবেচনায় পরম্পরের স্নেহসম্বন্ধের নিবন্ধ থাকায় (তত্র স্নেহো মনশ্চক্ষুষো নিবন্ধঃ) গান্ধর্ব বিবাহ প্রশংসার্হ। টীকাকার আপত্ত্যবচন উদ্ধার করিয়া তাঁহারও এ বিষয়ে সহানুভূতি দেখাইতেছেন। যথা,—

“যন্তাং মনশ্চক্ষুষোনিবন্ধস্তান্মুদ্বিঃনেতরং আদ্রিয়েত ।”

বশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রকারেরও মত এইরূপ; তিনি বলেন,—

কুমার্য্যতুমতী ত্রীণি বর্ষাণি উপাসীত ।

ত্রিতো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেত্তুল্যম্ ॥

অর্থশাস্ত্রে কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। তবে “ষাৎষাৎ বর্ষা ত্রী প্রাপ্ত-

ব্যবহার্য ভবতি”।—এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসরের সময়েই কন্যাসম্প্রদান ব্যবস্থা ছিল। এই বয়সের মধ্যে বিবাহ না দিলে, পিতার দণ্ডাদির ব্যবস্থা ছিল না। তবে ঋতুমতী হইলে পর কন্যা স্ব-ইচ্ছায় কাহাকেও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে, ঐ ব্যক্তি কন্যাদুষণের অপরাধে অপরাধী হইতেন না।

কৌটিল্য বলেন,—

সপ্তার্দ্বপ্রজাতাং পরাগাম্ উরুম্ অলভমানাং প্রকৃত্য প্রাকামী শ্রাৎ । ন চ পিতুরপহীনং দদ্যাৎ । ঋতুপ্রতিরোধিভিঃ স্বাম্যাদপক্রামতি ।

ত্রিবর্ষপ্রজাতার্দ্ববায়ান্তলো গন্তমদোষঃ । ততঃ পরমতুল্যোহপ্যনলজ্জতায়াঃ । ২৩১ পৃ° ।

ইহা হইতেই তাৎকালিক সমাজবিধি বোধগম্য হয়। পরবর্তী যুগের মনুও বিবাহের বয়সের দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিশ বৎসরের পূর্বের সহিত দ্বাদশবর্ষা জ্যেষ্ঠ বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। (“ত্রিশ-বর্ষোদ্যৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্”)। পরবর্তী স্মৃতিকারেণা কন্যার বিবাহের বয়স আরও কমিয়া অষ্টমবর্ষ কালকে মুখ্যকাল নির্দেশ করিয়াছেন।

কন্যার অল্প বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা একদিনে প্রচলিত বা উহা সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই।

বিবাহের পর দাম্পত্যজীবনের অনেক কথাই পূর্বে বলিয়াছি। জ্যেষ্ঠ উপর স্বামীর কর্তৃত্ব বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে উহাতে বুঝা যায় যে, মৌর্য ও তৎপূর্ব যুগে জ্যেষ্ঠ একেবারে স্বামীর দাসীরূপে পরিণত হন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠতা তাঁহার নিজের সম্পত্তিই ছিল। তাহাতে স্বামীর হস্তক্ষেপ করিবার (অবশ্য সাংসারিক বিপদ বা অন্ত্রব্য ব্যতীত) কোন অধিকারই ছিল না। অর্থশাস্ত্রের যুগের বিধিগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, স্বামীর কর্তৃত্ব অত্যন্ত বিষয়ে ক্রমে দৃঢ় হইতেছিল। অপরাধে স্বামী কায়িক দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিতেন। তবে অতিরিক্ত প্রয়োগে দণ্ডাই হইতেন। স্বামী ইচ্ছামত পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কারণ দর্শাইতে হইত এবং জ্যেষ্ঠ অল্পমতি গ্রহণ করিতে ও উহাকে অর্থ দিয়া তুষ্ট করিতে হইত।

স্বামী ও জ্যেষ্ঠ দাম্পত্যজীবন কলহের বা কষ্টের কারণ হইলে উহারও প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল। অর্থশাস্ত্রে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা (separation বা divorce) দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রকারের মতে চারিটা ধর্ম্ম বিবাহের (অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য) বন্ধনমোক্ষের ব্যবস্থা ছিল না। (অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম্)। অত্র বিবাহস্থলে যেগুলি প্রধানতঃ বৈশ্ব ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলিতে উভয়ে উভয়ের বিচ্ছেদ হইলে বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইত—অমোক্ষ্য। ভর্তৃরুকামস্ত দ্বিতী ভাৰ্য্যা—ভাৰ্য্যায়ান্শ ভর্তা, পরম্পরং দেবান্মোক্ষঃ।

এইরূপ মোক্ষের স্থলে যদি স্বামিপক্ষ উদ্যোগী হইয়া বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতেন, তিনি গৃহীত-শুক প্রত্যাখ্যান করিতেন। জ্যেষ্ঠ মোক্ষের প্রার্থী হইলে শুক কিরিয়া পাইতেন না।

“পুরুষবিপ্রঃ পারাধা জ্যেষ্ঠ চৈব মোক্ষমিচ্ছেৎ নষ্টেন যথাগৃহীতং দদ্যাৎ ॥”—কৌ° ১৫৫ পৃ° ।

ধেত্রীগাথায় ভবীদানীর ভীষনীতেও স্বামীর প্রবল্যাগ্রহণের জন্য উহাঁর ছইবার বিবাহের কথা

পাওয়া যায়। পুনর্বিবাহিতার গুরুসম্বন্ধীয় ব্যবহারও কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়।
এতদ্ভাষীত ইতিহাসে আর অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া হুঁকর।

পরবর্তী যুগের ধর্মশাস্ত্রে জীলোকের পুনর্বিবাহের কথাই উল্লেখ আছে। তবে বিবাহবিচ্ছেদাদির কথা নাই। মনুস্মৃতিতে বা বিশিষ্ট স্মৃতিতে বালবিধবার পুনর্বিবাহের কথা আছে। যথা,—
বিশিষ্ট বলেন,—

পানিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মঙ্গসংস্কৃতা।

স। চৈদম্বতযোনিঃ স্ত্রাং পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ১৭। ৭৪।

মহুও ঐরূপ বালবিধবাক্ষর পুনঃসংস্কারের কথা বলিয়াছেন; পরাশরাদি অন্ত সকল ধর্মশাস্ত্র-
কারেরও ঐরূপ মত,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপংসু নারীণাং পতিরন্তো বিধীয়তে ॥

এইরূপ পুনঃসংস্কারের নিষেধবিধি কোন ধর্মশাস্ত্রে নাই। তবে পরবর্তী যুগের পুরাণাদির মধ্যে নিষেধবিধি পাওয়া যায়। সমাজেও উক্ত মত গৃহীত হয়। বর্তমানে সামাজিক আচার জীলোকের পুনর্বিবাহের বিরোধী। জীলোকের পুনর্বিবাহাদির ফলে সমাজে ব্যক্তিচারাদি ঘটবার ভয়েই সমাজে ঐরূপ মত একরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় প্রবর্তিত রাজবিধিতেও উহার কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে নাই।^১

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১। জীলোককে ত্রৈজ্যার লইয়া ও জীর ভরণপোষণের অপ্রতিবিধান না করিয়া সংসার ত্যাগ—এই উভয়ের সম্বন্ধে রাজকীয় নিষেধের কথা পূর্বে বলিয়াছি।

বাঙ্গলা ভাষায় কৰ্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া*

[১] বাঙ্গলা ভাষায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কৰ্ম-বাচ্য।

§ ১। ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি আৰ্যভাষায় খুব সম্ভব কৰ্ম- ও ভাব-বাচ্যের অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু-ইরানীয় যুগে, অর্থাৎ বৈদিক যুগের পূর্ব অবস্থায়, ক্রিয়ার আত্মনেপদ-রূপ হইতে কৰ্ম-বাচ্যের উৎপত্তি হয়। এই কৰ্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট-রূপ বৈদিকে (বর্তমানকালে) লট্, লোট্, লঙ্, লিঙ্, ও লেট্-এ, ও সংস্কৃতে কেবলমাত্র ‘লট্’-এ, এবং ‘লুঙ্’ প্রথম পুরুষ এক বচনে ও ‘-মান্’-প্রত্যয়-সিদ্ধ অসমাপিকা নাম-ক্রিয়ায় মিলে। বৈদিকে ও সংস্কৃতে অন্ত সমস্ত তিঙস্ত-রূপে আত্মনেপদ-দ্বারাই কৰ্ম-বাচ্যের কাজ চলিত। কৰ্ম-বাচ্যের বিশেষ চিহ্ন হইতেছে ‘-ন্-’ প্রত্যয়। এই ‘-ন্-’ প্রত্যয় উদাত্ত উচ্চারিত হইত; ধাতুতে এই প্রত্যয় জুড়িয়া, তৎপরে ইহাতে পুরুষ- ও বচন-দ্ব্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত করা হইত। যেমন—

√ ‘কৃ’ পরস্মৈপদী লট্—‘করোতি, করোষি, করোমি’।

আত্মনেপদী—‘কুরুতে, কুরুষে, কুরে’।

{ কৰ্ম-বাচ্য লট্,—‘ক্রিয়তে, ক্রিয়সে, ক্রিয়ে’।
কৰ্ম-বাচ্য লুঙ্ প্রথম পুরুষ এক-বচনে—‘অকারি’।
নাম-ক্রিয়া বা বিশেষণ-ক্রিয়া (কৃদন্ত)—‘ক্রিয়মাণ’।

[এতদ্বিন্ন বৈদিক রূপ—লেট্—‘ক্রিষে’ (উত্তম পুরুষ), ‘ক্রিয়াতে, ক্রিয়াতৈ’ (প্রথম পুরুষ)।

লিঙ্—‘ক্রিয়েষ, ক্রিয়েষ, ক্রিয়েতাম্’।

লঙ্—‘অক্রিয়ে’ ইত্যাদি।

লেট্—‘ক্রিয়ন্ত’ ইত্যাদি।]

§ ২। ভারতে আৰ্যভাষার ইতিহাসের প্রথম যুগে, অর্থাৎ বৈদিক বা সংস্কৃত যুগে, উপযুক্ত কৰ্ম-বাচ্যীয় প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া-পদের ব্যবহার সাধারণ ছিল। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ প্রাকৃত-যুগে, লুঙের লোপ-সাধন হয়; লট্-এর প্রয়োগ অব্যাহত থাকে, এবং কৰ্ম-বাচ্যে লট্, ও বিশেষণ-ক্রিয়া, এই দুই প্রকারের ক্রিয়া-পদে প্রত্যয়-সিদ্ধ কৰ্ম-বাচ্য নিজ স্থান অটুট রাখিতে সক্ষম হয়। প্রাকৃত-যুগে আত্মনেপদী রূপের (তিঙ্-এর) লোপ ঘটে। সংস্কৃতির ‘ক্রিয়তে’ পদ, প্রাকৃতে ‘করিয়তি, করী-য়তি করিয়াতি; করিয়দি, করীয়াদি, করিজ্জদি; করীঅই, করিয়অই, করিজ্জই’—এই প্রকার রূপ ধারণ করে; এই রূপগুলির মধ্যে ‘-তি’-প্রত্যয়ান্ত রূপগুলি প্রাচীন প্রাকৃতির (অশোক অনুশাসনের ও পালির যুগের প্রাকৃতির), ‘-দি-’ ও ‘-ই-’ প্রত্যয়ান্ত পদগুলি মধ্য ও অন্ত্য যুগের প্রাকৃতির (সংস্কৃত মাট্রকের প্রাকৃতির, ও অপভ্রংশের)। সংস্কৃতির কৰ্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট প্রত্যয় ‘-ন্-’, প্রাকৃতে ‘-ইঅ-’ বা ‘-জ্জঅ-’ অথবা ‘-ইজ্জ-’ রূপ প্রাপ্ত হয়, দেখা যাইতেছে। তদ্বিন্ন, সংস্কৃতে যেখানে ‘-ন্-’ পূর্ব-গামী ব্যঞ্জননের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, প্রাকৃতে সেখানে সংস্কৃতির বিকৃত রূপই

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ (নৈহাটী) অধিবেশনে গঠিত।

দৃষ্ট হয়; যেমন ‘দৃশ্-য়-তে, দৃশ্যতে’=প্রাকৃতে ‘দিশ্শতি, দিস্শতি; দিশ্শদি, দিস্শদি; দিস্শই, দিশ্শই’। সংস্কৃতের অল্পসংখ্যে, প্রাকৃতে আবার অকৰ্মক-ধাতুতে কৰ্ম-বাচ্যের প্রসার ঘটে; যেমন ‘ভবীঅতি, হবীঅদি’=‘ভবতে’, সংস্কৃত ‘ভূয়তে’।

§ ৩। ভারতে আৰ্যভাষায় প্রগতির তৃতীয় স্তর হইতেছে হিন্দী আওধী বাঙ্গলা মারহাট্টী সিন্ধী রাজস্থানী পাঞ্জাবী প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলি। এই-সকল আধুনিক ভাষাতে কৰ্ম-বাচ্য কি উপায়ে দ্যোতিত হইয়া থাকে? এ ক্ষেত্রে দুই প্রকার পদ্ধতির প্রয়োগ পাওয়া যায়।

এক প্রকার পদ্ধতি হইতেছে বাক্য-বিভাসাম্বক; ইহাতে অল্প কোনও ধাতুর সাহায্য লইয়া, বাক্যটিকে কেন্দ্রীয়া, কৰ্ম-বাচ্যের দ্যোতনা হয়; যেমন, সংস্কৃতের প্রত্যয়-সিদ্ধ এক-পদাম্বক কৰ্ম-বাচ্যীয় রূপ ‘ক্রিয়তে’-র স্থলে, বাঙ্গলার বা হিন্দীর বহু-পদ-সিদ্ধ বাক্য-বিভাস-ময় কৰ্ম-বাচ্যীয় বাক্য, ‘ইহা করা যায়, ইহা করা হয়’, বা ‘যহ্ কিয়া জায়, যহ কিয়া জাতা হৈ’। এই বাক্য-বিভাসাম্বক কৰ্ম-বাচ্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে (§ ১৮ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে আৰ্যভাষার প্রাচীন পদ্ধতি—প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বৈদিক বা সংস্কৃতের যুগের কথিত ভাষা হইতে উত্তরাধিকার-স্বত্রে লব্ধ, প্রত্যয়-নিম্পন্ন পদ্ধতি। প্রাকৃতের ‘-ইঅ-, -ঈঅ-’ বা ‘-ইজ্জ-, -ঈজ্জ-’, আধুনিক-যুগের আৰ্যভাষা-গুলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সকল আৰ্যভাষায় ইহা রক্ষিত হইতে পারে নাই। বাক্য-বিভাসাম্বক পদ্ধতির উদ্ভব হওয়ায়, কতকগুলি আৰ্যভাষায় ইহাদের প্রয়োগ দ্রুত সংকুচিত হইয়া পড়ে।

ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে আধুনিক আৰ্যভাষাগুলিকে পাঁচটা ভাগে ফেলা যাইতে পারে; পশ্চিমা ভাষা—পূর্বা- ও পশ্চিমা-পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজস্থানী-গুজরাটী; দখিণা—মারহাট্টী; মধ্য-দেশীয়—পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দী, উর্দু বা হিন্দুস্থানী; ব্রজভাষা, প্রভৃতি); পূর্বা—পূর্বা-হিন্দী (আওধী, বাঘেলী, ছত্রিশ-গড়ী), তথা ভোজপুরিয়া, মৈথিলী, মগহী, ও বাঙ্গলা-আসামী এবং উড়িয়া; এবং উত্তরীয়া বা পাহাড়ী ভাষা—পাঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলের ভাষা-সমূহ, কুমায়ূনী ও গাড়োয়ালী (গড়ওয়ালী), এবং নেপালী বা থমুকুরা। এই-সকল আধুনিক আৰ্যভাষার মধ্যে, পশ্চিমা ও উত্তরীয়া ভাষাগুলিতে প্রত্যয়-নিম্পন্ন কৰ্ম-বাচ্য এখনও পুরা ভাৱে বর্তমান; কিন্তু মধ্য-দেশীয়, পূর্বা, ও দখিণা ভাষাগুলিতে, হয় ইহার একেবারে লোপ ঘটিয়াছে, নয় ইহা লোপোন্মুখ হইয়া, অপ্রচলিত ও সাধারণ্যে অজ্ঞাত-প্রকৃতিক হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, পশ্চিমা-পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও রাজস্থানীতে, ‘-ই-, -ঈ-’ বা ‘-ইজ্-, -ঈজ্-’ প্রত্যয়ের যোগে কৰ্ম-বাচ্য সংগঠিত হয়; যথা: পাঞ্জাবী ‘মার্দা’=মারস্ত, মারয়ন, প্রহার করিতে করিতে: ‘মারিন্দা’=ত্রিয়মাণ, প্রহৃত হইতে হইতে; ‘চাহ্দা’=চাহস্ত, প্রার্থয়ন: ‘চাহিন্দা’=প্রার্থ্যমান (বাঙ্গলায় এই পাঞ্জাবী শব্দ, ইংরেজী demand অর্থে বহুশ: প্রযুক্ত হয়); ‘পঢ়ে’=পঠতি, পড়ে: ‘পঢ়াএ’=পঠাতে, পঠিত হয়; সিন্ধী ‘করীজ্জে, পঢ়াজ্জে’=কৃত হয়, পঠিত হয়; মাড়োয়ালী (মারহাড়া) ‘করণে’=করণ, ‘করীজণে’=কৃত হওন; নেপালী ‘গরু-লা (গরু-উ-লা)’=আমি করিব, ‘গরীউ-লা (গরু-ঈ-উ-লা)’=অন্যকে করা হইবে। পশ্চিমা ভাষাগুলির মধ্যে, এক-মাত্র আধুনিক গুজরাটীতে বা এই প্রত্যয়-নিম্পন্ন কৰ্ম-বাচ্যের

প্রয়োগ সংকুচিত হইয়াছে ; কেবল উত্তম পুরুষে বর্তমানের বহু-বচনে এই ভাষায় ‘-ঈ’-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়া দৃষ্ট হয় ; যেমন—‘হঁ করু’=অহং করোমি, আমি করি : ‘অমে করীএ’=আমরা করি,—এখানে ‘ব্রহ্মং কুর্মাঃ’ ইহার বিকার না হইয়া, হইয়াছে, ‘অস্মাভিঃ ক্রিয়তে’-বাক্যের, ‘ক্রিয়তে=করিঅই=করীএ’^১ ; আধুনিক গুজরাটীতে অন্ততঃ আ-কারান্ত শিষ্ট ক্রিয়াকেই কৰ্ম-বাচ্যে ব্যবহার করা হয় (§ ২৯ দ্রষ্টব্য)।

§ ৪। দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমা ভাষাগুলি প্রাচীন ভারতীয় মূল আৰ্য্য-ভাষা হইতে লব্ধ প্রত্যয়-সিদ্ধ কৰ্ম-বাচ্যের সংরক্ষণ বিষয়ে রক্ষণ-শীল। মধ্য-দেশীয় ভাষায় (হিন্দীতে) সাধারণতঃ প্রত্যয়-সিদ্ধ কৰ্ম-বাচ্যের পদের আর বহুল প্রয়োগ নাই ; কিন্তু ইহার পুরা লোপ এখনও ঘটে নাই, ইহা কতিং দৃষ্টও হয়। যেমন, ব্রজভাষা ‘মারৈ’=মারে, মারয়তি, ‘মারিরৈ’=মৃত বা প্রকৃত হয়, স্রিয়তে। পূর্বী ভাষাগুলির মধ্যে অতীতম আওধীতেও কতিং এই কৰ্ম-বাচ্যে মিলে ; কিন্তু আজকালকার ভাষায় নয়, তুলসীদাসের প্রাচীন ভাষায় ; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও তেজস্বিতোরি মহাশয়-দ্বয় এইরূপ প্রয়োগ দেখাইয়াছেন^২।

আধুনিক হিন্দী বা হিন্দুস্থানীতে যে সম্বন্ধে অনুজ্ঞার প্রয়োগ আছে—যেমন ‘কৌজিএ’ বা ‘করিয়ে’, তাহা, খুব সম্ভব, প্রাচীন প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কৰ্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত ; অন্ততঃ পক্ষে, ইহা প্রাচীন বিধিলিঙের উপর কৰ্ম-বাচ্যের প্রভাবের ফলে সৃষ্ট পদ^৩।

হিন্দীর ‘কপড়া চাহিয়ে’=বাল্লা ‘কপড় চাই,’ এই বাক্য-দ্বয়ে ‘চাহিয়ে’ বা ‘চাই’ শব্দ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কৰ্ম-বাচ্যের ক্রিয়া ; ‘চাই’=‘চাহিয়ে’=প্রাকৃতে * চাহিঅই, চাহিয়দি’ ; ‘চাহ্’ ধাতুর সংস্কৃত রূপ মিলে না ; মিলিলে, সংস্কৃত-রূপ * চহতে’ বা * চঘ্যতে’ এই প্রকার হইত। বাল্লার ‘কি চাই’-এর সঙ্গে, ‘কি চাও’ এই বাক্যের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ‘কি চাই’=কিং প্রার্থতে, ও ‘কি চাও’=কিং প্রার্থয়ধে ; ‘তোমার আসা চাই’=তব আগমনং প্রার্থতে। আধুনিক হিন্দীতে ‘-ই-, -ঈ-, -ইজ-, -ঈজ-’ যুক্ত কৰ্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুপ্ত-প্রায় হইলেও, প্রাচীন হিন্দীতে ইহার প্রয়োগ বিশেষ প্রবল ছিল। ‘প্রাকৃত-পৈতল’ পুস্তকে যে-সকল কবিতার সংগ্রহ আছে, সেগুলির অধিকাংশের ভাষাকে এক রকম প্রাচীনতম যুগের হিন্দী (পশ্চিমা হিন্দী) বলা যাইতে পারে ; এই ভাষায় প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কৰ্ম-বাচ্য বিশেষ-ভাবে বর্তমান। রাজস্থানীর সঙ্গে তুলনা করিলে, আধুনিক হিন্দীতে এই কৰ্ম-বাচ্যের লোপ একটু

১। L. P. Tessitori - Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, §136, (Indian Antiquary, 1915) দ্রষ্টব্য। R. L. Turner কিন্তু Journal of the Royal Asiatic Society, 1916, p. 227তে গুজরাটীর ‘করীএ’ প্রভৃতি বহু-বচন ক্রিয়া-পদের অন্ত-রূপ ব্যাখ্যার প্রয়াসী হইয়াছেন : কুর্মঃ=করিমো=করিমু=করী=করী + প্রথম পুরুষ বহু-বচনের ‘এ’-প্রত্যয়=করীএ।

২। Wilson Philological Lectures (1877), Bombay, 1914, p. 227 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, p. 901 ff.

৩। এ-পক্ষে দ্রষ্টব্য—A.R. Hoernle—Comparative Grammar of the Gaudian Languages, §§ 480, 481, 499.

বিশেষ করিয়াই দৃষ্টিতে লাগে। পুরাতন মারহাটীতে ‘ইজ’ কথ-বাচ্য প্রচলিত ছিল। আধুনিক মারহাটীতে ইহা অপ্ৰচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

§ ৫। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের^২ বাঙ্গলা, ও মাগধী-প্রাকৃত-সমুহ, বাঙ্গলার ভগিনী-স্থানীয় অস্ত্রান্ত্র আৰ্য্য ভাষার, প্রত্যয়-সিদ্ধ কথ-বাচ্য কত-দূর রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। বাঙ্গলা ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্বেকার যুগের বাঙ্গলা ভাষা বা সাহিত্য আলোচনা করিবার কোন উপকরণই আমাদের হাতে ছিল না। কিন্তু ঐ সালে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক দুই-খানি বই প্রকাশিত হয়; ঐ দুই বইয়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্গলার আলোচনার জন্য কতকগুলি অতি মূল্যবান বস্তু বা উপকরণ বাঙ্গলা ভাষাভূশীণ-কারীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বই দুইখানি হইতেছে, [১] মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা’; এবং [২] শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদলভ মহাশয় কর্তৃক অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য।

§ ৬। শাস্ত্রী মহাশয়ের ‘বৌদ্ধ গান ও দোহা’তে নেপাল হইতে প্রাপ্ত এই কয়-খানি প্রাচীন পুথী প্রকাশিত হইয়াছে : [ক] ‘চর্য্যচর্য্য-বিশিষ্ট’; বৌদ্ধ সহজিয়া মতের কতকগুলি ‘চর্য্যাপদ’ বা গান; পুথীতে ৫০টি গান ছিল, কিন্তু কতকগুলি পাতা খণ্ডিত বলিয়া আমরা ৪৭টি মাত্র গান পাইয়াছি। এই গানগুলি প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত; এবং এই ভাষাই হইতেছে প্রাচীনতম যুগের বাঙ্গলা, বা বাঙ্গলার প্রাচীনতম নিদর্শন। গানগুলির উপর একটা সংস্কৃত টীকা আছে। [খ] ও [গ] সরহ বা সরোজ-বজ্রের এবং কাহ্ন বা কৃষ্ণ-পাদের ‘দোহাকোষ’; এই দুইখানি দোহা-কোষে কোনও প্রাকৃত-জ ভাষায় কতকগুলি গান ও দোহা আছে; ইহাদের সংস্কৃত টীকাও আছে। গান ও দোহাগুলির বিষয়, চর্য্যাপদগুলিরই মত, সহজিয়া বৌদ্ধ মতের সাধনার বিষয়। এই দুই দোহা-কোষের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকার পশ্চিমা অপভ্রংশ; এবং এই ভাষা বাঙ্গলা নহে। [ঘ] ‘ডাকার্ণব’ বা ‘মহাযোগিনী-তন্ত্ররাজ্য’; এই বইখানি খণ্ডিত, ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক ও একটা প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত বহু বাক্য আছে; সংস্কৃত ছায়া বা টীকা না থাকায়, এই প্রাকৃত-জ ভাষা দুর্য্যোগ হইয়া আছে; ইহাও মূলে কোনও পশ্চিমা অপভ্রংশ, বাঙ্গলা নহে।

১। ভাণ্ডারকর-কৃত Wilson Philological Lectures, pp. 226-227.

২। আলোচনার সুবিধার জন্য বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসকে তিন যুগে বিভক্ত করা বাইতে পারে : [১] প্রাচীন যুগ : বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি (অর্থাৎ বাঙ্গলার বিশেষ রূপের বিকাশ ও ইহার স্ব-স্থানীয় অস্ত্র ভাষা হইতে পার্শ্ব-ভাষা) হইতে তাহার সাধারণ-রূপ-ধারণ পর্য্যন্ত; খ্রীষ্টাব্দ ১০০ বা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; [২] মধ্য যুগ : যে যুগে বাঙ্গলা ভাষা দাঁড়াইয়া যায়, ও উচ্চারণ- ও ব্যাকরণ-গত কতকগুলি নূতন রীতি ইহাতে আসিয়া পড়ে : খ্রীষ্টাব্দ ১২০০ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত; এই ৬ শত বৎসরকে আবার সন্ধি-কালীয় (Transitional), আদিম, মধ্য ও অন্ত্য, এই চারি ভাগে ভাগ করা বাইতে পারে। (১২০০-১৩০০; ১৩০০-১৫০০; ১৫০০-১৭০০; ১৭০০-১৮০০) [৩] আধুনিক যুগ—১৮০০র পরে। (এই যুগ-বিভাগ কিঞ্চিৎ আলোচনা- ও বিচার-সাপেক্ষ; এক্ষণে তাহার অবতারণা সম্ভবপর নহে।)

চর্যাগুলির ভাষাই প্রাচীন বাক্সলা; শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা ১০ম-১১শ শতকের ভাষা; আমার ধারণা, ইহাকে ১০ম হইতে ১৩শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত সময়ের প্রাচীন বাক্সলা ভাষার নমুনা হিসাবে নিঃসঙ্কেতে গ্রহণ করা যাইতে পারে।^১। দোহাকোব-ব্বয়ের ভাষা পশ্চিমা অপভ্রংশ, চর্যাপদের ভাষা হইতে কিছু প্রাচীন; খ্রীষ্টীয় ২-১০ শতকের যুগে এই প্রকারের ভাষা মধ্য-দেশে ও রাজস্থান এবং গুজরাট অঞ্চলে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। আধুনিক পশ্চিমা-হিন্দী, রাজস্থানী ও গুজরাটী, এই শৌরসেনী অপভ্রংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত, এবং পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা প্রভৃতি) এই শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত। এই পশ্চিমা অপভ্রংশ সেই যুগের হিন্দীর মত ছিল। পূর্ব-ভারতে কথাবার্ত্তার ব্যবহৃত না হইলেও, সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মত ইহা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত।

১। চর্যাপদের ভাষা বাক্সলা কি না, এ-সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম আলোচনা-কারীদের মধ্যে এক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ছাড়া আর কেহ শাস্ত্রী মহাশয়ের ‘বৌদ্ধ গান ও মোহা’র চারিখানি বইয়ে যে একাধিক ভাষা বিদ্যমান আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। চর্যাপদের ৪৭টী গান আমরা পুথীতে যে আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে মূল্যের উপর বখেট অত্যাচার করা হইয়াছে; পুথী লেখা হইয়াছিল নেপালে; নকলকার যে বাক্সলা বা গানের ভাষা জানিতেন না, তাহা বেশ বুঝা যায়; মূল্যের পাঠ যে বহু-মূল্যে লিপিকর-প্রমাদ-প্রসূত, তাহা টীকার প্রদত্ত পাঠ দেখিলেই বরা যায়। কিন্তু গানগুলির ভাবাতে যে বিশিষ্টরূপে বাক্সলার ছাঁচ বিদ্যমান, তাহা দেখিতে বিলম্ব হয় না। গানের ভাষার ব্যাকরণে এই করণী প্রধান। বাক্সলা ভাব : কর্তৃকারকে ও করণে ‘এ, এ’ প্রত্যয়; সম্প্রদানে ‘রে’; অবিকরণে—‘এ, ত, তে, তে’; সম্বন্ধ-কারকে ‘র, এর’; ক্রিয়াপদে অতীতে ‘ইল’, ভবিষ্যতে ‘ইব’ (বিহারীর মত ‘অল’ ‘অব’ বহু—তবে ‘অব’ দুই এক আদ্যপায় পাওয়া গিয়াছে); অসমাপিকা ক্রিয়া—‘ইআ’ ‘ই’; কার্যান্তর-সাপেক্ষ অসমাপিকা ক্রিয়ায়—‘ইলো’; এবং ‘অন-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-নামের বাহুল্য লক্ষণীয়। এইগুলি হইতেছে বাক্সলার বিশেষ রূপ। এতদতির এই ভাষার ব্যাকরণ-বর্ত্তিত এমন অনেক বিষয় আছে, বাহা সহজেই মধ্য যুগের বাক্সলার ও আধুনিক প্রাদেশিক বাক্সলার সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় গানগুলিতে ব্যবহৃত শব্দ-সমষ্টির বাক্সলা প্রকৃতি দেখাইয়াছেন। ইহার কতকগুলি বাক্য-রীতি বিশেষ-ভাবে বাক্সলা; এবং গানের অনেক পদের বা কবির ছায়া মধ্য যুগের বাক্সলা সাহিত্যে বিদ্যমান; একটী দৃষ্টান্ত : ৩ সংখ্যক চর্যাপদে :—‘অপণা নাংসে’ হরিণা বৈরী’ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, ৭৮ পৃষ্ঠার, ‘চারি পাস চাহৌ যেন বনের হরিণী ল নিজ নাসে অগতের বৈরী’; ৮৮ পৃষ্ঠার ‘আপনার নাসে হরিণী অগতের বৈরী।’ কবিকল্পে, ‘হরিণ অগত-বৈরী আপনার নাংসে’ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৫৩)।

চর্যার গানে যে সকল ছবি আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করে, সেগুলি বাক্সলা-দেশের; নৌকা, গুণ-টাকা, নদী লইয়া এত উপমা ভেদ বাক্সলা-দেশের বাহিরে পাওয়া যায় না। ইহাতে বহু অর্থব্যব পূর্ব-বাক্সলার কথা আছে। সহজিয়া ধর্ম, ও সহজিয়া চরের গান রচনা করা ধারাবাহিক-রূপে বাক্সলা-দেশেই প্রচলিত; বৈষ্ণব-পরাবালী, বেহু-ভবের গান, বাউলের গান, ভাষা-সঙ্গীত, এ-সবের আদিতে এই চর্যাপদ ও ভজাতীর গান। বাক্সলা-ভাষী জাতির জাতীয়জ্ঞার উদ্বেগ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে; তাহার আগে বাক্সলা-ভাষা গড়িয়া উঠে নাই; তাই বাক্সলা-দেশের লোকে তখনকার যুগের একটা-বড় সাহিত্যের ভাষা, পশ্চিমা অপভ্রংশ, ব্যবহার করিত; এবং লুই, কান্দ, ভুহু প্রভৃতি বাক্সলার লিখিতে আরম্ভ করিলেও এই পশ্চিমা অপভ্রংশের রেওয়াজ অব্যাহত হয় নাই। কান্দ, সহজ প্রভৃতি ইহারা নিজ মাছু-ভাষা বাক্সলার এবং পশ্চিমা অপভ্রংশে, এই দুইয়ের গান ও

§ ৭। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বাঙ্গলা ভাষার মধ্য যুগের প্রাচীনতম পুস্তক। চর্যাপদে বাঙ্গলা ভাষা তখনও তরল অবস্থায়, কিন্তু বাঙ্গলা মূর্তি ধরিয়াকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা একেবারে বিশিষ্ট, সুপরিজ্ঞাত বাঙ্গলা ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে। যে পুথিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা প্রাচীন-লিপিবৎ পণ্ডিতের অভিমত অনুসারে, খ্রীষ্টীয় ১৩৫০-১৪০০র মধ্যে লিখিত; পুথীখানি গ্রন্থকারের সমসাময়িক। সৌভাগ্য-ক্রমে, পুথীখানি প্রাচীন বলিয়াই আমরা ১৪শ শতকের বাঙ্গলার বিস্তৃত নিদর্শন পাইতে পারিয়াছি। অন্তর্গত, বাঙ্গলার অগ্রাঙ্গ প্রাচীন কবির ভাষার মত, পরবর্তী পুথী-পত্রম্পন্নায় পরিবর্তিত হইয়া আসিতে আসিতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীন ভাষা আধুনিক বাঙ্গলার রূপ ধরিয়া বসিত।

চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা—ইহাদের ছন্দঃ, বর্ণ-বিভাগ্য ও পদ-সাধন, সমস্তই ইহাদের প্রাচীনত্বের পরিপোষক। ইংরেজী ভাষার ইতিহাস আলোচনায়, লায়মন, ওরম্ ও চসারের ভাষার তথা আংগো-সাক্সনের যে স্থান, বাঙ্গলা-ভাষাহুশীলনে যথা-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও চর্যাপদের ভাষারও ঠিক সেই স্থান।

কবিতা রচিয়া গিয়াছেন; যেমন পরবর্ত্তি-যুগে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, নিজ মাতৃ-ভাষা মৈথিলে, ও পশ্চিমা অরহট্ট বা অপভ্রংশ ভাষায়ও লিখিয়াছেন। পশ্চিম ভাষার বহল প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বাঙ্গলাদেশে থাকায় বরন, চর্যাপদের বাঙ্গলার কতকগুলি পশ্চিমা জিয়া ও সর্ব্বনাশের রূপ আসিয়া গিয়াছে; যেমন—'কিউ' = কৃত, করিল, প্রাচীন বাঙ্গলা রূপ হইবে 'কৈল'; 'চলিউ' = বাঙ্গলা 'চলিল'; 'জো সো' = বাঙ্গলা 'জো নে'; 'তহ' = তন্ত, = বাঙ্গলা 'তা', বা 'তাহ-র' ইত্যাদি; ইহা খুবই সম্ভব যে, নেপালে বাঙ্গলা-ভাষার অনভিজ্ঞ নকল-নবীশের হাতে পড়িয়া গানগুলিতে বাঙ্গলা রূপের পরিবর্ত্তে পশ্চিমা অপভ্রংশের রূপ আসিয়া গিয়াছে। চর্যাপদের ভাষার পুথ্যপুথ্য আলোচনা করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, ইহা প্রাচীন বাঙ্গলা; চর্যাপ ভাষা 'প্রাকৃত' বা 'অপভ্রংশ' নহে, কারণ ইহাতে প্রাকৃতির ছই বাঙ্গলকে সংক্ষেপ করা হইয়াছে: যেমন—বন্ধ > বট > বাট; ধর্ম > ধন্ > ধাম; আয়াত + ইল + ক > আয়ির > আয়িল, আইল; শবিকা > সেজিল > সেজি; ইত্যাদি। এই লক্ষণ আধুনিক আৰ্য্য-ভাষার লক্ষণ। ইহা একটি মিশ্র বা 'বিচুড়ী' ভাষা নহে, কারণ (অপভ্রংশ-প্রভাবের ফলে আগত রূপগুলি ভিন্ন) ইহার সমস্ত রূপ বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস ধরিতা দেখিলে সহজেই ব্যাখ্যাত হয়।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় কেবল চর্যাপদের ভাষাকেই বাঙ্গলা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা, সন ১৩২৫, পৃষ্ঠা ২১)। আরমানির বোর্ন-বিষবিদ্যালয়ের লঙ্ক-প্রতিষ্ঠা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারমান য়াকোবি মহাশয় তৎসম্পাদিত 'সনৎকুমার-চরিত' নামক পশ্চিমা অপভ্রংশ কাব্যের ভূমিকায় চর্যাপদের ভাষা যে 'সিংস্বেহ-রূপে' বাঙ্গল, এ-বিষয়ে আমার সহিত এক-মত হইয়াছেন।

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সংশয়-প্রকাশ করিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা, ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)। কিন্তু বঙ্গ-ভাষাহুশীলন-কারীদের অগ্রণী, বহুশাস্ত্র-বিৎ শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমার এক-মত হইতে পারি না; নিরপেক্ষ বিচার করিলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রামাণিকত্ব-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। ২৬ বর্ষের সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র রায়ের দ্বারা প্রাচীন-সাহিত্যাহুশীলক ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ভাবাত্মক-বিষয়ে অনুসন্ধিৎস পণ্ডিত, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে প্রামাণিক গ্রন্থ, তদ্বিবরে যুক্তি-প্রদর্শন করিয়া অস্বীকার করিয়াছেন।

§ ৮। সরহ ও কাহের দোহাকোবের পশ্চিমা অপভ্রংশ ভাষায়, ‘-ই-, -ইজ্-, -ঈজ্-’ প্রত্যয়-নিম্পন্ন কৰ্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার কতকগুলি উদাহরণ মিলে; যেমন—‘পুরাণে বন্ধানিজ্জই’ (‘বোধপান ও দোহা,’ পৃ: ৮৯) = পুরাণে ব্যাখ্যাত হয়; ‘সো মাই কহিজ্জই’ (পৃ: ১০৩; = ‘সো মই কহিজ্জই’) = তাহা মং কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়; ‘সো পরমেহক কান্ন কহিজ্জই’ (পৃ: ১০৩) = সে পরমেস্বর [এর বিষয়] কাহাকে কহা যায়; ‘বিসয় রমন্ত ৭ বিসঅ বিলিপ্যাই (= বিলিপ্যই)’ (পৃ: ১০৫) = বিষয় ভোগ করিতে কহিতে বিষয়ে লিপ্ত হয় না (বিলিপ্যতে); ‘দেব পি (= বি) জ্জই (= জই) লক্ষ (= লক্খ) বি দৌসই, অপ্যাণু (= অগ্নু) মারৌজ্জ, স [কি] করিঅই’ (পৃ: ১০৬) = যদি (জই) দেবতাও সাক্ষাৎ (লক্ষ) দৃষ্ট হন (দৌসই = দিসুসই = দিসুসদি = দৃশ্যতে), নিজে (অগ্নু) সে মরে (মারৌজ্জ = মারৌজ্জদি = জ্বলিতে), কিই ব করা হয় (করিঅই = ক্রিয়তে); ‘কান্ন কহিজ্জই’ (পৃ: ১০৯) = কাহাকে কহা হয়; ‘গইসো সো নিববাণ ভণিজ্জই জই মন মানস কিং পি ন কিজ্জই’ (পৃ: ১৩৯) = দেই নির্বাণকে এতেন বলা হয়, যেখানে মন কিংবা মন-জাত কিছুই করা হয় না; ‘জই পবন-গমন-দুআরে দিত ভালা বি ভিজ্জই, জই তসু বোরাহারে মন দিব হো কিজ্জই’ (পৃ: ১৩০) = যদি পবন-গমন-দুয়ারে দেওয়া তালাকে ভেদ করা হয় (ভিদ্যতে), যদি তার (সেই) ঘোর আঁধারে মনকে প্রদীপও করা হয়; ইত্যাদি।

§ ৯। দোহাকোবের পশ্চিমা অপভ্রংশে ‘-ই-’ প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা গেলেও, ‘-ইজ্-’ প্রত্যয়েরই প্রয়োগ বেশী পরিমাণে বর্তমান। চর্যাপদের প্রা-বাং তে প্রত্যয়-সিদ্ধ কৰ্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার উদাহরণ আছে; এখানে কিন্তু ‘-ই-’র ব্যবহার মিলে, ‘-ইজ্-’র নহে; ‘-ই-’ ভিন্ন, পূৰ্ব-বাক্যের সহিত মিশিত ‘-র-’কারের দুইটা নিদর্শন আছে। যেমন—‘সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই’ (চর্যা ১) = সকল-সমাখ্যা কিং ক্রিয়তে; ‘হরিণা হরিণির নিলয় না জানী’ (চর্যা ৬) = হরিণশ্চ হরিণীকরঃ (= হরিণাশ্চ) নিলয়ঃ ন জ্ঞায়তে; ‘হরিণার খুর ন দৌসঅ (দৌসই)’ (চর্যা ৬) = হরিণশ্চ-করং (= হরিণশ্চ) ক্ষুরং ন দৃশ্যতে; ‘পারিঅই’ ‘ভারিঅই’ (চর্যা ২৬) = প্রাপ্যতে, ভাব্যতে; ‘হুইএ’ (চর্যা ৩০) = হুহ্যতে; ‘ছিজ্জই’ (চর্যা ৪৫) = ছিদ্যতে। চর্যাপদের প্রা-বাং তে বাক্য-বিশ্বাসাত্মক কৰ্ম-বাচ্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হইলেও, প্রাচীন প্রত্যয়-মূলক রীতিরই বহুল প্রসার লক্ষিত হয়। বাক্য-বিশ্বাসাত্মক কৰ্ম-বাচ্য চর্যাপদে অন-প্রত্যয়ান্ত নাম-শব্দের সহিত ‘জা’ বা ‘বা’ ধাতু বোলে নিম্পন্ন হয়; যেমন ‘ধরণ ন জাই’ (চর্যা ২) = ধরণ না যায়, ধরা যায় না।

‘-ই-, -ইজ্-’ প্রত্যয়-নিম্পন্ন কৰ্ম-বাচ্য পশ্চিমা শৌরসেনী অপভ্রংশে বিদ্যমান; খুব সম্ভব, মাগধী অপভ্রংশ, যাহা হইতে বাজলার উদ্ভব, তাহাতে ‘-ইজ্-’ প্রত্যয়ের প্রচলন ছিল না, মাত্র ‘-ইঅ-’ প্রত্যয়-সিদ্ধ কৰ্ম-বাচ্যেরই ব্যবহার ছিল। মাগধী অপভ্রংশ হইতে প্রাচীন বাজলা এই প্রত্যয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই বাজলা-ভাষীদের কাছে ইহার প্রকৃত স্বরূপ লুপ্ত হইয়া যাইতে থাকে। ‘যা’ ধাতুর সাহায্যে বিভক্ত বাক্য-মূলক কৰ্ম-বাচ্যের উদ্ভব ও প্রচারকে এই লোপের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ১০। ৪৭টা চর্যাপদে ‘-ই-’ কৰ্ম-বাচ্যের উদাহরণ নিতান্ত কম নয়, প্রায় ২০টা পাওয়া যায়। মধ্য যুগের বাজলার এই প্রত্যয়-নিম্পন্ন কৰ্ম-বাচ্য প্রাচীন রীতির ধারা বজায় রাখিয়া আসিবার

চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এই প্রত্যয় আর জীবিত নয়, ইহা প্রাচীনের সুস্বুঁ চিহ্নাবশেষ মাত্র। বাঙ্গলা-ভাষীদের ভাষাস্ব-বোধে আর এই প্রত্যয়-সিদ্ধ কৰ্ম-বাচ্যের স্থান নাই; জাই ইহা। বাঙ্গলা ভাষা অল্পশীলন-কারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। যতই বাঙ্গলা ভাষা আমাদের বর্তমান সময়ের দিকে আগুয়াইয়া আসিতেছে, ততই এই প্রত্যয়ের সম্ভা দুর্বল ও দুজের হইয়া পড়িতেছে দেখা যায়। অবশেষে এই প্রত্যয়, বর্তমান উত্তম পুরুষের প্রত্যয়ে জড়িত হইয়া, সম্পূর্ণ-রূপে কর্তৃ-বাচ্যের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়।

§ ১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ‘-ই-’ প্রত্যয়-সিদ্ধ কৰ্ম-বাচ্যের বহু নিদর্শন আছে। কতকগুলি উদ্ধৃত হইল :-

পৃ: ১২--‘যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ ॥ ৪ ॥

উঠিঞা বড়ারি রাখাক বুইল—হেন কাম না করিএ ।’

(‘করিএ’=করিঅই=ক্রিয়তে; একরূপ করা হয় না, করা ঠিক নয়।)

পৃ: ৫৭—‘আইহন বীর তিন লোকের ভালে জানী ।

(অভিন্নমুখ্য: বীর ইতি ত্রিভিলোকৈ: ভঙ্গ্য জায়তে=জানিঅদি, জানিঅই, ‘জানী’।)

পৃ: ৫৯—‘দাণ সাধিএ রতি পতিআশে ।’

(‘সাধিএ’—তৎসম ‘সাধ্’ ধাতু, কৰ্মবাচ্যে=দান সাধা হয়।)

পৃ: ১১৮—‘ভুখিল হয়িলে কাহাঞি ছুই হাতে না খাইএ ।’

(‘খাইএ’=খাইঅই, খাদিঅদি, (খাদ্যতে); ছুই হাতে খাওয়া হয় না, ছুই হাতে খাওয়া ঠিক নয়।)

পৃ: ১৩৭—‘আপণা রাধিএ আপণে ।’

(‘রাধিএ’=রক্ষিঅই=রক্ষ্যতে; আত্মা রক্ষ্যতে আত্মনা।)

পৃ: ১৪৫—‘নাএর আস্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী ।

তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী ॥

কথো দূর গিঅ। দেখিএ একখানী নাএ ।

সব্বর হয়িঅ। রাহী তার পাস যাএ ॥’

(‘দেখিএ’=দেখিঅই= * দৃশ্যতে=দেখা হয়, দৃষ্ট হয়)

পৃ: ১৮৪—‘বোলো চালে না পাইএ পরার রমণী ।’ (‘পাইএ’=পারিঅই=প্রাপ্যতে।)

পৃ: ১৮৫—‘গোপত কাঙত কাহাঞি ছয় আশি বারী ।’ (‘বারী’=বারিঅই=বার্য্যতে।)

পৃ: ২৮৯—‘পুনরীর চান্দ তোমার বদন ঘুসিএ জগতজনে ল ।’

(‘ঘুসিএ’=ঘোসিঅই=ঘূষ্যতে, ঘোষিত হয়।)

পৃ: ৩৬৭—‘সোনা ভাজিলে আছে উপাএ, জুড়িএ আঙন তাপে ।

পুরুষ নেহা ভাজিলে জুড়িএ কাহার বাপে ।’

(‘জুড়িএ’=জোড়া হয়; তাপে, বাপে=করণে তৃতীয়া।)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। পরবর্তী যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে এই প্রকারের ‘ই-এ, -ইয়ে-’ প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া মিলিলে, সাধারণ বাঙ্গালী এই ‘ই-এ’ কে বর্তমান উত্তম-পুরুষের ‘ই’ প্রত্যয়-রূপেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, ও ‘এ’কে ছন্দোব্ধকার জন্ত অনীত অক্ষর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ‘পাইএ’ ‘করিএ’ প্রভৃতি পদ খাঁটি কৰ্ম-বাচ্যের পদ; কৰ্ম-বাচ্যে ইহাদিগকে ধরিলে, উদ্ধৃত বাক্যগুলির যে সহজ ও সরল সমাধান হয়, উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া করিয়া ধরিলে তাহা হয় না। ‘পাইএ, করিএ’ প্রভৃতি আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলা ভাষার পদ, চর্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গলা ‘পারিঅই, করিঅই’-এর পরিবর্তিত রূপ; = প্রাকৃত ‘পারিঅই, করিঅই’ < * ‘পারি-অদি, করিঅদি’ < * পাপিঅতি, করিঅতি < * প্রাপ্যতি, * কৰ্য্যতি < প্রাপ্যতে, ক্রিয়তে।

প্রা-বাং তে কৰ্ম-বাচ্য মুমূর্ষু অবস্থায়। মধ্য-যুগের বাঙ্গলার কর্তৃ-বাচ্যের উত্তম-পুরুষের সহিত রূপ-সাদৃশ্যে দুইয়ে গোলমাল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ-ক্ষেত্রে গুজরাটীতে বাহা ঘটয়াছিল—‘অস্মাভিঃ ক্রিয়তে > অমে করৌএ’, অর্থাৎ কৰ্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার ক্রমে কর্তৃ-বাচ্যে পরিণতি, তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে (§ ৩)।

§ ১২। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তির যুগে (অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গলার ও তাহার অব্যবহিত পূর্বের অবস্থায়), কর্তৃ-কারকের ও করণের মধ্যে গোলমাল ঘটয়াছিল। এই দুই সম্পর্কের সংমিশ্রণ আধুনিক বাঙ্গলায়ও বিবল নয়। সর্বনাম হইতে উদাহরণ লওয়া যাউক; সংস্কৃত ‘অহম্’ শব্দে স্বার্থে ‘-ক’ যোগ করিয়া প্রাচীন প্রাকৃত ‘অহকং’ রূপ সৃষ্ট হইল; ‘অহকং’ অশোকের গৌলি-লিপিতে ‘একং’ রূপে পাওয়া যায়। ‘একং’ হইতে প্রা-বাং-তে ‘হউ’ (একং > * হগং > * হঅং > * হরং > হউ); ‘হউ’ চর্যাপদে ‘হাউ’ এই রূপে মিলে। যেমন, ‘তু লো ডোবৌ হাউ’ কাপালী’ (চর্যা ১০); ‘এত কাল হাউ’ অচ্ছিলে স্মোহেঁ (চর্যা ৩১)। প্রা-বাং তে ‘হাউ’ এর পাশাপাশি ‘মই, মই’ রূপও প্রচলিত ছিল; ‘মই’ < সংস্কৃত ‘ময়া’ + তৃতীয়ার ‘-এন’ = * ময়েন’। আদিম-মধ্য-যুগে বাঙ্গলায় এই ‘হউ’ লুপ্ত হয়, ‘মই, মুই, মুঞি’ তাহার স্থান লয়: প্রথম ‘হউ’ ও তৃতীয়ার ‘মই’ দুইয়ে মিলিয়া যায়, ‘মই’-ই দাঁড়াইয়া যায়। (‘আক্ষা’ ‘আক্ষৌ’ মূলে বহু-বচনের সর্বনাম; ইহা মধ্য-যুগে বাঙ্গলায় এক-বচনে ব্যবহৃত হইতে থাকে: আক্ষা < অস্ম-; আক্ষৌ < অম্হেহি, অম্হিহি < অস্মাভিঃ)। ‘হউ’ লোপ পাইল বটে, কিন্তু ভাষায় তাহার চিহ্ন রাখিয়া গেল; নিষ্ঠা ‘-ত’ + ‘-ইল-’ প্রত্যয়-যুক্ত যে অতীত কালের ক্রিয়া মাগদী অপভ্রংশে উদ্ধৃত হয়, বাহা হইতে বাঙ্গলার অতীতের ‘ইল’ প্রত্যয় (‘চল্’ ধাতু + ‘ত’ = চলিত; চল + ইল = চলিঅ + ইল, চলিল = চলিল, চলিলা), তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় উত্তম-পুরুষে ‘হউ’ যুক্ত হইতে লাগিল: ‘চলিল, চলিলা + হউ > চলিলহৌ, চলিলাহৌ > চলিলও, চলিলাও, চলিলৌ > চলিলু, চলিলুম > চললুম, চলিলুম, চলু, ইত্যাদি। তজ্জপ, ‘তব্য’-প্রত্যয়-যুক্ত রূপ, বাহা বাঙ্গলা ও উড়িষ্যাতে ‘ইব’ প্রত্যয়ে দাঁড়াইয়া গেল, তাহাতেও ‘হউ’ যুক্ত হইতে লাগিল: ‘চলিতব্য = চলিঅব্য, চলিব; চলিব, চলিবা + হউ > চলিবহৌ, চলিবাহৌ > চলিবৌ > চলিবু, চলিমু’; ইত্যাদি। মধ্যম-পুরুষেও তজ্জপ ‘স্বং’ > ‘তু’, ক্রমে তৃতীয়ার ‘স্বা’ + ‘-এন’ > * ‘স্বয়েন’ > ‘তই, তুই’ কর্তৃক দূরীভূত হইল।

তন্নিম্ন, আধুনিক অল্পাঙ্গ অর্থ্য ভাষার মত, প্রা-বাংতে ও সর্কর্ষক ক্রিয়া বাস্তবিক পক্ষে ‘ত-’ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ, কর্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকিত; এবং কর্তা তৃতীয়া বিভক্তিতে (করণ কারকে) হইত : যেমন—‘ময়া পুস্তিকা পঠিতা’ = ‘* মই পোখী পঢ়িলো,’ পরে ‘মই পুখী পঢ়িলা + হউ’ = পঢ়িলাহৌ, পড়িলুম’। অকর্ষক ক্রিয়ায় কিন্তু ক্রিয়া কর্তারই বিশেষণ-স্থানীয় ছিল, কর্তাকে আশ্রয় করিয়াই থাকিত : যেমন ‘অহং চলিতঃ’ = ‘* হউ চলিল’ ; ‘রাধিকা চলিতা’ = ‘চলিলী রাধী’। ‘হউ চলিল’—এখানেও ‘হউ’ ক্রমে ‘মই’ কর্তৃক বিভাজিত হইল; কর্তৃ-কারক ও করণ-কারকে ভেদ না করিবার অভ্যাস এই রীতি প্রবর্তিত হওয়ার অন্ততম কারণ’। তন্নিম্ন, প্রাচীন বাঙ্গলায় ও মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় প্রথমা ও তৃতীয়ার রূপের পার্থক্য বড় একটা ছিল না ; উভয়েরই প্রত্যয় ছিল ‘-এ’; তৃতীয়ার মূল প্রত্যয় হইতেছে সামুনাসিক ‘-এ’ (= সংস্কৃত ‘-এন’), কিন্তু ‘-এ’ প্রথমাতে (কর্তৃ-কারকে) ও যুক্ত হইত। এই-সব কারণে প্রাচীন বাঙ্গলায় ক্রিয়া-পদের কর্ষ-বাচ্য হইতে কর্তৃ-বাচ্যে আনয়ন সহজ হইয়াছিল। কর্তৃ-বাচ্য হইতেছে সরল, সহজ বাচ্য-রীতি ; কর্ষ-বাচ্যে বিতর্কের স্থান আছে ; কর্ষ-বাচ্য ভাবের বিশ্লেষণের ও চিন্তার অপেক্ষা রাখে, সুতরাং সহজেই ইহা পরিত্যক্ত হইতে পারে ; বিশেষ অকর্ষক ক্রিয়ার কর্ষ-বাচ্য সম্বন্ধে (অর্থাৎ ভাব-বাচ্য সম্বন্ধে) এই বিচারের কথা বেশী করিয়া খাটে। প্রা-বাং ও মধ্য-যুগের বাঙ্গলাতে ভাব-বাচ্যের স্বল্প ধারাটুকু বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, সাধারণ বুদ্ধির লোকে সহজেই তাহাকে প্রথম পুরুষের কর্তৃ-বাচ্যে আনয়ন করিতে পারিলে খুশী হয়। যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, ‘পুণ্য কইলোঁ স্বগুণ জাইএ, নানা উপভোগ পাইএ’ (পৃঃ ৩৬৪)—এখানে ‘জাইএ, পাইএ’ = গম্যতে, প্রাপ্যতে ; গম্যতে = ‘কোনও অনির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক গমন-ক্রিয়া সাধিত হয়’—এইরূপ বিচার-মূলক ধারণার পরিবর্তে, ‘লোকে যায়’, ‘মাস্থে যায়’ এইরূপ সরল ধারণাই সহজ ; কাজেই ভাব-বাচ্যের ক্রিয়ার কর্তৃ-বাচ্যে আনয়ন শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল।

§ ১৩। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ষ-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ সুপ্রচুর। আরও কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল ; এগুলি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ‘বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়’ হইতে উদ্ধৃত হইল।

ব-সা-প, ২য় খণ্ড—চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে—

‘নীল মুকুতার হার মনোহর শোভিত দেখিএ গলে’। (‘দেখিএ’ = দেখিঅই = দৃশ্যতে)।

‘অবলা পরাণে এত কি সহিএ’। (‘সহিএ’ = সহ্য হয়, সহ্য যায়)।

‘জুরের উপর রাখার বসতি, নড়িতে কাটিয়ে দে’।

(‘কাটিয়ে দে’ < কাটিঅই দেহ = কটি অই, কটি অদি, কৃত্যতে দেহঃ = দেহ কণ্ঠিত হয়)।

১। এখানে অনেক দ্বন্দ্বী অপভ্রংশের উপর ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব দেখেন। তিব্বতী প্রকৃতি ভোট-ব্রহ্ম প্রাচীন ভাষার কর্তা বসাবরই তৃতীয়ার, অর্থাৎ করণ হইতে কর্তা অভিন্ন ; এ সম্বন্ধে Jaeschke ‘কৃত Tibetan Grammar (1883), § 30 জেহা।

‘মাতৃষে এমন প্রেম কোথা না গুনিএ।’ (‘গুনিএ’=গুনিঅদি, ক্রত হয়।

ব-স-প—পৃঃ ১২২৩—

‘সনাতন কৈল গ্রহ ভাগবতামৃত।

ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণ-তব জানি যাহা হইতে ॥.....

হরি-ভক্তি-বিলাস গ্রহ কৈল বৈষ্ণব আচার।

বৈষ্ণবের কর্তব্য যাহা পাইয়ে পার।’

(‘জানি’=জানিঅই=জ্ঞায়তে ; ‘পাইয়ে’=প্রাপ্যতে)।

পৃঃ ৮৪৪—‘যে অঙ্গ দেখিএ সেই অঙ্গে অলঙ্কার।’ (‘দেখিএ’=দৃষ্ট হয়)।

‘বিনি না পুছিলে কারো না জানিএ জাতি।’ (‘জানিএ’=জ্ঞায়তে)।

§ ১৪। পুরাতন বাল্মীকি এইরূপ বহু বহু উদাহরণ আছে। মাগধী-অপভ্রংশ-সম্ভূত অল্প ভাষা-ষয়ে, মৈথিলী ও উড়িয়াতেও, এই প্রকার কৰ্ম্ম-বাচ্য মিলে। যথা—

মৈথিলী (বিদ্যাপতির পদাবলী, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)—

৯—‘লখই ন পারিঅ জেঠ কনৈঠ।’

(জোঠ কি কনিষ্ঠ, তাহা দেখিতে পারা যায় না)।

১৪—‘জত দেখল তত কহহি ন পারিঅ।’

(যতটা দৃষ্ট হইল, ততটা বলিতে পারা যায় না)।

৩০—‘পঢ়হি ন পারিঅ আধর-পাতি।’

(অক্ষর-পংক্তি পড়িতে পারা যায় না)।

৩৩—‘সে নহি দেখল জে দিয় উপামা।’

(তাহা দেখা গেল না, যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়)।

৪৮—‘সব তহ স্নিগ্ধ ঐশন বেরহার।’

(তার যে এধেন ব্যবহার, ইহা সবাইয়ের কাছে গুনা যায়)।

৬০—‘মধুরিপু সম নহি দেখিঅ সোহান, জে দিঅ তহিক উপাম রে।’

(মধুরিপুর মত শোভন এমন কিছু দেখা যায় না, যার সঙ্গে তাঁর উপমা দেওয়া যায়)।

৬৭—‘ন জানিঅ কিয় কর মোহন চোর।’

(মোহন চোর যে কি করিল তাহা জানা যায় না)।

উড়িয়া (জগন্নাথ-নাসের ধ্রুব-চরিত্র, কাঁথী সংস্করণ)—

পৃঃ ৫—‘কম্পিই তাহার নিজ দেহী।’ (‘কম্পিই’=কম্প্যতে, কামুত হয়)।

পৃঃ ৩৩—‘দেহ-মান দিশই ধর্জুর-বৃক্ষ প্রায়।’ (‘দিশই’=দৃশ্যতে)।

পৃঃ ১১—‘দশ দিশ অঙ্ককার, কিছি হি ন দিশি।’ (=দৃশ্যতে)।

ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত আসামী ও বাল্মীকি বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না—বাল্মীকি-আসামী,

উড়িয়া, মৈথিল-মগহী, ভোজপুরিয়া, এই কয় মাগধী-সম্ভূত আধুনিক ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মাগধী-অপভ্রংশে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কৰ্ম-বাচ্য বিশেষ-রূপে বিদ্যমান ছিল।

§ ১৫। আধুনিক বাঙ্গলার কৰ্ম-কৰ্তৃ-বাচ্য, যেখানে কৰ্ত্তার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না, মূলে ‘-য়’ > ‘-ইঅ-’ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কৰ্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত বলিয়াই মনে হয়। যেমন, ‘কাপড় ছিঁড়ে’, ‘বাঁশ ভাঙ্গে’, ‘শাঁখ বাজে’, ‘হাঁড়ী ভরে’ ইত্যাদি। এখানে ‘ছিঁড়ে, কাটে, ভাঙ্গে, বাজে, ভরে’ প্রভৃতি ক্রিয়াকে মূলতঃ কৰ্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-পদেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রাকৃত্তে ‘ছিণ্ডিঅই, কটিঅই, ভণ্ডিঅই বা ভঞ্জিঅই, বজ্জিঅই, ভরিঅই,’ আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলার ‘ছিণ্ডিএ, কাটিএ, ভাঞ্জিএ, বাজিএ, ভরিএ’; পরে কৰ্তৃ-বাচ্যে রূপান্তরিত হইয়া, আধুনিক বাঙ্গলা বৈয়াকরণ-দের নিকট কৰ্ম-কৰ্তৃ-বাচ্য নামে পরিচিত। সংস্কৃতেরও ঐরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়; যেমন ‘যবঃ পচ্যতে’=যব পাকে; ‘লোপ্ঠাঃ শীৰ্য্যন্তে’=মাটির ঢেলাগুলি ভাঙ্গে।

§ ১৬। আধুনিক বাঙ্গলার সাধারণ নিষেধার্গক অনুজ্ঞায় কৰ্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুক্কায়িত আছে বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গলার ‘এ কাজ করে না’, ‘জর হ’লে নাও না’, ‘রবিবার দিন মাছ খায় না’ প্রভৃতি বাক্যে, ‘করে’, ‘খায়’, ‘নাও’, আপাতদৃষ্টিতে কৰ্তৃ-বাচ্যে প্রথম পুরুষ বর্তমানের ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায়ও এইরূপ প্রয়োগ আছে। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে—

পৃঃ ১৮৫—‘লোভ হয়িলে কাহ্নাঞ’ আরতি না করী।’

পৃঃ ২৩৬—‘প্রভু হয়িলে হেন না করী।’

পৃঃ ২৫৭—‘কেহ তার না কহিএ মরণে।’

মধ্য-যুগের বাঙ্গলা উদাহরণগুলিতে ‘-ইঅ-’ প্রত্যয় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; এবং ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আদৌ এই প্রয়োগ ছিল কৰ্ম-বাচ্যের প্রয়োগ। ‘এ কাজ করে না’ < ‘এ কাজ করিএ না’ = প্রাকৃত্তে ‘এঅং কজ্জং ণ করিঅই’ = ‘এতং কার্যং ন ক্রিয়তে’। যেমন অস্ত্র অবস্থায় ঘটয়াছে, কৰ্ম-বাচ্য ক্রমে কৰ্তৃ-বাচ্যে আনীত হইয়াছে। যেখানে বক্তব্য ক্রিয়া বা ঘটনা কোনও কৰ্ত্তার অপেক্ষা রাখে না, বা কৰ্ত্তার উপর নির্ভর করে না, সেখানেই এইরূপ কৰ্ম-বাচ্যের প্রয়োগ আইসে। বাঙ্গলা ভাষার বহু প্রবাদ-বাক্য নিঃসন্দেহ-রূপে এই প্রকার কৰ্ম-বাচ্যময়। যেমন—

‘জামায়ের জন্তে মারে হাঁস। শুষ্ঠী-শুদ্ধ খায় মাস॥’

(‘মারে হাঁস’ = হাঁস মারিএ = হংস মারিঅই = হাঁস মারা হয় ;

‘খায় মাস’ = মাস খাইএ = মংস খাইঅই = মাংস খাওয়া হয়)।

‘এক দেয় বর দেখে। আর দেয় ঘর দেখে॥’ (=দায়তে কত্তা)।

§ ১৭। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায়, ‘ইউ’ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কতকগুলি ক্রিয়া-পদ আছে। কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

পৃ: ১৪০—‘নাঅ বান্ধিতে গিঅঁ। করিউ যতনে।’

পৃ: ১৪১—‘আনহ সকল সখিজন মেলী করিউ যুগতী।’

পৃ: ১৪১—‘পমার সাজিউ দধি ছুধে, সেসি জীবর উপাএ।’

পৃ: ২০৪—‘নানা ফুল ফুটিগছে মাঝ বৃন্দাবনে।

তাক পিকি মথুরাক করিউ গমনে।’

পৃ: ২৫৩—‘যমুনাক যাইউ রাধা লয়িঅঁ। সখীগণে।’

পৃ: ২৭০—‘দধি বিকে জাইউ মথুরা।’

পৃ: ২৯২—‘সত্বরে রাধা লইঅঁ। যাইউ ঘর।’

পৃ: ৩১০—‘বীশী চোরায়িতে করিউ যতনে।’

পৃ: ৩৪৫—‘বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে।’

পৃ: ৩৪৭—‘কদম ভলাক জাইউ চিত্তের হরিষে।’

এই ‘ইউ’ প্রত্যয়ের দ্বারা বিশ্লিষ্ট ও অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশিত হইতেছে: ‘বীশী চোরায়িতে করিউ যতনে’—এই-বাক্যে, ‘করিউ যতনে’ কে কৰ্ম্ম-বাচ্যের অনুজ্ঞা বলিয়া বোধ হয়, = ক্রিয়তাম্ যত্নঃ। তদ্রূপ ‘বারতা পুছিউ’ = বার্তা পৃচ্ছাতাম্; ‘যাইউ’ = গম্যাতাম্। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এই ‘ইউ’ প্রত্যয়ের উদ্ভব খুব সম্ভব কৰ্ম্ম-বাচ্যের ‘-ই-’ তে অনুজ্ঞা প্রথম পুরুষের ‘-উ’ (= সংস্কৃতের ‘-তু’) যোগ করিয়া হইয়াছে। কৰ্ম্ম-বাচ্যের উত্তম পুরুষ বর্তমান ‘-ও’ প্রত্যয়, ও মধ্যম পুরুষের ‘-হ’ প্রত্যয় (= সংস্কৃত -স্ব, আত্মনেপদী—‘চলস্ব’ = ‘চলস্ব’ > ‘চলহ’), ইহাদের প্রভাবও কিছু পরিমাণে আসিয়া থাকিতে পারে।

[২] বাঙ্গলা ভাষায় বাক্য-বিশ্লেষাত্মক কৰ্ম্ম-বাচ্য।

§ ১৮। প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কৰ্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-পদ বাঙ্গলার আর জীবন্ত নাই। যে পদ্ধতিতে এখন বাঙ্গলায় কৰ্ম্ম-বাচ্য সাধিত হয়, তাহা বিশ্লেষ- ও বাক্য-বিশ্লেষ-মূলক। যেমন—

[১] আমি দেখা যাই; [২] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা যায়;

[৩] আমাকে, আমারে, আমায় দেখন যায়; [৪] আমি দেখা পড়ি; [৫] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা হয়; [৬] আমি দৃষ্ট হই।

উপরি লিখিত যে ছয় প্রকার উপায়ে কৰ্ম্ম-বাচ্যের ভাব বাঙ্গলায় প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে [১], [৩] ও [৬]-ই যথার্থ কৰ্ম্ম-বাচ্য, যেহেতু কৰ্ম্ম-বাচ্য ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পাওয়া যায়; এবং [২] [৩] ও [৫]-এর রীতি ঠিক কৰ্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ নহে, বরং ভাব-বাচ্যের। এই ছয় রীতির প্রচার বাঙ্গলায় খুবই সাধারণ; তবে ইহাদের অর্থ-বচিতে যত্ন পার্থক্য আছে।

§ ১৯। [১] ‘আমি দেখা যাই’। ইহার বাক্য-বিশ্লেষ এই প্রকার—‘আমি’ সর্বনাম কর্তৃ-কারক + ‘দেখা’ = ‘-আ’-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া, + ‘যা’ ধাতু উত্তম পুরুষ। অতীতে ‘দেখা গেলাম’,

ভবিষ্যতে 'দেখা যাইব', ইত্যাদি। 'আমি দেখা যাই'—এইরূপ কর্তৃ-কারকের প্রয়োগ বাঙ্গলায় চলিলেও, ইহা বাঙ্গলার ঠিক ধাতুগত প্রয়োগ নয়। বিশেষতঃ, যখন ক্রিয়ার যথার্থ কর্ম্ম স্পষ্ট নির্দিষ্ট, তখন কর্ম্ম-পদকে কর্ম্ম-বাচ্য কর্তৃ-কারকে আনয়ন করা ঠিক বাঙ্গলার প্রকৃতি-সঙ্গত নয়। 'আমি দেখা যাই' অপেক্ষা, 'আমাকে দেখা যায়' অধিকতর স্বাভাবিক বাক্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেখানে কর্ম্ম অনির্দিষ্ট, সেখানে 'আ'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার সহযোগে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ সহজ ও সরল; যেমন 'দেখা যায়' (কর্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম 'ইহা' উহ); 'যদি বলা যায়' (কর্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম 'উহা' বা 'ইহা' বা 'কিছু' উহ); 'শোনা যাইতেছে' ('ইহা', 'উহা' 'কথা', 'শব্দ', 'আওয়াজ', 'গীত' ইত্যাদি উহ)।

কর্ম্ম বা ক্রিয়া নির্দিষ্ট থাকিলে, ভাব-বাচ্যের প্রয়োগের দিকেই বক্তার বেশী প্রবণতা আসে। কর্ম্ম-বাচ্যের 'আমি মারা যাই'—এখানে 'মারা যাওয়া'র কোন ও বিশেষ অর্থ নাই—অস্পষ্ট অর্থ যে, আমি কোন ও বিপদে পতিত হই; কিন্তু ভাব-বাচ্যের 'আমাকে মারা যায় (হয়)' এখানে 'মার' ধাতুর প্রহার অর্থে বিশিষ্ট ব্যবহার। মোটের উপর, 'মারা যাওয়া' এই যুক্ত ধাতু-রয়ের দুই অর্থ, 'প্রাণত্যাগ করা' ও 'প্রহৃত হওয়া'; এবং বাঙ্গলায় ইহার ব্যবহার কতকটা স্বকীয় (idiomatic)।

এইরূপ প্রয়োগ (কর্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম + বিশেষণ ক্রিয়া + বা ধাতু) পুরাতন বাঙ্গলায়ও আছে; যেমন, শ্রীকৃষ্ণকৌতন পৃঃ ৩৩—'তোমার যাইবে' মার' = তুমি মার' যাইবে; পৃঃ ৭১—'বাঁধিল জাই' = বাঁধা যায়। চর্যাপদের 'বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাম' (চর্যা ৩৩) = বিকলাঙ্গ সংসার বর্ধিত হইয়া যায়, তুলনীয় (এখানে অবশ্য সাক্ষর্যক ক্রিয়া, অতএব কর্ম্ম-বাচ্য নহে)।

§ ২০। [২] 'আমাকে, আমারে, আমার দেখা যায়' : এই প্রয়োগে ক্রিয়ার একটু শক্যতার ভাব বিদ্যমান আছে। এখানে 'দেখা' পদের ব্যাখ্যা একটু কঠিন। সাধারণতঃ ইহাকে 'আ'-কারান্ত নাম-ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়; 'দেখা' = দেখন বা দর্শন; 'আমাকে দেখা যায়' = আমার বিষয়ে বা আমার সম্পর্কে দর্শন ঘটে। 'আমাকে দেখন যায়'—এই প্রয়োগের দ্বারা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। কিন্তু এখানে 'দেখা' পদ খুব সম্ভবতঃ বিশেষণ ক্রিয়া, এবং সমস্ত বাক্যটি ভাব-বাচ্যে প্রযুক্ত : আমার সম্পর্কে কিছু দৃষ্ট হয় = আমাকে দেখা যায়। এইরূপ ভাব-বাচ্যে প্রয়োগ হিন্দীতে আছে; যেমন কর্তৃ-বাচ্যে—'লোগ মুখে দেখতে হৈ' = লোকে আমার দেখে; কর্ম্ম-বাচ্যে, 'মৈ দেখা জাতা হু' = আমি দৃষ্ট হই; ভাব-বাচ্যে, 'মুন্স কো দেখা জাতা হৈ' = আমাকে দেখা যায়।

এই ধাতু-যোগে সৃষ্ট বাক্য-বিশ্লেষাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যের মূল কি? বা-ধাতু-যুক্ত এইরূপ প্রয়োগ প্রাকৃতিক পাওয়া যায় না। অথচ প্রাকৃতিক ও অপভ্রংশে 'করিজ্জই' 'খাইজ্জই' 'দিজ্জই' প্রভৃতি 'ইজ্জ'-প্রত্যয়-নিপন্ন, তথা 'করিঅই, খাইঅই, দিঅই' প্রভৃতি 'ইঅ'-প্রত্যয়-নিপন্ন, কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ বিদ্যমান। অপভ্রংশের পরেই আধুনিক ভাষার যুগ; অপভ্রংশ-যুগের 'ইজ্জই' প্রত্যয়ই, আধুনিক আৰ্য্য ভাষায় 'জাই' বা বা-ধাতু-যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপান্তরিত হইয়াছে, এরূপ বিচার অযৌক্তিক হইবে না। অপভ্রংশে 'মরিজ্জই' পদ, অর্থ-দ্ব্যোক্তনায় 'মরই' = মরতি • মরতে' এইরূপ পদের সহিত অভিন্ন। এক্ষণে কর্ম্ম-বাচ্যের কোনও ধারণা নাই। 'মরিজ্জই'

পদের উৎপত্তি সাধারণ্যে ‘মরি+জাই বা জাই=মরিয়া যায়’, এইরূপ দাঁড়াইয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। লোকের মনে, এখানে যা-ধাতুর অস্তিত্ব আছে, এরূপ ধারণা একবার হইয়া গেলে, সহজেই অল্প অকৰ্মক ধাতুতেও যা-ধাতুকে জুড়িয়া, ভাষায় নবীন উদ্ভূত ও বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত সংযুক্ত-ধাতুর মত প্রযুক্ত হওয়া আরম্ভ হইল। যেমন ‘চলি জাই, পড়ি জাই, ভাঙ্গি জাই’ ইত্যাদি। এখানে ‘চলি, পড়ি’ প্রভৃতিকে অসমাপিকা-ক্রিয়া, নাম-ক্রিয়া বা বিশেষণ-ক্রিয়া, এইরূপ নানাভাবে দেখা সহজ হইল। প্রথম প্রথম এইরূপ প্রয়োগে কৰ্ম-পদ কর্তৃ-কারকেই ব্যবহৃত হইত, পরে কর্তৃ-কারকে নীত কৰ্ম-পদকে সম্প্রদানে আনিয়া, ভাব-বাচ্যে প্রয়োগের রীতি আসিয়া যায়; যেমন—‘* হউ’ দেখি জাই’ = ‘*মই দেখি জাই’ = ‘*মই দেখি জাই’ = ‘আমি দেখা যাই’; পরে, ‘আমাকে দেখা যায়’। উত্তম পুরুষে কৰ্ম-বাচ্যের প্রয়োগ প্রাচীন যুগে খুব কমই আছে। এ কথা এস্থলে বলা দরকার; ইহার কারণ এই যে, উত্তম পুরুষ হইতেছে সুনির্দিষ্ট সর্বনাম; এবং যেখানে বাক্যে কিছুমাত্র অনির্দিষ্ট-ভাব বিদ্যমান, সেইখানেই কৰ্ম-বাচ্য ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। প্রাকৃতের কৰ্ম-বাচ্যের ‘ইজ্জ-’ প্রত্যয়ের সহিত আধুনিক ভাষায় কৰ্ম-বাচ্যে √ যা-ধাতুর যে যোগ আছে, তাহা Beames বীম্ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন^১। বাক্সলায় ক্রিয়ার যে শক্ত্যতার ভাব √ যা-নিম্পন্ন কৰ্ম-বাচ্যে বিদ্যমান, তাহাতে প্রাকৃতের বিধিগুণের প্রত্যয় ‘-এজ্জ-’র কিছু প্রভাবও আছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ৯-এর পারাগ্রাফে বলা হইয়াছে যে, মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে ‘সংস্কৃত’ ‘-ন-’ প্রত্যয় (কৰ্ম-বাচ্যে) ‘-ইঅ-’ তে রূপান্তরিত হয়; ‘-ইজ্জ-’, পশ্চিমা-প্রাকৃত ও পশ্চিমা-অপভ্রংশের রূপ। বাক্সলায় ‘-ইজ্জ-’ > যা-ধাতুর প্রয়োগ পশ্চিমা-অপভ্রংশের প্রভাবের ফল বলিয়াই অনুমিত হয়।

§ ২১। [৩] ‘আমাকে দেখন যায়’ এই-প্রকার প্রয়োগ বাক্সলায় অতি প্রাচীন, এবং চর্যাপদের বাক্সলা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাক্সলা পর্যন্ত সর্বত্র মিলে। ‘ধরণ ন জাই’ (চর্যা ২), ‘কহণ ন জাই’ (৩৫), ‘লেপন জায়’ (৪); ত্রিকুণকীর্তনে—পৃ: ৩৮ —‘লগাট লিখিত খণ্ডন না জাই’; ৫৮ পৃ:—‘প্রাণ ধরণ না জাই’। মধ্য-যুগের বাক্সলায় এইরূপ প্রয়োগ অজ্ঞ। আধুনিক বাক্সলায়, পশ্চিম-বঙ্গের মৌখিক ভাষায় ইহার প্রয়োগ একটু বিরল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব-বঙ্গে এই প্রাচীন বাক্য-রীতি পূর্ব-ভাবে বিদ্যমান। অত্যাধুনিক মাগধী ভাষাগুলিতে ‘-অন-’ প্রত্যয়ান্ত নামের সহিত যা-ধাতু-যোগে নিম্পন্ন এই বাক্য-রীতি আজ-কাল তাদৃশ মিলে না; ইহা বাক্সলা ভাষায়ই বিশেষত্ব; মৈথিলী মগহী ভোজপুরিয়াতে ‘-অল, -অব’ প্রত্যয়ান্ত নামের, ও উড়িষ্যাতে ‘-ইবা’ প্রত্যয়ান্ত রূপেরই প্রয়োগ বেশী।

‘করণ জায়’—এইরূপ প্রয়োগের মূলে, ‘সংস্কৃত যুগের’ ‘-অনীয়-ক-’ প্রত্যয়ান্ত পদের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। ‘করণীয়ক>করণিজ্জঅ>করণি জাই>করণ জায়’; তজ্জন ‘পঠনীয়ক>পঠনিজ্জঅ>পঠনি জায়>পঠন, পড়ন যায়’। এই বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী অবস্থা — ‘ই-’কার যুক্ত রূপ—বাক্সলায় পাওয়া যায় না; কিন্তু তুলসীদাসের ভাষায় (মধ্য-যুগের আওধীতে)

ইহা বিদ্যমান আছে; যেমন, তুলসীদাসের রামায়ণে ‘বরনি জায়’, ‘কহনি জাই’ ইত্যাদি। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় ‘না যায় কহনে’—এইরূপ বাক্য পাওয়া যায়; এখানে ‘কহনে’র এ-কার, সম্ভবতঃ পূর্বাভাসের ‘ই’-কারের চিহ্নাবশেষ হইতে পারে (‘কহনিজ্জাজ > কহনি জাই > কহনে জায়’)। ‘অন-’ প্রত্যয় যুক্ত নাম, + √ যা—এইরূপ বিশ্লেষণ, বা বিশ্লিষ্ট বাক্য-রীতি, পশ্চিমা-প্রাকৃত হইতে পূর্ব-দেশের ভাষায় (মাগধী প্রাকৃতে) আনিয়া যায়, এরূপ অসম্ভব নয়। এইরূপ বিশ্লেষণ একবার গৃহীত হইয়া গেলে, নঞ-অর্থক নিপাত ‘না’-এর যোগে ‘কহন না জায়’, এইরূপ পদ্ধতি সহজেই রীতি-সিদ্ধ হইয়া যায়। ‘না জায় কহন’—এই প্রকার বাক্যের উদ্ভব ঘটে। ‘না কহন যায়’, এই প্রকার প্রয়োগ চলিতে পারে না, কিন্তু ‘কহন যায় না’ চলে; ইহার কারণ এই যে, নাম-শব্দকে মধ্যে আনিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ ‘না’-কে ক্রিয়া হইতে দূরে আনিয়া বিচ্ছিন্ন করা, বাঙ্গলার রীতি নয়।

মধ্য-যুগের বাঙ্গলার কচিং-অ-কারান্ত নাম-ক্রিয়ার প্রয়োগও দেখা যায় : ‘নিবার না যায় রে’ (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, পৃ: ৯৮১), ‘বোল না যায়’, ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গলায় ইহার অনুরূপ প্রয়োগ নাই। খুব সম্ভব এখানে ন-কারের সক্রমণেই এইরূপ ঘটনাছে : ‘নিবারণ না যায়’ স্থলে ‘নিবার না যায়’।

§ ২২। [৪] ‘আমি দেখা পড়ি,’ এই প্রকার প্রয়োগ বাঙ্গলায় প্রাচীন, কিন্তু ইহা একেবারে বাঙ্গলার বিশিষ্ট idiomatic প্রয়োগ। ইহাতে একটু আকস্মিকতা ও পরিসমাপ্তির সূক্ষ্ম দোহতা থাকে। এই প্রয়োগ পুরা কৰ্ম-বাচ্যের। ‘দেখা’ = আকারান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া। ‘পড়’ ধাতুর এইরূপ কৰ্ম-বাচ্যের প্রয়োগ, দ্রাবিড় ভাষায় পাওয়া যায় : ইহা অর্থাৎ ভাষার উপর দ্রাবিড়ের প্রভাবের ফল, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না; আর্গ্য ও দ্রাবিড় দুই শ্রেণীর ভাষায় এইরূপ প্রাধান্য আধুনিক, এবং ইহাকে দুই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীদের চিন্তা-প্রণালী একই মার্গ ধরিয়া চলিবার ফল বলিয়া বিচার করাই অধিকতর সমীচীন হইবে।

‘আমাকে দেখা পড়ে’—‘পড়’ ধাতু-যোগে এইরূপ ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ বাঙ্গলায় অজ্ঞাত।

§ ২৩। [৫] ‘আমাকে দেখা হয়।’ এখানে ‘দেখা’ পদ, ‘আ’-কারান্ত নাম-ক্রিয়া বলিয়া অনুমিত হয় : ‘আমার সম্পর্কে দেখা-ক্রিয়া ঘটে।’ ‘দেখা’ = দেখন, দর্শন, এই নাম-শব্দ এখানে ‘হয়’ ক্রিয়ার কর্তা। এই প্রয়োগে, ক্রিয়ার ভাবটাই বাক্যের মধ্যে সর্ব-প্রধান ভাব; ইহার সহিত ‘দেখা যায়’ বা ‘দেখা পড়ে’, এই বাক্যের যদি তুলনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে, ‘দেখা পড়ে’ বা ‘দেখা’-ক্রিয়ার উপর বেশী বোঁক দেওয়া হইতেছে না, কিন্তু ‘দেখা হয়’—ইহাতে ‘দেখা’-ক্রিয়ার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইতেছে। তুলনীয়—‘দেখা গেল, দেখা পড়িল’ = মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল; কিন্তু ‘দেখা হইল’ = সাক্ষাৎ-ক্রিয়া বা দর্শন-ক্রিয়া ঘটিল।

এই প্রয়োগ আধুনিক আর্গ্য ভাষাগুলিতে অর্ধাচীন-কালে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়।

§ ২৪। [৬] ‘আমি দৃষ্ট হই’। সংস্কৃত-‘ভ’-প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ সংযোগে গঠিত এইরূপ বাক্য-রীতি ভাষায় আধুনিক সৃষ্টি, এবং বইয়ের ভাষার বাহিরে এক-রকম অপ্রাপ্ত,—কৃত্রিম, পণ্ডিতী সৃষ্টি। অবশ্য, মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এইরূপ প্রয়োগ বিরল নহে, কারণ সংস্কৃত ‘ভ’-প্রত্যয়ান্ত

ক্রিয়-পদ বাঙ্গলার অতি প্রাচীন কাল হইতেই শত শত আনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তবুও, ইংরেজীর অম্লকরণে, আজকাল সাহিত্যের ভাষার ইহার বহু প্রচার ঘটিয়াছে অম্লমান করা যায়।

§ ২৫। ‘আছ’ ধাতুর সহিত ‘আ’-কারান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া কৰ্ম-বাচ্য গঠিত হয়। অব্যবহিত-পূর্বে কৃত ক্রিয়া, যাহার ফল এখনও বিদ্যমান, তাহাকে জানাইবার জন্য এই প্রয়োগ; সাধারণতঃ অচেতন বা নপুংসক নামের সহিত ইহার ব্যবহার, এবং এই নাম-শব্দ আছ-ধাতু-ক ক্রিয়ার কর্তা : যেমন—‘এ বই আমার পড়া আছে’ = আমি-কর্তৃক পঠিত হইয়াছে, ও তাহার ফল এখনও জ্ঞিমান; ‘মাছ ধরা আছে’ = মাছ ধরা হইয়াছে ও এখনও দ্রুত অবস্থায় বিদ্যমান; ‘এ কথা সকলের জানা আছে’ বা ‘ছিল’ ইত্যাদি। বাঙ্গলার এই প্রয়োগ নূতন বলিয়া মনে হয়।

§ ২৬। ‘চল’ ও ‘ধা’ ধাতু-দ্বয়-যোগেও বাঙ্গলার কৰ্ম-বাচ্য গঠিত হয়। এই প্রয়োগ-দ্বয় অতি মাত্রার idiomatic অর্থাৎ বাঙ্গলার স্বকীয় প্রকৃতি-গত। ‘বেশা চল’—এখানে, ‘দেখা’ অ-কারান্ত নাম-ক্রিয়া; তদ্রূপ ‘বলা চল’ ইত্যাদি। এই প্রয়োগ কতকটা ভাব-বাচ্যের মতন—কর্তা অজ্ঞাত, বা অনির্দিষ্ট, বা অপ্ৰধান।

‘ধা’ ধাতুর প্রয়োগ ‘সহা’ অর্থে—‘মার খাওয়া’=প্রহৃত হওয়া; খালি ‘মার’ শব্দের (নাম-শব্দের) সহিত ইহার প্রয়োগ। অন্য অর্থাৎ ভাষায় ‘ধা’ ধাতুর ও জাবিড়েও (জাবিড়ে ‘উণ’ ধাতুর) এইরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়।

§ ২৭। আধুনিক বাঙ্গলার কৰ্ম-বাচ্যের ও ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ মুখ্যতঃ অনির্দিষ্ট-কর্তৃক। যেখানে জ্ঞাপক করিবার সময়ে সাধারণ ‘তুমি’ কিম্বা সম্মান-সূচক ‘আপনি’, কোনটা প্রয়োগ করা উচিত সে বিষয়ে বক্তার মনে বিধা উপস্থিত হয়, সেখানে কর্তৃ-বাচ্য ব্যবহার না করিয়া, কৰ্ম-বাচ্য বা ভাব-বাচ্য দ্বারা কাজ চালান হয়; যেমন—‘কি করা হয়,’ ‘কোথা থাকা হয়’ ইত্যাদি। ‘ধরে নেওয়া দাবী’—প্রভৃতি অনির্দিষ্ট-কর্তৃক বাচ্যেও কৰ্ম-বাচ্যেরই প্রয়োগ।

তুলনীয়—‘এখানে দিয়ে যাওয়া যায় না’=কেহ হাইতে সক্ষম হয় না—শক্তি-জ্ঞাপক বাক্য ‘যাওয়া যায়’=জাইজাই=গম্যতে; এক্ষেত্রে বিশিষ্ট-রূপ ‘ইজ্জ’-প্রত্যয়ান্ত কৰ্ম-বাচ্য হইতে উদ্ধৃত, এবং পশ্চিমের প্রাকৃতের প্রভাবে মাগধীতে আনীত; ‘এখানে দিয়ে যায় না’=সাধারণ নিবেদার্থক ‘যায়’=জাইজাই—‘ইঅ’-প্রত্যয়-সহযোগে নিম্নর খাঁটা বাঙ্গলার পুরাতন কৰ্ম-বাচ্য।

৩। বাঙ্গলা ভাষায় ‘কৰ্ম্মণি’ ও ‘ভাবে’ প্রয়োগ।

§ ২৮। হিন্দী প্রভৃতি পশ্চিমা ভাষায় সৰ্ব্বত্র ধাতুর অতীত কালে কর্তৃ-প্রয়োগ অজ্ঞাত, কৰ্ম্মণি বা ভাবে-প্রয়োগই রীতি-সিদ্ধ। যেমন—

কর্তৃ-বাচ্যে অকর্ষক-ক্রিয়া—‘রহ্ গয়া’ = অসৌ গতঃ ।

কর্ম-বাচ্যে সকর্ষক ক্রিয়া	{	‘উস্নে রাজা দেখা’ = তেন রাজা দৃষ্টঃ ।
		‘উস্নে রাজা দেখে’ = তেন রাজানঃ দৃষ্টাঃ ।
		‘উস্নে রানী দেখা’ = তেন রাজ্ঞী দৃষ্টা ।
		‘উস্নে রানিয়ার দেখা’ = তেন রাজ্যঃ দৃষ্টাঃ ।
ভাবে সকর্ষক ক্রিয়া	{	‘উস্নে রাজাকো দেখা’ = তেন রাজঃ বিষয়ে দৃষ্টঃ ।
		‘উস্নে রাজার্ণকো দেখা’ = তেন রাজ্যাৎ বিষয়ে দৃষ্টঃ ।
		‘উস্নে রানীকো দেখা’ = তেন রাজ্যঃ বিষয়ে দৃষ্টঃ ।
		‘উস্নে রানিয়োকো দেখা’ = তেন রাজ্ঞীনাম্ বিষয়ে দৃষ্টঃ ।

অকর্ষক ক্রিয়ার ভাবে প্রয়োগ, যেমন ‘উস্নে গয়া’ = তেন গতম্, সাধু-হিন্দুস্থানীতে হয় না, কিন্তু ভাখা-হিন্দুস্থানীতে কচিং মিলে ।

সকর্ষক অতীতের ক্রিয়া মূলে ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার স্থানীয় । ইহা কর্মকে অনুসরণ করে, কর্মের অনুসারে লিঙ্গ ও বচনে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে ; এবং কর্তা, তৃতীয়া বা করণে ব্যবহৃত হয় । আধুনিক বাঙ্গলায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত ; কিন্তু এখন অজ্ঞাত হইলেও, প্রা-বাংতে বিদ্যমান ছিল ; পরে ক্রমে ক্রমে মধ্য যুগের বাঙ্গলায় কর্ম বা ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ লুপ্ত হয়, বাক্য কর্তৃ-বাচ্যে আদিয়া যায় । চর্যাপদের কতকগুলি উদাহরণে ইহা বেশ বুঝা যায় ; যথা ‘খুন্টি উপাড়ি মেলিলি কাছি’ : (৮) ‘কাছি’ জী-লিঙ্গ, কাজেই ‘মেলিলি’—ই-কারান্ত জী-লিঙ্গ = খুন্টিকাং উৎপাট্য মেলিতা কচ্ছিকা ; ‘হোহর অন্তরে মোএ বলিলি হাড়েরি মালী’ (১০) = তোর তরে মুই বলিলী হাড়েরী মালী = মরা নিষ্কিণ্ডা অস্থি-রচিতা মালিকা ; ‘সেজি ছাইলী, রাতি পোহাইলী’ (২৮) = * শয্যাকা ছাদিতা, * রাত্রিঃ প্রভাতিতা ; ‘ঘরিণী লেলী’ (৪৯) = গৃহিণী নীতা । অকর্ষক ক্রিয়ার অতীতে ক্রিয়া-পদ কর্তার বিশেষণ হইত ; এরূপ অবস্থা আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় কচিং রক্ষিত আছে ; যেমন—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ‘চলিলী রাহী’ = চলিতা রাধিকা । পরে মধ্য-যুগে এইরূপ প্রয়োগ একেবারে অম্লহিত হয় । ‘ইল-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার অতীত রূপে সর্বনাম-দ্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত হইয়া, সংস্কৃতের ‘অ-খাদয়ৎ, আ-খাদয়ঃ’ প্রভৃতি তিঙন্ত-পদের মত, বাঙ্গলার ক্রিয়ার রূপ ‘খা-ইল—অ’ = খাইল ‘খা-ইল—আ’ = খাইলা, ‘খা-ইল—আম্’ = খাইলাম তে দাঁড়াইয়া যায় ।

[৪] গিজন্ত-রূপের কর্ম-বাচ্যে ব্যবহার ।

§ ২৯। বাঙ্গলা ও অন্যান্য আধুনিক আর্যভাষায় গিজন্ত-ক্রিয়া কর্ম-বাচ্যে ব্যবহৃত হয় । এই প্রয়োগে একটু সক্ষমতার ভাব বিদ্যমান । হরুনলে ও তেমুসিতোরি এই প্রয়োজন লক্ষ করিয়া গিয়াছেন^১ ।

^১। Gaudian Grammar, § 484 ; Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, (Indian Antiquary, 1914-16), § 140.

আধুনিক গুজরাটীতে অন্ত-প্রকার কৰ্ম্ম বাচ্যের প্রয়োগ নাই, কেবল মাত্র এই নিজস্ত-প্রয়োগেরই চলন আছে।

বাক্সলা ভাষায় উদাহরণ :—

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন—পৃ: ৮৯—‘সেহি এহা পথে মাহাদানী বোলাএ’ = কথিত হয়); পৃ: ১৮৬
‘যেহ না ছাড়াএ বোলা’ (= বিক্ষিপ্ত হয়);

আধুনিক বাক্সলা—

‘বেশ মানায়’; ‘কথাটা ভাল শুনায় না’; ‘কথাটা চারাইয়াছে’; ‘সে ভাল মানুষ কহায় বটে, কিন্তু লোক সুবিধার নয়’; ‘এতে কিন্তু দোষ থকায় না’; ‘যত পরখায়, তত দোষ বার হয়’; ‘ছল পরিবার জন্ত কান বেঁধায়’; ‘এটা তত খায়াপ দেখাবে না’, ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই সকল স্থানে অনিচ্ছিত-কৰ্ত্তৃকৃত্ত্ব বিদ্যমান।

উড়িয়াতেও এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়; যথা—জগন্নাথ দাসের প্রব-চরিত্র (কাঁথী সংস্করণ), পৃ: ৮—‘সে বোলাই পাটরাণী’; পৃ: ৪৮—‘দেবগণ মধো তু বোলাউ সুনানীর’; পৃ: ২৬—‘দামশ অক্ষর মঙ্গ-রাজ এ বোলাই,’ ইত্যাদি।

শ্রীমতীতকুমার চট্টোপাধ্যায়

[টিপ্পনী :—এই প্রবন্ধে আমি ‘গুজরাটী, মারহাট্টী’ বাণীন লিখিয়াছি। এতাবৎ সাধারণতঃ ‘গুজরাটী, মরাঠী’ লেখা হয়, আমি নিজেও শেষোক্ত দুই রূপই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি ‘গুজরাটী, মারহাট্টী (বা মারাঠী)’ লেখার পক্ষে; কারণ এই দুই রূপ হইতেছে বাক্সলা-ভাষার নিজস্ব রূপ। ‘সংস্কৃত’ পদ ‘গুজ্জর-ত্রা’ হইতে ‘গুজরাত’ শব্দের উৎপত্তি : ‘গুজ্জরত্রা’ > ‘গুজ্জ-রত্ভ’ > ‘গুজরাত’; তাহা হইতে ‘গুজরাতি’, এবং গুজরাটের লোকেরা এই দ্ব্যন্ত-ত-যুক্ত পদই ব্যবহার করে। তদ্রূপ ‘মহারাত্রী’ > ‘মহারাট্টী’ > ‘মহারাঠী’ > ‘মরাঠী’; ‘মহারাত্রী-নিবাসিগণ এই রূপই ব্যবহার করে। কিন্তু প্রাচীন বাক্সলাতে আমরা ‘গুজরাট’ পাই—এখানে ‘রাট্ট’ শব্দের সহিত যোগ অনুমান করার মূর্ত্ত ‘ট’ আসিয়া গিয়াছে; এবং মহারাষ্ট্রের প্রাচীন বাক্সলা রূপ ‘মহারাট্টী, মারহাট্টী’ বা ‘মারাঠী’; প্রাকৃত রূপ-বিশেষ ‘মরহাট্টী’ও মেলে। এই দুই দেশের নাম চলিত বাক্সলায় আমরা ‘গুজরাট’, ও ‘মারহাট্টী’ বা ‘মারাট্টী দেশ’ বলিয়া থাকি; এই রূপ দুইটী আমাদের বাক্সলা ভাষায়। গুজরাটীয়া বা মারহাট্টীয়া কি লেখে, তাহা দেখিবার দরকার মনে করি না। তাহারাও আমাদের বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার নাম ‘বাক্সলা’, বাঙলা, বাংলা’ বা ‘বাক্সালা’কে আমাদের মত বাণীন করিয়া লেখে না; তাহারা লেখে ও বলে ‘বংগাল, বংগালী’। মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন ‘গুজরাট’ দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখে বা বলে, তখন তাহারা নিজ ভাষার শব্দ ‘গুজরাথ, গুজরাথী’ই ব্যবহার করে, ‘গুজরাত, গুজরাতি’ কদাচও মারহাট্টীতে দেখি নাই। তদ্রূপ ‘ওড়িয়া’ পঞ্জাবী, অসমীয়া’ ইত্যাদি না লিখিয়া, বাক্সলার ‘উড়িয়া, পাঞ্জাবী, আসামী’ লেখাই সমীচীন মনে করি। ‘হিন্দুস্থানী’ শব্দকে বিতুফ উদ্-রূপ ধরিয়া ‘হিন্দোস্তানী’ লিখিলে, বাক্সলা ভাষায়

উপর উৎপীড়ন করা হইবে। কোনও ইংরেজ, French, German, Danishএর বদলে তত্তদ্-ভাষায় যার 'বিশুদ্ধ' রূপ Français, Deutsch, Dansk লেখা বা বলার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না ; তজ্জপ ফরাসীও নিজ ভাষার অল্পরূপ Anglais (ইংরেজ, আংরেজ) Allemand (এলেমান, জারমান) Danois (দিনেমার) ছাড়া আর কিছু প্রয়োগ করিবে না। 'বিশুদ্ধ' রূপের নজীর দেখাইলে, বাঙ্গলা ভাষার ভাবৎ তত্ত্ব শব্দকে উক্ত নজীরের বলে বাঙ্গলা রূপ পরিত্যাগ করাইয়া আর কিছুই মূর্খি ধরাইতে হয়। বরং 'গুজরাট, মারহাট্ট' প্রভৃতি পদই বাঙ্গলা ভাষার যথার্থ বিশুদ্ধ-রক্ষায় সহায়ক হইবে।]

শ্রীমুণীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা *

[General Physics and Acoustics]

বাঙ্গালা ভাষায় এত উন্নতি সত্ত্বেও উহা অসম্পূর্ণ—এ ভাষায় বিজ্ঞানালোচনা সম্ভব নয়। অধুনা জগতের প্রায় পৰ্বত্রই বিজ্ঞান লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। সকল সভ্য জাতিই বিজ্ঞানালোচনা করিয়া কত উন্নতি করিতেছেন ও কত ধন্য হইতেছেন; আর আমাদের বিজাতীয় ভাষায় সাহায্য ভিন্ন সেই আশা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই। যুরোপীয় কোন ভাষা না জানিলে বিজ্ঞান শিখিবার বা শিখাইবার কোন উপায় নাই। ইহা আমাদের জাতির একটা কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের ভাষায় পারিভাষিক শব্দের অভাববশতঃ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা এক রকম দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপযুক্ত পরিভাষা না থাকিলে, কেবলমাত্র প্রচলিত ভাষায় কখনও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা চলে না। বহুলভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রচার ও সমাগুভাবে উহার বিকাশ যদি আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে করিতে হয়, তাহার পূর্বে উপযুক্ত পরিভাষা প্রণয়ন আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা পরিভাষা-সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদাদি স্থানে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, আচার্য্য রামেন্দ্রহৃন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণ এবিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জ্যোতিষ ও রসায়নের জন্তই বেশী পরিশ্রম করিয়াছেন। তথাপি Physicsএর পারিভাষিক শব্দও কিছু কিছু তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত মহাশয়ের সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত “বৈজ্ঞানিক পরিভাষা” নামক প্রবন্ধ ও বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত “পদার্থ-বিদ্যা” ও “পদার্থ-দর্শন” নামক পুস্তকদ্বয় হইতে আমি অনেকগুলি শব্দ লইয়াছি। এজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহা এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এম্‌সি, বি এল্ প্রভৃতি বন্ধুগণ আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদেরও নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র General Physics Acousticsএর পরিভাষা আলোচিত হইবে।

পরিভাষা প্রণয়নকালে সর্বপ্রথমে আমাদের দেখা উচিত, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার কি আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে যাহা যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি বজায় রাখিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত, কিন্তু যদি নব্য বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অর্থবিপর্যয় ঘটয়া থাকে, সে স্থলে উহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা দরকার। চলিত ভাষায় যে কথাগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিতে বৈজ্ঞানিক অর্থের একটু আধটু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও, সেগুলি আমাদের জীবনে, আমাদের সাংসারিক ব্যাপারে এত জড়িত যে, তাহাদের আমরা ছাড়িতে পারি না। আবার কতকগুলি বিদেশী ভাষা-

প্রচলিত নাম হয় ত আমাদের চলিত ভাষায় এমন চলিয়া গিয়াছে যে, সেগুলিকে বাঙ্গালা বলিয়াই মনে হয় ; তাহাদের বাঙ্গালা তরজমা আমাদের কর্ণে নুতন ও হুঃপ্রব কবে । তাহাদের অক্ষর-ভরিত করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ মনে হয় । আরও অনেক শব্দ আছে, যেমন কোন যন্ত্রের বিশেষ নাম—যদিও সেগুলি সাধারণের সুখে শুনা যায় না, সেগুলির তরজমা করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, কেবল অক্ষরভরিত করিয়া লইলেই চলিবে । আর একটি কথা, যে শব্দটী অক্ষরভরিত করিতে হইবে, তাহার প্রকৃত উচ্চারণটী অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে । এসব ভিন্ন সমস্ত পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন আবশ্যক । প্রণয়নকালে মনে রাখা উচিত যে, আমাদের ভাষা সংস্কৃতমূলক ; অতএব সংস্কৃত ধাতু ও শব্দের উপর প্রত্যয়াদি করিয়া যুরোপীয় পরিভাষা অবলম্বনে শব্দ-সৃষ্টি করিতে হইবে । বিজ্ঞানের ভাষাতেও অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি-দোষ মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য হয় । কখনও কখনও একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ; আবার হয় ত একই অর্থে একাধিক শব্দও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পারিভাষিক শব্দের পক্ষে প্রত্যেকটী তাহার একমাত্র নির্দিষ্ট অর্থে সর্বত্র ও সর্বদা ব্যবহৃত হওয়া উচিত । চলিত ভাষা হইতে শব্দ সংকলন করিবার সময় এ সব দোষের সম্ভাবনা আরও বেশী । অর্থান্বিত দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিতে গিয়া সময় সময় ঐতিকটুতা ও হ্রস্বচ্ছায়াতা দোষ আসিয়া পড়াও সম্ভব । তবে এই ঐতিকটুতাদি দোষ অভ্যাস ও পরিচয়ের সঙ্গে অনেক সময় কমিয়াও যায় । তথাপি বাহাতে শব্দগুলি ক্ষুদ্র ও সুখোচ্ছায়া হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । বাঙ্গালা ভাষায় পরিভাষা প্রণয়ন করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীর প্রকৃতির উপর দৃষ্টি রাখা চাই । যুরোপীয় পরিভাষায় যে দোষ বা ভুল আছে, তাহা যেন অনুকরণ না করা হয় । এক সময় বৈজ্ঞানিকেরা gas ও vapourকে ভিন্নজাতীয় পদার্থ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এখন যখন উহা একজাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন আমাদের উহাদের জন্য দুইটা নামের সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ? ইংরেজি scale শব্দ বা spring শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের কিন্তু প্রত্যেক অর্থে এক একটি শব্দ স্থির করিতে হইবে । যুরোপীয় পারিভাষিক শব্দের অনুবাদকালে সেই শব্দ অপেক্ষা তাহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার । Ether শব্দের মূল অর্থ দহন বা উহার সহিত সংস্কৃত ইধু-ধাতুর সহিত জ্ঞাতিত্ব আছে বলিয়া, তদর্থ-বোধক কোন শব্দ Etherএর জন্য সৃষ্টি করিতে গেলে চলিবে না । উহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহার প্রতিশব্দ স্থির করিতে হইবে ।

উক্ত দোষগুলি যথাসাধ্য নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়া, General Physics ও Acousticsএর কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিয়াছি এবং তাহাদের সম্যক্ বিচারার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সমীপে উপস্থিত করিতেছি । একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, আমার শব্দগুলিতে কোনরূপ অসঙ্গতি নাই—কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ নাই ; এ কথাও বলা চলে না যে আমার শব্দ অপেক্ষা উপযোগী শব্দ আর কেহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন না । এক্ষণে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী আমার শব্দগুলির ভ্রম-সংশোধন ও উন্নতি-সাধন করিয়া দিলে কৃতার্থ বোধ করিব ।

বিজ্ঞানের ভাবকে এ সকল দোষ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আবার একথাও ঠিক যে, অসঙ্গতি বা উপযোগিতা লইয়া তর্ক-বিতর্ক চালাইলে, সে তর্কের অন্ত নাই। অতএব বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া, আমাদের কর্তব্য, সকলে মিলিয়া স্বাধিক্তি পূর্ব্বোক্ত দোষাবলী হইতে মুক্ত করিয়া পরিভাষা প্রণয়ন করা এবং তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া প্রব্রুচনা ও জ্ঞান-প্রচারে নিজেদের নিযুক্ত করা।

Physics নামক বিজ্ঞানশাস্ত্রে আমরা nature-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকি। Nature এর বাজালা প্রতিশব্দ কি? Nature বলিলে যে যে অর্থ আমাদের মনে উদয় হয়, আমাদের ভাষায় “প্রকৃতি” শব্দটা সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই স্থানে দার্শনিকগণ আসিয়া আপত্তি তুলিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ প্রকৃতি বলিলে সাধারণতঃ প্রকৃতি আমাদের মনে হয় না, আমাদের natureই মনে হয়। অতএব nature-এর অন্ত কোন ভাল প্রতিশব্দ আমার মনে না আসায়, “প্রকৃতি”ই nature-এর জন্ত স্থির করিয়াছি। তাহা হইলে Physicsকে “প্রকৃতিবিজ্ঞান” বলা যাইতে পারে। Physics-এর জন্ত পদার্থবিদ্যা, পদার্থদর্শন, ভূতবিদ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সেই স্থলে বোধ হয়, matterকে পদার্থ বা ভূত বলা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে matterকে জড়পদার্থ নাম দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বলিতে পারেন যে, Physicsকে তাহা হইলে জড়পদার্থ-বিজ্ঞান বা জড়পদার্থবিদ্যা বলা হউক; কারণ, প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা এই জড়পদার্থ অবলম্বনেই ঘটিয়া থাকে। তথাপি এটাও ঠিক যে, Physicsএ আমরা কেবলমাত্র জড়পদার্থের গুণাবলী বুঝিয়াই ক্ষান্ত হই না, প্রকৃতিতে বাহ্য কিছু ঘটনা ঘটে, সমস্তই বুঝিবার চেষ্টা করি, যে শক্তি (energy)-বলে ঘটনাগুলি ঘটিতেছে, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর আলোচনা করি। এই সকল কারণে প্রকৃতিবিজ্ঞান কথাটি ভাল লাগিতেছে।

বাহ্য-ভরে প্রত্যেক শব্দের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া, নিয়ে শব্দগুলির তালিকা দেওয়া গেল।

পরিভাষিক শব্দের তালিকা

(General Physics and Acoustics)

A	Aeroplane—সপক্ষ বিমান।
Acceleration—বেগোপচয়।	—Plane of the—পক্ষ।
— angular—কৌণিক বেগোপচয়।	—Monoplane—একপক্ষ বিমান।
Acoustics—শব্দবিজ্ঞান।	—Biplane—দ্বিপক্ষ বিমান।
Action—ক্রিয়া।	—Triplane—ত্রিপক্ষ বিমান।
Adhesion—সংসক্তি।	Affinity—অনুরক্তি।
Adiabatic—নিভাতাপাবস্থা।	Airship—গোত-বিমান।

Amplitude 'of a vibration)—প্রসার । Circle of reference (of an S. H. M.)

Analysis—বিশ্লেষণ ।

—ছন্দোবদ্ধ গতিসম্বন্ধীয় বৃত্ত ।

Anti-clockwise—বামাবর্ত ।

Circumference—পরিধি ।

Artesian well—আর্টসিয়ান কূপ ।

Clip—টিপকল ।

Atmosphere—বায়ুমণ্ডল ।

Clockwise— দক্ষিণাবর্ত ।

Atmosphere, one—একগুণ বায়ুচাপ ।

Closed figure—বদ্ধ ক্ষেত্র ।

Atmospheric pressure—বায়ুচাপ ।

Coefficient—নিত্য গুণক ।

Atom—পরমাণু ।

Cohesion—সংহতি ।

Attraction—আকর্ষণ ।

Column—স্তম্ভ ।

Axis (of a figure)—অক্ষ ।

Commensurable—পরিমেষ ।

Axis (coordinate)—নিয়ামিকা ।

Compound—রৌগিক পদার্থ ।

B

Compressibility—সঙ্কোচ্যতা ।

Balance—তুলাযন্ত্র ।

Condensation (the act of making

—Hydrostatic—গুরুত্বমাপক তুলাযন্ত্র ।

dense)—ঘনকরণ ।

—Spring—তুলাস্রীং ।

Condensation (in a wave)—সঙ্কোচন ।

Baloon—বোয়ামহান ।

Conjugate points—যুগবদ্ধ বিন্দুদ্বয় ।

Barometer—বায়ুচাপমাপন ।

Conservation of energy—শক্তিসমষ্টির

Beats—তরঙ্গস্পন্দন বা স্বরস্পন্দন ।

সনাতনতা ।

Body—মূর্ত পদার্থ ।

Conservative system of forces—

Bow (for the violin)—ছড়ি ।

সনাতন বলসমবায় ।

Breaker—তরঙ্গভঙ্গ ।

Constant—নিত্য ।

Bridge (of a sonometer)—আড়ি ।

Coordinates—স্থিতিনির্দেশক রেখা ।

Buoyancy—উৎপ্লাবকত্ব ।

Couples—বলযুগ্ম ।

C

Crane—উত্তোলক ।

Capillarity—কৈশিকতা ।

Crest (of a wave)—তরঙ্গশীর্ষ ।

Capillary force—কৈশিকাকর্ষণ ।

Crovas' disc—ক্রোভার ডিস্ক ।

Centrifugal force—কেন্দ্রাপসারী বল ।

Crystal—শর্করা ।

Centripetal force—কেন্দ্রাভিমুখী বল ।

Cylinder—চোঙ্গ ।

Characteristic property—প্রকৃতি-

D

নির্দেশক গুণ ।

Density—ঘনতা ।

Character (of a musical sound)—ভাব ।

Dial—ফলক ।

Circle—বৃত্ত ।

Diffraction—ব্যাবর্তন ।

Diffusion—বিসর্পণ ।

Dimensions—ব্যাপ্তিবান ।

Direction (of a force)—দিক্ ।

Discover—আবিষ্কার করা ।

Displacement—স্থানান্তরণ ।

Dissipation—অপসারণ ।

Divisibility—বিভাক্যতা ।

Dry air—নির্ভল বায়ু ।

Ductility—তান্তবৎ ।

Dynamics—গতিবিজ্ঞান ।

E

Ear—কর্ণ ।

Ear-drum—কর্ণপটহ ।

Eccentric circles—অসমকেন্দ্রিক বৃত্ত ।

Eccentric point—কেন্দ্রাতিচারী বিন্দু ।

Eccentricity—কেন্দ্রাতিচরণ ।

Echoe—প্রতিধ্বনি ।

Efficiency (of a machine)—দক্ষতা ।

Elasticity—স্থিতিস্থাপকতা ।

—Modulus of—স্থিতিস্থাপকতার

নিত্যাঙ্কণ ।

Electron—তড়িৎদণু ।

Element—মূলভূত ।

Endosmore—অন্তর্বাহ ।

Energy—শক্তি ।

—Potential—প্রচ্ছন্ন শক্তি ।

—Kinetic—প্রকট শক্তি ।

Equilibrium—সাম্য ভাব ।

—Neutral—উদাসীন সাম্যভাব ।

—Stable—স্থায়ী সাম্যভাব ।

—Unstable—অস্থায়ী সাম্যভাব ।

Ether—ব্যোম ।

Exhausted—বিরলীকৃত ; নিঃশেষিত ।

Exosmore—বহির্বাহ ।

Experiment—পরীক্ষা ।

Extension—ব্যাপকতা ।

F

Filtration—নিষ্কাশন ।

Fire-engine—দমকল ।

Float—ভেলা ।

Flask—ফ্লাস্ক ।

Flexure—নমনীয়তা ।

Foot bellows—পায়ে চালান হাপর ;

তন্দ্রা ; বাতা ।

Force—বল ।

—component—কারণ বল ।

—external—বহির্বল ।

—internal—অন্তর্বল ।

—parallel—সমান্তর বল ।

—centre of—সমান্তর বলকেন্দ্র ।

—like—সমমুখ সমান্তর বল ।

—unlike—বিপরীতমুখ সমান্তর বল ।

—parallelogram of—বলসমান্তরিক ।

—resolution of—বলবিশ্লেষণ ।

—resolved—বিশ্লিষ্ট বল ।

—resultant—সম্মত বল ।

—triangle of—বলত্রিভুজ ।

Forced vibration—অনুপ্রণয়ন ।

Frequency—কম্পনসংখ্যা ।

Friction—ঘর্ষণ ।

Fulcrum—অবলম্ব বিন্দু ।

G

Gas—বাপ ।

Graph—চিত্রলেখ ।

Gravitation—মাধ্যাকর্ষণ ।

Gravity—ভূমধ্যাকর্ষণ ।

—centre of—ভারকেন্দ্র ।

H

Handle—হাতল ।

Hardness—কাঠিন্য ।

Hare's apparatus—হ্যার যন্ত্র ।

Harmonic motion—ছন্দোবদ্ধ গতি ।

—simple—সহজ ছন্দোবদ্ধ গতি ।

Harmonies—সপ্তকাস্তর ধ্বনি ।

Helicopter—হেলিকপ্টার ।

Hermetically fitted—দৃঢ়বদ্ধ ।

Heterogeneous—বিষম ধর্ম্মাজ ।

Homogeneous—সমধর্ম্মাজ ।

Horizon—ক্ষিতিজ তল ।

Horizontal—ক্ষিতিজ সমান্তরাল ।

Horizontally—ক্ষিতিজ সমান্তরালে ।

Horse power—অশ্বক্ষমতা ।

Hydraulic tourniquet—বারিক্রমী ।

Hydraulic press—বারিচাপ যন্ত্র ।

Hydrometer—ঘনতা-মাপক ।

—constant immersion—নির্দিষ্ট

নিমজ্জনাংশ ঘনতা-মাপক ।

—variable immersion—অনির্দিষ্ট

নিমজ্জনাংশ ঘনতা-মাপক ।

Hydrostatics—দ্রবস্থিতিবিজ্ঞান ।

I

Impact—অভিঘাত ।

Impenetrability—অভেদাতা ।

Impulse—নোদনা ।

Impulsive force—হঠবল ।

Incidence—আপতন ।

Incident angle—আপতন কোণ ।

Incident ray—আপতনশীল রশ্মি ।

Inclination—অবনতি ।

Inclined plane—ক্রমনিম্ন সমতল ।

Index (as in the Aneroid barometer,
galvanometer &c.)—কাঁটা ।

Index (as in the Optical bench)—চিহ্ন ।

Inertia—জড়তা ।

Initial position—আদি স্থান ।

Interference—constructive—উপচায়ক
অধিসন্নিবেশ ।

—destructive—সংহারক অধিসন্নিবেশ ।

Intermittent fountain—সবিরাম উৎস ।

Intermolecular space—অণু-ব্যবধান ।

Intersection—ছেদ ।

Interval—অবসর ।

Invent—উদ্ভাবন করা ।

Isochronous—সমকালব্যাপী ।

Isothermal—নিত্যোষ্ণতাবস্থা ।

J

Jet—নির্ঝর ।

L

Lactometer—লাটোমিটার ।

Law—নিয়ম ; বিধি ।

Level—সমতল ; জলসমক্ষেত্র ।

Lever—দণ্ডযন্ত্র ।

—arms of—যন্ত্রের ভুজ ।

—fulcrum of—দণ্ডযন্ত্রের অবলম্ব বিন্দু ।

Limiting Value—চরম মান ।

Limits of audibility—শ্রুতিশক্তির সীমা । Node (as in a stationary wave)

Line—রেখা ।

—স্থির ক্ষেত্র ।

—curved—বক্র রেখা ।

Noise—কোলাহল ।

—straight—সরল রেখা ।

Note—নোট ।

Liquid (adj.)—তরল ; দ্রব ।

O

Liquid (noun)—দ্রব ।

Observation—পর্যবেক্ষণ ।

Loop (of a wire &c.)—বলয় ।

Organ pipe—শুবির ।

Loop (as in a stationary wave)

—closed—বদ্ধ শুবির ।

—চলক্ষেত্র ।

—open—মুক্ত শুবির ।

Loudness (of a musical sound)

Origin—উৎপত্তি-বিন্দু ।

—প্রবলতা ।

Oscillation—আন্দোলন ।

—Centre of—আন্দোলন কেন্দ্র ।

M

Machine—যন্ত্র ।

Osmose—প্রতিবাহ ।

Malleability—ঘাতসহন্য ।

P

Manometre flame—গল্ফোমুখ শিখা ।

Parachute—প্যারাসুট ।

Mass—জড়মান ।

Particle—কণা ।

Matter—জড় পদার্থ ।

Pendulum—দোলক ।

Mean position (e. g. of an S. H. M)

—bob of—দোলক ছল ।

—মধ্যবর্তী স্থান ।

—Compound—স্থল দোলক ।

Medium—বাহক ।

—length of—দোলক দৈর্ঘ্য ।

Mixture—মিশ্র পদার্থ ।

—Simple—আদর্শ দোলক ।

Molecule—অণু ।

Period (of vibration)—কম্পনকাল ।

Moment—আবর্তন প্রবলতা ।

Phase—দশা ।

Momentum—সমগ্র বেগ ।

Phase difference—দশাস্থর ।

Motion—গতি ।

Phenomenon—ঘটনা ।

Mouth piece (of an organ pipe)—

Phonograph—ফোনোগ্রাফ ।

মুখ ।

Physics—প্রকৃতি-বিজ্ঞান ।

Musical scale—স্বরগ্রাম ।

Pipette—নলিকা ।

Musical sound—সুশ্রাব্য স্বর ।

Piston—চাপদণ্ড ।

N

:

Pitch—স্বর ।

Natural phenomenon—প্রাকৃতিক ঘটনা ।

Plumb line—ওলন ।

Nature—প্রকৃতি ।

Pneumatics—বাপ-বিজ্ঞান ।

Point—বিন্দু ।

—of application—প্রয়োগ-স্থল ।

—of support—অশ্রয়-স্থল ।

—of suspension—অলম্বন-স্থল ।

Pores—অন্তর ।

Porosity—সান্দ্রতা ।

Position—অবস্থিতি ।

Power—ক্ষমতা ।

—Horse—অশ্ব-ক্ষমতা ।

Pressure—চাপ ।

—Centre of—চাপকেন্দ্র ।

Principle—মত ।

Projectile—ক্ষেপণী ।

Projection—অধিক্ষেপণ ।

Propeller—প্রচালক ।

Pulley—কপিকল ।

Pump—Air—বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্র ।

—Receiver of—বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্রের আধার ।

—Gauge—বায়ু নিষ্কাশন-
মান ।

—Common (suction)—জলশোষণ-যন্ত্র ।

—Condensing—বায়ুপূরণ-যন্ত্র ।

—Force—জলোৎক্ষেপণ-যন্ত্র ।

Q

Quality (of a musical sound)—ভাব ।

R

Rack and pinion—র্যাক ও পিনিয়ন ।

Radian—সমত্রিভুজ কোণ ।

Rarefaction (of gasses)—বিরলতাপাদন ।

Rarefaction (in a wave)—প্রসারণ ।

Rate—হার ।

Ratio—অনুপাত ।

Reaction—প্রতিক্রিয়া ।

Reed—জিহ্বা ; পাতা ।

Reed instrument—সজ্জিহ্বা সুরবির ।

Reflected angle—প্রতিফলিত কোণ ।

Reflected ray—প্রতিফলিত রশ্মি ।

Reflection—প্রতিফলন ।

Refracted angle—বিবর্তিত কোণ ।

Refracted ray—বিবর্তিত রশ্মি ।

Refraction—বিবর্তন ।

Repulsion—বিপ্রকর্ষণ ।

Resistance—বাধা ।

Resolution—বিশ্লেষণ ।

Resonance—সহজাহ্বরণন ।

Resonator—সহজাহ্বরণক ।

Rest—বিরাম ।

—Absolute—নিরপেক্ষ বিরাম ।

—Relative—সাপেক্ষ বিরাম ।

Retardation—প্রতিবদ্ধ বেগ ।

—Angular—প্রতিবদ্ধ কৌণিক বেগ ।

Rigid body—দৃঢ় বস্তু ।

S

Savart's Toothed Wheel—সাতার্টের
দণ্ডচক্র ।

Scale—মানদণ্ড ; মাপকাঠি ।

Scale (of measurement)—মানধারা ।

Scale (musical) সুরগ্রাম ।

Screw—ইহুপ, কু, ।

Screw (machine) কু-যন্ত্র ।

Section—ছেদ ।

—Cross—অনুপ্রস্থ ছেদ ।

—Longitudinal—অনুদৈর্ঘ্য ছেদ ।

—Oblique—তির্ঘ্য ছেদ ।

Sensitive flame—সংবেদী শিখা ।	Syren (Cagniard dela Rive's)—
Shadow—ছায়া ।	সাইরেন ।
Shape—আকার ।	Syren (Seebeck's)—জেবেকের সাইরেন ।
Siphon—বক্রনালা ।	Syringe—পিচকারী ।
Soap film—সাবানের ঝিল্লি ।	T
Solid—কঠিন ।	Tenacity—সংগ্রাহকতা ।
Sonometer—তারযন্ত্র ।	Tension—টান ।
Sound—শব্দ ; নাদবিস্তার ।	Theory—বাদ ।
Space—অনন্তাকাশ ।	Timber (of a musical sound)—ভাষ ।
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব ।	Tone—ধ্বনি ।
Specific gravity bottle—আপেক্ষিক	—Fundamental—মুট ধ্বনি ।
গুরুত্বমাপক শিশি ।	—Upper partial—উপধ্বনি ।
Speed counter—বেগমান ।	Torsion—মোটন (মোচড়ান) ।
Sphere—গোলক ।	Transmissibility (of pressure)—চাপ-
Spiral (like the watch spring)—	সঞ্চালন ।
কুণ্ডলী ।	Trough (of a wave)—তরঙ্গপাদ ।
Spiral (solenoidal)—বেষ্টনী ।	Tuning fork—(সুর মিলাইবার) দ্বিশাখ
Spring—(fountain)—উৎস ।	ব্রজ ।
Spring (the elastic body)—স্প্রিং ।	U
Standard—আদর্শ ।	Unison—সুরের মিল ।
Statics—স্থিতিবিজ্ঞান ।	Unit—একক ।
Stationary wave—অপরিবর্তনশীল তরঙ্গ ।	—Absolute—নিরপেক্ষ একক ।
Steelyard—তুলাদণ্ড (তুলাদাড়ি) ।	Vacuum—শূন্য দেশ ।
Stop cock—কলছিপি ।	Valve—কপাট ।
Stratum—স্তর ।	Vapour—বাষ্প ।
Suction—শোষণ ।	Velocity—বেগ ।
Surface—তল ; পৃষ্ঠ ।	—Uniform—সমবেগ ।
—Area of a body—কোন বস্তুর	—Varied—বিষম বেগ ।
বহিস্তল ।	—Angular—কৌণিক বেগ ।
—Curved—বক্রতল ।	Uniform—কৌণিক সমবেগ ।
—Plane—সমতল ।	Varied—কৌণিক বিষম বেগ ।
Superposition (of waves)—অধিসন্নিবেশ ।	Rectilinear—সরলরৈখিক বেগ ।

Vernier—বর্ণিমার যন্ত্র ।

—Machine—ভরক প্রদর্শক যন্ত্র ।

Vertical—লম্ব ।

—Transverse—আনুপাংগিক ভরক ।

—Angle—উন্নতি ।

Weather glass or Wheel barometer

—Plane—লম্বতল ।

—আবহাওয়া বারোমিটার ।

Vibration—কম্পন ।

Weight—ভার ।

Vibroscope—ভাইব্রোস্কোপ ।

Weight—বাটপরা ।

Viscosity—আঁশসত্তা ।

Well—কূপ ।

Volume—আয়তন ।

—Artesian—আর্টেশিয়ান কূপ ।

Water mill—জলচক্র ।

Wedge—কীলক যন্ত্র ।

Wave—ভরক ।

Wheel and axle—অক্ষচক্র যন্ত্র ।

—Form curve—ভরক-বেঁধা ।

Wind refraction—বায়ুপ্রবাহের বিবর্তন ।

—Front—ভরকগ্রাণ ।

Work—কর্ম ।

—Length—ভরক-দৈর্ঘ্য ।

Zeppelin—জেপেলিন নামক গোলবিমান ।

—Longitudinal—আনুপাংগিক ভরক ।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়



অধিলেহে সুভক্ষণে সুভলগ্ন কর ।
অভিষেক কর সবে রাম গুণাকর ॥
আজ্ঞা পায়ে পাত্রগণ হরষিত মনে ।
আনন্দিত হয়ে পড়ে রাজার চরণে ॥

মধ্য,—

কেকই বলিল শুন ধর্মশীল রাম ।
সুমনস্ক রাজারে কৈল তোমার প্রণাম ॥
সত্য বাক্যে বদ্ধ হ'র রাজা বশাণর ।
তোমার বিচ্ছেদে হৈলেন ব্যাকুলহৃদয় ॥
রাজ্য ছাড়ি সীতা লক্ষণ তুমি বনে জাবে ।
আপনার মুখে রাজা কেমনে বলিবে ॥
বিরলে বসিয়ে রাজা গুণে ভাবেন চিন্তে ।
কি কারণে জাবে রাম রাজার সাক্ষাতে ॥
তবে তোমার ইচ্ছা নহে রাজ্য ছাড়ি জাইতে ।
বুদ্ধকালে পিতৃসত্য বিকল করিতে ॥
অধর্ম অজস চাহ রাখিতে সংসারে ।
তবে গিরে দরশন করহ রাজারে ।
কেকইর নির্ধুর বাণী শুনিয়া শ্রীরাম ।
পিতার চরণে কৈলেন সহজ প্রণাম ॥
রাজগৃহ প্রদক্ষিণ করি তিনজনে ।
পুনরপি প্রণাম করিলেন সাবধানে ॥
কেকই মাতারে প্রণমিয়ে বারে বারে ।
চলি গেলেন তিন জন সুমিত্রার পুরে ॥

(পৃ• ১২১)

কর রঘুনন্দন অধোদ্যার প্রাণধন
ভিলে আশ না দেখিলে মরি ।
নরমপুথলি রাম রূপ দুর্দাদলশ্রাম
এবে কি না হলে বনচারি ॥
অগ্রে আমি জদি জানি বৈরি মোর কেকই রাণী
তবে কেনে জাইব বিশ্বাস ।
প্রকারে সত্য ক'রাইল ধন প্রাণ সব নিল
রামেরে পাঠালে বনবাস ॥

তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে
রাজ্যখণ্ডে কোন প্রয়োজন ।
এত বলি নৃপবর খেদাবিত অন্তর
ঘন বলে না রহে জীবন ॥
শ্রীরাম পাঠয়ে বনে কান্দে রাজা রাজিদিনে
প্রবোধ না মানে কোন মতে ।
কৌশল্য। সুমিত্রা রাণী কহিয়ে মধুর বাণী
নিবেদন লাগিলেন কহিতে ॥
পূর্বে না চিন্তিলেন ধর্ম ঘটিল এমনত কর্ম
বনে পাঠাইলেন রামধন ।
বিধাতার মনে জাহা অবশ্য ঘটয়ে তাহা
শাস্তনা ফলুণ নিজ মন ॥
কীর্তবাস পণ্ডিতে কর রাম কেনে বনে জায়
রাবন হরন্ত অতিশয় ।
রাবনের বংশ জাবে ত্রিভুবনে অশ রবে
এই ভেবেছেন দয়াময় ॥

(পৃ• ১৪২-১৪১)

অন্ত,—

তত্ত্ব পর তুলসীকানন তথা হেরি ।
ক্রিজাসিলেন রঘুনাথ কওজত করি ॥
পিণ্ড প্রদানের কথা জ্ঞান বিবরণ ।
তুলসী কহিলেন জেমন কয়েছেন ব্রাহ্মণ ॥
ক্রেধি করিয়ে সীতা কহিলেন তাহার ।
তব পত্না নারায়ণের বাহিত যদায় ॥
অগবিত্ত স্থানে রবে দুঃখিত হইবে ।
প্রকাল ফুকুর যুজ পুরিব তেজিবে ॥
অবশিষ্ট বটবুরু আইলেন নিকট ।
ভাবিয়ে বুঝিলেন সতী দেবীর শঙ্কট ।
জথার্থ বচন সে কহিল বার বার ।
পিণ্ড লইয়ে গেলেন জনক তোমার ॥
ধনলোভে মিথ্যা প্রথম কহিলেন ব্রাহ্মণ ।
ব্রাহ্মণের অমুরোধে কহিলেন হুইজন ॥

আমি যদি মিথ্যা কই ভালো কন্দ্র নয় ।
 অন্ত্যামি নারায়ণ জানেন তাহার ॥
 শত কোটি জন্ম তপ করয় জে জন ।
 সত্যবাদী সম সে না হয় কখন ॥
 এত শুনি জানকী হরিষ হইলেন ।
 সম্ভাষ হইয়ে দেবী তাহাকে কহিলেন ॥
 চিরকাল সুশীতল হইবে এমন ।
 নিপত্র না হবে শাখা তোমার কখন ॥
 সুশীতলে রাখিবে জে আবে তব তলে ।
 আনন্দেতে থাকিবে সর্বদা পত্র ফলে ॥
 এইরূপে আশীর্বাদ করিয়ে তাহার ।
 বিদাই দিলেন তারে আনন্দ হৃদয় ॥
 কীর্তিবাস পণ্ডিতে কন অমৃত বচন ।
 মন দিয়ে শুন সবে গীত রামায়ণ ॥

৩১। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ ।
 আকার, ১৪ × ৪^৩/_৪ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা ৫৭ ।
 প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, মন
 ১২৩৮ সাল । সম্পূর্ণ ।

আদি,—

আজ্ঞাকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবির বিভা ।
 অজ্ঞাধ্যায় বনবাস ভরথের রাজ্য দিয়া ॥
 হরি হরি বলরে সকল বন্ধু জোন ।
 অজ্ঞাধ্যাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন ॥
 রামচন্দ্র দুবরাজ^১ দসরথ রাজা ।
 পুত্রের সোমান জে পানন করে প্রজা ॥
 অকালমৃত্যু নাহি রাজ্যে অসের^২ নাহি ডর ।
 লোকের পরমাই দস হাজার বৎসর ॥

১। দুবরাজ=দুবরাজ ; পশ্চিম রাঢ়ে প্রচলিত ।

২। 'দস্যর' হইবে বোধ হয় ।

মহারাজ দসরথ বড় পুণ্ড্রবান ।
 জার পুত্র আপুনি জর্মেছেন ভগবান ॥
 অবতিগ্ন হইয়াছেন ছাড়িয়া গোলোক ।
 রঘুনাথের জস কিত্তী ঘোষে তিন লোক ॥
 নয় বৎসরের কালে তাড়কাবধ করেন রাম ।
 পদরেণুতে মুক্ত কৈলেন অহল্যা পাসান ॥
 রাক্ষাস মারিয়া রাম মুনি জন্ম রাখি ।
 ধনু[ভঙ্গ] করি বিভা করিলা জানকি ॥
 পথেতে ভৃগুর তেজ রাম নিলা হয়্যা ।
 রামের জস কিত্তী লোক দেখে নয়ান ভর্যা ॥
 হস্তীনা নগরে রাজা কেঁকই নরবর ।
 অজ্ঞাধ্যা পাঠাইয়া দিল আপন কোণ্ডর ॥
 রাজ্যারে কহিও বাছা আমার আশীর্বাদ ।
 বোলো তোমার পুত্র দেখিতে রাজা
 করেছেন সাধ ॥

বহুমূল্য ধন দিয়া পাঠাইল হত ।
 জন্ম করিয়া তার আনিবে চারি সুত ॥
 বিদায় হইল হত রাজার সাক্ষাতে ।
 রথে আরোহন হয়্যা চলিল তুরিতে ॥
 অজ্ঞাধ্যাতে হস্তীনাতে তিন দিনের পথ ।
 পবন গমনে সারথী চালাইল রথ ॥

মধ্য,—

পাত্র প্রজালোক জত করে হায় হায় ।
 অজ্ঞাধ্যা আন্ধার করে রাম বনে জায় ॥
 বালক বির্কি ছুবা সব ছাড়য়ে নিশাষ ।
 কোন বিধি করিলেক রামের বনবাস ॥
 সতে বলে কেঁকয়ের মাথায় পড়ুক বজ্রর ।
 রাম বনে পাঠাইল এ চোদ্দ বৎসর ॥
 অজ্ঞাধ্যায় ঘর দ্বার ফেলাব ভাজিয়া ।
 রাজ্য করুক দসরথ কেঁকইকে লয়্যা ॥
 আর কেহ বাস না করিব এই দেশে ।
 রামের সঙ্গেতে সজ্জা জাব বনবাসে ॥

সম্মিলিত নারে কেহ নয়নের জল ।
 নদনদি সরবরে সুখাইল জল ॥
 হস্তি দানা ত্যাগ কৈল বোড়ায় না খায় ঘাস ।
 রাম সোকে কান্দে সবে নিতা উপবাস ॥
 পক্ষ সব ডালে বস্তা করয়ে ক্রন্দন ।
 হায় রাম লক্ষন ডাকিছে সর্বক্ষন ।
 কিস্তিবাশ গান মহামুনির পুরান ।
 সুনিতে অপূর্ব কথা সুধার সমান ॥
 রাম কোন বনে জাবে রে কি হবে রে ॥
 আদিবাস করিলাম কাল শ্রীরামেরে দিতে ভাল
 এই ছত্র নব দণ্ড ।
 কুঞ্জির সঙ্গে কুমন্তনা করি
 কেকৈ হল পাশণ্ড ॥
 আনন্দিত প্রজা রাম হবে রাজা
 পাত্র লোকের উল্লাস ।
 কেকৈ পাসণ্ডি পাসণ্ড হইল
 রামকে পাঠায় বনবাস ॥
 এক পুত্র না ছিল চার পুত্র হল
 দেব মুনি সভার বরে ।
 পাতিএ হাটখানি বসাতে নাহি পেলাম
 দাক্ষন কেকৈয়ের ডরে ॥
 রামকে দেখিতে বড় সাধ লাগে রে
 * * * ।
 এ বর সরবস সকলি দিব জে
 মোর রামকে রাখিবে ॥
 আরে মোর রাম গুনের নিধিরে ।
 না ভাবি পরিনাম হারাইলাম রাম
 বিবাদ লাগিল বিধিরে ॥
 . .
 ফের ধূয়া ॥
 আরে বেরে রাম চলেঙ্গে বনবাসে
 হে দিক জিবনং দিক জিবনং ॥

জো সিরমে হেম মুকুট বিয়াজে
 বলকত মুকুতাকি দাম ।
 সো সিরমে হাম তাত বহেঙ্গেহ
 জটা বনায়েঙ্গে মের রাম ॥
 জো মুখমে পান মিঠাই না রুচে
 ভোজন রমরিত বিলাস ।
 শো মুখমে কেশে ফল ফুল রুচঙ্গে
 কেশে সহেঙ্গে পিআশ ॥
 জো কটিতটেমে হেম পাটি শোহে
 নষ্ট মুরতি জুতি জাল ।
 শো কটিতটেমে কেশে পরেঙ্গে রাম
 বিপিনাঙ্গমিকা খাল ॥
 জো পগমে হেম পুঞ্জনি শোহে
 মৃণাল ক্রমেন্দু (?) লাজ ।
 শো পগনে রাম কেশে ফেরেঙ্গে হো
 বিপিন কণ্টক বনমাব ॥ * ॥
 নাচাড়ি ॥
 রানি ধরিয়া রাজার পায় শোকে গড়াগড়ি জায়
 বনবাস জায় বাছা রাম ।
 তোমার কঠিন হিয়া 'দয়া নাহি মুখ চায়
 কেমনে ধরিবে নিজ প্রান ॥
 জানকি জনকমুতা কনক কমল লতা
 দেখে প্রান ধরিতে না পারি ।
 ভরথে রাজর্ষ দেহ সম্পদ সকল লেহ
 বাছারে না কর বনচারি ॥
 আমি জপি কাত্যায়নি রাজা হব রঘুনি
 তাহে বিধি হইলা নৈরাশ ।
 আমার মাথাটি খায়্যা কেনে সত্য বন্দি হয়্যা
 কেন রাম পাঠাও বনবাশ ॥
 হুথের উপরে হুথ না দেখিব রামমুখ
 শিতা মুখ না দেখিব আর ।

আমার করম দোশে রাম জাবেন বনবাশে
অজ্ঞা করিয়া অন্ধকার ॥

রানি পড়িয়া ধরনিতলে; ভাশে নরানের জলে
উচ্চাশ্বরেতে কান্দে রানি ।

নয়ানে বহিছে লোর বুল হইল কোল
কিবা লগ্না বরিব' রজনী ॥

রাম হেন গুননিধি দিয়া বঞ্চিত কৈল বিধি
শোকে রানি ছাড়েন নিখাষ ।

বাশিকের চরন শিরে করি বন্দন
নাচাড়ি রচিল কিস্তিবাশ ॥

(পৃ° ২১১২—২২১২)

৩২। রামায়ণ—অষোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাংলা তুলোট কাগজ ।
আকার, ১৪ $\frac{১}{২}$ × ৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ২৫ ।
প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্ক্তি । লিপিকাল সন
১২৩৮ সাল । সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া ।
সর্বোংশ ২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ ।

৩৩। রামায়ণ- অষোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাংলা তুলোট কাগজ । আকার,
১৪ $\frac{১}{২}$ × ৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৩৩ । প্রতি
পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন ১২৪৯
সাল । সম্পূর্ণ ।

২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ ।

১। 'বকিব' হইবে বোধ হয় ।

৩৪। রামায়ণ—অষোধ্যাকা ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাংলা তুলোট কাগজ । আকার,
১৪ × ৪ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ২৩-২৭, ৩০-৩৮,
৪৩ । প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্ক্তি । খণ্ডিত ।
প্রাচীন পুথি ।

আদি,—

বাপকে বৈল রাম মুনির বেস হঞা ।
অন্তর পুড়এ রাজার শ্রীরাম দেখিঞা ॥
ধার্মিক শ্রীরামচন্দ্র পরিল বাকল ।
ততু গ্রান আছে মোর সরির ভিতর ॥
কেনে ২ কান্দে রাজা কেনে করে ধ্যান ।

রামের বিজোগে মোর দগ্ধে পন্নান ॥
কৈকৈর কার্যে রাম গেলা বনবাসে ।
সারথি সাজিল রথ আখির নিমিসে ॥
রাজাএ ণাচরে সারথি রথ সাজিয়া ।
রাজা বলে রথ জাহ শ্রীরাম বহিয়া ॥
ভাণ্ডারিকে বৈল আম দিবা বসন ।
সিতার তরে আনহ নানা অভরন ॥
তাহা পরিঞা বন জাবেন জনকঝারি ।
রাজার আদেশে অভরন আনিল ভাণ্ডারি ॥

সিতাকে সমর্পণ রত্ন রাজার আদেশে ।
নানা রত্ন পরিয়া সিতা জিন হেন বাসে ॥
একে সন্মানি সিতা অধিক সোভে বেসে ।
পুর্নিমার চন্দ্রে জেন হইল আকাশে ॥
সিতার মায়ামোহে রাজা সিতা কৈল কোলে ।
আতি স্নেহ হইল রাজা প্রিত বাক্য বলে ॥
রামকে দেখিহ সিতা চন্দ্র সমান ।
ব্যর্থ্যহিন ধনহিন না কর্য অন্ন ভান ॥
স্বামী ছাড়িয়া দ্বির গতি নাহি আর ।
স্বামি সেবা করিহ পালিহ বচন আমার ॥

রাজার বচন সিতা বলিলেন মাথে ।
কৌসল্যাাকে বলে গিঞা জোড় করি হাথে ।
বুদ্ধ গুরুজন তুমি বিসেসে তপস্বিনি ।
তোমার অগ্রেতে আমি কি বলিতে জানি ॥
সোক না ভাবিহ মনে ভাবিহ দেবতা ।
ইহলোকে পরলোকে আমি দেবতা ॥
কি করিব পুত্র ভ্রাতী কি করিব বাপে ।
স্বর্গ নরক হএ আপন পুণ্য পাপে ॥
বাপ ভাই পুত্র ধন দিলে লেখা করে ।
স্বামি জত দেই তত কেহো দিতে নারে ॥
পতি জিএ এক কার ইথে নহে আন ।
সুখে সুখ দুখে দুখ মৈলে ছাড়ে প্রান ॥

জিগন লঞা ঘরকে আইলা রাজন ।
রামের পাছে জি পুত্র লঞা গেলা প্রজাগন ॥
উলটায় চাহে রাম প্রজা সব দেখে ।
রাম বলেন প্রজা কেন আস্তে এক মুখে ॥
ধর্ম ভএ রাম প্রজাকে দিলা দরসন ।
রামের পাএ ধরি কান্দে সব প্রজাগন ॥
নেউট নেউট রাম বলে প্রজাগনে ।
ভরথ অনেক তোমার করিব পালনে ॥
কল্যান চরিত্র ভরথ স্মৃতি স্থিহি ।
অজাম্ব বাহু ভরথ স্মৃতির সরিষ ॥
পুতে ভরথ সভার করিব সম্বোধ ।
লোক অপ্রমাদি ভরথ নাহি কোন দোষ ॥

মধ্য,—

মৃচাঞা সকল লোক রাজা আইলা খাটে ।
কৌসল্যা বসিঞা আছে রাজার নিকটে ॥
কৌসল্যা বলে কৈকৈর হৈল মনে সুখ ।
আমার হইল ইবে আশ্বারিস (?) দুখ ॥
একে সৌভাগ্যা আরে রাজার জননি ।
দুর্ভাগ্য হইলাও আমি অনাথিনি ॥
ভরথ হইথ রাজা রাম থাকিথ ঘরে ।
ভিক্ষা করিঞা পুত্র পুসিত আমারে ॥
সব অধিকার নিলেক বন পাঠালেক রাম ।
জিবন না রহে প্রান নাহিক বিশ্রাম ॥
জনকনন্দিনি গেলা গেলেন লক্ষ্মন ।
জুড়াইতে ঠাঞি নাঞি সদাই তপ্ত মন ॥
কবে দেখিব রাম কর্মলোচন ।
মহাবলবান বাহু গজেন্দ্রগমন ॥
ফলকালে বিধাতা কাটিলেক মূল ।
রামের সোকে মরিলাও হইলু আকুল ॥
এড়িয়া গেলা রাম মোকে দেখিব কত দিনে ।
সকল সুখ এড়িয়া জুড়াইব কোন বনে ॥

শেষ,—

কড়া করি বলে রাম লইঞা সিতারে ।
লক্ষ্মন হোথা আছেন অস্ত চিন্তায় ॥
দস কৃষ্ণ মৃগ মারি আনিলা লক্ষ্মন ।
কড়া করি আইলা ধোঁহে আপন সদন ॥
জোড়হাথে লক্ষ্মন বলে শ্রীরাম স্থানে ।
মাংস দেখি শ্রীরাম তুষ্ঠ হইলা মনে ॥
সিতাকে বলিলা মাংস করহ রন্ধন ।
দেবতা পূজিয়া মাংস করিব ভক্ষন ॥
রামের বোলে সিতা দেবি করিলা রন্ধন ।
মধু সংজোগে মাংস খাইলা রামলক্ষ্মন ॥
সেস মাংস কাককে দিলেন স্মৃতিরি ।
লোটাঞা নিলেক এক কাক কামাচারি ॥
সিতা দেবি নিবারে কাকে খারে মাংস ।
আর সব কাক কেহো না পাইল অংস ॥
সিতাকে কোপ করিঞা গেল নিজ বাসে ।
ভোজন করি সিতা নিজা গেলা রাম পাসে ॥
তা দেখিঞা কাক আইল কোপমনে ।
গাছের ডালে উড়িঞা বসিল ততক্ষণে ॥

সিতার স্তন বিদারে কাক মাংস লোভি হঞা ।
 কোপ করিঞা উঠিলা রাম স্তন দেখিঞা ॥
 নথ্যাত দেখিলা রাম স্তনের উপর ।
 সাত পাঁচ চিস্তেন রাম সিতা কঁাফর ॥
 লাজে অধোমুখি হইলা জনকঝিয়ারি ।
 চতুর্দিকে চাহেন রাম রোস বড় করি ॥
 কাক দেখিঞা বলেন ইহার কণ্ঠ নিশ্চয়ে ।
 সন্ধান পুরিঞা বান এড়েন রাম মহাশয়ে ।
 মস্ত্র পড়িঞা বান এড়েন সন্ধান পুরিঞা ॥
 ব্রহ্মার সদনে কাক গেল পলাইঞা ॥
 তথা না থণ্ডিল রামের বানের ভয় ।
 তথা হইতে কাক গেল ইন্দ্রের আলয় ॥
 তাহঁ পাছু গেল শ্রীরামের বান ।
 তবে পালাইল কাক বরুনের স্থান ॥
 তথাহো না থণ্ডে রামের বানের ডর ।
 জন্মের ঠাই গেল কাক হইয়া কাতর ॥
 তথাহো না ঘুচে ডর সাম্ভাল্য পাতালে ।
 তথাহো দেখিঞা বান আইল রামের স্থানে ॥
 রামের সরন পসিল পড়িঞা রামের পায়ে
 কাতর বোল বলে কাক হরিগু সিতায়ে ॥
 কাতর বোল বলে মোকে হয় কৃপাবান ।
 তুমি কোপ কৈলে মোকে কোথাহ নাহি স্থান ॥
 জে কর সে কর আমি কৈল অপ্রমাদ ।
 চরনে পড়িঞা বলেঁ ক্ষেম অপরোধ ॥
 রাম বলেন হইলে তুমি আমাএ সরন ।
 আমার ঠাঞি তোমার নাহিক মরন ॥
 কোপে বান এড়িল বের্থ নহে মোর বান ।
 এক অঙ্গ দিঞা রাখ আপন পরান ॥
 মনে গুনিঞা বলে কাক তেজিব লোচন ।
 এক আধিতে থাকীব স্নান কমললোচন ॥
 এড়িলেন বান রাম কাকের বোল স্নান ।
 কাকের এক আধি নিল হাসে সিতা
 গোসানি ॥

মেলানি মাগি গেল কাক আপনার স্থান ।
 বনে বুলে রাম লক্ষ্মন হাথে ধরুক বান ॥
 এক দিগে বনে স্নানি বড় উত্তরোল ।
 মহাসঙ্গ হইল জেন সাগরে কল্লোল ॥
 রাম বলেন লক্ষ্মন কিসের রোল স্নানি ।
 রামের বচনে বির লড়িলা তথনি ॥
 পোখাখানের কথা স্নানিলে সর্বপাপ খণ্ডে ।
 হেন কবি[হ] বারি হইল কিস্তিবাসতুণ্ডে ॥

৩৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার,
 ১১২ × ৪ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৪২, ৪৪-১০৬ ।
 প্রতি পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙ্ক্তি । খণ্ডিত । হস্তাক্ষর
 পূর্বাঞ্চলের ।
 আদি,—

৪২, ৪৪ পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া
 গিয়াছে । ৪৫।১ পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—
 বিনে রত্নে নাহি হএ মেদিনির দিগ্ধি ।
 রাম বিনে অজ্ঞ্যার কি ছার বসতি ॥
 মুই ছার নারির বচনে হৈলু বন্দি ।
 বুঝিতে নারিলু মুই কার্য্যের সন্ধি ॥
 আর দরসন নাহি রামের সহিতি ।
 কহে কবি কিস্তিবাস মধুর ভারতি ॥
 এ বলিঅ কান্দে রাজা রাম জাইতে পথে ।
 মহা সূখে বিলাপ করয়ে দসরথে ॥

নাচাড়ি । রাগ জখা ॥

প্রান মর ধরাইতে না পারিল প্রাণেশ্বর ।
 বনবাসে পুত্র-গেল তেব প্রানি কণ্ঠে রৈল
 পাথরে বাঙ্কিলু মর হিঅ ।

মতি মর হৈল নাস পুত্রে দিলু বনবাস
এই ছক্ষে মরিমু পুড়িআ ॥ ধু ॥

হা হা রে দাক্কন বিধি রাম হেন গুননিধি
দিআ কেনে নিলে অকস্মাত ।

হত হৈল মর বুদ্ধি জির বার্কো হৈলু বন্দ
আচম্বিত হৈল বজ্রাঘাত ॥ ১ ॥

কি ক্ষে'নে পাগিনি ঘরে কুন বিধি নৈল মরে
কেনে সত্য করিলু তাইর সনে ।

কি মর বসতি বাস জিবন মর নৈরাস
জেই ক্ষনে রাম গেলা বনে ॥ ২ ॥

কিবা হৈল মরে দিআ কেমনে ধরাইমু হিয়া
কেনে মর মতি হৈল নাস ।

মতি মর হৈল হিন বুঝিলু তাহার চিন্য
মধুরস গায় কিস্তিবাস ॥ ৪ ॥

মধ্য,—

নাচাড়ি ঝপলহরি ॥

সুন মাও ছুঁয়াদিনি কেনে হেন কৈলো জানি
কেনে মর কৈলে সর্কনাস ।

দসরথ হেন পিউ তাহান লইলে জিউ
রামচন্দ্র দিলে বনবাস ॥ ১ ॥

আপনা জননি হতে ততে ভক্তি রঘুনাথে
কিবা সীতা লক্ষন তাতে ভিত্ত ।

সত্যে রাজা কৈলে বন্দি রার্থ্য লইলে করি সন্ধি
দেস হনে খেদাইলে জন তিন ॥ ২ ॥

পঞ্চ সতে সত নারি তুই মৈক্ষে পাটেস্বর
কে তুরে না চায় তরে পাইআ ।

কি তর দাক্কণ মতি বদ কৈলে হেন পতি
বসীআছ তিন কুল থাইআ ॥ ৩ ॥

রাম লক্ষন ব্রীতা দসরথ হেন পিতা
বদ কৈলো এই চারিজন ।

সুন মাও ছাণ্ডালিনি কেনে হেন কৈলে জানি
কুন বুথে বলিলে দাক্কন ॥ ৪ ॥

তর বুদ্ধিএ করিলে কৰ্ম কেও নহি জানে মৰ্ম
অপজস রাখিলে আমার ।

সংসারেত বাখান রামচন্দ্র মর প্রান
তারে তুই কৈলো বনাচার ॥ ৫ ॥

কসল্যা জে বড় রানি লক্ষনের জননি
তারা সে মরিবা পুত্রসোকে ।

পতি পুত্র ঘাতিনি স্ত্রি বদ কৈলো জানি
থাইবা তকে নরকের পুকে ॥ ৬ ॥

কিস্তিবাস কবি বলে দৈবের নিবন্দ ফলে
সুন সুন ভরথ সক্রগন ।

অনুতাপ সব হর রাজার সংহার' কর
এই সব পূর্ব নিবন্দন ॥ ৭ (পৃ° ৭৫।১-২)

অন্ত,—

শক্রগন আশীআ তবে রামের চরনে ।

প্রনতি ভক্তি করি বন্দি তখনে ॥

রাম রাম স্মরে বির অশ্রু হয় পাত ।

প্রনমহ রামচন্দ্র রঘুকুলনাথ ॥

শক্রগন দেখী রাম শজলনয়ানে ।

হুই হস্থ পশারিআ তুলি লৈলা কুলে ॥

না কান্দ না কান্দ ভাই প্রানের শক্রগন ।

স্বরির পুড়িব ভাই তুমার কারন ॥

শবের কনেষ্ট তুমী প্রান শহদর ।

ভরথ লক্ষন হনে বেথিত তুমী মর ॥

জায় জায় আরে ভাই না কর বিলাপ ।

তুমার বিরহে মর ত্রিএ বাড়ে তাপ ॥

তবশী আচার হইল ভরথ কুমার ।

তুমার উপরে হইল অজ্ঞার ভার ॥

পিরিতিপূর্বকে জদি কহিলা বচন ।

রানের চরন বন্দি চলে শক্রগন ॥

লক্ষণ দেখীআ বির করিল প্রনাম ।

আজ্ঞা কর প্রান ভাই অজ্ঞাতে জাম ॥

লক্ষনে বলএ সুন ভাই বিয়বর ।
রাজানুগ্রহ হই আছে অজ্ঞানার ॥
ভয়থ শত্রুগন গোহ অজ্ঞাতে যায় ।
শত্রুগনে পানাই রামের লইয়া মাথাএ ॥
গোহএ শ্রীরাম বান্দ চলিল। ।

(পৃ° ১০৫২—১০৬১)

এই খণ্ডিত অষোধ্যাকাণ্ডের পুথিখানিতে
১৬টি ত্রিপদীয় পদ আছে ; তন্মধ্যে ৪৭২
পদে রামদাসের, ৫২২, ৭৮২, ৮১১, ৯৪২,
৯৯১, ১০০২ পদে ভক্তদাস বা ভক্তদাস
দত্তের এবং ৮৩১ পদে অনন্ত আচার্য্যের
ভণিতা পাওয়া যায় ।

৩৬। রামায়ণ—অষোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২½ ×
৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১,২৫,২৭। প্রতি
পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। মাত্র তিনটি পাতা।
সেই জন্য ইহা হইতে কিছু উদ্ধার করিলাম না।

৩৭। রামায়ণ—অরণ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বান্ধালা তুলোট কাগজ। আকার,
১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৪। প্রতি
পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। সম্পূর্ণ ; শেষের পাতায়
অর্দ্ধাংশ নাই। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকড়া।
আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি ।

অথ আরম্ভকাণ্ড লিখিতে ॥

ভরথে বিদায় দিয়ে রাজিবলোচন ।

চিত্রকূট পর্বতে রহিলা তিন জন ॥

প্রথম চোইত্র মাস বসন্ত সময় ।

সুখ বিক্ষিপনেতে নবিন পল্লবময় ॥

নানা জাতি পুষ্প ফুটে গন্ধে আনোদিত ।

কোকিল কুহরে কত অলি গায় গিত ॥

ভ্রমর ঝংকারে সব পুষ্পের উপরে ।

সুগন্ধি মলয়া বাউ বনের ভিতরে ॥

দেখিএ বনের সোভা হরসিতমনে ।

বেহার করেন রাম জানকির সনে ॥

কভু বিক্ষমলে কভু পর্বতগভরে ।

কভু সন্ত মাঝে কভু সঙ্গের উপরে ॥

কখন গাণ্ডিব হাথে লঞা রঘুনাথ ।

ভ্রমর করেন ধরি জানকির হাথ ॥

সন্ধ্যাকালে বিক্ষমলে আইল্যা ছুর্দাদল ।

লক্ষন আনিল বনে দির্ব্ব পক্ষ ফল ॥

সেই ফল তিন অংস করিলা নারায়ন ।

এক ভাগ দিল বোলে ধরয়ে লক্ষন ॥

হস্ত পাতি নিলা ফল জে আজ্ঞা বলিয়া ।

দণ্ড চারি রহিলেন মুখ নরখিয়া ॥

খায় বলি আজ্ঞা নাই দিলেন নারায়ন ।

তুনের ভিতরে ফল রাখিলা লক্ষন ॥

কথো ছুরে গিয়া কহেন লক্ষন ধনুকি ।

খুদানলে প্রান জায় রাখ মা জানকি ॥

জানকি স্বরনে তার ওদর পুরিল ।

সুমিত্রাতনয় মনে আনন্দ হইল ॥

মধ্য,—

বরিসা সময় হোলায় কৌসল্যাকুমার ।

পক্ষ আদি কৈল সব বাসায় সঞ্চার ॥

কিছুমাত্র আশ্রয় না কৈলে রঘুমনি ।

শ্রীরামের আগে কহেন জনকনন্দিনি ॥

জানকির বাক্য হুনি কন নারায়ন ।

কুঠির বান্ধিবার জন্ত জানে কোন জন ॥

রাজার তনয় আমি আছিলাম বনে^১ ।

কপাল হইল ভগ্ন আইল নিঃসনে ॥

কোন জন্ত নাহি জানি জনকের ঝি ।

আশ্রয় জন্মে তোমারে^২ কৈলে হবে কি ॥

১। 'আছিলাম ভুবনে' হইবে। ২। 'আমারে' হইবে।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

শ্রীরামের বাক্যে কন জনকের বি ।
কুঠি বান্ধিবার জন্ত আমি সিথেছি ॥
দেখিএ আইলাম জত মূনির কুঠির ।
সেই মতে আশ্চর্য করিব রঘুবির ॥
জানকির বাক্যে রামের আনন্দিত মন
কাষ্ট আনিবারেতে চলিলা হুই জন ॥
আনিলা অগুরু কাষ্ট শ্রীরাম ধনুকি ।
কুঠির বান্ধিতে গিএ বসিলা জানকি ॥
করিলা অপূর্ব কাষ্টে কুঠির নিশান ।
দেখিএ কুঠির সোভা আনন্দিত রাম ॥
নিরক্ষিএ কুঠিরথান করেন নিরক্ষন ।
জানকি আনেন জন্ত স্নহ লক্ষন ॥
লক্ষন কহেন সিতা লক্ষি অবতার ।
বুদ্ধির সুধায় কি কৌসল্যাকুমার ॥

অন্ত,—

সজ্জটে আছেন সিতা নিবেদি ভোমতে
একক নারিবে প্রভু সিতা উদ্ধারিতে ॥
উপদেশ কহি স্নহ রাজিবলোচন ।
রিশ্বমুখ পর্কতে আছে সূর্যের নন্দন ॥
বালি রাজার ভাই সেই সুগিব নামেতে ।
পর্কতে আছএ তিহু বালির ভএতে ॥
তাহারে স্বহায় করে কৌসল্যাকুমার ।
তবে সে হইব প্রভু সিতার উদ্ধার ॥
সম্প্রতিক মিত্র কাল উপনিত মোর ।
পাদপদ্ম দেহ প্রভু মন্তক উপর ॥
পক্ষজাতি জ্ঞানহিন স্ততি নাহি জানি ।
আপনার গুনে কৃপা কর রঘুমুনি ॥
পূর্ব পুত্র বল আর সিতার কৃপাতে ।
বিব্রিক্তিবান্ধিত পদ দেখিল সাক্ষাতে ॥
জটাউর মাথে রাম দিলেন চরন ।
সোকেতে হইলা রাম লোহিতলোচন ॥

অভয় চরন পদ্মে নেত্র স্থির হয়্যা ।
জটাউ তেজিল প্রান শ্রীরাম বলিয়া ॥
সূর্য্য সম জ্যোতি উঠে গগনমণ্ডলে ।
চতুভুজ হোএ গেল বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
আনিয়া অগোর কাষ্ট কৌসল্যাকুমার ।
জটাউ পক্ষের রাম করিলা সংকার ॥
শুদ্ধ কৈল্যা রাম বিবিদ বিধানে ।
সোকাবুল দয়াময় জানকি বিহনে ॥
ভাই সঙ্গে করি রাম ছাড়িলা নিশাস ।
আরুণ্য কাণ্ডের কথা রচিল কিস্তিবাস ॥ * ॥
তাব পর লক্ষনেরে কন রঘুবর ।
জটাউ বলিল ভাই জে সব উত্তর ॥
চল ভাই লক্ষন সন্ধান করিয়া ।
সুগ্রিব ভেটিব ভাই রিশ্বমুখে গিয়া ॥
জে আজ্ঞা বলিয়া উঠেন সুমিত্রানন্দন ।
হুই ভাই বনে বনে করিলা গমন ॥
পম্পা নদীর তিরে উত্তরিলা রাম ।
বিক্ষম্বে বসিলেন হুর্দাদলস্তম ॥
জলেতে কমল কত হয় বিকসিত ।
নানা জাতি পক্ষ জত অলি গায় গিত ॥
(পৃ ৫৩১-২)

৩৮। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃষ্ণিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটে কাগজ ।
আকার, ১৫ ১/২ × ৪ ১/২ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১—২৩ ।
প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন
১২৪০ সাল । সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, ময়মনসিংহ ।
আদি,—

নারায়ণ নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমৈত্যা
কিস্তিবাস পণ্ডিতের কবিতা সুরচন ।
অরণ্যকাণ্ডে সিতা দেবী হইল রাবন ॥

সর্পনথার নাক জড়ি কাটিল লক্ষন ।
 বান্দা পাইয়া হতাস হইল দমানন ॥
 সর্পনথা দেখি রাজ্য আর সন হইল ।
 সিংগতি পাত্র মিত্র ডাকিয়া আনিল ॥
 মহানর মহাপার্স আসিল সত্তর ।
 ভিষ্মনে আসিয়া ভেটিল লঙ্কেশ্বর ॥
 অতিকার ইন্দ্রজিত আইল দুই বির ।
 জার ভয়ে দেবতা গন্দর্ব্ব নহে স্থির ॥
 দেবাস্তক নরাস্তক আইল দুই জন ।
 কুন্ত নিকুন্ত আইল কুন্তকর্ণের নন্দন ॥
 মালাবান আশীল রাক্ষস সেনাপতি ।
 থরের পুত্র মকরাঙ্ক্য আইল সিংগতি ॥
 পিতৃহৃদে মকরাঙ্ক্যের স্থির নহে মন ।
 স্নেহে তমু দহে বরি কান্দে অমুক্ষন ॥
 বিরভাগ মন্ত্রিভাগ জত লঙ্কাপুরে ।
 রাজার আজ্ঞায় সব মিলিল সত্তরে ॥
 মন্ত্রিগন লৈয়া বৈষে রাজা দযানন ।
 মন্ত্রি সন্তোদিয়া তবে বোলিল রাজন ॥
 রাবনে বোলোহে মন্ত্রি কহত সত্তর ।
 কুন বোর্ধ্ব করি আমি বোল মন্ত্রিবর ॥
 দসরথের দুই পুত্র স্রীরাম লক্ষন ।
 বাপে খেদাইয়া দিছে ফিরে বনে বন ॥
 তপসির বেসে ফিরে ভাই দুই জন ।
 সর্পনথার নাক তবে কাটিল লক্ষন ॥
 এত অপমান আমা কেহ নাহি করে ।
 ভগমির হৃদয় মর না শয় শ্রিরে ॥
 কুলবতি নারি সবে দেখিব করিয়া ।
 লাজে অপমানে থাকে নাকে কাপড় দিয়া ॥

মধ্য,—

আর কত হ্রস্ব গেল। কমললুচন ।
 চক্রবাক দেখি রাম পুছিলা তখন ॥

তুমি নি দেখিচ নিতে জনকনন্দিনি ।
 বামের বাক্য স্নান পক্ষি বোলিলেক বানি ॥
 জনকনন্দিনী কেবা ভায়ে নাহি জানি ।
 মর্শ্ব কথা বিবেচিয়া কহ পুন স্ননি ॥
 পক্ষির বচন স্ননি বোলে চক্রপানি ।
 জনকনন্দিনি সিতা আমার ঘরনি ॥
 মৃগ মারিবারে গেলাম গ্রীহেত রাখিয়া ।
 আসিয়া না পাইল পুন কৈল বিবেচিয়া ॥
 রামের কথায় পক্ষির উপহাস্ত হইল ।
 উপহাস্ত করি তবে কহিতে লাগিল ॥
 এক শ্রি দুই জনে রাখিতে না পার ।
 শ্রির উদ্দেশে দুই হইছ দেশান্তর ॥
 পক্ষিরূপে জন্ম মর বিক্ষোভে থাকি !
 একান্তর পক্ষি আমি দুই শ্রি রাখি ॥
 জিজ্ঞাসীলে কি বোলিবা ক্ষেত্রির সমাজ ।
 শ্রি হারাইয়া পুছ নাহি বায় লাজ ॥
 পক্ষির বচন স্ননি কমললুচন ।
 মহাক্রোধ হইয়া রাম বোলিলা বচন ॥
 শ্রি হারাইয়া আমি পুছিলাম তোমারে ।
 উপহাস্ত করিতে তুমার লইলেক চিত্য ॥
 শ্রি সঙ্গে বসীয়া আমা কর উপহাস ।
 শ্রিগর্ক রতিরস আজি হউক নাস ॥
 রজনিতে আহার করিবা দুই জনে ।
 কারে কেহ না চিনিবা আমার বচনে ॥
 উদ্দেশে না পাইবা কেহ রাত্রির ভিতর ।
 রাত্রিতে বিচ্ছেদ হৈয়া থাকি অস্তর ॥
 রতিকুড়া করি পক্ষি উড়িয়া আকাশ ।
 ভূমিতে পড়িলে হৈয় রতি সঙ্গে নাস ॥
 সাপ পাইয়া পক্ষি তবে হইল মুসচিত ।
 রাম কম রাম কম পক্ষি বোলিল তুমিত ॥
 সাপ পাইয়া পক্ষিবর চিন্তাজোক্ত হৈছা ।
 রামেকে স্তবন করে ভূমিত পড়িয়া ॥

না জানিয়া প্রভু আমি অপরাধ কৈল ।
 জেমত বোলিছি প্রভু তার সান্তি হৈল ॥
 ভকতবৎসল প্রভু দয়ার নিধন ।
 পাতকি তরাইতে তুমার নাম নারায়ন ॥
 অপরাধ ছিল জত আমার অন্তর ।
 তোমা দরসনে গেল স্নান গদাধর ॥
 পক্ষির স্তবনে রামের দয়া হৈল মনে ।
 পুনরপী বোলে প্রভু পক্ষিবর স্তানে ॥
 জে কথা বোলিছি আমি নাহিক খণ্ডন ।
 ষাপর জোগেত হইব ইহার মুচন ॥
 জাল দিআ ব্যাধে তুমা করিব বন্ধন ।
 দেহি হনে হইবেক পাপ বিমুচন ॥
 এহি মতে সাপ পাইয়া চক্রবাক রহিল ।
 পুনরপী রঘোনাথ গমন করিল ॥
 পর্বত কন্দর মাজে চাহিল বিচারী ।
 উদ্দেশ না পাইল সিতা জনককুমারী ॥
 জেখানেত মহাঅরন্ত দেখয়ে বিস্তর ।
 সেহিখানে বিচারহে হুই স্নহদর ॥
 কিস্তিবাস পণ্ডিতের কবিস্ত সুরচন ।
 কাতর হৈয়া কান্দে কমলমুচন ॥

(পৃ० ১৭। ২-১৮।২)

স্বর্ণধার নাসাকর্ণ ছেদন ও খর-দুষণের
 মৃত্যু সংবাদে রাবণের পাত্র-মিত্র লইয়া মন্ত্রণাতে
 পুথির আরম্ভ এবং জটায়ুর উদ্ধারে উহার
 সমাপ্ত । ১৩।১, ১৬।১ এবং ১৭।১ পত্রে
 অঙ্কিত আচাৰ্য্যের ভণিতা আছে ।

৩৯। রামায়ণ—অরণ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটে কাগজ ।
 আকার, ১৬×৫½ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১—২৪ ।

প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন ১২৩৮
 সাল । সম্পূর্ণ, কিন্তু কীটদষ্ট ।

আদি,—

রাজ্যখণ্ড লয়ে হুঃখে রহিলেন ভরত ।
 রামচন্দ্র রৈলেন এথা চিত্রকূট পর্বত ॥
 চিত্রকূট পর্বতে অনেক মুনি বৈসে ।
 মূনির আশ্রয় হেতু রৈলেন সেই দেশে ॥
 মুনি সব কহেন কথা নানা বিবরণ ।
 বিশ্বয় হইয়ে রাম ভাবেন মনে মন ॥
 বৃদ্ধ মুনি আনি রাম জিজ্ঞাসেন কারণ ।
 মুনি সব দেখি আমায় কহেন কি কখন ॥
 বিশেষ জিজ্ঞাসি না কহেন বিবরণ ।
 তথির কারণে আমার চিন্তাযুক্ত মন ॥
 না করিয়ে অপকর্ম্ম না করিয়ে দোষ ।
 তবে কেন মুনি সব আমাতে আক্রোষ ॥
 বৃদ্ধ মুনি হাসি তবে কহিলেন কারণ ।
 নিকটে রাক্ষস আছে অত্যন্ত দুর্জয় ॥
 খর নামে রাক্ষস সেই থাকে এই স্থানে ।
 রাবনের ছোট ভাই সর্বলোকে জানে ॥
 জে হইতে রাম আসেছ এ দেশে ।
 সে হইতে রাক্ষস অধিক আসি হিংসে ॥
 কুচ্ছিত রাক্ষস সব ভ্রমিছে সদায় ।
 ভক্ষণ করিছে মুনি অথন জারে পায় ॥
 তপশ্য করিতে না জাই বনান্তরে ।
 রাক্ষসের ভয় সদা জাগিছে অন্তরে ॥
 এই বণ তেজি সব জাব অস্ত্র বন ।
 শূন্য বনে কেমনে থাকিবে তিন জন ॥
 তোমার সঙ্গেতে দেখি অপূর্ব স্নহরী ।
 অতয়েব রামচন্দ্র নিবেদন করি ॥
 মুনি সব সঙ্গে তুমি করহ গমন ।
 কি কার্য সাধিবে থাকি রাক্ষস ভবণ ॥

এত বলি মুনি সব চলিলেন সহর।
 বিধাতার নিকর রাম ভাবেন অন্তর
 অবন্য কাণ্ডের কথা অমৃত কথন।
 ঈবাস পণ্ডিতের অপূর্ণ রচন ॥

মধ্য,—

জটায়ু নামেতে পক্ষি সেই বনে স্থিতি।
 রাম সম্ভাষণে আইল শীঘ্রগতি ॥
 গরুড় নন্দন আমি জটায়ু নাম ধরি।
 তোমার পিতার মিত্র পরিচয় করি।
 শনির দৃষ্টেতে তার হৈল ঘোর দায়।
 স্বর্গ হৈতে পতন হল প্রাণ তাহে জায় ॥
 শূন্য হৈতে হেরি রক্ষা কৈলাম ততক্ষণ।
 মিত্র বলি রাজা আমায় কৈলেন সম্ভাষণ ॥
 এত বলি পক্ষরাজ করিলেন প্রস্থান।
 পিতার মিত্র জানি রাম করিলেন সম্মান ॥
 (পৃ° ৭১১)

চেড়ী সব ডাকে রাবণ জার জেই নাম।

ধায়ে জায়ে চেড়ি সব করিল প্রণাম ॥
 নিম্ন নিষ্ঠুর আইল হুর্ভাবী হুমুখা।
 সীতার নাম শুনি ধায়ে আইল সুপ্ননখা ॥
 অশ্বমুখী বজ্রবুকী আইল চিন্তক্ষমা।
 ধার্মীক ত্রিহটা আইল রাক্ষসী শরমা ॥
 ইন্দিত করিল রাবণ চেড়ি সবার কানে।
 সীতা লয়ে রাত্রি দিন থাক অশোক বনে ॥
 কর্কশ বাক্য না বলিবে বাড়াবে পিরিতি।
 ভালোমতে বুঝাইয়ে লবে অহুমতি ॥
 সীতার প্রতি জেই চেড়ি করে হুরাকর।
 সেই দিন আমি তায় পাঠাব যমঘর ॥
 (পৃ° ২০১২-২০১৩)

৪০। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাজালা তুলোটি কাগজ। আকার,
 ১৫ $\frac{১}{২}$ × ৫ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২১। প্রতি
 পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৬
 সাল। সম্পূর্ণ। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক
 মহাশয়ের সংগ্রহ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।
 আরম্ভটি ৩৯ সংখ্যক পুথির অম্লরূপ।

মধ্য,—

‘অতপর রাবনের সিদ্ধ অভিলাস।
 তপস্বী হইয়ে জাবে’ সীতা দেবীর পার্শ্ব ॥
 চন্দ্র পাছুকা পদে কান্দে বাজে বুলি।
 অঙ্গেতে গারুড়া বসন মাতায় শিখাচুলি ॥
 এক হাতে কমণ্ডল ছত্র আর হাতে।
 তপস্বীর রূপে বেদ পড়িতে পড়িতে ॥
 ঘরে বসে আছেন তখন সীতা তো সুন্দরী।
 সীতার রূপ দেখি রাবন আপনা পাসরি ॥
 রাবন বলে কত্কা কার কার প্রিয়তমা।
 মনুষ্যের মূর্তি দেখি কাঞ্চনপ্রতিমা ॥
 সুবলিত হই তন শোভা করে হারে।
 উত্তম পীত বস্ত্র শোভিত শরীরে ॥
 মুখ চন্দ্ৰিমা কিবা সূর্য্যাম গড়ন।
 ত্রিভুবন জিনি মুক্তি সহাস্ত বদন ॥
 শতদল ভাবি ভ্রমর ভ্রমে ঘনে ঘন।
 মুকুতার পঙ্ক্তি কিবা শোভিতে শ্রবণ ॥
 রামরম্ভা জিনি তোমার কিবা উরুদ্বয়।
 বনে কেনে একাকিনি কহিবে আমার ॥
 বিষম কানন সব সিংহ ব্যাঘ্র রৈসে।
 অবোলা হইয়ে আছ কেমন সাহসে ॥

(পৃ° ১৫১২)

রাবনের কোলে সীতা বলিলেন বচন ।
তব মুখে বার্তা পাইবেন শ্রীরাম লক্ষণ ॥
বার্থ কভু নহে রাম সীতার বচন ।
এখনি হইবে রাম আমার মরণ ॥
রাম বলেন গুনহ জটায়ু পক্ষরাজ ।
তুমি স্বর্গে গেলে আমি পাব বড় লাজ ॥
আমার পিতার সহ হবে দরশন ।
পিতারে না কবে সীতা লৈলেক রাবন ॥
শুনিয়ে করিবেন পিতা আমার তিরস্কার ।
হেন পুত্র কেমনে রাখিবে রাজ্যভার ॥
রাম রূপ হেরি পক্ষ তেজিল জীবণ ।
পক্ষের কারণে প্রভু করেন ক্রন্দন ॥
(পৃ. ১৯১২)

নাগিলা জনকসুতা তমসার জলে ।
স্বপ্নের মার্জনা সিঁতা করেন কুতূহলে ॥
পড়েছে স্বপ্নের বস্ত সলিল পাইয়া ।
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিল বিক্ষেপে বসিয়া ॥
সিঁতার স্থন দেখি তার ভয় হইল মন ।
ফল ভয়ে আসিয়া বিস্তারি বদন ॥
মুচ্ছিত হইল মাতা জনকনন্দিনি ।
রুধিরে ভিজিল রক্ত কান্দেন দুখিনি ॥
কান্দিতে কান্দিতে সিঁতা করিলা গমন ।
রামের নিকটে মাতা দিলা দরশন ॥
কে করিল এমন জিজ্ঞাসে রোঘুনাথ ।
সিঁতা কহে দৃষ্ট কাক কৈল নথাখা ॥
বাম হস্তে ধনু ধরি উঠিল তখন ।
বান পতি কহিছেন রাজিবলোচন ॥
সিরাম কহেন স্থন ওসিক নামে বান ।
জেই স্থানে পাবে তার বধিবে পরান ॥

৪১। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড

ইত্যাদি—(পৃ. ২১২)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটি কাগজ। আকার,
১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১২, ১৪-৪৯।
প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন
১২৪২ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাকুড়া।

আরম্ভ, সীতা সহ রামের বন-বিহার প্রভৃতি
অংশ ৩৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। জয়ন্ত
কাকের বিবরণটি উভয় পুথিতেই প্রায়
একরূপ।

রুক্ম উদয় হইল রজনী প্রভাত ।
রুক্ম তেজিয়া গা তুলিলা রোঘুনাথ ॥
সান সন্ধ্যা করেন রাম তমসার জলে ।
পুনরুপি রাইল রাম বটবিন্দলে ॥
জনকনন্দিনি গেলা করিবারে স্থান ।
বিন্দুয়ে রহিল টাকুর লক্ষন ॥

কোন কোন পুথিতে কাকের বিবরণটি
অযোধ্যাকাণ্ডের শেষে আছে এবং উহা অন্ত-
রূপ। ৩৪ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য।

মধ্য,—

হেথা রাম জানকী স'ন বসি পঞ্চবাটর বনে
কুসাসন উপরে রোঘুবর ।
সীতা কহেন জোড়পানি যুন প্রভু রোঘুমনি
আজি কেন কান্দিছে অন্তর ॥
জে দিশে ফিরাই আঁখি সব অমঙ্গল দেখি
দস দিগ দেখি অন্ধকার ।
কেন প্রভু নারায়ন মন করে উচাটন
চিত্র স্থির না হলা আমার ॥
হেন যোর হয় মনে সারা দিন তুষা পানে
চায়া থাকি না পাগলি আঁখি ।

নাচিছে দক্ষিন উরু ফলন করিছে ভুরু দেখে বসে রাম মৃগচামে জানকি লঞিআ বামে
 কেনে হয় শ্রীরাম ধনুকি ॥ বিখিত হইল দযানন ॥
 আজি রাজের সপ্নের বানি সুন প্রভু রোঘুমনি লক্ষন কিঞ্চিৎ ছরে ধনুকে নিজুত্ব খরে
 নিবেদিএ তোমার চরণে । বশে জেন শিংহের শমন ।
 জেন তুমি সঙ্গ ছেড়া গেছি সিদ্ধ পার হয়্যা তাহা দেখি লঙ্কেশ্বর ভয় পাঞ অন্তর
 আছি এক সনায় ভুবনে ॥ পেছবাতে মুদিআ নআন ॥
 সপ্ন দেখি সেই হতে প্রবধ না মানে চিতে জুতি স্থির করে চিহ্নে কিরূপে হরিব শীতা
 ,কান্দি কান্দি উঠএ জীবন । মনে বড় পাইল তরায় ।
 মনে বড় ভয় আছে সঙ্গ ছাড়া হই পাছে মারিচের পানে হেরি কহিছে প্রবন্ধ করি
 তেঞি মন করিছে এমন ॥ রচিলা পণ্ডিত কীর্তিবাস ॥
 জনম অবধি দুখ কখন নাহিখ মুখ (পৃ. ৩১২-৩২১)
 অধিক কপাল মোর মন্দ ।
 দাসির বচন রেখ্য নগুন নিকটে থাক্য আছে ।
 দয়া না ছাড়িহ রামচন্দ্র ॥
 আমাদের বিভাহ করি হৈলে প্রভু জটাধারি
 এই সঙ্গ হৈল অজুধ্যাতে ।
 প্রবেস করিলা বনে বিবাদ রাক্ষস সনে
 আর কিবা আছএ ভাগ্যেতে ॥
 যুনিঞা সিতা বানি কহিছেন রোঘুমনি
 সুন সুন জনক বিআরি ।
 হুই ভাই গ্রাছি মাংখে কাশ্যুক লইয়া হাথে
 ভয় কিসের বৃক্ষিতে না পারি ॥
 চিত্র কেন নহে স্থির কহিছেন রঘুবীর
 সুন শিতা তাহার বিধান ।
 বহুদিন আইল্যাম বনে বুঝি অজর্জা পড়েছে মনে
 তেঞি হেন করিছে পরান ॥
 ঘুটিল যে যব ক্লেষ বনবাস হইল শেষ
 শিতাকে প্রোক্ষণ করি রঘুবির ।
 হোখা চাপিআ পুষ্প-করথে মারিঞে করিআ মাংখে
 হেন কালে আইল দশশিখ ॥
 কুটির নিকটে গীআ বিষ্ণু আড়ে দাপ্তাইআ
 রাম পানে ফীরাঅ নগুন
 তৃষ্টাজুত রামচন্দ্র হইয়া ব্যাকুল ।
 বৃক্ষমূলে বসিলেন হইয়া আকুল ॥
 হেদেরে লক্ষন ভাই সুনহ বচন ।
 নির দিয়া প্রান রাখ গোউরবরন ॥
 ভাদিয়া তরুর ডাল লক্ষন নিল হাথে ।
 মন্দ মন্দ বাউ করেন প্রভু রোঘুনাথে ॥
 শ্রীরাম কহেন ভাই সুনরে লক্ষন ।
 জল দিয়া প্রান রাখ স্মিতানন্দন ॥
 লক্ষন রামের আগে জুড়ি ছুটি হাথ ।
 নির আনিবারে জাই তৃষসের নাথ ॥
 দ্রুত নির লয়া আইস কহেন নারায়ন ।
 জে আজ্ঞা বলিয়া চলেন ঠাকুর লক্ষন ॥
 জল অন্ত্রাসন করি চল্যাছে লক্ষন ।
 পর্বত উপরে জল করেন নিরক্ষন ॥
 নির দেখি হরসিত স্নানত্রাঃসন্তান ।
 বৃক্ষপত্র তুলি স্নানার্থ করিলা নিশ্চান ॥
 পত্রে নির নঞিলেন স্মিতানন্দন ।
 বিষ্ণু হইতে মৎসরঙ্গ করে নিরক্ষন ॥

মহ্যরঙ্গ পক্ষ তখন দেখিয়া লক্ষনে . .
 এই জল খাড়াইবেন প্রভু নারায়নে ॥
 জটাউর নাল এই না হয় সফিলে ।
 অনেক ষপরাধ হবে ইহা না কহিলে ॥
 এত ভাবি মহ্যরঙ্গ গমন করিল ।
 আপনার মুখে করি আধার ছিড়্যা দিল ॥
 দেখিয়া লক্ষন বির কান্দিতে লাগিল ।
 বিধাতার কন্ডে পক্ষে আধার ছিড়িল ॥
 দেখিয়া লক্ষন বিরের বুকে ছনয়ান ।
 পুনর্ব্বার পত্র আধার করিলা নিশ্বান ॥
 আধার করিয়া পুন জল হস্তে নিল ।
 পুনরায় মহ্যরঙ্গ আধার ছেড়্যা দিল ॥
 তাহা দেখি লক্ষনের ধারা ছনয়ানে ।
 পক্ষ হয়্যা হৃষ্থ দেই বিধির ঘটনে ॥
 রামের তরে নির নিলাম যুন হরাচার ।
 বারে বারে রাধার ছিণ্ড এ কোন বিচার ॥
 তবে রামের অমুজ নাম ধরিএ লক্ষন ।
 এক বানে লব তোমায় সমনভ্বন ॥
 ধনুকে জুড়িলা বান সুমিত্রাসন্তান ।
 তাহা দেখি মোছারঙ্গের উড়িল পরান ॥
 বিক্ষ হইতে লক্ষনের সন্মুখে দাণ্ডাল্য ।
 কুতাজ্জলি হয়ে পক্ষ কহিতে লাগিল ॥
 এত ক্রোধ খুদ্র পতি হইল তোমার ।
 অতএব জানিলাম নিধন আমার ॥
 দোস গুন বিচারহ সুমিত্রাসন্তান ।
 বিচার করিয়া তবে নিষ্কেপবে বান ॥
 সয়ং ভগবান তিনি রাজিবলোচন ।
 পক্ষের লাগ তিনি কেন করিব ভক্ষন ॥
 নির দেখেইএ আমি সুমিত্রাকোণ্ডর ।
 সেই জল লঞা জায় রামের গোচর ॥
 সুমিত্রালক্ষন বির সান্ত হইলা মনে ।
 মৎস্যরঙ্গ জল দেখায় সুমিত্রানন্দনে ॥

সরোবরে পক্ষ জল দেখাইল ।
 পত্র রাধার করি জল লক্ষন দেখিল ॥
 জল নঞা ক্রতগতি চলিল লক্ষন ।
 সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যরঙ্গ করিল গমন ॥
 হুরে হৈতে জিজ্ঞাসা করেন নারায়ন ।
 এতেক বিলম্ব কেন প্রানের লক্ষন ॥
 সুনিঞা লক্ষন বির জুড়ে ছুটি কর ।
 আধার ছিড়্যা দিল পক্ষ সুন রোগুবর ॥
 আগে জল রামচন্দ্র করহ ভক্ষন ।
 তবে সব বাক্য পিছে করিব নিবেদন ॥
 জল নঞা রামচন্দ্র করিলা ভক্ষন ।
 লক্ষনে ডাকিয়া রাম করেন জিজ্ঞাসন ॥
 তাহা শুনি পক্ষরাজ সন্মুখে দাণ্ডাল্য ।
 কুতাজ্জলি হয়্যা পক্ষ কহিতে লাগিল ॥
 মোর অপরাধ ওহে সুন রোগুবর ।
 পক্ষের নাল নঞাছিলেন সুমিত্রাকোণ্ডর ॥
 সয়ং ভগবান তুমি জিবের জিবন ।
 পক্ষনাল থাকে তুমি রাজিবলোচন ॥
 নয়ানে দেখেছি আমি জটাউ সংবাদ ।
 অতএব রাধার ছিণ্ডি এই ষপরাধ ॥
 লক্ষনের পত্র আধার ছিণ্ডিয়াছি আমি ।
 এই ষপরাধ মোর সুন রোগুমনি ॥
 আশ্বাসিয়া রামচন্দ্র কহে পক্ষবরে ।
 নালের কথা কহ দেখি আমার গোচরে ॥
 রাম আগে পক্ষরাজ করে নিবেদন ।
 সিতা নয়্যা জ্যেতোছিল লক্ষার রাবন ॥
 পথ মর্দে পক্ষ সনে সংগ্রাম বাজিল ।
 রাবনের রথখান জটাউ গিলিল ॥ ইত্যাদি

৪২। রামায়ণ—অরণ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটি কাগজ । আকার,
১৩৫ × ৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১-২, ৪-২৩ ।
প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন
১২৪৪ সাল । খণ্ডিত । প্রাপ্তিস্থান, বর্ধমান ।
আদি,—

হুই কাণ্ড পুথি গাইলাম রামায়ন ভিতর ।
ত্রিতিয়াতে অরণ্যাকাণ্ড শুনিতে সুন্দর ॥
অমৃত সঞা[নি ?] জেন খায় ভাণ্ডে ভাণ্ডে ।
তাহা চাহিতে শুনিতে লাগে অরণ্যাকাণ্ডে ॥
ভরথ সক্রবন রহিল নিজ দেসে ।
রাম লক্ষ্মন সিতা বনেতে প্রবেসে ॥
একদিন পুষ্প তুলিতে গেলেন জানকি ।
অবিচার্য বানরা এস্তা মারিল ভাবকি ॥
ভয় পাইয়া তবে সিতা দেবি চলে ।
কল্পনা করিয়া পড়ে রামচন্দ্রের কোলে ॥
রাম বলেন প্রানের সিতা শুনহ বচন ।
কল্পনা করিয়া আইলা কিসের কারন ॥
কল্পনা করিয়া তবে বলেন জানকি ।
এই বিচার্য বানর ঘোরে মেরাছি ভাবকি ॥
এই কথা জেই মাত্র সিতা দেবি বলে ।
অগ্নি সূত দিবামাত্র রামচন্দ্র জলে ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া বলেন গদাধরে ।
সিতারে কাড়িল বা মরিবার ভরে ॥
এ কথা শুনিয়া তবে অবিচার্য চলে ।
রামের নিকটে জায়া করিছে সিওলে (?) ॥
অবিচার্য বলেন শুনহ রঘুমুনি ।
সিতা লক্ষ্মি বলিয়া আমরা না জানি ॥
অপরাধ ক্ষমা কর শুন গদাধরে ।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥
এ কথা শুনিয়া তবে হাঙ্গেন গদাধরে ।
নিচিন্দা থাকগা এই বনের ভিতরে ।

অবিচার্য বলে তবে শুনহ গোসাঞি ।

আমরা থাকিতে তোমার সিতার ভয় নাই।

বিদায় হইয়া তবে বানোরের গমন ।

সেই বনের মুনি লগ্ন্য শুন বিবরণ ॥

ইহার পর বিরাধ-বধ, ফল্গুতীরে দশরথ
কর্তৃক সীতা-প্রদত্ত বালুকার পিণ্ড গ্রহণ ও
রামচন্দ্রের বনাস্তরে ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে । ৩৮
ও ৪১ সংখ্যক পুথিতে যথাক্রমে চক্রবাক ও
মৎস্তরাজ পক্ষীর উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে ।
আলোচ্য পুথিতে বক, চক্রবাক ও মৎস্তরাজের
বিবরণ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া
যায় ।

অন্ত,—

বনেতে প্রবেশ করেন হুই সহসরে ।

জেয়া উপস্থিত হইল জয়মুনির ঘরে ॥

.....জানিলেন তবে জয়মুনি ঘরে ।

জার লাগিয়া তপস্তা করি তিনি এল্যান
ঘরে ॥

গলায় বাকল দিয়া রামচন্দ্র চলে ।

লুটিয়া পড়িল গীয়া মুনির পদতলে ॥

জাইয়া জে মুনিরাজ রাম করেন কোলে ।

কত সত চুখ দেন বদনকমলে ॥

জজ্ঞ অবসেসে ফল দিলেন তপধন ।

ভক্ষন করিলেন আপনে নারায়ন ॥

মুনির ঘরেতে রহিলেন শ্রীরাম ।

বিশ্রাম করেন তবে দুর্জাদলস্ত্রাম ॥

বাগমিক বন্দিয়া গান কিত্তিবাস গায় ।

অরণ্যাকাণ্ড পুথি হইল এত ছরে সাগ ॥

কিত্তিবাসের পুথি অমৃতের তাঁড়ি ।

এত ছরে সম্পূর্ণ হইল অরণ্যাকাণ্ড ॥

ইতি অরণ্যাকাণ্ড পুথি সমাপ্ত হইল ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ঊনত্রিংশ খণ্ডের

নাম-সূচী

অ		অন্তর্দ্বী	৮৬	আনন্দ	৮২
অকিরিহাবাদো	৭৯	অন্তর্দ্বী রশ্মিপুঞ্জ	৯২	আপাতকোণ	৮৮
অক্ষ	৮৯	অন্তর্দ্বী বিন্দু	৯১	আকাকিহা	৮৯
অক্ষয়কুমার দত্ত	৮৫	অন্ধহান	৮৯	আবরণ	৯০
অক্ষিপন্নংলা	৮৯	অনিষ্ঠাবাদো	৭৯	আয়তহিজ	৯২
অক্ষিববনিকা	৯২	অনিয়ত পরাধর্তন	৯২	আয়দেব, আর্ধ্যদেব	৫০
অকোভ্য	১৪৯, ১৫৫	অনুবৃত্ত	৮৯	আয়ান ঘোষ	১২৯
অগ্নি	৫৯, ১১৩	অনুবৃত্তকল্প	৮৯	আর্ধ্যা	৯০
অগ্নিপূরণ	৮৭, ৮৯, ১৬২	অঙ্ক	১২৭	আর্ধ্যাঘলোকিতেশ্বর	১৬৪
অঘোর	১৬৮	অপ্ণাল্মোক্ষোপ বা		আরীপহ	১৪২
অঘোষাধব	৫০	অক্ষরীকণ	৯১	আরাকান	৬৯
অকুন্তরনিকায়	৭৬, ৭৮, ৮২	অপূর্ণচন্দ্র দত্ত	৮৫, ৮৭	আরাজীব	৪৪
অচিন্তা, অচিতি, অচিত	৪৯	অবলোকিতেশ্বর	৯৬৪	আলোকবাহক	৯১
অজয় নদ	১৪৫	অবাস্তব প্রতিবিম্ব	৯০	আলোক-বীমাংসা	৯১
অজিত কেশবদলী	৭৩, ৭৬, ৮০	অভয়মুখা	১৪৮	আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা	৮৫
	৮১, ৮২, ৮৪	অভয়াকর গুপ্ত	৫২	আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা	
অঞ্ঞজীবো (অজ্ঞজীব)	৭৯	অভয় রাজকুমারদত্ত	৭৫	সবন্ধে বস্তব্য	৯৬
অণুগীক্ষণ	৯১	অভিধর্ম	৪৪	আলোকসঙল	৯১
অতিপরবলয়	৯০	অভিনয়	১২৯	আসাধ	৬৯
অতিমহাযান	১৫০, ১৫৩	অভিসময়	৪৪	আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-	
অষষবজ্র	৪৮, ৫০	অমর সিংহ	১৬১	পুথির বিবরণ	১
অষষসিদ্ধি	৫০	অম্বলাচরণ বিদ্যাভূষণ	১১২	আন্তিগ্নস্তিগ্ন বা-	
অষ্টৈক্যবাদ	১২৭	অমৃতানন্দ বজ্রাচার্য	১৬৬	অসমদৃষ্টি	৮৯
অজিহাচার্য	১৬৫	অমোঘবজ্র	১৬৪	ই	
অধিক্সসমুদ্রাধ	৮১	অযোগী	৪৮	ই, কার্টারেট	১১১
অধিজয়	৮৭, ৯০	অশোক	৭৬	ইন্দুসতী	১৬৬
অধিজয়গী	৮৭	অশোম	৬০	ইন্দ্র	৫৯
অধ্যয়ন কম্পিউটার (জৈন)	৮৪	অষ্টকোণ সূচী	৮৬	ইন্দ্রভূতি	৪৯, ৫০
অনঙ্গ	৫০	অসিতাঙ্গ	১৬৬	ইলিয়ানসাহী	১৪৪
অনঙ্গমোহন সাহা	৯৩	আ		ইন্দুপাণ্ড	৫৭
অনচ্ছ	৯১	আইটেলে (ডাঃ)	১৫৩, ১৬২, ১৬৯	ইস্টবিনসেন (ষ্টেভেন্সন)	১০৯
অনচ্ছ	৯০	আইহান	১২৯	ঈ	
অনন্ততা	৯০	আকাশ	৯২	ঈশ্বর	৯০
অনন্ত কবি	১৪১	আজীবক	৭৫, ৭৭, ৭৯	ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী	১১৮
অনন্তিক বিন্দু	৯০	আজীববটাদো	৭৯	উ	
অন্নদামঙ্গল	১০৯	আধান	৮৮	উজ্জ্বলনী	১০৬, ১০৭
অন্নপূর্ণারোবাদো	৭৯	আদিত্যদ্বিক দুরদ্ব	৯০	উজ্জ্বলনীমণি	১৪২

উদ্ভাসবোধনতন্ত্র	১৬৭, ১৬৮	কর্ত্তরীধর জ্ঞাননাথ মহাকাল	১৫৭	কুক	৬৯
উড়িয়া	৪২	কর্ত্তরীহন্তমুদ্রা	১৪৮	কুকুরী	৪৯
উদ্ভালিগাথ	৪২	কনখলা	৪৯	কুকুরীপাথ	৫১
উষিতি	৪২	কনকেত মেনিস্	৮২	কুটিনীমত	১২৯
উন্নতোদর	২০	কনভেত্‌স্ মেনিস্	৮২	কুখলাই থা	১৫৭
উন্নত	১৬৬	কন্দলি, কহলি, কছারি	৪২	কুবের	১৫৩
উন্নন	৫০	কপালী	৪২	কুমারি (কুভকার)	৪২
উপচছাদা	২১	কবন্ধমুচী	৮৮, ২২	কুমারিলভট	১৫৫
উপনেত্র	২০	কবন্ধমুত্তমুচী	৮৮, ৮২	কুমারীকল্পতন্ত্র	১৬৭
উপানহী	৫০	কবখী কাত্যায়ন		কুলদত্ত নিঃসঙ্গাচার্য	১৬২
উপালি	৭৮	(কুকুধ কাত্যায়ন)	৭৬, ৭২	কুশী	৪২
উপালিমুত্ত	৭৮	কমোলক	৭০	কুস্তিবাস	১৪৪
ঋকপ্রাতিশাখা	২	কম্পরি	৪২	কুস্তিবাসী রামায়ণ	১০৯
ঋগ্বেদ	১০৫	কম্বলাধরপাথ	৪২	কুম্ভ	১২৭
ঋগ্বেদ একাক্ষকটিক	৮২	করবৎ	৫০	কুম্ভাস কবিরাজ	১০৯
এ		করয়েড	৮২	কুম্ভনাথ	১৫৩
এককেত্রিক	৮২	কল কল	৪২	কুম্ভাচার্য	৪৮, ৫২
একজটী	১৫৩	কলম	২২	কুম্ভরেখা, কালদাপ	৮২
একাক্ষকটিক	৮২	কল্যাণমন্দিরমুত্তব	১৬৭	কুম্ভানন্দ আগ্নমবাগীশ	১৬২, ১৬৭
এপিগ্রাফিরা ইণ্ডিকা	৬৭	বসুপ সৌহনাদমুত্ত	৭৮	কোদারিপা	৫০
এক, ডব্রিউ, টমাস	৭৭	কলিক বক্র	৮২	কেন্দুগী	১৪৫
এসিয়াটিক সোসাইটী	১৬২, ১৭০	কাছাড়	৬২	কেল্ল	৮২
ঐ		কাঃ জুর	৫৫	কেল্লাপসারী	৮৬
ঐতরেয় আরণ্যক	৮০	কাঠমুণ্ডা	৪৭	কেল্লাভিমুখী	৮৬
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৫৭, ৬২, ১০৫	কাৰ্ণ	৭৫, ৭৬	কেমেরা	৮২
ও		কাত্যায়ন	৮০	কেশকন্দলি-সম্প্রদায়	৭২
ও, বল্‌স্	১১১	কাপাল	১৬৬	কৈকালী	১১৫
ওড়িশাচার্য	১৬৫	কামরি	৫০	কৈলাসচেল্ল সিংহ	৬৭
ওয়াশীল জু	৫৩	কাল	৪৮	কোটবিহার	৬৮
ওয়াই-টি-ই-সোস	৬৩	কালচক্রান	৪৬	কোটলি	৪২
ওয়াটার্স	৭০	কালিদাস	৬৮, ১৬৬, ১৬৭	কোটজা (কোজা)	৮২
ওয়াডেল (ডঃ)	১৫৩, ১৫৬, ১৫৭	কালিদোক্তোপ বা		কোথ	৮৮
ওল্ডেনবার্গ	৭৩	বহুবীক্ষণ	২০	কোণমান	২০
ক		কালিদমনথত্ত	১৩৫	কোমিজা	৭০
ককিলী	৫০	কালী	১৫৩	কোরিয়া	৬৩
কক্‌থ	৪৮	কালীরাম দাস	৪৫, ১০২	ক্রোধ	১৬৬
ককুরী	৪৮	কান্দীর	১২২, ১৫০	ক্রোরিন	২৩
কচ্ছায়ন	৮০	কার্কিনাথ	১	কৌণিক ব্রহ্ম	৮২
কটকহন্তমুদ্রা	১৪৮	কাসীমবাজার	১১১	কোলাবলীতন্ত্র	১৫০, ১৬০, ১৬৮
কঠোপনিষৎ	৮০	কাঙ্কু, কাঙ্ক পাথ	৪৮, ১৪৪	কৌণ-মধ্য	২০
কণা	৮৭, ৮২	কিতাবতমজরী	২	কৌণ-মধ্য সমতল পরকুল	২১
কর্ণারি	৪৮	কিরব	৪২	ক্ষেত্রপাল	১৬৪, ১৬৬, ১৬৯
কণীকা	৮৭, ৮২	কিলপাথ	- ৪৬	ক্ষেপণী	৮৭
কণীকাবাহ	৮৯	ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা	১৬৫	ক্ষেপণীপথ	৮৭

খ	খতী	৪৮	চতুর্ভুজ মহাকাব্য	১৫৬	অন্নদেব	১২৮, ১৩৮, ১৪১
	খড়ল	৪৮	চবক	১৫৫	অন্ননগর	১১৫
	খোঁটান	৬২	চন্দ্র	৫৯	অন্নন্দী, অন্নানন্দ	৪৯
			চন্দ্রবীপ	৫২	অলৌয় রস	৯০
গ	গগনপা	৫০	চন্দ্রনাথ বাহাদুর	৬৮	অাতক	৫৯
	গগেশ (রাজা)	১৪৪	চপড়ি, চপড়ি	৪৯	অালঙ্কারী	৪৯
	গগেশবাহন বিদ্যাসক্ত	১৬৫	চন্দ্রপাথ	৪৮	অার্গ্য	৫৫
	গর্জবালি	৮৪	চন্দ্রক	৪৯	অানডাকিনী	৪৮
গ	গমার	৫০	চর্চানীতি	৪৫, ৫০	অাননাথ	১৫৬
	গলীনহস্ত	১৪৯	চর্চাচর্চাবিন্দিয়	৪৫	অানানন্দ পরমহংস ১৫০, ১৬০, ১৬৮	
	গ্রহণহস্ত	১৪৮	চলুকি	৪৯	অানসিদ্ধি, অানসিংহ	৪৮
	গাখাসপুশতী	১৪০	চাটল	৫০	অ্যানিতিক দৃষ্টিবিজ্ঞান	৯১
গ	গাছার	৫৭, ৬২, ৬৩	চাটল	৫০, ১৪৪	অিনমিত্র	১৬৪
	গাছারী	৫৭	চান্দন	৫০	অীব গোখারী	১৪২
	গিরিবর	৫০	চামর	৪৮	অীবন	৫০
	গীতগোবিন্দ	১২৮, ১৩৭	চাপীহমান	৮৯	জে, এক্, রুহাট	১০৯
গ	গ্রীন বেডেল্	৬২	চালিশা	৯১	জেকব গ্রীন	১০
	গুণরাজ খান	১০৯	চিজলক্ষণ	৫৫, ৫৬, ৫৭	জেন্দ্র আবেস্তা	৮৬
	গুণ্ডরী	৪৯	চিন্তামণি	১৫৬	জেলাল উদ্দিন	১৪৪
	গুরু-মৈত্রীসীতিকা	৫০	চিপিল	৫০	জৈন	৭৫
গ	গুরুবক্স রোড	১১০	চীনদেশ	৫৬, ৬২, ৬৩, ৭০	জৈন-মৃত	৫৭, ৭৩
	গুরুজানা	১৪৯, ১৬৪	চুণীলাল বহু	৮৫, ৯৩	জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উপর জার্বিক-	
	গুরুসাবনা	১৪৯, ১৬৩	চুলসকুলদারীমৃত	৮৭	বিগের প্রভাব	৭৩
	গোবিন্দ	৫০	চুড়ি	৮৮	জ্যোতির্বিদ্য কবিশেখরচাৰ্য্য	৪৭
গ	গোরক	৪৮	চুড়িহীন	৮৯	জ্যোতির্বিদ্য ঠাকুর কবি	১২৯
	গোলাঘাট	১	চৈদে	৫২	জ্যোতিষচুড়ামণি	২
	গোলক	৪২	চৈতন্তচরিতামৃত	১০৯	ট	
	গোল	৮৮	চৈতন্তদেব	১৪২	টাকীরাঙ্গা	১৬৪
গ	গোলক	৯০	চৈত	৫২, ৬০, ৬১	টুঙ্গী	৫০
	গোলাল মন্দিরপুত্র	৭৩, ৭৫, ৮২	চৈত্রবাহাদুর	৮৮	টেকুর	৪৭, ৫১
			চৌরঙ্গী	৪৮	টোঙ্গী	৫০
ঘ	ঘন কোণ	৮৯	ছটামুকুট	৮৯	ড	
	ঘন সন্ধ্যার	৮৯	ছত্র	৪৮	ডবল কনকেত পরকলা	৯০
	ঘণ্টাপাথ	৪২	ছত্রখণ্ড	১০২	ডবল কনকেত পরকলা	৯০
			ছাত্রাধ্যাপ্য উপনিষৎ	১০৫	ডাকিনী	১৫৬
ঙ	চটগ্রাম	৬৮	ছাত্রা	৯২	ডারউইন	৮২
	চটল	৬৮	ছত্র	৯২	ছত্র	৫০
	চঙ	১৬৬	ছত্রবিলু	৯২	ডেনিকার (ডাঃ)	১৫২
	চতুর্দাস	১২৭			ডোখী	৪৮
চ	চতুর্দাস (শুদি)	১৪৩	জ		ডোখী হেরক	৪৮
	চতুর্দাস বিজ	১৪১	জগদানন্দ রায়	৮৫	ট	
	চতুর্দাস বড়	১৩৮, ১৩৯	জগদিল্লু রায়	৮৫	ঢাকা	৭০
	চতুর্দশপীতিকা	৫০	জটিল অধুনীকণ	৯১	ডেভন	২০
			অন টল	১৫৪		

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
তত্ত্বশাস্ত্র	৪৯	দিকপতি বাণ	১৩২	খেতন	৫০
তত্ত্ববান	৪৬	দিশবর জৈন	৬১	খোক্কা	৪৯
তত্ত্বদার	১৩২, ১৩৭	দিক	৪৯	খোখতী	৪৮
তত্ত্বদ্বাণ	৯৩	দিক্ত নাগ	১৪৫	খোদপা	৫০
তাত্ত্ব	৫৫, ৬১	দীর্ঘনিকায়	৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮১	খোবী	৫০
তাত্ত্বকপাথ	৫০	দীনবন্ধু মিত্র	১২৫	ন	
তাত্ত্বীপাথ	৪৮	দীপকালোক	৯১	নগুণ	৪৯
তাত্ত্ব	৪৯	দীপকর শ্রীজ্ঞান	৪৪, ৫০	নগেন্দ্রনাথ বহু	১৫৯
তারকেশ্বর	১১৮	দূরবীক্ষণ	৯৩	নগ্নমিৎ	৫৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১
তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৮	দুস্তার	৮৭	নটিকৈতা	৮০
তার	৮৭, ৯২	দুস্ত্র	৯৩	নভমধা, নভোদর	৯০
তারানাথ	১৫৬	দৃশ্যভিসুখী	৯১	নভমধা বা নভোদর দর্পণ	৯১
তারানগল	৮৭, ৯০	দৃষ্টিবেশ	৮৯	ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৯
তাল বিতাল	১২২	দৃষ্টিনাড়ী	৯১	নরহরি দাস	১৪০
ভিক্ত	৫৫, ৫৬, ৫৯	দৃষ্টিবিজ্ঞান	৯১	নাগবলি	৪৯
ভিক্ততা বোধ	৫৯	দৃষ্টিবিজ্ঞান	৯১	নাগবোধি	৪৯
ভিলোপা, ভেলিপো	৪৮	দৃষ্টাক	৯১	নাগার্জুন	৪৮, ১৫৫
ভীষক	৬২	দৃষ্টিবোধ	৯৩	নাগার্জুনগীতিকা	৪৮
ভীষিক	৭৩, ৭৪	দেবদত্ত	৭৫	নাগরিপ্রচারিণী সভা	৮৫
ভীরকলা	৮৯	দেবীপুরাণ	৬৮	নাচন	৫০
ভূতি	১৫৪	দোজ্ঞেঠাক	১৫১, ১৬০	নাট	১৫৩
ভেঙ্গুর (ভেঙ্গুর)	১৪৪, ১৪৯, ১৫১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪	দোহচর্যাগীতিকাদৃষ্টি	৪৯	নাটকুন	১৫৪
ভেঙ্গোবাহী ঈশ্বর	৯১	দোহাকোষতত্ত্বগীতিকা	৪৮	নাটসিন্	১৫৪
ভেঙ্গোময়	৯১	দোলি	৫০	নাড় পণ্ডিত	৪৪, ৪৮
ভেঙ্গোহীন	৯১	দ্যাক-ফটিক	৮৯	নাড়পণ্ডিত-গীতিকা	৪৮
ভেলি	৪৯	জাগুসে (ধর্মপাল)	১৫১	নাড়ী	৯১
জকসৎ	১৫৪	বৈধবর্তন	৯০	নাথ	১৫৩
জিপুরা	৫৩, ৬৯, ৭০	ধ		নাথপন্থ	৫০
জিতুজ	৯৩	ধনাঙ্ক একাক ফটিক	৮৯	নাথরজাঙ্ক	১৫৮, ১৬৪
জিরত্ব	১৫২	ধনাখালি	১১৫	নাথরজাঙ্ক সংকিপ্তাভিষেক-	
দ		ধর্ম, ধর্মপা	৪৯	প্রক্রিয়া	১৫৮
দর্পণ	৯১	ধর্মকীর্তি	১৫৫	নাথসনস্তোত্র !	১৫৪, ১৬০, ১৬২
দর্পণমের	৯২	ধর্মকোষনংগ্রহ	১৪৮, ১৫০, ১৫৫	নাথানিএল ব্রাসি হালহেড	১১৮
দর্পণরত্ন	৮৯	ধর্মগীতিকা	৫০	নাথর	১৪০, ১৪১
দশভলভ্রোণপরিমণ্ডল-বুদ্ধ-		ধর্মপাল	৪৫, ১৫০, ১৫৩, ১৬০	নাতি	৮৭, ৯০
প্রতিমালক্ষণনাম	৫৫	ধর্মপুত্রাধিবান	১৬০, ১৬১, ১৬২	নাথরপুত্র	১২৭
দশভূমি ঈশ্বরনাথ অব-		ধর্মমঙ্গল	৪৩, ১৬১	নাথায়ণ	৫৯
লোকিতেশ্বর	১৩৪	ধর্মহৃত্র	৭৯	নিগঠ	৭৫
দামখণ্ড	১৩০	ধর্মভি	৪৯	নিগঠনাথপুত্র	৭৩, ৭৪, ৭৫
দামাবাধা	৮৯	ধাম	৪৯	নিজ	৪৮
দামোদর কবি	১২৯	ধীরমোহিনী অক্ষার্যা	১	নিভ্যামেবী	১৪২
দারিক, দারিপা	৪৯, ৫১	ধৃতরাষ্ট্র	৫১	নিভ্যামেবী	১৪২
		ধৃতজ্ঞান	৫০	নির্জয়	৫০
				নিবিড়চ্ছাত্র	৯৩

নিয়ম	৯০	পাটিকম্বু	৭৫	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	৫৫
নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য	৪৩	পাতালিত্র	৪৯	বঙ্গ গীতিকা	৪৮
নিয়ন্ত্রণ দেবী	১৪৫	পার্বতী	৫৯	বঙ্গধর	১৫১
নীলরতন বাবু	১৪০, ১৪২, ১৪৫	পার্বাসি	৮১	বঙ্গবান	৪৬, ১৫০, ১৫৩, ১৬০, ১৬৫
নুনতন	৯১	পার্বাসিস্তম্ভ	৮১	বঙ্গবোধিনী	৪৭
নুনতন বিচলন কোণ	৮৮	পাশল	৫০	বঙ্গসম্ব	১৫১
দুসিংহ	১২৭	পার্বিক বিপর্যয়	৯০	বঙ্গাসন বঙ্গগীতি	৫০
মেচক	৫০	পাহিল	৫০	বটুকৈতরব	১৬৮
মেপাল	১৩২	পিপলায়	৭৬, ৮০, ৮১	বর্ণচ্যুতি	৮৮
মেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধবুদ্ধি	১৪৭	পিপুহো	৮৪	বর্ণচ্ছত্র	৯২
মোদাল বিন্দু	৯২	পীতহীন	৯৩	বর্ণচ্ছত্রবীক্ষণ	৯২
মোদাখালী	৫৩	পুংগল পঞ্জন	৭৮	বর্ণচ্ছত্রমান	৯২
প		পুতর	৪৯	বর্ণনরত্নাকর	৪৭, ৪৮, ১২৯, ১৪৪
পক্ষ কচ্ছারন	৭৩, ৭২, ৮৪	পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী	৬৭	বর্ণমণ্ডল	৮৯
পকেট সেক্সটান্ট	৯২	পুরণ কঙ্গপ	৭৩, ৭৬, ৮১	বর্ণাপসারিত্র	৮৮
পক্ষ	৪৯	পেলী	৯১	বর্ণাপসারী	৮৮
পচরি	৪৯	পেশোয়ার	১৫০	বর্তক কোণ	৮৮
পটলি, পুতলি	৪৯	প্রক্ষেপণ	৯০	বর্তক তণ	৯২
পটিকা	৯০	প্রজাপতি বিশ্বকর্মা	৫৯	বর্তন	৯২
পণ্ডিত	১৬১, ১৬৯	প্রজাপারমিতা	১৬০, ১৬২	বর্তন কোণ	৮৯
পতিষ্ঠ সমুদায়	৮১	প্রভালীড় মুদ্রা	১৪৯	বর্তনাক	৯২
পতিষ্ঠরশ্মি	৯২	প্রতিরূপ, প্রতিবিম্ব	৯০	বর্তনীয়তঃ	৯২
পদ	৯৩	প্রতিমানলক্ষণনাম	৫৫	বর্তিত রশ্মি	৮৮
পদার্থবিজ্ঞান	৮৬	প্রত্যেকবুদ্ধ	৫৭, ৬২	বর্ত ল	৮৮
পদার্থবিদ্যা	৮৫	প্রধান-বিন্দু	৯২	বর্ত লচ্যুতি	৮৮
পদার্থ তত্ত্বাচাৰ্য	৬৭	প্রমাণবাস্তবিক বৃত্তি	১৫৫	বর্ত লমান	৮৮
পদ্যপাণি	১৫১	প্রমাণবাস্তবিক কারিকা	১৫৫	বর্ত লতামান	৯২
পদ্যপূরণ	৬৮	প্রমোদপানিষৎ	৭৬, ৮০, ৮৪	বর্জন	৯১
পদ্যসম্ভবগুরু	১৭০	প্রহ্লাদ	৫৭, ৫৮	বন-পো	১৭০
পদ্যবতী	৫৯	প্রার্থনা	৯০	বরাহ	১২৭
পদহ	৫০	প্রেনো কনকেত পরকলা	৯১	বরাহমিহির	৫৮, ৫৯
পদন	৫৯	প্রেনো কনকেত পরকলা	৯১	বরিশাল	১৪৪
পরকলা	৯০	প্রোম	৭১	বরুণ	৫৯
পরকলায়ক	৮৯	ফ		বলয়	৯২
পরকলায় দৃষ্টিকেন্দ্র	৯১	ফটোগ্রাফ	৯১	বল্লাল সেন	১৩৯
পরকলায়ক	৯২	ফটোমিটার বা ভাষান	৯১	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪২, ১০৭
পরবলয়	৮৭, ৮৮, ৯১	ফরিদপুর	১৪৪	বহির্গমন কোণ	৮৮
পরবলয়িক	৯১	ফলক	৯১	বহির্গামী রশ্মি	৯২
পরলভাসানিক	৯১	ফুসে (ডাঃ)	১৫৩, ১৬৬	বহিমুখী	৮৬
পর্যাপ্তিক কোণ	৮৮	কেকত্বেপ	৯১	বহিমুখী রশ্মিপূঞ্জ	৯২
পর্যাপ্তিক রশ্মি	৯২	ব		বহির্পূরণ	৬৯
পর্যাপ্তিক তল	৯২	বক্র	৮৯	বহুকলম	৯১
পর্যাপ্তিক	৯২	বক্রতা	৮৯	বহুকল	৯২
পলিহীহ	৫০	বক্র	৬৯		
পলোপা	১৫৭	বক্রবানী	৬৮		

কলীকথ	১৩৫	বিশ্বসিংহ	৬৮	বৌদ্ধপান ও দৌহা	১৪১
কালি	৫০	বিশ্ববর্ণ	৮৯	বৌদ্ধ চৈত্যা	৬০
কাঁকড়া	১৪২	বিশ্ববর্ণমা	৯০	বৌদ্ধধর্ম	৫৫
কাণ্ডমতী	১৩৫	বিদ্যা	৪৯	বৌদ্ধহস্ত	৭৪
কাণ্ডরি	৪৯	বিক্র	৫৯, ১২৭, ১৩৪	ব্রহ্মজালহস্ত	৭৯
কাজনা	৬৩	বিহারিলাল সরকার	৬৬	ব্রহ্মপুত্র	৬৯, ১৫১
কাণ্ডট	১৩৬	ব্রিটিশ মিউজিয়মের কলকগুলি		ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ	১২৭, ১২৮
কাণেশ্বর	১৩৯	বাল্লালা বাগজ-পত্র	১০৯	ব্রহ্মমোহন মল্লিক	৮৫
কামনগাঁও	১	বাক্যগুণ	৯১	ব্রহ্মা	৫৭, ৫৯, ১৫৩
কালকথ	১৩৫	বাক্যরেখা	৯২	ব্যাড ডন (মিঃ)	১১১
কালচরিত্র	১২৯	বীণাপাথ	৪৮	ব্রাহ্মণ-সংহিতা	৭৮
কাল্লী	১৪০, ১৪২	বীরভূম	১৪২	ভক্তিচিন্তামণি	১০৯
কাস্টেহস্ত	৮৩	বীরসাহন	১৫০	ভগ্নবতী (জৈন)	৭৩, ৭২
কান্তব প্রতিবিম্ব	৯০	বুদ্ধ অকোজা	১৫৫	ভগ্নবঙ্গীতা	৮০
কাহক	৯১	বুদ্ধ অমিতাভ	১৫৫	ভটি	৫০
কাবর্তন	৮৯	বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি	১৫৫	ভট্টহরি	৫০
কাবর্তন জাল	৮৯	বুদ্ধকপালতন্ত্র	৫২	ভদ্রম্যানন	৪৭, ১৭০
ক্যালি	৫০	বুদ্ধদেব	৭৭, ৭৮, ৮২	ভবহি	৪৯
ক্যালস	৮৯	বুদ্ধদত্ত	৭৫	ভবরি	৫০
ক্যালার্জ	৯২	বুদ্ধদেব	৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮০	ভবজিৎ	৫৬
বিকল্পগরিহারগীতি	৪৮	বুদ্ধ বজ্রধ্ব	১৩৪	ভাগলপুর	১১০, ১১১
বিকৃত	৯২	বুদ্ধ বজ্রসংঘ	১৫৫	ভাটেরা	৬৭
বিকৃতি	৯২	বুদ্ধ ভট	৬৪	ভাওয়ারী	৪৯
বিক্রমাদিত্য	১২১, ১২২	বুদ্ধবহুসম্বৎ	১৫৫	ভাঙ্গোপাথ	৪৮
বিক্রমপণ	৯০	বুদ্ধশাসন	১৪৮	ভাঙ্গু	৫০
বিচলন	৮৯	বৃত্ত	৮৯	ভাঙ্কে	৪৯
বিচলন কোণ	৮৮	বৃত্তদুটী	৮৬, ৮৯	ভাসিতি	৯১
বিচিত্র	৫০	বৃত্তান্তাস	৯০	ভারতবর্ষ	১৩২
বিজয় পণ্ডিত	১৪৪	বুদ্ধাবনগণ্ড	১৩২	ভারতে বৌদ্ধ শিল্প	৬২
বিজয়ী	৬৭, ৬৮	বুদ্ধাবন দাস	১০৯	ভারত শিল্পের লিপিগ্রন্থ	৫৫
বিশ্ব	৯১	বুদ্ধ সংহিতা	৫৮, ৫৯	ভাস	১২৯
বিশ্বরেখা	৯০	বেগ	৯৩	ভাস্করবর্মা	৬৭
বিদ্যাপাতি	১৪০	বেণীমধব বড়ুয়া	৭৭	ভিক্ষণ	৪৯
বিপন্নীতমুখ	৯০	বেদান্ত	৮০	ভিলেট শ্রমিক	৪৯
বিশ্বজনবাহ	৮২	বেলট টি	৭৬	ভিবাণ	৫০
বিশ্বিকিবজ	৫০	বৈখানস-ধর্মহস্ত	৭৯	ভীমকান্ত মোহান্ত	১
বিতবৎ	৫০	বৈদিক ভাষার শব্দের স্তর	৯, ৯৫	ভীষণ	৪৯, ১৩৬
বিশ্বাচারণ লাহা	৮৪	বৈরাগীনাথ	৫০	ভীলো	৫০
বিশ্বাসার	৭৫	বৈরোচন	৫০	ভূজঙ্গা (ভূজ্যা)	৯২
বিশ্ব-পাণ্ডা বুদ্ধা	১২৫	বৈরোচনগীতিকা	৫০	ভূজঙ্গ	৮৯
বিশ্বচক	৫১	বৈশেষিক দর্শন	৮০	ভূজঙ্গুটি	৫০
বিশ্বপা	৪৮	বৈষ্ণব	৫১, ১৩৪	ভূজঙ্গ	৪৯
বিশ্বপাক	৫১	বৈষ্ণবদাস	১৪০	ভৈরব	৫০, ১৩৬
বিশ্বকর্মী	৫৭	বোহিলহ	১৫০	ভোজপুর	১২১
বিশ্বকোষ	৬৯, ১৩২				

তোজ রাজা	১২১, ১২২	মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্র	৬৮	বোমিনীতন্ত্র	৬৮
ম		মহী	৪৯	বোমিশারা গুহা	৬১
মক্খলি গোসাল	৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২	মাতৃচেষ্ট	৫০	বোগী	৪৯
মগধ	৭৫	মাতৃচেষ্টগীতিকা	৫০	র	
মগধরক্ষক	৫০	মাতৃ	১৪২	রক্তহিল	৭৩
মগ্গজান	৭৬	মায়াপুর	১১৫	রক্তপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	৬৭
মজ্জলকোট	৪৪	মায়োপিয়া বা দৃষ্টিক্ষীণতা	৯২	রত্নপরীক্ষা	৬৪
মচ্ছরনাথ	৫২	মায়াবাহ	১২৭	রত্নাকর শাস্তি	৪৮
মজ্জিমবিকায়	৭৫, ৭৮, ৭৯	মালব	১৪২	রবীন্দ্রনারায়ণ বোম	৬৫
মঞ্চ	৯২	ম্যাক্সমুলার (ম্যাক্সমুলার) ৭৩, ১৪৪	১৫৬	রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি	৭১
মঞ্জু	১৫১, ১৫৭	মিণ্ডোলিং	১৫৬	রশ্মি	৯২
মণিনাপেশ্বর	১৬৮	মিথিলা	১২৯	রশ্মিপুঞ্জ	৯২
মণিপুর	৬৯	মিলিন্দপ্রশ্ন	৭৪	রস	৯০
মণিভূজ	৪৯	মীন	৫০	রসায়নতন্ত্র	৮৫, ৯৩
মন্ত্রাঙ্কণপাথ	৫১	মীনপাথ	৪৮	রাউতু	৪৯
মথ্য এসিয়া	৬২	মীর কাসিম	১১১	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৬৭
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১৭০	মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ)	১০৯	রাজবলহাট	১১৫
মবহ	৪৯	মুখাধিঞ্জয়	৯০	রাজেশ্বর	৬০
ময়ূরভঞ্জ	১৬৮	মুখা নাভি	৯০	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	৬৭, ১৬২
ময়ূরভট	৪৪	মুখা বিন্দু	৯২	রাধা	১২৭
মরীচিকা	৯১	মুখাচ্ছেদ	৯২	রাম	১২৭
মলিন	৪৯	মুসলীমাবাদ	১১০, ১১১	রামগড়গিরি	৬১
মস্তুরী	৭৫, ৭৭	মুসা কিনো	৭১	রামগিরি	১৬৬
মহন্ত	৯১	মেক, মেঘ	৪৯	রামপাল দেব	৫২
মহম্মদ শা	১৪৪	মেথলা	৪৯	রাধাই পণ্ডিত	৪৩
মহাকাল	১৪৭, ১৫০, ১৬৬	মেঘদূত	১৬৬	রামী রক্তকিনী	১৪০, ১৪১
মহাকালভৈরব	১৬৭	মেঘিন, মেঘিনী	৪৯	রামেন্দ্র হন্দর ত্রিবেদী	৮৫, ৮৭
মহাকালতন্ত্র	১৬২	মেঘুরা	৫০	রাহল	৪৯, ১৫৪, ১৫৬
মহাকাল ব্রাহ্মণরূপ	১৫৭	মেয়	৯২	রাহুলতন্ত্র	১৫৬
মহাকাল গণপতি	১৫৬, ১৬৫	মৈত্রীপাথ	৫০	রিমোইশানিয়া	৫৫
মহাকাল পণ্ডক	১৫৭, ১৬১, ১৬৯	ম		রীসুডেভিডুস্	৭৪, ৮২
মহাকোলজানবিনির্মাণ	৫২	যক্ষমহাকাল	১৫৮, ১৫৯	রুক্ষ	১৬৬
মহাধর্মরাজশ্রী বিহার	১৫০	যক্ষমহাকালকথানাম	১৫৮	ল	
মহাবান	৪৪, ৪৬, ১৫০	যক্ষমহাকালসাধনা	১৫৮	লক্ষ্মণসেন	১৬৮, ১৬৯
মহারাজলীলশ্রী	১৫৭	যজ্ঞ (রাজা গণেশের পুত্র)	১৪৪	লক্ষ্মীতারা	৫০
মহারাজিক	৫১	যম	১৫৩	লক্ষ	৯১
মহারাজী	১২৭	যমুনাখণ্ড	১৫৩	লক্ষন	১৯১
মহাভারত	৫৭, ৬০, ৬২, ১২৭	যশোভজ	৪৮	ললিতচন্দ্র মিত্র	১২৫
মহাদেব	৫৯	রাকবি	৭৩, ৭৪, ৭৬, ৮৪	ললিতপদ্ম	৪৭
মহাবীর ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮০		য'ভাবীপ	৪৭, ৪৮	ললিতবিস্তার	৫৯
মহাশাল	৭৭	যুক্ত	৮৬	লাউকের	৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬১, ৬২
মহাসকলদারীসুত	৭৫	যুক্তকামিজয়	৯০	লাগা	১৫১ ১৫৬
মহাসকলকনু	৭৯	যুক্ত নাভি	৯০	লীলাপাথ	৪৮
মহাহিখতাবজ	৫০	যুগন চোরাং	৬৯, ৭০, ৭১	লীলাবতী	৬
		যুগ	৬০	লুই	৪৪, ৪৮, ৫১
		যোপরত্নমালা	৪৮	লুই অভিসময়	৪৪

লুচিক, লুচক,	৪৯	য	সাধনমালা	১৫৫
লোরিকোম্পো বা		বটকোণ হুচী	সাত (সসীম)	৯০
কঠিনালীবীকণ	২০	স	সাক্ষরস	৮৮, ৯০
লোহজল	১৬৩, ১৬২	সকর	সামক্-কলকৃত	৭৩, ৭৪, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৩
ল		সক্রেটস্	সামগামহৃত	৭৫
লকুনি	৫৭	সচক	সারঙ্গা	৫০
লকুন্তলা	৬৮	সকটকোণ	সারসাতিলক	১৬৮, ১৬৯
লকুচাচার্ঘ্য	১২৭	সঞ্জয়	সারিপুত্র	৭৬, ৮৪
লকু	২০	সঞ্জয় বেলট টিপুত্র	সিংহকর্ণমুখা	১৪৮
লকুজ	৪৯	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	সিংহল	৫০
লতপথত্রাঙ্গণ	৫৯, ৬২	সত্তকাম্বো	সিদ্ধসেন দিবাকর	১৬৭
লবর, লবরী	৪৮, ১৪৯, ১৬৩	সন্ধিতল	সিদ্ধাচার্ঘ্য	৪৪
লক্করঙ্গ	৬৯, ১৬২	সর্কভক	সিদ্ধান্ত	৯২
লরচন্দ্র দাস	৬৭, ১৪৭, ১৫৩, ১৫৫	সভাপতির অভিভাষণ	সিয়ারি	৫০
লিখু	৪৭	সভিয়	সিলিয়ারী পেট্রী	৯১
লিভিবেব	৪৮, ৪৯	সভিয়হৃত	সিলেট	৬৭
লিভিপাথ	৪৮	সমকোণ	সীতাকুণ্ড	৬৮
লিভিপুত্র	১৪৪	সমকোণী ত্রিভুজ	স্বতম্বকা	৬১
লারীরবিজ্ঞান	৮৬	সমগ্র পরাবর্তন	স্বধাকর বিবেচী	৮৭
লালি	৪৮	সমচতুর্ভুজ	স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২৬
লালিবাহন	১২৭	সমজাতীয় ত্রিভুজ	স্বল	৫৭
লালিতব্য	৭৯	সমগ্র গোলম	স্বহোত্র	৬০
লিথ	১৫৩, ১৫৪	সমতটের পূর্ক	স্বক্ষকোণ	৮৮
লিলাক	৮০	সমতলদর্পণ	স্বক্ষণমান ক	৯১
লিহলিচটলে	৬৭, ৭০, ৭১	সমবিবাহ ত্রিভুজ	স্বচী	৮৬, ৯২
লুকনীতি	৮৭	সমবর্ম	স্বচীখণ্ড	৮৮
লুকনাথ	১৫৩	সমবাহ ত্রিভুজ	স্বত্ৰদিপাত	৭৫, ৭৬
লুকগুণ	৮৯	সমান্তরাল	স্বত্ৰভাঙ্গ	৭৮, ৭৯, ৮২
লুনাপুরাণ	৪৩	সমীকরণ	স্বত্ৰ, সঙ্কেত	৯০
লৈবদর্শন	৮০	সমুদ্র, সমুদ্র	স্বর্ঘ্য	৫৯
লৈবাগম	১৬৯	সম্পাত বিন্দু	সেক্সটান্ট	৯২
লৈবগুণ	৮৯	সম্বক	সেজুবক রাশেবর	১৫০
লৈবাতর উপনিষৎ	৮১	সম্বর	সেনপাহাড়ী	১৪৫
লৈবাতী	৭৫	সম্বুদ্ধভাবিতপ্রতিমালক্ষণ-	সেনারপী	১১২
লৈবগক স্বত্ৰ	৭৯	বিবরণনাম	স্বক্ষপুত্রাণ	১৬৭
লৈবকবিজয়	১০৯	সরল অনুবীক্ষণ	স্বগন	৪৮
লৈবক্ৰ	৭১	সরস্বতী	স্বানজ	৮১
লৈবক্ৰম	৬৯	সরহ	স্বির	৮৯
লৈব	১৫৩	সরোরহ	স্বির পরিমাণ	৮৯
লৈবিকপুত্র	৬৯	সরোরহবজ	স্বল কোণ	৮৮
লৈবকালজানসর্বদ্রষ্টনকর্ষ	১৫১, ১৫৩, ১৬০	সহজধান	স্বলমধ্য	৯০
লৈবহাক্তি হেরক	১৬৩	সংহার	স্বলমধ্যসমতল পরকলা	৯১
লৈবট	৬৭, ৭০	সঙ্গর	স্বালিনটোয়েট (ভাঃ)	১৫৯
লৈবটনাথ লিথ	৬৭	সাংখ্যদর্শন	স্বর্গরেখা, স্পর্শিনী	৯২
		সাতকড়ি মিত্র	স্বর্গসমতল	৯২

স্পেল হার্ডি	৭৩	হরান্নক পতি	৯০	হালা সপ্তশতী	১৪০
স্টিক, দানা	৮৯	হরিপাল	১১৩, ১১৫, ১১৮	হাম্পটন	১১১
স্কীতমধ্য বা উন্নতোদর দর্পণ	৯১	হরিবংশ	১২৭	হিল টিপারী	৭০
সচ্ছ	৯৩	হরিসিংহ	৪৭	হীনবান	৪৪, ১৫০
সচ্ছন্দ্র	৯৩	হল্যাণ্ড	৪৭	হুগলী	১১৮
সরস্বতীপুরাণ	১৪৮, ১৬৩, ১৬৫	হাকিমপুরাণ	৪৪	হেনরী লুইট	৯
সরস্বতীলিঙ্গ	১৬৭	হাটকেশ্বর	৬৮	হেব্রুতন্ত্র	৪৫, ৫২, ১৫৭
হ		হানিপা	৫০	হেমচন্দ্র	১৬২
হজসন্	১৬২, ১৬৩	হার্কাট পেন্সার	১৫৪	হেরক	১৫২, ১৬৫
হর্পণ -	৭৫	হার্বেল	৫৯, ৬০	হেলিগ্রাফ	৯০
হবিভাপন সম্প্রদায়	৭৮	হারিখণ্ড	১৩৫		
হরকিশোর অধিকারী	৬৮	হাল হেড	১০৯		
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৫৩, ১৪৫, ১৪৭	হালা	১২৭		



উনত্রিংশ বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশন

২৪এ ভাদ্র ১৩২২, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা।

রায় ঐযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাছর আই এন্ড ও, এম্ বি, এক্ সি এন্ড

রসায়নাচার্য—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয় :—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। শোক-প্রকাশ—

(ক) অনাথবন্ধু দে, (খ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৩। সাধারণ-সঙ্গত নির্বাচন। ৪। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন :—(ক) ঐমতী

কনকলতা দত্ত ও ঐমতী মহামায়া দত্ত মহোদয়ার প্রদত্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ১০টা আলমারী ও ২টা গ্রাফ, (খ) ঐমতী মহামায়া চৌধুরানী

মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ৭টা আলমারী ও ১টা গ্রাফ এবং (গ) ঐযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্নী মহাশয়-প্রদত্ত পুস্তক। ৫। প্রবন্ধ

পাঠ :—(ক) পণ্ডিত ঐযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞানেশ্বর মহাশয়-লিখিত “ভারতীয় নববিভা,” (খ) ঐযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়-লিখিত “ব্রহ্মার আলোচনা” এবং (গ) ঐযুক্ত

অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত “আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা” নামক প্রবন্ধ। ৬। পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৭। প্রশংসা—ঐমতী

মহামায়া দত্ত মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত ৩টা আখার সমেত প্রাচীন মুদ্রা, কীবাখ, প্রবাল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রস্তর। ৮। বিজ্ঞাপন :—(ক) স্বর্গীয়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ১০টা আলমারী ও ২টা গ্রাফ পরিষদে দান-সম্বন্ধে কবির পত্নীর এবং মাতার পত্র, (খ) ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এক

হাজার টাকা ওয়ার বৎ পরিষদে দান সম্বন্ধে অধ্যাপক ঐযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এন্ড মহাশয়ের পত্র। ৯। বিবিধ।

অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় ঐযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাছর সভাপতির আসনে গ্রহণ করিলেন।

সভারস্তের প্রথমে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বড়ই শোকের কথা যে, স্বনামধন্য

মতিলাল ঘোষ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালা দেশের একটি অত্যাশ্রয় নক্ষত্র খসিয়াছে। তিনি প্রায় ৫০ বর্ষ ধরিয়া সংবাদপত্রের সংস্পর্শে

ছিলেন। তিনি নির্ভীকচেতা ছিলেন। দেশকে ও জাতিকে কতদূর ভালবাসা যাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতি ও সংবাদপত্র-পরিচালনে অতি

উচ্চ আগুন তিনি পাইয়াছিলেন। ‘অমৃত-বাজার-পত্রিকার’ স্থান ভারতবর্ষের দেশীয়গণের পরিচালিত সংবাদপত্রের শীর্ষদেশে। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে, মতি বাবুর মত লোককে

হারাইতে হইয়াছে। তাঁহার স্থায় লোক বাঙ্গালার নাই বলিলেও অতুক্তি হইবে না।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রায় ঐযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রকার উপস্থিত করিলেন,

“দেশমাতৃকার বরণ্য স্নসন্ধান স্বদেশ-প্রেমিক স্বজাতিবৎসল স্বনামধন্য সাহিত্যসেবী স্বধর্ম্মাশুরাগী মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন এবং এই সাধারণ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই শোক-প্রস্তাবের প্রতিলিপি তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আগামী বুধবারে পরিষৎ কার্যালয় বন্ধ দেওয়া হউক।”

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় প্রস্তাবকর্তা বলিলেন,—“মতিলাল বর্তমান যুগে ভারতের একমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র ছিলেন। ভারতের ধ্রুবনক্ষত্র খসে পড়েছে। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বন্ধু মতিলাল। মতিলাল বাঙ্গালার মাটিতে—বাঙ্গালার জলেতে, বাঙ্গালার বায়ুতে—মতিলাল বাঙ্গালার মেদমজ্জা রক্ত-মাংসেতে যে আন্তরগণ পেতে গেছেন—তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী অটল অচল হয়ে থাকবে। মতিলাল দেশ-মাতার সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। মতিলাল দাতার্কণ ছিলেন না বটে, পরন্তু মতিলালের কাছে দেশমাতা অনেক পেয়েছেন। মতিলাল বিধাতার এক মহা ইচ্ছাশক্তি। মতিলালের কোন আড়ম্বর ছিল না—তথ্যচ শাসননীতি-তত্ত্ব সম্বাসিত। মতিলালের কোন অত্যাচার ছিল না—তবুও শত্রুরা আসিত। মতিলালের প্রতিভা স্বদেশ ও বিদেশকে মোহিত করেছিল। যখন আমার ১৫ বৎসর বয়স, তখন হইতে আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে আসি। প্রায় ৩০ বৎসর মতিলালের পাশে পাশে সদাই ছিলাম। সর্বদাই দেখেছি—তিনি কাজ খুঁজিতেছেন—সকল সময়েই কাজ কচ্ছেন—সেই ধীর স্থির নীরব নিশ্চল নিশ্চিন্ত পুরুষ সর্বদাই কাজ খুঁজিতেছেন—কি যেন কাজ বাকি আছে। স্বধর্ম্মপরায়ণ মতিলাল, পাশব ইচ্ছাশক্তি দলন করিয়া দেবত্বের—মহাপুরুষত্বের আসন পাতিয়া গেলেন। মতিলাল জাতীয়তার আশ্রয়গিরি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ জাতীয়তার কেন্দ্র। আমি পরিষদে ত্যাগী সংঘনী মতিলালের রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিতে চাহি না।”

শ্রীযুক্ত ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ স্থগিত রাখিল।

৩। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঋগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, (ক) পরলোক-গত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জননী ও সহধর্ম্মিণী পরিষৎকে কবির লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক ও দশটা আলমারী দান করিয়াছেন। এই বিষয়ের দানপত্র খ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। (খ) স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া তাঁহার স্বামীর লাইব্রেরীর প্রায় সমস্ত পুস্তক ও সাতটা আলমারী পরিষৎকে দান করিয়াছেন। (গ) শ্রীযুক্ত দ্বিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্নি মহাশয় প্রায় ১৫০ খানি পুস্তক দান

করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য পরিষদের হস্তে এক হাজার টাকার ওয়ারবন্ড (War Bond) দান করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, উক্ত তিন দফার প্রাপ্ত পুস্তকগুলির তালিকা প্রস্তুত-কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া গ্রন্থ-সংখ্যা সঠিক জানাইতে পারা গেল না। এই বলিয়া উক্ত গ্রন্থ প্রদাতৃগণকে এবং শ্রীযুক্ত অধর বাবুকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। এই দানপত্র গ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুথি ও গ্রন্থাবলীর নাম ও প্রদাতৃগণের নাম পাঠ করিলেন (এই তালিকা ঘ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল) এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৫।(ক) শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়-লিখিত “ভারতীয় স্মৃতিবিজ্ঞান” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় “ব্রহ্মাব আলোচনা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত “ব্রহ্মা” নামক প্রবন্ধটি অতি সুন্দর হইয়াছে। এ বিষয়ে যে সকল ইতিহাস বা Myths আছে, তাহার আলোচনা মূল প্রবন্ধে রহিয়াছে। ইউরোপীয় কাগজে এই প্রবন্ধ বাহির হইলে বহু প্রশংসা বাহির হইত। দেশে Scholarship, বা সম্যক জ্ঞানী নাই বলিয়া এই প্রবন্ধের তত আদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদের অর্থ বুঝিতে পারা গেল না। ইহাতে কিছু কিছু প্লেষ রহিয়াছে। মূল প্রবন্ধলেখক বহু প্রমাণ প্রয়োগ দিয়াছেন—তাহার প্রতিবাদ খুব সাবধানতার সহিত করা আবশ্যক। এই প্রতিবাদে সারবান্ কিছুই নাই—নূতনত্ব কিছুই নাই।

শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন,—“ব্রহ্মা” প্রবন্ধের আলোচনা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় করিয়াছেন ও তাহা পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। তিনিই এই বর্তমান ‘আলোচনা’ সম্বন্ধে কিছু বলিলে ভাল হইত। এই আলোচনার পদ্ধতি আমার ভাল লাগিল না। ‘হংস ডিম্ব’, ‘ব্রহ্মার বাচ্ছা’ এইরূপ না বলিলেই ভাল হইত। ‘দ্যাবাপৃথিবী’ স্বমেরুর স্থান নির্ণয় করিয়াছে। ইলাবৃত্তবর্ষ যে দ্যাবাপৃথিবী, তাহা স্বীকার করিতে আমি রাজী নই।

তৎপরে লেখক মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার প্লেষ করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই। প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিলেই চলিবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয় তাঁহার “আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে উপস্থিত হইলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নানা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থোক্ত পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় লিখিত হইলে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুবিধা হইবে। এই জন্য পরিষৎ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার ইহা একটি উদ্দেশ্য। আমাদের সময়ে Text Book Committeeতে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্রের নানা পরিভাষা

প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বিশেষ পরিচয় করিয়া এই পরিভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বাহা বলিলেন, তাহা প্রবন্ধের সহিত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৬। পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।
(ঙ)—পরিশিষ্টে এই বিবরণ উল্লেখ্য।

৭। বঙ্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পুস্তক শ্রীযুক্ত মহামায়া দত্ত তাঁহার স্বস্তর মহাশয়ের সংগৃহীত তিনটি আখ্যায় সমেত প্রাচীন যুক্তা, জীবন, প্রবাল প্রভৃতি দান করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতা মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৮। পরিষদের সভ্য (ক) অনাথবন্ধু দত্ত ও (খ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক মহাশয়দের পরলোকগমনের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইল এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু

সভাপতি।

পরিশিষ্ট—(ক)

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সভ্যচরণ নন্দী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত হুটবিহারী নাথ ৩২ জহরলাল দত্তের লেন, উল্টাডিকো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দে, ১৪ মানিকতলা ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ রায়, ৭ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী, ১১এ গোর দে লেন, বোম্বাই; শ্রীযুক্ত নীলরতন ভট্টাচার্য্য, প্রিন্সিপ্যাল, কমান্ডিগার্টমেন্ট, কলকাতা কলেজ, বহরমপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীমতী বিতাবতী দেবী, ১০এ উল্টাডিকি অংসন রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ কেদারনাথ দাস এম্ ডি, সি আই ই, ২২ বিডন রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ছোটেলাল জৈন, ৫৩:১ বড়তলা ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্ এ ১৪ হেরার ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী বি এ, ম্যানেজার ওয়েস্ট লারেক ডি কলিয়ারী, পোঃ নিরসাচী (মানকু); শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় কবিশেখর, ৮, বি লাল-বাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র ওহ, ৫১ হুজিয়া ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনগুপ্ত, ১৮১ শিবনারায়ণ বাসের লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ হীরালাল সিংহ, ১৫১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত তরুণচন্দ্র দত্ত বি এ,

১৭১ মাসিকতলা ষ্ট্রিট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অবল্যচরণ বিজ্ঞানবরণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বোব, সঃ—শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ কুণ্ড, ১৯ বদরীনাস টেম্পল ষ্ট্রিট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ বোব, সঃ—এ, সঃ—শ্রীযুক্ত হরিন্দাস গোস্বামী, হেড্‌ ক্লার্ক, আসাম লেবার বোর্ড, ক্লাইব ষ্ট্রিট, শ্রীমতী উমালতা বসু, শ্রীযুক্ত গিরিনাক্ষর বসুর বাড়ী, ১৪৪এ মাসিকতলা ষ্ট্রিট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনন্দেরোহন সাহা, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় বি এন্‌ সি, ৫৭ আমহাট্‌ ষ্ট্রিট।

পরিশিষ্ট—(খ)

৪৬, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রিট,
কলিকাতা

৩১ শে আষাঢ়, শনিবার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর লাইব্রেরী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করা হবে। এই ইচ্ছা তিনি বহুবার তাঁর বহু বান্ধবদের ও আমাদের কাছে প্রকাশ, মৃত্যুশয্যাতেও এই ইচ্ছা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন ও অমরোধ করেছিলেন। সেই ইচ্ছা অমরোধে আমরা আপনাদের অমরোধ কচ্ছি যে, তাঁর লাইব্রেরীর সমস্ত বই ও আলমারি আপনারা পরিষৎ বন্ধিরে নিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সংযুক্ত করে রেখে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করলে স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তি সাধন হবে। শীঘ্র নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে অমরুহীত হব। ইতি

শ্রীমতী কনকলতা দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী।

পুঃ—পুস্তক সমেত দশটা আলমারী

পুস্তক সমেত দুইটা ব্যাক।

মহামায়া দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথের বিধবা মাতা।

পরিশিষ্ট—(গ)

51 Beadon Row,

Calcutta, 14 th July, 1922.

মাতৃবর

শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সম্পাদক

মহাশয় সমীপে—

বিহিত সম্মানপূর্বক সবিনয় নিবেদন,

প্রদ্যাম্পদ পণ্ডিতাশ্রয় মাতৃবর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌ এ, বি এন্‌

মহাশয়ের হস্তে আমি একখানি এক হাজার (১০০০) টাকার 5½ P. C. 'এন্ড' War-Bond (No. 002595) দিলাম; উক্ত বাবু অহগ্রহ করিয়া তাহা আপনার হস্তে দিবেন।

এ বিষয়ে আমার মন্তব্য :—

(১) এই হাজার টাকা আপনাদের Trust fundএ থাকিবে, এবং এই মূলধনে কখনও কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এবং ইহা হইতে কখনও কিছু খরচ করিতে পারিবেন না।

(২) কেবল এই টাকার বাৎসরিক সুদ আপনারা প্রতিবৎসর for the encouragement of Research work in History খরচ করিবেন। কি ভাবে এবং কি shapeএ এই encouragement দেওয়া হইবে, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তাঁহার ঈর্ষ লইয়া আপনারা স্থির করিবেন।

আমি অনেক বৎসর কাল পরিষদের সভ্য আছি, কিন্তু শরীর ভাল না থাকায়, পরিষদের কোন কার্যই কখনও করিতে পারি নাই; কিন্তু পরিষৎ হইতে দেশের যে মহৎ উপকার হইতেছে, তাহা আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে সর্বদা অঙ্গুভব করিতেছি এবং এই কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য আমার এই সামান্য চেষ্টা। আশা করি, আপনারা আমার প্রভাবে সন্মত হইয়া আমার প্রদত্ত এই সামান্য অর্থ গ্রহণ করিবেন।

বিনয়ান্বিত

শ্রী অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Emeritus Professor of History,
Scottish Churches College, and,
Fellow, Calcutta University.

পরিশিষ্ট—(ঘ)

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—The Superintendent, Government Printing, India—
উপদত্ত পুস্তক—(১) Statistics of British India, Vol. I. (Commercial Statistics). (২) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle for 1920-21, (৩) Statistics of British India, Vol. IV. (Administrative, Judicial and Self-Government), (৪) Index to Archaeological Memoirs, Nos. 1 to 6. The Registrar, Calcutta University—(৫) Journal of the Department of Letters, Vol. VII, 1922. (৬) The Researcher Research. (৭) Calcutta University and its Critics. The Secretary, Museum of Fine Arts. Boston—(৮) 46th Annual Report of the Museum of Fine Arts for the year 1921. The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.—(৯), Thirty-sixth Annual Report of the Bureau of American Ethnology. (১০) Opinions rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature, (১১) A New Sauropod Dinosaur from the Ojo Alamos formation of New Mexico. (১২) The Melikeron—an approximately

Black-Body Pyranometer. ঐযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞান—(১৩) Imperial Dictionary of the Universal Biography. Vol. I. (১৪) Do. Vol. II. (১৫) Memoirs, Asiatic Society of Bengal. (১২ copies), The Superintendent Government Printing, (Bihar & Orissa) Patna—(১৬) Annual Progress Report of the Archaeological Survey of India, Central Circle, for 1920-21. মাননীয় ঐযুক্ত ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী—(১৭) Inaugural Address of the Hon'ble Dr. Sir Deva Prasad Sarvadhikary Kt., C. I. E., LL.D., M. A. at the Carmichael Medical College, Belgachia, on Wednesday, the 30th June, 1920. (১৮) Notes and Extracts, 1891-1912. The Officer in-charge, Bengal Sectt. Book-Depôt—(১৯) Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1921-22. (২০) Report on Public Instruction in Bengal for 1920-21. (২১) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. VII. No. 3. (২২) Do. Vol. VII. No. 4. (২৩) Do. Do. No. 5. (২৪) Do. Vol. VIII. (২৫) Appendix to Vol. VII. No. 3. (২৬) Do. Vol III. Third Session. (২৭) Do. Vol. IV. Fourth Session. (২৮) Do. Vol. VI. and V. Fifth Session. (২৯) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Gardens, Darjeeling, for the year 1921-22. (৩০) Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year 1920-21. (৩১) Administration Report on the Jails of Bengal Presidency for the year 1921 The Secy. Lowis Jubilee Sanitarium, Darjeeling—(৩২) Thirty-fifth Annual Report of the Lowis Jubilee Sanitarium, 1921. The Asst. Secretary to the Government of Punjab.—(৩৩) Annual Progress Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Hindu and Buddhist Monuments, (Northern Circle) for the year ending 31st March 1921. Parishat Office—(৩৪-৩৫) Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya-Parishad. ঐযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—(৩৬) Dissertation on Painting. Le Editeur, Librairie Arcienne Honore' Champion. (৩৭) La Forme Slave Du Nominatif Accusatif Singulier. The Honorable Justice Sir John Woodroffe.—(৩৮) The Seed of Race. (৩৯) Shakti and Shakta. 2nd Edition. (৪০) Tantrik Texts. Vol. V. (৪১) Do. Vol. VI (৪২) Do. Vol. VIII. (৪৩) Principles of Tantra, Part. II. ঐযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—(৪৪) Wine in Ancient India. The Curator, Government Book-Depôt. Burma—(৪৫) Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Burma, for the year ending 31st March 1922. The Director, Geological Survey of India.—(৪৬) Records, Geological Survey of India, Vol. LIV. Part I The Superintendent, Naval Observatory, Washington D. C.—(৪৭) The American Ephemeris and Nautical Almanac for the year 1923. (৪৮) Do. Do. 1924. ঐযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(৪৯) ইন্দ্রজিৎ কাব্য, (৫০) গজকর্ণ-নন্দিনী কাব্য বা গজ-কাদম্বরী। ঐযুক্ত চাক্রজ্য বন্দ্যোপাধ্যায়—(৫১) মুক্তিরান। ঐযুক্ত

বিমলাচরণ লাহা—(৫২) সৌন্দর্যনন্দ কাব্য । শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্মাধিকারী—(৫৩) মাইকেল স্মৃতি-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্মাধিকারীর অতিভাষণ । শ্রীযুক্ত কনকলতা দত্ত—(৫৪) মনি-মঞ্জুবা । শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত—(৫৫) পুণ্যভীর্থে-ভ্রমপূজা (২খানি) । শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী—(৫৬) সেই মা ও অস্ত্রান্ত গল্প । শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটি—(৫৭) গোবর্দ্ধনলীলা, (৫৮) কাম্যকূপ, (৫৯) বীণাবাদিনী ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, (৬০) বজ্রধা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (৬১) জাহ্নবী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (৬২) ভাগ্যার, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, (৬৩) ঐ—২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, (৬৪) ধর্ম (সাপ্তাহিক পত্র), ৬ষ্ঠ, ২য়, ২১শ ও ২৭শ সংখ্যা । শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিংহ সিংহী—(৬৫) দেবসিরাহ প্রতিক্রমণ । শ্রীযুক্ত শরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(৬৬) হীরকহুল, (৬৭) মুখরক্ষা, (৬৮) চাঁদমুখ, শ্রীযুক্ত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী—(৬৯) কানীরাধ দাসের মহাভারত, (শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত) শ্রীযুক্ত স্বর্ধাকুমার মুখোপাধ্যায়—(৭০) চন্দ্রনাথদর্পণ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—(৭১) গৈরিক, (৭২) তাল, (৬২) পাখার,, (৭৩) ঐ (৭৪) চিত্র ও চরিত্র, (৭৫) চিত্তোন্নোদ্ধার, (৭৬) কাব্যগ্রন্থাবলী ১ম ভাগ, (৭৭) ঐ—২য় ভাগ, (৭৮) ঐ ৩য় ভাগ, (৭৯) আখ্যায়িকা, (৮০) পাথের, (৮১) পাথার, (৮২) আকেনসেলায়ী, (৮৩) জর পরাজয়, (৮৪) ভাগ্যচক্র, (৮৫) গান, শ্রীযুক্ত মাধনলাল ধর—(৮৬) কার্ত্তব্যতত্ত্ব । শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র—(৮৭) অন্নমধুর, (৮৮) মুখিকা, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্মা, কানী,—(৮৯) ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও হিন্দুধর্ম, শ্রীযুক্ত রতিলাল দত্ত—(৯০) যুগল-জীবন, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম এ—(৯১) বন্দীর ডায়েরী, (৯২) স্পষ্টকথা, (৯৩) ছায়াবাকি, (৯৪) উল্টোকথা, (৯৫) স্বরাজ কোন্ পথে ? (৯৬) যুগ শব্দ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী—(৯৭) জয়ান্তর বা কানধরী, শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—(৯৮) তুলসী-প্রতিভা বা ভক্তকবি তুলসীদাস । (৯৯) বসন্ত প্রস্থন । শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্মা কানী (১০০)—আচারতত্ত্ব-১ম খণ্ড ।

পুথির ডালিকা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞারত্ন, তত্ত্বরত্ন—(১) অপোকমালিকা (মুদ্রাবোধ টি, সমাসপাদ, (২) ঐ (স্বে, তৃণ, জাদি পাদ), (৩) ঐ (জ্যো ও কারক), (৪) ঐ (সন্ধি ও শব্দ), (৫) ভ্রাতৃটিগ্ননী (ব্যাপ্তিগ্রহ), (৬) মুক্তি-বিচার, (৭) ত্রিমুদগবদগীতা, (৮) বেদান্তসার, (৯) অমরকোষ ।

পরিশিষ্ট—(৩)

পরিষদের পুথিালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কানীদাসী মহাভারত

১৭। দেবক রাজার পরাশরী নামী কস্তার সহিত বিহুরের বিবাহ হয় ।

মঙ্গরী মহাভারত

কণাট-কুমারীর সহিত বিহুরের বিবাহ হইয়াছিল ।

মূল মহাভারত

দেবক রাজার পরাশরী কস্তা ।

কাশীদাসী-মহাভারত

১৮। কুন্তীভোজ নৃপতি অতিথিগণের সেবার জন্য নিজ কন্যা কুন্তীকে অতিথিশালায় নিযুক্ত করেন। এক দিন দুর্কাসা সেই অতিথিশালায় আসিলে পাত্ত অর্থাৎ প্রদানান্তর, কুন্তী নিব্বহেতু তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিলেন এবং পক্ষার মিষ্টার প্রভৃতি ভোজন করাইয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিলে, দুর্কাসা কুন্তীকে একটি মন্ত্র দান করিয়া বান।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কুমারী অবস্থায় কুন্তী পিতৃভবনে বাস করিতেছেন, এমন সময় চাতুর্দ্যাত্ত বাপনের জন্য দুর্কাসা সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে কম্পবান্। কুন্তী বলিলেন, আশাকে মূনির নিকট পাঠাইয়া দিন, আমি ভক্তিতে তাঁহাকে বশীভূত করিব। রাজা কুন্তীকে লইয়া মূনির নিকটে আসিয়া বলিলেন,—এই কুমারী সারা বর্ষাকাল আপনার সেবা করিবে। এখন আপনি শাপ দিন বা বর দিন, তাহাতে আমার কোন দার নাই। কুন্তী কারমনোবাচকো মূনির সেবা করেন। মূনি দিবানিশি তাঁহাকে শাপ দিবার অবসর খুজিয়া বেড়ান, কখন তপ্ত, কখন শীতল, কখন ছলভ বস্ত্র তিনি চাহিয়া বসেন। একদিন পরমান চাহিলেন, সোনার ধালে করিয়া কুন্তী তাহা আনিয়া দিলেন, তখনই হুকুম হইল, পদ্মপত্র করিয়া দাও। পদ্মপত্র আনিতে দেয়ী হইতেছে, অমনি মূনি সেই তপ্ত পরমান কুন্তীর পিঠের উপর ঢালিয়া আহা করিলেন। কুন্তীর ঐধ্য ও সেবার তুষ্ট হইয়া মূনি তাঁহাকে একটি মন্ত্র দিয়া বান।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর জায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১৯! দুর্কাসার মন্ত্র পরীক্ষা করিবার জন্য, সেই মন্ত্রে কুন্তী স্বর্ধ্যকে আহ্বান করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

স্বামী লাভ কামনা করিয়া কুন্তী মাঘ মাসে দুর্কাসার প্রদত্ত মন্ত্রে স্বর্ঘ্যের উপাসনা করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর জায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২০। অক্ষয় কবচের সহিত কর্ণ জয়গ্রহণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কর্ণের জন্মের পর স্বর্ধ্য নিজ অঙ্গ হইতে কবচ কাটিয়া কর্ণকে দান করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর জায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২১। তাস্ত্রকুণ্ডে তরিয়া কুন্তী কর্ণকে জলে ভাসাইয়া দেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কুন্তী কর্ণকে অন্ন জলে ছাড়িয়া দিয়া দেখিলেন যে, সে জলে ভাসিতেছে। তখন স্বর্ধ্য রক্ষা করিবেন বলিয়া গভীর জলে ভাসাইয়া দিলেন।

মূল মহাত্ম্যত

অলে ভাঙ্গাইরা দেওয়ার কথাবার্তা মূলে আছে। কিসে করিয়া ভাঙ্গাইরা দেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

কাশীবাণী মহাত্ম্যত

২২। এক সূত সর্বদা যমুনার দ্বান করিত। একদিন দ্বানের সময় একটি তাম্রকুণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে তাহা ধরিয়া বেধে বে, মধ্যে একটি পুত্র। তাহাকে লইয়া আসিয়া রাখার নিকট অর্পণ করিল এবং তাহার নাম রাখিল বহুসেন।

সঙ্গরী মহাত্ম্যত

রাধা পুত্র কামনা করিয়া, স্বামীর সহিত ষাটশ বৎসর যাবৎ সূর্যের উপাসনা ও তপসা করিতেছিল। সূর্য তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, কল্যাণে কৰ্ণ নামে এক শিশু জন্মে ভাঙ্গিয়া আসিবে। সেই পুত্রে তুমি পুত্রবতী হইবে—আর তপসা করিও না। পরদিন প্রাতে রাখার স্বামী সূত, গদার ভীমে গিয়া কৰ্ণকে প্রাপ্ত হন।

মূল মহাত্ম্যত

সুতনন্দন রাখাভর্তা কৰ্ণকে জলে প্রাপ্ত হন, ইহা ছাড়া মূলে আর কোনও কথা নাই।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা কার্তিক, ২১ এ অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ন ৫।০ টা।

মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—“ব্রাত্য কাহাকে বলে”-বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এফ্ আর এস, এম্ এ।

সভারমধ্যে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, “উদ্ভাস্ত-প্রেম”-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল, মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, এই অজ্ঞ পরিবর্তে বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহার অতাব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ কৃতি-জনক। যদিও তিনি উদ্ভাস্ত-প্রেম প্রণয়নের অল্পকাল পরেই পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি বাঙালা-সাহিত্যে এই পুস্তকখানি লেখকের একটি অপূর্ণ সৃষ্টি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন।

তৎপর তিনি তাঁহার “ব্রাত্য কাহাকে বলে” বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা তত্ত্ব হইল।

ক্রীতরূপচন্দ্র দত্ত

ক্রীতশ্রদ্ধামোহন বসু

প্ৰকাশক।

সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯এ কার্তিক ১৩২২, এই নবেম্বর ১৯২২, রবিবার সন্ধ্যা ৫ টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয় :—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, ২। শোক প্রকাশ :—
(ক) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, (খ) যতীন্দ্রনাথ পাল, (গ) বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, (ঘ) ভোলা-
নাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, (ঙ) আমোদকৃষ্ণ বাগচী, (চ) অতুলচন্দ্র রায় বি এ (কুমিল্লা),
(ছ) রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (শিমলা), (জ) সত্যীন্দ্র বসু (গোয়ালপাড়া)
মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৩। সাধারণ-সমস্ত নির্বাচন, ৪। পুথি ও পুস্তকোপহার-
দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাভ্যর্থন, ৫। প্রবন্ধ পাঠ :—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এম্ পি এম্
(লন্ডন) এচ্ এম্ এম্ ওরাই মহাশয়-লিখিত “আরবী ও পারস্যের বাঙ্গালা অলিখন” নামক
প্রবন্ধ। ৬। পরিষদের পুথিশালার রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বিগত মাসিক ও
বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে, সর্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

২। শোক প্রকাশ :—(ক) ৬চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।—সভাপতি মহাশয়ের আবেশে
সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিশোরচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, “আমরা প্রথম জীবনে স্বর্গীয়
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা পাঠ করি। ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’ তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা।
এই বহিধানিতে তিনি যে রচনা-শক্তি এবং দার্শনিকভাবে বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা
অতুলনীয়। এই বহিধানিকে বাঙ্গালা ভাষার অগ্রতম সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বলিলেও অত্যাক্তি হয়
না। কেবল বাঙ্গালা ভাষা কেন, জগতের যে কোন ভাষা এইরূপ পুস্তক একে ধরিত্তা
গর্ব করিতে পারে। এই বই রচনার কিছু দিন পরে তিনি ‘উপাসনায়’ অনেক প্রবন্ধ
প্রকাশ করেন। এইরূপ চিন্তাশীল মনীষী লেখক যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ
গৌরবাবিত হয়। আমি ঐ স্বর্গীয় সাহিত্য-মহারথীর উদ্দেশ্যে আমার প্রকৃত অর্পণ
করিতেছি।”

তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৬চন্দ্রশেখর বাবুর মৃত্যুতে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে,
তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল এবং কার্য-নির্বাহক-সমিতির উপর স্থিতি-স্বাক্ষর ভার
অর্পিত হইল।

(খ) তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৬যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক
প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, ইনি অতি অল্পবয়সে আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইনি
স্বনামস্তান সাহিত্যিক স্বর্গীয় যীতেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের উপরূক্ত পুত্র। ইহার অনন্ত-
সাধারণ প্রতিভা ছিল। মাত্র ৮।১০ বৎসরের মধ্যে ইনি প্রায় ১০০ বই লিখিয়া বঙ্গ

সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। ইহার মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ কতিপয় হইল। এই বলিয়া তিনি শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(গ) **বরেন্দ্রকৃষ্ণ বোষ**—সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিকৃষ্ণ মহাশয় স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবুর বিচিত্র সঙ্গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবুর যে সকল গুণাবলীর পরিচয় দান করিলেন, তাহার পর আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-সেবীদিগের মৃত্যুতেই সাহিত্য-পরিষৎ শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সাহিত্যিকগণের বন্ধু, উৎসাহদাতা ও পোষণকর্তা, তাঁহাদের কথাও মাঝে মাঝে এখানে বলা আবশ্যক। স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবু একজন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। বরেন্দ্র বাবুকে চিনিতে হইলে, তাঁহার পিতার পরিচয় জানা আবশ্যক। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কালীপদ বোষ মেসার্স জন্ ডিকিন্সন্ কোম্পানীর একরূপ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—আর এক পরিচয় তিনি শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের শ্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি যখন রোগ-শয্যায় শায়িত, তখন তাঁহারই আশ্রিত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার পদগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক জানিয়া বেচ্ছার তাঁহাকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। এইরূপ অসাধারণ ত্যাগশীল পিতার উপযুক্ত পুত্র বরেন্দ্র বাবু ব্যবসায়ক্ষেত্রে একজন প্রধান কর্মী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আত্মদাবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ মিল ও বিবেকানন্দ মিলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা—বঙ্গলক্ষী কটন-মিল তাঁহার পরামর্শে ও সুব্যবস্থায় অনেক কতি হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। ব্যবসায়ে সততা তাঁহার আদর্শ ছিল। বন্ধু-বাৎসল্য অন্নবিস্তার কিছু কিছু সকলেরই আছে। কিন্তু তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্যের বিশালতা ও বৈশিষ্ট্য অমূল্যকরণীয়। এরূপ একজন আদর্শ লোকের জন্ম যে-কোন সভা শোক প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি আমার প্রজ্ঞাগুলি অর্পণ করিতেছি। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় বলিলেন যে, বরেন্দ্র বাবু চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার আর একটি সঙ্গুণ এই ছিল যে, অধীন কর্মচারিগণের সহিত তিনি বন্ধুত্ব ব্যবহার করিতেন। এ বিষয়ে তিনি আদর্শ ছিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বরেন্দ্র বাবুর ছাত্র একজন পরহিতব্রত কর্মী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। ব্যবসায়-বুদ্ধির সহিত এরূপ সহনশীলতা প্রায়ই দেখা যায় না। আরও আশাদের গোরবের কথা এই যে, তিনি একজন বাদাঙ্গী হইয়া, ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রেষ্ঠস্থানে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সর্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, এই সকল হিতৈষী সদস্যগণের পরলোকগমনে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ কতিপয় হইয়াছেন ও সমবেত সভায় শোক প্রকাশ করিতেছেন :—

(ঘ) ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, (ক) আনোদকুমার বাগচী, (চ) অক্ষকুমার রায় কিএ (কুমিল্লা), (ছ) রাজকুমার বঙ্গোপাধ্যায় (মিহলা), (জ) সতীশচন্দ্র বড়ুয়া (গোয়ালপাড়া)।

ইহার পর শ্রীযুক্ত কীরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন—“আমি একটি বিষয় যদিও আমাদের কাব্য-তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই—কেন না এই ঘটনার পূর্বেই কাব্য-তালিকা মুদ্রিত হইয়াছিল—তথাপি তাহা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। নানা সদৃশ্যের আকর এক” সামাজিকতার আদর্শ, দানশীল পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় গত শুক্রবার শেরশাহের হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর ৩ মাস হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারও পরিবদের প্রতি অসীম অহুঃশাস ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাকে হারাইল পরিষৎ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।” এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত শোক-প্রকাশ-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন :—

“পাইকপাড়ার প্রান্তঃস্বরণীয় “লালা বাবুর” বংশধর, বহু সঙ্গুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, সুশিক্ষিত, সামাজিকতার ও সৌভক্তের আদর্শ, অক্লান্তকর্ষা, দানে মুক্তহস্ত, চরিত্রবান পরিবদের কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইয়া আজ এই সমবেত সভার গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অকালে পরলোকগত এই মহাত্ম্যবাহু হৃদয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত তাঁহাদের নিদারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।”

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিহারের মহাশয়, তাঁহার নানা সদৃশ্যের এবং উনার হৃদয়ের প্রশংসা করিয়া উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সন্ন্যাসী মহাশয় বলিলেন,—“রাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের পিতা আমার সমবয়স্ক। যখন মণীন্দ্রের জন্ম হয়—তখন আমরা আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম। আজ সেই বন্ধুপুত্রের অতিক্রান্তভাবে গ্রন্থানের সংবাদ লইয়া আপনাদের সান্নিধ্যে উপস্থিত। আমার ভাগ্যে আজ বিধাতার কি নির্ধম বিজ্ঞপ! মণীন্দ্রচন্দ্রের বংশের পরিচয় দেওয়া নিম্নরূপে। রাজা মণীন্দ্রের বংশমর্যাদা—মণীন্দ্রের আভিজাত্য—মণীন্দ্রের আভিষেক্তা ইতিহাসের অধ্যায়ে সাক্ষ্য দিতেছে। মণীন্দ্রের অর্থপ্রাচুর্য ছিল ব’লেই সে বড়লোক নহে—মণীন্দ্রের বড় জমিদারী ছিল ব’লে সে বড়লোক নহে—এমন কি বড় খেতাব ছিল ব’লেও বড়লোক নহে—মণীন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল—স্বর্গের কুসুমসম দেবোপম চরিত্র। সে চরিত্র অতুলনীয়—নিখাদ—অহুঃপম। মণীন্দ্রের জন্ম আমার বেদনা নাই। দেবশিত দেবভাবে গ্রন্থান করিয়াছে। আমার চঃখ—আমার অসহনীয় বেদনা—মণীন্দ্রের পিতামহী রাণী দেবেন্দ্রবালার জন্ম, আর তাঁহার মাতা রাণী হর্ষমুখীর জন্ম, আর মণীন্দ্রের বিধবা বাণিকা রাণী হতভাগিনীর জন্ম।” এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

“পরিবদের শোক-প্রকাশ-প্রস্তাবের অতুলিপি তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হউক ও তাঁহার পূণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্ত সাহিত্য-পরিবদের কার্যালয় আগামী কল্য বন্ধ রাখা হউক।” ডাঃ শ্রীযুক্ত একেজনাথ ঘোষ এম্ ডি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় পরিষৎকে সাহায্য করিবার বিষয়ে বঙ্গীয় রাজা বাহাদুরের মুক্তহস্ততার

কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন “এমন একজন মহৎকে আজ আমরা অকালে হারাইলাম। তাঁহার কিয়দ-বেদনা আমাদের হৃদয়ে চিরকাল গাথা থাকিবে। তগবান্ তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।”

সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত স্বর্ধ্যকুমার পাল মহাশয় প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম পাঠ করিলে বৎসরীতি সমর্থনাদির পর, তাঁহার সাধারণ-সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। (ক—পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৪। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিচারদ্ব মহাশয় উপহৃত পুস্তক এবং উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিলে, সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। (খ—পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৫। প্রবন্ধ পাঠ।—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় অনিবার্য কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত “আরবী ও পারসী ভাষার বাঙ্গালা অমূল্যধন” নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

৬। শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালার রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাস্তম্ব হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিচারদ্ব, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সভাপতি—শ্রীযুক্ত বীনবন্ধু সাহিত্যশাস্ত্রী, সহকারী সম্পাদক, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, ২১ রামকান্ত বস্তুর ষ্ট্রীট
 প্রঃ—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বন্যধনাথ মুখোপাধ্যায় বি ই, এম্ আই, দি ই, (লণ্ডন), ১২ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, এলিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর করেন্ট কলেজ, দেবোদ্বন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস, ৭ গোঁসাই লেন, বাগবাড়ার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পুলিনক্রক মিত্র, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কুমারনাথ ঘোষ বর্ণন, Box ৬, কানীপুর রোড, বরাহনগর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ১০৯, কলেজ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায়কমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, ৫২ মধুরায় লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত

হেমচন্দ্র বোব, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র আচার্য্য এম্ এ, গভর্ণমেন্ট স্কুল, টাকৌ, ২৪ পরগণা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রকৃষ্ণ বোব, ৩০ শ্রামপুতুর ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রকৃষ্ণ বোব, ৩০ শ্রামপুতুর ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, উপহৃত পুস্তক—(১) টুলটুল, শ্রীযুক্ত নীতেশচন্দ্র সিংহ—(২) সত্যোজ্ঞ-তর্পণ, শর্মা ব্যানার্জি কোম্পানির প্রকাশক—(৩) অসাধ্যসাধন, (নিরুপমা পুরস্কার, ৬ষ্ঠ বর্ষ), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(৪) বন্দনা, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়—(৫) প্রবৃত্তিমার্গ, শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ শর্মা—(৬) দীপ্যাতত্ত্ব (১ম খণ্ড), শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানস্ব—(৭) ভৃগুসংহিতাস্তমত যোগাবলি, শ্রীমতী ফুলনলিনী রায় চৌধুরী—(৮) পিতৃস্মৃতি, (২) শ্রাদ্ধিকী (১০), সাধ্বী কমলমণির গুণ্যস্মৃতি, (১১) অপরাধিতা, (১২) নবলীলা, (১৩) বিরাজমোহন, (১৪) তিথারী, (১৫) মুরলা, (১৬) যোগজীবন, (১৭) শরৎচন্দ্র, (১৮) জ্যোতিঃকণা, (১৯) দীপ্তি, (২০) ছাতি, (২১) প্রসাদ, (২২) বিবেকবাণী, (২৩) সোপান, (২৪) ভ্রমণবৃত্তান্ত, (২৫)ঐ (উৎকল), (২৬) নব্যভারত, ১ম খণ্ড হইতে ৪র্থ খণ্ড, (১২৯০—১২৯৩) ঐ ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ড (১২৯৫—১২৯৬), ঐ ৯ম হইতে ১১শ খণ্ড (১২৯৮—১৩০০), ঐ ১৩শ খণ্ড—১৩০২, ঐ ১৫শ খণ্ড হইতে ৩৭শ খণ্ড, (১৩০৪—১৩২৬), শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বহু—(২৭)গরাতীর্থ ও বরাবর পাহাড়, শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ শর্মা—(২৮) দিক্ভুল, (২৯) পুরাণ তত্ত্ব, ২য় খণ্ড, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী—(৩০) রাধানাথ-সঙ্গীত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (৩১) কর্তব্যনিষ্ঠা, The Superintendent, Govt. Printing, India—(৩২) Patent Office Journal, April to June, 1922. শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়—(৩৩) Census of India, 1921, vol. xvii. Baroda-State, Part 1. (Report.) Royal Siamese Consulate General—(৩৪) Four Nikyas of the Sutantapitaks of Buddha Ghosa in a set of 12 vols. (i) Sumangalavilasini Dighanikayatthakatha ; (ii) Papanicasudani Majjhimanikayatthakatha in 3 vols (iii) Saratthapakasini Sannttanikayatthakatha, each in 3 vols. (IV) Manorathapurani, Auguttaranikayatthakatha. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বহু—(৩৫) Picture Album. Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(৩৬) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1921. The Secretary, Smithsonian Institution (৩৭) Annual Report of the Smithsonian Institution for 1920. Registrar, Calcutta University—(৩৮) Reports of the two Committees appointed by the Senate. The Superintendent, Archaeological Survey of India, Western Circle—(৩৯) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st

March 1921. The Chief Inspector of Explosives in India—(৪০) Twenty-third Annual Report of Chief The Inspector of Explosives in India being his annual Report for the year ending 31st March, 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(৪১) Epigraphia Indica—vol xvi. Part I, January—1921, (৪২) Do—part II, April 1921. The Secretary, Smithsonian Institution—(৪৩) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(৪৪) Annual Return of Statistics relating to Forest Administration in British India for the year 1920-21. (৪৫) Statistics of British India, vol. II (Financial Statistics.)

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

২৩। কর্ণ হৃষ্যের আরাধনা করিয়া সর্বশাস্ত্রে প্রবাণ এবং অতিশয় দাতা হইয়া উঠিলেন। ইহু ইতিমধ্যে একদিন ব্রাহ্মণরূপ ধরিয়া পুত্রহিতার্থে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করায়, কর্ণ নিজ অঙ্গ কাটিয়া তাহা দান করিলেন এবং ইহু তৎপরিবর্তে তাঁহাকে একমুখী শক্তি দিয়া গেলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কর্ণ ভৃগুরামের নিকট অস্ত্র-শিক্ষার জন্ত গিয়া নিষেধকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। একদিন রাম, সকল শিষ্য লইয়া বনে যুগয়া করিতে গেলেন এবং যুগয়াতে পরিজ্ঞাত হইয়া কর্ণের উদ্ধদেশে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। এই সময়ে এক পাল-ভরু কর্ণের উরু ভেদ করিয়া উখিত হইল। পরশুরাম ভদ্রদর্শনে কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিয়া তাঁহাকে অভিধাপ দেন যে, যুতাসময়ে আমার প্রদত্ত মহামন্ত্র তুমি বিস্মৃত হইবে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর জ্ঞায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৪। ভীষ্ম, মদ্ররাজ শল্যের নিকট গিয়া বন্ধুত্ব-স্থাপন-পুরস্কার ধন দান করিয়া পাণ্ডুর জন্ত রাজ্যকে আনয়ন করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাণ্ডু, মদ্ররাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, রাজ্যকে বিবাহ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর জ্ঞায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৫। এই সময়ে পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহু রাজ্যের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে দিলে, ধৃতরাষ্ট্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং পাণ্ডু বনে সত্রীক যুগয়া করিতে যায়।

* मङ्गलेश्वरी महादेवाय नमः

স্বাভাবিক সৃষ্টির বিবিধর এবং দুতরাইর অসমেধ যজ্ঞের উল্লেখ নাই। বিবাহের
সময় পুত্রবাহক এবং দুতরাই নুলা হন। পরে পাণ্ডু ভীমের সহিত পৃথিবী অরণ্যে সন্ন্যাস
সংগ্রহে গমন করেন।

‘मूल महाभारत

স্বামী শিখরী কাম্বজ ধনু, বিহব, মাতা সত্যাবতী ও ভীষ্মকে দেন এবং ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর
পাণ্ডুর মনোবল বন্ধ করেন। অকৃতপ্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারেন না বলিয়া
স্বামী রাজা হইলেন।

काशीदासी महाभावत

কৃষ্ণরূপ ধরিয়া মৈথুনাসক্ত ঋষি পাণ্ডুর বাণে আহত হইয়া, পাণ্ডুকে শাপ প্রদানানন্তর
কৈলাসে গমন করেন।

संक्षरी महाभारत

কিন্তু পদ্মেশ্বরী সন্তুষ্ট ঋষি পাণ্ডুর বাণে আহত হইয়া তাহাকে শাপ প্রদানানন্তর
উপেতনে প্রযত্ন করেন।

মূল মহাভারত

कानीदासीर गाय ।

কালীদাসী মহাভারত

৩৬। শাপুর ব্রহ্মশাপের কথা শুনিয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি শোকে আবুল হইলেন।

મજ્જીમી મહાભારત

তিনি, হৃৎকায়ী প্রকৃতি শোকাবুল হইয়া পাণ্ডকে নিজ গৃহে আনিবার জন্ত দূত পাঠাইলেন।
কিন্তু পাণ্ডু বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থভ্রমণ করতঃ দেহত্যাগ করিবেন, এই সম্বন্ধে
জ্ঞানবাহিনী, শত্রীক মনঃশেপের সহিত উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন।

যুগ মহাভারত

कानीदाजीर भाय ।

କାଶୀନାମୀ ମହାଭାବତ

২৮। গান্ধারী হুই বৎসর যাবৎ গর্ভ ধারণ করিলেন। তথাপি তাঁহার সন্তান হইল না। এই সময়ে রাজা পুত্র হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবে, গান্ধারীর পুত্র রাজা হইবে না, এই চিন্তায় তিনি অধৈর্য্যভাবে গর্ভের উপর লোহার মুদার প্রহার করিলেন। ইহা শুনিয়া বৎস হইতে একটি মাংসপিণ্ড প্রসূত হইল। ইহা হইতেই গান্ধারী পুত্র পুত্রের উদ্ভব হয়।

সঙ্গীতী মহোত্তরত

কিন্তু, কলসের খাঙ্ক শব্দে ধারণ করিয়াও যখন গাছারী প্রসব করিলেন না, তখন তাঁহার
 হৃদয় হঠাৎ কেঁদে উঠিল এবং শব্দ হইতে একটি মাংসপিণ্ড বাহির হইল। বয়সদেব,

এই বাৎসরিক একশত এক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দ্বিত্রয়োণীতে রাখিয়া দিলে ক্রমে তাহা হইতে দ্ব্যর্থোপাধাদির উদ্ভব হয়।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর জায়। তবে লোহমুদগর এবং কুন্তীর পুত্র রাজা হইবে, গ্লাঙ্কারীর পুত্র হইবে না, এ কথা নাই।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৬ এ কার্তিক ১৩২২, ১২ই নবেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত “বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর” নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ, (খ) শ্রীযুক্ত রুক্ষতারণ রায় চৌধুরী মহাশয়-লিখিত “যোগেন্দ্রবাবুর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ” সম্বন্ধে আলোচনা, ৫। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ এখনও প্রস্তুত হয় নাই, সেইজন্ত অঙ্ককার অধিবেশনে উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম পাঠ করিলে, তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। ক—পরিশিষ্টে নির্বাচিত উক্ত সদস্যগণের তালিকা প্রদত্ত হইল।

৩। পরিষদের হিতৈষী ব্যক্তিগণ পরিষৎকে যে সকল পুস্তক উপহার দিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইলে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। খ—পরিশিষ্টে উপহৃত পুস্তকের তালিকা প্রদত্ত হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায়, “বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর” নামক তাঁহার প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন ও প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(৫) তৎপরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার লিখিত “যোগেন্দ্রবাবুর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ” নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ—পরিষিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পশ্চিমে রায শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে, সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি।

ক—পরিষিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনন্মোহন সাহা বি এ, বি ই, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অম্বাচরণ বিজ্ঞা-
ভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী, ২১ গোপীমোহন দত্ত লেন। শ্রীযুক্ত
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ৪১১এ সেন লেন, হাটখোলা, প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন
পণ্ডিত, সং—ঐ, সদঃ—শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী, ৫ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর, শ্রীযুক্ত
জিতেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত বি এল, ৫ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর; শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র মিত্র, ৫৮
ইডেন হিল্‌স হোটেল; মোলবী মহম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী, ৮০ বেকার হোটেল, শ্রীযুক্ত
পূর্ণচন্দ্র মিত্র বিজ্ঞাবিনোদ বি এসসি, ২৮১ সিপলা বোড, বোম্বাই; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায়
কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সং—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ১৬২ জঙ্গমবাড়ী, কালী;
শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়, কালিয়া গলি, কালী।

খ—পরিষিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, উপহৃত পুস্তক—(১) মুন্সীপাল-লীলা, (২) বঙ্গদেশীয়
কায়স্থসভার কার্যবিবরণী—১ম বর্ষ। (৩) ঐ—১২শ বর্ষ, (৪) ঐ—১৩শ বর্ষ,
(৫) ঐ—১৪শ বর্ষ, (৬) ঐ—১৬শ বর্ষ, (৭) ঐ—১৭শ বর্ষ, (৮) ঐ—অভিভাষণ—
(কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের) (৯) ঐ—(কুমার রাধিকাতুষণ রায়ের), (১০) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার
অন্যকথা। The Director, Geological Survey of India—(১১) Records,
Geological Survey of India, Vol. LIV. Part 2. The Superin-
tendent, Govt. Printing, India—(১২) Statements showing Progress
of the Co-operative Movement in India during the year 1920-21. The
Director of Meteorological Observatories, Alipur,—(১৩) Report on
the Administration of the Meteorological Dept. of the Government
of India in 1921-22. The Superintendent, Govt. Press, Madras—(১৪) A
Triennial Catalogue of Manuscripts collected during the Triennium
1916-17 to 1918-19 for the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras

Vol III, Pt. I. Sanskrit—A. (১৫) Do. Part I. Sanskrit B., (১৬) Do. Part I. Sanskrit—C. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(১৭) Resolution reviewing the Reports on the working of the District Boards in Bengal during the year 1920-21. (১৮) Resolution reviewing the Reports on the working of the Municipalities in Bengal during the year 1920-21. Le'Editeur, Librairie Ancienne Honore' Champion—(১৯) Bulletin de La Socie'te' de Linguistique [Procès Verbaux des Seances du 19. November 1921. au 27 Juin 1922.] (২০) Do, Comptes Rendus.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

২২। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণাচার্য্য, নিজ বাল্যসখা ক্রপদরাজের নিকট অপমানিত হইয়া হস্তিনানগরে ক্রপাচার্য্যের নিকট আগমন করেন। হস্তিনানগরের বাহিরে কুরুবালকগণ এক দিন ক্রীড়া করিতেছে। এমন সময় তাহাদের একটি লোহার ভাঁটা এক জলশূন্য কুপে পতিত হয়। অনেক চেষ্টাতেও তাহারা যখন উহা তুলিতে পারিল না, এমন সময় দৈবাত্ম দ্রোণ তথায় আসিয়া ঈষিকান্ত দ্বারা তাহা তুলিয়া দেন। পরে বালকগণের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া ভীষ্ম আসিয়া দ্রোণকে দেখিতে পান। দ্রোণ, ভীষ্মের নিকট প্রসঙ্গক্রমে নিজ দারিদ্র্য ও অপমানের বিষয় উল্লেখ করিলে, ভীষ্মের অহরোধে তিনি কুরুবালকগণের আচার্য্য-পদ গ্রহণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ভীষ্মের বিষপানের পর পাণ্ডবগণ শঙ্কিত হইয়া আছেন। ইতিমধ্যে একদিন ভীষ্মের মনে হইল যে, এই সকল রাজপুত্র, ইহাদের কাহারই অস্ত্রশিক্ষা হইল না। ইহার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এই ভাবিয়া পরশুরামের শিষ্য দ্রোণাচার্য্যকে তিনি যত্নপূর্ব্বক আনাইয়া, বালকগণের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর গ্রায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩০। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দুর্য্যোধন রাজা হইলেন। যুবরাজ দুঃশাসন, শকুনি অমাত্য এবং কৰ্ণ তাঁহার সেনাপতি হইলেন।

মূল মহাভারত
কাশীদাসীর দ্বায় ।
কাশীদাসী মহাভারত

৩১। পাণ্ডবগণের অভিষেক কি উপায়ে নিরস্ত করা যায়, সে সম্বন্ধে মন্ত্রী কণিকের সহিত ধৃতরাষ্ট্র পরামর্শ করেন ।

মঞ্জরী মহাভারত
পাণ্ডবগণের উন্নতি ব্যাহত করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র শকুনীর সহিত পরামর্শ করেন ।

মূল মহাভারত
কাশীদাসীর দ্বায় ।
কাশীদাসী মহাভারত

৩২। দুর্যোধন, পুরোচনকে জতুগৃহনির্মাণে আদেশ দান করেন ।

মঞ্জরী মহাভারত
ধৃতরাষ্ট্র, পুরোচনকে জতুগৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দেন ।
মূল মহাভারত
কাশীদাসীর দ্বায় ।
কাশীদাসী মহাভারত

৩৩। যাজ্ঞ ও উপযাজ্ঞ নামে দুইজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ—ইহারা মহোদর ভ্রাতা । তন্মধ্যে যাজ্ঞ, ঋপদেব প্রার্থনায় যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোপদীর উদ্ভব হয় ।

মঞ্জরী মহাভারত
নিল ও অনিল নামে দুইজন পুরোহিত ঋপদরাজেব যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞ হইতে দ্রোপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন উৎপন্ন হন ।

মূল মহাভারত
কাশীদাসীর দ্বায় ।
কাশীদাসী মহাভারত

৩৪। ব্যাসদেবের পরামর্শ অনুসারে রাজা ঋপদ, দ্রোপদীর স্বয়ম্বরের আয়োজন করেন ।

মঞ্জরী মহাভারত
ব্যাসদেবের পরামর্শের কথা নাই । রাজা ঋপদ নিজেই দ্রোপদীর স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করেন ।

মূল মহাভারত
মূলে এ বিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই ।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৫। ব্রাহ্মণবেশধারী যুগিষ্ঠিরাদির পরিচয় জানিবার জন্য রাজা ঋপদ প্রথমে পুরোহিতকে প্রেরণ করেন । পুরোহিত অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে, নিজ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে ছদ্মখানা রূপে সহ প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজধানীতে আনয়ন করেন ।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাজা জুপদ স্বয়ং পুরোহিত সঙ্গে করিয়া, কুন্তকারালয়ে পাণ্ডবগণের নিকটে আসেন এবং কৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি মুনিগণের সহিত তাঁহাদিগকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যান।

মূল মহাভারত

প্রথম পুরোহিত, পরে অল্প এক ব্যক্তি বা দূত।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

১৫ই পৌষ ১৩২২, ৩০এ ডিসেম্বর ১৯২২, শনিবার অপরাহ্ন ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ,—সভাপতি।

বক্তৃতার বিষয়—জয়দেব ও চণ্ডীদাস। বক্তা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, এক্ আর এ এম্।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহার “জয়দেব ও চণ্ডীদাস” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় তাহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত সকলকে আহ্বান করিলেন। কেহ আলোচনা করিতে উপস্থিত না হওয়ায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৬ই পৌষ ১৩২২, ৩১এ ডিসেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ন ৫টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য-নির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়-প্রদত্ত একটি মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্তি। ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রাজা গণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনে

কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ায়, কার্য্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উক্ত পদে নির্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন। ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট মহাশয়-লিখিত “ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র” নামক প্রবন্ধ। ৮। শোক-প্রকাশ—(ক) পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (খ) ডাঃ প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার এম্ ডি, (গ) যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত রি এল্, (ঘ) ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত ও (ঙ) যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর ‘ক’ পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। ‘খ’ পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত আইহাই পোষ্ট অফিসের অধীন রত্নপুর গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে যে মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তি পাইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিলেন। এই মূর্তি পরিষৎকে দান করার জন্ত তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞাভূষণ মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। ‘গ’—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৬। সভাপতি মহাশয় কার্য্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মৃত্যু হওয়ায়, কার্য্যনির্বাহক-সমিতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিয়াছেন।

১৭। সভাপতি মহাশয় ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট মহাশয়কে “ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বলিলেন, যে তিনি তাঁহার ইউরোপে অবস্থানকালে সেখানে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-সম্পর্কীয় কোনও বই বা কাগজপত্র পাওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। বিলাতে এবিষয়ে দুই চারিটি জিনিস তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে তিনি তাহা পরিষদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন, আশা করেন; জিনিসগুলি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নকারীর নিকট কোড়াকর হইবে, তিনি মনে করেন। লগুনে ব্রিটিশ-মিউজিয়মের পাঠাগারে যখন তিনি অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, তখন ব্রিটিশ-মিউজিয়মের বাঙ্গালা পুথি-পত্রের সংগ্রহে কি কি আছে, তাহা দেখিবার অবকাশ পান। রুমহাট সাহেবের বাঙ্গালা পুথির তালিকা তাঁহাকে এবিষয়ে পথনির্দেশ করিয়াছিল। পাঠ্যমান প্রবন্ধে তিনি ব্রিটিশ-মিউজিয়মে প্রাপ্ত কতকগুলি কাগজপত্র নকল করিয়া আনিয়াছেন ও তাহাদের উপর কিছু কিছু টীকা টিপ্সনীও দিয়াছেন। অতঃপর তিনি

তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২২শ ভাগ, ১৯৫৬ সংখ্যা মুদ্রিত হইল)।

প্রবন্ধ পাঠ শেষে তিনি বলিলেন, ব্রিটিশ-মিউজিয়ামে আর কোনও প্রতিলিপির বাঁকানো পুথি বা হাতে লেখা কাগজ তিনি পান নাই। তবে আর একটি জিনিস তিনি পাইয়াছেন, সকল বাঙালীর কাছে সেটির বিশেষ মূল্য আছে। 'জিভিবিটি' পুস্তকটির সর্বপ্রথম মুদ্রিত-বাঙালি ব্যাকরণ ও শব্দসংগ্রহ। বইখানি পোট্টু গীস ভাষ্যের 'পোট্টু গীস' পাদরী Manuel-da-Assumpsam মালুএল-দা-আসম্পসাম-দা-র কত পুস্তকগুলি লেখা লেখা ছোট একখানি বাঙালি ভাষার ব্যাকরণ ও বাঙালি-পোট্টু গীস এবং পোট্টু গীস-বাঙালি শব্দকোষ; ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমান অক্ষরে লিসবন্ নগরে ছাপা। এই বই একেবারেই গ্রন্থকারের লেখা Crepar Xaxtrer Orthbhed অর্থাৎ "রূপার শব্দের অর্থভেদ" বাঙালি ভাষার রচিত সব চেয়ে পুরাতন ছাপার বই; রোমান অক্ষরে ছাপা হইলেও ভাষার ভাষার বাঙালি-বই বজায় আছে। "রূপার শব্দের অর্থভেদ" সম্বন্ধে পুস্তক-পরিষদে ডাক্তার শ্রীমন্ত সুলীলকুমার দে ও তিনি, উভয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩ সালের তৃতীয় সংখ্যা)। ব্রিটিশ-মিউজিয়ামের পুস্তকালয়ে এই অমূল্য পুস্তকের দুইখানি প্রতিলিপি বিদ্যমান আছে। সুনীতিবাবু মালুএলের বাঙালি ব্যাকরণখানি সমস্তটা নকল করিয়া আনিয়াছেন, বাঙালি অক্ষরবাদের সহিত পরিষদের সম্মুখে তাহা আনয়ন করিবেন। এতদ্বিধি বাঙালি-পোট্টু গীস শব্দ-কোষ হইতে বহুশব্দ বাঙালি শব্দার্থতত্ত্ব আলোচনা করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে মনে করিয়া, উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। বইখানির কতকগুলি পাতার ফটোও আনিয়াছেন। পরিষদের অর্থ থাকিলে পুস্তক দুইখানি আলোকচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যাইত।

এতদ্বিধি 'কেম্ব্রিজ' নেপালী-পুথির সংগ্রহে নেপালে লিখিত একখানি পুরাতন বাঙালি নাটকের অনেক অংশ তিনি পুথি হইতে অহুলিখন করিয়া আনিয়াছেন। কেম্ব্রিজে যে নেপালী পুথির সংগ্রহ আছে, তাহার একটি বর্ণনাময় তালিকা বেঙল সাহেব করেন। এই তালিকা হইতে সুনীতি বাবু জানিতে পারেন যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে রাজারাজ গোপীচন্দ্রের উপর একখানি বাঙালি নাটক রক্ষিত আছে। 'বেহলার কথা', 'শ্রীমন্ত সদাগরের কথা', কালকেতুর কথা ও ধর্মমঙ্গল-গাথার মত, রাজা গোপীচন্দ্রের গাথা বাঙালির একটি নিজস্ব জিনিস; বাঙালার বাহিরেও ইহার বহুল প্রচার হইয়াছে, তাহা সুনীতিবাবু ও ব্রজমোহন গুপ্তারটে এবং মারহাটা দেশের লোকে এখনও গোপীচন্দ্র রাজার কথা শুনিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে গান গাহে। বাঙালি-ভাষার গোপীচন্দ্রের কথার উপর এ পর্যন্ত স্যারিয়ারি-কর্তৃক তির্যক কাব্য বা গাথা বাহির হইয়াছে। নেপালে-পাওয়া গোপীচন্দ্র-কথার 'দুই পুস্তক' একটি এই কাহিনী আলোচনার পক্ষে সাহায়ক হইবে মনে হয়। নাটকখানির কথারও তির্যক ইহার আরও উপযোগিতা আছে। ইহার ভাষা অতি তুল বাঙালি-পত্রিকার মতই, প্রায়ই বাঙালি ভাষার তাদৃশ অধিকার ছিল না। নেপালে কিছুকাল হইতে কতকগুলি বাঙালি ও মৈথিল নাটক পাওয়া গিয়াছে, বঙ্গ্যমান পুস্তক তাহাদের মধ্যে অন্যতম। নেপালে

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের মুসলমান-পূর্ব যুগের বাঙ্গালার ধর্মের ও রীতি-নীতির অনেক চিহ্নাবশেষ বর্তমান আছে ; প্রাচীন বাঙ্গালার কীর্তি অনেক নেপালে রক্ষিত হইয়াছে । আমাদের পূজনীয় সভাপতি মহাশয় নেপালের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন ; তিনি নেপাল হইতে বহু অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়া আনিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির পুরাতন কথা বাহির করিয়াছেন । তাঁহার সংগৃহীত চর্যাপদের গানকে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা বলা যাইতে পারে । বাঙ্গালার ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সাধারণ উৎকর্ষ-বিষয়ে নেপাল কতটা সাহায্য করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি । পুরাতন বাঙ্গালায় যে নাটক লেখা হইত, তাহার প্রমাণ আমরা নেপালে পাইলাম । কিছুকাল হইল, পরিষৎ “নেপালে বাঙ্গালা নাটক” নাম দিয়া চারিখানি নাটক প্রকাশ করিয়াছেন ; এই নাটক চারিখানির মধ্যে একখানি বাঙ্গালায় । আর কয়খানি মৈথিলে । ১৮৯১ সালে জারমানীতে অধ্যাপক আউগুস্ট কন্‌রাডি (August Conrady) “হরিচন্দ্রনৃত্যম্” নাম দিয়া এইরূপ একখানি নাটক প্রকাশিত করেন ; ঐ নাটকের গল্প অংশ বাঙ্গালায়, গান ও কবিতাগুলি মৈথিলে ও পূর্বা হিন্দীতে । কেম্‌ব্রিজের গোপীচন্দ্র নাটকও এই শ্রেণীর । কেম্‌ব্রিজে এই বাঙ্গালা নাটকখানি ছাড়া মৈথিলে নাটকও একখানি আছে, সুনীতি বাবু তাহার নকল লয়েন নাই । পরিষদের নিকট শীঘ্রই এই নাটক যেমন যেমন নকল করিয়া আনিয়াছেন, তেমনটা উপস্থিত করিবেন ।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত মনুথামোহন বসু এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, “সুনীতি আমাদের ঘরের ছেলে, দেশে-বিদেশে নানা জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টির জন্ত নানা জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন । তিনি আমাদের ও আমাদের মাতৃভাষাকে ভুলিয়া যান নাই । অধিকন্তু যে সকল অমূল্য জিনিস আনিয়াছেন, তাহার নমুনা আজ পাইয়া প্রীত হইলাম । আজিকার প্রবন্ধে অতীত ইতিহাসের উপর আলোকপাত হইবে । তখনকার সামাজিক অবস্থার বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে । আশা করি, তিনি যখন গোপীচন্দ্র নাটকের আলোচনা করিবেন, তখন অনেক বিষয় জানিতে পারিব ।”

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদ্বজ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধের জন্ত কৃতজ্ঞতা জানাইলেন ।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় নিজের পক্ষে, পরিষদের পক্ষে ও সকলের পক্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, সুনীতি বাবুই বোধ হয়, বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিত-সমাজের নিকট ভাষাতত্ত্ববিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “সুনীতি বাবু যখন বিলেতে যান, তখনও তিনি এখানে বিশেষ নাম ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । বিলাতে গিয়া আরও কৃতিত্ব দেখিয়ে-ছেন । * তিনি যে এককালে বড়লোক হবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । তৎপরে তিনি প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ইংরেজেরা যখন এদেশে আসে, সেই ১৬৩৩ খৃঃ হইতে দেশের ইতিহাসের সমস্ত নাম উইলসন সাহেব চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করেন ও ছই খণ্ডে প্রকাশ করেন ।

ঐ সকল নাম এক্ষণে প্রায় পাওয়া যায় না। যে দলিলে কলিকাতা, সূতাহুটি ও গোবিন্দপুর দাতারাম রায় চৌধুরীর কাছ থেকে কেনা হয়, তাহাতে অনেক নাম ও তখনকার বাঙ্গালার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫২ খৃঃ ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে প্রাচীন কলিকাতার বিবরণে অনেক নাম ও তখনকার বাঙ্গালার নমুনা পাওয়া যায়। তার পর হ'তে কলিকাতার ও সঙ্গে সঙ্গে ভাষার কত পরিবর্তন হয়েছে। তার পর, সুনীতি বাবু প্রসঙ্গক্রমে কেশ্বিজ, প্যারী প্রভৃতি নগরে যে সকল নেপালী পুথির সন্ধান পাইয়াছেন বলিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, নেপালী যুদ্ধের পর ১৮১৬ খৃঃ হুজস্ সাহেব ডাক্তার হয়ে নেপালে যান। তিনি সেখানে রেসিডেন্সির হেডপণ্ডিত অমৃতানন্দের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও নেপালের ইতিহাস রচনা করাইয়াছিলেন। তিনি যখন ১৯০৭ খৃঃ নেপালে গমন করেন—সেখানে ধর্মকোষ ব্যাখ্যা পড়েন—পড়ে দেখেন যে, উহাও সাহেববার্থে অমৃতানন্দেন লিখিতং। ১৮২৬ খৃঃ বুদ্ধ ইন্দ্রানন্দ পুথি সংগ্রহ করেন। ১৮৪৩ খৃঃ রাইট সাহেব নেপালে গেলেন। রাজা রাজেন্দ্রাবক্রম যখন রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে গিয়া ধৃত হইলেন, সেই সময় রাজ্যমধ্যে রাজদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং তিনি ইংরেজের সাহায্যে তাই-প্রদেশে উপস্থিত হন, তথায় তিনি বৌদ্ধ বিহার দখল করেন এবং মন্দির হতে বহু পুথি ফেলে দিলেন। রাইট সাহেব পুথিগুলি নিলেন। বেণ্ডল সাহেব সে সব পুথির ক্যাটলগ তৈয়ারী করেন। তৎপরে তিনি ১৮৮৪ খৃঃ এদেশে আসেন। নেপালের অনেক ছোট ছোট পাহাড়ের মঠ বাঙ্গালীর লিখিত অনেক গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। নেপাল ভিন্ন বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার নাই। এত ধর্মবিপ্লব, এত নরহত্যা হইয়া গিয়াছে, তথাপি বাঙ্গালীরা নেপালে যাইতেন এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি তথায় রাখিয়া গিয়াছেন। এ সকল দেখবার চোখ তৈয়ার করা দরকার। কাটামুণ্ড হইতে ১০।১২ মাইল দূরে সাঁকু সহরের মাইল খানেক দূরে বজ্রযোগিনীর মন্দিরে বৌদ্ধ গান ও দোহার মত পাঁচ ছয় শত গান রহিয়াছে। বঙ্গদেশে হতে অনেক সিদ্ধপুরুষ তথায় যাইতেন। ছয় শত পঞ্চাশ বছর আগে ঠাকুর আনন্দবজ্র তথায় থাকতেন। ঢাকার বজ্রযোগিনী একটি বিখ্যাত স্থান। সেখানে সব ঠাকুর ছিল; তথায় কুলীন ব্রাহ্মণদের বাস। বোধ হয় পূর্বে সে স্থানটা বৌদ্ধদের গ্রাম ছিল। বজ্রযোগিনীর ধ্যান হিন্দুদের দেব-দেবীর ধ্যানের মত। এইরূপে কত প্রাচীন ভাষার ও সাহিত্যের নমুনা নানা দেশে বিদেশে বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালীর দ্বারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও পরে বিদেশীয়গণ কর্তৃক উক্তরূপে উদ্ধার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুনীতি বাবু যে এই বিষয়ে পরিশ্রম করিতেছেন, তজ্জন্ত তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।”

৮। শোক-প্রকাশ :—(ক) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্কিম বাবুর ভাই পূর্ণ বাবু ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমবৃগের অন্যতম শেষ যোগ। তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন; তাঁহার ‘শৈশব সচরী’র সহিত অনেকেই পরিচিত। তিনি প্রথম বি এ।

(খ) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে, অঙ্ককার কার্য্য-তালিকা ছাপা হইবার পর, বঙ্গদেশের গৌরব ও মহাদাশয় স্বনামখ্যাত অধিকাচরণ মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন হইতে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষতঃ চিকিৎসক-সমাজের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালায় চিকিৎসা-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৭৪ খৃঃ বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের বিধান অনুসারে হিন্দুতে বিধবাবিবাহ করেন।

(ঘ) যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি এল্ মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ছোট গল্পরচনা ও উপন্যাস-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

(ঙ) চট্টগ্রামের ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কতিপয় বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

(চ) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ক্যানিং লাইব্রেরীর যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিম-যুগেব গ্রন্থপ্রকাশক ছিলেন। তিনি উৎসাহ দিয়া অনেক লেখককে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তিতে সকলেই দুঃখিত।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যের তালিকা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদস্য—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত, ৭১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রিট; শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল পাল, ১২৭ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রিট; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ বৃন্দাবন মল্লিকের ফাষ্ট লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, সং—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধাকুমার নাথ, ৯১ জহরলাল দত্তের লেন, উণ্টাডাঙ্গা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই; সং—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ, সদর সাব-ডিভিশনাল অফিসার, ২ মুলেন ষ্ট্রিট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, সং—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, হুমকা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ; সং—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাস দে, মোহনবাগান রো; শ্রীযুক্ত সজনীরঞ্জন লস্কর বি এ, ১৫এ হোগলকুড়িয়া গলি; প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানভূষণ, সং—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত খোকালাল মিত্র, জমীদার, হুগলী; ৬২।২।২ বীডন ষ্ট্রিট; শ্রীযুক্ত সুদীপচন্দ্র আচার্য্য, ২৭এ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রিট, শ্যামবাজার; শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৪২।২ মহিম হালদাব ষ্ট্রিট, কালীঘাট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্ববল্লভ, সং—ঐ; সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাস এম্ এ, ৫১ ককিবাঁচাঁদ মিত্র ষ্ট্রিট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সং—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মেদার্স কে কে

মুখার্জি এণ্ড কোং, ৭ সোয়ালো লেন ; শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি, বি এস এম্, ৯ ইডেন হাসপাতাল রোড, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞাতৃষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সাধু-খাঁ, ১৫১ আপার সাকুলার রোড ; শ্রীযুক্ত মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, উকিল, ১৩২ নাথেন বাগান ষ্ট্রিট ; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাস, ১৩ প্যারীমোহন স্কয়ার লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সঃ—শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞাতৃষণ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত কুলভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮০১১ সিকদারবাগান ষ্ট্রিট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র, গ্রাম জৌলী, পোঃ মাঝগাঁও, জেলা জব্বলপুর ; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর, ৩২ হরিপালের লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞাতৃষণ, সঃ—ঐ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রিট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, সঃ—ঐ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রঃ—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল ; সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, ২৪২ আপার সাকুলার রোড, নন্দনবাগান ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিজ্ঞাবিনোদ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সঙ্গমলাল আগরওয়াল, ৬১এ শিবঠাকুরের পেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে, উপহৃত পুস্তক—(১) নীরবভাষা বা ধাত্রীবানী, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—(২) ব্রহ্মময়ী, শ্রীযুক্ত ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী—(৩) বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা, (৪) চিকিৎসা-বিধান Vol. I.—II. (৫) ঐ Vol. III. (৬) ঐ Vol.—IV. (৭) ঐ Vol. V.—VI. (৭) সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষাল—(৮) বঙ্গ ব্রাহ্মণ ও বেংকাল ঘোষাল-বংশ। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উত্তরমাগর—(৯) শকুন্তলা, (১০) শীতার বনবাস, (১১) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নাগ—(১২) ধাতুপরিচয়, শ্রীযুক্ত “ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভার” সম্পাদক—(১৩) পরকালতত্ত্ব, ১ম খণ্ড। The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(১৪) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1921. The Director of Archaeology, Hyderabad, Deccan—(১৫) Munirabad Stone Inscription of the 13th year of Tribhuvanamala (Vikramaditya VI), (১৬) The Journal of the Hyderabad Archaeological Society for 1919-20, No. 5. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(১৭) Statistical Returns with a brief note of the Registration Department in Bengal, 1921. (১৮) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs for the year 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১৯) Epi-

graphia Indica, Vol. XVI Part V, January 1922. (২০) Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December, 1921. (২১) Annual Report of the Director General of Archaeology in India 1919-20. (২২) Catalogue of the Museum of Archaeology at Sanchi, Bhopal State, 1922. The Registrar, Calcutta University—(২৩) Report of the Registration Fee Committee appointed by the Senate on the 26th August 1922 (3 copies)—(২৪) Preliminary Report of the Reconstruction Committee appointed by the Senate on the 26th August 1922. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book-Depot—(২৫) Sixtieth Annual Report of the Government Cinchona Plantations and Factory in Bengal for the year 1921-22. The Registrar, Calcutta University—(২৬) Report of the Government Grant Committee appointed by the Senate on the 9th September, 1922. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book-Depot—(২৭) Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1921-22. (২৮) Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal for the year 1920-21. Dr. I.J.S. Taraporewala, Ph.D.—(২৯) Selections from Avesta and Old Persian, Part I (First Series). The Agricultural Adviser to the Govt. of India, Pusa—(৩০) Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1921-22. (৩১) Report on the Diseases of Silkworms in India. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book-Depot—(৩২) Annual Report of the Lunatic Asylums in Bengal for the year 1921. (৩৩) Report on the working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(৩৪) Patent Office Journal, July to September 1922. The Registrar, Calcutta University—(৩৫) Minutes of the Senate for the year 1922, No. 21. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(৩৬) Report on the Administration of the Wards attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1328 B. S. (1921-22). শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—(৩৭) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1920. The Secretary, Smithsonian Institution—(৩৮) Early History of the Creek-Indians and their neighbours—(৩৯) Northern Ute Music. The Secretary

Watson Museum of Antiquities, Rajkot—(৪১) Annual Report of the Watson Museum of Antiquities, Rajkot, for the year 1921-22. The Director, School of Oriental Studies, London Institute—(৪২) Report of the Governing Body and Statement of Accounts for the year ending 31st July, 1922.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৩৬। দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণের বিবাহান্তে, দ্বারকাষ যাইবার পথে, বিহুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদির বিবাহবর্তী জ্ঞাপন করিয়া যান। বিহুরের মুখে ধৃতরাষ্ট্র এই সংবাদ শুনে এবং পরে পাঞ্চালরাজ্য হইতে হৃষ্যোধন প্রভৃতি প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের মুখে পাণ্ডব-বিবাহবর্তী অবগত হইলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাণ্ডবগণের বিবাহের সংবাদ প্রথমতঃ হৃষ্যোধন চরমুখে অবগত হন। পরে শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া পাণ্ডবদের পরাভবের জ্ঞাত বিহুরের অজ্ঞাতে পরামর্শ করেন।

মূল মহাভারত

অত্যাচার রাজগণ এবং হৃষ্যোধন, পাঞ্চালরাজ্যে অবস্থানকালেই চরমুখে পাণ্ডবগণের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ-সংবাদ অবগত হন।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৭। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণকে আনিবার জ্ঞাত বিহুর পাঞ্চালরাজ্যে গমন করেন এবং দ্রুপদের অনুমতি লইয়া তিনি তাঁহাদিগকে হস্তিনায় লইয়া আসেন। যুধিষ্ঠিরাদি হস্তিনায় আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে পাণ্ডবগণকে আনিবার জ্ঞাত বিহুর, পাঞ্চালরাজ্যে গিয়া, দ্রুপদের নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া যুক্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে কৃষ্ণকে আনিবার জ্ঞাত দূত প্রেরিত হইল। কৃষ্ণ পাঞ্চালনগরে আসিলে, আত্মপূর্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পাণ্ডবদিগকে হস্তিনায় যাইতে আদেশ দিলেন এবং দ্রুপদও তাহা অনুমোদন করিলেন।

মূল মহাভারত

বিহুর যখন পাণ্ডবগণকে আনিবার জ্ঞাত পাঞ্চালরাজ্যে যান, তখন দেখেন যে, দ্রুপদ সকলের সহিত রামকৃষ্ণও তথায় আছেন। কৃষ্ণ ও দ্রুপদের কথামত তাঁহারা হস্তিনাপুরে আসেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৮। ধৃতরাষ্ট্র, কুরুরাজ্যের অর্দ্ধাংশ পাণ্ডবগণকে বিভাগ করিয়া দেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কুরুরাজ্যের অর্দ্ধ এবং পাঞ্চালরাজ্যের অর্দ্ধ অংশে যুধিষ্ঠির রাজরূপে অভিষিক্ত হন। দ্রোপদী পাটেশ্বরী, ভীম যুবরাজ, অর্জুন সেনাপতি, নকুল অমাত্য এবং সহদেব দ্বারপাল হন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৯। স্তন ও উপস্তন নামে দুই অস্ত্র সহোদর ভাই। তাহারা ব্রাহ্মার নিকট বর লাভ করে যে, ভাই ভাই কলহ না হইলে, তাহাদের মৃত্যু হইবে না। এইরূপে তাহারা ত্রিলোকের উদ্বেগজনক হইয়া উঠিলে, ব্রাহ্মার পরামর্শে দেবগণ, তিলোত্তমা-নাম্নী কন্যাকে উভয়ের নিকট প্রেরণ করেন। সেই কন্যার জন্য দুই ভাইয়ে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

সঞ্জয়ী মহাভারত

চান্দ ও উপস্তন নামে দুই ব্যক্তি (মানব, অস্ত্র, কি দেবতা, তাহার উল্লেখ নাই); (পাণ্ডবগণের ন্যায়) তাহাদের এক স্ত্রী। এই উভয়ের মধ্যে সময় নির্দিষ্ট না থাকায়, তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪০। একদিন কোন এক ব্রাহ্মণের গাভী, তৎকরে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই ব্রাহ্মণ, অর্জুনের শরণাপন্ন হইলে, অর্জুন অস্ত্রাগারে অস্ত্র আনিতে গিয়া দেখেন যে, তথায় যুধিষ্ঠির ও দ্রোপদী রহিয়াছেন। পাণ্ডবগণের মধ্যে কাহারও সহিত দ্রোপদীর নির্দিষ্ট অবস্থান-কালে যদি অপর কোনও ভাই তথায় উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে, এই নিয়ম ছিল। তদনুসারে অর্জুন বনবাসে গমন করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দ্রোপদীর সহিত যুধিষ্ঠির অস্ত্রাগারে বিহার করিতেছিলেন। দ্বারে যুধিষ্ঠিরের পাছুকা ছিল, এক কুকুরে মুখে করিয়া তাহা দূরে নিয়া যায়। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। এমন সময় নগরে “চোর চোর” ধ্বনি উঠিল। তখন অর্জুন নিদ্রোখিত হইয়া অস্ত্রাগারে অস্ত্র আনিতে গেলেন; দ্বারে কাহারও পাছুকা নাই দেখিয়া, তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিয়াই দেখেন, সেখানে দ্রোপদী ও যুধিষ্ঠির রহিয়াছেন। অনুতাপে জর্জরিত হইয়া অর্জুন প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলে, যুধিষ্ঠির কুকুরজাতিকে শাপ দিলেন,—দরজা হইতে পাছুকা সরাইয়া নিয়া, তুই যেমন কনিষ্ঠ ভাইকে আমার শৃঙ্গার দেখাইলি, সেই পাপ জন্য কুকুরজাতির শৃঙ্গার সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইবে। পরে অর্জুনকে অনেক সাঙ্ঘনা করিয়া প্রাণত্যাগ-সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং পুরোহিত ধোম্যের ব্যবস্থায় তিনি দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২২এ পৌষ ১৩২৯, ৬ই জানুয়ারী ১৯২৩, শনিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বৌদ্ধ-দর্শন (মনস্তত্ত্ব, বৌদ্ধন্যায়, বৌদ্ধনীতিতত্ত্ব এবং জ্ঞানবাদ ও সত্তাবাদ)।

সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার “বৌদ্ধদর্শন” নামক প্রবন্ধের মনস্তত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র অংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে পর, সভাপতি মহাশয় বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণকে মন্তব্য দিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পি এচ্‌ডি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ হইতে অনেক নূতন কথা জানা গেল। বৌদ্ধদিগের বিশ্লেষণ-শক্তি যে কতদূর ছিল, তাহা নলিনাক্ষ বাবু “বৌদ্ধ-দর্শন ও মনোবিজ্ঞান”-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। একটা কথা আমার বড় মনে লাগিয়াছে। নলিনাক্ষ বাবু স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধদর্শনটা একটা খাপ-ছাড়া জিনিস নহে। উহা হিন্দুদিগের ধারাবাহিক চিন্তারই একটা ধারা। বৌদ্ধযুগটা জ্ঞানের যুগ। বৈদিকযুগে কশ্মের প্রাধান্য ছিল। তাহার পর একটা প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। এই প্রতিক্রিয়া আমরা উপনিষদে পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই। বৌদ্ধদর্শনও এই প্রতিক্রিয়ারই ফল। যে জ্ঞানের প্রবাহ উপনিষদে বহিতে আমরা দেখিতে পাই, উহাই অপ্রতিহতগতিতে বৌদ্ধযুগে চলিয়া গিয়াছে। যে শাক্ত-বেদান্ত বৌদ্ধদর্শনের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহাও সেই একই জ্ঞানের ধারা হইতে উৎপন্ন। এমন কি, শাক্ত-বেদান্তকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিলে বিশেষ ভুল হয় না। একমাত্র জ্ঞানকে স্বীকার করিলে, একপ্রকার সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে, যাহা হইতে বৌদ্ধদর্শন এবং শঙ্করের মত, এই দুইএর কোনটাই, সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। কাজে কাজেই আবার জ্ঞানকে ছাড়িয়া, অথ কিছুকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা আমরা রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাই। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন আলোচনা করিলেও আমরা ঠিক এইরূপ জ্ঞানের জগৎ হইতে মুক্তি পাইবার নানা প্রকার চেষ্টা দেখিতে পাই।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, “প্রবন্ধের প্রথম অংশ শুনিবার আমার সুযোগ হয় নাই। লেখককে আমি জানি। তাঁহার রচনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন বিষয়ে প্রগাঢ়রূপে না জানিলে লেখেন না—এ ভাবের রচনা বিরল হইয়া আসিতেছে। কোন বিষয়ের

আলোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে যখন তাঁহার ধারণা বনীভূত হয়, তখন তিনি অত্যন্ত সংযত সংহত হইয়া দক্ষতার সহিত বিষয়টিকে সজ্জিত করিয়া বলেন। তিনি হিন্দু বা ভারতীয় চিন্তার পৌরোপন্যাস এবং ভাবের প্রাচুর্য্য এই প্রবন্ধে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শন না জ্ঞান থাকায়, নব্য জ্ঞানের প্রাথমিক উপলব্ধি করিতে পারি না। ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মতের সংঘর্ষ চলিতেছে—তাহা এই প্রবন্ধে জানিতে পারা যায়। আমরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থ চাই—বৌদ্ধ-যুগের একটা আলোচনার স্তর সম্পূর্ণ দেখিতে চাই। প্রবন্ধলেখককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।”

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় সৃষ্টিকারে অনেক কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধ যে ভারতছাড়া, তাহা কেহ বলেন নাই। এই বলিয়া প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচণীলাল বসু

সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৩এ পৌষ ১৩২৯, ৭ই জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা।

• শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য-নির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন। ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ঝারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এসসি মহাশয়-লিখিত “পরিভাষা” (General Physics and Acoustics) এবং শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত “চুষক ও ভাঙিত-বিজ্ঞানের পরিভাষা।” ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি এই মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। ঋগ্-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারগ্রন্থ পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রোক্তগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। বর্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আদ-ব্যয়-বিবরণ পাঠ হৃদিত রহিল।

৫। শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য মহাশয় পরিষদের পুথিখালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ-পরিশিষ্টে এই পুথির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষৎ সমস্ত কবির রচিত মহাভারত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদে অনেক মহাভারত রহিয়াছে। সংগ্রহের মহাভারতও আছে। আর একখানি মহাভারত কোচবিহারে আছে; তাহার ভাষা বাঙ্গালা নহে—অসমীয়া। এখনও এই মহাভারতে কাহার ভণিতা আছে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; জানিবার চেষ্টা হইতেছে। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ অল্পতারাচ্যের রামায়ণ (আদিকাণ্ড) বাহির করিয়াছেন। পুথিখানি অতি বৃহৎ। উপযুক্ত কর্মীর অভাবে রঙ্গপুর শাখার সংগৃহীত পুথিগুলির বিবরণ দিতে পারা যাইতেছে না। মূল পরিষৎ এবিষয়ে চেষ্টা করিলে ভাল হয়। পরিষৎ হইতে রামায়ণ ও মহাভারতের যতগুলি কবির পুথি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা লইয়া সকল পুথির পাঠ মিলাইয়া ও পাঠান্তর দিয়া, এই ছুই মহাকাব্য প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলে দেশের জাতীয় ইতিহাসের বহু অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করা হইবে।

৬। (ক) শ্রীযুক্ত স্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এসসি মহাশয় তাঁহার লিখিত পরিভাষা (General Physics and Acoustics) নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে (খ) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বিএ, বিই মহাশয় “চুম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিই মহাশয় উভয় পরিভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা পরে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)। তৎপরে তিনি প্রবন্ধ-লেখকদ্বয়কে পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, পরিষৎকে শক্তির কেন্দ্র করিয়া পরিভাষাসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যিক। বঙ্গভাষাকে সম্প্রাংশলী করিতে হইলে পরিভাষা প্রচুরপরিমাণে হওয়া উচিত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “আমি বৈজ্ঞানিক নহি। এই প্রবন্ধ দুইটি শুনিয়া অনেক জ্ঞান হইল। প্রবন্ধলেখকগণ ইংরেজি শিখিয়া বাঙ্গালায় পরিভাষা লিখিতে শিখিয়াছেন। এমন দিন আসিবে যখন ইংরেজি না পড়িয়া সকলে পরিভাষা লিখিতে পারিবে এবং সেই সকল পরিভাষা দিয়া বই লেখা হইবে।—তখন মিত্রীকে কল-কারখানার নাম শিখাইতে হইলে গ্রামে বাঙ্গালা শুলে পড়াইতে এবং পরে “practical training” দিতে হইবে। পরিভাষাকে কটকট করিলে চলিবে না—সহজবোধ্য করিতে হইবে এবং অবোধ্য সংস্কৃতানুযায়ী করিলেও চলিবে না। বিশেষ প্রাণিধানপূর্বক পাঁচ জন বিশেষজ্ঞ একমত হইয়া বিচারপূর্বক এই জেলীর পরিভাষা করিবেন, তবেই সকলের গ্রাহ হইবে। কোন কথার অর্থ বুঝাইতে হইলে, বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি

ব্যবহার না করিয়া সেই জিনিসের চিত্র দিয়া তাহা বুঝাইতে হইবে।” এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখকদ্বয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

৭। বিবিধ।—(ক) শ্রীযুক্ত বাগীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও “চণ্ডীদাস” প্রভৃতির সম্পাদক নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, কার্য্যনির্বাহক-সমিতির উপর এই বর্গীয় প্রবীণ সাহিত্যিকের জন্য শোক-প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হউক।

(খ) সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, আগামী ৭ই মাঘ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাধ্যাদর্শনের প্রথম বক্তৃতার দিন নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর অসুবিধা হওয়ায়, ঐ দিন উক্ত বক্তৃতা হইবে না। আগামী ১৩ই মাঘ শনিবার ও পরবর্তী ৩টি শনিবার তাঁহার ধারাবাহিক বক্তৃতা হইবে।

শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সদস্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশেখর বসু, ১৪ পার্শ্ববাগান লেন; শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেন, এসিষ্ট্যান্ট ইনসপেক্টর, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুধেন্দ্র-ভূষণ মুখোপাধ্যায়, ২৭ বাহুড়বাগান লেন; শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ১৪ ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সান্যাল, ডোমকল-আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ, প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এলসি, সঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এ, ৩৯।১ বদেওপাড়া রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরা, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ, ১০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকা; শকুন্তলা মাইন, ই আই রেলওয়ে, প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ; সদঃ—শ্রীযুক্ত রামাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, পঞ্চকোট রাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, কাশীপুর, মানভূম; শ্রীযুক্ত দক্ষিণা-চরণ ভট্টাচার্য, ম্যানেজার, পঞ্চকোটরাজ, কাশীপুর, মানভূম; শ্রীযুক্ত বিহুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ক্যাশিপুর, পঞ্চকোটরাজ, কাশীপুর, মানভূম; প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিশাধন কুণ্ড, ৬ মনোমোহন বসু লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কালচাঁদ দ্বালাল—উপহৃত পুস্তক (১) মর্মবাণী ।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৪১। দ্বাদশ বর্ষ তীর্থভ্রমণের সংকল্প করিয়া অর্জুন, অনেক তীর্থভ্রমণের পর, একদিন হরিদ্বারে যান। তথায় গন্ধাজলে নামিয়া তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় কৌরব্য নাগের কন্যা উলুপী তাঁহাকে পাতালে লইয়া যায় এবং অর্জুন তাঁহাকে বিবাহ করেন।

সম্ভয়ী মহাভারত

পুরোহিত ধোম্য, অর্জুনকে দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং তন্মধ্যে একবর্ষ পাতালে থাকিতে আদেশ দেন। তদনুসারে অর্জুন প্রথমেই পাতালে গেলে, মণিমন্ত নামে নাগ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কাতরভাবে বলে যে, মণিকর্ষ নামে আমার এক পুত্র আছে; উলুপী-নারী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সন্তান হইতেছে না। আপনি উক্ত বধুকে একটি পুত্র দান করুন। মণিমন্তের প্রার্থনায় অর্জুন এক বৎসর তথায় বাস করেন এবং তাহার ঔরসে ও উলুপীর গর্ভে ইরাবন্ত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪২। মণিপুরে চিত্রভানু নামে রাজা। তাঁহার চিত্রাঙ্গদা-নারী কন্যাকে অর্জুন বিবাহ করেন এবং ইহার গর্ভে অর্জুনের বক্রবাহন নামে পুত্র হয়।

সম্ভয়ী মহাভারত

পাতাল হইতে বাহির হইয়া অনেক বন উপবন ভ্রমণান্তে অর্জুন এক সরোবর দেখিলেন। সেই সরোবরের জলমধ্যে এক অনিন্দ্যাসুন্দরী কন্যা (নাম নাই) জপস্তা করিতেছে। অর্জুন জিজ্ঞাসায় জানিলেন, সেই কন্যা পতি অভিনাবে তপস্তা করিতেছে এবং মহাদেবের নিকট বর পাইয়াছে যে, অর্জুন তাহার স্বামী হইবেন। অর্জুন নিজ পরিচয় দিয়া অত্যাশ্চর্য্য বিবাহ করিলেন এবং তাহার গর্ভে বক্রবাহন নামে পুত্র উৎপন্ন হইলে, তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়, তবে মূলে নাম চিত্রবাহন।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৩। অর্জুন, অনেকানেক তীর্থভ্রমণ করিয়া, অবশেষে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলে, ত্রীকৃষ্ণ সেই সংবাদ অবগত হইয়া, প্রভাসে আসিয়া, অর্জুনের সহিত মিলিত হইলেন। অর্জুন বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সঙ্গরী মহাভারত

অর্জুন বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৪। সুভদ্রা, অর্জুনকে দেখিয়া অল্পরাগে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। সত্যভামাকে তিনি বলেন যে, অর্জুনের সহিত আজই মিলন করাইয়া না দিলে, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে সত্যভামা, অর্জুনের সহিত সুভদ্রার গান্ধর্ব্ব বিবাহ দেন। পরদিন কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে অর্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ জন্য বলরামকে ধরিয়া বসিলেন, কিন্তু তিনি একেবারে নারাজ। তিনি দুর্ঘ্যোধনকে পাত্র স্থির করিয়া, তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন। দুর্ঘ্যোধন বরবেশে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তখন কৃষ্ণের আর্জায় অর্জুন সরস্বতীতীরে সুভদ্রাকে হরণ করেন। বাদবগণ যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হয়। কৃষ্ণের অনুরোধে বলরাম শান্ত হইলে দুর্ঘ্যোধন হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাগমন করেন এবং সুভদ্রার সহিত অর্জুনের বিবাহ হয়।

সঙ্গরী মহাভারত

অর্জুন, সুভদ্রাকে দেখিয়া কৃষ্ণের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ, অর্জুনকে তাহার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—তোমার যদি ইহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি রথ দিতেছি; তাহাতে চড়িয়া ইহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাও। অর্জুন, কৃষ্ণের কথামত কাজ করিলে, বলরাম, অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তত হইলেন। পরে কৃষ্ণের সাঙ্ঘনায় নিবৃত্ত হইয়া তিনি অর্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দেন।

মূল মহাভারত

অর্জুন, সুভদ্রাকে দেখিয়া, কামবশীভূত হন। কৃষ্ণ, তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করেন। তখন অর্জুন কি উপায়ে সুভদ্রাকে পাওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিলে, কৃষ্ণ হরণ করিয়া লইবার পরামর্শ দেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৫। ময় দানব, তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন, এবং পক্ষিরূপী মন্দপাল ঋষির চারিটা শাবক, এই ছয়টা প্রাণী পাণ্ডবদাহের সময় রক্ষা পাইয়াছিল।

সঙ্গরী মহাভারত

এই, পাণ্ডবে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্মত হইলেন এবং বলিয়া গেলেন যে,

দেবমাতা সুরভি, মহামুনি লোমশ, দানবেশ্র ময় ও বিশ্বকর্মা, এই চারিজনকে রক্ষা করিয়া, আর সকলকে ইচ্ছামত সংহার কর।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৬। কৃষ্ণ ও অর্জুনের নিকট অগ্নি আদিয়া খাণ্ডবদাহে সাহায্য করিতে বলিলে, তাঁহার উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব জানাইলেন এবং অগ্নি তখন গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তুণ, রথ, সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা প্রভৃতি আনিয়া দেন।

সঙ্গরী মহাভারত

খাণ্ডবদাহে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি, অর্জুনকে, গাণ্ডীব ধনু, রথ ও অক্ষয় তুণ দান করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

৩০এ পৌষ ১৩২৯, ১৪ই জাম্বুয়ারী ১৯২৩, বুবিবার অপরাহ্ন ৫।০টা।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ—সভাপতি।

বক্তৃতার বিষয়—নেপালে প্রাপ্ত একটি বৌদ্ধমূর্তি। বক্তা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গো-পাধ্যায় বি ই।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্নি মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্যারম্ভের পূর্বে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রবীণ সাহিত্যিক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তৎপরে তিনি মৃত মহাশ্বার জন্য শোক প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে অনুরোধ করিলেন এবং আগামী সোমবার মৃত মহাশ্বার প্রতি :

প্রদর্শনের জন্য পরিষৎ কার্যালয় বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহাকে সভাপতি নির্বাচিত করিবার জন্য প্রস্তাবক ও সমর্থকগণকে

ধন্যবাদ দিয়া, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়কে তাঁহার “নেপালে প্রাপ্ত একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ উনত্রিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ হইতে অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে; ইহা প্রকাশিত হইলে, এ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং পরিষদের সহিত একযোগে কাজ করিবার জন্য ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর পরবর্ত্তী প্রবন্ধ পাঠের দিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৭ই মাঘ ১৩২২, ৩১এ জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

শ্রীযুক্ত বাগীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এন্স পি এন্স (লণ্ডন) মহাশয়-লিখিত “আরবী ও পারসী ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা অনুলিখন” নামক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাগীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ লিখিত না হওয়ায়, উহাদের পাঠ স্থগিত রাখা হইবে।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ সম্পাদিত

শ্রীগীতগোবিন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিখ্যাত পদ্যানুবাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিম্নয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অদ্বিত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্তাদের যে বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ৬২৩টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ব সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্তার উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দ্রুত স্থলের পাদটীকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব-সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থ প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুপ্রণালী-সম্মত নানা সূচী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সম্বলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দসূচী দ্বারা চিরামৃত প্রামাণিক পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদূরিত হইবে, স্তুতায় উহা যে পদাবলীপাঠকমাত্রেয়ই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমত নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

“আপনার সম্পাদিত “অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী” উপহাৰ্য্য পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।”

সুপ্রসিদ্ধ “অমৃতবাজার পত্রিকা” লিখিয়াছেন,—

“We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A., *vis*, “Aprakashita Padaratnavali.” The editor Satis Babu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of “Sree Gita Govinda” and “Rasamanjari” as well as his voluminous critical edition of “Padakalpataru” published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work “Aprakashita Padaratnavali” is an out-come of Satis Babu’s life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis, including poems by nearly thirty

unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidya-pati, Chandidas, Govindadas, &c., the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual has written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and index of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double-columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ “হিতবাদী” লিখিয়াছেন,—

“এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, ঘনশ্যাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা ও চারিটি সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকা ও তাহার কবিত্ব-রস-প্রাণিতার বিশেষ দ্যোতক। সূচীগুলিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জ্ঞাত ও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিলম্বিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবন্তকৃপণের কর্ণভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।”

সুপ্রসিদ্ধ “প্রবাসী” ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

“সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাশৈলী ও বিশেষ অর্থযুক্ত পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত সূচী বাংলা বইএ দুর্লভ নবপ্রবর্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভাৱ সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রূপিক মাত্রেয়ই সমাদর লাভ করিবে।”

সোরাঁ তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠাযুক্ত বহু গ্রন্থের বহুলপ্রচার-কামনার মূল্য মাত্র ২১ টাকা করা হইয়াছে।

ত্রিষতীনচন্দ্র রায়, এম এ, ধামগড়, পোঃ বারপাড়া (ঢাকা)—ঠিকানায় অথবা ২০৩।১১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

এ পর্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিই প্রকৃত ভাষা পাণ্ডা যার নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ মহাশয় কর্তৃক সংবিষ্কৃত এবং তাহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাদ ৮রামেন্দুসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—“এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।” প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাধালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় লিখিত পৃথিবী লিপিকাল-শীর্ষক প্রবন্ধ সহ বর্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

ব্রন্দাবন-কথা

সম্রাজ্ঞ কতিপয় মতামত :-

“যে রূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়... গ্রন্থকার বিবরণ-সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই! ইহা একখান উৎকৃষ্ট পুস্তক”—“নব্য-ভারত,” চৈত্র-১৩.৬।

“ইহাতে শ্রীধাম-ব্রন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে... বর্ণনাকৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাঙ্ঘল্যমান।”—“ভারতবর্ষ,” বৈশাখ, ১৩২৭।

“ইহা ব্রন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখান অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ..... ব্রন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।”—“মানসী ও মর্ন্তবানী,” জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

“তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই”—“প্রবাসী” আষাঢ়, ১৩২৭।

“ব্রন্দাবন-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।”—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

“The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature.”—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

‘The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly servicable to those who interested in Brindaban—its past history and present position.’—The Bengalee, 9th May, 1920.

“To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademecum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading.”—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

ব্রন্দাবন-কথার মূল্য—২৫০

পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১৫০

ডাকমাণ্ডল স্বত্ত্ব।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

২৪৩১, আপার সাকুলার রোড,—কলিকাতা।

ত্ৰীপদকম্পতৰু (তৃতীয় খণ্ড)

ত্ৰীসতীশচন্দ্ৰ ৰায় এম্ এ কৰ্তৃক সম্পাদিত ।

চতুৰ্থ শাখা—প্ৰথম ভাগ, ২৬শ পল্লব পৰ্য্যন্ত ৩৩২ পৃষ্ঠায় সুচাৰুভাবে টীকা-পাঠান্তৰাদি নহ
মুদ্ৰিত হইয়া প্ৰকাশিত হইল । ইহাতে প্ৰত্যেক সংস্কৃত পদগুলিৰ টীকা ও অনুবাদ ত আছেই,
ইহা ছাড়া অধিকাংশ দ্ৰুত পদেৰ স্থলিত ব্যাখ্যাও প্ৰদত্ত হইয়াছে । মূল্য পৰিষদেৰ সদস্ত-পক্ষে
১।০, শাখা-সভাৰ সদস্তপক্ষে ১।০ ও সাধাৰণেৰ পক্ষে ১দ০ ; এই গ্ৰন্থেৰ ১ম ও ২য় খণ্ডেৰ মূল্য
যথাক্ৰমে পৰিষদেৰ সদস্ত পক্ষে ১, ১।০ ; সাধাৰণ পক্ষে ১।০, ১দ০ ।

প্ৰাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষদ্ মন্দিৰ ।

২৪৩।১, আপাৰ সাকুল্লাৰ ৰোড, কলিকাতা ।

— ০ —

বঙ্গ-সাহিত্য

পবিত্ৰ বাৰাণসীক্ষেত্ৰে বঙ্গবাণীৰ মন্দিৰ সংস্থাপনেৰ জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষদ্,—বাৰাণসী-শাখা
কৰ্তৃক এই সাহিত্যিক পত্ৰিকাখানি প্ৰকাশিত হইয়াছে । ইহাৰ উপস্থব সমস্তই বঙ্গবাণীৰ মন্দিৰ
নিৰ্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে ।

বঙ্গসাহিত্যেৰ বাৰ্ষিক অগ্ৰিম মূল্য পৰিষদসদস্ত-পক্ষে তিন টাকা । সাধাৰণ-পক্ষে সাত্ৰে চাৰি
টাকা । প্ৰথম সংখ্যা প্ৰকাশিত হইয়াছে ।

লেখকগণেৰ নাম—অধ্যাপক ত্ৰীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্ এ, অধ্যাপক ত্ৰীযুক্ত
ৰাধাকৃষ্ণদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি এচ্ ডি, পি আৰ এম্, অধ্যাপক ত্ৰীযুক্ত কণিত্ৰূষণ অধিকাৰী
এম্ এ, অধ্যাপক ত্ৰীযুক্ত অক্ষকলচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক ত্ৰীযুক্ত বিধুশেখৰ শাস্ত্ৰী,
অধ্যাপক ত্ৰীযুক্ত হৰিধৰ শাস্ত্ৰী, অধ্যাপক ত্ৰীযুক্ত গজাপ্ৰসাদ গাঙ্গুলী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতৰাজ
কবিশত্ৰাট্ ত্ৰীযুক্ত যাদবেশ্বৰ তৰ্কভট্ট, মহামহোপাধ্যায় ত্ৰীযুক্ত প্ৰমথনাথ তৰ্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায়
ত্ৰীযুক্ত বামাচৰণ স্তায়চাৰ্য্য, ত্ৰীযুক্ত শৰৎচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, ত্ৰীযুক্ত দেবেন্দ্ৰনাথ বসু, ত্ৰীযুক্ত
সুশীলচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য, ত্ৰীযুক্ত দেবকুমাৰ ৰায় চৌধুৰী, অধ্যাপক ত্ৰীযুক্ত বৃন্দাবন ভট্টাচাৰ্য্য এম্ এ,
ত্ৰীযুক্ত ৰবীন্দ্ৰনাথ মৈত্ৰ বি এ, ত্ৰীযুক্ত যদুনাথ চক্ৰবৰ্ত্তী বি এ, ত্ৰীযুক্ত প্ৰমথনাথ মৈত্ৰেয়, ত্ৰীযুক্ত
মহেন্দ্ৰচন্দ্ৰ ৰায় বি এ, ত্ৰীযুক্ত প্ৰফুল্লকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্ৰীমতী অম্বুৰূপা দেবী, ত্ৰীযুক্ত
অতুলপ্ৰসাদ সেন, ত্ৰীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক ত্ৰীযুক্ত অম্ল্যচৰণ বিদ্যাহৰণ,
ৰায় ত্ৰীযুক্ত জলধৰ সেন বাহাদুৰ ।

প্ৰাপ্তিস্থান—পত্ৰিকাধ্যক্ষ

বঙ্গ-সাহিত্য-কাৰ্য্যালয়

৩৫, মিলিৰপোখৰা ষ্ট্ৰীট,—কালীধাম ।

বৌদ্ধগান ও দোহা

ইহাতে চর্য্যচর্য্যবিনিস্তর, সরোজবজ্জের দোহাকোষ, কারুপাদেব দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০ বৎসরেরও পূর্বে রচিত। বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পরিবদেব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁরা-তত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থের স্থান বোধ হয় সর্বোপরি। মূল্য—সদস্ত-পক্ষে ২৭, সাধারণ-পক্ষে ৩।

বাঙ্গালা-ভাষা

শব্দকোষ—ভাষাতত্ত্বসন্ধিস্বল্পগণের পরম উপাদেয় গ্রন্থ। রায় শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর বিরচিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্তপক্ষে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩৮০, সাধারণের পক্ষে—৫৫।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাণ্ডল ৮০ আনা।

(পরিষদের সদস্তগণ বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এগিয়াটিক সোসাইটি যেমন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব-সম্পর্কীয় বিষয়, প্রাচীন কীর্্তির তথ্যবশেষের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ, মুদ্রালেখ, প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ করেন, ইহাতেও সেইরূপ বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, চিত্রাদির সহিত প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন মৌলিক অনুসন্ধানের ফলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটি যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপ বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। একপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেই পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাহারা পরিষদের সদস্ত নহেন, তাহারা অন্ততঃ এই পত্রিকার গ্রাহক হইলেও অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

১৩২৪ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত পুরাতন পত্রিকার পরিষদের সদস্তগণের এবং সাধারণের অঙ্গ প্রতি বৎসরের মূল্য ১ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশক

শ্রীরামকর্মল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

১৩৩১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—:০:—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—:০:—

সূচী

(প্রবন্ধের সত্যমতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। আসামের নানা কথা	... মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ	৮৭
২। চৌস্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা	... শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই	৯০
৩। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা'	... শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার দে এম্ এ, বি এল্, ডি লিট্	১০১
৪। প্রাচীন বাঙ্গলা 'আছঠ, আউট' ও সার্কি-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী	... শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্	১১০
৫। "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা"র শুদ্ধিপত্র	১১৮
৬। বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণ	১১৮—১৮৮
৭। মাসিক কার্য-বিবরণ	১১৮—১৮৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে, তাহারা যথাসময়ে
কার্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

*১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অবোধ্য ও উত্তরাকাণ্ড)	১০, ১০	*৩২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৩৫।
*২। গীতাংকর দাসের রসমঞ্জরী		৩৬। রামায়ণচর্চাধর্মের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	
*৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত		৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২১০, ৪০০
*৪। ছুটিখানের মহাভারত		৩৮। শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩১০, ৫১০
৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র	১০, ১০	*৩৯। মহিলা ব্রতকথা	
৬। বাহুবলী বোধের পদাবলী	১০, ১০	*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা	
*৭। জয়ানন্দর চৈতন্যমঙ্গল		৪১। কঙ্কিপুত্র	১০, ১০
*৮। বাণিক গাজুলির ধর্মমঙ্গল		৪২। জ্যোতিষ দর্পণ	১, ১০
*৯। ভাগবতচর্চাধর্মের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী		৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ	১০ ১০
*১০। গৌরপদন্তরঙ্গিণী	২, ২	৪৪। দুর্গামঙ্গল	১০, ১০
*১১। কালীপরিক্রমা		৪৫। সঙ্গীতরঙ্গকল্পময়	২৫, ৩০
*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ		*৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী	২, ৩
*১৩। রামায়ণ-তত্ত্ব		৪৭। তীর্থ-মঙ্গল	১০, ১০
*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল		৪৮। মৃগলুক	১০, ১০
১৫। বৌদ্ধধর্ম	১০, ১০	৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি	১০, ১০
১৬। গীতার ঈশ্বরবাদ	১, ১০	৫০। পদকল্পতরু (১—৩ খণ্ড)	৩১০, ৫১০
*১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রমা		৫১। সংকলন মোক্ষকণী	
১৮। শব্দ ও শাক্যমুনি	১০ ১০	৫২। মৃগলুক-সংবাদ	১০, ১০
১৯। নব-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	১০	৫৩। তীর্থজয়ন	১, ১০
*২০। রামায়ণ বহুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র		৫৪। গঙ্গামঙ্গল	১০, ১০
*২১। রামাই পণ্ডিতের শ্রুত পুরাণ		৫৫। বৌদ্ধগান ও দোহা	৩, ৩
*২২। মিলনপঞ্জিকা		৫৬। ধর্মপুত্র-বিধান	১০, ১০
*২৩। নরহরি চক্রবর্তীর নবদীপ-পরিক্রমা		৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	১০, ১০
*২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী	৩, ৪	৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	২০, ২১০
২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩, ৩১০	৫৯। জ্ঞানসাগর	১০, ১০
২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস	২১০, ২১০	৬০। সারদামঙ্গল	১০, ১০
২৭। কদ্রিদপুরের ইতিহাস	১০, ১০	৬১। নেপালে বাজালা নাটক	১, ১০
*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ		৬২। গৌরীজ-সম্বাদ	১০, ১০
*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বহু		৬৩। জায়দর্শন (১—২ খণ্ড)	৩১০, ৫১০
*৩০। পরলোকগত কালী প্রসন্ন বিদ্যালয়		৬৪। গৌরবিশিষ্ট	১০, ১০
৩১। বিষ্ণুভক্তি-পরিচয়	১০, ১০	৬৫। শ্রীকৃষ্ণবিলাস	১০, ১০
৩২। মায়াপুরী	১০, ১০	৬৬। সর্বসংবাদিনী	১১০, ১১০
৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	১০, ১০	৬৭। মনোবিজ্ঞান	১, ১০
		৬৮। উদ্ভিদ-জ্ঞান (১ম পর্ব)	১, ১০

দ্রষ্টব্যঃ—তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

৩. টাকায় পরিষদ-গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫০ ও সাধারণপক্ষে ২২১০। কিন্তু পরিষদ-গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকালে সদস্যপক্ষে ১, ও সাধারণপক্ষে ৭ টাকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে—১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থজয়ন, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুভক্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষদর্পণ, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাজালা নাটক, ১০। ধর্মপুত্র-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞানসাগর, ১৩। মৃগলুক, ১৪। মৃগলুক-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯। জায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

প্রাণ্ডিয়ান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির।

আসিয়া-মজার কথা *

১। জনার্দন-মূর্তি

গৌহাটি শহরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে শুক্রেখর মহাদেবের ও জনার্দন নারায়ণের মন্দিরঘর যে শৈলভূমির উপরে অবস্থিত, তাহারই গায়ে এক প্রকাণ্ড চতুর্ভূজ বিষ্ণু-মূর্তি প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা যে কোন্ যুগে কাহার দ্বারা নির্মিত, কেহই বলিতে পারে না। পদ্মাসন মূর্তিটির উচ্চতা পুরুষ-প্রমাণ হইবে—হাতচারিটির একখানির অগ্রহস্ত চক্র-সহ ভাঙ্গিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মূর্তিটি অতি সুন্দর—অঙ্গবোঁঠব প্রশংসনীয়। পাঁচাড় কাটিয়া যে শিল্পী ইহা নির্মাণ কবিয়াছিল, তাহার ভাস্কর্য্য অতিশয় প্রশংসার্হ। এই মূর্তির স্থানীয় নাম ‘জনার্দন’। উপরে মন্দিরের মধ্যে ক্রম্য প্রস্তরনির্মিত আর একটি মূর্তি আছে, তাহাও জনার্দনমূর্তি বলিয়া খ্যাপিত।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভোম্ দেশের বৌদ্ধেরা আসিয়া কামাখ্যা প্রভৃতি অস্ত্রান্ত স্থানে না গেলেনও, এই মূর্তিব সাক্ষাতে গিয়া বন্দনাদি করিয়া থাকে।^১ সাহেবেরা তাই ইহাকে বৌদ্ধ-মূর্তি বলিতেন। ডাঃ ব্লক আসিয়া ইহা যে বিষ্ণু-মূর্তি, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যান—তাই এখন ঐ স্মর করিয়াছে। গেইট সাহেবের ইতিহাসেও ইহা এখন জনার্দনের মূর্তি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই মূর্তির আশে পাশে বাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে, তৎপ্রতি এ যাবৎ কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই।

যে পাঁচাড়ের গাত্র কাটিয়া জনার্দনের মূর্তি নির্মিত হইয়াছে, তাহাতেই জনার্দনেব ডানদিকে ও বামদিকে আবার কতকগুলি ক্ষোদিত দেবমূর্তি আছেন। ডানদিকে প্রথম গণেশ, তৎপর সূর্য্যদেব রহিয়াছেন। তাঁহাদের মূর্তি—জনার্দনের তুলনায় তত বড় না হইলেও, নেহাৎ ক্ষুদ্র নহেন। সূর্য্যের পায়ে উপানয় রহিয়াছে। তার পরে জনার্দনের বামে মহাদেব এবং তৎপরে পার্বতী, সর্ব্বশেষ দেবীর বাহন—সিংহ অঙ্কিত হইয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, গণেশাদি পক্ষ দেবতা এই স্থানে মূর্তিপরিগ্রহ কবিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন।

এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবের কোনওরূপ প্রভেদ ছিল না—এখনও নাই। মহাপুরুষদ্বারা বাঙ্গালার বৈরাগীদেব তায় শক্তিপূজার বিরোধী বটে, কিন্তু এই

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৯ বঙ্গাব্দের নবম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

১। যোগিনীতন্ত্রে আছে,—“জনার্দনক্ দেবেশং কলৌ বৌদ্ধব্রহ্মণিং।

তং দৃষ্ট্বা মৃচাতে পাপৈর্মহাঘোরেঃ স্বদারুণৈঃ।”—২য় ভাগ, ৫ম পটল।

ভোটিয়ারা গৌহাটি হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরবর্তী ‘হাজো’ নামক স্থানে হংগ্রীব মাথবের কাছেও গিয়া অর্চনা করিয়া থাকে। বুদ্ধ বিষ্ণুরই অবতার—তাই বৌদ্ধ হইয়াও, ইহারা এই ছই স্থলে, বিষ্ণুর রূপভেদ বলিয়াই বোধ হয়, পূজা করিয়া থাকে।

দলের মধ্যে ব্রাহ্মণ নাই বলিলেই চর। ‘হরিহর’ এখানে প্রকৃতই একান্তভাবে বিরাজমান—
তাই শিবলিঙ্গ প্রণাম করাইতে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র পড়ান,—

“শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে ।

অনাদিভগদীশায় নমো হরিহরায়নৈ ॥

২। মোসলমানের আসাম আক্রমণের তারিখ

গৌহাটীর উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে যে নগর অবস্থিত, তাহার নাম উত্তর-গৌহাটী।
এই নগরের নিকটে একটা পর্বতের গায়ে কিছু দিন হইল, একটি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।
লিপিটি এই,—

“শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাঈজয়েঃদেশে ।

কামরূপং সমাগত্য তুরুকাঃ ক্ষয়মাবযুঃ ॥

তুরগ = ৭, যুগ্ম = ২, ঈশ (রজ) = ১১ ; অতএব ১১২৭ শকের ১৩ই চৈত্র তুরুকেরা
অর্থাৎ মোসলমানগণ কামরূপে আসিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ঐ তারিখটি ইংরেজী ১৩০৬ অব্দের
২৬শে মার্চ (কি একদিন অগ্রপশ্চাৎ) হইতে পারে।

ইহা দ্বারা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সীমাংসিত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করি। মোসলমান-
দিগকে পূর্ববঙ্গেও ‘তুরুক্’ বলিয়া থাকে ; আসামেও প্রাচীনকালে ঐ নামই ছিল। এখন
উহাদিগকে অসমীয়ারা ‘গরীয়া’ বলে—ইদানীন্তন মোসলমানগণ ‘গৌড়’দেশ হইতেই প্রধানতঃ
আসামে উপনিবিষ্ট হইয়াছে।

৩। চন্দ্রভারতির মণ্ডপ

উত্তর-গৌহাটীর পূর্বাংশে ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে যেখানে একটি সরকারী বাঙ্গলা-ঘর আছে,
তাহারই কাছে একটি শিলালিপি দেখা যায় ; সেইটি এই,—

“সীতে তরগিতাপেন ঐয়ৈ লোহিত্যবায়ুনা ।

সুখদোহথিলোকানাং মণ্ডপশ্চন্দ্রভারতেঃ ॥”

এই স্থানে ‘চন্দ্রভারতি’ নামক একজন কবি থাকিতেন। তিনি একটি মণ্ডপ প্রস্তুত
করিয়া ঐ শিলালিপি যুড়িয়া দিয়াছিলেন। মণ্ডপের কোনও চিহ্ন নাই—লিপিটি মাত্র তাঁহার
নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাঁহার যে কবিরূপোচিত রুচি ছিল, এই মণ্ডপের স্থাননির্বাচনেই
তাঁহার প্রকাশ পাইতেছে। ‘চন্দ্রভারতি’ ঠিক নাম নহে—নাম হরিচরণ। ‘চন্দ্রভারতি’ ও
‘অনন্তকন্দলী’ এই হরিচরণেরই উপাধি। আসামের প্রাকৃতিকবর্ণা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের
এই মত। অনন্তকন্দলী আসামের ‘কুজিবাস’। তাঁহার রচয়িতা হইতে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র
সেন ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’ অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪। তেজপুরের নিকটস্থ গিরিগাত্রলিপি

তেজপুর শহর ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অবস্থিত। এই শহরের মাইলখানিক ভাটিতে ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় একটা পাহাড়ের গায়ে একটি ক্ষোদিত লিপি রহিয়াছে, তাহা এপর্যন্ত ভালরূপে পড়া হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে সর্বশেষ গুপ্তাব্দ ৫১০ এবং মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্মের নাম ঠিকই পড়া গিয়াছে। ৫১০ গুপ্তাব্দে ৮২২ খ্রীষ্টাব্দ হয়—তখন রাজা হর্ষবর্মের কামরূপের অধিপতি ছিলেন। এটা এই লিপি হইতে জানা যায়।

এই লিপির ছাপ বঙ্গের প্রাক্তিকশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকটে পাঠার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি কথমপি ইহা পাঠ করিয়াছেন—কিন্তু লেখার অস্পষ্টতানিবন্ধন পাঠ সম্পূর্ণ প্রমাদশূন্য মনে করা যায় না। বাহা হউক, লিপিতে নাকি ‘লাহরি’ শব্দটি দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ইহা ‘লাহিড়ী’ মনে করিয়াছেন। বঙ্গ সমানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজনেব বারেন্দ্র-বংশীয়েরা ‘লাহিড়ী’ উপাধিধারী। ঐ ব্রাহ্মণগণ কোন্ সময়ে যে বঙ্গ পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা মতভেদ আছে। কেহ বলেন, অষ্টম শতাব্দীতে; কেহ বলেন, একাদশ শতাব্দীতে। অষ্টম শতাব্দীতেও যদি হয়, তথাপি এই লিপির সময়ে (৮২২ অব্দে) ‘লাহিড়ী’দের অস্তিত্ব থাকিলেও, কিরূপ ছিল—আসাম চঞ্চলে কোনও দিন কোনও লাহিড়ী (ইংরেজ অধিকারের পূর্বে) আসিয়াছিলেন কিনা, ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। অসমীয়া ভাষায় ‘লাহরি’ শব্দ আছে। ইহার অর্থ “প্রিয়তম”। প্রায়শ্চিন্দকে এই শব্দে সম্বোধন করা হয়। ইহা ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতে কোনও বাধা নাই—‘প্রাণনাথ’, ‘প্রিয়নাথ’ নামও তো আছে।

এরূপ বিষয়ে একটু স্থানীয় তদন্ত করিলে ভাল হয়, ঈদৃশ ভ্রান্তির প্রতীকার হয়। ১৮৮০ অব্দে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র খ্রীষ্ট-ভাটেরার ভ্রমশাসনে ‘হল’ শব্দ পাইয়া বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিলেন, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিলেন না। কিন্তু খ্রীষ্টের যে কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে ‘হল’-পরিমিত ভূমির মাপ বলিয়া দিতে পারিত।

৫। ৬কামাখ্যায় অঙ্কিত লিপি

৬কামাখ্যা-মন্দিরের চৌদেওয়ানির ভিতরে পূর্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার সময়ে ডান দিকে নিরীক্ষণ করিলে ভূগণ্ডিত একখানা প্রস্তরে এক অঙ্কিত রকমের লেখা (?) দেখা যায়। কামাখ্যা-মন্দিরের চারি দিকেই ইতস্ততঃ যে সকল প্রস্তর দেখা যায়, সেগুলি ৬দেবীর প্রাচীনতম মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইবে; এরূপ প্রবাদ যে, পুরাণপ্রণীত নরকাসুর কর্তৃক ৬কামাখ্যা দেবীর মন্দির সর্বপ্রথম নির্মিত হয়। এই প্রবাদ বহু প্রাচীনত্বেরই সূচক এবং এই অক্ষরও বোধ হয়,

১। হর্ষবর্ম সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে “প্রাচীন কামরূপ-রাজমালা” প্রবন্ধ পঠিতব্য। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০—৩য় সংখ্যা ৩৫৬)।

২। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, August, 188০ ৩৫৬।

প্রাচীন মন্দিরের সংস্কৃত কোনও লিপি হইতে পারে। লিপিবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ এবিষয়ে তথ্যনির্ণয় করিতে পারেন।

৬। আহোমরাজমুদ্রা

স্বস্ত্যলিপি ও গিরিগাত্রলিপি সরাইয়া লইয়া যাইবার জিনিস নহে। অতএব যে স্থানে পাওয়া যায়, সেই স্থানেরই কোনও ঘটনার বর্ণনা ইহাতে আছে—এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। খণ্ড প্রস্তরলিপি বা মূর্তির পাদপীঠলিপি স্থানান্তরিত হইতে পারে, তাই সাবধানে ঐরূপ লিপিরও আলোচনা করিতে হয়। তাম্রশাসন, প্রাচীন পুথি ও মুদ্রার তো কথাই নাই। এগুলি অনায়াসে বহু দূরদূরান্তরে নীত হইতে পারে।

বীরভূম-বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় একটি মুদ্রার কথা আছে—১৩৩ পৃষ্ঠার সম্মুখে ঐ মুদ্রার ছবিও আছে। ইহা আসামরাজ গোবিন্দ সিংহের মুদ্রা। শ্রীশ্রীহরগৌরীচরণপরম্ভ শ্রীশ্রীগৌরীনাথসিংহনৃপত—মুদ্রায় ঐ লিপি পাড়িয়া গ্রন্থকার ঐ রাজার কোনও সন্ধান না পাইয়া বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। ইনি বড় বেশীদিনের রাজা নহেন—রাজত্বকাল ১৭৮০—১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। গদাধর সিংহ (জয়মতীর স্বামী) হইতে সকল আহোমরাজই অবিচ্ছেদ্য ‘সিংহ’ উপাধি ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মুদ্রার বিশেষত্ব এই যে, এইগুলির আকৃতি অষ্টকোণ। আহোমগণ যে ভূভাগে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহার পৌরাণিক নাম “সৌমার”। এই সৌমার-খণ্ড অষ্টকোণাকৃতি, তাই মুদ্রাও অষ্টকোণাকারে নির্মিত হইত।

৭। আসামের পত্র-পত্রিকা (অবশিষ্ট)

আজ পাঁচ বৎসর হইল, পরিষদে “আসামের পত্র-পত্রিকা” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল। পরিষৎ-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে। তখনকার তালিকার এখন কিঞ্চিৎ সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে।

১। ‘আসাম রায়ত’—ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র; ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুত ভোলানাথ গোসাই ছিলেন। অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

২। ‘অসমীয়া’—১৮৯৮ অব্দে মাসিকপত্ররূপে প্রচারিত হয়। তাহাও অল্পকালমাত্র চলিয়াছিল।

নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি সম্প্রতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে : ‘আলোচনী’, ‘আসাম-বান্ধব’, ‘অকণ’।

বিগত পাঁচ বৎসর-মধ্যে যে সকল নূতন পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের বিবরণও এস্থলে প্রদত্ত হইল,—

১। ‘প্রভাত’—শিক্ষাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র—যোড়হাট নন্দাল স্কুলের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী বি এ, বি টি কর্তৃক সম্পাদিত। অসমীয়া ভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম শিক্ষাবিষয়ক

১। সে দিন ঐপুরা-চণ্ডীমোড়ায় একটা মূর্তি (লিপিস্থ পাদপীঠসহ) অপহৃত হইয়া গিয়াছে। দোভাঙ্গা-বশতঃ ঐ লিপিটি পূর্বেই পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।

২। অষ্টকোণক সৌমারং যত্র দিক্‌করবাসিনী।—বোধিনী-তন্ত্র, ২য় ভাগ, ১ম পটল।

পত্র। শব্দ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এই চারি সংখ্যা সংবৎসর মধ্যে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯ শকাব্দার ভাদ্র মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় আসামের ভিত্তিক্তার অনায়েবেল মিঃ জে. আর কনিংহাম বাহাদুর ইংরেজীতে “কোরওয়ার্ড” (Foreword) লিখিয়া পত্রের সম্মাননা করিয়াছেন।

২। ‘অসমীয়া’—ইহা ১৯১৮ ইংরেজী ২৮শে আগষ্ট হইতে অসমীয়া ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ঐ দিন বৈষ্ণব-ধর্মের অগ্রতর প্রবর্তক মহাপুরুষ মাধব দেবের মৃত্যু-তিথি ছিল।

৩। ‘চেতনা’—১৩২৬ অব্দের ভাদ্র মাস হইতে মাসিক আকারে গোহাটি শহর হইতে অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদক শ্রীযুত চন্দ্রনাথ শর্মা বি এ, বি এল্ এবং শ্রীযুত অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী।

৪। ‘অসমপ্রদীপিকা’—ধর্মবিষয়ক অসমীয়া মাসিক পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীযুত রজনীকান্ত বরদলই বি. এ অবসরপ্রাপ্ত একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনার। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ হইতে চলিতেছে। সম্পাদক—একজন খ্যাতনামা অসমীয়া সাহিত্যিক। *

শ্রীপ্রদ্যনাথ দেবশর্মা

* বর্তমান প্রবন্ধটি প্রায় তিন বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। ইতঃপরেও আরো এক দুইখণ্ডি পত্রিকায় উক্ত ও বিলয় হইয়া থাকিতে পারে—পত্রিকাখণ্ড।

চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা *

আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বৎসরের প্রথম মাসিক অধিবেশনে ‘আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা’ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। অন্য আবার ‘চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা’ সংকলন করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত হুসেননাথ চট্টোপাধ্যায় যশস্বরাজ তড়িদ্বিজ্ঞানের পরিভাষা’ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গোহাটা শাখায় ১৩১৯ সালের চতুর্থ অধিবেশনে পাঠ করেন।^১ তিনি তাঁহার প্রবন্ধে তড়িদ বিজ্ঞানের তাৎকালিক প্রচলিত পরিভাষা সংকলন করিয়া ও তৎসঙ্গে নিজে কতকগুলি নূতন পরিভাষা গঠন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, সেই প্রবন্ধের পর আর কেহই বাঙ্গালায় এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন নাই। এতদ্ব্যতীত ‘নাগরীপ্রচারিণী সভা’ হইতে প্রকাশিত “ভৌতিক পরিভাষা”ও বরোদা হইতে প্রকাশিত ‘শ্রীসন্ন্যাসী শব্দসংগ্রহ’ নামক পুস্তিকাद्वয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলিত হইয়াছে।

আমি প্রধানতঃ উপরোক্ত প্রবন্ধ ও পুস্তিকাद्वয় হইতে অধিকাংশ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি। অধিকন্তু আরও কতকগুলি নূতন পরিভাষিক শব্দ রচনা করিয়া এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পরিভাষা সংকলন করিবার সময় যে পরিভাষাগুলি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই, তাহা পরিভাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করিয়াছি বা ঐ পরিভাষাগুলিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছি। আবার যেখানে একাধিক পরিভাষা পাওয়া গিয়াছে, সেখানে যেটি আমার নিকট সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

Cell (voltaic) :—ইহার পরিভাষা-‘তাড়িত-কোষ’ ‘বিদ্যুৎকোষ’ ও ‘প্রবাহ-কোষ’, করা হইয়াছে।^২ কিন্তু জীব-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলিতে Physiological cell-এর পরিভাষা ‘কোষ’ পাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ‘কোষ’কে ‘voltaic cell’-এর পরিভাষা করিলে চলিবে না। নূতন পরিভাষা রচনা করিতে হইবে। ‘voltaic cell’-এর পরিভাষা ‘তড়িত্তাণ্ড’ করিয়াছি।

Couple :—Couple দুইটি বলের সমষ্টিবাচক শব্দ (Collective term)। আমরা সংস্কৃত ভাষায় যুগ্ম, যুগল, যমক ও যমল শব্দগুলি ‘দুই’-এর সমষ্টিবাচক শব্দরূপে পাই। ‘হিন্দী গণিত কৌ পরিভাষা’ পুস্তিকায় ‘যুগল’ শব্দ couple-এর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালায় ‘যুগল’ শব্দটি অতি সাধারণ। সুতরাং এই শব্দটি দুইটি বলের সমষ্টিবাচক একটি বাধাবোধি নির্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করা চলে না। ‘যুগ্ম’ ও ‘যমক’ শব্দগুলির সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। কিন্তু ‘যমল’ শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত শব্দ নহে। সেইজন্য আমি ‘যমল’ ‘couple’-এর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী।

*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

১। এই প্রবন্ধ সন ১৯২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীযুক্ত হুসেননাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

Electron :—‘Electron’এর পরিভাষা শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় ‘অতিপরমাণু’ ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ‘তাড়িতবিন্দু’ ও ‘তাড়িতাণু’ করিয়াছেন। ‘Electron’কে যদি ‘অতিপরমাণু’, ‘তাড়িতবিন্দু’ বা ‘তাড়িতাণু’ করা যায়, তাহা হইলে ‘Proton’কে কি বলা হইবে? ‘Proton’ও কি ‘অতিপরমাণু’, ‘তাড়িতবিন্দু’ বা ‘তাড়িতাণু’ নয়? অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত শব্দত্রয়ের কোনটিই দোষহীন পরিভাষা নহে। আমি ‘electron’ ও ‘proton’কে অক্ষরান্তরিত করিয়া ‘ইলেক্ট্রন’ ও ‘প্রোটন’ করিয়াছি।

Galvanometer, Galvanoscope, Electrometer ও Electroscopie :— Galvanometer ও Electrometer বস্তুদ্বয়ই তড়িৎ মাপিবার বস্তুবিশেষ। একটি প্রবাহমাণ বা ভোল্টীয় তড়িৎ মাপিবার বস্তু ও অপরটি অগ্নে তড়িৎ মাপিবার বস্তু। কিন্তু বস্তু দুইটি এক-জাতীয় নহে। এই Galvanometerএর পরিভাষা ‘তড়িৎমাপন’ করিয়া Electrometerএর পরিভাষা ‘বিদ্যামাপন’ করিয়াছি। আর Galvanoscope ও Electroscopieএর পরিভাষা যথাক্রমে ‘তড়িৎদীক্ষণ’ ও ‘বিদ্যাদীক্ষণ’ করিয়াছি।

Ion, Anion ও Kation :—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় Ion, Anion ও Kation এর পরিভাষা যথাক্রমে ‘কণা’, ‘স্বকণা’ ও ‘কুকণা’ করিয়াছেন। আমরা জড়পদার্থের ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্রাংশকে ‘কণা’ বা ‘কণিকা’ বলিয়া থাকি। যেমন তণ্ডুলকণা, রক্তকণা ইত্যাদি। অতএব Ion, Anion ও Kation এর জন্ম নূতন পরিভাষা রচনা করা আবশ্যিক। সংস্কৃত ভাষায় ‘কণ’, ‘কণা’, ‘কণিকা’, ‘কণী’ প্রভৃতি শব্দগুলি ক্ষুদ্রার্থবোধক। ‘কণা’ ও ‘কণিকা’ শব্দ দ্বয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের ক্ষুদ্রাংশার্থে নিয়োগ করিয়া ‘কণ’, ‘স্বকণ’ ও ‘কুকণ’ শব্দত্রয়কে যথাক্রমে Ion, Anion ও Kation এর পারিভাষিক শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

Battery :—‘নাগরী-প্রচারিণী’ সভা হইতে প্রকাশিত ‘ভৌতিক পরিভাষা’র ‘বিদ্যাদঘটমালা’ ও ‘ব্যাটারি’ Battery র পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমরেশ চক্রবর্তী ‘প্রবাহভাণ্ডার’ Batteryর পরিভাষা করিয়াছেন। Batteryর পরিভাষা ‘প্রবাহভাণ্ডার’ করা চলে না। ‘প্রবাহ-ভাণ্ডার’ বলিলে accumulaled or voltaic cellও বুঝা যাইতে পারে। আমি Batteryর পরিভাষা ‘ব্যাটারি’ই করিতে চাই।

‘বিদ্যাদঘটমালা’, ‘তড়িৎপ্রণালী’ প্রভৃতি শব্দগুলি আকৃতিগত-বর্ণনামূলক পরিভাষা-হিসাবে অতিসুন্দর। শব্দগুলি ‘পুষ্পমালা’ শব্দের সাদৃশ্বে ভচিত হইয়াছে। ‘পুষ্পমালা’র স্বরূপ সংযোজক সূত্র থাকে, এখানে ব্যাটারিতেও সেইরূপ সংযোজক তার থাকে^১। কিন্তু ‘ব্যাটারি’শব্দটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও সুখপাঠ্য হওয়ায়, আমি ‘ব্যাটারি’ শব্দটি গ্রহণ করিয়াছি, তবে বর্ণনামূলক প্রাতিশব্দ হিসাবে ‘বিদ্যাদঘটমালা’ ও ‘তড়িৎপ্রণালী’ শব্দদ্বয়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

২। অবান্তর হইলেও এখানে একটি কথা বলিতেছি। স্থাপত্য-বিদ্যায় আমরা colonnade শব্দটি পাই। তাহার পরিভাষা ‘পুষ্পমালা’র সাদৃশ্বে ‘স্তম্ভমালা’ করা যাইতে পারে।

যে সকল প্রবন্ধ বা পুস্তক হইতে পরিভাষাগুলি সংকলিত হইয়াছে বা যে সকল পুস্তকের সহায়তায় পরিভাষাগুলি গঠিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা প্রবন্ধশেষে দিয়াছি।

নিম্নে সংকলিত পরিভাষার তালিকা দেওয়া গেল। যে পরিভাষাগুলি আমি গঠন করিয়াছি, তাহার পাখে তারকা-চিহ্ন দিয়াছি।

A

Accumulator—সঞ্চায়ক।

Action—ক্রিয়া।

—, local—স্থানীয় ক্রিয়া।

—, secondary—সৌপক্রিয়া।

Agonic line—অকোণিক রেখা।

Amalgam—রসক।

Ammeter—আম্পেরম্যান।*

Ampere—আম্পের।*

Amber—ভূশ্মণি।

Analogy—উপমান।

Anion—ন্যূনণ।*

Anode—এনোড বা স্তম্ভার।

Armature—বর্মাভাস।*

Astatic—মেক্ষুণিতাহীন।*

Attraction—আকর্ষণ।

Aurora Polaris—মেক্ষোজ্যোতি।

Axis—অক্ষ।

B

Battery—ব্যাটারি বা তড়িতাণুমালা।

Branch—শাখা।

Bridge—সেতু।

—, meter—মিটার-সেতু।

—, wheatstone—হুইটস্টোন সেতু।

Brush—ব্রুশ।

Bulb—বন্দ।

C

Cable (electrical)—তাড়িত রজ্জ,।

—, submarine—সমুদ্রস্থ তাড়িতরজ্জ।

Capacity—স্থিতিমান।

Cell,—voltaic—তড়িতাণু।

—, standard—আদর্শ তড়িতাণু।*

—, storage—সঞ্চয়তাণু।

Cells in series—ক্রমবিন্যস্ত তড়িতাণু-

মালা।*

—in parallel—সমান্তরবিন্যস্ত তড়িত-

তাণুমালা।*

—in multiple arc—মিশ্রবিন্যস্ত

তড়িতাণুমালা।*

Circuit—কুণ্ডলী।

—, Branch—শাখাকুণ্ডলী।

—, external—বহিঃকুণ্ডলী।

—, internal—অন্তঃকুণ্ডলী।

—, open—মুক্তকুণ্ডলী।

—, closed—যুক্তকুণ্ডলী।

Commutator—পরিবর্তক।*

Condenser—সংহতিযন্ত্র।

Coherer—সমবায়ী গ্রাহক।

Coil—গুলি।

—, resistance—প্রতিরোধ গুলি।

—, induction—প্রবর্তন গুলি।

—, primary—প্রধান গুলি।

—, secondary—অপ্রধান গুলি।

Conduction—পরিচালন।

Conductivity—পরিচালনশীলতা।*

Conductor—পরিচালক।

—, good—সুপরিচালক।*

—, bad—কুপরিচালক।*

Cleavage—ভেদ।

Connecting screw—সংযোজক স্ক্রু।*

Contact stud—স্পর্শবোতাম।*

Coulomb—কুলম্ব।

Couple—যমল।*

Current—প্রবাহ।

—, eddy (Foucault)—আবর্তন-
প্রবাহ, ফুকা প্রবাহ।

—, induced—প্রবর্তিত প্রবাহ।

—, voltaic—ভোল্টীয় তড়িৎ।

—, alternating—পরিবর্তিত প্রবাহ।*

Current electricity—প্রবাহমান তড়িৎ।

Compound—বৌগিক পদার্থ।

D

Deflection—ক্ষেপ।

Declination—চৌম্বক বলন।

Dielectric—অজম।

—constant—অজমাক।

—current—অজম-প্রবাহ।

Diamagnetic—বিসমচুম্বকধর্মী।*

Dip (or inclination)—নতিকোণ।

—, line of—নতিরেখা।

—, circle—নতিবৃত্ত।

Discharge (electric)—বিদ্যুৎক্ষরণ।

—, slow—মহুর্ ক্ষরণ।

—, spark—ক্ষণিকক্ষরণ।

—, brush—ধারাক্ষরণ।

Dynamo—ডাইনামো।

Dyne—ডাইন।

E

Electric field—বিদ্যুৎক্ষেত্র।

—machine—বিদ্যুৎযন্ত্র।

Electricity—তড়িৎ।

—, frictional—ঘর্ষণজ তড়িৎ।

—, Statical—অচল তড়িৎ।

—, Voltaic—ভোল্টীয় তড়িৎ।

Electrolysis—তড়িদ্বিচ্ছেদ।

Electrolyte—তড়িদ্বিচ্ছেদ্য।

Electrove—তড়িৎদ্বার।

Electromotive Force—বিদ্যুৎপ্রবাহক

বল।

Electronegative—তড়িদৃশ্যাত্মক।*

Electropositive—তড়িদ্ধনাত্মক।*

Electromagnetism—তড়িদৃ-চুম্বকতা।*

Electron—ইলেক্ট্রন।

Electronic theory—ইলেক্ট্রনবাদ।*

Electro-engraving—তড়িমুদ্রণ।*

Electro-plating—তড়িদৃ-রঞ্জন।

Electro-metallurgy—তড়িদৃ-ধাতুবিদ্যা।*

Electro-typing—তড়িদ্দাকন।

Electrical charge—তড়িদৃবেশ।*

Electrically charged—তড়িদৃবিষ্ট।*

Emitter—প্রেরক।

Equipotential—সমপ্রভব।

Equivalent—প্রতিকল।*

—, chemical—রাসায়নিক প্রতিকল।*

—, electro chemical

—তড়িদৃরাসায়নিক প্রতিকল।*

Element—মূলপদার্থ।

Elastic—স্থিতিস্থাপক ।

Energy—শক্তি ।

—, potential—স্থিতিশক্তি ।

—, kinetic—গতিশক্তি ।

F

Force—বল ।

—, line of—বলরেখা ।

Filament—তন্তু ।*

—, carbon—অকারতন্তু ।*

Fluid—সরিল ।

G

Galvanometer—তড়িদ্দান ।

—constant

—তড়িদ্দানাক ।*

—, fixed coil—আবদ্ধকুণ্ডিতড়িদ্দান ।*

—, mirror—দর্পণতড়িদ্দান ।*

—, moving coil

—চকলকুণ্ডিতড়িদ্দান ।*

—, tangent

—স্পর্শিনী তড়িদ্দান ।*

Galvanoscope—তড়িৎদীক্ষণ ।*

Galvano-thermometer

—তড়িৎ-তাপমান ।*

Gas—গ্যাস ।

Goldleaf Electroscope—সুবর্ণপত্র-

বিদ্যাদীক্ষণ ।

Gradient—প্রবণতা ।

H

Horse power—অশ্বক্ষমতা ।

I

Induction—প্রবর্তন ।

—, mutual—বৈষম্যপ্রবর্তন ।

Inductance—প্রবর্তনকল ।

Inert—নিষ্ক্রিয় ।*

Insulator—অপরিচালক ।

Inverse ratio—বিপরীতানুপাত ।*

Ion—কণ ।*

Ionic theory—কণবাদ ।*

Ionisation—কণীভবন ।*

Isodynamic line—সমবল রেখা ।*

Isogonic—সমকৌণিক রেখা ।

K

Kation—কুণ ।*

Kathode—কেথোড বা কুথার ।

Keeper—চুম্বকতারকক,

রক্ষক (সংক্ষেপে)

Key—ভালী ।*

—, plug—রোধনোভালী ।*

—, push—তাড়নভালী ।*

—, tapping—স্বহতাড়নভালী ।*

L

Law of inverse squares

—বিপরীতবর্গানুপাতিক নিয়ম ।*

Leydengar—লিডেনভাণ্ড ।

Lightening conductor

—বিদ্যাকালক দণ্ড ।*

Lodestone—অম্বকান্ত ।

Luminous tube—তেজোময় নল ।*

Liquid—তরল ।

M

Magnet—চুম্বক ।

—, artificial—কৃত্রিম চুম্বক ।

—, bar—চুম্বকদণ্ড ।*

Magnetic needle—চুম্বকশলাকা ।

Magnetic substance—চুম্বকধর্মী পদার্থ ।*

—strength—চুম্বক-প্রভাব ।*

—chain—চৌম্বক শৃঙ্খল ।*

Magnetometer, vibration

—কম্পনশীল মেগনেটোমিটার ।

Magnet, horseshoe—অবক্ষাকৃতি চুম্বক

Magnetic field—চুম্বকক্ষেত্র ।

—screen—চুম্বক-বরনিকা ।

—meridian—চৌম্বক মধ্যরেখা ।

Make & break—বন্ধন ও মোচন ।

Mass—অড়মান ।

Molecular rigidity—আণবিক দৃঢ়তা ।*

Motor—মোটর ।

—, electric—তড়িত মোটর ।

Magnetic storm—চুম্বক-ঝটিকা ।

O

Ohm—ওম ।

Ohm's law—ওমের নিয়ম ।

Oscillation—স্পন্দন ।

P

Paramagnetic—সমচুম্বকধর্মী ।

Permeability—(চৌম্বক) তিদ্র্যতা ।

Percussion—আঘাত ।

Plane—সমতল ।

—, inclined—প্রবণতল ।

—, horizontal—কিতিঅতল ।

Plug—রোধনী ।*

Pole (earth's)—মেরু ।

—, magnetic—চুম্বক প্রান্ত ।*

—, north (of earth)—উত্তর মেরু ।

—, north (of a magnet)—উত্তরমুখী
প্রান্ত ।*

Pole, south (of earth)—দক্ষিণ মেরু ।

—, south (of a magnet)—দক্ষিণ-
মুখী প্রান্ত ।*

—, consequent—আনুযায়িক প্রান্ত ।*

Polarity—মেরুমুখিতা ।*

—, north—উত্তরমুখিতা ।*

—, south—দক্ষিণমুখিতা ।*

—, positive—ধনপ্রান্ত ।*

—, negative—ঋণপ্রান্ত ।*

Polarisation of a cell—তড়িতাকার

বিকৃতি ।

Potential—বিভব ।

—, difference of—বিভবান্তর ।

Power—ক্ষমতা ।

Proton—প্রোটন ।

Proportion—সমানানুপাত ।

Q

Quadrant—বৃত্তপাদ ।

Quadrant electrometer—

পাদবিহ্বায়ান ।*

—, electroscope—পাদ-বিহ্বায়ীক্ষণ ।*

Quantity—পরিমাণ

R

Resistance—রোধ ।

—, specific—আপেক্ষিক রোধ ।*

Resistivity—রোধশীলতা ।

Reduction factor—সরল গুণনীয়ক ।*

Rheostat—রিওস্টাট ।

Reel—কাটিম ।

Ray—রশ্মি ।

—, Röntgen—রন্ডেন (রোগেন্‌গেন) রশ্মি

Ray, α , β , γ = ক, খ, গ রশ্মি।

Solid—কঠিন।

—, kathode—কুশ্মি বা কেথোড রশ্মি। Sunspot—সৌর কলঙ্ক।

Repulsion—বিকর্ষণ।

T

Relay—সহায়ক।

Thermo-electricity—তাপ-তড়িৎ।

Retentivity—ধারণক্ষমতা।*

Table—সারণী।

Receiver—গ্রাহক।

—, Ampere's—আম্পেরের সারণী।

Response—সাদা।

Tube of force—বল-নলিকা।

Regulator—শাসক।*

Tin—রঙ্গ, রাং।

Rest—বিরাম।*

—, foil—রঙ্গপত্র।

S

Theory—মতবাদ।

Saturation—পরিবেক।

U

—, magnetic—চৌম্বক পরিবেক।

Unit—একক।

Solenoid—সলিনয়েড।

V

Strength—প্রভাব।

Spiral—বেটনৌ।

Voltaic pile—ভল্টীয় তুপ।*

—, vibrating—কম্পনশীল বেটনৌ।*

Voltmeter—ভল্ট-মান।*

Shunt—পার্শ্ববন্ধ।*

Valtmeter—ভল্টামিটার।

Solution—দ্রব।

Valency (valence)—মিলনাক।

Solute—দ্রাব্য।

W

Solvent—দ্রাবক।

Work—কার্য।

Surface—পৃষ্ঠ, তল।

Wire—তার।

Specific Inductive capacity—আপে-

—, telegraphic—তাড়িত বার্তাবহ তার।

ক্ষিক প্রবর্তন বল।

—, telephonic—টেলিফোন তার।

গ্রন্থপঞ্জী

- ১। শ্রীযুক্ত হুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—‘তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা’ নামক গ্রন্থক।
- ২। ‘নাগরী-প্রচারিণী সভা’ কর্তৃক প্রকাশিত ‘ভৌতিক পরিভাষা’।
- ৩। ‘নাগরী-প্রচারিণী সভা’ কর্তৃক প্রকাশিত ‘গণিত কী পরিভাষা’।
- ৪। শ্রীযুক্ত জয়সুখ রায় পুরুষোত্তম রায় জোষিপুরা ও শ্রীযুক্ত ভাসুসুখরাম নিগুর্ণরাম মেহতা প্রণীত ‘শ্রীসমাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ-সংগ্রহ’।
- ৫। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ‘পদার্থবিদ্যা’।
- ৬। শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত ‘বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা’ নামক গ্রন্থক।

- ୧ । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାମେନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଜିବେନ୍ଦୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଓ ଏସକାବଳୀ ।
- ୮ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଗନୀନନ୍ଦ ରାୟ ଏବଂ 'ଅକୃତି-ପରିଚୟ' ।
- ୯ । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାମନଶିବରାମ ଆଶେ ଏବଂ English-Sanskrit Dictionary.
- ୧୦ । ଏ ଏବଂ Sanskrit-English Dictionary.
- ୧୧ । ଶବ୍ଦ-କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ।
- ୧୨ । ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏହିନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 'ସାମାଜିକ ପରିତାପା' ।

ଶ୍ରୀଅନନ୍ଦମୋହନ ସାହା



সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে ‘আখ্যায়িকা’ ও ‘কথা’ *

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যে গদ্য-সাহিত্যের “আখ্যায়িকা” ও “কথা”—এই দুইটি বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুবন্ধু ও বাণভট্টের তিনখানি পুস্তকে আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের যে স্বল্পমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাদের প্রতি আলঙ্কারিকগণের বিধানগুলি কতদূর প্রযোজ্য এবং এই সকল বিধান হইতে এই শ্রেণীর গদ্য-রচনার ইতিহাস কতদূর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।^১

আলঙ্কারিকগণের মধ্যে বাঁহারা এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে, বোধ হয়, ভামহ-ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইনি আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের অতি হৃদয় প্রভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। ভামহের মতে (১ম অঃ, ২৫—২৯) আখ্যায়িকার এই কয়েকটি লক্ষণ,—(১) ইহা শ্রব্য ও প্রকৃতাত্মকূল বা ক্যাবিস্তৃত গদ্যে লিখিত;

(২) কিন্তু ইহাতে মধ্যে মধ্যে বস্তু এবং অপরবস্তু ছন্দে শ্লোক থাকিতে পারে। এইরূপ শ্লোকের উদ্দেশ্য গল্পের পরবর্তী ঘটনার আভাস দেওয়া^২।

(৩) ইহার ভাব বা অর্থ উচ্চ অঙ্গের এবং ইহার বিশিষ্টতাস্বরূপ কবির কল্পনাশ্রুত ঘটনাবলিও থাকিতে পারে^৩; তত্ত্বের আখ্যান অংশে থাকিবে,—কত্মাহরণ, সংগ্রাম, বিচ্ছেদ (বিপ্রলম্ব) এবং পরিণামে নায়কের জয় (‘উদয়’)^৪; নায়ক স্বয়ং স্বকীর্তির বর্ণনা

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বৈষ্ণবী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনে পঠিত।

১। পাঠ্যকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কল্পনামূলক যে কোন রচনাকেই কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা ছন্দ বা মিলের নিত্য প্রয়োজনীয়তা এখানে একেবারে অব্যাহত করেন।

২। মূল লিখিত আছে (সংস্করণ, ত্রিবেণী, বি, এস, এস LXXV, 1909) “বস্তুং চাপরবস্তুং চ কালে ভাগ্য-শংসি চ।” কিন্তু হর্ষসরিতের টীকার (শ্লোঃ ১০) শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—“কাব্যে কাব্যার্থ-শংসি চ।”

৩। “কবে: অভিপ্রায়কৃতৈ: কখনৈ: কৈশিকি অজিতা”, অর্থাৎ কবির যেচ্ছাকৃত বর্ণনাধারা চিত্রিত। মূলের এই পাঠ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়; কাব্যার্থের টীকার প্রেক্ষায় এই মোকর্ড এইভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—“কবে: অভিপ্রায়-কৃতৈ: অকনৈ: অজিতা কথা”। এই পাঠান্তরে “কথা” শব্দ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভামহ-লিখিত পরবর্তী পঙ্ক্তির (কত্মাহরণ প্রভৃতির) সহিত কিরূপে আখ্যায়িকার সংযোগ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। ভামহের মূল পাঠ করিলে মনে হয় যে, ঐ দুইটি পঙ্ক্তিই আখ্যায়িকার সহিত সম্পর্কিত—উহাদের সহিত কথার কোন সম্বন্ধ নাই। অগ্নিপূরণও আখ্যায়িকাসম্পর্কে এই দুইটি পঙ্ক্তির একটি উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং সে স্থলে আমাদের অনুমানই সমর্থন করিতেছে।

৪। “বৃত্তং আখ্যায়তে তস্যায় নায়কেন বচোভিতং”—এই স্থলে “বৃত্ত” শব্দের সহিত “বচোভিত” শব্দের সম্বন্ধ থাকায়, প্রকৃত ইতিহাস বা ঐতিহ্যভাজ্ঞা ঘটনাবলি বুঝাইতে পারে—কল্পনামূলক গল্প বুঝাইতে পারে না। এই সঙ্গে কথা-সাহিত্যে নায়ক ব্যক্তির বর্ণন করিবেন না—ভামহের এই নিষেধও স্মরণ রাখা আবশ্যিক। ভামহ কথা-সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ প্রয় করিয়াছেন—“কোন অভিজাত ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান-পরিমার পরীক্ষা করেন?” এখন বিজ্ঞাত এই যে, ভামহের এই আপত্তি

করবেন।^৬ ইহার আখ্যানভাগ কয়েকটি ছেদ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত থাকিবে; ও পরিচ্ছেদগুলি “উচ্চাস” নামে অভিহিত হইবে।

পক্ষান্তরে “কথার” বক্তৃ বা অপরবক্তৃ ছন্দ। থাকিবে না; উচ্চাসের বিভাগ থাকিবে না, এবং নায়ক স্বয়ং গল্পের বক্তা না হইয়া, অন্য কেহ বক্তা হইবেন। “কথা” সংস্কৃত অথবা অপভ্রংশ^৭ ভাষায় লিখিত হইবে। স্তুতগাৎ শেবোক্ত নির্দেশ হইতে ধরিয়া লওয়া হইতে পারে যে, “আখ্যায়িকা” কেবলমাত্র সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত হওয়া উচিত।

দণ্ডী এই সমস্ত সূত্র প্রভেদকে অব্যাকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এইগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধান নহে—সাধারণ বিধিমাত্র। ইনি বলেন,—কেহ কেহ আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের প্রভেদ এইভাবে নির্দেশ করেন যে, প্রথমদীতে গল্পের নায়কই বক্তা ও অন্তর্দীতে নায়ক স্বয়ং অথবা অন্য কেহ গল্পের বক্তা—“নায়কে নেন্তরেণ বা বাচ্যা”। কারণ, স্বীয় গুণ-প্রকাশ দোষাই নহে, যতক্ষণ বক্তা ভূতার্থশংসী, অর্থাৎ বাহ্য সত্য মাত্র, তাগই বর্ণনা করেন। দণ্ডী এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে নায়ক বা অন্য কাহারও বক্তৃ লইয়াই যে প্রভেদের মূল, তাহা নহে; কারণ, বর্তমান কবিপ্রয়োগে এই বিধান সর্বতোভাবে প্রতিপালিত হয় নাই—“অনিয়মো দৃষ্টঃ”। কখন কখন, দেখা যায়, আখ্যায়িকার বক্তা নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি।^৮ দ্বিতীয়তঃ, দণ্ডী বলেন, বক্তৃ বা অপরবক্তৃ ছন্দ যে ব্যবহার করিতেই হইবে, আখ্যায়িকা-সম্বন্ধে এরূপ বাধাধরা নিয়ম নাই; কারণ, এই ছন্দগুলি আৰ্য্য বা অন্য ছন্দের মত কথা-সাহিত্যেও সময় সময় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, আখ্যায়িকার পরিচ্ছেদবিভাগ যেমন উচ্চাস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কথায় পরিচ্ছেদ-বিভাগকে “লঙ্ঘক” বলা হয়। স্তুতগাৎ ইহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। চতুর্থতঃ, কতাহরণ, সংগ্রাম, বিচ্ছেদ, অভ্যাদয় প্রভৃতি বিষয়গুলি শুধু এই সকল গদ্য-রচনার

ভেদে আখ্যায়িকাতেও সমভাবে প্রযোজ্য, তবে তিনি কোন্ বৃত্তিতে আখ্যায়িকার নায়কে স্বচরিত বর্ণনা করিবার অধিকার বিস্তারিত? কিন্তু আখ্যায়িকাবর্ণিত ঘটনা নায়কের (বক্তার) জীবনের প্রকৃত ব্যাপার বলিয়া ইহাকে আত্মপ্রশংসা বলা চলে না, আর, কথায় কল্পনার খেলা বেশিপরিশোধে থাকে, নায়কের পক্ষে অল্পবিস্তর পূর্বক চলিতে পারে, তাই কথায় নায়ক ও বক্তা স্বতন্ত্র হওয়া একান্ত প্রয়োজন—এই ভাবে বুঝিলে, ভাষ্যের উক্ত অসামঞ্জস্যের সীমাসা হইয়া যায়।

৫। উচ্চাস শব্দের অর্থ—নিঃশাসতাপ। সেইজন্য ‘উচ্চাস’ অখ্যায় বা পরিচ্ছেদের নামান্তর। বক্তা এক-নিঃশ্বাসে সমস্ত গল্পটি বলিতে পারেন না, তাহাকে মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়িবার অবকাশ দেওয়া দরকার, তাই ‘উচ্চাস’ বা অখ্যায়ের সৃষ্টি।

৬। ভাষ্যের মতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা সাহিত্য-রচনায় ব্যবহার্য। কিন্তু তিনি কোন্ ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। দণ্ডী স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কাব্যে ভাটীর ‘প্রভৃতি’র কথা ভাটাই অপভ্রংশ নামে অভিহিত হয়; কিন্তু শাস্ত্রে সংস্কৃত ভিন্ন ব্যবহৃত ভাষাকেই অপভ্রংশ বলা হয়।

৭। বেদন হর্ষচরিতে; তরুণ বাচস্পতি টীকায় এই নির্দেশ করিয়াছেন।

বর্ণনীয় বিষয় নহে, সর্গবদ্ধ মহাকাব্যেও^৮ এইগুলি পরিগণিত হয়। পঞ্চমতঃ, কবির^৯ উদ্ভাবনী শক্তির ফলস্বরূপ বিশিষ্ট ঘটনা অস্তিত্ব সাহিত্যের (অর্থাৎ কথা সাহিত্যের) দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; কেন না, কবিগণ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। শেষে দত্তী স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, “কথা” সংস্কৃত ভাষার রচিত হইতে তো পারেই, যে কোন ভাষাতেও লিখিত হইতে পারে। কারণ, কথিত আছে, অপূর্ণ উপাখ্যান “বৃহৎ কথা”, “ভূত-ভাবার”^{১০} রচিত হইয়াছিল।

দত্তীর এই সমস্ত মন্তব্য ভামহের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্টভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহা পণ্ডিত-গণমধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইসকল ওর্ক বিতর্কের পুনরাবলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভামহ এই দুই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে যে সূত্র পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন, দত্তী তাহা আদৌ স্বীকার করেন নাই। এই দুই প্রাচীন অলঙ্কার-গ্রন্থের মধ্যে প্রচলিত কবি-প্রয়োগের উপর যেরূপ আস্থা দেখা যায়, তাহাতে এইরূপ মনে হয় যে, ভাৎকালিক প্রচলিত কবি প্রয়োগসমূহের উপরই ইহাদের সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের মত-বিভিন্নতার কারণ এইখানেই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এই সূত্রে বাণ-রচিত “হর্ষচরিত” ও “কাদম্বরী” আলোচনা করা যাউক। প্রত্নকার স্বয়ং এই দুইখানিকে স্বাক্ষরক্রমে “আখ্যায়িকা” ও “কথা” নামে অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ভামহ ও দত্তী—এই দুই প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের বিধানগুলির উদাহরণ এই দুই আদর্শ কাব্যে কি পরিমাণে পাওয়া যায়, অথবা ইহাদের বিধানগুলি অস্তিত্ব বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বনে নিবদ্ধ হইয়াছে কি না।

শ্লোক বা অন্তর্ভূত পু ছন্দে রচিত কুড়িটা শ্লোকে “হর্ষচরিত”এর আরম্ভ, এবং জগতী ছন্দে রচিত একটা শ্লোকে এই উপক্রমশীকা-ভাগ শেষ হইয়াছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে ব্যাসের ও শিব-পার্কতীর নমস্ক্রিয়া আছে; তত্ত্বের সাধারণভাবে কবি ও কাব্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রধান কবিগণ ও প্রাচীন কাব্যসমূহের প্রশংসা আছে। সংক্ষেপে “আখ্যায়িকার”

৮। এখনে দত্তী ইচ্ছা করিয়া ভামহের মত গ্রহণ করেন নাই। এই সকল বিষয় মহাকাব্যের আলোচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভামহ এইরূপ বলিতে চাহেন যে, এই সকল বিষয় অস্তিত্ব কাব্যের পক্ষে সবিশেষ প্রযুক্ত্য না হইলেও, এইগুলি আখ্যায়িকার প্রধান লক্ষণ ও বিশেষত্ব।

৯। প্রাচীন ও আধুনিক টীকাকারগণ (তরুণ বাচস্পতি ও প্রেমচন্দ্র) এই “চিহ্ন” বা “লক্ষ” অর্থে বুঝিয়াছেন, কোনও বিশিষ্ট শব্দবিশিষ্ট-কৌশল। (বধা—সামের শেষে ‘ঐ’, ভাগবির ‘গম্ভী’, প্রবরসেনের ‘অনুসার’ প্রভৃতি; ইহা অধ্যায়-সমাপ্তির চিহ্ন-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দত্তীর এই মন্তব্যের সহিত বোধ হয়, ভামহের উপরোক্ত মন্তব্যের সঙ্গত আছে। ভামহ বলেন,—আখ্যায়িকার সময়ে সময়ে কবির উদ্ভাবনী শক্তির চিহ্ন থাকিতে পারে, (কবে: অতিপ্রায়-কৃতৈ: কখনৈ: কৈশিচ্ছ অজিতা); এবং এই উদ্ভাবনী শক্তি প্রকৃত ঘটনা-মূলক আখ্যায়িকার কল্পনাপ্রসূত গল্প বা অংশবিশেষে প্রযোজ্য।

১০। পৈশাচী প্রাকৃতকে লক্ষ্য করিয়া দত্তী “ভূতভাষা” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা বাইতেছে, তিনি এই গ্রন্থের প্রবাদ-মূলক উৎপত্তির বিষয় অবগত ছিলেন।

গদ্য গল্পাংশ আমাদের কোন কাজে লাগিবে না, তবে এখানে এইটুকু বলা দরকার যে, ইহাতে বাসবদত্তার যে আখ্যান বিবৃত হইয়াছে, তাহা অল্প কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। গল্পের এই বিশিষ্টতা সম্ভবতঃ কবির উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। আখ্যান অংশে কোথাও ছন্দ বা বিয়ান নাই, অধ্যায়-বিভাগ নাই, বক্তৃ বা অপববক্তৃ ছন্দের ব্যবহার নাই,—যদিও আৰ্য্যা, শিখরিনী, শার্দূলবিক্রীড়িত ও শঙ্করা ছন্দঃ প্রয়োগ হইয়াছে। গল্পের প্রবাহ শাস্তিপ্রধান—শৃঙ্গারই ইহার প্রতিপাদ্য রস, ভামহের লক্ষণানুযায়ী কোন সংগ্রাম কিংবা কত্মাহরণ ইহাতে নাই,—অবশ্য বাসবদত্তাকে বিদ্ধা পূর্ব্বতে লইয়া যাওয়ার ব্যাপারটা যদি কত্মাহরণ বলিয়া গণ্য করা না হয়।

কাব্যধরীর আখ্যানভাগ এত সুপরিচিত যে, এখানে তাহার পুনর্বর্ণনার প্রয়োজন নাই। ইহার ধরণ বাসবদত্তার অনুরূপ, অথচ গল্পাংশ তত জটিল নহে। গল্পটা একটানা, গল্পের প্রারম্ভে বংশস্থ-ছন্দের শ্লোক আছে, তাহাতে ব্রহ্মা, শিব এবং গ্রন্থকারের গুরু ভৎসুর নমস্কিয়া আছে, সংকাব্যের প্রয়োজনীয়তার নির্দেশ আছে, এবং গ্রন্থকারের জাতি ও বংশের পরিচয় আছে। গল্পের প্রবাহ পূর্ব্বের ত্রায় শাস্তিপ্রদ—প্রেম বা শৃঙ্গার ইহারও মূল রস। গল্পটা কোন পরিচিত “ইতিহাসের” উপর প্রতিষ্ঠিত নহে,—গল্পের প্রধান ও বিশিষ্ট ঘটনা সম্ভবতঃ কবির নিজের উদ্ভাবিত।

হর্ষচরিতকে অধুনালুপ্ত প্রাচীন আখ্যায়িকার মধ্যে আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিলে (ইহা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত), আমরা দেখিতে পাই যে, ভামহের নির্দিষ্ট বিধান অনেক স্থলে ইহাতে প্রতিপালিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি আখ্যায়িকার যে সকল লক্ষণ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সকল লক্ষণের আদর্শ-স্বরূপে হর্ষচরিতকে গ্রহণ করা যায় না; অর্থাৎ হর্ষচরিতকে চোখের সম্মুখে রাখিয়াই যে ভামহ আখ্যায়িকার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, এ কথা বলা যায় না। হর্ষচরিত মনোরম গদ্যে লিখিত; ইহার মধ্যে মধ্যে শ্লোকও আছে, তবে বক্তৃ এবং অপববক্তৃ ছন্দে রচিত শ্লোকগুলি আখ্যানেরই অন্তর্ভুক্ত—পরবর্তী ঘটনার আভাস-সূচক লক্ষণ এ সকল শ্লোকে নাই। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সাধারণতঃ আৰ্য্যা-ছন্দে যুগ্মশ্লোক প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গল্পটা বস্তুতই “উদাত্তার্থ”; কারণ, ইহা একজন বড় রাজার উপাখ্যান। ইহা রীতিমত উচ্চাসে বিভক্ত, কিন্তু কত্মাহরণ প্রভৃতি ব্যাপার ইহাতে নাই; তন্নিম্ন কবির উদ্ভাবনী শক্তির কি কি বিশেষ পরিচয় ইহাতে আছে, তাহাও বলা কঠিন, কেননা গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, সমসাময়িক গ্রন্থকার একজন রাজার জীবনের প্রকৃত ঘটনাবলি বেক্রপ দেখিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভামহ বলিয়াছেন, আখ্যায়িকার নায়কই গল্পের বক্তা হইবেন, কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় বিশেষত্ব বা লক্ষণ হর্ষচরিতে পরিলক্ষিত হয় না। এই কথা বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য।

এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় ত ভুল হইবে না যে, বাৎ-রচিত হর্ষচরিত ভামহের আখ্যায়িকার আদর্শ নহে,—অধুনালুপ্ত বা অপ্রাপ্ত অল্প কোন গ্রন্থই তাঁহার আদর্শ। তথাপি ভামহের লেখা হইতে এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আখ্যায়িকা ও কথার লক্ষণ

লইয়া নানা মতবৈধ থাকিলেও, তাঁহার সময়ে নিশ্চয়ই ‘আখ্যানিক’ ও ‘কথা’ নামে দুই প্রকার গদ্য বিবৃতি প্রচলিত ছিল, এবং বিশিষ্ট কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা উভয়ের পার্থক্য সূচিত হইত। বীধা-ধরা নিয়ম ছাড়িয়া দিলেও ভামহের ব্যাখ্যা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে আখ্যানিক কতকটা আত্ম-জীবনীর মত ছিল। এক্ষেত্রে বক্তা স্বয়ং গল্পের নায়ক—ইনি স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন; এবং সজ্জনের পক্ষে আত্ম-প্রশংসা নিশ্চিন্দীয় হইলেও, (দণ্ডীর মতে) ইনি এস্থলে সে দোষে দোষী বিবেচিত হইতে পারেন না। আখ্যানিক পাছে নীরস ঘটনার বর্ণনায় পর্য্যবসিত হয়, সেইজন্য ভামহ ইহার মধ্যে কবি-কল্পনা ও কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত-সমাবেশের ব্যবস্থা দিয়াছেন; কিন্তু ভামহ আখ্যানিকার মধ্যে প্রকৃত ঘটনার অবতারণার উপর বেশী জোর দিয়াছেন। কারণ, ইহাই আখ্যানিক ও কথার পার্থক্যের মূল। পক্ষান্তরে, ভামহ কথার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শুধু নিষেধ-মূলক (কেবল ব্যবহার্য্য ভাষা-সম্বন্ধে স্পষ্ট আদেশ আছে); কিন্তু তাৎপর্য্যক্রমে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কথা কতকটা কল্পনা-প্রসূত অলৌক গল্প বা বিবৃতি—সমানে একটানা কথিত হয়, আর ইহার বক্তা নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি হওয়া চাই। অত্যাশ্রয় অপ্রধান লক্ষণসম্বন্ধে (যেমন বক্তৃ অপরবক্তৃ ছন্দের ব্যবহার ও উচ্ছ্বাস-বিভাগ) দণ্ডী বীধা-ধরা নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত অপ্রধান লক্ষণগুলিকেও নিতান্ত বাজে নিয়ম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; এই সকল ছোট ছোট লক্ষণসমূহের অনেকগুলি হইতে এই উভয় রচনার প্রকৃতিগত পার্থক্য সূচিত না হইলে, প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কেন এই বিষয় লইয়া এত মাথাকাটাকাটি করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। মোট কথা এই, অধ্যায়কে উচ্ছ্বাস বলা হইয়াছে কি না, বক্তৃ বা অপরবক্তৃ ছন্দঃ ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, এই সকল আখ্যানিকার মূল বিচারলক্ষণ নহে। মূল লক্ষণ এই যে, আখ্যানিকার নির্দিষ্ট বিরাম বা অধ্যায় থাকিবে; এবং কথা একটানা ধারাবাহিক বিবরণ হইবে; আর ইহার মধ্যে মধ্যে (প্রায়শঃ অধ্যায়ের প্রারম্ভে) স্নোকে পরবর্তী অধ্যায়ের ঘটনা-প্রবাহের প্রতি ইঙ্গিত থাকিবে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আখ্যানিকার মধ্যে বিরামের প্রয়োজন আছে, কেন না, নায়ককে (এস্থলে তিনি বক্তা) তাঁহার নিজের গল্প পুনরাবৃত্তি করিবার অবসর দিতে হয়। কথা-সাহিত্যে কিন্তু এই নির্দেশক স্নোকগুলির স্থান নাই; কারণ, কথা একটা বিরামহীন গল্পধারা। নায়ক স্বয়ং বক্তৃরূপে আখ্যানিকার আবির্ভূত হওয়ায়, আখ্যানিকার কতকটা সত্যের ছায়া পড়ে—কথার এক্রূপ হয় না। কারণ, সেস্থলে কবি বা অশ্ব কেহ গল্পটা বিবৃত করিয়া থাকেন। ভামহের সময়ে এই দুই শ্রেণীর গদ্য-রচনার সাধারণতঃ এইরূপ ছিল।—আখ্যানিক সাধারণতঃ আত্ম-জীবনের কাহিনী অথবা আধা ঐতিহাসিক ঘটনা-সম্বলিত এক গান্ধার্য্য-মূলক রচনা। কথা কিন্তু পুরা কল্পনা-মূলক গল্প, এবং (দণ্ডীর মতে) ইহাতে আত্ম-জীবনীর ধাঁজ থাকিলেও, কল্পনাকুশলতাই ইহার বিশিষ্টতা। পরবর্তিকালে আখ্যানিকার পতন হয় এবং উপরিলিখিত খুঁটিনাটি তখন আর লেখকেরা ভালরূপ মানিয়া চলেন নাই। কিন্তু রূপট (বাণের প্রহাবলী অবলম্বনে)

যে কথা-সাহিত্যের লক্ষণ ও সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার ধরণ ও প্রকৃতি সুবঙ্গুর^{১২} সময় হইতে অল্পমাত্র পরিবর্তিত হইয়াছিল।

দণ্ডীর অভিমত হইতে, এবং পরবর্তিকালে রচিত অগ্নিপুরণ (ও বিশেষতঃ রুদ্রট) হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, এই দুই শ্রেণীর কাব্য আর ভামহোক্ত লক্ষণ-অনুযায়ী ছিল না এবং বোধ হয়, বাণভট্টের রচনার আদর্শে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। হর্ষচরিতের মত আখ্যায়িকা (যেখানে বক্তা নায়ক নহেন) দেখিয়া সম্ভবতঃ দণ্ডী স্থির করিয়াছিলেন যে, এই বিশেষত্ব, প্রচলিত প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, পার্থক্যের নির্দেশক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং ভরুণ বাচস্পতি এই বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ ‘হর্ষচরিতে’র উল্লেখ করিয়া ঠিক ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ভামহের সময় হইতে অধিকতর ক্ষমতাজালী কবিগণের নূতন প্রয়োগ দ্বারা এই সকল বাঁধা-ধরা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়, দণ্ডী বক্তার ব্যক্তিত্বের, ছন্দের প্রকৃতির এবং অধ্যায়ের শিরোনামার উপর, এমন কি ভাবাগত তারতম্যের উপরও, ঝোঁক দেন নাই। তিনি তাঁহার সময়ের কবিপ্রয়োগ দেখিয়া এই সমস্ত তুচ্ছ পার্থক্যকে অগ্রস্বীকার করিয়াছেন, এবং উভয় শ্রেণীর কাব্য বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও, উভ্যেদের একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়াছেন। এই শ্রেণীর গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একটা পরিবর্তনের যুগ, যে যুগে প্রাচীন পার্থক্যসমূহ অব্যবহার্য হইয়া পড়িতেছিল, এবং যখন গদ্য-রচনার নিয়ম বা প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নূতন বিধিনিষেধ সৃষ্ট হয় নাই। (এই শেষোক্ত ঘটনা দণ্ডীর নিবেদনমূলক প্রতিকূল সমালোচনা হইতে বেশ বুঝা যায়।) এইরূপে দণ্ডীর পরবর্তী এবং সম্ভবতঃ রুদ্রটের^{১৩} অগ্রবর্তী বামন, দণ্ডী ও ভামহের মত-বিভিন্নতা ও তর্ক-বিতর্ক (বৃত্তি ১, ৩, ২২) বাতিল করিয়া দিয়া, কোতুহলী পাঠককে “এ বিষয়ে অন্ত লোকদের” গ্রহণ দেখিয়া বলিয়াছেন। বামনের মতে এই সকল বাণুবিতণ্ডার বিশেষ কোন আলঙ্কারিক মূল্য নাই।

অগ্নিপুরণে অনেক স্থলে অবিস্মরণীয় দণ্ডী এবং অপর গ্রন্থকারদের^{১৪} মতই উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তখনকার আলঙ্কারিকদিগের উপর বাণরচিত গ্রন্থের প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল, এবং তাঁহারা নূতন অবস্থার অমূল্য করিয়া স্ব স্ব সংজ্ঞারও লক্ষণ

১২। কালক্রমে কথা-সাহিত্যের সংজ্ঞার যথেষ্ট পরিবর্তন হইলেও, ভামহের সংজ্ঞা কতকটা সাধারণ বিশেষত্ব-বাচক বলিয়া সুবঙ্গুর “বাসবদত্তা” ও বাণের “কাদম্বরী”র পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু হর্ষ-চরিত যেমন তাঁহার আখ্যায়িকার আদর্শ ছিল না, সম্ভবতঃ বাসবদত্তাও সেইরূপ তাঁহার কথার আদর্শ ছিল না। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ভামহ ধর্মকীর্ত্তির এবং সম্ভবতঃ বাণের সমসাময়িক ব্যক্তি। অধ্যাপক শ্যাকোবিও এইরূপ অনুমান করেন। Sb. der preuss. Akad., xxiv, 1922, পৃঃ ২১১—১২; আবার History of Sanskrit Poetics, Vol. I. পৃঃ ৪৮, ৪৯) বাণের গ্রন্থাবলীর সহিত ভামহের পরিচয় থাকে সম্ভবপর হইলেও, তিনি সেই সময়ে বাণের গ্রন্থাবলিকে গ্রামাণ্য আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই মনে হয় তাঁহার সময়ে প্রচলিত এবং অধুনা সুলভ অন্য প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, তিনি তাঁহার বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৩। সংস্কৃতিত History of Sanskrit Poetics, loc. cit. pp. 60-1, 81 দেখুন।

১৪। পাদটীকা ১৩শে উক্ত গ্রন্থের পৃঃ ১০২—৩ অগ্নিপুরণের অলঙ্কার-অংশের কথা আলোচিত হইয়াছে।

নির্দেশের পরিবর্তন করিয়াছিলেন। অগ্নিপুত্রের মতে, “আখ্যায়িকা”র লক্ষণসকল নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

- ১। গদ্যে গ্রন্থকারের বংশ-প্রশংসা ;
 - ২। কল্পা-হরণ, যুদ্ধ, বিচ্ছেদ, প্রভৃতি বিপত্তির সমাবেশ ;
 - ৩। উচ্ছ্বাস-বিভাগ ;
 - ৪। চূর্ণক^{১৫}, অথবা বক্তৃ ও অপববক্তৃ ছন্দের প্রয়োগ ;
 - ৫। রীতি ও বৃত্তির গুণসমূহের উদাহরণ-স্বরূপ স্থলিত শব্দ-সমাবেশ ;
- কিন্তু “কথা”-সাহিত্যে—

- ১। কবিতায় কবির বংশ-প্রশংসা ;
- ২। কোন গল্পান্তর (কথান্তর) মূল গল্পের অবতারণাস্বরূপ (মুখ্যসার্থাবতারণা)

প্রয়োগ।

- ৩। বিরাম বা পরিচ্ছেদ এবং সময়ে সময়ে লঙ্কক^{১৬} নামক বিভাগ ; এবং
- ৪। প্রতি গর্ভে চতুর্পাদী কবিতার অবতারণা প্রভৃতি থাকিবে^{১৭}।

প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রচলিত বিধির তালিকামাত্র। কিন্তু দুইটি বিষয়ে প্রাচীন রীতির সহিত ইহার পার্থক্য স বিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যিক। “কর্তৃ-বংশ-প্রশংসা” এবং “কথান্তর”এর প্রয়োগ— এই দুইটি বিষয় প্রাচীনতর আলঙ্কারিকগণ আলোচনা করেন নাই। এস্থলে (বিশেষতঃ রূপটের গ্রন্থে) বোধ হয়, বাণ-রচিত গ্রন্থের প্রভাব-বশতঃ এই দুইটি বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে।

রূপট কেবল স্পষ্টভাবে প্রাচীনতর লেখকগণের সহিত ভিন্নমত হইয়াছেন। এখনও বলা বাইতে পারে যে, তিনি বাণ-রচিত গ্রন্থদ্বয়ের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে “আখ্যায়িকা” ও “কথা”-সাহিত্য-রচনার সাধারণ বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার মতে “কথা”র নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকা চাই,—

১। গ্রন্থ-সূচনার কবিতায় দেবগণ ও গুরুগণের নমস্ক্রিয়া, এবং কবি-বংশের পরিচয় ও গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইবে।

২। গল্পাংশ সংস্কৃত গদ্যে (কিংবা অল্প ভাষায় কবিতায়) রচিত হইবে, এবং ইহাতে সরল অভ্যুপােস ও “পূরবর্ণনা” প্রভৃতি থাকিবে। (যে রূপ “উৎপাদ্য কাব্যে” ১৬, ৩)

৩। আরম্ভে মূল গল্পের সম্বন্ধীয় একটি কথান্তর থাকিবে।

১৫। বামন (১, ৩, ২৩—২৫) চূর্ণের (গদ্য-সাহিত্যের বিভাগ-বিশেষের) সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেছেন—“অনাবিক্ত-ললিত-পদম্” (অসমস্ত হ্রস্বিটপদ—উৎকলিকপ্রায় ঠিক ইহার বিপরীত)

১৬। মুদ্রিত পুস্তকে আছে—“ভবেদ্যালঙ্কটকঃ কচিং” কিন্তু “ভবেদ্ বা লঙ্কটকঃ কচিং”—এই পাঠই সমীচীন।

১৭। অগ্নিপুত্রাণ্ডয় গুণকথা, পরিকথা এবং কথনিকা সম্বন্ধে “কন্যালোকলোচন” (পৃঃ ১৫১) দেখুন। লোচনে ‘সকলকথা’ নামে আর একটি বিশেষ বিভাগের উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র অন্যান্য উপবিভাগ আলোচনা করিয়াছেন।

৪। কতলাভই গল্পের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া, ইহার মধ্যে শৃঙ্গার রসের পূর্ণ বিকাশ হইবে (বিস্তৃত-সকল-শৃঙ্গার)।

অপর দিকে “আখ্যায়িকা”র নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকা চাই :—

১। দেবগণ এবং গুরুগণের কবিতায় নমস্কিয়া। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন কবিগণের প্রশংসা, কবির নিজের অক্ষমতা স্বীকার এবং সেই সঙ্গে অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কবির গ্রন্থ-রচনার কারণ-নির্দেশ। তন্মধ্যে নুপে ভক্তি। গ্রন্থকারের গুণগ্রাহিতা-প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা বা অন্ত কোন বিশেষ কারণ এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য হইতে পারে।

২। গল্পটী “কথা”র নিয়মে লিখিত হইবে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে কবির পরিচয় ও বংশ-বৃত্তান্ত গদ্যে রচিত হওয়া আবশ্যক, পদ্যে নহে।

৩। উচ্ছ্বাস-বিভাগ থাকিবে, এবং প্রথম অধ্যায় ব্যতীত প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে আখ্যা ছন্দে রচিত দুইটি করিয়া শ্লোক থাকিবে।^{১৮}

দেখা যাইতেছে, রুদ্রট-কর্তৃক উল্লিখিত এই লক্ষণগুলি বাণভট্টের গ্রন্থ দুইখানিতেই সম্পূর্ণভাবে ও যথাযথরূপে পাটে। রুদ্রট অগ্নিপূরণের সহিত একমত হইয়া অবতরণিকাসূচক শ্লোকের নূতন ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিষয়গুলি বাণরচিত অবতরণিকা শ্লোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রক্ষিত হইয়াছে। “আখ্যায়িকা”র নিয়ম এই যে, নুপে ভক্তি বা অন্ত কোন কারণ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, তাহা কবিকে ছন্দে বর্ণনা করিতে হইবে এবং গদ্যে কবি নিজ জাতি ও বংশবৃত্তান্ত প্রদান করিবেন। এই নিয়ম বাণভট্টের “হর্ষচরিতে” প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে আখ্যা ছন্দে রচিত দুইটি করিয়া শ্লোক থাকিবে এবং গদ্যে গল্পারম্ভের অন্তর্গত শ্লোকগুলির সম্বন্ধে কোন বাধাবোধি নিয়ম নাই, তবে সেগুলি বক্তৃ বা অপরবক্তৃ ছন্দে রচিত হইতেও পারে। এইসকল বিধিও “হর্ষচরিতে” অনুসৃত হইয়াছে। দণ্ডিকৃত সমালোচনা ও বাণভট্টের হর্ষচরিতের দৃষ্টান্তের পর গল্পের বক্তা কে হইবেন, ইহা লইয়া রুদ্রট মাথা ঘামান নাই, কারণ অগ্নিপূরণকারের জ্ঞায় তিনি এই বিষয়ের উল্লেখ ও করেন নাই। বাণ-রচিত গ্রন্থের পাঠে রুদ্রটের মত বিশ্লেষণ-গুলি স্থাপনা করিয়া মিলাইয়া লইলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রুদ্রট “হর্ষচরিত” ও “কাদম্বরী”র রচনাবৈশিষ্ট্যগুলিকেই যথাক্রমে “আখ্যায়িকা” ও “কথা”-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত করিয়াছেন। বাণ-রচিত দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থের পর হইতে আখ্যায়িকা ও কথা সম্বন্ধে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের সংজ্ঞা ও পার্থক্যসকল প্রাচীন প্রথামাত্রে পর্য্যাবসিত হইয়াছিল, এবং উক্ত দুই গ্রন্থই নূতন আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের আদর্শস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৮। কতকগুলি খুঁটিনাটিও এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—যথা। প্রত্যেক ঘটনা, বা বক্তার বাহা দেখেন নাই (পরোক্ষ) একই ঘটনা সম্বন্ধে, অথবা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোন সন্দেহ ঘটিলে, কবি সন্দেহ-পরাণ ব্যক্তির সন্দেহ অপনোদনার্থ দুই একটি কাব্যালঙ্কার (যেনন অভ্যাজি, সমাসোজি, বা স্নেহ) প্রয়োগ করিবেন; এই সকল স্থলে আখ্যা, অপরবক্তৃ, পুন্পিভাষা বা প্রয়োজনবত মালিনীর ভাষা হ্রস্ব ব্যবহার করিবেন।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে—রূপট এই দুই শ্রেণীর কাব্যের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। “আখ্যায়িকা”র সহিত প্রকৃত ঘটনার ঘনিষ্ঠতা থাকিবে কি না, এবং “কথা”র কল্পনামূলক গল্পের বিরূতি থাকিবে কি না—তিনি এ সব বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। কহলাভই (প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের নির্দিষ্ট আখ্যায়িকার বীরত্ববাজক কহাহরণ নহে) কথা-সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি কথা-সাহিত্যের কোমল ভাবের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। এইরূপে শৃঙ্গার-রসের সমস্ত ভাবগুলি কথায় ফুটাইয়া তোলার পক্ষে কবিকে যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হইয়াছে, এবং এইরূপ বিধান করিয়া রূপট, শব্দ ও বাণ-রচিত গ্রন্থের এই বিশিষ্টতাই আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন যে, প্রেমই তাঁহাদের গ্রন্থাবলির উপজীব্য ভাব। ইহা হইতেই, কল্পনোদ্ভূত প্রেমচিহ্নস্বরূপ যে সংস্কৃত গদ্য কথা-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ বা প্রকৃতিস্বরূপ, তাহা রূপট বুঝাইয়া দিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধন গদ্য-সাহিত্যের শুধু প্রাথমিক আলোচনা করিয়াছেন (পৃ: ১৪১); কিন্তু তিনি “সংঘটন” (বা রীতিসম্পর্কে সম্বাসের নিয়ম) সম্বন্ধে বিচার-প্রসঙ্গে এই বিষয়টা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইনি বলিয়াছেন,—কথায় শব্দ-সমাবেশ আখ্যায়িকার জায়, কিন্তু কথায় রস-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি রক্ষিত হওয়া চাই (৩, ৮)। রূপের (বিশেষত: শৃঙ্গারের) বর্ণনাবৈচিত্র্যই কথা-সাহিত্যের উপজীব্য ভাব, ইহাই তাঁহার মনোগত ভাব। পক্ষান্তরে অভিনবগুপ্ত আবার প্রাচীন প্রথার পক্ষপাতী। ইহার মতে, এই দুই শ্রেণীর রচনার বৈচিত্র্য কেবল আকৃতিগত; উচ্ছ্বাস-বিভাগ, এবং বক্তৃতা, অপরবস্তুর নোকে ব্যবহারেই আখ্যায়িকার বিশিষ্টতা, এবং কথায় এসকলের অভাব। হেমচন্দ্রও (পৃ: ৩২৮) সমমতাবলম্বী, কিন্তু তিনি গল্পের বক্তা ও ভাষাগত আকৃতি-সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত মত স্বীকার করেন (পরবর্তী প্রায় সকল গ্রন্থকারই ইহা স্বীকার করেন)। ইনি দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশেষভাবে “হর্ষচরিত” ও “কাদম্বরী”র উল্লেখ করিয়াছেন। কথা-সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে কবিতার (শুধু গদ্যে নহে) লিখিত হইতে পারে বলিয়া রূপট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহারও সেই মত; এবং ইনি লীলাবতী নামে একখানি অজ্ঞাত কাব্যের উল্লেখ করিয়া স্বকীয় মতের পোষণ করিয়াছেন। বিদ্যাধর এ প্রশ্ন লইয়া আদৌ বিচার করেন নাই; আবার কথা-সাহিত্য বিদ্যানাথের অজ্ঞাত ছিল। তিনি গদ্য ও গদ্য-কাব্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া “কাদম্বরী” ও “রঘুবংশের” দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত আকৃতিগত লক্ষণ অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকার বৈকল্য সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, ইনিও সম্পূর্ণরূপে তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সর্কাপেক্ষা আধুনিক লেখক বিশ্বনাথ এই প্রশ্নের উপর কিছু মনোযোগ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি রূপটের সাধারণ বিধিগুলিকেই স্বল্পরূপে সাজাইয়া দিয়াছেন; তাঁহার এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন পার্থক্যগুলি লোকে পূর্বেই ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং বাণভট্টের গ্রন্থের আদর্শসম্বৃত গদ্য-রচনার নূতন ধারা দৃঢ়ভাবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বিশ্বনাথ “আখ্যায়িকা”র আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে নীরব থাকিলেও, তিনি রূপটের জায় জোর দিয়া বলিয়াছেন,—“সরসবস্ত”ই “কথা”-সাহিত্যের প্রাণ।

এইরূপে প্রাচীন সংস্কৃত “আখ্যায়িকা” ও “কথা”-সাহিত্যের পরিণতির দুইটা বা তিনটা

স্বস্পষ্ট স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, ভামহ ইহাদের সর্কাপেক্ষা পুরাতন আকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। সেই বিশেষত্বগুলি সংক্ষেপে এইরূপ,—

আখ্যায়িকা—(১) প্রকৃত ঘটনামূলক ব্যাপারই ইহার বর্ণনীয় বিষয়; (২) বক্তা স্বয়ংই নায়ক; (৩) বক্তৃতা এবং অপরবক্তৃতা শ্লোক-সংবলিত “উচ্ছ্বাস” নামধের অধ্যায়ে গল্পাংশটি বিভক্ত; (৪) বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে কবির কল্পনার বিস্তার থাকিতে পারে, এবং কল্পাহরণ, যুদ্ধ, বিচ্ছেদ, এবং পরিণামে নায়কের জয় প্রভৃতি বিষয় আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; (৫) ইহাও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়া চাই।

কথা—(১) আখ্যান বস্তু সম্ভবতঃ উদ্ভাবিত কোন গল্প হইবে; (২) নায়ক ব্যতীত অন্য কেহ গল্পের বক্তা হইবেন; (৩) উচ্ছ্বাস-বিভাগ থাকিবে না; বক্তৃতা বা অপরবক্তৃতা শ্লোক থাকিবে না; (৪) ইহাও সংস্কৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত হইতে পারে।

এই সমস্ত লক্ষণগুলি বাণরচিত গ্রন্থের পক্ষে রীতিমতভাবে প্রযোজ্য নহে। এই দুই গ্রন্থই ক্রিষ্ণে পরবর্তিকালের আলঙ্কারিকগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দেখা যাইতেছে, দণ্ডীর সময় হইতেই এই সমস্ত স্বল্প পার্থক্যের ধ্বংসমূলক প্রতিকূল সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে, এবং পরবর্তিকালে রচিত নূতন “আখ্যায়িকা” ও “কথা”-সাহিত্য কতকটা বাণ-রচিত গ্রন্থ দুইখানির আদর্শ অবলম্বনে পরিবর্তিত হইয়াছিল। রুদ্রট বাণরচিত গ্রন্থের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া আখ্যায়িকা ও কথার সাধারণ বিধি-নিষেধ নির্ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সময় হইতে ইহাই প্রামাণিক আদর্শ বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই নূতন “আখ্যায়িকা” ও “কথার” বিবেচনা নিম্নে দেওয়া হইল।

আখ্যায়িকা—(১) প্রকৃত ঘটনামূলক ব্যাপার ও অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইবে; (২) বক্তাই যে কাব্যের নায়ক হইবেন, এমন কোন কথা নাই; (৩) উচ্ছ্বাস নামধের পরিচ্ছেদে ইহা বিভক্ত হইবে। প্রথম উচ্ছ্বাস ব্যতীত প্রত্যেকটির প্রারম্ভে দুইটি করিয়া শ্লোকে (ছন্দ আখ্যা হইলেই ভাল হয়) আলোচ্য পরিচ্ছেদের আভাস দেওয়া হইবে; ও (৪) একটি সাহিত্য-সম্বন্ধীয় ছন্দোবদ্ধ উপক্রমণিকা থাকিবে।

কথা—(১) আখ্যানবস্তু একটি গল্প হইবে। গল্পটি কবির উদ্ভাবিত, প্রায়শঃ প্রেমের গল্প; (২) নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি গল্পের বক্তা হইবেন; অবশ্য নায়কও কখন কখন স্বয়ং বক্তা হইতে পারেন; (৩) ইহাতে পরিচ্ছেদ-বিভাগ থাকিবে না; ও (৩) উপক্রমণিকা উক্তরূপ হইবে।

এইরূপে সংস্কৃত সাহিত্যে এই দুই প্রকার রচনার লক্ষণ একবারে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই বিশেষত্বগুলির বাধা-ধরা নিয়মের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, পরে “আখ্যায়িকা” ও “কথা”-সাহিত্যের এত অবনতি ঘটিয়াছিল যে, পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ এ প্রেমের বিস্তারিত আলোচনা করিবার আর প্রয়োজন আছে, এইরূপ বিবেচনাই করেন নাই।

‘আছঠ’, ‘আউট’ ও সার্ক-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী *

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দান-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন,—

‘হাথে খড়ী করি বোলোঁ মো কাহ্ন ।

আইস ল রাধা লেখা করি দান । ১ ।

আছঠ হাথ কলেবর তোর ।

দুই কোটি দান তাহাত মোর ॥ ২ ॥ (৫৪—৫৫ পৃষ্ঠা)

‘আমি কাহ্ন’ হাতে খড়ী লইয়া বলিতেছি, ওলো রাধা, আর, দান (শুক) হিসাব করি । তোর শরীর “আছঠ” হাত পরিমাণের ; তাহাতে আমার (প্রাপ্য) দান দুই কোটি ।’

নৌকা-খণ্ডে এই শব্দ পুনর’র মিলে । রাধা, খেয়ানিয়া-বেশী শ্রীকৃষ্ণের নৌকার চড়িয়াছেন । ছোট নৌকা ; তাঁহার মনে ভয় হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন,—

‘আছঠ হাথ নাম খানী তোর পাঁচ পাটে ।

অনেক বতনে আনি চাপাইল ঘাটে ।’ (১৫৩ পৃষ্ঠা)

‘তোমার নৌকা খানি “আছঠ” হাতের, পাঁচখানি মাত্র পাটাতনে নির্মিত ; অনেক কষ্টে তুমি তাহাকে ঘাটে আনিয়া ভিড়াইয়াছ ।’

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যব্রত মহাশয় উক্ত গ্রন্থের যে উৎকৃষ্ট ‘ভাষা টীকা’ দিয়াছেন, তাহাতে ‘আছঠ’ শব্দের অর্থ ‘আট’ ধরিয়াছেন । ‘রাধার শরীর আট হাত’ (‘আছঠ হাথ কলেবর তোর’—৫৫ পৃষ্ঠা)—এই অস্বাভাবিক উক্তির ব্যাখ্যায় চেষ্টা বসন্ত বাবু এই বলিয়া করিয়াছেন,—‘ “হাথ” শব্দে পাণ্ডুল (১০ অঙ্গুলি) ধরিলে, রাধার দেহের উচ্চতা ৩০ হাতের কিছু কম হয় ।’ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃঃ ৪৮৮) । এতদ্বিরূপ, বসন্ত বাবু ‘আছঠ’ শব্দের অবস্থান প্রাচীন বাঙ্গলা ও আগামী পুস্তক হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন ; বলা,—

কৃতিবাসী রামায়ণ, উদ্ধরাকাণ্ডে,—

‘স্বর্গে রাজ্য করে “আউট” কোটি বৎসর ।’ (পৃঃ ৪৮৮)

গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

‘ “আউট” হাত প্রমাণ আমার কলেবরে ।’ (পৃঃ ৫৫৪)

মাধব কন্দলি কৃত সুলক্ষণাকাণ্ডে—

‘ “আউট” হাতের বেশ এক গোটা বেণী ।’ (পৃঃ ৫৫৪)

আপাত-দৃষ্টিতে, শরীরের পরিমাণ ‘আট’ হাত—এইরূপ উক্তি প্রাচীন বাঙ্গলায় একাধিক স্থানে মিলিতেছে । ‘আছঠ’ শব্দকে আটের সহিত সংযুক্ত করার কিন্তু শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশে একটু গৌল ঠেকে । ‘অষ্ট’ হইতে ‘আছঠ—আউট’ হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরায় আছে ;

‘অট’ > ‘অট্’ > ‘আট’ > ‘আট্’ ‘আট্’, এই তত্ত্ব রূপে বিনা কারণে ‘হ’ অক্ষরের আগমন সম্ভব নহে। ‘আট হাত শরীর’—অর্থ-গত অসামঞ্জস্যও রহিয়াছে।

যুদ্ধকাল ধরিয়া ‘আছট্’ শব্দের কোনও সম্ভাষ-জনক সমাধান পাই নাই। কিছুকাল হইল, ভারতীয় অন্তান্ত আৰ্য ভাষায় এই শব্দটি প্রাইয়াছি, এবং তাহাতে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি। ‘আছট্—আউট’ শব্দের অর্থ ‘সাড়ে তিন’; ইহার মূল-রূপ হইতেছে ‘অর্দ্ধ-চতুর্থ’ শব্দ।

রাজস্থানের পদ্মনাভ কবি সংবৎ ১৫১২ (= খ্রীষ্টীয় ১৪৫৬) সালে ‘কান্‌হড দে-প্রবন্ধ’ নামে এক উৎকৃষ্ট বীর-রসায়ক কাব্য-গ্রন্থ লেখেন। এই পুস্তকের ভাষাকে ‘প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী’ নাম দেওয়া হইয়াছে; এই ভাষা হইতে আধুনিক গুজরাটী ও মাড়োয়ারী ভাষা-দ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। (এ সম্বন্ধে ১৯১৪-১৬ সালের Indian Antiquary পত্রিকার পরলোকগত L. P. Tessitori ডাক্তার এল. পি, তেঙ্গিসিতোরী কৃত Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ‘কান্‌হড দে-প্রবন্ধ’ কাব্যে মুসলমান মুলতান ‘অলাউদ্-দীন খলঘীর সেনাপতি অলফ খান কর্তৃক অণহিলপাটন ও গুজরাট জয়, গোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস-সাধন ও তৎপরে মুসলমান-কর্তৃক ঝালোরের রাজা কান্‌হড দেব রাজ্যজয়ের সবিস্তার কথা, ও আনুযায়িকভাবে রাজপুত-জাতির অসাধারণ শৌর্য্যের কথা বর্ণিত আছে। আমেদাবাদের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ডাহাভাই পীতাঘর দেবাসরী এই কাব্যের এক উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন (আমেদাবাদ, ইউনিয়ন প্রিন্টিং কোম্পানী লিমিটেড, ১৯১৩ সাল)। এই কাব্য পাঠ করিতে করিতে এই চৌপাইটি পাইলাম—

বীরমদেহি সিংহাসন কাজ

উঠ দীহাড়া কীধু রাজ ২২২২ (পৃ: ৯৯)

‘বীরমদেহের সিংহাসন কাজ (হইয়াছিল এই, যে তিনি) ‘উঠ’ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।’ শ্রীযুক্ত দেবাসরী ‘বিবেচন’ বা টীকায় ‘উঠ দীহাড়া’ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—‘সাদাত্রণ দিহস’=‘সাড়ে তিন দিন’।

স্বতঃই প্রাচীন বাঙ্গলার ‘আছট্’ শব্দের কথা মনে হইল।

A. F. Rudolf Hoernle হোর্নলে কৃত Comparative Grammar of the Gaudian Languages (1880) পুস্তকে ‘আছট্’ ‘উঠ’ শব্দের পূর্ণ সমাধান আছে। ‘আছট্, আউট’ শব্দ আধুনিক বাঙ্গলার নাই বলিয়া, বহু পূর্বে হোর্নলের বই আলোচনা কালে এই শব্দগুলি আমার দৃষ্টিপথ এড়াইয়া যায়। ঐ বইয়ে § ৪১৩—৪১৬ প্যারায় (পৃ: ২৬৮—২৭০) আধুনিক আৰ্য ভাষায় ভগ্ন-সংখ্যা-বাচক শব্দ-সমূহের বিচার আছে। তন্মিত্ত Kellogg কেলগের হিন্দী ব্যাকরণে সংখ্যা বাচক শব্দের পর্যায়টীও দর্শন-যোগ্য।

সংস্কৃতে সার্ক-সংখ্যা বুঝাইতে গেলে, বিশেষ বিশেষ সংখ্যা-নামের, বা প্রায়শঃ তাহাদের ক্রম-বাচক রূপের, পূর্বে ‘অধ’ শব্দ যোগ করিয়া নিম্ন পদের প্রয়োগ আছে। যে সংখ্যার সার্ক-রূপ জানাইতে হইবে, ‘অধ’ শব্দকে তদুচ্চ সংখ্যার ক্রম-বাচক রূপের পূর্বে জুড়িয়া দিতে হয়; কেবল ‘সার্ক এক’ জানাইবার জন্য এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায়; এখানে ‘বি’ শব্দেরই প্রয়োগ

হয়, ইহার ক্রম-বাচক 'বিতীয়' পদের আগম নাই; এবং 'অর্ধ' শব্দ 'বি'র পূর্বে না বসিয়া, পরে বসে। সার্ক-সংখ্যা-বাচক পদ, সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, টিউটনিক প্রভৃতির মাতৃ-স্থানীয় ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি-আর্য ভাষায় এই রীতিতেই হইত, ইহা অনুমান করা যায়। টিউটনিক ভাষাগুলিতে এই রীতি; যেমন, আরমান ভাষায়, anderthalb = দ্বিতীয় অর্ধ = বার্ষ = ১½; drittehalb = তৃতীয়-অর্ধ = ২½; viertehalb = চতুর্থ অর্ধ = ৩½, ইত্যাদি। আংলো-সাক্সন বা প্রাচীন-ইংরেজিতেও এই রীতি। গ্রীকেও কতিং পাওয়া যায়; যেমন triton hēmitálon = তৃতীয় অর্ধ-ভাগ = অর্ধ-তৃতীয় বা আড়াই ট্রালেন্ট অর্থ। 'অর্ধ-তৃতীয়' = বাহার (পূর্ণ এক ও দুইয়ের পর) তৃতীয় হইতেছে মাত্র অর্ধ; তজ্জন 'অর্ধ-চতুর্থ' = বাহার (এক, দুই ও তিনের পর) চতুর্থ হইতেছে অর্ধ; এইরূপ চিন্তা-প্রণালীতে এই প্রকারের পদের উদ্ভব।

আধুনিক আর্য-ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত ভগ্ন-বা সার্ক-সংখ্যা-দ্ব্যাতক পদগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা হইতেই গৃহীত। নিম্নে ভারতীয় আর্য (সংস্কৃত) সার্ক সংখ্যা-বাচক পদ ও তাহাদের ক্রম-বিকাশে উৎপন্ন আধুনিক রূপ প্রদর্শিত হইল।

১ = 'অর্ধ' > 'অর্ধ' > 'অর্ধ' > 'আধ', সমাসে কুত্রচিৎ 'অধ'; এই রূপটো প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই মেলে। বাঙ্গলা-ভাষার মূল মাগধী-প্রাকৃতের বিশেষত্ব ছিল, র-যোগে দন্ত্য-ক্ষণির মূর্দ্ধন্যীকরণ; 'অর্ধ' হইতে 'অড্‌চ্', 'আঢ়', 'আড়' রূপই বাঙ্গলার বিশিষ্ট, নিজস্ব রূপ হওয়া উচিত। 'আড়পাগলা' = 'আধ-পাগলা', 'আড়-মানলা', 'আড়ে গেলা' = 'অর্ধচর্কিত করিয়া গেলা' প্রভৃতি শব্দে এই 'অড্‌চ্' > 'আড়' রূপ বিদ্যমান। (ত্রীষুত জ্ঞানেব্রহ্মোহন দাসের 'বাঙ্গলা ভাষার অভিধান' দ্রষ্টব্য)। তন্নিম্ন 'দেড়', 'আড়াই' শব্দেও এই মূর্দ্ধন্ত-যুক্ত 'অড্‌চ্' পদ বিদ্যমান। (নিম্নে দ্রষ্টব্য)। গুজরাটীতে 'অড়:খা' = 'আড়' + 'আধ' — এই পদে দুই ভিন্ন ভিন্ন আর্য-ভাষার মূর্দ্ধন্ত ও দন্ত্য রূপের মিশ্রণ দেখা যাইতেছে।

২ = 'বার্ষ': (১) 'বি-অর্ধ' > * 'দি-অড্‌চ্' > * 'দিঅঢ়' > 'দেড়' (হিন্দী, উড়িয়া), 'দেড়' (বাঙ্গলা), দৌড় (মারহাটী); (২) 'বি-অর্ধ' > * 'দি-অড্‌চ্' > * 'ডি-অড্‌চ্' > 'ডেবড়' ; 'ডেড়, ডেড়' (হিন্দী), 'ডেড়, ডেওড়া' (পাঞ্জাবী), 'ডেড়' (বাঙ্গলা কথ্য ভাষায়), 'ডেড়ু' বা 'ডেড়ে' (সিন্ধী); (৩) 'বি-অর্ধ' > * 'দো-অড্‌চ্' বা * 'ডো:' > 'জেরড়', 'ডোড়'; 'দোড়', 'দোহোড়' (গুজরাটী), 'ডোড়া, ডোড়া' (হিন্দী), 'দোড়, ডুড়া, ডুড়' (পাঞ্জাবী)। গুণন-কালে হিন্দীতে 'ডোড়া, ডোড়া' পদের ব্যবহার হয়।

২½ = 'অর্ধ-তৃতীয়' (১) 'অড্‌চ্-তৃতীয়' > 'অড্‌চ্‌তীয়, -তীয়' (উচ্চারণ সৌকর্যার্থে hapology বা 'সকলবহান' ধার) একটা 'ত'-কারের লোপ; অশোকের অনুশাসনে 'অড্‌তীয়' = 'অড্‌চ্‌তীয়' > * 'অড্‌চ্‌তীয়' > * 'অঢ়্‌চ্' > 'অঢ়ী'; (গুজরাটী) 'অঢ়ী, হড়ী'; (২) * 'অড্‌চ্‌-তৃতীয়' > * 'অড্‌চ্‌-অর্ধীয়' > * 'অড্‌চ্‌র্দীয়' 'অঢ়্‌চ্‌র্দীয়' > 'অঢ়্‌র্দ'; 'অঢ়্‌র্দ', 'ঢ়র্দ' (হিন্দী), 'অঢ়্‌র্দ' (সিন্ধী), 'ঢ়র্দ', 'ঢ়র্দ' (পাঞ্জাবী), 'আড়াই' (বাঙ্গলা); (৩) * 'অড্‌চ্‌-তৃতীয়' > 'অড্‌চ্‌-তৃতীয়া' > * 'অড্‌চ্‌-অইজ্জ' > * 'অড্‌চ্‌ইজ্জ' > * 'অঢ়ীজ' > 'অঢ়ীজ' (মালয়ালম)।

ওই = 'অঙ্ক-চতুর্থা' > '* অঙ্ক-চতুর্থা' > '* অঙ্ক-চতুর্থা' > 'অঙ্ক-অউট্ঠ' > '* অঙ্ক-অউট্ঠ' > '* অঙ্ক-অউট্ঠ'; পরে, খুব সম্ভবতঃ অর্ধাচীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ, '* অঙ্ক-অউট্ঠ'; ওদন্তের উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ ছই মুদ্র্যন মহাপ্রাণ ধ্বনি 'চ' ও 'ট্ঠ'এর একটিকে 'হ' করে আনৌত করিয়া, '* অঙ্ক-অউট্ঠ', 'আঙ্ক-অউট্ঠ'। কিংবা '* অঙ্ক-চতুর্থা', '* অঙ্ক-অউট্ঠ' > 'অঙ্ক-অউট্ঠ' (জৈন-প্রাকৃতে)। প্রাচীন বাজলায় আদ্য অক্ষর 'অ-কার' কে 'আ'তে রূপান্তরিত করিবার দিকে বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়; ওদন্তসারে বাজলায় 'অঙ্ক-অউট্ঠ' > 'আঙ্ক-অউট্ঠ' রূপ, যাঁহা চতুর্দশ শতকের বাজলায় (খ্রীষ্টাব্দ-কর্তনৈ) ও 'আউট্ঠ' রূপে আসামীতে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের বাজলায় (পঞ্চদশ শতকের পরে) 'হ' লোপে ও মহাপ্রাণ 'ঠ'র প্রাণ বর্জনে এই শব্দের রূপ 'আউট'। আধুনিক বাজলায় এই শব্দ লুপ্ত। পাঞ্জাবীতে ও হিন্দীতে এই শব্দ মেলে—হিন্দী রূপ 'হুঁটা', 'হৌটা', 'হুঁটা', 'হৌটা', বা 'হৌটা'; পাঞ্জাবী রূপ—'উটা' 'উটা', 'উটা' (হোয়ান্দের পুস্তক দ্রষ্টব্য); পুরাতন বাজহানী 'কান্ধে দে প্রবন্ধ' কাব্যে—'উটা', আধুনিক বাজহানীতে 'হুটা'। 'হুঁটা', 'হৌটা', 'হৌটা' প্রভৃতি হিন্দীতে ও অন্ত ভাষায় গুণনকালে, বিশেষতঃ কন্নড়ের সময় ব্যবহৃত হয় (Kellogg কৃত হিন্দী ব্যাকরণ দ্রষ্টব্য)।

প্রাচীন মৈথিলীতেও এই শব্দ পাইয়াছি। মৈথিলী ভাষার প্রাচীনতম পুস্তক, মাহার সম্বন্ধে আমরা কোনও খবর পাইয়াছি, তাহা হইতেছে, কবিশেখর জ্যোতির্দীপের ঠাকুরের রচিত 'বর্ণ-রত্নাকর'। এই বই খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদে (১৩০০—১৩২৫তে) লেখা হয়। * 'বর্ণরত্নাকর'এর মূল পুথির ২৮খ সংখ্যক পাতায় 'অঙ্ক' শব্দ পাওয়া যায়। নায়কের শরন-বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রহকার শয়ার বিবরণ দিতেছেন :—'ক্ষটিক দণ্ডা, পদ্মরাগক দণ্ডিকা, অঙ্ক হাথ দীর্ঘ, অঙ্ক এ হাথ ক'ও সেক' = 'ক্ষটিকের দাঁড় (=পায়), পদ্মরাগের দাঁড় (=ছাপরের খুঁটা), সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ, অঙ্ক এ হাথ ক'ও সেক'। 'আট হাত লম্বা' বিহানার কথা শুনা যায় না; তন্নিম্ন বর্ণরত্নাকরে 'আট' অর্থে 'আঠ' শব্দের প্রয়োগ বহুবার আছে, কিন্তু এই স্থান ভিন্ন অত্র 'অঙ্ক' রূপ নাই। Kellogg এর ব্যাকরণ অনুসারে, এই শব্দের রূপ আধুনিক মৈথিলি 'ইটা, হুঁটে, হুঁটা, হুঁটা, হুঁটা, হুঁটা'; বগহৌতে 'ইটা, হুঁটা'; ভোজপুরিয়াতে 'ইটা, অংগুটা, অংগুটা'।

* ইহার একমাত্র পুথি বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে; পুথিখানির লেখার তারিখ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ। বইখানি গম্বো লেখা; ইহা একখানি অভিধান বা শব্দ সংগ্রহের নক বই, নানা বিষয়ের বর্ণনা-ব্যাপদেশে বহু মৈথিল ও সংস্কৃত শব্দ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেমন 'নগর-বর্ণনে' নগরস্থ সমস্ত জাতি ও ব্যবসায়ী প্রভৃতির তালিকা, 'রাজসভা-বর্ণনে' রাজার অন্তরে পার্শ্বেরাতির নামের তালিকা; 'নামিকা-বর্ণনে' অলঙ্কার প্রসাধনাদির বর্ণনা আছে, তৎসঙ্গে যুগ্ম অভিধেয়ক ভোজনাদির ও বর্ণনা আছে। মৈথিলির প্রাচীন ধরণ ও ব্যাকরণ জ্ঞানীর পক্ষে এই বইয়ের সহায়তা অমূল্য। পূর্বনীয় মহাপ্রাণোপায়ী শ্রীমুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্য' সিদ্ধান্তার্থগণের নাম আলোচনা-কালে 'বর্ণ-রত্নাকর'এর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের তালিকাও দিয়াছেন। এই বইয়ের মূল পুথিখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এক নকলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই পুস্তক প্রকাশ করিবার কথা হইতেছে।

‘অকুট্’ শব্দ (জৈন) অর্ধ-মাগধীতে পাওয়া যায়। ‘অর্ধ-চতুর্থ’ শব্দের ‘অকুট্’তে পরিবর্তন, ত্রীতীয় পঞ্চম শতকের পূর্বেকার নহে। সংস্কৃতে ‘অকুট্’র কি রূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে অসীমকাল কালের পণ্ডিতেরা ঠিক করিতে না পারিয়া, প্রাকৃত শব্দের অনুকরণে সংস্কৃতে ‘অধুট্’ এই একটা কৃত্রিম শব্দের সৃষ্টি করেন। ‘অধুট্’ কচিং সংস্কৃতে প্রযুক্ত দেখা যায়; যেমন ‘অধুট্-বলয়’ = ‘সাড়ে তিন পাকের তাগা বা বালা; সাড়ে তিন পাকে জড়াইয়া সাপের অবস্থান’ (Monier Williams এর সংস্কৃত অভিধান দ্রষ্টব্য)।

৪২ = ‘অর্ধ-পঞ্চ’ বা ‘অর্ধ পঞ্চম’ > ‘*অড্-বঞ্চম’ > ‘*অড্-বঞ্চ’ > ‘*অড্-উঞ্চ’ > ‘টোচা’ (পাঞ্জাবী), ‘টোচা’ (হিন্দী), ‘ঢুচা’ (রাজস্থানী), ‘খোঁচা, খোঁচে, চোচে, টোঁচ, চোচা’ (মৈথিলী), ‘খোঁচা’ (মগহী) ‘ধম্চা, ধম্চা’ (ভোজপুরিয়া)। ‘ছুঁচা’ প্রভৃতির ভ্রাতৃ এই শব্দ জরীপের কাজে ও গুণনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪২ = হিন্দী ‘পোঁচা’; মৈথিলী ‘পহঁচা, পহঁচে, পোঁচা’; মগহী, ভোজপুরিয়া ‘পহঁচা’।

৬২ = হিন্দী ‘খোঁচা’, মৈথিলী ‘খোঁচা, খোঁচে, খোঁচা’, মগহী ‘খোঁচা’, ভোজপুরিয়া ‘খিঁচা’।

৭২ = হিন্দী ‘গতৌচা’, মৈথিলী ‘গতৌচা’, মগহীতে এই শব্দ নাই, ভোজপুরিয়া ‘চলৌসা’।

৪২, ৬২, ও ৭২-এর জ্ঞাত শব্দগুলি আধুনিক; আদি আৰ্য্য-ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয় না। ছোঁচা-বলে ও কেলগ-এর মতে এই পদগুলি ‘খোঁচা’ = ৪২ এর অনুকরণে সৃষ্ট। সংস্কৃতে কিন্তু ৪২ = ‘অর্ধ-বষ্ট’, ৬২ = ‘অর্ধ-সপ্তম’ ইত্যাদি পদের প্রচলন ছিল। আমরা ‘সাড়ে বার’ অর্থে ‘অর্ধ-ত্রয়োদশ’ এর প্রয়োগ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাই।

আড়াইয়ের উর্দ্ধ সার্ক-সংখ্যা জানাইতে হইলে সাধারণতঃ ‘সাড়ে, সাড়ে’ শব্দের প্রয়োগ হয়। এই ‘সাড়ে, সাড়ে’ শব্দের মূল, ‘সার্ক-ক’ শব্দ; ‘সার্ক-ক’ < ‘সড্-অ’ < *‘সাড়া’; ইহার তির্য্যক রূপ, বহুবচনার্থে, ‘সাড়ে’, ‘সাড়ে’ = ‘সড্-হ’; এ-কার দ্বারা বহুবচন দোতন—তুলনীয়, হিন্দী ‘বোড়া’—বহুবচন ‘বোড়ে’। গুজরাটীতে আমাদের ‘সাড়ে’ শব্দের প্রতিশব্দ হইতেছে ‘সাড়া’; এই আ-কারান্ত রূপ বহুবচনের; এক বচনে *‘সাড়ে’ হইত।

বাক্সলা দেশে, পল্লীগাম অঞ্চলে কোথাও না কোথাও, ‘অর্ধ-চতুর্থ’ > ‘আছ’, ‘আউট’ = ৩২, ও ‘অর্ধ-পঞ্চম’ > ‘অটোঁচা, টোঁচা’ = ৪২, শব্দের অনুরূপ শব্দ এখনও বিদ্যমান থাকা সম্ভব। এ সম্বন্ধে, আশা করি যিনি এইরূপ শব্দ পাইয়াছেন, বা বাহার জরীপ প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকার দরুন পাইবার সম্ভাবনা আছে, তিনি আমাদের কৌতুহল দূর করিবেন।

শ্রীহরীতকুমার চট্টোপাধ্যায়

শুদ্ধিপত্র

অধ্যাপক শ্রীহারকানাথ মুখোপাধ্যায়-লিখিত ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রিংশ ভাগের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত “বৈজ্ঞানিক পরিভাষা” গ্রন্থের ভ্রম-সংশোধন—

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৭		২১	Acoustics	ও Acoustics
৭৮		২	কবে	ঠেঁকিবে
৮১	১ম	২০	নিত্যগুণস্থ	নিত্যগুণক
৮১	”	২৩	Endosmore	Endosmose
৮১	২য়	৬	নিস্তালন	নিশ্চালন
৮১	২য়	২১	বলসামান্তরিক	বলসামান্তরিক
৮২	১ম	১১	Harmonies	Harmonics
৮২	”	২০	tourniquet	tourniquet
৮২	২য়	২৮	বস্ত্রের	দগু বস্ত্রের
৮৪	১ম	২৭	goses	gases
৮৪	২য়	২২	দগুচক্র	দস্তচক্র
৮৫	২য়	১	Rive's	Tour's
৮৬	১ম	৭	আখাসতা	আশ্রানতা

৪৩। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটি কাগজ। আকার,
১৪½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২২। প্রতি
পৃষ্ঠার ১৬-১৭ পঙ্ক্তি। সম্পূর্ণ। ১ম ও
শেষ পৃষ্ঠা কীটদষ্ট।

আরম্ভ ৩৭ সংখ্যক পুথির অমূরূপ।

মধ্য,—

তিন রাজ্য বারানসে করিএ বিশ্রাম।
চলিলা পয়ার পথে দুর্বাদলভ্যাম ॥
কুন্তলে জটার দাম দক্ষিন কপালে।
বেষ্টিত হইলা তাহে কুন্তলভাজালে ॥
নিল পদ্ম জিনি রামের সুকমল তনু।
দক্ষিনে বিচিত্র সর বামে দিক্ষা ধনু ॥
পরিধান বৃক্ষছাল ফলমূল আহার।
দুর্বাদলভ্যাম মুক্তি অতি চমৎকার ॥
নবজলধর রাম অঙ্গ অমূপাম।
রবির কিরনে তাহে ঘন বহে বাম ॥
অঙ্গন কমল পাএ কুসুমুর ফুটে।
পরিপূর্ণ করি তুন বাকিআছেন পিঠে ॥
ঐরামের বেশ দেখি জনককুমারি।
হুই নেজে বহে ধারা নিবারিতে নারি ॥
ধিক ধিক বিধি তব এমন বিচার।
রাম বনগামি তরুণেরে রাজ্যভার ॥
এই রামচন্দ্র দসরুণের তনয়।
ইহারে এমনত তব উপজুক্ত নয় ॥
কুবনে পুজিত দসরুণ মহিপাল।
এহরাধ জিনি জেবা ভুজ্ঞে ঠাকুরাল ॥
পৃথিবিতে জত জত আছেএ ভূপতি।
জাহ্নবী আজ্ঞামে আসি করে নিতি নিতি ॥

হেন রাজপুত্র রাম কোদন্তাকুমার।
এমন কঠিন দশা করিলে ইহার ॥
এত দিনে কৈকটের পূর্ণ অভিলাস।
রাজ্য ধন লএ রায়েমুদিল বনবাস ॥
এত বলি কান্দে সিতা করি হার হার।
করিল এমন দশা ভরুণের মায় ॥
এতেক অক্ষেমা করি জনককুমারি।
হুই মেজে বহে ধারা নিবারিতে নারি ॥
এইরূপে জান তিনে অশোর কাননে।
গাণ্ডার মহিস সিংহ দেখেন নির্জনে ॥
লোহে পরিপূর্ণ নেজে জানকির অতি।
ঘোর অন্ধকার বন পথ নাই তথি ॥
ঐরাম বলেন কর পথের সোধন।
অতি ভয়ঙ্কর এই দেখিএ কানন ॥
রাম আশা পাইএ লক্ষন ধনুর্ধর।
পথ উদ্ধারিলা বির এড়ি দিক্ষা সর ॥
হেথা সে রবির তাপে জনককুমারি।
বামে তোল ভোল অঙ্গ সঘরিতে নারি ॥
হুনিকে অধিক অঙ্গ অতি সুকমল।
প্রচণ্ড রবির তাপে হএছে বিকল ॥
সুকমল পাদপদ্মে পড়িছে রুধিরে।
চলিতে না পারি লক্ষন গোচর প্রকুরে ॥
সিতারে প্রবোধ বাক্য কহেন লক্ষনে।
হের দেখে জানকি বসিব স্থানে ॥
এত স্থনি লক্ষনের মোধর বচন।
ধিরে ধিরে পদ হুই করিলা গমন ॥
লক্ষন কহেন প্রভু বৈল এই স্থানে।
কুটিল সিতার পদ পথের পাগানে ॥
সিরিস কুন্তল অঙ্গে কিরম না সর।
বিধি পৃথিকুল আছে আর কিবা হয় ॥

লক্ষনের বচন সুনীয়া রঘুনীথে ।
 ক্রোদন্ত হেলন দিএ দাণ্ডাইলা পথে ॥
 সিতার রোদন দেখি কমললোচন ।
 রামের নখনের জল না জাএ ধরন ॥
 তোমারে কহিলাম সিতা চিত্রকূট পর্বতে ।
 ফিরে ঘরে আর তুমি ভরথের সাথে ॥
 না সুনীয়া বাক্য মোর সজ্ঞেতে আইলে ।
 আর কত ছব্বি বিধি লেখিল কপালে ॥
 অতএব বদন তব হইল মলিন ।
 বিরূপ দেখিএ জেন সিসিরে নলিন ॥
 চলিতে না চলে তব চরনকমল ।
 চলিতে হইল জেন পদ উত্পল ॥
 কমক চম্পক চারু চরনকমলে ।
 রক্তিম হইল জেন মাখিল হিন্দুলে ॥
 তাহাতে যশের জলে ভিজিল বসন ।
 গয়াতুমি কত ছরে কহ সর্বজন ॥
 এতেক নিষ্ঠুর বাক্য সুনীয়া জানকি ।
 ধিরে ধিরে জান মাতা মনে বড় ছুখি ॥
 মনে ছব্বি ভাবি রাম বসি বিকম্বলে ।
 ছই ধারা বহে রামের নখনকমলে ॥
 স্রম নিবারনে বৈসেন কমলনখান ।
 মনেতে বিগগি প্রভু করিলা বিজ্ঞান ॥
 দেখিরা সিতার স্রম স্মিতানন্দন ।
 জানকির অঙ্গে বাউ দেন বনে বন ॥
 মবিন পল্লব ডাল বাউ দেন অঙ্গে ।
 স্রম নিবারিএ সিতা উঠিলা তরঙ্গে ॥
 স্রম ছর গেল সিতা আনন্দ উল্লাস ।
 আনন্দকাণ্ডের কথা রচেন কিস্তিবাস ॥

(পৃ° ৪১২-৪১৩)

অন্ত,—

তার পর লক্ষনের কন রঘুবর ।
 জটাউ বলিল ভাই জে সব উত্তর ॥

চল ভাই লক্ষন সন্ধান করিরা ।
 স্ত্রিবি ভেটাব ভাই স্ত্রমুখে গিরা ॥
 জে আজ্ঞা বলিরা উঠেন স্মিতানন্দন ।
 ছই ভাই বনে বনে করিলা গমন ॥
 পম্পানদীর তিরে উত্তরিলা রাম ।
 বৃক্ষমূলে বসিলেন দুর্কাদলভাম ॥
 জলেতে কমল কত হয় বিকসিত ।
 নানা জাতি পক্ষগন অলি গায় গিত ॥
 ডাহকা ডাহকি কত খঞ্জন খঞ্জন ।
 গন্ধ লগ্না মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥
 চাহিল্যা জানকিনাথ কমলের পানে ।
 জানকির মুখপদ্ম পড়ে গেল মনে ॥
 কমল দেখিএ রাম করেন রোদন ।
 চন্দ্রমুখি কোথা গেল প্রানের লক্ষন ॥
 আর মোর হেন ভাগ্য কত দিনে হব ।
 জানকির মুখপদ্ম নখনে দেখিব ॥
 প্রবোধ করেন রামে স্মিতাকুমার ।
 সুন প্রভু রামচন্দ্র বচন আমার ॥
 বলিরা রোদনে রাম কিবা হবে কল ।
 গা তুলহ জাড়া কর প্রভু দুর্কাদল ॥
 অনুমানে বুঝি এই স্ত্রমুখগিরি ।
 ইহাতে স্ত্রিবি আছে দেখা গিএ করি ॥
 ইহা সুন হাথেতে লইয়া ধনুসর ।
 উঠিলেন রামচন্দ্র পর্বত উপর ॥
 স্ত্রিবি বসিএ ছিল পাত্ৰ [চারি সনে] ।
 [সসজ্জিত] হৈল দেখি স্ত্রি রাম লক্ষনে ॥
 ভক্ত নিরা উঠে গিরা স্ত্রদের উপরে ।
 নিরঙ্কন করিতেছে ছই সহোদরে ॥
 কিস্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম স্ত্রকন ।
 আনন্দ কাণ্ডের কথা [করিল] রচন ॥

৪৪। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটে কাগজ ।

আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১-২, ৪-১৩ । প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি । খণ্ডিত ।

আদি,—

কগংগ পার হইয়া চলিলে [ন] তিন জন ।

বোনবাস বঞ্জন রাম মূনির আশ্রম ॥

ভ্রমণ করেন রাম মূনির আশ্রমে ।

দেখিয়া রামের গুন তুই মূনিগনে ॥

মূনিপত্নি সঙ্গে সিতা থাকেন হরিষে ।

মূনিপত্নিগন তখন সিতারে জিজ্ঞাসে ॥

মূনিপত্নিগন বলেন সুন দেবি সিতা ।

কাহার বহুয়ারি তুমি কাহার হুহিতা ॥

রঘুনাথ বিভা তোমায় করিল কেমনে ।

বোনবাসে আইলা তুমি কিসের কারনে ॥

সিতা বলেন জনক পিতা মাতা তো পিথিবি ।

দসরথের বহু আমি রামের মহাদেবি ॥

রাজ্য সমেতে গিয়া জনক ঋষির সন্মানে ।

চারি পুত্র বিভা কৈল পরম সানন্দে ॥

ভৃগুরাম নামে কেজি জানেত সংসারে ।

নিরাহার তপ করে আরাধি সত্বরে ॥

তুই হইয়া সিব তাকে দিল সরাগন ।

গাণ্ডিব লইয়া জেনে ই তিন ভুবন ॥

তবে কতো দিনে আইলে মিথিলা নগরে ।

জনকের ঘরে আসি দেখিল আমারে ॥

আমার পিতাকে সেই জিজ্ঞাসে কারন ।

তোমায় কন্ডার করিব আমি পানিগ্রহন ॥

মূনিঞা আমার বাপ দিলা অমৃততি ।

শিবু দেখি'বিভা না করিল ভৃগুপতি ॥

ভৃগুরাম বলে আমি আই তপোবানে ।

বিভার ভৃগু কন্ডা হইলে করিবে গ্রহনে ॥

জনক বলেন তুপি তপে কৈলে মন ।

কতো দিন রাখিব কন্ডা করি নিবেদন ॥

অজয় ধনুক তবে দিলা ভৃগুরাম ।

ধনুক ভাঙ্গিবে জেই তারে দিবে দান ॥

এত বল্যা তপস্তাক্ষ গেল ভৃগুপতি ।

অনেক দিন আছিলাম বাপের বসতি ॥

কতো দিনে জনক রাজা আনিল দসরথে ।

রাজ্যখণ্ড আইল রাজা চারি পুত্র সাথে ॥

হরের ধনুক তবে ভাঙ্গিলা ঈরাম ।

সুসি হইয়া পিতা আমার মোরে কৈল দান ॥

উমিলা করিলা বিভা দেওর লক্ষন ।

ঈরাম করিল আমার পানিগ্রহন ॥

কুসম্বজ খুড়ার ছিন্ন দুই নন্দিন ।

ভরথ সক্রমণ কৈল বিভা পরম্‌কামিনি ॥

চারি পুত্রবধু লইয়া সবুর আইল গ্রামে ।

এই মতে মিথিলা মোরে ঠাকুর ঈরামে ॥

মধ্য,—

রাত্রি প্রভাত হইল অতি বিহন বেলে ।

স্নান করিতে গেলা রাম গোদাবরির কূলে ॥

লক্ষন বির মাথে কৈল পানির কলসি ।

স্নান করি আইল তবে সিতাত রূপসি ॥

সরংকাল গেল হইল হেমন্ত প্রবেস ।

পঞ্চবটে রহেন রাম ছাড়িয়া নিজ দেশ ॥

চারি মাস উত্তর দিগে সিত বাতাস বহে ।

নূতন ফল এখন সর্ব লোকে খাএ ॥

শ্রবস নারিক ফল যুমধুর পানে ।

দেবলোক গিতিরিলোক তুই হয় দানে ॥

উত্তর বাতাস বহে সিতল নদীর পানি ।

চন্দ্র উদয় করে জেন ধবল রজনী ॥

পোহিমার চন্দ্র করে সংসার উজ্জল ।

(পৃ ১১১২)

৪৫। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

(গয়ায় পিণ্ডদান পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটি কাগজ।
আকার, ১০½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১১।
প্রতি পৃষ্ঠায় ২ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন
১২৬৩ সাল। অসম্পূর্ণ ও কীটদষ্ট। প্রাপ্তিস্থান,
বর্দ্ধমান। প্রথম পত্রের মাথায় ১২৫৭ সাল
লেখা আছে।

নমস্কার শ্লোকের পরে কবিশেখরের ভণিতা-
বৃত্ত একটি ত্রিপদী; তাহার পর পালা আরম্ভ
হইয়াছে। শেষের পাতাখানি জোড়া দেওয়া।

৪৬। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

(গয়ায় পিণ্ডদান পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটি কাগজ। আকার,
১০½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১। প্রতি
পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৫
সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।
আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্বজং ইত্যাদি শ্লোক।

রাম বলেন ছুশখু পাইলু লংঘি সভার বচন।
আমা নিতে ভাই বহু করিলা জতন ॥
চিরকুট ছাড়িয়া চলিল তিন জন।
গয়াভূমে গিয়া রাম দিলা দরসন ॥
বোনে বোনে ভ্রমন করিয়া তিন জন।
আচম্বিতে গয়াভূমে দিলা দরসন ॥
রাম বলেন সিতা তুমি থাক রেইখানে।
সামিগ্রি কিনিতে যোরা আই দুই জনে ॥
শিতাকে পিণ্ড দিব ফান্ত নদীর তিরে।
ইহাতে পিণ্ড দিলে রাজা জীবেন স্বর্গপুরে ॥

সিতা বলে যুন এতু করি নিবেদন।
পূর্বকথা কহ এতু য়নিরে কারন ॥
কি নিমির্ন্তে গয়াভূম হইল এখানে।
ইহাতে পিণ্ড দিলে জার বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
রাম বলেন যুন সিতা আমার বচন।
পূর্বকথা কহি আমি তাহে দেহো মেন ॥
পূর্বেতে এখানে নাম ছিল গয়াসুরে।
অনেক রোন তার সঙ্গে কৈল পুরন্দরে ॥
গয়াসুর নাম তার এইখানে ছিল।
ব্রহ্মাদি করিয়া সব দেবতা জিনিল ॥
সত্য জুগে গয়াসুর রাজা পিথিবিতে ছিল।
নানা পুস্তজজ করি স্বরির তেজিল ॥
অশ্বমেধ আদি করি নানা জজ করে।
তাহার স্বরির হৈইলা অক্ষয় কলেবরে ॥
প্রণয় স্বরির তার কাহাকে না মানে।
স্বরির সাধিয়া সেহ জিনিল মরনে ॥
মহাপ্রতাপ তার কাহাকে না মানে।
একে একে জিনিল সকল দেবগনে ॥
অমুর ভয়ে দেবগন রহিতে না পারে।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সন্তে স্তব করে ॥
অমুর ভয়েতে গোসাক্ষী নাহি অব্যাহতি।
এই বার রক্ষা কর যুন প্রজাপতি ॥
সকল দেবভাগনের এতু দেখিয়া কাকুতি।
আপনি আইলা প্রভু লয়া পশুপতি ॥
অনেক রোন কৈল তেঁহ গয়াসুর সর্নে।
তবু তেঁ জিনিতে নারে ব্রহ্মা তিলোচনে ॥
ব্রহ্মা [বলে] অমুর তুমি বড় বলবান।
তোমার পোমান কেহ নাহি পুস্তবান ॥
ব্রহ্মা বলে গয়াসুর যুনহ বচন।
তোমার উপর জজ করিব এখন ॥
ব্রহ্মার কথা য়নিআ বলিছে গয়াসুরেণ।
জন্ত করহ যোহে আমার উপরে ॥

আমার উপর জজ কর ছই জন ।
 তথাপি উহাতে মোর না হবে মরন ॥
 চিত হরা গরাসুর পড়িল সেখানে ।
 জজ করিতে বসিলা ব্রহ্মা তিনলোচনে ॥
 শিখিবিতে পাথর পর্কত কত ছিল ।
 গরাসুরের উপরে সকল চাপাইল ॥
 জজ সঘা আনিয়া দেয় সব দেবগনে ।
 জজ করিতে বসিলেন ব্রহ্মা তিলোচনে ।
 সকল দেবগনে পেয়া ব্রহ্মা মংহস্বর ।
 সভে একমন হয়। হৈলা বিশ্বস্তর ॥
 বিশ্বস্তর মুক্তি হয়। গরাসুর উপরে ।
 সব দেবগন লয়া বসিলা পুরন্দরে ॥
 অগ্নি জালি জজ করে ব্রহ্মা তিনয়ান ।
 দিতল হয়। অগ্নি উঠে মুক্তিমান ॥
 অগ্নিমধ্যে ঘুত ঢালি কলসি কলসি ।
 মুক্তিমান হয়। ব্রহ্মা জলে রাসি রাসি ॥
 অসুর উপরে জজ.....জে করিল ।
 তথা অসুর তিলেক ভয় না করিল ॥
 সভে বলে গরাসুর ইবে সে মরিল ।
 জজ সাক করি ফোটা কপালে পরিল ॥
 গরাসুর বলে এই জজ সাক হৈল ।
 গা ঝাড়া দিএ বির তখন উঠিল ॥
 গাচ পাথর পর্কত পড়িল কত ছরে ॥
 দেখি সব দেবগন হইলা ফাকরে ॥
 গরাসুর বলে যুন সকল দেবগন ।
 তোমাদের হাতে মোর না হবে মরন ॥
 এতেক বৃশ্চিকা দেবগনে লাগে ত্রাস ।
 অরক্ত কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিস্তিবাস ॥

১৪ × ৪৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ২৯ । প্রতি পৃষ্ঠার
 ১২ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন ১২২৪ সাল ।
 সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বাকুড়া ।

আদি,—

আরন্যকাণ্ডে সীতা চুরি করিল রাবন ।
 সীতা খুজি বেড়ান রাম ভাই ছই জন ॥
 যেমতে হইল হুম্মান শব্দে দেখা ।
 কিস্কিন্দাকাণ্ডে সুন জাথে সুগ্রীবসনে শখা ॥
 ঐরামচরিত্র সুন অমৃতের ভাণ্ড ।
 অবধানে সুন সভে কিস্কিন্দা জে কাণ্ড ॥
 কিস্কিন্দাকাণ্ডে সুনিলে রামের পাই বর ।
 অশ্রুমেখে উঠেন রাম ছই সহোদর ॥
 ছই ভাই উঠিলেন পর্কত উপরে ।
 তাহা দেখিয়া ভয় পাইল পুঙ্ক জে বানরে ॥
 সুগ্রীব কহে হুম্মান দেখ ছই ধমুকি ।
 এই স্থান ছাড়ি আস্য অস্ত্র স্থানে থাকি ॥
 তপস্বীর বেস ছুঁয়ার দেখিতে সুল্লর ।
 আমারে বধিতে পাঠার বালি জে বানর ॥
 মহাবুদ্ধি বানররাজা নানা যুক্তি ধরে ।
 আমারে বধিতে পাঠার ছই তপস্বিরে ॥
 সুগ্রীবের বোলে ভয় পাইল বানরে ।
 লাক দিয়া উঠে উচ্য বৃক্ষের উপরে ॥
 কোন বৃক্ষ সহিতে নায়ে বানরের ভার ।
 ফল ফুলে বৃক্ষ সব ভাঙ্গিছে আপার ॥
 উচ্য বৃক্ষে উঠি তখন দেখে হুম্মান ।
 নবজলধর মূর্তি বাকল পরিধান ॥
 নীল মেঘ জিনি রূপ কনকের আভা ।
 মেঘের উপরে বেন বিজুরির সভা ॥
 পৃষ্টদেশে ভূনভার অতি সোভা করি ।
 বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া বৃষ্টি আইলেন হরি ॥
 হুম্মান বলে রাজা না হবে কাতর ।
 বালি রাজার চর নহে জাখে তোমার ডর ॥

৪৭। রামায়ণ—কিস্কিন্দাকাণ্ড ।

প্রচরিতা—কৃষ্টিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার,

পূর্বে সূর্য্য স্থানে পড়ি পদ্ম জে পুরানে ।
 এমম কালেতে ব্রহ্মা আইলা সেই স্থানে ॥
 প্রণমিঞা সব কথা জিজ্ঞাসিলুঁ তাঁথে ।
 বিষ্ণুকে দেখিবে তুমি ঋষ্মুখ পর্কতে ॥
 বুঝি সেই দীন রাজা উপনীত হইল ।
 বৈকুণ্ঠনিবাসি হরি উদয় করিল ॥
 নহিলে এতেক রূপ ধরে কোন জন ।
 কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য জিনিঞা কিরণ ॥
 ছর দৃষ্টী করি তুমি দেখহ রাজন ।
 আলা হল্য ঋষ্মুখ পর্কতের বন ॥
 কোটি সরত চন্দ্র যেন উদয় করিল ।
 অঙ্গের ছটাতে সব তম দূর গেল ॥
 হুমানের এই সব স্নিঞা বচন ।
 সূত্রীবেদ দক্ষীন নয়ন করয়ে ফন্দন ॥
 সূত্রীব বলে ধমু ধরে এ নহে তপসি ।
 তপস্বি হয়্যা ধমু ধরে বড় ভয় বাসি ॥
 তপস্বি হইয়া হাথে ধরে-ধরুর্কান ।
 কোন কার্য্যে দণ্ডক বনে কর্যাছে পয়ান ॥
 মোর বোলে ধর তুমী তপস্বির বেধ ।
 নিকটে জিজ্ঞাস গিয়া শকল বিশেষ ॥
 কহিল সূত্রীব জদি এতেক উত্তর ।
 মনে মনে ভাবে তখন পবনকোণ্ডর ॥
 পুনর্কীর বৃক্ষে হহু কৈল আরোহন ।
 একদৃষ্টী করি করে রূপ নিরক্ষন ॥
 হুমান বলে রাজা সুনহ শ্রবনে ।
 নবজলধর মেঘ নামিঞাছে ভূমে ॥
 নীল মেঘের পাছে রাজা দেখে এক জন ।
 কনক চম্পক জিনি তাহার বরন ॥
 ভুবন মাঝে নাহি দেখি হেন রূপের ছটা ।
 মেঘের উপরে জেন বিজুরির ঘটা ॥
 সুন রাজা রবীন্দ্রত আশার বচন ।
 এত দিনে হৈল তোমার দৃষ্ট বিমোচন ॥

সুন রাজা এত দিনে দৃষ্ট সব গেল ।
 গোলকনিবাসি হরি উদয় করিল ॥
 হেন কালে বৃক্ষ হৈতে নামি হুমান ।
 রামচন্দ্র দেখিবারে করিছে পয়ান ॥
 তপস্বিরূপ ধরিয়া চলিল হুমান ।
 সাহস করিয়া গেলা রাম সর্দিধান ॥
 কীর্তিবাস পত্নীতের জন্ম স্মৃৎকনে ।
 নগুন ভরি করে হহু রাম দরসনে ॥

রাগ পটমঞ্জরি ॥

হহু হ্রকর অঞ্জলি করি দোহাঁর বদন হেরি
 সক্রপ অক্রপ নগান ।
 অঙ্গে অঙ্গ শঙ্কোচিয়া বয়ানে বিনয় হয়্যা
 পুলক কদম্ব কত বান ॥
 কিবা অপকূপ দেখি নিমিখে নিধন আঁখি
 হেরি ভেল মন মুরচিত ।
 জারে ভাবী যোগবলে জিদয় কমলদলে
 হেন রূপ দেখে আচম্বিত ॥
 দেখিআ [সে] গুনধাম নবহুর্কাদলভাম
 প্রীতছ' লক্ষণ চিহ্ন দেখি ।
 মুখে না নিখরে বানি পূর্ণব্রহ্ম অহুমানি
 কত ধারে সুরে ছটা আঁখি ॥
 আহা গোসাঞি মহাশয় কাহাঁ আগমন হয়
 দরসন ছল্ল'ত তোমার ।
 ই হেন মোহন বেধে আলা বনচর দেশে
 ঋষ্মুখে কেনে আশুগার ॥
 দেখি রাজনিত বেস কি কারণে জটা কেস
 বাকল কেনে তেজিয়া বসন ।
 বিসর্গ নলিন আঁখি জলদ বিশাল দেখি-
 পুর্নিমার চন্দ্রবদন ॥
 কুবলয়দল জিনি চল চল তমুখানি
 বৃক্ষে দেখি প্রীতৎস লক্ষন ।

গোলক ছাড়িয়া হরি আইলা ঋষ্যমুখ গিরি
 স্ত্রীবেশে হুখ বিমোচন ॥
 কি মোর ভাগ্যের লেখা ফলেতে পুন্নিত শাখা
 উদয় হইল কোন তপে ।
 শিব শুক আদি ব্রহ্মা বৈষ্ণব বুঝিয়ে তোমা
 ধ্যান করি সদা রূপ অপে ॥
 আজি স্তব দিন অতি স্ত্রীভাভ হইল রাতি
 আসন্ন করিছে মনে মন ।
 এ মোর সুবুধ আঁখি ছুটি পানপন্ন দেখি
 নিতে চাই চরণে স্বরণ ॥
 স্নানিঞা হস্তর বোল লক্ষণ হৈল উত্তরোল
 রামের মনে হইল উল্লাস ।
 পুরিব মনের আস যেন প্রভু তেন দাশ
 নাচাড়ি রচিল কীর্তিবাস ॥

(পৃ. ২১১)

অন্ত,—

পক্ষ বলেন সুন তোমরা জত বানরগণ ।
 মোর পৃষ্ঠে আসী সতে কর আকোহন ॥
 পার হুয়া বধিব লঙ্কার অধীকারি ।
 রাবন মারী উদ্ধারিব রামের স্নানরি ॥
 জানুবান বলেন পক্ষ বুদ্ধো বৃহস্পতি ।
 আমার বচন তুমি স্নানহ সম্প্রতি ॥
 শ্রীবদ্ধ নাই দেখ অনেক বৎসর ।
 বাপে পোয়ে তোমরা দেশ লড়হ স্তব ॥
 হিমালয় পর্বতে তোমার বদ্ধ বান্দব বৈসে ।
 পিতা পুত্রে জাহ তুমি তাহার উর্দেসে ॥
 নৌতন বল হইল পক্ষের নৌতন শরির ।
 বানরে দেখায়া দিল সন্মুখের তির ॥
 বাপে পোয়ে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর ।
 কটক লয়া অঙ্গ গেল দক্ষীণ শাগর ॥
 * কীর্তিবাস পণ্ডিত কৈল দেবতার বরে ।
 কিস্কিন্দাকাণ্ড শাঙ্গ হইল এত চুরে ॥

৩১২, ৫১৩ ও ১১১২ পৃষ্ঠার মধুকর্ত্তের ভণিতা

আছে ।

৪৮। রামায়ণ—কিস্কিন্দাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলেট কাগজ । আকার,
 ১৬ × ৫২ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১৭ । প্রতি পৃষ্ঠায়
 ১০ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন ১২৩৯ সাল ।
 সম্পূর্ণ; কীটদষ্ট । স্বর্গীয় বশোদানন্দন
 প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ ।

আদি,—

হুই ভাই উঠিলেন পর্বতশেখরে ।
 ভয় পায়া বানরগন পলাইল ডরে ॥
 স্ত্রীব বলেন দেখ আগোছে ধামুকী ।
 এ পর্বত ছাড়ি অন্ত পর্বতেতে থাকী ॥
 হনুমান বলে এখন কী ভাব অন্তর ।
 বালি রাজা নাহি আইসে কারে তোমার ডর
 হইলে চঞ্চল অতি লোকে উপহাসে ।
 না জানি করিলে কর্ম্ম হুখ পায় শেষে ॥
 ভালো মন্দ জানি আমি না হও অস্থির ।
 স্থির হও রাজা জানি কেবা হুই বির ॥
 স্ত্রীব বলে ধনু করে দেখিতে তপস্বী ।
 তপস্বীর হস্তে ধনু মনে ভয় বাসী ॥
 তপস্বীর বেশ ধরে কাহার কুমার ।
 শীঘ্র করি হনুমান জান সমাচার ॥
 কৃত্তবাস পণ্ডিতের মধুর বচন ।
 মন দিবে স্নান সবে গিত রামায়ন ॥ * ॥
 কামরূপি হনুমান তপস্বী হইল ।
 তপস্বীর বেশ ধরি সম্ভাষে চলিল ॥
 জোড়হাত করি হনু কৈল নমস্কার ।
 হাতে ধনুর্কান দেখি তপস্বী আকার ॥
 চন্দ্র সূর্য্য জিনি তেজ দেখি দৌহাকার ।
 কোথা হইতে আইলেন কহিবেন সারকার ॥
 বিশম বশুক বন সিংহ বাজ বৈসে ।
 নির্ভর হইয়া আইলেন কেমন সাহশে ॥

কোন কার্যে আইলেন বানরের দেশ ।
 বানরের দেশে কেনে করিলেন প্রবেশ ॥
 পম্পা নদীর কূলে পর্কত স্বর্গমুখে ।
 বাসা করি রহিয়াছে বানর কটকে ॥
 সুগ্রীবনামে বানররাজা সর্বলোকে জানি ।
 হনুমান নাম আমার স্নন বিরমনি ॥
 মৈত্রতা করিতে সুগ্রীবের অভিলাস ।
 তে কারণে আইলাম তোমা দৌহার পাশ ॥
 রাম বলেন লক্ষ্মন স্নন হনুর বচন ।
 মম কার্য সিদ্ধ হবে হেন বুঝি মন ॥
 রাম বলেন হনুমান করহ গমন ।
 সুগ্রীবের সহিত করাহ দরশন ॥

মধ্য,—

তিন দিগের জদি আইল বানরগন ।
 দক্ষিণ দিগেতে বানর করিল গমন ॥
 দক্ষিণ দিগেতে জায় মনে নাহি ত্রাস ।
 বিলু পর্কতে জাইতে হইল এক মাস ॥
 মাসেক অধিক হৈল ভাবিল অন্তর ।
 জীবনের আসা ছাড়ে সকল বানর ॥
 বিসম গহন বন বড়ই দুর্দেশ ।
 হেন বনে বানর কটক করিল প্রবেশ ॥
 সকল বানর গেল বনের ভিতর ।
 তথা আছে এক রাক্ষস অতি ভয়ঙ্কর ॥
 ধাইয়ে রাক্ষস আইল বানর মারিবারে ।
 রোসিল অঙ্গদ বির জায় সুবিবারে ॥
 অঙ্গদ বলয়ে এই লঙ্কার রাবন ।
 তোহর সন্ধানে ভ্রমি জত বানরগন ॥
 অঙ্গদ রাক্ষস দুই জনে হুড়াহুড়ি ।
 হুড়াহুড়ি ছাড়ি দুই জনে জড়াহুড়ি ॥
 আঁচর কামড়ে দোহে হইল জর্জর ।
 পদাঘাত করাঘাত হানয়ে বিস্তর ॥

বজ্রমুষ্টি মারে অঙ্গদ রাক্ষসের বুকে ।
 অচেতন হৈল রাক্ষস রক্ত উঠে মুখে ॥
 রাক্ষস বধিরে বানর হৈল সব সুখি ।
 বনের মধ্যে নাহি পাইলেন সিতা চন্দ্রামুখি ॥
 অবশেষে বানর কটক বৈসে বৃক্ষতলে ।
 সকল বানরের প্রতি অঙ্গদ বির বলে ।
 মাসেক অধিক হৈল নহিল গমন ।
 সিতা দেবি না পাইলে কি ভাবিহ মন ॥
 জদ্যপি সন্ধান করি সিতা দেবি পাও ।
 রাজার হস্তেতে তবে মরন এড়াও ॥
 অতএব সকল বানর করহ সন্ধান ।
 নতুবা একে একে লব সভার পরান ॥
 রাজপুত্রের বাক্য শুনি জত বানরগন ।
 সন্ধান করিতে লাগিল প্রানপন ॥
 লতা পাতা দেখিতে পাইল বিলম্বার ।
 চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ নাহি মহা অন্ধকার ॥
 পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি করি তবে সকল বানরে ।
 হনুমান বির জায় মহা অন্ধকারে ॥
 বানর সব বলে স্নন পবননন্দন ।
 প্রকাশ পাইব গেলে কত জোজন ॥
 হনুমান বলে বানর না করিবে ত্রাশ ।
 অঙ্গক্ষন পরেতে পাইব প্রকাশ ॥
 সাত জোজন পথ গেল পাতালপুর ।
 রত্ন মন্দির দৃষ্ট হৈল কত ছর ॥
 সন্ন অট্টালিকা কবে অপূর্ণ গঠন ।
 মধ্যে সরোবর হেরি জুড়ায় নয়ন ॥
 গন্ধে আমদিত বিচিত্র ফুল ফল ।
 দেখিয়ে বানর হৈল আনন্দিত সকল ॥
 ঘরের মধ্যেতে এক কন্যা এসি আছে ।
 কন্যাক্রূপে দিগ্‌মান মন্দির হয়েছে ॥
 সকল বানর বন্দে কন্যায় চরন ।
 জোরহাতে কহে কথা পবননন্দন ॥

ক্ষুধিত ভূষিত মাগো বস্ত বানরগন ।
 অতএব তোমার সবে লাইলাম শরণ ॥
 কার অট্টালিকা মাগো কার সরোবর ।
 কার ফুল ফল মাগো কহিবা সন্তর ॥
 আপনি হন তুমি কোন দেবতা ।
 কার পত্নি হও তুমি কাহার হুহিতা ॥
 হাসিয়ে কন্যা তখন কহিছেন বানি ।
 হিমাশয় পর্বত আমি তাহার নন্দিনি ॥
 সরস্বতী নাম আমার হেমা আমার সখি ।
 সখির বচনে আমি এথা থাকী ॥
 ময় দানব রচিলেন এই গৃহবাস ।
 হেমার সঙ্গে ময় দানব করেন বিলাস ।
 রূপে শুনে দানবে মোহিত কৈল হেমা ।
 দিব্যরাজ বিলাশ করে নাহি তার ক্ষেমা ॥
 দানবের কর্ণে হেমা পলাইল ত্রাশে ।
 ময় দানব গিয়াছে হেমার উদ্দেশে ॥
 হেন স্থানে আসিতে কে দিল উপদেশ ।
 এ হেন দুর্গম পথে করিলে প্রবেশ ॥
 কোন কাজের্য বল সবে আইলে পাতাল ।
 ময় দানব আইলে ঘটাবে জ্ঞাতাল ॥

(পৃ. ১৩২—১৪২)

৪৯। রামায়ণ—কিষ্কিন্দ্যাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার,
 ১৩৪ × ৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৫৩ । প্রতি পৃষ্ঠায়
 ১০-১২ পঙ্ক্তি । শিগিকাল, সন ১২৪৪ সাল ।
 সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বর্ধমান ।

মধ্য,—

রামের ককনায় হনুমান হইলা কাতর ।
 আপনে কহিল গিয়া রাজার গোচর ॥

সুগ্রীবের আগে জার পবননন্দন ।
 ক্রোধজুক্ত হয় ক্রিছু বলিল বচন ॥
 স্তম্ভরি লইয়া রাজ্যদিন কর কেলি ।
 মধুপানে অচে [ত]ন রাজভোগে ভুলি ॥
 রাজ্যর চিন্তা এড়িলে রাজ্য হইল স্তম্ভ ।
 পাজমিত্র দেখা না পায় খোরাইলে আপন মাত্ত ॥
 রামের ককনায় দেখি বুক বাজে চির ।
 সোকেতে কাতর রাম প্রবেধে নহে স্থির ॥
 সিররে অগ্নি জালিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রা মন ।
 মৈত্র করিয়া মৈত্র বধ করে কোন জন ॥
 তুমি জবে না জাইবে মারিতে রাবন ।
 রাম লক্ষন দুই জনে মারিবে বানরগন ॥
 রাজা রাজ্যের চক্ষা এড়ি রাজ্যের নহে হিত ।
 জার প্রসাদে রাজ্য পাইলে লজ্জিলে হেন মিত ॥
 শূঙ্গার ছাড় রাম ভজ ছাড়হ কুমতি ।
 রাম বোধায়্য কর্ম কর তবে সে অব্যাহতি ॥
 সত্য খাইলে মিত অগ্নি করিয়া সাক্ষি ।
 ইহলোক পরলোক মুক্ত মৈত্র করিলে সুখী ॥
 রাজ্য অন্তশুরি পাইলে পাইলে আপন নারি ।
 সত্ৰক্ষর হইল এবে মৈত্রের উপকার করি ॥
 প্রান সংশয় করিয়া করি রামের উপকার ।
 রামের কার্যে হেলা হইলে বড় অব্যবহার ॥
 জত জত বানর কটক বৈসে দেসে দেসে ।
 বাট করিয়া পাঠাইয়া দেহ সিতার উদ্দেশে ॥
 দেব দানব গন্ধর্ব্ব রামের ডরে ভাগে ।
 রাক্ষস জিনিব রাম কোন কার্যের লেগে ॥
 অগ্নি পানি আকা...কিবা পাতাল ভিতর ।
 সঞ্চারিতে পারে গোসাঞি তাহাতে বানর ॥
 তোমার আজ্ঞা পাইলে সর্ব্বত্র সঞ্চারি ।
 আজ্ঞা কর চাহিয়া বেড়াই সিতাত স্তম্ভরি ॥
 নিল বিরে রাজা তবে করিল আদেশ ।
 বানর আনিতে চর পাঠাও দেসে দেস ॥

পঞ্চ দিনের ভিতর জে বানর না আইসে ।
 বানর বলিয়া তার না থুইব বংসে ॥
 রাজার আজ্ঞায় নিল বীর হইল তৎপর ।
 দেসে দেসে বানর আনিতে পাঠাইল চর ॥
 নিল বিরে বলিয়া রাজা গেলা অন্তপুরি ।
 হুঃসহ বরিসা রাম সহিবারে নারি ॥
 সিতা বহি প্রভু রামের আর নাহি মনে ।
 কিস্তিবাসে গাইল বরিষা অবসানে ॥

(পৃ ২৮২-২৯২)

রামকিরি রাগিণী

সাগরের পারে রাক্ষসের ঘরে
 চিস্তিতে বিসম কাহিনি ।
 একেতর পরবাস সিতার জীবনে আস
 চারি মাস বাত্রা নাহি জানি ॥
 অহে বানররাজ সাধিরা দেহ রামের কাজ
 ছার তুমি নারিব সমাক ।
 রাজি দিনে ক্রন্দন আহার পানি বর্জন
 কোন মতে রহিবে জিবন ॥
 কোন বোলে স্থির নহে প্রবধবাক্য দিলে নহে
 দেস বলিয়া নাহিক গমন ॥
 সোকসিদ্ধ কর পার আমি বলি বারে বার
 সিতা দেবির করহ উর্দ্ধার ॥
 ভিন জন দেশান্তরি অবৈ এক মন করি
 অজ্ঞাতে হাটা একবার ॥
 চতুদোলে ঝাট চড় মিত্র সন্তাসনে নড়
 আপনে দেহ তাহাকে আশ্বাস ।
 কিঙ্কিয়ার পাচালি সরস নাচারি
 রচিল পণ্ডিত কিস্তিবাস ॥

(পৃ ৩৩২)

লঙ্কার হুয়ারে আছে দেবি উগ্রচণ্ডা ।
 বাম হস্তে ধর্মর দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা ॥

চন্দ্র সূর্য্য জিনি ছই নয়ন উজ্জল ।
 রাজা মুখখানি জেগ জলন্ত অনল ॥
 লোণো জুড়ী বিকট দন্ত গিঠে জটাতার ।
 হাঁড়িরা মেঘের বর্ষা পর্বত আকার ॥
 ব্রাহ্ম চন্দ্র পড়িধান গলে মুণ্ডমালা ।
 মানিক কুণ্ডল করে জেন চন্দ্রকলা ॥
 চারি খান হস্ত জেন ঐরাবতের বুণ্ড ।
 সনার মুকুটে অতি সৌভা করে মুণ্ড ॥
 ভরস্কর ঘোর মুক্তি খাণ্ডা ধর্মর হাথে ।
 সাবধান হয়ে জেও দেবির সান্নাতে ॥
 উগ্রচণ্ডার বর্ণনাটি প্রায়শঃ স্তম্ভরাকাণ্ডে

পাওয়া যায় ।

৫০। রামায়ণ—কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃষ্ণবাস ।

উপকরণ, বাল্মীকি তুলোটে কাগজ । আকার,
 ১৩½ × ৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৪০ । প্রতি পৃষ্ঠার
 ৬-৮ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন ১২৫৪ সাল ।
 সম্পূর্ণ ।
 আদি,—

মন্ত্র পেয়া প্রেমে পুলকিত হইল হস্ত ।
 পুলকে পুন্নিত হইলা বানরের তন্ত ॥
 কহেন রামের আগে জুড়ি হুটা হাথ ।
 একথা ভিতর রাখহ রোঘুনাথ ॥
 আমারে জেমন কৃপা হইলা রোঘুবর ।
 মোর সঙ্গে আছে এক গুণীষ বানর ॥
 বলি রাজার ছট তাই বুঝ্যে নন্দন ।
 আজ্ঞা যদি কর তারে ডাকি মারারন ॥
 শ্রীরাম বলেন হুন অজ্ঞানকুমার ।
 তুমি জে করিবে তাহা মোর অধিকার ॥

হোতা পরিতের জীয়ে সুপ্রিব বসীয়া ।

বিধর হএছে সেহ রাধবে দেখিআ ॥

না বুঝিআ তজ দিরা উঠিল পর্ততে ।

কে জানে কে জুক্তি করে হহুমানের সাথে ॥

এই চিন্তা করে রাজা সুপ্রীব বানর ।

ডাকিছে অজ্ঞানাতা উর্দ্ধ করি কর ॥

নাম রে সুপ্রীব রাজা স্ততদিন হইল ।

বিবিকি করএ অরে সে ধন আইল ॥

চরনে করেছে জে জন অহল্যা তারন ।

বাস্তিক আদি ধান করে জে ছটা চরন ॥

পালিতে পিতার সত্য আসিআছেন বনে ।

রিখবুথে আগমন তব ভাগ্যগুনে ॥

আমার পুর্কের পুন্য আছেন সঞ্চর ।

নেত্র ভরি দেখলীরা কোসল্যাতনর ॥

সুপ্রীব বলেন মোর পত্রর নহে মনে ।

বুকমুলে কি জুক্তি করিলি কানে কানে ॥

সিঅরে দারুন শত্রু বালি মহাবল ।

সাগর অন্ত প্রীথিবি জাহার করতল ॥

অথেব পত্যর মোর না অন্মএ মনে ।

চক্র করি কেলে পাছে ব্যালের সদনে ॥

হানীরা অজ্ঞানাতা শুপ্রীবেরে কর ।

বুঝিলাম রাজা তোয় স্তর্ক চিত্র নয় ॥

কল্পনা করিআ জদি কহিএ তোমারে ।

অজ্ঞানার সপতি তবে আছএ আমারে ॥

কন জনা করে তোরে বিশ্বাঘাতকি ।

তাহার সমান তবে নাহিক পাতকি ॥

পর্তত হইতে রাজা সুপ্রীব নাছিল ।

আসিআ হহুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল ॥

আমারে দক্ষিণ কর দেও জদি তুমি ।

পত্র করিআ তবে সজ্ঞ আই আমি ॥

হালিরা অজ্ঞানাতা দেন দক্ষিণ হাত ।

ডর নাঞী নীলাইরা দিব রঘুনাথ ॥

মধ্য,—

বেল্যের গমন বুনি ডাড়াইল তারানি

কিতাজলি প্রতি প্রীতি কর ।

সরনকালেতে ছিলাম কুসপন দেখিলাম

প্রাননাথ জুর্কে জায়া নয় ॥

নাচিছে দক্ষিণ ভুর সঘনে কাণিছে উর

অনল লেগাছে জেন বনে ।

আমার লাগে চমৎকার সব দেখি অন্ধকার

জেরি চাহি ভব সুখ প্রানে ॥

কহিছেন তারা রানি হুন সপনবানি

জে সকল দেখি অকল্যান ।

পর্তত চলিয়া বুলে অনল উঠিছে জলে

প্রিথিবিতে রবির পম্যান ॥

কাল নারি দিগাধরি বাম করে অসি ধরি

বুলে জেমন কিকিদ্ধা নগরে ।

দেখিলাম চমৎকার সতে করে হাহাকার

বজ্রাঘাত পড়াছে মন্দিরে ॥

সিবারব অর্জনেতে মণ্ডুক রহির মাথে

রুধিরের নদি জেন জয় ।

এই সব সপ্ন দেখি ঝরিছে আমার আধি

ভূপতির ইথে হয় ক্ষয় ॥

বলি নাথ তব পাশে তারাই সপ্ন সেসে

অপরূপ করি দরশন ।

জটা জেন ছলে মাথে কোদণ্ড সতিত হাথে

পিষ্ট দেসে বাক্সা জেন তুন ॥

কিবা রূপ অহুপায় নবহর্কাদলস্তাম

কমলনিম্বিৎ ছটা আধি ।

ত্রীমুখমণ্ডল মাথে মন্দ মিহু হাত সাজে

মন হয় নিত ভরি দেখি ॥

রূপেতে করেছে আলা গলে ছলে পুষ্পমালা

কটীতটে বাকল বেটীত ।

নাভি জেন সরোবর রামরজা উরুবর

পাদপদ্ম হিজুলমণ্ডিত ॥

তরু আড়ে ডাঙাইয়া সুগ্রীবের খহার হঞা
কোঁদে গো ছাড়াচ্ছে জেন বান ।

সে অন্ত ছাড়িয়া দিল তব বক্ষ্য বিদারিল
তুমি জেন তেজাহ পরান ॥

তোমার চরন ধরি কান্দি হাহাকার করি
সে পুরুষ করেন আশ্বাস ।

অতি সে দয়ার সিদ্ধ আমি বলি দিনবন্ধ
বৈকুণ্ঠে তাহার হবে বাস ॥

সুবুদ্ধি পুরুষ তুমি অবলা জুবতি আমি
দেখ দেখি বিচার করিয়া ।

সময়ে জে জন ফিরে সে কেনে পালটা যোরে
তাহে পুত্র মালা গলে দিআ ॥

বলি নাথ তব পাশে সুগ্রীবের কে খহাই আছে
তেই এত দর্প করি বুলে ।

আমার বচন রাখ মন্দিরে বসিঅ থাক
সত্ত্ব জাক সময়মণ্ডলে ॥

তারার বচন স্থনি কহে বলি চূড়ামনি
আ[ম]রে মারিতে কোন জনে ।

বলিএ তোমার কাছে ভূমণ্ডলে কিবা আছে
মোর সংজ্ঞে জিনে জার রনে ॥

ধরা জার করতল সুসিঅ সমুদ্রজল
সুমেধ উপারি বাম হাথে ।

ভূপতি তারারে কয় সগ্নন কভু [সত্য] নয়
কেবা আছে আমারে মারিতে ॥

অর্ক্য দর্ক্য কিয়র জম বরান পুরন্দর
কার সার্কি মোরে জিনে রনে ।

বলিআ তোমার স্থান আমার জাবেক প্রান
এহ বাক্য মনে কর কেনে ॥

বলি কর স্থন সতি ফলিব সুগ্রীব প্রতি
তোমার সপ্ন মিথ্যা কথা নয় ।

সংগ্রাম মণ্ডলে জাব একা পদাঘাত দিব
তারে নিব জমের আলয় ॥

তার। কর জোরহার্ধে জে আজ্ঞা করণা নাথে
অবলার চারা মাত্র নাই ।

আমার বচন রাখ এক মণ্ড বুরে থাক
তত জান দ্রুত পাঠাইআ ॥

কিতিবাস পণ্ডিত ভনে বলি নাই বাক্য স্থনে
বৈব কালে এমনি বুদ্ধি হয় ।

তার। বাক না স্থনিআ সময় প্রবেসে গিআ
মহাক্রোধে ইন্দ্ৰের তনয় ॥

(পৃ. ১৫১২-১৭১২)

অন্ত,—

হেথা তিন দিগের বানর এসাছে কিরিয়া ॥

ভাবএ বানর জত তত না পাইয়া ।

কেমনে সুগ্রীবের আগে ডাড়াইব জায়া ॥

সখাদ না নয়া গেলে পরান হারাব ।

কি করি সুগ্রীব আগে সমাচার দিব ॥

কেহ বলে থাক দেখি হহুর বাট চেয়া ।

অবস্ত আসিব সিতার সংবাদ লইয়া ॥

হহু এলে সতে মেলি সেই সঙ্গে জাব ।

সংবাদ পাইলে বাজা কে যার পুছিব ॥

এত বলি বাট চেঞা আছে কপিগন ।

রাম কাছে জাতা করে পবননন্দন ॥

আসিঞা জানকিনাথে করিল প্রণাম ।

সিতার সখাদ সুখান কমলনয়ন ॥

কহিছে অঙ্গদ বিয় স্থন কমলআধি ।

বিষ্ণুগিরি পর্কতে পড়িআ এক পাক্ষি ॥

কুসম্যা করি মোরা তেজিখাম জীবন ।

সেই কয়া দিল জানকির অস্ত্রাসনে ॥

লঙ্কায় অশোক বনে আছেন জনকবি ।

পঙ্কের বদনে এই তত্ত গেষাছি ॥

গড়ুরনন্দন সেই দিলেক পরিচয় ।

সম্প্রতি তাহার নাম স্থন দয়াময় ॥

সুখোর তেজে তার পাখা পুড়া গেছে ।
অচল হয় পক্ষ্য তথা পড়ি আছে ॥
সুনিআ জানকিনাথের হইল সত্তরন ।
জটাউর ভাই সুজাছিলাম বিবরনে ॥
সুগ্রীব প্রতিভিত্তি করি সকলের আনন্দ ।
সম্পাতি নিকটে জায়া করেন রামচন্দ ॥
উঠিল বানরদলে রামজয় ধনি ।
রাম সঙ্গে চলে বাবর সত অন্ধহিনি ॥
ইতি ॥ কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত ॥

৫১। রামায়ণ—কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ড । রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাজালা তুলোটি কাগজ । আকার,
১৩½ × ৪ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৮৫-৯২, ৯৪-১১০,
১১২-১১৩ । প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙক্তি । খণ্ডিত ।
অক্ষর ও ভাষা পূর্বদেশীয় । পুথি সুপ্রাচীন ।
পুথিখানিতে আরণ্যকাণ্ডের রাবণ কর্তৃক
সীতাহরণ হইতে কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত
সুগ্রীবের কটক সঞ্চয় পর্য্যন্ত আছে । ৯২।১
পত্রে আরণ্যকাণ্ড শেষ এবং ৯২।২ পত্রে
কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডের আরম্ভ ।

আরণ্যকাণ্ডের একটি লাচাড়ী এইরূপ,—
নাচাড়ি ॥ পঠমঞ্জরি রাগ ॥

সুবর্ণ হরিন মারি লক্ষ্মনেরে সঙ্গে করি
রাম আইল আপনা গৃহেত ।

না দেখিয়া প্রানপূরা মন্তকেত হস্ত দিয়া
ডাকিলেন্ত এ দস দিগেত ॥

সোকে সন্তাপিত হইয়া আপনা গৃহেত গিয়া
বিচারিয়া চাহিল মন্দির ।

না পাইআ প্রানপ্রিয়া হাহা সিতা বলিয়া
ভূমিত গড়িল রাম বির ॥

হাহা পূরা সুভদনি মোহোর কনের মনি
কি হেতু না দেয় দরসন ।

মরিসু তোন্ধার সোকে উপারে বোলহ মোকে
দেখা দিয়া রাখহ জীবন ॥

তোন্ধার বিরহবিলে সকল সরিরে সোসে
কথা কহিতে না আইসে সুখেত ।

তোন্ধার বিচ্ছেদ স্থলে জাইব আন্ধি রসাতলে
বল বুদ্ধি নাহিক আন্ধাত ॥

হাহা আএ প্রানর পূরা কথা গেলা ছাড়িয়া
না জানি কি দেখা হয়ে আর ।

দাক্কন বিধাতা নির্ধুর তোন্ধা নিল বহু ছর
দস দিগ দেখম অন্ধকার ॥

ফুকারি ফুকারি করি কান্দে রাম নরহরি
পড়ে জল স্রাম তহু ভরি ।

জলবিদ্ধ পড়ে সারি স্রাম বক্ষস্থল ভরি
সিতাসোকে নিবারিতে নারি ॥

কান্দে রাম রঘুবির ভুবনে না হয়ে স্থির
নয়নে বহে জলধারা ।

হুর্দাদলস্রাম গারে ধূলি গড়াগড়ি বাহে
নব মেঘে উদিত জেন তারা ॥

তেজি দিবা ধুমুর রঘুনাথ ধুর্জর
ভুবনেত বাহে গড়াগড়ি ।

কোন অপরাধ দেখি আয়ে পূরা চন্দ্রমুখি
অরুণেত গেলা মোরে ছাড়ি ॥

বাপের আদেশ হতে চলি আইলুম বন পথে
তাহাতে বিধাতা হইল বাম ।

লোকেত কুর্কির্তি থুইলুম পন্নি রাখিতে না পারিলুম
মুঞি পাণি রঘুবংশ রাম ॥

হারাইলুম বুদ্ধিবল সকল বৃক্ষের তল
একে একে করিলুম বিচার ।

ধেনে রাম গৃহে আইসে কেনে কেনে ধারে বৈসে।
নাম ধরি ডাকে বার বার ॥

আরে মোর লক্ষ্মন ভাই তুষ্টি বিনে বৃদ্ধি নাই
কোন হেতু না চাহ জানকি ।

না দেখি সিতার মুখ সর্কাজে অগ্নিল চুঃখ
অগ্নি জেন লাগিল সরিয়ে ।

হুই ভাই কোলাকুলি ভূমিত বাহে গড়াগড়ি
বিলাপন্ত রঘুবংশ বির ।

কেনেক চৈতন্ত পাইয়া ধনুসর হাতে লইয়া
বিচারিতে লাগিলেক বন ।

জ্যেই দিগে পক্ষি উড়ে সেই দিগে ধারে লড়ে
চাহিবারে জানকি স্তম্ভরি ।

হুই দিগে হুই জন বেড়িয়া বিচারে বন
না দেখিয়া ডাকে নাম ধরি ।

পশু পক্ষি জাকে দেখে তাতে পুছে রঘুনাথে
তুষ্টি নি দেখিছ মোর সিতা ।

রূপে বিদ্যাধরি সমা শুনে বড় মনোরমা
মহারাজা জনকহুহিতা ।

বিচারিতে বর্ন পথ রঘুনাথ মহাসর্ত
জটাউ সহিতে দরগন ।

জটাউ জটাউ করি ডাকে রাম নাম ধরি
জটাউয়ে মেলিল নয়ন ।

বার্তা কহে খগপতি স্নন রাম মহামতি
রাবনে হরিল তোন্ধার নারি ।

জুহু কৈলুম প্রানপন দেখিলেক দেৱগন
হরি নিল কনক লঙ্কাপুরি ।

এহি কথা সন্ধান জটাউ তেজিল প্রান
না জানিল লঙ্কা কোন দিগ ।

বিচারি অগাধ বন দৈবজোগে আগমন
গেলেন পর্কত ঋতমুখ ।

হইল নিদাগ কাল রঘুনাথ মহিপাল
জানকির সোকে হস্ত চিত্ত ।

হুইয়া থাকেন * * * *
তা দেখিয়া লক্ষ্মন হতাস ।

কহেন লক্ষ্মন বির হনয়নে বহে নির
উঠ উঠ প্রভু রঘুনাথ ।

তোন্ধার সিতার তরে সযত্ন বাড়িষু সরে
অগ্নিবিষ্টি করিষু লঙ্কাত ।

অদি পান রাবন লাগ জেহেন খুঁথার বাগ
লাগ পাইলে ধরিষু তাহারে ।

ইন্দ্রজিত আদি করি সকল সংগ্রামে নারি
জানকিরে আনিষু লিলাএ ।

অনিছি সাত্ত্বের বানি কহিছে বসিষ্ট মুনি
কর্ম্মভোগ ভোগিলে সে জাএ ।

এ সকল কথা স্ননি * * *
কহিতে লাগিল ধিরে ধিরে ।

কুবের বরুন জম সেহ নহে মোর সম
গোষ্ঠির তিলক তুষ্টি বির ।

প্রভাত সময়ে গেলা প্রচণ্ড নিদাগ বেলা
জানকির সোকেত হতাস ।

প্রচণ্ড ধনুক হাতে বিচারিতে বন পঁখে
চলিলেক রাম হসিকেস ।

কহে কিস্তিবাস কবি ঐরামের পদ সেবি
ভারথি দেবির বরে ।

কলিকালে মহামন্ত্র অবতার রামচন্দ্র
কলি ভব তরিতে কারন ।

(পৃ° ৮৮।১—৮৯।১)

কিক্কিাকাণ্ডের আরম্ভ,—

রামায়ন মহাসাস্ত্র বাস্কিকি রচিল ।

কিস্তিবাস কবিরে তাহা প্রচণ্ডিত কৈল ।

লোক তরিবার হেতু পাঁচালি প্রকাশ ।

যে যে [জ]ন স্ননে সর্ক পাণ হয়ে নাস ।

হনুমান কহিল অদি রামের বিবরণ ।

উল্লসিত হইল সব বানরগন ।

আন্ধা সমায়ে এবে এসর হইল বিধি ।

বড় ভাইগেল পাইলা তুষ্টি রাম জননিধি ।

বানরের [হৃৎ] দেখ বিদ্ধ আকার ।
 পরম স্নহর হইল ঐরাম অবতার ॥
 মনুষ্য বেশ ধরি দেখিতে স্নহর ।
 ঐরাম সবাঁসা কর স্নন নৃপবর ॥
 পাইম্যার্ঘ লও তুঙ্কি কুল বেবহার ।
 রাম হতে হৈব তোজার রাজ্য অধিকার ॥
 লইল অনেক দ্রব্য দিব্য পুষ্প ডালি ।
 ঐরাম পাসেত স্নগ্রিব করিল সিরলি ॥
 (পৃ° ৯২।২)

মধ্য,-

ধর্প পরার ॥
 না কান্দ কান্দ মিথে চিহ্নে দেও ধোয়া ।
 মনুষ্য না হও তুঙ্কি দেব চঞ্জিয়া ॥
 কুল সিলে বিক্রম জানহ ভাল মতে ।
 কোহ দেশে গেলে রাবন না পারে
 এড়াইতে ॥
 জখা তখা জাএ রাবন নাহিক এড়ান ।
 সংসারের বানর আনি লইমু পরান ॥
 রাজ্য হারাইল আন্ধি হারাইল নারি ।
 বানর জাতি হইয়া আন্ধি সকল গাগরি ॥
 ত্রিভুবন মৈত্রে মিত্র তুঙ্কি সে পুজিত ।
 ত্রি লাগি কান্দ মিত্র না হয়ে উচিত ॥
 আপনে ঐরাম তুঙ্কি না চিন আপন ।
 ত্রিভুবনে ত্রি তরে কান্দ এ কোন জন ॥
 চিন্তিতে চিন্তিতে মিত্র অধিক সোক বাড়ে ।
 সোকে পাগল হইলে লক্ষ্মিএ তারে ছাড়ে ॥
 সত্য করিল আন্ধি অশ্লি করি সাক্ষি ।
 মুঞি আনিয়া নিমু সিতা চন্দ্রযুধি ॥
 কিস্তিবাস গুণ্ডিতের পাঞ্চালি নিদ্রাম ।
 জেই জমে স্ননে ভাল পরলোক পরিজান ॥
 (পৃ° ৯১-২)

৫২ রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড ।

চরিতা—কুন্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটি কাগজ ।
 আকার, ১৪½ × ৪ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৩১-৫৫ ।
 প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, ১৬৩১
 শকাব্দা । অসম্পূর্ণ । হরফের ছাঁদ পূর্বদেশীয় ।
 লিপিকর মুসলমান ।
 মধ্য,—

নাচাড়ি ॥

হনুমন্তে কহে কথা রামক নরায় মাধা
 স্নগ্রিব সহিতে কপিগন ।
 বসি হরসিতমনে স্নন প্রভু সাবধানে
 কপি সনে দক্ষিমে গমন ॥
 সকল পৃথিবি চাইল পাতালেত প্রবেসিল
 না দেখিল জনকনন্দিনি ।
 পাতাল হোন্তে উঠিয়া সমুদ্রের তিরে গিয়া
 সমুদ্রের মহাসন্ধ স্থনি ॥
 জাতির জে সমাজ বুলিলেক ধুবরাজ
 কোন জনে সাধিবা রাম কাজ ।
 সতের জোজন সার কোন মতে হৈবা পার
 অঙ্গদের উপজিল লাজ ॥
 সব মন্ত্রির প্রধান কহিলেক লজ্জামান
 কার্য সিদ্ধি কর হনুমান ॥
 জন্ম কথা স্থনি সার বিক্রম বাড়ে আকার
 লম্পে গেলু লকার ভুবনে ॥
 বাইউতে করিয়া তর উঠিলু গগন পর
 পরিকিতে আইল নাগিনি ।
 অস্ত্রে অস্ত্রে দুই জন সরির বাড়ে অহুকন
 সতের জোজন পরিমানি ॥
 মুখের তিতরে গেলু কর পথে বাহের হৈলু
 আন্ধা দেখি বলিয়া বচন ।

অনু বির হুম্মান	রাক্ষসে পাইব অপজান	পাপ মতি সৰ্বক্ষম	আত্মা কর তাড়ন
পরিকলি হুইল্লের কথন ॥		রাম ছাড়ি গতি নাহি আর ॥	
মৈনাক জাই সম্বাসি	মিলিলা আসি রাক্ষসি	সিতার দড় বচন	নৈরাব হৈল রাবন
তবে তারে করিলু সংহার ।		বিসম রাক্ষসি ডাকি আনে ।	
তবে লক্ষ্য পরবেস	চাহিলু সকল দেহ	ঘরে গেল রাবন	আদেশিয়া দাসিগন
উর্দেস জে না পাইলু সিতার ॥		রাক্ষসিএ মারএ পরানে ॥	
রাবনের ঘরে জাই	আওয়ারে আওয়ারে চাহি	সিতাএ করে ক্রন্দন	হা হা রাম লক্ষন
না পাইলু তোন্ধার বনিতা ।		স্বামি জার ত্রিভুবনপতি ।	
ইন্দ্রজিতের ঘরে গেলু	আতকার গৃহ চাইলু	নিত্য করে তাড়ন	রাক্ষসের দাসিগন
ঘরে ঘরে ফিরি চাইলু সিতা ॥		সিতার জে দেখিলু দুর্গতি ॥	
চিন্তাযুক্ত হইয়া	প্রাচীরেত বসিয়া	ক্লেশবত না গনএ	দাসি সবে জত কহে
একশ্বর করিএ ক্রন্দন ।		সিতা ভাবে তোন্ধার জে আষ ।	
রাত্রি জাএ তিন প্রহর	চিন্তি আন্ধি একশ্বর	ফুলিয়া জে গ্রাম সার	নিত্য বহে গঙ্গাধার
চলি গেলু অসৌকের বন ॥		পাচালি রচিল কিস্তিবাধ ॥	
বৃক্ষের উপরে রৈলু	খুজ্জ কপিৰূপ হৈলু	(পৃ° ৩৫১-৩৬১)	
মনে কৈলু আইল দসানন ।		হুম্মান আনীত সীতার চূড়ামণি দর্শনে	
হেন কালে দসানন	মদনে মোহিত মন	ঐরামচন্দ্রের বিলাপ—	
দিন্নটি ধরিছে নারিগন ॥		নাচাড়ী ॥	
বসিলেক দসানন	দিব্য এক সিংহাসন	হাতে চূড়ামনি লৈয়া	হা হা সিতা বুলিয়া
চারি দিগে রমনি বেষ্টিত ।		রঘুনাথ পড়িল ভূমিত ।	
কেহ নাচে কেহ গাহে	কেহ নানা বাস্ত বাহে	একত্রে আছিলু দুই	তোন্ধা বিধি নিল কই ^১
রাজা হৈল মদনে মুহিত ॥		এ বুলিয়া হৈল মুহুশ্চিত ॥	
দসাননে মমে হাসি	আদেশিল রাক্ষসি	কণ্টে হার না রাখিয়া	দুই সরির একএ হৈয়া
আন সিতা আন্ধার গোচর ।		এবে বিধি করিল অন্তর ।	
সিতাকে জে আনিয়া	সমুখেত রাখিয়া	ধর্য সিদ্ধ অন্তর	তুচ্ছি রৈলা একশ্বর
জিজ্ঞাসএ মধুর উত্তর ॥		অনাথ হৈয়া কান্দ নিরন্তর ॥ ^২	
অনেক প্রকারে	গৃহএ লঙ্কেশ্বরে	আএ পুরা সুবদনি	মোর কণ্টহারমনি
তুচ্ছি সিতা ভজহ আন্ধারে ।		মোরে তুচ্ছি হৈলা অজ্ঞান ।	
অনি রাজার বচন	সিতা হৈল ক্রোদ্ধ মন	হা হা পুরা সিতা সতি	তোন্ধার এক দুর্গতি
অনু রাজা কহিএ তোন্ধারে ॥		চারিভিতে মারে রাক্ষসগন ॥	
রাজা হৈয়া কর চুরি	হরি আন পরনারি		
দখ' হৈয়া না কর বিচার ।			

১। কই—কোথায় ।

২। মহানারিকের “হারো নারোগিতঃ কণ্ঠে” ইত্যাদি শ্লোক তুল্য ।

সোঁকা কুলে গ্রান দহে মোর গ্রান কেঁকে রহে
আর নি হইব দরশন।

কৈন্তা দানের কালে জনক রাজাএ বোলে
জন্মে সিঁতা করিবা পালন।

কাপুরুস হাতে পড়ি মহাসোকে পুড়ি মরি
রাক্ষসেরে আনি দিলু ডালি।

সিতার মাথার মনি লৈয়া হৃদয়ের উপরে থুইয়া
হুই ভাই কান্দএ আকুলি।

রাম সোঁকা কুল মন সুগ্রিবে করে ক্রন্দন
সব কপি লাগিল কান্দিতে।

কত কন গণ্ডোগল কপি সন্তে করে রোল
সক গিয়া উঠিল স্বর্গেতে।

ধব্যবস্ত লক্ষন সান্ত করে কপিগন
অকারনে করএ ক্রন্দন।

ঐরাবতের সান্ত কৈলা সুগ্রিবেরে বুঝাইলা
সান্ত কৈলা জত কপিগন।

বার্তা পাইয়া হরসিত চলিলেক স্বরিত
বানরের নাহি ওর পার।

সুন্দরাকাণ্ডে অতি হিত কিত্তিবাস পণ্ডিত
রচিলেন্ত লাচাড়ি পয়ার।

(পৃ ৩৭।১-২)

শেষ,—

এক লম্পে হুই [জন] উঠিল গগন।

সেহি লম্পে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভুবন।

সুন্দরাক্ষনে হুই ভাই লঙ্কার প্রবেশ।

রামের পাছে পার হৈল কপি অবশেষ।

চৌ(রা)সি হাজার রাজা বলবন্ত অতি

পার হৈল লঙ্কাত জতেক সেমাপতি।

কেই কুলে সিঁতাদেবি সেই কুলে রাম।

পর্বত শিখ্র অন্তর ছিল হৈল এক গ্রাম।

গোড়মণ্ডলে বৈসে ফুলিয়া গ্রামে ঘর।

গঁকা কুলে বৈসে জগৎ প্রাণ নিরন্তর।

কিত্তিবাসে রচি গিত অমৃতের খণ্ড।

এতদ্বরে সমাপ্ত সুন্দরার জে কাণ্ট।

ইতি সুন্দরাকাণ্ট সমাপ্ত। লিখিতে

ঐগাহ মোহাশ্রদ সুভদ্রান্ত সকাফা ১৬৩১

তেরিখ ২৬ জিলকাজ মাহে ১৭ মাঘ।

৫৩। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কিত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোটি কাগজ
আকার, ১৩ ১/২ × ৪ ১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-১১,
১৭-৩২। প্রাতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল,
সন ১১৪২ সাল। খণ্ডিত।

মনে মনে চিন্তে বির গাছের উপর।

কোন উপাএ আঁব আমি সিতার গোচর।

বানর হয়। কহৌ বানরের কথা।

মোর কথা না বুঝিলে হাসিবেন সিঁতা।

বানর হওয়া কহৌ জবে মনস্তের বানি।

রাক্ষস বলিআ উরাইব সিঁতা ঠাকুরানি।

নানা মূর্তি ধরে দান্নন নিসার।

বানরমূর্তি ধরিয়া বেড়ার লঙ্কেশ্বর।

রামহৃত লঙ্কাতে সুনিব রাবন।

আমার মরমে হব সিতার মরন।

নেউটীয়া জাই জবে সিঁতা অদর্শনে।

সিঁতা দেবি মরিতেক রাক্ষসের তজ্জনে।

কি বলিয়া সিঁতা দেবি করিমু সন্তান।

সিঁতা অসম্ভাসে গেলে সিতার মরন।

আমার অপিকার আছে বানর সনুহের ভিতরে।

সাহস করিয়া আইগাও লঙ্কার ভিতরে।

জে হকু সে হকু কহৌ মনস্তের বানি ।
আপনা আপুনি কহিব রামের অপূর্ণ কাহিনি ॥

জনকনন্দিনি বিষ্ণু বরনি
কপটে ভাস্কিন^১ নিদাচরে ।
হৃদয়কাণ্ডে হৃদয়গিত কির্তিবাস পণ্ডিত
রচিত পোতার অমুরারে ॥
(পৃ. ৫২-৬১)

মধ্য,—

অহে বানর জুন মোর দুখের কাহিনি ।
জি হুয়া এত দুখ কেহ না পারছে
জত ছর সফরে লোন পানি ॥
সরস্বর কারনে আইল রাজাগনে
কাহাকে না মজিল মোর মন ।
উপজিগা হুজা বংশে ছই ভাই বান কসে
তথা আসি দিল দরশন ॥
বিভাহের কোতুক মহেশের ধনুক
নাড়িতে নারিল দশমুখে ।
দেখিয়া কমলমুখ মোর মনে বড় সুখ
হেন রাম ভাঙ্গিল কার্মকে ॥
বিসম কঠোর ধনু রাম কমলতরু
মনে আমি চিন্তি নিরবধি ।
রূপেতে মজিল মন ভাঙ্গিলেক সরাসন
বিভা কৈল রাম গুননিধি ॥
পতিব্রতা নারি হুয়া আমির বাক্য লখিয়া
এখন চিহ্নিএ মনে মনে ।
গুরি হইতে বারাহীতে না লয় প্রভুর চিহ্নে
না রহিলাঙ প্রভুর বচনে ॥
জনমে জনমে পুত্র আরাধিয়া রামচন্দ্র
তেঞি পাইলু হেন পতি ।
কেমনে বলিব এখে রাক্ষসের ভয় পণে
কেন আসিব রাক্ষস সংহতি ॥
বিজা হইতে প্রভুর বাবে আছিলঙ দল মাবে
চন্দ্র বংশের বনবাদন ।
বিসম রাক্ষসের চোড়ি সদত মারএ বাড়ি
তাহে মোর নিত্য উপবাস ॥

কান্দে সিতা করিয়া ব্যাকুলি ।
রানের মহাদেবি হুয়া গোটাইএ ধুলি ॥
সিতা কান্দে উভরার কেহ নাঞি পাতিআর
চারিত্রিতে রাক্ষসগন ।
লক্ষ্মণের বচন স্মরি কান্দে সিতা হৃদয়
বেধে নহে দেয়রের বচন ॥
প্রভু রহিলা সজু পার দেখা না হইল আর
না দেখিলাঙ কোমল্যা সানুড়ি ।
হুজা বংশের বহুআরি আছে তারা বরাবরি
অভাগিনি হইল দেহান্তরি ॥
হৃদয় বদন না কৈল নিরাকন
না সেবিলু প্রভুর চরন ।
প্রভুর মধুর কথা আর না স্থনিব সিতা
আজি নিশ্চয় সিতার মরন ॥
সিতার ক্রন্দনে কান্দে পবননন্দনে
রাম বলি ছাড়এ নিবাস ।
সরস্বতির চরন সিরে খুয়া অলক্ষন
নাচাড়ি রচিত কির্তিবাস ॥ (পৃ. ৭১)
১২-১০১ পঞ্চে হনুমানের কলভক্ষণ
উপাখ্যানটি পাওয়া যায় ; উহা কৃত্তিকাই
হাত্তাকৌপক ।

কমললোচন করি নিবেদন
জেন পণ্ডন লক্ষা ।
হুজুর রাক্ষবে কৈলাঙ কিনাসে
কহাবে না কৈলাঙ সকাঃ ॥

বাক্যলিপি প্রাচীন পুথির বিবরণ

৮৩

সাগর তরিল সেনাপতি মাইল

প্রাচীরে কৈলাঙ প্রবেশে।

হুহু কাকন বর পোড়াইলাঙ বিস্তর

সন্দানে সে কোটা রাক্ষবে ॥

ইথে ঘোর বরি কান্দে দসগিরি

হুন হে রঘুর নন্দনে।

আপনি বিক্রম কথা কহিতে উচিত নহে

সঙ্গে না ছিল অস্ত্র জনে ॥

এই পোতার সার রামায়ন অবতার

হুনিগে বাড়এ অভিলাস।

জেই জন হুনে ভনে বর দেন নারায়নে

নাচাড়ি রচিল কির্তি বাস ॥

(পৃং ২৪।১-২)

৫৪। রামায়ণ—হুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাক্যলিপি তুলোটে কাগজ।

আকার, ১৪ × ৪৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৮০।

প্রতি পৃষ্ঠার ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন

১১৭৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তস্থান মেদিনীপুর।

আদি,—

রামঃ লক্ষ্মণপূর্বজং ইত্যাদি।

শিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।

কটক লয়া অঙ্গদ গেলা দক্ষিন সাগর ॥

তর্জঙ্গে গর্জঙ্গে বানরগন ছাড়ে সিংহনার।

সাগর পাখার দেখিয়া গুনিলা প্রমাদ ॥

দিগবিদিশি[গ] নাঞি জানি আকাশমণ্ডল।

কক্কোল কিলোল করে সাগরের জল ॥

জলকক্ক কক্কোল করে সাগরের পানি।

জিহুবনের ছায়া জেন ঘৈষ দাপুনি ॥

বড় বড় চেউ আইসে পর্ষতপ্রমান।

সাগরের জল দেখি উড়িল পরানি ॥

সাগর দেখিয়া বানর পাইল তরাস।

মহাবির অঙ্গদ কটকে দিচ্ছেন আশ্বিনী ॥

বিসাদে বিক্রম টুটে বিগাদে শৈব ধরি।

বিসাদে বিক্রম কৈলেন সর্গজ্যেষ্ঠে ভরি ॥

দেব দানবের পুত্র তোমরা দেব অবতার।

কোন কার্য্যে গন জে সাগরে হব পারি ॥

হুথে আহার কর সর্থে নিজার দেহ মন।

প্রভাতে করিহ সন্ডে সাগর তরন ॥

মধ্য,—

পঠমঞ্জরী ॥

পবন তোমার বাপ ইজ্ঞ সম পরতাপ

বলে তুমি বাপের সমান।

তুমি যদি কর মন হেলে জিন জিহুবন

ডিএগাইবে সত্যেক বোজন ॥

হুম্মান কেন নাঞি কর রাজকাজে

জ্ঞাতি জনে নহে সুখী লোকে তবে নাহি গেথি

কি করিব বিক্রম তেজে ॥

সুগ্রিব বানররাজে নিশ্চিন্দ তোমার কাজে

প্রধান তুমি পবননন্দন।

তুমি বির অবতার বানরের নিস্তার

কিসে গনি শত্যেক বোজন ॥

পৃথিবিতে মহাবির উত্তম পুত্র শরীর

আরে তাহে বিচারে পণ্ডিত।

কর তুমি সাহস ভুবনে থাকুক বস

রাম লক্ষ্মণের কর হিত ॥

জাঘোবানের হুনি বোল বানরের উত্তরোণ

হুম্মান হইলা হরিসে।

হুম্মান কৈল সাহসে নাচে বানর আউলড় ক্বে

নাচাড়ি রচিল কির্তি বাসে ॥ (পৃং ৩২)

হনুমানের আত্ম-তর্কণ লক্ষা দণ্ডের পর বর্ণিত

হইরাছে। এই প্রসঙ্গে গ্রাম্য কৌতুকের

একটু নমুনা আছে। (পৃং ৪১।১)

কানড় রাগ ॥

পূর্ব জন্মের ফলে তোমা হেন ক্ষুদ্র মিলে
ধন্য ধন্য বির হনুমান ।

তিন দিগের বানর আলা বার্থ গমন হৈল
তুমি বাপু রাখিলে পরান ॥

তোমার মতিমাণ্ডন জিতুবনে অহুপাম
একমুখে কহিতে না পারি ।

অগংঘা সাগর তরি দখিলে রাক্ষসপুরি
বস থুটিলে জিতুবন তরি ॥

অগংঘা সাগর নির অতি গজন গভির
তথা লক্ষা হুনিরে কাহিনি ।

পর্কতপ্রমান টেউ দেখিলে উড়য়ে জিউ
দিগবিদিগ নিশ্চয় না জানি ॥

জলজন্তু হুঁরাচার কুস্তির মগর আর
হুনিলে চমতকার লাগে মনে ।

দেবাসুর নাঞি গতি কেমতে তরিলে তথী
কহ বাপু সকল কথনে ॥

সর্ব ভোগ কৈলে নাস জিবনে নাঞিক আস
হা সিতা অরি দিবারাতি ।

এ সকল সংসার জেন দেখি অন্ধকার
না দেখিয়া সীতা রূপবতি "

ফল মূল নাহি বাসে প্রান পোড়ে রাতি দিসে
কহ বাপু সকল কথনে ।

পবননন্দন করে শ্রীরামের মনে লয়ে
কীর্তিবাস রচিলা অহুমানো ॥

(পৃ. ৫৩২-২)

শেষ,—

অন জানকী রত্নপতি জলনিধিতরী ॥ * ॥

হুরে ছিল নিকটে আইলা রত্নমনি ।

সরমার মুখে সীতা হুনিলা কাহিনি ॥

হরসীতে সীতা দেবি হরিলো চেতন ।

সীতাকে সরমা বলে প্রবোধ বচন ॥

চেতন হরিলে কেন জনকনন্দিনি ।

লক্ষাকে আইলা রাম রত্নকুমারি ॥

ভুলায়ের জলে সীতার করাল্য চেতন ।

হেন কালে রামজয় করিল বানরগন ॥

আর হুখ নাঞি তোমার হুখ অবসান ।

দিনা চই চারি বই বাইবে প্রভুর স্থান ॥

প্রবোধ হইলা সীতা সরমার বচনে ।

হরিলে আছেন সীতা অসোককাননে ॥

রাম জয় করিলা বানর ছাড়ে সিংহনাদ ।

হুনিঞা রাক্ষস সব শুনিলা প্রমাদ ॥

সুন্দরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্তিবাসে ।

গিতছন্দে রামায়ন করিলা প্রকাশে ॥

কীর্তিবাসের কণ্ঠে সরস্বতি অধিষ্ঠান ।

গাইল সুন্দরাকাণ্ড অমৃত সমান ॥

কীর্তিবাস পণ্ডিত রাজসভার পুজিত ।

জাহার প্রসাদে হুনি রামায়ন গীত ॥

ইতি সুন্দরাকাণ্ড সমাপ্ত ॥ লিখিতঃ
শ্রীকুড়ারাম দাস চন্দ । সাং হাজীপুর ॥ পঠনার্থে
শ্রীগোকুলানন্দ দাস বোষ ॥ সাকীম উদয়গঞ্জ তপে
বরদা সরকার মন্সারন সন ১১৭৩ সাল তারিখ
১৮ বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার অথা দৃষ্টং ইত্যাদি ।

৫৫। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কুস্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালী তুলোট কাগজ ।

আকার, ১৩ ১/২ × ৫ ইঞ্চি—পত্রসংখ্যা, ২-৭৮ ।

প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্ক্তি । পিপিলাল,

সন ১১৭৭ সাল। অসম্পূর্ণ। হরকের ছাঁদ
পূর্বদেবী।

মধ্য,—

০৮। ডি ॥ ধানজীরাগ ॥
নিজা জার দশানন গারে নানা অবরন
দস মুখে দশ মনি জলে।

সুগন্ধি নগুর ধলি (৭) পাতিয়া নেতের তুলি
নিজা যার ত্রি লৈয়া কুলে ॥ ১ ॥

মুকুটমণ্ডিত মাথে কুণ্ডল লাগিছে তাতে
কুণ্ডল সুতিছে কুড়ি করে।

অঞ্জন সিংহর প্রায় মৃগমদ কন্তরি গায়
সরির ভরিছে কৃষ্ণ বস্মে ॥ ২ ॥

এচণ্ড জীখণ্ড গায় সজা হুখে নিজা জায়
দস হাজার রমনি সহিতে।

ওলৈকের বিজাধরি আনিয়া ভরিছে পুরি
জেন দেখি পোস্ত বিকসিতে ॥ ৩ ॥

সগর্গের বিজাধরি গন্ধর্ব্ব অশংছরি
নাগটেক্তা জন্ধিনি কিররি।

রাক্ষস দানব জাতি পরম সুন্দর অতি
রাবনে আনিছে সব হরি ॥ ৪ ॥

সুন্দার অমৃত রসে নিজা জার স্বামি সঙ্গে
র'বনের ভুজ দিয়া সিরে।

এক ভুজে দস নারি মুখ সুখে সারি সারি
মধুপানে বিভুল করি ॥ ৫ ॥

পাটেশ্বরী মন্দধরি নানা অবরন পৈঁছ
সরন করিছে রাজার সুকে ॥ ৬ ॥

ভুবন দুর্জ'ব সার জেন লক্ষি অবতীর
নাসিকা লাগাইয়া আছে মুখে ॥ ৭ ॥

তারে দেখি হুস্মান অস্থির হৈল প্রান
মল্লেক-পাইল বড় চিন্তা।

এত ছর কেনে আইলু এত শ্রম কেনে পাইলু
রাবনকে ভজিল দেবি সিতা ॥ ৮ ॥

এত বিপন্নিত কেনে আচর্য্য দেখি যেমনে
অগ্নি পানি কেনে এথা জলে।

বুকে কেনে ধরে ফল পৃথিবী কেনে না হয় তল
হেন বিপন্নিত কেনে ফলে ॥ ৯ ॥

বিশ্বর চিন্তিয়া বির পাছে মন কৈল স্থির
এ বুল না হৈব কদাচিত্ত।

হেন বুঝি মন্দধরি তার মৈল পাটেশ্বরী
গায় কিত্তিবাস পণ্ডিত ॥ ১০ ॥

(পৃ° ১৫১২-১৬১১)

লাচাড়ি ॥

তুমি রাজা ছবাচার পবিত্র রাক্ষস ছার
অধম জনিতে উত্তপতি।

ঐরাম অবতার রাক্ষস বধিবার
নারাজন দেব লক্ষিপতি ॥ ১ ॥

করিলে বিশ্বর পাপ স্থান স্থানে পাইলে তাপ
তারে ভুজি নাহি তার ফল।

তপ করি পাইলে হুঃখ পাইলে তাহার সুক
সবংশে জাইবে রসাতল ॥ ২ ॥

আমারে লজিতে চাঁচ সবংশে হৈবে নাস
মজাইবে সকল সম্পদ।

ধন জন ছর নারি মজাইলে লক্ষাপুরি
দগ্ধ না বুঝ মুগদ ॥ ৩ ॥

ব্রজা তরে দিলা বর তবে হৈলে লক্ষেশ্বর
মদগর্বে কর অনাচার।

নন্দি নামে সিবের ষারি তারে উপহাস করি
তার পাছে হৈলে সংহার ॥ ৪ ॥

আমি ঐরামের রামা হরের পার্শ্বতি সমা
রাম পরে অস্ত নাহি মন।

আমারে করিলে চুরি লৈয়া রাইলে লক্ষাপুরি
না জানিগা ঐরামলক্ষন ॥ ৫ ॥

জদি চার আপনা হিত রামচন্দ্র কর শ্রিত
আমারে পাঠাইয়া দেয় তথা।

হেন হেতু না ভাব মনে রামের বিসম বানে
স্বপনে কাটিব তর মাথা ॥ ৬ ॥

আমিহে দেখার লোভ আচরিত পাইবে হুগ
এক শুনে নহে প্রভু সম ॥

সুন্দরে সুন্দর বর হুসরে কুসুমসর
রনে প্রভু অজয় বিক্রম ॥ ৭ ॥

পারিলে সর্ব কথা আমার বাপের তথা
রাজচক্র মনের কোতুক ॥

মর সঙ্গের কালে মরি গেলে অপমানে
না পারিলে লাড়িতে ধনুক ॥ ৮ ॥

হেন হুগ প্রভু রামে তুগি লইল ভুজ বামে
হেলা এ দিলা তাতে গুন ॥

ইজিতে মারিলা টান ভাসি হৈল হুইখান
ভুমি বুঝ কতেক নিপুন ॥ ৯ ॥

হেন জনের জি আনি আর বোল হুই বানি
আপন জীবনে লাগে চলি ॥

প্রভু বিষ্ণু অবতার সাগর হৈবা পার
দস মুণ্ড কাটি দিবা বলি ॥ ১০ ॥

এত সুনি হুসাকর ক্রোধে বাপে লঙ্কেশ্বর
সিতা তেজিল মৃত্যুভর ॥

নারি সবে কানাকানি হাসে মন্দোদারি নারি
কিত্তিবাস পণ্ডিতে কহয় ॥ ১১ ॥

(পৃ ২১২-২১১)

সুন্দরাকাণ্ডের এই পুথিখানিতে দশটি
জিগদীর পদ আছে। কৃত্তিবাসী সুন্দরাকাণ্ডের
কোন পুথিতে এতগুলি জিগদী দেখিয়াছি
বলিয়া অরণ হয় না।

শেষ,—

পয়ার ছন্দ ॥

আগে জায় বিভিসন লৈয়া পঞ্চ জন।

বিষ্ণু করয়ে রাম দেখি বানরগন ॥

তার পাছে চলিলেক নল বানর।

দস কটি বাসর লড়ে তার অমূল্য

তার পাছে লঙ্কায় মৈত্র সেনাপতি

এগার কটি বানর লড়ে তাহার সখ্যতি ॥

দ্বিবিধ বানর লড়ে তার সহস্র

দস কটি বানর লড়ে তার অমূল্য

ত্রিশ কোটি বানর লৈয়া মৈত্র সেনাপতি।

একাদশ কটি বানর লড়ে তাহার সখ্যতি ॥

দস কটি বানর লৈয়া কুমুদ হুসলি

নৈ কটি বানর লৈয়া চলে সিংগতি ॥

এগার কটি বানর লৈয়া গম সেনাপতি।

দস কটি বানর লৈয়া চলে শুভাক্ষ সহস্রতি ॥

পঞ্চদশ কটি বানর লৈয়া একাক্ষ কর্কসন।

হুই কটি বানর লৈয়া চলিলা পবন ॥

সত কটি বানর লৈয়া চলে সত্যবলি।

বিস কটি বানর লৈয়া চলিল কেসরি ॥

ছত্রিশ কটি বানর লৈয়া চলে ইন্দ্রজান।

ইত্যাদি ইত্যাদি ॥

তার পাছে অদ্য চলে বালির কুমর।

তার পাছে রাম লক্ষন হুগ্ধ বানর ॥

পার হৈয়া রঘুনাতে এসংসে নল নিল।

যত বিশ্বকর্মার পুত্র সাগর বান্ধিল ॥

পার হৈলা রামচন্দ্র স্তম্ভ সমুচ্চার।

সর্ব স্তম্ভে মিলিয়া করএ অর অর ॥

অর অর সব হৈল সর্গর্ভ ভুবন।

রামের উপর পুষ্পাঙ্কি করে দেবগন ॥

সর্গর্ভে হুন্দুভি বাজে নাচে দেবগন।

অখনে দেবের বৈরি হৈব মরন ॥

কিত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃতের ক্রান্ত ॥

এই হনে সমাপ্ত হৈল সুন্দরাকাণ্ড ॥

ইতি সুন্দর কাণ্ড সমাপ্ত ॥

৫৬। বায়ান—মহাবাহু।

কলিঙ্গ—কলিঙ্গ।

উপকরণ, বায়ান, কলিঙ্গ, কলিঙ্গ।

আকার, ১৭ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫-৩৫।

প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন

১১৮৫ সন। অক্ষর—

আরম্ভ,—

মোর বাপের মুক্তি দেখিতে ভয়ঙ্কর।

এক লাকে চড়িলা বাপু হাথির উপর।

হই চকু খোদে তার নখের আঁচে।

হই হাথে তার হই মস্ত উপাড়ে।

তার দস্ত উপাড়িয়া তার পেটে দিল দাঁত।

দাঁতের দ্বারে হাথির বাহির হৈল্য আঁত ॥

হাথি মারি বাপু গেলা মূনির সমাধ।

মুনি সব বলেন হাথি মালা বানররাজ ॥

কে হাথি আসিয়া মুনি সব মারি।

হেন হাথি মারিলেক বানর কেসরি ॥

আপনার বুধে তপস্তা কর মুনিগন।

এক বানর রাখিল সকল মুনিগন ॥

এতক মুনিয়া মুনির হরসিত মন।

বর মাগ বানররাজ বুনহ বচন ॥

কেসরি বলিল অদি বর দিবে মোরে।

জিতুবন বিজয় হব আমার কুণ্ডরে ॥

মুনি বলে কেসরি তোমারে দিলাম বর।

সংসার বিজয় হব তোমার কুণ্ডর ॥

বর পায়্য মোর বাপ হৈল্য নমস্কার।

মলয়া পর্বতে গেলা অথা পরিবার ॥

অঞ্জনা বামরি অর্ধিলা বানরকূলে।

জত কিছ বল মোর মনে নাহি লরে ॥

অঙ্গদের তরে দিব অভয়ন দান।

অগ্রিবেদ তরে শুচাব অভিধাম ॥

অন্তর্যক্ষে জাব পবনে করি ভয়।

এক লাকে পড়িলা লঙ্কার তিতর ॥

‘জত কিছ বল মোর মনে নাহি লরে’

পঙক্তিটি লিপিকরের মনে হয়। সম্ভবতঃ

হনুমানের অমৃতভাত তাঁহার ভাল লাগে নাই।

এইখানে খানিকটা ছাড় হইয়াছে।

মধ্য,—

কল্পনা ললিত।

পাঁচিরে চড়িল হকু জিনিয়া ত বর ॥

পুত্রসোকে অচেতন রাজা হনুমান ॥

অচেতন রাবণ রাজ্য হারাইল হকু ॥

কোণে কুড়ি আঁখি রাখার লোহেতে রেখিল ॥

ইন্দ্র জিনিতে পারে পূব অম ধরিয়া আনে ॥

হেন পুত্র পড়িয়া গেল বানর বেটার রনে ॥

অক্ষর করিয়া তারে ডাকে লঙ্কেশ্বর ॥

কোথা আছ পুত্র কেন না দেও উত্তর ॥

আমার সংহতি পুত্র আশু আন রনে।

তোমা সংহতি করিয়া আমি জিনিলাও ॥

দেবগনে ॥

ইন্দ্রজিত গোমর তুমি জানে তিন লোকে।

পরলোক গেলে পুত্র আমা দিয়া সোকে ॥

চিন্তিতে চিন্তিতে হিয়া নহে পাগরন।

কুড়ি চকুর লোহে রাজার তিভিল বসন ॥

সচেতন হৈয়া রাজা সতারে নিহালে।

পঞ্চ পাত্র কল্পিত জত আছে সত্যভালে ॥

ধিক জাউক বৃথা নাম ধরি লঙ্কেশ্বর।

লঙ্কা আসি মজাইল একটা বানর ॥

রাজারে না রা কাড়ে কোন পাত্রগন।

মেঘনাদ বলিয়া রাজা ডাকিল রাবন ॥

মেঘনাদ বলিয়া রাজা চাহে চতুর্ভিতে।

জোড়হাথে সমুখে দাড়াইল ইন্দ্রজিতে ॥

আইন্তু আইন্তু বাপু বলিআ ডাকে লঙ্কেশ্বর ।
নিচ্ছিন্তে আছ তোমার ভাইকে মারিলেক
বানর ॥

বাপের দুলাল তুমি কুমার মেঘনাদ ।
সহোদর মরনে তোমার না দেখো বিসাদ ॥
দেবগন জিনিলে তুমি সংসারে বিদিত ।
ইন্দ্র বন্দি করি তোমার নাম ইন্দ্রজিত ॥
হাথে ধরিআ রাবন পুত্র করি কোলে ।
কোলে পুত্র করিআ তিতিল আঁখির জলে ॥
বিলম্ব না কর বাপু লড় হে সর্ত্তর ।
বানর বান্দিআ আন আমার গোচর ॥
উঠিআ ইন্দ্রজিত বাপের বান্দিআ চরন ।
রথখান সারথি জোগাএ ততক্ষণ ॥
বৃন্দরাকাণ্ডে গাইআ দিল বৃন্দর কাহিনি ।
ইন্দ্রজিত চলিল বাপকে করিআ মেলানি ॥

(পৃ ১২১২-২০১২)

পুথির শেষের দিকের লেখা অস্পষ্ট হইয়া
গিয়াছে ।

৫৭। রামায়ণ-সুন্দরাকাণ্ড ।

রচয়িতা - কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা ভূগোল কাগজ ।

আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৫৩ ।
প্রতি পৃষ্ঠায় ২-১০ পঙ্ক্তি । লিপিকান, সন
১২৩১ সাল । সম্পূর্ণ ।

আদি,—

চারি কাণ্টে গাইরা পিত রামায়ন ভিতর ।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্টে সুনিতে সুন্দর ॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর ।
কটক লইয়া অঙ্গদ গেলেন দক্ষিন সাগর ॥

লক্ষ লক্ষ বানরগন ছাড়ে সিংহনাদ ।
সুসুজের জল দেখি গুনিছে প্রমাদ ॥
দিগদিগ নাহি জ্ঞান আকস্মণ্ডলে ।
হিলোল কল্লোল করে সাগরের জলে ॥
জলজন্ত ভয়কর সুন দেখি লাগে ডর ।
মেঘের হিলোল তিনি গর্জিছে সাগর ॥
জলজন্ত দেখি বেন পর্বত আকার ।
দেখিরা বানরগন লাগে চমৎকার ॥
সাগরের কুলে মিলি স্বর্গের সর্বজন ।
পর্বতের কল কুল করি কলকল ॥
কল কুল ধারা বানর আকস্মিক নদী ।
সুখে নিয়ো জার সন্তে খুচিল খিচি ॥
হেন মতে নিসি পেন হইল প্রভাত ।
উর্দ্ধহাথে বানরগন ডাকে বধুনাথ ॥
সারি দিরা বোম্বহন্তে জন্ত বানরগন ।
অঙ্গদে প্রনাম করে এই সর্বজন ॥
সারি দিরা রহে বানর অঙ্গদের আগে ।
অঙ্গদ বলেন সুন জন্ত বিরতাগে ॥
সিতার উর্দ্ধার হেতু স্ত্রীর আদেশে ।
চারিদিগে গেল ছুত চলি এক সঙ্গে ॥
মাসেক নিয়ম নিয়ম গেল বিরগন ॥
মাসে ২ উর্দ্ধিত হইলে বলের জিবন ॥

খুচিত্তে দক্ষিন বেশ মোর আনিবার ।

লক্ষার খুচিত্তে হবে সাগরের পার ॥

সাগর লজ্জিতে শক্তি ধরে কেই জন ।

বিদার হইয়া শীত করহ গমন ॥

আসি সূর্য্য হেন তেজ কেই বির ধরে ।

ইন্দ্র হাথের বজ্র পারে আনিবারে ॥

চন্দ্রের সিতল রশ্মি খাইতে পারেরে ॥

ব্রহ্মার হাথের বেদ পারে আনিবারে ॥

এত কণ্ঠ করিবারে জাহার শক্তি ।

লক্ষাপুত্রি বাইবেক সেই ব্যাক্তি ॥

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ ; সমর্থক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদস্য—
 শ্রীযুক্ত হরিদাস সেনগুপ্ত এম্ এ, বিজ্ঞানরত্ন, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সংস্কৃতভাষ্যাপক ; ভিক্টোরিয়া কলেজ,
 কোচবিহার ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
 এম্ এ, বি এল, সদঃ—শ্রীযুক্ত গীর্ণতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ, ১।১ কেদার বসুর লেন, ভবানীপুর ;
 প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব, উত্তরপাড়া,
 হুগলী, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ১০ আতা-
 বাগান লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদঃ—
 শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ২।১ হরিপাল লেন ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩০ মহেন্দ্র
 গোস্বামী লেন ; শ্রীযুক্ত পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য, ৫ ছিদাম মুদীর লেন ; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, ৫
 ছিদাম মুদীর লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ,
 সদঃ—শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সাহা, ২৩।১ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড ; শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার দাশগুপ্ত
 এম্ এ, এন্টিষ্ট্যান্ট হেড্ মাষ্টার, মিউনিসিপাল স্কুল, রাধানগর, বর্ধমান ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ
 বিজ্ঞানভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র মিত্র, ২৬ তেলীপাড়া লেন ; মোলবী এ এফ্ এন্স
 আবদুল আলি এম্ এ, এফ্ আর এন্স এল, সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন্,
 ৩ গভর্ণমেন্ট প্লেস, ওয়েস্ট ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে এম্ এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত
 বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি এল, সঃ—শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ
 বসু বি এসসি, বি এল, উকীল, ৫৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ
 সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু এম্ এ, বি এল, উকীল,
 আলিপুর জজকোর্ট, হাজরা লেন, কালীঘাট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত
 রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ইন্স্পেক্টর অব স্টেট একাউন্টন্,
 বিকানীর ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত
 নিশীথচন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার, ২৮ বেলতলা রোড, প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ,
 সদঃ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত বি এ, সহকারী সম্পাদক—“হিন্দুস্থান,” ১৩৪ মুক্তারাম
 বাবুর ষ্ট্রিট ।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু,—উপহৃত পুস্তক—(১) অব্যক্ত, (২) Romanized School Dictionary (English and Urdu). The Secretary, Smithsonian Institution, (৩) New Timeline Birds from East Indies, The

Director of Public Instruction, Bengal, (৪) Second Report on the Expansion and Improvement of Primary Education in Bengal, by Evan E. Biss, 1922. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—(৫) Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1922, The Superintendent, Govt. Press, Allahabad—(৬) Annual Progress Report of the Superintendent, Archaeological Survey of India (N. Circle) Muhammadan and British Monuments for the year ending 31st March, 1921. B. K. Thakore Esqr.—(৭) The Text of Sakuntala. (৮) Savakar (a Guzrati Poem), শ্রীযুক্ত পার্শ্বমোহন দেববর্ষণ—(৯) A Case of Axial Floral Prolifcation of the flower *Nymphaea Rubra* Roxb. (১০) Some Observations on the Anchoring Pods of *Gymnopetalum Cochinchinense* Kurz and some other Cucurbitaceons plants.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৪৭। স্রুতদ্রার সহিত অর্জুনের বিবাহের পর, অর্জুন দ্বারকায় থাকিতেই থাণ্ডবদাহ হয় এবং থাণ্ডবদাহের পর, অর্জুন কিছুদিন প্রভাসতীরে থাকিয়া পরে স্রুতদ্রার সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন এবং ইহার পর অভিমত্যা প্রভৃতির জন্ম হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

স্রুতদ্রার বিবাহের পর, অর্জুন দ্বারকায় থাকিতে থাণ্ডবদাহ হয়, থাণ্ডবদাহের পর অর্জুন দ্বারকায় আসেন। এই সময় একদিন গর্ভবতী স্রুতদ্রার নিকট অর্জুন চক্রবাহ ভেদ ও নির্গমের বিষয় বলেন। কিন্তু স্রুতদ্রা ঘুমাইয়া পড়ায়, নির্গমের কথা শুনিতে পান নাই। কাজেই গর্ভস্থ অভিমত্যাও তাহা শুনিতে পাইলেন না। অভিমত্যা দ্বারকায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন। ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণের সহিত স্রুতদ্রা ইন্দ্রপ্রস্থে যান।

মূল মহাভারত

স্রুতদ্রার সহিত বিবাহের পর, অর্জুন এক বৎসর দ্বারকায় থাকেন। পরে কিছুকাল পুষ্কর-তীরে থাকিয়া দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে ইন্দ্রপ্রস্থে যান। তথায় অভিমত্যা প্রভৃতির জন্মের পর, থাণ্ডবদাহ হয়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৮। কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে ময় দানব, যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণ করেন।

সঙ্গী মহাভারত

দানবরাজ ময় কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের সভা নিম্নাণ সঙ্গী মহাভারতে সভাপর্ব্বের প্রথমে নাই। রাজস্বয় যজ্ঞ আরম্ভের পূর্বে ইহার উল্লেখ আছে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৯। যমালয়ে নারদের সহিত পাণ্ডুরাজ্যের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি নারদের নিকট যুধিষ্ঠিরকে রাজস্বয় যজ্ঞ করিতে বলিয়া পাঠান।

সঙ্গী মহাভারত

নারদের সহিত ইন্দ্রালয়ে পাণ্ডুর দেখা হয়। তিনি নারদকে বলেন যে, আমি এখানে বড় কষ্টে আছি। আপনি যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন, সে যদি রাজস্বয় যজ্ঞ করে, তবে আমি ইন্দ্রের সভায় সম্মানিত হইতে পারি।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫০। যজ্ঞ-সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য যুধিষ্ঠির দূত পাঠাইয়া কৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করেন।

সঙ্গী মহাভারত

জরাসন্ধ, যে সকল রাজাকে বন্দী করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ মুক্তির জন্য সকলে মিলিয়া কৃষ্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। দূতের নিকট তাঁহাদিগকে মুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া, কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫১। হুঁ হুঁ : জাকে রুদ্রপূজায় বলি দিবার জন্য জরাসন্ধ বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সঙ্গী মহাভারত

নরমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য বিংশতি সহস্র রাজাকে জরাসন্ধ বন্দী করিয়াছিলেন।

মূল মহাভারত

সকল রাজ — তেন রুদ্ধা হি রাজানঃ সর্ব্বৈ জিত্বা গিরিব্রজে। রুদ্র যজ্ঞের জন্য।

কাশীদাসী মহাভারত

৫২।° রাজা বৃহদ্রথ পুত্রার্থী হইয়া অনেক যজ্ঞ করেন। কিন্তু পুত্র না হওয়ায়, তিনি সজ্ঞীক রূপে চলিয়া যান। এক দিন গোতমপুত্র চণ্ডকৌশিকের সহিত দেখা হইলে, রাজা নিজের

হুঃখবার্তা নিবেদন করেন। রাজার হুঃখ দেখিয়া, মুনি তাঁহাকে একটি আশ্রফল দেন এবং ললন যে, প্রাণনা মহিষীকে ইহা খাইতে দিলে তাঁহার পুত্র হইবে। রাজা দুই মহিষীকে উক্ত ফল সমান ভাগ করিয়া দেন এবং উভয়ে যথাকালে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পুত্র প্রসব করেন। পরে জরা রাক্ষসী উভয় অংশ সংযোজিত করিলে, জরাসন্ধের উৎপত্তি হয়।

সঙ্গরী মহাভারত

অপুত্রক রাজা বৃহদ্রথ পুত্রার্থী হইয়া, দুর্বাসা ঋষিকে দিয়া যজ্ঞ করান। যজ্ঞীয় চক্ৰ দুইজন মহিষী সমানভাবে ভক্ষণ করিলে, উভয়ে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পুত্র প্রসব করেন। পরে জরা রাক্ষসী উভয় খণ্ড সংযোজিত করিলে, জরাসন্ধের উৎপত্তি হয়।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। কাশীবান্ গোতমপুত্র চণ্ডকৌশিক।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশ

১৩ই মাঘ ১৩২৯, ২৭এ জানুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

[এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সাধ্যা-দর্শন সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করেন]।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতা এক সপ্তাহ পিছাছুয়া যাওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশপূর্বক ক্রটি স্বীকার করিলেন। পরে জানাইলেন যে, এই সকল গুরুতর বিষয়ে বক্তৃতা একরূপে হওয়া উচিত, যাহাতে শ্রোতা সেই বিষয়ের সম্যক্ মন্থন গ্রহণ করিতে পারেন। এই জন্য পাণ্ডিত্য হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া, ধ্যান-ধারণা-সমাধি প্রভৃতির দ্বারা এই বিষয় বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানযোগ ও সাধ্যাযোগ—এই দুইটিই একপর্যায়ভুক্ত। মহাভারত বলিয়াছেন, “নান্তি সাধ্যাসম জ্ঞানম্”। কালসহকারে এই মূল দর্শনের পঠন পাঠন লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল।

বঙ্গদর্শনে ৬বর্ষমুদ্রিত সাধ্যা-সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; ৬কালীঘর বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ও বঙ্গভাষায় সাধ্যাদর্শনের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ‘কপিল আশ্রম’ হইতে কয়েকখানি সাধ্যা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কোলক্কর সাহেব সর্বপ্রথমে ‘সাধ্যাতত্ত্বকারিকা’র এক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। দেশে-

বিদেশে যাবতীয় সাহিত্য-গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সার সকলনপূর্ব্বক একখানি সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য তিনি পাশ্চাত্তানিকৃত বন্ধুবর্গকে অনুরোধসহকারে জানাইলেন যে, সময়াভাবে তিনি ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিশেষতঃ সাহিত্য-সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। সাহিত্যশাস্ত্রে পঞ্চশিখের যষ্টিতন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু হুঃখের বিষয়, ঐ গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থখানি যাহাতে উদ্ধার হয়, তাহার চেষ্টা সকলেরই কর্তব্য। এইরূপ অবতরণিকা করিয়া তিনি সাহিত্য নামের নিকৃতি, সাহিত্যোক্ত হুঃখবাদ ও হুঃখনিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে অধ্যাকার বক্তা মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা সর্বজনবিদিত। তিনি যে এই নীরস ও দুঃস্থ বিষয় যেরূপ সরসভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা অশ্চি চমৎকার। এরূপ সভায় সভাপতির প্রয়োজন হয় না। তথাপি আমি সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কপিল হিন্দুদর্শনের আদি প্রবর্তক—এই মত অবিসংবাদিত। কিন্তু হুঃখের বিষয়, সাহিত্য-সম্বন্ধে গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। বিশেষতঃ সাহিত্যপ্রবচনশাস্ত্রে যে কপিল-প্রণীত, তাহা সন্দেহজনক—এই কথা হীরেন্দ্র বাবু সুন্দরভাবে আমাদের বুঝাইয়াছেন। সাহিত্য-মত যে অপবাদদুষ্ট, তাহা শঙ্করের সাহিত্যমত নিরাস করায় বেশ বুঝা যায়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপুরণচাঁদ নাহার

সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

১৪ই মাঘ, ১৩২৯, ২৮এ জানুয়ারী ১৯২৩ রবিবার অপরাহ্ন ৫টা।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়ঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশিত সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) “ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস” গ্রন্থের অনুবাদ পাঠ। অনুবাদক ও পাঠক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় সভাপতিত্ব আসন্ন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপুরণচাঁদ নাহার

সভাপতি।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৩০এ মাঘ ১৩২৯, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয় :—সাহ্যাদর্শন (দ্বিতীয় অংশ)। বক্তা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্।

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সর্বসম্মতি-ক্রমে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় 'সাহ্যাদর্শন-সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন। এই দিন তিনি 'পুরুষতত্ত্ব' বিষয়ে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে তাঁহার বক্তৃতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপুরণচাঁদ নাহার

সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

১৭এ মাঘ ১৩২৯, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ—সভাপতি।

সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সাংখ্যাদর্শন-সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতা দিলেন এবং বলিলেন যে, অদ্য তাঁহার বক্তৃতা একরূপ শেষ হইলেও, আরও বক্তব্য বিষয় রহিয়াছে।

অদ্য তিনি সাংখ্যের মুক্তি—পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ, সাংখ্যোক্ত উপলব্ধি-তত্ত্ব-বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহাশয় সভার পক্ষে অনুরোধ করায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু আগামী শনিবারে তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা দিবার প্রতিশ্রুতি জানানইলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

-০--

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

৫ই ফাস্তুন ১৩২৯, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—‘সাংখ্যাদর্শন’ সম্বন্ধে চতুর্থ বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্।

সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাংখ্যাদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা করিলেন। এই দিন তিনি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির তত্ত্ব—প্রকৃতির স্বতঃপরিণাম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শেষ হওয়ায়, দ্রুত প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “এতদিন আমরা মজুমুদ্রের ন্যায় হীরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহার শেষ হওয়ায়, আমাদের বিশেষ কষ্ট বোধ হইতেছে। সাংখ্যের নীতিসংক্রান্ত বিষয়টিকে সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন।” তৎপরে তিনি হীরেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

সকলের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার ঐচ্ছারিটি বক্তৃতা একত্র ছাপাইয়া পরিষৎকে দান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। সম্পাদক মহাশয় তজ্জনা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপুরণচাঁদ নাহার

সভাপতি।

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

২০এ ফেব্রুয়ারি ১৩২৯, ৪ঠা মার্চ, রবিবার অপরাহ্ন ৫ঃ০টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য

আই এম ও, এম বি, এফ সি এম।

আলোচ্য-বিষয়—প্রবীণ সাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়দ্বয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশার্থ এই অধিবেশন আহূত হয়।

সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক ছিলেন। কতকগুলি পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “শৈব-সহচরী” এবং “মধুমতী” বঙ্গ-সাহিত্যের বহুমূল্য সম্পদ। তিনি বঙ্কিমযুগে ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রবন্ধ লিখিতেন, পরে অন্যান্য সাময়িক পত্রেও লিখিতেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতকামনা সর্বদাই করিতেন। তাঁহার পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ও পরিষৎ গ্রন্থাবলীভুক্ত ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী’ অনেকেই দেখিয়াছেন। এই অমূল্য গ্রন্থ সম্পাদনে তিনি যেরূপ অল্পসন্ধান, পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ‘বীরভূমি’ নামক এক মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তিনি নানাভাবে জড়িত ছিলেন। এই পরিষদের গঠনকর্তৃগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জানিতেন। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা। বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক। সেই যুগে যে সকল উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন বলিয়া বঙ্গ-সাহিত্য আজ এত উন্নত—সেই সকল রত্নের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র অন্যতম। সে যুগের “একে একে নিবিছে দেউটি”—সকলেই গিয়াছেন, এখন একজন মাত্র অবশিষ্ট। তিনি বুদ্ধবয়সে এখন যুবকের ন্যায় উৎসাহী। পূর্ণবাবুর নিকট সে যুগের অনেক ছবি আমরা পাইয়াছি। পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত—তাঁহার স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্থম বাবু বলিলেন যে, পরিষৎপ্রতিষ্ঠাতৃ উদ্যোক্তগণের মধ্যে নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম। তিনি সে সময় পরিষদের কার্য্যে বিশেষ ব্রতী ছিলেন এবং পরিষদের জন্য প্রাণপণে খাটিতেন। তিনি ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী’ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন—চণ্ডীদাসের দেশের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন—চণ্ডীদাসকে তিনি অতি নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন—চণ্ডীদাসের একজন পরমভক্ত ছিলেন। পরিষদের জন্য ঐ পদগ্রন্থ সম্পাদন করেন নাই—প্রাণের টানে ও অবশ্যকর্তব্য বলিয়া তাহা সম্পাদন করিয়া পরিষদের হস্তে দিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ রসজ্ঞ ছিলেন—ভাবুক ছিলেন। আর ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী’ নীলরতন বাবু সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া এত মধুর হইয়াছে—এত সুন্দর হইয়াছে। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন শিক্ষক ছিলেন—কি করিয়া তিনি সময় পাইতেন, তাহা জানি না। এই মহৎকার্য্য সম্পাদনের জন্য তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এ কথা কেহ কখনই ভুলিবে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, তিনি অদ্যকার বিশেষ অধিবেশনের সংবাদ যথাসময়ে পান নাই বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় নীলরতন বাবুর বিষয়ে শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় অনেক কথা অবগত আছেন, তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, তিনি নীলরতন বাবুর জীবনচরিত্র পাঠ করিতে পারিতেন। নীলরতন বাবু ১২৭২ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে বীরভূম জেলার জামনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কান্দী স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া বর্ত্তমানে পড়িতে আসিয়া বর্ত্তমানের রাজ-লাইব্রেরীর গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। বি এ পাশ করিয়া তিনি মুরশিদাবাদের বেলডাঙ্গার স্কুলে হেডমাষ্টার হন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া কলিকাতায় আইন পড়িতে আসেন। এখানে কটন স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ঐ সময় বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার (Bengal Academy of Literature) স্থাপিত হয়, তৎপরে ইহা বর্ত্তমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পরিণত হয়। সে সময় তিনি পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। Bengal Academy of Literature-এর পত্রিকায় প্রথম বাঙ্গালা যে প্রবন্ধটি বাহির হয়, তাহা তাঁহারই লিখিত। প্রবন্ধের নাম “ইংরাজ অধিকারে বাঙ্গালা কাব্য”। দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি কাণীহার হইতে ১৮৭৭খৃঃ ‘বীরভূমি’

নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। তথায় নূতনভাবে সাহিত্যালোচনার প্রবাহ চালাইয়া ছিলেন। তৎপরে ১১ বৎসর রামপুরহাটের স্কুলে হেডমাষ্টারের কাজ করেন—সেখানে ‘বীরভূম-বাসী’ নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র চালাইয়াছেন। তিনি একজন আদর্শ হেডমাষ্টার ও আদর্শ গৃহী ছিলেন; ইংরেজি শিক্ষা পাইয়াও তাঁহার সেকলে ধরণ ধারণ বজায় ছিল। ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী’ বাংলা-সাহিত্যের ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌরবের সামগ্রী। এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য তিনি ১৪ বৎসর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যধনভট্ট মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ প্রকাশিত হওয়ার পর, তাঁহার চণ্ডীদাসের পদাবলী’র নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ‘ব্রজকথা’ নামক এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বীরভূমবাসীর পক্ষে যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার মন্তব্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, নীলরতন বাবুর জীবনচরিত্রের জন্য শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়কে জানাইলে ভাল হইত এবং আরও বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া নীলরতন বাবুর বিষয়ে অনেক সংবাদ জানিতে পারা গেল এবং তাঁহার প্রতি আরও শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি হইল। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার সঙ্কলিত কার্যগুলি সম্পন্ন হইল না বলিয়া, তিনি পরিষদের ও বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করিলেন। তৎপরে তিনি পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত মন্তব্য দুইটি উপস্থিত করিলেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলেন।

“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রবীণ ও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সেবক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।”

“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রবীণ সদস্য ও ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী’-সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।”

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত মৃত মহাত্মাগণের স্মৃতিরক্ষার জন্য কার্যনির্বাহক-সমিতিরকে অনুরোধ করা হউক।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহারা বীরভূমবাসীর পক্ষে জনালরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে উপহার দিবেন।

সভাপতি মহাশয় এই সাধু সঙ্কল্পের জন্য বীরভূমবাসীর পক্ষে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবুকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তপত্রে এই দুইটির অধিবেশনের কার্য্য ৬৯০টার সময় শেষ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীপুরণচাঁদ নাহার

সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

(ছাদশ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে পর, সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়)।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ :—(ক) শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়-লিখিত “ব্রহ্মা” এবং (খ) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-লিখিত “মধ্যযুগে বাঙ্গালার অবস্থা” নামক-প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) শ্রীকান্ত বিশ্বাস, (খ) নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (গ) পয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে এবং ৭। বিবিধ।

সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এম্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এম্ মহাশয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

১। গত চতুর্থ ও পঞ্চম মাসিক ও পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণগুলির বিষয় বিজ্ঞাপিত হইল এবং উক্ত কার্য্যবিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, এতদিন এইসকল কার্য্যবিবরণ আধবেশনে উপস্থিত না করা উচিত হয় নাই, যাহাতে অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অতঃপর সেইরূপ ব্যবস্থাই হইবে। কার্য্যব্যবস্থাবশতঃ এত দিন হইয়া উঠে নাই।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুঁথিশালা হইতে গ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় অল্প সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত ‘ব্রহ্মা’ নামক প্রবন্ধ ইতিহাস-শাখার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ইহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়-লিখিত এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ব্রহ্মা’ নামক প্রবন্ধের ইহা আলোচনা। পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইলে সকলের আলোচনার সুবিধা হইবে। তৎপরে এই প্রবন্ধ পাঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় “মধ্যযুগে বাঙ্গালার অবস্থা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ তাঁহার প্রণীত উক্ত নামীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লেখক পাঠ করিলেন এবং বলিলেন যে, এক মাসের মধ্যেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার সম্বন্ধেই প্রকাশ্যে গ্রন্থ হইতে যে সকল নমুনা দিলেন, তাহা শুনিয়া বোধ হইল যে, এই গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান হইবে এবং তাহা প্রকাশিত হইলে, সমালোচনার অবসর পাওয়া যাইবে। মধ্যযুগে বাঙ্গালায় সব জিনিস সস্তা ছিল, কিন্তু টাকা ও যানের দুর্ভিক্ষ ছিল। এ অবস্থা খুব সুবিধাজনক নহে। তখন সোণা-রূপা সস্তা ছিল—সাত হাত কাপড়ে চলিত। এখনকার অবস্থার সহিত তখনকার অবস্থা তুলনা করা চলে না। ১৩শ শতাব্দীতে কোন লোকের ১২২ টাকা বৎসর কাটয়া যাইত—শুনিয়া মনে হয়, স্বপ্ন। তখন দুর্ভিক্ষ হইত, কিন্তু তাহা স্থানবিশেষে আবদ্ধ থাকিত—দেশব্যাপী হইত না। তুলনার সময় কেহ যেন ভুল করিয়া মনে না করেন যে, তখনকার অবস্থা এখনকার অবস্থার অপেক্ষা ভাল ছিল। এখন টাকা বেশী—অবশ্য তাহা আমরা খাই না। তখনকার সুখ এখনকার হুংখের নামান্তর। এই বলিয়া বক্তা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবুকে তাঁহার নিজের ও পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, যদিও তিনি আংশিকভাবে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তথাপি তিনি মধ্যযুগের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে দেশে সে সময়ে যে অন্নকষ্ট ছিল না এবং নানা কৃত্রিম অভাব পূরণ করিবার জন্য লোক পাগল হইয়া বেড়াইত না, তাহা বেশ বোঝা গেল। অল্প জ্ঞাতির সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাহাদের সহিত মিশিয়া এ দেশের লোকের কৃত্রিম অভাব যে বাড়িয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বাবু যাহাই বলুন, লোকবিশেষের মধ্যে টাকা বেশী হইলেও এখন দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে অন্নকষ্ট অধিক হইয়াছে। সে কালে যানের ও টাকার অভাব ছিল সত্য এবং তাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি স্থানান্তরে পাঠাইয়া স্থানীয় অভাব মোচন অথবা টাকা আনিতে সুবিধা ছিল না, কিন্তু তখন দেশে এত প্রচুরপরিমাণে ফসল জন্মিত যে, দীর্ঘকালব্যাপী অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অল্পপ্রকার প্রাকৃতিক বিপ্লব না হইলে কোথাও দুর্ভিক্ষ হইত না। বিদেশের পণ্ডিতগণ

এদেশে বেড়াইতে আসিয়া বাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয় যে, কখনই ঘন ঘন ছুড়িক্ এদেশে হইত না। তখন ছুড়িক্ কদাচ স্থানবিশেষে হইত, দেশ জুড়িয়া হইত না। প্রবন্ধ শুনিয়া মনে হইতেছিল, যেন আমরা কোন স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছি। তখন ডাকাত প্রভৃতির উপদ্রব থাকিলেও, এখনকার মত অসুখী কেহ ছিল না। সংসারের অসচ্ছলতাই সকল অসুখের নিদান। পেটের ভাতের সংস্থান থাকিলে লোক অন্য অসুবিধা তত গ্রাহ্য করে না। কালীপ্রসন্ন বাবুর তখনকার এই চিত্র পড়িয়া এবিষয়ে ষাহারা চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

৬। সভাপতি মহাশয় পরিষদের সদস্য শ্রীকান্ত বিশ্বাস, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পয়োদিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূর্ণগাউদ নাহার

সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এম্ এ, সদস্য—শ্রীযুক্ত পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, 'বন্দে-মাতরম্', ৭৮।১ বলরাম দে ষ্ট্রীট; কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট; কবিরাজ শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেনগুপ্ত বি এ, এম্ বি, ৮৮ বলরাম দে ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদঃ—মোহন্ত শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গিরি, তারকেশ্বর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গোস্বামী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ মালীপাড়া লেন, বরাহনগর, পোঃ আলাম-বাজার; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দত্ত, ৯।১ শোভারাম বসাক গলি, বহুবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, ৫৭।২এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বদত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম্ এ, ৭ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কণিষ্ঠাচরণ নিয়োগী, ২৫।২ কন্দাবন পাল গলি; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়, পুলিশ হাঁসপাতাল, রসারোড় নর্থ, প্রঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র সান্নাল এম্ এ, বি এল, ১০ নিমতলা ষাট ষ্ট্রিট; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ, ১১ শ্রামবাজার ষ্ট্রিট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ১৫ ব্রজনাথ দত্ত লেন, বোম্বাজার; শ্রীযুক্ত হেমসু চট্টোপাধ্যায়, ৮ রামমোহন রায় রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র মল্লিক, ১৫ শোভারাম বসাক লেন, কলুটোলা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন পাইন, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু, সদঃ—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২১ গ্রে ষ্ট্রিট; শ্রীযুক্ত রাসগৌর ঘোষাল, ১২১ গ্রে ষ্ট্রিট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বর্দ্ধমানরাজ, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ সাহা, রাধানগর, বর্দ্ধমান; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মণ্ডল, ৮ হরচরণ মল্লিক লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ, বর্দ্ধমান, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রামবাজার, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ময়ূরমহল, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বড়-বাজার, বর্দ্ধমান। প্রঃ—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাহর, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, জলপাইগুড়ি; শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গতিমাধব রায় চৌধুরী, ৭৪ বদরী-দাস টেম্পল ষ্ট্রিট; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৪৭ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রিট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এসসি, ২৯ মদন মিত্র লেন; শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু বি এ, ২৯ মদন মিত্রের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ রায়, ১৪।১ সুবলচন্দ্র লেন; শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বসু বি এ, ৬৫ আমহার্ট রো, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কালীকিশ্বর মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ বি এ, ৫৯বি বাগবাজার ষ্ট্রিট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বি টি, ১৪ পামার বাজার রোড, এটালী; কুমার শ্রীযুক্ত শক্তি-শেখরেশ্বর রায় বি এ, ৫৬।১ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রাহা এম্ এ, বি এল্, প্রাইভেট সেক্রেটারী, দ্বারভাঙ্গারাজ; শ্রীযুক্ত ডাঃ মনোমোহন রায় এল্ এম্ এস্, চিফ মেডিকেল অফিসার, দ্বারভাঙ্গা; শ্রীযুক্ত বি, সি, রায় বি এসসি, এ এম্ আর এ এস্ ই, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ইলেক্ট্রিক সান্পাই করপোরেশন, ব্রোচ্ (বোম্বাই); শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি এ, অফিঃ হেড্ মাষ্টার, রাজ হাই স্কুল, দ্বারভাঙ্গা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ রায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মল্লিক, ৩২ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া; শ্রীযুক্ত হীরালাল নন্দী, ৪৫ হেমচন্দ্র চক্রবর্তী লেন, সাউথ ষ্ট্রাটার। হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ এন্ এন্ রায়, এম্ বি, এফ্, আর সি এস্ (এডিন), ডি বি এস্ (লণ্ডন), ৪৯ চক্রবেড়ে নর্থ, পোঃ এলগিন রোড; অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত ডাঃ সুধাময় ঘোষ এম্ এ, বি এম্ সি (এডিন) স্কুল অব ট্ৰপিকাল মেডিসিন, মেডিক্যাল কলেজ, প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ বসাক, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্ৰমোহন নাগ, ৩০।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট ; শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকৃষ্ণ মিত্র, ২০।১ মদন মিত্র লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্ৰনাথ বসু মুন্সী, ৫৫ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দুৰ্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত লালবিহারী মিত্র পোষ্ট মাষ্টার, বাঁকুড়া ; শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্তার, বাঁকুড়া, প্রঃ—শ্রীযুক্ত যত্নপতি চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যত্নপতি চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বৰ্দ্ধমান ; শ্রীযুক্ত বনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বৰ্দ্ধমান।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুথি ও পুস্তকের তালিকা

পুথি

চৈতন্য-চরিতামৃত (আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড) ; উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায়।

পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র—উপহৃত পুস্তক—(১০) যম-জন্ম, শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৌলিক—(২) ময়মনসিংহের কথা, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্ৰনাথ বসু—(৩) চতুর্বেদ, (৪) সোনার কাঠি, (৫) স-জীবনী কালিদাসের কবিতা, (৬) মালসংক্রান্ত আইন ও অপরাধের নিয়মের সার সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ চক্রবর্তী—(৭) বুদ্ধবোধ বর্ণপরিচয়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(৮) যজুঃসংস্কার-পদ্ধতি, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু—(৯) 'সুব্রাহ্মণ্য' মাসিক পত্রিকার ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার—(১০) ব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বর-মীমাংসা। The Officer-in-Charge. Bengal Sectt. Book Depot—(১১) Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1921-22, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্ৰনাথ বসু—(১২) The Social History of Kamarupa, Vol. I. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১৩) Statistical Tables relating to Banks in India, 1921. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্ৰনাথ বসু—(১৪) Popular Tales of Bengal, (১৫) Creative Unity, (১৬) Lion's Pilgrims, (১৭) George V. Our Sailer King. The Superintendent, Archaeological Survey of India. Western Circle—(১৮) Progress Report of Archaeological Survey of India, Western Circle. (Archaeology) for the year ending 31st March 1921. শ্রীযুক্ত অপৰেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১৯) Nadir Shah. শ্রীযুক্ত জে, সি, দত্ত,—(২০) Toru Dutt. শ্রীযুক্ত বামনদাস মজুমদার—(২১) Lord Sree Gauranga's Teachings to Sanatān Goswami. The Director, Geological Survey of India—(২২) Records of the Geological Survey of India, Vol. LIII. Part 4.

খ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৫৩। জরাসন্ধের রাজধানীর চতুর্দিকে চৈত্য ও রথ প্রভৃতি পাঁচটি পর্বত ছিল। শত্রু এই পর্বতে আরোহণ করিলেই পর্বত গর্জনে পরিণত হয়। উচিত। ইহা ছাড়া তিনটি ভেরী শত্রুর আগমন বুঝিলেই গর্জনে পরিণত থাকিত এবং দুইটি নাগ, রাজধানী প্রবেশে শত্রুদিগকে বাধা দিত। ভীম, পদাঘাতে শিখর চূর্ণ করিয়া পর্বতকে, অর্জুন বাণঘারা ভেরীত্রয়কে এবং কৃষ্ণ, গরুড়কে স্মরণ করিয়া নাগদ্বয়কে বিনাশপূর্বক জরাসন্ধের রাজধানীতে প্রবেশ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

সঞ্জয়ী মহাভারতে এ কথা নাই।

মূল মহাভারত

কৃষ্ণসমেত ভীম ও অর্জুন বৃষরূপধারী দৈত্যের চক্ষু নিশ্চিত তিনটি ভেরী এবং চৈত্যানুঙ্গ ভঙ্গ করিয়া পুরপ্রবেশ করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৪। জরাসন্ধ, যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া উপবাসী অবস্থায় ব্রাহ্মণগণের সহিত অন্তঃপুরে ছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণ প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

জরাসন্ধ, একাদশীর উপবাস করিয়া, পরদিন পারণার সময় ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে ছিলেন, এমন সময় কৃষ্ণ প্রভৃতি তথায় গমন করেন।

মূল মহাভারত

কৃষ্ণ প্রভৃতি যখন পুরপ্রবেশ করেন, সেই সময় বহুবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া রাজা জরাসন্ধ, তৎশাস্তির জন্য উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ভীম, অর্জুন ও কৃষ্ণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৫। জরাসন্ধ-বধের পর তৎপুত্র সহদেব কৃষ্ণের শরণাগত হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

জরাসন্ধ-বধের পর, জরাসন্ধের তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত ভীমার্জুনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সৈন্যসকল নিহত হইলে, কৃষ্ণ জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

মূল মহাভারত

ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে জরাসন্ধ নিজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং জরাসন্ধবধের পর, সহদেব কৃষ্ণের শরণাগত হইলে, তিনিও তাঁহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৬। রাজস্বয় যজ্ঞের নিমিত্ত দিগ্বিজয় করিতে অর্জুন উত্তরে, ভীম পূর্বে, নকুল পশ্চিমে এবং সহদেব দক্ষিণদিকে যাত্রা করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাজস্বয় যজ্ঞে দিগ্বিজয় করিবার জন্ত ভীম উত্তরে, অর্জুন দক্ষিণে, নকুল পূর্বে এবং সহদেব পশ্চিমদিকে যাত্রা করেন।

মূল মহাভারত

অর্জুন উত্তর, ভীম পশ্চিম, সহদেব দক্ষিণ ও নকুল পূর্বদিক জয় করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৭। কাশীদাসী মহাভারতে এই উপাখ্যান নাই।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অর্জুন, দক্ষিণে সিদ্ধকূলে মন্দার পর্বতে উপস্থিত হইলেন। এইখানে চন্দ্রানদীর তীরে স্রবর্ণকন্দলী বনে হনুমান্ বাস করেন। সাক্ষাতে উভয়ের পরিচয় হইলে, অর্জুন তাঁহার নিকট নিজের লঙ্কাগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। অর্জুনের পক্ষে সমুদ্র দুর্লভ্য বলিয়া হনুমান্ মত প্রকাশ করিলে, অর্জুন বলিলেন যে, ইহা অতি অন্মায়াসেই হইতে পারে। তখন অর্জুন সমুদ্রের উপর একটি শরময় সেতু নিৰ্ম্মাণ করিলে, হনুমান্ পর্বতাকার শরীর ধারণ করিয়া তাহার উপর আরোহণ করিলেন। হনুমান্ পূর্ণ বলপ্রয়োগ করিয়াও সেতু টলাইতে না পারিয়া, সমুদ্রে অবতরণ করিয়া দেখেন যে, সেই সেতুর প্রত্যেকটি শর স্বয়ং নারায়ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হনুমান্ তখন পরমভক্তজ্ঞানে অর্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন।

মূল মহাভারত

মূলে নাই।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

২৩এ ফাল্গুন, ১৩২৯, ৭ই মার্চ ১৯২৩, বুধবার অপরাহ্ন ৬।০টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (ছাদশ অধ্যায়)। বক্তা—
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজো-লিখিত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন। এই অনুবাদ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে, সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, এই অনুবাদ শুনিয়া মনে হইল না যে, ইহা অনুবাদ ; ইহা মৌলিক প্রবন্ধ বলিয়া মনে হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

সভাপতি।

চতুর্দশ বিশেষ অধিবেশন

২৬এ ফাল্গুন ১৩২৯, ১০ই মার্চ ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ন ৬।০টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—বৌদ্ধ-দর্শন (বৌদ্ধ-নীতিতত্ত্ব, জ্ঞানবাদ ও সত্তাবাদ) নামক ২য় প্রবন্ধ।
বক্তা—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৌদ্ধদর্শনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর, সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক বিষয়েরই অবতারণা করিয়াছেন। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইতেছে। আশা করি, তিনি যখন তাঁহার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিবেন, তখন যে যে বিষয়ে তিনি সংক্ষেপ করিয়াছেন, সেগুলি যেন বিস্তারিতভাবে বলেন। আমরা আরও আশা করি, তিনি মনো-বিজ্ঞানের মত বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়েও একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। ঋত ও সত্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণার অনুযায়ী হইলেও, তাঁহার মত গ্রাহ্য করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। পাশ্চাত্যেরা বলেন যে, প্রাচ্য নীতিবাদ (Ethics) পরার্থসাধক নহে এবং অসক্তরূপে Ascetic, বক্তা ইহার সঙ্গত প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমরা একমত।”

তাহার পর সভাপতি মহাশয় আরও কয়েকটি বৌদ্ধদর্শনের গুরুতর কথার আলোচনা করিয়া বক্তাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দানের পর, সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপুরণচাঁদ নাহার

সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১১ই চৈত্র ১৩২৯, ২৫এ মার্চ, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২৪টি প্রাচীন মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়-লিখিত “অগ্নি” নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই সকল কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সম্মতিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারপ্রাপ্ত প্রাচীন পুথি ও পুস্তকগুলির নাম পঠিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত গ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২৪টি নিম্নলিখিত শ্রেণীর প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন এবং পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন।

মুদ্রার প্রেরণ	ধাতু	সংখ্যা
দুরাগীবংশীয় তৈমুর	রৌপ্য	৭
মোগলবংশীয় সাহজাহান	”	১
” সাহু আলম ২য়	”	১
মুরবংশীয় ইসলাম সাহু	তাম্র	১১
মালবদেশীয় খিলজিবংশীয়	”	২
প্রাচীন সুলতান কোবাচা		
নাসিমুদ্দিন কোবাচা (?)	”	১
মহম্মদ সাহ বিন (?)	”	১
		<hr/> ২৪

৬। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্যানির্বাহক-সমিতির সভাপদপ্রার্থিগণের ভোটপরীক্ষক নির্বাচিত হইলেন।

- ১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
- ২। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৩। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী
- ৪। শ্রীযুক্ত মন্থনাথ মজুমদার।

৭। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের পরমহিতৈষী সদস্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী এবং বিখ্যাত উকীল মনোজমোহন বসু বি এল মহাশয়ের এবং মুরশিদাবাদ-রঘুনাথগঞ্জের জমিদার তারিণীপ্রসাদ ধর মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। মনোজ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি পরিষদের পক্ষে মৃত মহাআগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহাদের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরিত হইবে। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৮। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার “অগ্নি” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, রায় শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম্ এ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করিলেন। এই সকল আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে,

‘অগ্নি’ বিষয়ে এত আলোচনার জিনিস রহিয়াছে যে, ২৩টা অধিবেশনে সেই সকল আলোচনার ফল জানাইতে পারা যায় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্থমোহন বসু

সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদস্য—
শ্রীযুক্ত শ্রামচন্দ্র রায়, ১৩ বিডন রো; শ্রীযুক্ত হরিনাথ দাস, ১০৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ বাগবাজার ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভড়, ৩১ ক্লাইব ষ্ট্রীট। প্রঃ—
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, সং—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র নন্দী, ২১১১ সার্পেন্টাইন লেন,
প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে, সং—শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ শচীন্দ্রভূষণ
পাল বি এ, এল্ এম্ এম্, ৩০ মথুরসেন গার্ডেন লেন; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল্, উকীল
শ্রী কজ কোর্ট, ৬ ব্রাকোয়ার স্কোয়ার; শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, ৪৩ হেমকর লেন; শ্রীযুক্ত
প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ৭ প্রাণনাথ চৌধুরী লেন, কাশীপুর ২৪ পরগণা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত
কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, সং—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হারাণকুমার চট্টোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার,
বি, এন্, আর; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার, বি, এন্, আর, H. C. Con-
struction Dist. No. 2. Sub division, No. 2. Camp. প্রঃ—শ্রীযুক্ত অটলবিহারী
ঘোষ, সং—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, চাঁইবাসা; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ
রায়, উকীল, চাঁইবাসা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সং—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কেশরনাথ
মণ্ডল, জমিদার, গ্রাম কশাড়িয়া, পোঃ খেজুরী, (মেদিনীপুর)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হারাচন্দ্র দাস,
সং—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র মল্লিক, ২৫ শোভারাম বসাক লেন, কলুটোলা; শ্রীযুক্ত
সত্যচরণ ধর বি এল্, ২৫১১ বাজারাম অকুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, সং—ঐ,
সদঃ—শ্রীযুক্ত বক্রিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, হেডমাষ্টার, হুগলী কলেজিয়েট স্কুল; শ্রীযুক্ত
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, চুঁচুড়া; মৌলবী খলিলুর রহমান খাঁ এম্ এ, চুঁচুড়া,
ইংলিশ রোড; শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ পাইন, জমিদার, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী; শ্রীযুক্ত জগন্নাথ
মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র পাইন, এটর্নি-এট-ল, ঘুটিয়া-

বাজার, হুগলী ; শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক বি এল, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী । প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, একষ্ট্রা আসিষ্ট্যান্ট কন্জারভেটর অব ফরেস্ট, কালিম্পং, দার্জিলিং ; শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার বসু বি এসসি, জিয়লজিষ্ট, রামগড় পোঃ, হাজারিবাগ ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এসসি, একষ্ট্রা আসিষ্ট্যান্ট কন্জারভেটর অব ফরেস্ট, বাগডোগরা পোঃ, দার্জিলিং ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল, উকীল, নড়াইল, যশোহর ; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট । প্রঃ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিচন্দ্র রায়, উকীল, ৪৫ই মোহনলাল ষ্ট্রীট ; শ্রীযুক্ত অধিকামোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, টেপা, মধুপুর, রংপুর, প্রঃ—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব-ডাঃ শান্তিরাম চক্রবর্তী, চিফ্ মেডিকেল অফিসার, জামসেদপুর ; ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, হেলথ অফিসার, জামসেদপুর, প্রঃ—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু, এসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টার, রাভেন্সা কলেজিয়েট স্কুল, কটক ; শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনারায়ণ রায় এম্ এ, বি এল, উকীল, বালুবাজার, কটক । প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী পাল, ১১৩ হারিসন রোড ; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আঢ়া, লালচাঁদ আঢ়া এণ্ড কোং, মীরবহর ঘাট, রাজার চক, বড়বাজার, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্ এ, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী বি এসসি, ৭৪ বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীট । প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীমাচরণ পাল, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গ্রাম কালীয়ারা, পোঃ, চন্দননগর । প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, ১১১ হরিতকীবাগান লেন ; শ্রীযুক্ত মন্থননাথ মজুমদার, ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন । প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় জমিদার, আরমাণিটোলা, ঢাকা ; শ্রীযুক্ত কেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার ও মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ার-ম্যান, সূত্রাপুর, ঢাকা । শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা, উকীল, জজকোর্ট পাবনা । প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার আয়কত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, চাইবাসা, সিংহভূম । শ্রীযুক্ত মুরলীধর মিত্র, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, চাইবাসা, সিংহভূম । প্রঃ—শ্রীযুক্ত নৃপতিকান্ত রায়, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার বি এ, ২ বেণীনন্দন লেন, ভবানীপুর । প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীমাচরণ বসাক, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত কাঞ্চালীচরণ দত্ত, ১০১২ অবিনাশ মিত্রের লেন । প্রঃ—শ্রীযুক্ত মন্থননাথ রায় চৌধুরী, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অশ্বিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩১১ হরিষোষ ষ্ট্রীট । প্রঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার মণ্ডল, ইনকাম ট্যাক্স অফিস, ৬৫বৌড্ণ ষ্ট্রীট । প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সঃ—এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেন এম্ এ, কৃষ্ণনগর ।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুথি ও পুস্তক

পুথি—

চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ)—উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ডাঃ শরৎকুমার দত্ত এন্
এম্ এম্।

পুস্তক—

উপহারদাতা—The Registrar, Calcutta University—(১) Journal of the Department of Letters, Vol. IX. 1923, (২) Calcutta University Calendar for the year 1920. Part III. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩) Lover's Gift and Crossing (Tagore), (৪) The Gardener (Tagore), (৫) Sakuntala or Fatal Ring, (৬) The Meghduta or Cloud Messenger, (৭) Bhagabat Gita or Sacred Song. Le Editeur, Librairie Ancienne, H. Champion—(৮) Bulletin De La Societe De Linguistique De Paris. Tome XXIII No 3. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat. Book Depot—(৯) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year 1921-22. (১০) Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal, 1921-22. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১১) Statements showing Progress of the Co-operative Movement in India during the year 1921-22. Agricultural Advisor to the Govt. of India—(১২) Review of Agricultural Operations in India, 1921-22, The Officer-in-charge, Bengal Sect. Book-Depot—(১৩) Report on Administration of Bengal during 1920-21. শ্রীযুক্ত কালীকঙ্কর মুখোপাধ্যায়—(১৪) মোগল বাদসা, (১৫) একটা-কিছু, (১৬) খেয়াল ; শ্রীযুক্ত সরসীবালা বসু—(১৭) প্রতিষ্ঠা, (১৮) চরকার উৎসর ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর—(১৯) গান্ধী-কীর্তন ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(২০) মুরুধারা, (২১) বিবাহ-তত্ত্ব ; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ত্ব-বিশারদ—(২২) পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব (১ম খণ্ড সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব), (২৩) ঐ ২য় খণ্ড মেরুতত্ত্ব ; শ্রীযুক্ত সম্পাদক, ব্রাহ্মগুরু-সভা, কালী—(২৪) ত্রিদিব্য-তত্ত্ব, (২৫) শিবার্চন-তত্ত্ব, (২৬) রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্য, (২৭) তুলসী-মাহাত্ম্য, (২৮) গঙ্গোদক-মাহাত্ম্য ; শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, (২৯) কবিকথা, ২য় খণ্ড ; শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৩০) আর্ট ও সাহিত্য ; শ্রীযুক্ত প্রকাশক, জ্ঞান-মণ্ডল, কালী, (৩১) সারনাথ কা ইতিহাস (হিন্দী), (৩২) ব্রিটিশ ভারত আর্থিক কা ইতিহাস, (৩৩) রাজনীতি-শাস্ত্র (৩৪) রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়-শাস্ত্র, (৩৫) আঙ্গোজ জাতি কা ইতিহাস।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৫৮। জরাসন্ধবধের পর, কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করেন। তৎপরে অর্জুন প্রভৃতির দ্বিধিজয়যাত্রা অন্তর্ভুক্ত হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

জরাসন্ধবধের পর, কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করেন। পরে অর্জুন প্রভৃতি দ্বিধিজয় করিয়া আসিলে, তিনি দ্বারকায় যান।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৯। ময়-নির্মিত অপূর্ব সভামধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির রাজস্বয় যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

যুধিষ্ঠির ভাগীরথীতীরে যজ্ঞশালা নিৰ্ম্মাণ করিয়া দ্রৌপদীর সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, এমন সময় ময় দানব আসিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সভা নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং পরে সেই সভায়ই যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

মূল মহাভারত

এবিষয়ে মূলে কিছু উল্লিখিত নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

৬০। রাজস্বয় যজ্ঞ সমাপনান্তে কৃষ্ণ ও অন্যান্য রাজগণ স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলে, ছর্যোধান কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে রহিলেন। একদিন শকুনির সহিত তিনি ময়-নির্মিত যুধিষ্ঠিরের সভা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় স্ফটিক-নির্মিত বেদী দেখিয়া তাঁহার জলাশয়ভ্রম হইল; অমনি ভিজিবার ভয়ে বস্ত্র গুটাইতে লাগিলেন। এইরূপ জলাশয়ে স্থলভ্রম করিয়া তাহাতে পড়িয়া গেলেন; প্রাচীরে দ্বার বোধ করিয়া গমন সময়ে কপালে আঘাত পাইলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে সভাস্থিত সকল লোক হাসিয়া আকুল হইল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাজস্বয় যজ্ঞের আরম্ভ সময়ে অন্যান্য রাজগণের সহিত ছর্যোধান যখন ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন, সেই সময় ময়-নির্মিত সভায় প্রবেশ করিয়া ছর্যোধানের স্থলে জল, জলে স্থল ও অন্ধারে ঝারভ্রম হয় এবং তজ্জন্য সকলের নিকট তিনি হস্তাস্পদ হইলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬১। ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে পঞ্চপাণ্ডব পাশা খেলিবার জন্য হস্তিনায় আসিলেন এবং দ্রৌপদী ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

লাইব্রেরী ও উপহার-পুস্তক

আমেরিকা ভ্রমণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সিংহ বি, এস্ (ইলিনয়) এম্, এ, জি, এ প্রণীত ।

ইহাতে আমেরিকার ক্যাপ্টরী—স্বাভলম্বন—অর্থোপার্জন—বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা—সামাজিক চিত্র—আমোদ-প্রমোদ—বয়স্কের উপর খেলা, “বল”নাচ প্রভৃতি—অনেক কথাই আছে । “মার্কিন-মহিলা” বিষয়ক-পরিচ্ছেদগুলিতে অনেক চিত্তাকর্ষক কথা আছে । পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না ।

কম্বোজী অভিমত—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন,—* * * “এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় মনোজ্ঞ-ভাবে নিবন্ধ করিয়াছেন । পুস্তক পড়িতে পাঠকের কোঁতুল উদ্দীপিত হয় । আপনার পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিলে আনন্দিত হইব ।”

সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের অধ্যাপক এচ, কে, সরকার—“গ্রন্থকারের ছবি-নির্কাচন সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষতা আছে ।”

লাহোর আইন কলেজের প্রিন্সিপাল কে, সি, চ্যাটার্জি—“এ পুস্তকখানি অতিশয় চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ । আমি ইহা হইতে অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিলাম ।”

Prof. S. C. Mahalanabis, Presidency College—“I have read some parts of the book and found your description very interesting. The dedication and the beginning of the book seemed quite touching.”

প্রবাসী—“আমেরিকার অনেক খবর এই বইএ আছে ।”

ভানুভট্ট—“বইখানি পড়িলে ঘরে বসিয়াই আমেরিকা ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করা যায় ।”

দৈনিক বসুমতী—“পুস্তকখানি সৰ্ব্বাপেক্ষা আধুনিক তথ্যে পূর্ণ ।”

(১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)

পুস্তকখানি নীল কাপড়ে বাধান ; নাম রূপার জসে লেখা । ত্রিবাণ ও একবর্ণের অনেকগুলি স্তম্ভর স্তম্ভর ছবি আছে ; ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্তৃক আর্ট-পেপারে মুদ্রিত ।

মূল্য দুই টাকা ; ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র ।

প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

অগ্রগণ্য বিখ্যাত পুস্তকালয় ও অধ্যাপক এস্ সি সিংহ, বহরমপুর, বেঙ্গল ।

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

● বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কৰ্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্ত ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্ত নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যেভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ত্রায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অমুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে স্পর্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমানেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষদকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমानी, সদাপ্রহু, অক্লান্তব্রতী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হইবে। এই জন্ত আমি পরিষদের সদস্তগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্তব্য কৰ্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির,
২৪০১, আগার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

ত্রীনলিনীকুমার পাণ্ডে
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি

শ্রীপদকম্পাতরু (তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ কর্তৃক সম্পাদিত ।

চতুর্থ শাখা—প্রথম ভাগ, ২৬শ পন্নব পর্য্যন্ত ৩৩২ পৃষ্ঠায় সুচারুভাবে টীকা-পাঠান্তরাদি সহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল । ইহাতে প্রত্যেক সংস্কৃত পদগুলির টীকা ও অনুবাদ ত আছেই, ইহা ছাড়া অধিকাংশ দুর্লভ পদের সুললিত ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে । মূল্য পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ১।০, শাখা-সভার সদস্তপক্ষে ১।০ ও সাধারণের পক্ষে ১।০ ; এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডের মূল্য স্বাক্ষরপরিষদের সদস্ত-পক্ষে ১.১০, ১।০ ; সাধারণ-পক্ষে ১।০, ১।০ ।

— ০ —

মনোবিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত

শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেননাথ শীল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনস্বী দার্শনিকগণের অনুমোদনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক বঙ্গভাষায় এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে পাশ্চাত্য দর্শনের মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক সকল তথ্যই আলোচিত হইয়াছে । অধিকন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে মন সম্বন্ধে যে সকল বিচার বিশ্লেষণ আছে, তাহাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং বিবয়-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-দর্শনের উক্তি কতকপরিমাণে নিবদ্ধ হইয়াছে । যে সকল কলেজের ছাত্র সংস্কৃত দর্শনের নিবিড় সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিতে ইচ্ছা করেন এবং সে সকল সংস্কৃতপাঠী ছাত্র বড়দর্শন অবলম্বন করিয়া ইংরেজী মনোবিজ্ঞানের বিচার-প্রণালী অধ্যয়ন করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা এই গ্রন্থে বিশেষ সাহায্য পাইবেন । এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ ও তাহাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ ও শব্দহ্রী প্রদত্ত হইয়াছে । মূল্য—সদস্তপক্ষে—১.১০, শাখা-পরিষদের সদস্তপক্ষে—১।০ ও সাধারণের পক্ষে—১।০

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির ।

২৪৩।১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা ।

— ০ —

বৌদ্ধগান ও দোহা

ইহাতে চর্যাচর্যাবিশিষ্ট, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০ বৎসরেরও পূর্বে রচিত। বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ভাষা-তত্ত্বের অমূল্যলব্ধি এই গ্রন্থের স্থান বোধ হয় সর্বোপরি। মূল্য—সদস্ত-পক্ষে ২১, সাধারণ-পক্ষে ৩।

বাঙ্গালা-ভাষা

শব্দকোষ—ভাষাতত্ত্বাভ্যাসকৃত্যঙ্গগণের পরম উপাদেয় গ্রন্থ। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রা বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর বিরচিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্তপক্ষে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য—৩।০০, সাধারণের পক্ষে—৫।০।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাণ্ডল ৮০ আনা।

(পরিষদের সদস্তগণ বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষার বিবধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্ত বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এগিয়াটিক সোসাইটি যেমন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব-সম্পর্কীয় বিষয়, প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাংশবিশেষের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলিখ, মুদ্রালিখ, প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ করেন, ইহাতেও সেইরূপ বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, চিত্রাদির সহিত প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন মৌলিক অনুসন্ধানের ফলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটি যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপ বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেই পাঠ্য হওয়া উচিত।

বাহারী পরিষদের সদস্ত নহেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই পত্রিকার গ্রাহক হইলেও অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

১৩২৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত পুরাতন পত্রিকার পরিষদের সদস্তগণের এবং সাধারণের জন্ত প্রতি বৎসরের মূল্য ১ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

২৪৩১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

এ পর্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চতুর্দশের কৃষ্ণকীর্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে প্রচলিত খাটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ মহাশয় কর্তৃক সংবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাদ ৬রাশেস্ত্রনন্দর ত্রিবেদী মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—“এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।” প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় লিখিত পুথির লিপিকাল স্মারক প্রবন্ধ সহ বর্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত :-

“যে রূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাগতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়.....গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক”—“নব্য-ভারত,” চৈত্র ১৩২৬।

“ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে.....বর্ণনাকৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাঙ্ঘ্যমান।”—“ভারতবর্ষ,” বৈশাখ, ১৩২৭।

“ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ..... বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।”—“মানসী ও মন্ত্রবাণী,” জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

“তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাধন্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই”—“প্রবাসী” আষাঢ়, ১৩২৭।

“বৃন্দাবন-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।”—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

“The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature.”—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

“The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly servicable to those who interested in Brindaban—its past history and present position.”—The Bengalee, 9th May, 1920.

“To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademecum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading.”—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২৥০

পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১৫০

ডাকমাণ্ডল স্বত্ত্ব।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দির।

২৪৩১, আপার সাকুলার রোড,—কলিকাতা।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সম্পাদিত

ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্তার ৬১০টি উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দ্রুত স্থলের পাদটীকাসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্তৃগণ, ‘পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থপ্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমতের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

“বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাঝেই স্বীকার করিবেন।”

সুপ্রসিদ্ধ “অমৃতবাজার পত্রিকা” লিখিয়াছেন,—

“The present work ‘Aprakashita Padaratnavali’ is an out come of Satis Babu’s life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis, including poems by nearly thirty unknown ‘pada-kartas’ and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master poets of the Padavali Literature. * * * As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis.”

সুপ্রসিদ্ধ “হিতবাদী” লিখিয়াছেন,—

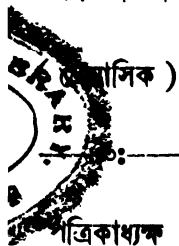
“এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিস্মৃত স্বকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি।”

সুপ্রসিদ্ধ “প্রবাসী” লিখিয়াছেন,—

“সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব পদকর্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। * * * এই সকল অপরিসীম পদকর্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমৃদ্ধ। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাঝেরই সমাদর লাভ করিবে।”

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ২-৬ হই টাকা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা



শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচী

(প্রবেশের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। অর্থশাস্ত্রে ধর্ম এবং সংস্কার ...	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	১১৯
২। উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য- সম্বন্ধীয় পুথি ...	শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ	১২৭
৩। জৈন-দর্শনে আদ্বৈতবাদ (-) ...	শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যভীর্ষ এম্ এ	১৪০
৪। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	৮৯—৯৬
৫। বার্ষিক কার্য-বিবরণ	১—৬০
৬। ২৯শ বর্ষের মাসিক কার্য-বিবরণ	৭৯—৯৭
৭। ৩০শ বর্ষের " " "	১—১২

* বিশেষ দ্রষ্টব্য - সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তন হইলে, তাঁহারা যথাসময়ে কার্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ-জীবন-চরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কন্ঠবীর ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তকী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পরিপুষ্ট ও ত্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবার তিনি যেভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দ্রুত অমুঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে স্পর্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা-সাহিত্যে হিতকামী ব্যক্তিমাঝেরই আলোচনার বোগ্য। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পারিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরন্তরিতা, সদাশ্রদ্ধা, অক্লান্তকর্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেরই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তকী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বহু-বাক্যের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইবে।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুরোধপূর্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নির-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অমুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির,

২৪০১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীমলিনীকান্ত পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,

ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

অর্থশাস্ত্রে ধর্ম এবং সংস্কার *

সমাজ ও সামাজিক-জীবন ব্যতীত কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা লৌকিক ধর্ম, ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কার প্রভৃতির বিবরণ পাই। যদিও উহা খুব অল্প, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের উত্তরাংশের তাৎকালিক সমাজের ধর্মজীবন এবং লোকসাধারণের মানসিক অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া ইহার মূল্য কম বলা যায় না।

অর্থশাস্ত্র ধর্মতত্ত্ব বা ব্রাহ্মবিদ্যার গ্রন্থ নহে বা উহাতে কোটিল্য ধর্ম, অর্থ বা কাম—এই ত্রিবর্ণের আপেক্ষিক মর্যাদা প্রভৃতি লইয়া বিশেষ কোন বাদানুবাদ করেন নাই। তাহা হইলেও অর্থশাস্ত্রে আমাদের জ্ঞাতব্য অনেক কথাই পাওয়া যায়। বিদ্যা-সমুদ্দেশ অধ্যায়ে আমরা জ্ঞানের ভিত্তিমূলক শাস্ত্রসমূহায়ের উদাহরণ পাই। এই সম্পর্কে কোটিল্য আত্মীক্ষকী, বার্তা, দণ্ডনীতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার, আত্মীক্ষকী বা তর্কশাস্ত্রের (চিন্তামূলক দর্শনের) উদাহরণ-স্বরূপ তিনি সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়তের কথা বলিয়াছেন (সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যাত্মীক্ষকী)—অ° শা° পৃঃ ৬)। এগুলি দেখিয়া কোটিল্য-সম্বন্ধে একথা অবিসংবাদিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, অসাংখ্য রাজনৈতিক লেখকদিগের মধ্যে তিনিই পর বিজ্ঞানকে (Metaphysics) উহার উপযুক্ত স্থান দিয়াছেন এবং উহাকে সর্ব-বিজ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া মানিয়াছেন।^১ অর্থশাস্ত্রে আত্মীক্ষকীর বিবরণ আমরা পাই না বলিলেই হয়; বর্তমান রচনাতেও তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সাংখ্য এবং যোগ-সম্বন্ধে আমরা বিশদভাবে কিছুই পাই না এবং লোকায়তের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই হয়। লোকায়তিকেরা অবশ্য ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনাদিতে নাস্তিক—পার্থিবজ্ঞানপ্রিয়ানী বেদবিরোধী ভদ্রবাদী বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছেন।

লোকায়তদর্শনের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা অর্থশাস্ত্রে নাই। তবে কামসূত্র এবং সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থাদিতে আমরা বাহা পাই, তাহাতে বোধ হয় যে, লোকায়তিকেরা পরলোকে অবিদ্যাসী ছিলেন এবং পার্থিব ইঞ্জিরমুখ্যই যে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা তাঁহারা প্রচার করিতেন।

অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত বেদের বিরুদ্ধবাদীদিগের এবং ব্রাহ্মণদিগের শত্রুদের মধ্যে বৌদ্ধেরা এবং আত্মীষকেরাই প্রধান। কোটিল্য সিদ্ধতাপস ভিন্ন ইহাদের আর সকল সম্প্রদায়েরই উপর বিদ্বেষ-ভাবসম্পন্ন। সিদ্ধতাপসদের কথা আমরা পরে বিশেষরূপে বলিব। এই সকল মতের প্রতি কোটিল্যের বিদ্বেষভাব তৎকালীন লৌকিক বিরোধেরই পরিচায়ক। ইহার বিবরণ অপরাপর অনেক পুরাতন গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

* ইন্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

১। প্রকীপ: সর্ববিদ্যানামুশারঃ সর্বকর্মণাম্।

আশ্রমঃ সর্বধর্মণাম্ শব্দাচারীক্ষকী মতাঃ।

প্রকীর্তক-নামক অধ্যায়ের কোনও বিশেষ স্থলে বৌদ্ধ এবং আজীবকদিগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তথায় আমরা দেখি যে, যজ্ঞ উপলক্ষে অথবা পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডাদি প্রদান করিবার সময় যদি কেহ শাক্য বা আজীবকদিগের ছাত্র “বৃষল-প্রব্রজিত”দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, তবে তাঁহার ১০০ পণ অর্থদণ্ড হইত (“শাক্যাজীবকাদীন বৃষল-প্রব্রজিতান্ দেবপিতৃকার্যেযু ভোজয়তঃ শতো দণ্ডঃ ।”—অঃ শাঃ পৃঃ ১২৯)। এই ব্যাপার এবং পাষণ্ডদিগের প্রতি প্রযুক্ত অপরাধের নিয়মাবলী হইতে এই সকল দলের উপর শাসন-কর্তৃবর্গের মনের ভাব প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে গ্রামে থাকিতে কিংবা সজবদ্ধ হইতে দেওয়া হইত না। শাসনের নিকট তাহাদিগের আবাস থাকিত। (পাষণ্ডচণ্ডালানাং শাসনান্তে বাসঃ)।

“বানপ্রস্থাদতঃ প্রব্রজিতভাবঃ সজাতাদতঃ সজবঃ সামুখ্যকাদতঃ সময়াহুবন্ধো বা নাত্ত জন-পদমুপনিবেশতঃ”—পৃঃ ৪৮। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেন।

যদিও প্রধান দার্শনিক-সম্প্রদায়গুলির কথা অতি অল্প, তথাপি অর্গশাস্ত্রের বিবরণে লৌকিক ধর্মের উপর আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করে এবং উহা সামাজিক বিজ্ঞান, ধর্মমত ও ধর্মতত্ত্বের ক্রমবিকাশের তুলনাকল্পে বাস্তবিকই বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা যে ইহাতে কেবলমাত্র বহুসংখ্যক দেবদেবীর, রাক্ষস এবং প্রেতাচার্য পূজাকলাপ দেখিতে পাই, তাহা নহে, অদ্ভুত ক্রিয়াদি এবং প্রাচীন যুগের সংস্কার প্রভৃতিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আজ পর্যন্ত উহাদের অনেকগুলি প্রচলিত আছে। কোটিল্যের সময়ের দেবদেবীর মধ্যে কতকগুলি বৈদিক যুগে এবং অপরগুলি নিঃসন্দেহে তৎপরবর্ত্তী যুগে প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্বশ্রেণীর ভিতর ইন্দ্র, যম, বরুণ, সবিতা, অগ্নি, সোম, অদ্বিতি, অমৃতমিত্র, সরস্বতী ইত্যাদির নাম অর্গশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গের দেবতাদিগের মধ্যে কেবল ইন্দ্রই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অনাবৃষ্টির সময়ে ইন্দ্রকে শচীনাথরূপে বৃষ্টিদানের নিমিত্ত আহ্বান করা হইত (পৃঃ ১০৬, ১, ১০)। ঐন্দ্রাবাহীস্পত্য নামক ক্রিয়াতে ও বক্ষ্যানারীকে পূজ্ঞানের এবং গর্ভস্থিত শিশুর গুণবৃদ্ধির জন্তও ইন্দ্রের পূজা করা হইত। পরলোকগত মৃতব্যক্তিদিগের নিয়ামক বা দণ্ডকর্ত্তা-হিসাবে যম তাঁহার পূর্বপদ বজায় রাখিয়া ছিলেন এবং বরুণও মন্দকর্ম বা কুকার্য্যকরণেচ্ছুর দমনকারী বলিয়া পূর্বের ছাত্র পূজিত হইতেন।

এ সকল ছাড়া আমরা পরবর্ত্তী যুগের কতকগুলি দেবতা-সম্বন্ধে অনেক আভাস পাই। যথা,— কোনও নূতন নগর বা দুর্গ নির্মিত হওয়ার পর, তাহার কতকগুলি অবশ্যকরণীয় ক্রিয়া-কলাপের সম্পর্কে কতকগুলি দেবতার উল্লেখ পাই। তাহাদের পূজায় নূতন নগরবাসীদিগের শান্তি এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইত বলিয়া কোটিল্য মনে করিতেন। সেই সকল দেবতার নাম,—অপরাজিতা, অপ্রতিহত, জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বি, ত্রী এবং মদিরা। (অপরাজিতাপ্রতিহত-জয়ন্তবৈজয়ন্তকোষ্ঠিকান্ শিববৈশ্রবণাশ্বিত্রীমদিরাগৃৎ ৮ পুরমধ্যে কারয়েৎ ।—অঃ শাঃ পৃঃ ৫৫—৫৬) এই সকল দেবতাদিগের সম্মানের জন্ত নগরমধ্যে (দুর্গমধ্যে) মন্দির নির্মাণ করা হইত। এই সকল

দেবতাদের মধ্যে প্রথম চারিটির নাম জৈন-গ্রন্থ ‘উত্তরাখ্যানসূত্রে’ পাওয়া যায়, কিন্তু এই সমুদায় দেবতার পূজার বা সার্থকতার কথা কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। দেবতাদিগের নামগুলির অর্থ কিন্তু খুব স্পষ্ট। অপরাঞ্জিত এবং অপ্রতিহত অর্থে শত্রুদিগের দ্বারা অবিজিতকে বুঝায়; জয়ন্ত এবং বৈজয়ন্ত শব্দে ‘রণে বিজয়ী’—বিজয়দাতা বুঝায়। ইঁহাদিগকে আমরা যুদ্ধের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়া লইতে পারি। ইঁহাদিগের সঙ্গে আমরা শিবের পূজার উল্লেখ দেখি (আশীর্বাদ বা মঙ্গল-দাতা)। বর্তমানে ভারতবর্ষেও শৈবদিগের সংখ্যা অত্যধিক। বৈশ্রবণ কিংবা কুবের—ইনি ছিলেন ধনাধিপতি, ইঁহার পূজা উপাসকদিগের ধনসম্পদ আনয়ন করিত। অশ্বিনয় ছিলেন দেব-চিকিৎসক, ইঁহাদিগকে চিকিৎসা-পারদর্শী বলিয়া জনসাধারণ ভক্তি করিত; শ্রী বা লক্ষ্মী প্রাচুর্য্য এবং সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন—ইনি বৈদিকযুগের শেষাঙ্গী হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। শতপথব্রাহ্মণে ইনি প্রথম উল্লিখিত হন [শতপথ ব্রাঃ—পৃঃ ১১, ৪-৩ বিঃ; Buddhist India, পৃঃ ২১৭-২২০], পরে ইঁহার বিশেষ উল্লেখ আছে। অবশেষে মদিরার কথা বলা হইয়াছে। মদিরার বিষয়ে আমরা পূর্ববর্ণনা হইতে এই জানিতে পারি যে, ইঁহার স্থান নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। পরবর্তিকালে এই দেবী মহাদেবী দুর্গা বলিয়া কথিত হন। উক্ত যুগে সম্ভবতঃ ইনি উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। এই জন্তই তাঁহার নাম মদিরা (wine) দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত সময়ে মদিরার প্রচলন খুব বেশী ছিল।

ইহার পর চারি দিকের চারিটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ পাই। (যথাদিশং চ দিগ্গেদবতাঃ)। উপযুক্ত স্থানেই ইঁহাদের মন্দিরাদি ছিল। নগরের চারিটি দ্বার চারিজন দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইত। উক্ত দেবতাদের নাম ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম ও সেনাপতি। (ব্রাহ্মৈন্দ্রযামসৈনাপত্যানি দ্বারানি...)। দুর্গমধ্যে কুমারী দেবীর পূজার জন্ত একটি মন্দির নির্মিত হইত।

এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল নগরীতেই কোনও না কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কিংবা নগররাজ-দেবতার উদ্দেশে মন্দির উৎসর্গ করা হইত (ততঃ পরং নগররাজদেবতাঃ)।

গ্রামেও গ্রামবাসীদিগের নিজের দেবতা থাকিত। অর্থশাস্ত্রের একাধিক স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ পাই। আমরা দেখি যে, গ্রাম্য দেবতার সম্পত্তি গ্রামের মাতব্বর লোকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। অপর কোনও স্থানে কোটিল্য স্থানীয় দেবতাদিগের নামে বৃষ উৎসর্গের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৪৮, ১৭১ ও ১৭২, গ্রামদেববৃষাঃ)। উহারা অবধ্য ছিল।

পারিবারিক দেবতার কথাও আমরা পাই। তাহার গৃহস্থালী বা ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা ছিলেন।

যে সকল দেবতাদিগের কথা বলা হইল, ইঁহাদের প্রত্যেকের পূজার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থান, এবং ইঁহাদিগের মন্দিরাদির পরিচালনের নিমিত্ত ক্ষেত্রাদি সংলগ্ন ছিল। অর্থশাস্ত্রের সময়ে এ সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একজন পৃথক্ দেবতাম্যক্ষ নিযুক্ত ছিল।

সে সময়ে প্রতিমাদিরও প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়, তবে সে সময়ে আমরা বিশেষ কিছুই পাই না। অন্ততঃ ছই স্থলে দেবতাদিগের প্রতিমার উল্লেখ দেখা যায় (দৈবতপ্রতিমানাং চ গমনে দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ :—পৃঃ ২০৪, পং, ১৫; দেবধ্বজপ্রতিমাত্তির্বা” পৃঃ ৪০০, পং, ১৯)।

অস্ত্রাশ্র উপাশ্র দেবতাদিগের মধ্যে নদী, পর্কত এবং পবিত্র বৃক্ষাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথাও পাওয়া যায়। উপনিপাত-প্রতিকার অধ্যায়ে এক স্থানে আমরা বজ্রা-নিবারণার্থ পর্কদিনে নদী-পূজার কথা পাই (পর্কসু চ নদীপূজাঃ কারয়েৎ)। গঙ্গাপূজার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ের মধ্যেই পর্কতপূজার কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (পৃ: ২০৮ ও ২০৯, —পর্কসু চ পর্কতপূজাঃ কারয়েৎ)।

এই সমস্ত দেবতাগণের পূজার পরেই আমরা বিপদ দূরীকরণার্থ দানব, উপদেবতা এবং এমন কি, প্রাণিপূজার কথাও উল্লেখ করিতে বাধ্য। কোটিগের সময়ে দানবপূজা খুব বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ঔপনিষদিক পরিচ্ছেদে অশুরদিগের মধ্যে আমরা বলি, বৈরোচন, শবর, তত্তীর-পাক, নরক, নিকুম্ভ এবং অস্ত্রাশ্র অনেকের নাম উল্লিখিত দেখিতে পাই (পৃ: ৪১৭—৪১৯)। ঘোটক ও হস্তিনমূহ হইতে ভূত দূরীকরণার্থ উপদেবতার পূজা সাধারণতঃ অমাবস্তার দিনেই সম্পন্ন হইত (কৃষ্ণসন্ধিযু ভূতেজ্যাঃ)।—পৃ: ১৮৫, পং ৯ ও পৃ: ১৩৯, পং, ৬)।

প্রাণিপূজার মধ্যে সর্প, হাঁহ, কুত্তীর এবং ব্যাঘ্র পূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত পূজা পূর্ণিমা বা অমাবস্তার দিনেই সম্পন্ন হইত। ইহার মধ্যে সর্পপূজার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা স্থানে ইহার কথা বলা হইয়াছে। “কোশাভিসংহরণম্” অধ্যায়ে ধনশূন্য রাজ-ভাগ্যের পরিপূর্ণ করার কৌশল বর্ণনার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, জীবন্ত সর্পকে শূভ্রগর্ভ সর্প-প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইত। তাহাতে সর্পদেবতার উদ্দেশে কিছু দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে প্রবর্ত্তিত করা হইত (পৃ: ২৬০)।

এভক্তি পবিত্র বৃক্ষ ও চৈত্যকে লোকে সম্মান প্রদান করিত। মাটির স্তূপ প্রভৃতিকেই সম্ভবতঃ চৈত্য বলা হইত। কতকগুলি চৈত্য বৃক্ষ এবং ধর্ম্মমন্দিরাদির সহিত সংলগ্ন থাকিত। ইহা বোধ হয়, ঐগুলি প্রাচীনতর আচারের বা বিশ্বাসের অঙ্গভূত ছিল। এইগুলি রাক্ষস ও হুষ্ঠাশ্রাদিগের আবাসস্থল বলিয়া পরিগণিত ছিল। “উপনিপাত-প্রতিকার” নামক অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, পর্কদিনের সময়ে দানবভয়নিরাকরণার্থ ঐ সমুদায় চৈত্যের পূজা করা হইত। এ সম্বন্ধে আমরা আরও যে সমুদায় ক্ষুদ্র বিবরণ পাই, তাহাতে জানিতে পারি যে, চৈত্যস্থিত আশ্রাদিগকে পতাকা, ছত্র এবং অপরাপর জিনিস দিয়া সজ্জা করা হইত। ছাগবলির কথাও পাওয়া যায় (পর্বসু চ বিতর্দিক্ষত্রোন্নোপিকাহস্তপতাকাচ্ছাগোপহারৈঃ চৈত্যপূজাঃ কারয়েৎ)।—পৃ: ২১০)। রাজসরকার হইতে চৈত্যগুলিকে রক্ষা করা হইত এবং কেহ যদি চৈত্যগুলির অনিষ্ট করিত, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইত (পৃ: ১৯৭), যথা—

সীমবৃক্ষেষু চৈত্যেষু ক্রমেণালঙ্কিতেষু চ।

ত এব দ্বিগুণা দণ্ডাঃ কার্ঘ্যা রাজবনেষু চ॥

লোকের মনের উপর দানব, অপদেবতা বা অস্ত্র প্রকারের হুষ্ঠাশ্রা খুব আধিপত্য ছিল। দানবদিগের কথা অনেক জায়গায় আছে এবং “উপনিপাত-প্রতিকার” অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে,

অথর্ববেদের পুরোহিতদিগকে তাহাদিগের দুরীকরণার্থ নিযুক্ত করা হইত। বর্ণিতে কি, এই দানববিশ্বাস শাসনকর্তৃগণ কর্তৃক প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্ত ব্যবহৃত হইত।

লোকের মানসিক ভাব এইরূপ থাকিতে দৈবশক্তিতে, ভোজবাজী ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসের আর অবধি ছিল না।

লোকের অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ার কথা অনেক স্থলে সুপরিব্যক্ত আছে। যেমন সিদ্ধতাপস জটিল, সুও সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহার বিনা আহারে অনেক দিন থাকিতে পারে; তাহার তাহাদের উপাসকদিগের জন্ত সম্পদ আনিতে পারে এবং সাধারণের ও নিজের মন্দ দূর করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে বাহা ঘটবে, তাহা বলিয়া দিতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেকে বলিত যে, তাহার এমন মন্ত্র-তন্ত্র জানে, যাহাতে রুদ্ধ দরজা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া যায়, জীলোকের মনে ভালবাসা সঞ্চার হয়, কিংবা নৃতন ক্ষত আরোগ্য হয়। এফণে ইহা বলা বাহুল্য যে, এই সকল লোকের মধ্য হইতেই অপরাধীর অমুসন্ধানের জন্ত বহুসংখ্যক রাজকীয় গুপ্তচর নিযুক্ত করা হইত।

ইহার সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রাদিতে লোকের বিশ্বাস খুব প্রবল ছিল। দেবতার কোণই মহামারী দুর্ভিক্ষ এবং সংক্রামক ব্যাধির হেতু বলিয়া লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এবং রাজসরকারও সিদ্ধতাপস এবং অথর্ববেদজ্ঞ লোকদিগকে আপদ নিরাকরণের জন্ত নিযুক্ত করিতেন। কোটিল্য নিজেও তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে আমরা বৃষ্টির জন্ত তন্ত্রমন্ত্র (পৃঃ ২০৮ “মহাকচ্ছবর্জন” ক্রিয়া নদীর তীরে বৃষ্টির জন্ত ১—বর্ষাঋত্রে শতীনাথগঙ্গাপর্বতমহাকচ্ছপূজা: কারয়েৎ), এবং মহামারীর কবল হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত সিদ্ধ ও তাপসেরা যে কঠোর তপ, জপ এবং প্রায়শ্চিত্ত করিত, তাহার উল্লেখ পাই (ঔষধৈশিকিকংসকাঃ, শাস্তিপ্রায়শ্চিত্তভৈবী সিদ্ধতাপসাঃ)। অগ্নির অক্রমণ হইতে গ্রাম রক্ষা করিবার জন্ত পর্বদিনে অগ্নিপূজা করা হইত (বলিহোমস্বস্তি-বাচনৈঃ পর্বসু চাগ্নিপূজা: কারয়েৎ)। মহামারী হইতে রক্ষা করিবার জন্ত যে ক্রিয়াগুলি করা হইত, তাহাতে অনেক নূতনত্ব আছে। এই সমস্ত উপলক্ষে কেবলমাত্র যে দেবতাদিগকেই আহুতি প্রদান করা হইত এবং ‘মহাকচ্ছবর্জন’ ক্রিয়া করা হইত, তাহা নহে। শ্মশানে গোদোহন করা, মৃতদেহ (কবন্ধ) দাহ করা (তীর্থাভিষেচনং মহাকচ্ছবর্জনং গবাং শ্মশানাবদোহনং কবন্ধদহনং দেবরাজিং চ কারয়েৎ)।—পৃঃ ২০৮) এবং রাজ্যে দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করা হইত।

কোন না কোন সাধনের জন্ত লোকে আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয় করা হইত, যেমন অর্থ ও সম্পদ পাইবার জন্ত, পুত্রজনন জন্ত, জীলোকের ভালবাসা পাইবার জন্ত ক্রিয়াদি। অর্থশাস্ত্রের শেষ পুস্তকটি হইতে আমরা এই সমস্ত গুপ্ত বিদ্যার বা কৌশলদিগের কথা জানিতে পারি। তাহাতে আমরা যে কেবলমাত্র শত্রুর অনিষ্ট সাধন করিবার জন্ত ঔষধ ও বিবেক কথা পাই, তাহা নহে—ইহাতে অন্ধ, মূঢ়, বধির, ক্ষয়রোগগ্রস্ত এবং কুষ্ঠাক্রান্ত করিবার জন্ত অনেক ঔষধ বা ক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল ছাড়া ইহাতে এমন কতকগুলি বিধি-নিয়মের উল্লেখ আছে, যাহা পালন করিলে লোকে মাসাবধি উপবাস করিতে, অনেকদূর ভ্রমণ করিতে, অদৃশ হইতে, অথবা

অগ্নি ও ক্লাস্তি হইতে নিরাপদ হইতে পারে। এ সমস্ত ব্যাপারের অধিকাংশই সিদ্ধ ও তাপসগণ দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞান ছিলেন; এমন কি স্বয়ং রাজারা তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতেন।

এইগুলির অধিকাংশই চৈত্রে কিংবা শ্রাণে অনুষ্ঠিত হইত। একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা আরও দেখি যে, এ সমস্ত গোপনীয় ব্যাপার কিংবা তাহাদের আশ্চর্যজনক ক্ষমতার উপর লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মনুষ্যশরীরের বিভিন্ন অংশে কিংবা অস্বাভাবিক মৃত্যুবলিত নীচজাতীয় লোকের মস্তকের খুলিতে বিভিন্ন অদৃশ্য দৈবশক্তির আরোপ করা হইত। শ্রাণে দেবোদ্দেশ্যে মদ্যদান ও প্রাণিবধ প্রভৃতি খুব ফলদায়ক বলিয়া ধারণা ছিল। এই সমস্ত উপরোক্ত ক্রিয়াগুলিতে যে তন্ত্রের এক-আধটু অধিপত্য আছে, তাহার আভাস দেয়। কিন্তু এগুলি অথর্ব পুরোহিতগণ দ্বারা পরবর্ত্তিকালে উদ্ভাবিত অথবা প্রাচীন আচারের অনুকরণ মাত্র, বর্ত্তমানে আমরা উহার সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। যাহা হউক, এ সমস্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পরবর্ত্তিকালে তন্ত্রে পরিণত একটি ধর্ম্মমতের ও আচারের তখন ক্রমবিকাশ হইতেছিল।

এই সময়ে আবার অনেকগুলি বৈদিক যজ্ঞের প্রচলন ছিল,—ক্ষপণ, অভিষেক, রাজস্বয়, ক্রতু। বিশেষতঃ এই সমস্ত কার্য্যে নিয়োজিত পুরোহিতগণের প্রাপ্যের নিয়মাবলী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। বৈদিক ধর্ম্মানুযায়ী এবং লোকের বিশ্বাসানুযায়ী কতকগুলি দিন বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। পরদিন ব্যতীত আরও পবিত্র তিথির উল্লেখ আছে। এই সকল দিন বিশ্রাম দিন বলিয়া পরিগণিত হইত এমন কি, এই সকল দিনে শ্রমিকেরাও অতিরিক্ত বেতন ব্যতীত কাজকর্ম্ম করিত না (পৃঃ ১১৪)।

উৎসবদির বিশেষ প্রচলন ছিল। অল্প প্রকারের সম্মিলন ত ছিলই, তাহা ছাড়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের জ্ঞাত সম্মিলন খুবই প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে পঞ্চরাত্র দেবরাত্রি উৎসব, যাত্রা ও সমাজের উল্লেখ আছে। জনসাধারণ এই সব সম্মিলনসম্মিলনে যোগদান করিয়া আনন্দোৎসবে ও উপাসনার সময় যাপন করিত। মদ্যপান এই সকল উৎসবের একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং চারিদিনের জ্ঞাত মদ্য প্রস্তুতে কোন লাইসেন্স লাগিত না। হুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে উপাসনার জ্ঞাত বিশেষ বিশেষ সম্মিলনের কথাও উল্লেখ আছে (পৃঃ ২০৬ দেবরাত্রি)।

মানবজীবনে নক্ষত্রগণের প্রভাব সম্বন্ধে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সীতাধাক্ষ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, শত্রু উৎপাদনে বৃহস্পতি ও শুক্রের প্রভাব আছে। জন্মনক্ষত্র ও জন্মতিথিতে নরপতিগণ পুঞ্জাদির অনুষ্ঠান করিতেন এবং উক্তদিনে তাঁহারা কয়েকদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিতেন (বন্ধনাগারে ৮ বালবৃদ্ধব্যাদিতানাথানাং ৮ জাতনক্ষত্রপৌর্ণমাসীষু বিসর্গঃ :—পৃঃ ১৪৬)। কোটিল্য নক্ষত্রের এরূপ শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু নক্ষত্রগণের ঋতু-সম্পদ নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু এরূপ বিশ্বাসবান লোককে তিনি নিম্নে নিম্নলিখিতভাবে উপহাস করিতেছেন।—

নক্ষত্রমতিপৃচ্ছন্তঃ বালমর্থোহিতিবর্ততে ।

অর্থো হর্থস্ত নক্ষত্রং কিং করিষ্যন্তি তারকাঃ ॥—পৃঃ ৩৫১ ।

জনসাধারণ কিন্তু এ ভুলিতে বিশ্বাস করিত । করকোষ্ঠী হস্তগণনা শরীরের শুভাশুভ লক্ষণ নিরীক্ষণ (অঙ্গবিদ্যা) অস্তরচক্র ইত্যাদি দ্বারা অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করিত । রাজা ও ধনীরা জ্যোতির্বিদ্য মোহুর্ভিক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা কার্তাস্তিক, নৈমিত্তিক ও কার্যালক্ষণবিদগণের (পৃঃ ২০৮) পরামর্শ লইতেন । জঙ্ঘকবিদ্যা, প্রাচুরবিদ্যা, মায়াগত ইত্যাদিতে লোকের আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস ছিল । জনসাধারণ এ সমস্ত বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ এবং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিত ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎকলে নবাবিকৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি *

পূরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তি দর্শনকালে তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য যখন প্রেমভরে অচৈতন্ত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সেই অলৌকিক প্রেমাবেশ দেখিয়া সর্বপ্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, উড়িষ্যার রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্কর্ভোম। বাসুদেব বাঙ্গালার নব্যজ্ঞানের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা অধিতীয় পণ্ডিত। তিনি ষাঁহাকে কেবলমাত্র ভাবোন্নত যুবক বলিয়া মনে করিয়া ছিলেন, কয়েকদিনের আলাপের পরই বুঝিলেন যে, তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভাও অলৌকিক। চতুর্বিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক এক তরুণ যুবকের নিকট বঙ্গ ও উৎকলের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পরামর্শ হইল। গুণ-প্রেম-বিমুগ্ধ সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত হইলেন।

পূর্বোক্তম ক্ষেত্রের লোকে পূর্বেই শ্রীচৈতন্যের প্রেম দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর, এই অপূর্ব বার্তা উৎকলের চারি দিকে প্রচার হইল এবং দলে দলে লোক আসিয়া শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। রাজমন্ত্রী রায় রামানন্দ সন্ন্যাসীকে দেখা মাত্র সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলেন। উৎকলের প্রতাপশালী স্বাধীন নৃপতি গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রও সন্ন্যাসীর কাহিনী শুনিয়া তাঁহার পদধূলি পাইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজপণ্ডিতের সাহায্যে রাজা শ্রীচৈতন্যদেবের কুপালাভে সমর্থ হইলেন। এইরূপে রাজপণ্ডিত, রাজমন্ত্রী এবং স্বয়ং রাজা যখন একে একে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য গ্রহণ করিলেন, তখন সমস্ত উৎকল-দেশ ব্যাপিয়া এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের নেতৃস্থানীয় থাকিয়া ষাঁহার এতকাল হিন্দুসমাজের সমগ্র পূজার্য্য পাইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার কেবল দীর্ঘাবশে শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে দূরে থাকিলেন; আর সকলেই আসিয়া তাঁহার অভিনব প্রেমধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল।

শ্রীচৈতন্যদেবকে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও উৎকল—সকল স্থানের লোকই আপনাদের জন বলিয়া দাবী করিয়াছিল—কেন না, তাঁহার পূর্বপুরুষগণের আদিনিবাস উৎকলের বাজগ্রামে (জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ দ্রষ্টব্য); তথা হইতে উপেক্ষা মিশ্র রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহটে গমন করেন এবং শ্রীহটে যখন হর্ভিক্ষের প্রাহুর্ভাব হইল, তখন আবার জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে চলিয়া আইসেন। এই তিন অঞ্চলের লোককে প্রেমধর্ম্মের একতাবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া শ্রীচৈতন্যদেব পূর্বভারতের আধ্যাত্মিক-জীবনের একতার প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, ইহা বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল না। হুঃখী জয়ানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ সমগ্র উৎকল দেশে যে প্রেমের স্রোত বহাইলেন, তাহার প্রভাব আজও উড়িষ্যায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট বঙ্গভাষা কতদূর খণী, তাহা কাহারও অবদিত নাই। বাঙ্গালী তাঁহার

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পঞ্চম দ্বিমাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

প্রেমধর্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহার জীবনচরিত ও ধর্মসম্বন্ধ অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে অপরূপ সম্পদে বিভূষিত করিল। আর উৎকলবানী যে খ্রীষ্টেতত্ত্বসম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকিবেন, ইহা কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে? তাহাদের দেশে একাদিক্রমে অষ্টাদশ বর্ষ ধরিয়া খ্রীষ্টেতত্ত্বদেব অধিষ্ঠান করিগেন। তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া কোন উড়িয়াবাসীরই কি সে চিত্র চিরতরে অঙ্কন করিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা হইল না?

সে সময়ের উৎকল আজিকালিকার ছায় নিষ্কীর্ণ ছিল না। মুসলমানগণ যখন উত্তর ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র জয় করিয়াছিল, তখনও উৎকল তাহার স্বাধীনতা হারায় নাই। উৎকলের অদূরবর্তী বঙ্গদেশে তিনশত বৎসর মুসলমান অধিকার স্থানিতাবে স্থাপিত হইলেও, তাহাদের শোষণ বা চাতুর্য্য উৎকলবাসীগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাধিতে পারে নাই। মহারাজ গঙ্গপতি প্রতাপরুদ্রের সময়ে (১৫০৪—১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকল যে গুপ্ত রাজনৈতিক হিসাবেই উন্নত ছিল, তাহা নহে—বিদ্যাগৌরবেও উৎকল ভারতের মধ্যে তখন এটি প্রধান স্থান অধিকার করিত। প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক উৎকলদেশীয় কবি বলরাম দাস তাঁহার গুণগীতার লিখিয়াছেন,—

মুক্ত মণ্ডপ মধ্যর।

বিপ্রে যে জপ জতি সারি।

বদিলে বেদান্ত বিচারি॥

আবার ভাষা-সাহিত্যের দিক দিয়াও দেখা যায় যে, সেই সময়েই জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি মহাকবিগণ স্ব স্ব রচনার দ্বারা উৎকল-সাহিত্যের শোভা-সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন, একরূপ সময়ে খ্রীষ্টেতত্ত্বদেব তাহাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহারা তাহার প্রেমধর্ম আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। একরূপ অবস্থায় মনে হয় যে, তাহারা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টেতত্ত্বসম্বন্ধে গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন, কেবল অল্পসংখ্যার অভাবে আমরা ঐসকল গ্রন্থের বিবরণ অবগত নহি।

অথচ খ্রীষ্টেতত্ত্বদেবকে ও তাঁহার ধর্মকে ঐতিহাসিকভাবে আলোচনা করিতে গেলে, উড়িয়া-বাসিগণের লিখিত গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হইবে। আমাদের দেশে খ্রীষ্টেতত্ত্বদেবের যে কয়খানি প্রাচীন জীবনচরিত আছে, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনার দিক দিয়া এতই পরস্পর বিরুদ্ধ যে, তাহা হইতে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

খ্রীষ্টেতত্ত্বদেবের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মুণিরিগুপ্ত 'ইতেতত্ত্বচরিতঃমৃতম্' নামক সংস্কৃতসূত্রে ও গোবিন্দ কর্ণকার 'কড়চা'র তাঁহার জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। মুণিরিগুপ্তের নবদ্বীপলীলা পর্য্যন্ত বর্ণনা খুবই প্রামাণ্য। তাহার পর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বোষ মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা ততদূর প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ, প্রথমতঃ মুণিরিগুপ্ত সকল সময়ে নীলাচলে উপস্থিত থাকিতেন না, বা তাঁহার সহিত দেশভ্রমণ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে সর্বশেষে এই শ্লোকটি থাকায় গ্রন্থলেখার কাল সম্বন্ধে বড়ই সন্দেহ হইয়া পড়িতে হয়—

চতুর্দশশতাব্দীতে পঞ্চবিংশতিবৎসরে ।

আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রহোহরং পূর্ণতঃ গতঃ ।

১৪২৫ শকে তো শ্রীচৈতন্যের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। তখনকার লেখা গ্র.ছ তাঁহার তিরোভাবের বর্ণনা থাকে কি করিয়া ?

গোবিন্দের মুদ্রিত কড়চা' আজও সাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অকৃত্রিম বলিয়া গৃহীত হয় নাই। জ্ঞানেন্দ্রের 'চৈতন্যমঙ্গল' সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত হইলেও, তাহার মধ্যে শ্রীচৈতন্য ২০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রভৃতি অনেক সর্বজনপ্রসিদ্ধ কথা বিকল্পবানী আছে। কবিকর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচরিতমৃত মহাকাব্য', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' নামক গ্রন্থের শ্রীমদ্ব্যগ্রভূর তিরোভাবের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত', লোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', বাহুবোষ, গোবিন্দ দাস প্রভৃতির শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পদাবলী প্রভৃতি সকলই শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের কিছুকাল পরে লিখিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থগুলির গ্রন্থকারগণ যদি ঐতিহাসিকভাবে তথ্যাসন্ধান করিয়া গ্রন্থাদি লিখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের পরম্পরের মধ্যে ঘটনা-সম্বন্ধে খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইত না এবং যে অল্প দিন পরে তাঁহারা গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সত্যের বিলোপ হইবারও সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু উক্ত গ্রন্থকারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহত্যাগী সাধুপুরুষ ও সম্প্রদায়-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বুদ্ধ ও প্রীষ্টের জীবনী লইয়া যেমন তাঁহাদের প্রবর্তিত ধর্ম-সম্প্রদায় এক একটি মতবাদ গঠন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যকে লইয়াও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। এখানে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিয়া ব্যাকুলতায় তাঁহারা তাঁহার সমস্ত জীবনকে হয় শ্রীকৃষ্ণলীলার হাঁচে ঢালিয়া দেখাইয়াছেন, আর না হয়, অলৌকিকতার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। যেখানে ঘটনার সবিশেষ বর্ণনা পাইলে আমরা খুসী হইতাম, সেখানে তাঁহারা তত বেশী অল্পসঙ্কিৎসা দেখান নাই। এক একটি মহাপুরুষ লইয়া যে সম্প্রদায় গঠন করা হইয়া থাকে, কেবলমাত্র সেই সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া সেই মহাপুরুষকে দেখিলে, তাঁহাকে ঐতিহাসিকভাবে বুঝা যাইবে না, ইহাই হইতেছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা-প্রণালীর অভিমত।

১। তারিখা লগৎ বৎসং বৈকুণ্ঠৈকঃ প্রসাধিতঃ ।

অগ্ন্যম নিলয়ঃ স্রষ্টো নিজসেব মহর্ষিঃ ॥১২৭১০

'বিক্রোশিয়া' পত্রিকার অষ্টম বর্ষের ২৬৮ পৃষ্ঠার একজন লেখক দুইখানি পুথিতে নিম্নলিখিত পাঠ পাইয়াছিলেন লিখিতেছেন,—

চতুর্দশশতাব্দীতে পঞ্চবিংশতিবৎসরে ।

আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রহোহরং পূর্ণতঃ গতঃ ।

এই স্লোকটিকে গ্রহণ করিলে, শ্রীচৈতন্যের ২৮ বৎসর পর্যন্ত ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের গ্রন্থক ও শেষভাগ যোধ হয় একিঞ্চ।

অত্যন্ত মহাপুরুষের ভ্রাতৃ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অল্পসন্ধান করিতে হইলে সাম্প্রদায়িক জীবনচরিত, কাব্য ও অজ্ঞাত গ্রন্থ আমাদের একমাত্র উপজীব্য। তাহার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার জীবনের ভাব উপকরণ লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রামাণিক ও সুপরিজ্ঞাত গ্রন্থ আছে, তাহাদের আলোচনাও যথেষ্ট হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু সম্বন্ধে উড়িষ্যা কিছু পুস্তক, জনশ্রুতি ইত্যাদি পাওয়া যায় কি না, এই চেষ্টায় উৎকলে আমি কিছু অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বশীমবাজারের মহারাজ, বাহাদুরের উৎসাহে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়াই সৌভাগ্যক্রমে আমি দুইখানি মূল্যবান পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। পুথি দুইখানি গত ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম আমার দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই দুইখানি পুথির সম্বন্ধে আমি আপনাদের নিকট কিছু আলোচনা করিতে চাই।

ইহার মধ্যে প্রথম পুথিখানির নাম “কৃষ্ণপ্রেমরসচন্দ্রভক্তিলহরী-শ্রীচৈতন্য-সার্কভৌম-সংবাদ”। পুথিখানি ৮পুত্রীখামের উড়িয়া-মঠে ছিল। তথ্য হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরস্থ “মুক্তিমণ্ডপ” গ্রন্থাগারে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সনাতন মিশ্র মহাশয়ের নিকট ঐ গ্রন্থ আমি চাওয়ায়, তিনি আমাকে উহা দেখিতে দিয়াছেন। গ্রন্থ ৮৫ খানি ভাগপজে ২২টি প্রকরণে সমাপ্ত। প্রতি পজে চারি লাইন করিয়া উড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত পদ্যে লেখা আছে। পুথিখানি যে অতি প্রাচীন, তাহা দেখিলেই অনুমান হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সনাতন মিশ্র ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উহা পরীক্ষা করিয়া ৩০০ হইতে ৪০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। গ্রন্থখানির অক্ষর এত প্রাচীন যে, সাধারণ শিক্ষিত উড়িয়াবাসিগণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি উহার পাঠোদ্ধার ভাল করিয়া করিতে পারেন নাই। আমি আমার বন্ধু ‘উড়িয়া’ আফিসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ দাস এম্ এ মহাশয়ের সাহায্যে যেটুকু পাঠোদ্ধার করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।

গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন-সম্বন্ধে এক একটি করিয়া প্রশ্ন সার্কভৌম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর শ্রীচৈতন্য তাহার বিশদ উত্তর দিতেছেন। গ্রন্থকারের বা লিপিকরের নাম অরিধ প্রভৃতি গ্রন্থখানিতে কিছুই না থাকায়, ইহা কিরূপ প্রামাণ্য, তাহা এখন বলা বাইরেছে না। যদি এরূপ হয় যে, শ্রীচৈতন্য সার্কভৌমকে যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া কোন উৎকলবাসী তত্ত্ব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ধর্মপিপাসু ভক্তের নিকট অতি আদরণীয় হইবে। গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হইলে, উহার সহিত অপরূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তগ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়া তবে এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা যাইবে। আর যদি ঐ গ্রন্থ কোন ব্যক্তিশেষের স্বকণোলকল্পিতও হয়, তাহা হইলেও, শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা প্রভৃতিকে বক্তা না করিয়া, শ্রীচৈতন্যকে বক্তা বলাইয়া তাঁহার মুখ দিয়া কি বলা হইতেছে, তাহাও জানিবার যোগ্য। পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন,

তজ্জন্ত আর কিছু না পাওয়া যাউক, উৎকলের বৈষ্ণব-ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষের মতবাদ যে ইহাতে পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পুথিখানি যিনি নকল করিয়াছিলেন, তিনি দিগ্গজ পণ্ডিত! ‘উবাচ’ শব্দে বিসর্গ, ‘ব্রহ্মণঃ’ স্থলে ‘ব্রহ্মন্ত’, গ্রহরাক্তে ‘অথ’, স্থলে ‘ইতি’ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। এই ভুল পাঠ লইয়াই যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম প্রকরণের প্রথমেই সার্কভৌম ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

ব্রহ্মন্ত কিমরূপন্ত ব্রহ্মো বা পরমোপর।

ব্রহ্মরূপ ন জানামিঃ কথয়ন্ত মহাপ্রভো।

পরবর্তী ১৩টি শ্লোকে শ্রীচৈতন্য ইহার উত্তর দিয়াছেন। ইহার পরেই সার্কভৌম মন্ত্রাদি-সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

মন্ত্ররাজ কিমন্ত্র সর্বমন্ত্র পরে বদেৎ।

অমন্ত্রং মে বক্তব্যং কৃপাসিন্ধুস্বত্যাং ভবেতৎ।

এরূপে গ্রন্থমধ্যে মন্ত্র, বীজমন্ত্র, কামগায়ত্রী, রাধিকান্তব্ধ, জগন্নাথমূর্ত্তিতত্ত্ব, ভক্তির সাধন, ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, ‘হরৈরাম’ মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শেষ প্রকরণে সার্কভৌম জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

ভক্তি কুত্র স্থিতং বাপি মুক্তি কুত্র স্থিতং প্রভো।

ভক্তি মুক্তির্হ্যোর্ভেদো অমুকম্পায় মধ্যপ্রভো।

শ্রীচৈতন্যের সহিত সার্কভৌমের ভক্তি-মুক্তি লইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে, তাহার সহিত এই প্রকরণে বর্ণিত বিচার কতদূর মিগিতেছে, তাহা গ্রন্থের সম্পূর্ণরূপে পাঠোদ্ধার না হইলে বলা যাইতেছে না। গ্রন্থের স্থানে স্থানে সার্কভৌম অতি সুন্দরভাবে শ্রীচৈতন্যের স্তব করিতেছেন। দুই একটি স্থল আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু পাঠ অত্যন্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব বলিয়া আর উদ্ধার করিলাম না। গ্রন্থখানি শীঘ্রই সুপণ্ডিত দ্বারা নকল হইয়া আসিবে, তখন সুধীবৃন্দ এ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম ‘চৈতন্য-বিলাস’। পুথিখানি পুরী মার্কণ্ডেশ্বর-সাহীর ত্রীযুক্ত দুর্গাচরণজগ-দেব রায়ের বাটীতে ছিল। কিন্তু ঐ পুথির প্রথম ভাগে ‘নববৃন্দাবন-বহার’ও শেষভাগে ‘প্রেমমুখা-নিধি’ নামক গ্রন্থদ্বয় সংযুক্ত থাকায়, উহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। আমি সৌভাগ্যক্রমে উহা দেখিতে পাইয়া পুথিখানি লইয়া আসিয়াছি। এ পুথিখানি তেমন প্রাচীন নহে, তবে সন্ধান পাইয়াছি যে, উড়িষ্যার একটি গ্রামে কোন প্রাচীনা বৈষ্ণবীর একখানি ঐ গ্রন্থের অন্তি প্রাচীন পুথি ছিল। তাহার পরলোকপ্রাপ্তির পর, এখন তাহা খুব সম্ভবতঃ তাহার শিষ্যার নিকট আছে। আমি ঐ শিষ্যার সন্ধানও পাইয়াছি; শীঘ্রই পুনরায় উড়িষ্যায় বাইরা প্রাচীন পুথিগুলির সন্ধান করিব।

এখানি উড়িষ্যা-ভাষায় লিখিত একখানি অতি সুন্দর কাব্য। হংরাজীতে এ শ্রেণীর কাব্যকে

Dramatic Poem বলিয়া থাকে। কবির নাম মাধব। তিনি যে বেশ পণ্ডিত লোক ছিলেন ও ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শন ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা কাব্যখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। এক্ষণে “অনর্পিতচর্য্যে চিরাৎ” শ্লোকটি লিখিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার ‘বিদগ্ধমাধব’ নাটকে গিথিয়া আনিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে শুনাইয়াছিলেন। তৃতীয় শ্লোকটি— “শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরুবো” প্রভৃতি শ্রীদয়্যাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে যে ব্রহ্মসংহিতা আনিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ঐ শ্লোক লিখিত আছে দেখা যায়। দ্বিতীয় শ্লোকটি খুব সম্ভবতঃ কবির স্বকৃত; কারণ, এ পর্য্যন্ত অত্র কোন গ্রন্থে শ্লোকটি পাই নাই। শ্লোকটি অতিমধুর,—

অবিরতকৃতরাধাধ্যানসংকল্পগৌরঃ
 ক্ষতিপতিরমণীয়ং পূর্ণচন্দ্রাননশ্রীঃ।
 পতিতগতিনিধার্য্যে ভূতলে খ্যাতকীর্ত্তিঃ
 জয়তু জয়তু কৃষ্ণঃ পূর্ণচৈতন্যমূর্ত্তিঃ ॥

একজন উৎকলবাসীর নিকট শ্রীচৈতন্যের যে ভাব সর্বপ্রথমেই মনে জাগিয়া উঠে, ইহাতে তাহারই বর্ণনা আছে। তৃতীয় চরণে “নিধার্য্যে” পদটি বোধ হয়, বিপুল ব্যাকরণসম্মত নহে। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন যে, যে সময় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রবর্ণনায় যাইতেছে, তাহা উত্তমভাবেই যাইতেছে, অত্র সকল সময় বুঝা যায়। ঐ অংশ এবং পরে, কৃষ্ণকে না ভজিলে, জন্ম অজন্ম হয়, নয়ন, শ্রবণ প্রভৃতি বুঝা হয়, এই অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের দুইটা স্থলের অবিকল অনুবাদ। ঐ অনুবাদ অতি হৃদয়গ্রাহী। কবি অতি সরল ভাষায় অশেষবাদকে নিরস্ত করিয়া বিপুল গোড়ীয় বৈষ্ণব মত কিরূপে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি,—

সেহ সর্বনাম সর্বরূপেরে বিখ্যাত।
 এমন্তে সে ব্রহ্ম বলি বোলন্তি জগত হে ॥
 বনলতা তরুজল সবরূপ সেহি।
 সর্বজীবঠারে পরমব্রহ্ম অছি রহি যে ॥
 এমন্ত বোলিঞ স্তানী, এহ অস্তি ভ্রম।
 এহ মুহুইটী নিশ্চে, শাস্ত্র ধর্ম্মার্থর্ষ বে ॥
 বন ঘন জল ব্রহ্মা বোলি বোলু যেবে।
 এহাকর নাম খয়ি দেখু থাই সর্বেরে বে ॥
 কাহারি ত মুক্তি নোহে স্বপ্ন ছঃখ হোএ।
 ঈশ্বরের মায়ী এহ তহিঁ রে ভ্রমারে যে ॥
 শুন মোহ তত্ত্ব দিব্য, তত্ত্বের বিধান।
 ক্রেশ মাজ রহে ন, লভন্তি সুখমান বে ॥

বিষ্ণু নারায়ণ বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ হরি ।

এ আদি নাম তাকর অটে গতিকারী বে ।

রাজার যেমন্ত রাজ্য পালহে অটল ।

তাহার দেবার সর্বজনকু হুঅর্জি হে ॥

তাই অস্তেপুর হই অছয়ি তাহার ।

তাই অস্ত ঠাকু গলে, দিশে বলংকার হে ।

এই অংশ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক বি এ ভাগবতরত্ন মহাশয়কে দেখাইলে, তিনি ইহার নিম্নলিখিতরূপ বাখ্যা দিগাছেন—“ব্রহ্মের বিখ্যাতগুণ বা বিশ্বময়ত্ব (Immanence) অনেক সময়ে আরাধনা বা পূজার ভাব নষ্ট করিয়া দেয় । Pantheism অনেক সময়ে জড়বাদে পরিণতি লাভ করে । ‘তরু-লতা আদি সকলই ব্রহ্ম’—এই মত উল্লেখ করার পর, গ্রন্থকারের মনে যেন ভয়ের উদয় হইয়াছে । এই কারণে তিনি ব্রহ্মের Transcendence বা বিখ্যাতীতত্ব বর্ণনা করিতেছেন । এই প্রকাশিত বিশ্ব ঈশ্বরের মায়া-বৈভব, ইহা ছাড়া তাঁহার স্বরূপ-বৈভব আছে । রাজ্য স্বরূপে অন্তঃপুরে থাকেন, সেখান হইতে শক্তি চালন করিয়া কৰ্ম্মচারিগণের দ্বারা তিনি যেমন রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান্ সেইরূপ নিজের স্বরূপ-বৈভবে থাকিয়া মায়াশক্তির সাহায্যে দেবগণের দ্বারা বিশ্ব শাসন করিতেছেন । স্বরূপশক্তির এই বর্ণনা গোড়ায় ভক্তিবাদের একটি বিশেষ শিক্ষা । কবি এই তত্ত্ব বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছেন ।”

কবি মাধবের জীবনী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই । তিনি নিজে নিজের পরিচয় দিয়াছেন,—

সেহি শ্রীচৈতন্য কথা কিছিহি বর্ণিবি ।

এছি মনকু মোহর সফল করিবি যে ।

বন্দাজি যে গদাধর গুরু মহেশ্বর ।

সে পাঁচকমলে চিত্ত রহ মাধব যে ॥

এই গদাধর শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্শ্বদ গদাধর পণ্ডিত হইলে, মাধবের তাঁহার শিষ্য হওয়া খুবই সম্ভব হয়—কেন না গদাধর পণ্ডিত ঢোটা গোপীনাথের সেবা করিতেন । তাঁহার উৎকল-বাসী শিষ্য সেবক ছিল । একপ একজন শিষ্য এই মাধব হইবেন । ‘গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা’ ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, ‘প্রেমবিলাস’ ও ‘ভক্তি-রত্নাকর’ খুঁজিয়া আমরা পাঁচ জন বিভিন্ন মাধবের পরিচয় পাইয়াছি । তাঁহাদের মধ্যে অধুনা তিন জনকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে । বৈষ্ণব-বন্দনার মধ্যে আছে,—

•

শ্রীহরি ভট্ট বন্দে। মাহাতী বলরাম ।

•

বন্দে। পট্টনায়ক মাধব যীর নাম ॥

উক্ত মাধব পট্টনায়ক কি এই গ্রন্থের লেখক হইতে পারেন ? মাধব পট্টনায়কের সম্বন্ধে অস্ত

কোথাও যখন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তখন মনে করা যাউতে পারে যে, তিনি একখানি সুন্দর লীলাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বৈষ্ণব-বন্দনায় স্থান পাইয়াছে। আর উৎকলের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ যখন খ্রীষ্টোত্তমের ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, তখন বিদ্বান্ কায়স্থ-কুলে এই কবির জন্ম হওয়া অসম্ভব নহে। তবে এসম্বন্ধে আপাততঃ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে না।

এই কাব্যখানি ঐতিহাসিকের তোলদণ্ডের কঠোর ওজনে কোথায় স্থান পাইবে জানি না, তবে মনে হয় যে, কবিত্বগৌরবের জন্ত ইহা ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য হইবে।

মাধব গ্রন্থশেষে বলিতেছেন,—

যেতে চরিত গৌরব ব্রহ্মাশিবে অগোচর
ঠাকুর ত্রিমুখে এহা কলে প্রকাশ।
তাহার ভাষার মুহি উৎকল-ভাষারে যিহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস।
সামুদ্রেনে ন ধেন দোষ কহিঁ মাধব তুঙ্গ পদেরে আশ।

ঐ ঠাকুর শব্দের অর্থ যদি গুরু ধরা যায় এবং উক্ত পদের অর্থ যদি এরূপ করা যায় যে, গদ্যধর বঙ্গভাষায় যে সকল কথা মাধবকে বলিয়াছিলেন, মাধব তাহাই কাব্যাকারে উড়িয়া ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান হয়।

এরূপ হওয়া যে একেবারে অসম্ভব নহে, তাহার কয়েকটি কারণ নিম্নে লিখিতেছি,—

১। খ্রীষ্টোত্তম দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করার পর, বৃন্দাবনে গমন করেন। তথা হইতে পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া যে দ্বাদশ বৎসরকাল নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মাধব এই কাব্য রচনা করিতে পারেন। যেহেতু,—

(ক) মাধব, খ্রীষ্টোত্তম বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভক্তগণসঙ্গে নীলাচলেই বাস করিতে লাগিলেন, ইহা বলিয়াই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন,—

ভকতহু যেনি সঙ্গে বঞ্চস্তি ভাবন্তরঙ্গে
তঁহ নেউট আঁঙ্গে খ্রীনীলাচলে।
কৃষ্ণমুখে বঞ্চস্তি দিন পরম হরষ ভক্ত জনছি মন।

(খ) নীলাচলে অবস্থানকারী খ্রীষ্টোত্তমকে আহ্বান করিলেই ভূমিকায় লিখিত নিম্নোক্ত বাক্যের সঙ্গতি হয়,—

পতিতপাবন তুস্তে গৌর অবতার।

যুগে যুগে এহিরূপে জনহু নিতার যে।

(গ) পুনরায় ভূমিকায় নীলাচলে খ্রীষ্টোত্তম বাস করিতেছেন, এইরূপ বর্তমানকাল উল্লেখ-পূর্বক লেখা হইয়াছে,—

বৃন্দাবনে করি বাস ছাড় কুবাসনা ।

হরিনাম গান্ধি হর ধন্ত তো রসনা যে ॥

চৈতন্ত রূপে এহা কৃষ্ণ ভগবান ।

প্রকাশ করি অছন্তি কহি শাজ্ঞমান যে ॥

২। এস্থানি যদি শ্রীচৈতন্তের পরবর্তী কালে লেখা হইত, তবে কোন না কোন পরবর্তী মহাজনের বন্দনা থাকিত, কিন্তু এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, অদ্বৈত, শ্রীবাস, যুক্তানন্দ, মুরারি, দামোদর পণ্ডিত, গদাধর, শচী, বিকুণ্ঠিয়া, হরিনাম, চন্দ্রশেখরাচার্য, কেশব ভারতী—এই কয়টা নাম ব্যতীত আর কোন নামের উল্লেখ নাই। কবির গুরু যদি গদাধর পণ্ডিত না হইতেন, তিনি যদি কেবলমাত্র গদাধরের শাখাজুত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই কবি তাঁহার সাক্ষাৎ গুরুর বন্দনা করিতেন।

৩। ঠাহাকে চোথের উপর সর্বদা দেখা যায়, তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস থাকিলেও, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকে কৃষ্ণলীলার নিক্রিতে ওজন করিয়া কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালা যায় না। মুরারি ও গোবিন্দ স্বতন্ত্রে শ্রীচৈতন্তের কার্য্য-কলাপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই, বৃন্দাবন দাসের জায় সর্বত্র কৃষ্ণলীলার উপমা টানেন নাই। কবি মাধব ভূমিকায় শ্রীচৈতন্তই শ্রীকৃষ্ণ, এ কথা বলিলেও গ্রন্থের মধ্যে সর্বত্রই শ্রীচৈতন্তকে মানুষ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—ঠাহার অলৌকিক শক্তি বা কৃষ্ণলীলার সহিত ঠাহার কার্য্যের সামঞ্জস্য লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাই। চোথের উপর শ্রীচৈতন্তকে না দেখিলে, শুধু ঠাহার সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পড়িয়া তাঁহাকে সাধারণ মানুষরূপে বর্ণনা করা কিছু কঠিন বলিয়া মনে হয়। শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীলোচন দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় প্রভৃতি ঠাহার জীবনী আলোচনার যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিচার ঢুকাইয়াছেন, তাহার হাত হইতে কোন পরবর্তী লেখকের নিন্দার পাওয়া কিছু কঠিন বলিয়াই মনে হয়।

‘তাঁহাঙ্ক ভাবুক মুহি

উৎকল ভাষারে তাঁহি

কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস ।’

এই পদের অর্থ যদি অন্য কোন গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করিতেছেন, ইহা হয়, তাহা হইলে সে গ্রন্থকার কে, তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

‘ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ ।’

এই পদের ‘ঠাকুর শ্রীমুখ’ শব্দ দ্বারা বথার্থ মুখের বাক্যকে না বুঝাইয়া যদি এহুই বুঝায়, তাহা হইলে এই ঠাকুর কে? বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুইজন লেখকের নামের পশ্চাতে ঠাকুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে—বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও লোচনদাস ঠাকুর। বৃন্দাবন দাস মহাশয় মাধবের বর্ণিত সন্ন্যাস-কাহিনী অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। লোচনদাস ঠাকুরের সহিত মাধবের গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের মিল আছে, সুতরাং ঐ ‘ঠাকুর’ শব্দ দ্বারা লোচনদাস উপলক্ষিত হইতে পারেন। কিন্তু এসম্বন্ধে আমার মনে কয়েকটি আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে।

(১) লোচনের বন্দনা ও ভূমিকা অতি সাধারণ ধরণের, তাহাতে গণেশ, সরস্বতী, হরগৌরী প্রভৃতির ও নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বন্দনা আছে। মাধবের ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্তকে একই বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে; আর কাহারও নামোল্লেখ তাহাতে নাই। মাধবের বন্দনাই বৈষ্ণবোচিত। তদ্ব্যতীত মাধবের ভূমিকা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ ও বৈষ্ণব-দর্শন দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া অতি প্রসঙ্গান্তর হইয়াছে।

(২) লোচনদাস মুরারির 'চৈতন্ত-চরিত' অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন, ইহা ভূমিকায় বলিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে কিন্তু বৃন্দাবন দাসের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবের গ্রন্থ যদি অনুবাদ হইত, তাহা হইলে ঐ দুই গ্রন্থকারের নামেরও উল্লেখ থাকিত। মাধব মূৰ্খ নহেন—তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবত, বৈষ্ণব-দর্শনবাদ, বিদগ্ধমাধব ও ব্রহ্মসংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীচৈতন্তসম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লেখা থাকিলে, তাহা তিনি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। একমাত্র লোচনের নাম করিয়াই অবসর গ্রহণ করিতেন না। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ কখনও পরের লেখা নিজের বলিয়া চালাইয়া দিবার জন্ত ব্যগ্র হইতেন না।

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, লোচনের গ্রন্থে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক আভাস আছে, মাধবের মধ্যে তাহা কোথাও দেখা যায় না। লোচন গ্রন্থ আরম্ভই করিয়াছেন গোলোক, ঋগ্নী ও ভগবানের কথাবার্তা লইয়া ও যেখানেই পারিয়াছেন—হয় কৃষ্ণলীলা, না হয়, রামলীলার সঙ্গে শ্রীচৈতন্তলীলার মিল করিয়াছেন। লোচনের শ্রীচৈতন্ত বৈষ্ণব জানেন যে, তিনি ভগবান স্বয়ং। আর মাধবের চৈতন্ত কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর যুবক। অথচ মাধব শ্রীচৈতন্তের কৃষ্ণত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন না।

(৩) লোকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হইলেই মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে—

তুম্বর চরিত বেষু করিবি বর্ণন।

তেহু সুখ পাইবে এখিরে সাধুজন হে ॥

এরূপ মঙ্গলাচরণ শুনিয়া কে বলিবে যে, কবি অনুবাদ করিতে বাইতেছেন ?

(৪) লোচন শ্রীচৈতন্তের ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি পরিণতবয়স্ক হইয়া গ্রন্থ লিখিবেন; পরে সেই গ্রন্থ উৎকলে আসিবে এবং তাহাই দেখিয়া গদাধরের শিষ্য তাহার অনুবাদ করিবেন, এ যুক্তি কতদূর সঙ্গত, তাহা স্থযোগ বিবেচনা করিবেন।

(৫) মাধবের প্রথম পাঁচ সর্গে ও শেষ দশমছন্দে লোচনের সর্বাপেক্ষা সুন্দর কবিত্বময় পদগুলি নাই; প্রবন্ধবাহুল্যভরে লোচনের সে পদগুলি উদ্ধার করিলাম না।

(৬) অনেকগুলি ভাব ও ঘটনা লইয়া লোচনের সহিত মাধবের বৈষম্য দেখা যায়,—

(ক) কেশব ভারতী নবদ্বীপে একবার আসিয়াছিলেন, একথা মুরারি, লোচন ও মাধব—তিনজনেই বলিয়াছেন, কিন্তু লোচন একটি নূতন কথা বলিয়াছেন যে, বিশ্বস্তর 'শ্রীবাসকে একরাত্রি কেশব ভারতীকে স্বর্গে রাখিতে বলিলেন এবং পরদিন প্রভাতে তাঁহাকে না দেখিয়া সন্ন্যাস করিতে প্রস্তুত হইলেন।

লোচন বলেন যে, কেশব ভারতী যখন চৈতন্যকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রথমে শুক, প্রহ্লাদ ও কৃষ্ণ বলিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য বলিলেন যে,—

‘তোমর কৃষ্ণ অমুরাগ অতি বড় হয়।

তে কারণে যথা তথা দেখে কৃষ্ণময়।’

মাধবের চৈতন্যকে ভারতী—

“কহে অংশ স্বয়ং তুন্তে জগতেশ্বর।

এ বাণী শুনিব প্রভু হৃদকাতর॥”

শ্রীচৈতন্যকে যখনই কেহ ভগবান্ বলিতেন, তখনই তিনি অতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন।
এস্থলেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(খ) লোচনের গ্রহে নিমাই সন্ন্যাস করিবেন জানিয়া মুরারি বলিতেছেন,—

“তুমি দেশান্তরে যাবে সব্বারে এড়িয়া।

খাইব সংসার ব্যাঘ্রে সাভারে ধরিয়া॥”

শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন,—

“আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেও হৃথ।

কেমন পিরিতি কর মোরে তোরা লোক॥”

শ্রীচৈতন্যকে ভক্তগণ প্রীতিবশেই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ঐতিক বা পারত্রিক কোন স্বার্থের জ্ঞাত নহে। লোচন এস্থলে স্বার্থের অবতারণা করিয়া কিছু রসভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মুরারি নিজে তাঁহার গ্রহে একরূপ কথাবার্তা-সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

মাধবের চৈতন্য ভক্তগণের নিকট প্রেম ও নম্রতার সহিত বিদায় চাহিতেছেন—সে বিদায়ের মধ্যে প্রীতির রস উছলিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য কাতর হইয়া বলিতেছেন,—

“গুন সর্বজনে মোরে আশীষ কর।

কৃষ্ণভক্তি হোই, হৃথ পলাই দূর॥”

(গ) লোচন বলিয়াছেন যে, শচীদেবী নিমাই সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা লোকমুখে শুনিয়া নিজে যাইয়া নিমাইকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অত্যাশ্রয় সকল গ্রহ হইতে জানা যায় যে, সন্ন্যাসের কথা অন্তরঙ্গ করেকটি ভক্ত ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াই নিমাই মায়ের নিকটে আসিতেছিলেন, ইহার মধ্যে শচীদেবীর অশ্রু লোকের নিকট সন্ন্যাস-সংকল্প শুনিবার অবসর কোথায় ?

মাধব বর্ণনা করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের নিকট স্বসংকল্প প্রকাশ করিয়া মায়ের নিকট নিজেই সন্ন্যাসের কথা বুঝাইয়া বলিতে আসিলেন। মাতা একথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এই চিত্র কেমন স্বাভাবিক ! নিমায়ের মধুর চরিত্রের সহিত ইহার বেশ সামঞ্জস্য হয়।

গোচনের নিমাই শচীর ক্রন্দন দেখিয়া বলিতেছেন,—

অন্তবাস্তব নহ শুন আমার বচন ।

মিছা কাজে দুঃখ চিন্তে কর কি কারণ ।

বারে বারে কহি তারে নাহি অবধান ।

মিছা কর লোহমোহ ক্রোধ অভিমান ॥

আসন্নপুত্রবিরহকাতরা জননীর প্রীতি একরূপ বাণী একটু রুঢ় শুনায় না কি ?

শচীর ক্রন্দন শুনিয়া মাথবের চৈতন্তেরও উক্তি অন্তরূপ,—

বেলুঁ বেলুঁ স্নাত বদন নিরেখি, জননৌ করন্তি রোদন ।

কাতর হোইণ গৌরাজ মাতাকু কহি ন পারন্তি বচন । (মাতাকু)

চাহিঁণ স্বকিতে রহিলে

কিছু বেল অস্তে প্রবোধবচন কহিবাকু সে আরন্তিলে ॥ ●

মিথ্যা এ সংসার, দণ্ডকে জীবন নরহিন যাই সম্বরে ।

যাকু বোলু স্নাত বজু ইষ্ট ভ্রাত, কেহ যিব তোর সঙ্গরে (ভো মাত)

ন লভু বিবর্ত কথারে, মোঠারে মমতা কলা প্রায় করি মমতা কর

কৃষ্ণ ঠারে ॥

কেতে জন্মে মুহি তোহর জনক, কেতে জন্মে তু মোর ভগিনী ।

কেতে জন্ম পাশু মহুষ্য হেলু নিএথক, চিতে শোক তেলি (ভো মাত) ॥

এইরূপ স্থল বর্ণনা করিতে বাইয়া বৃন্দাবন দাসের নিমাই ত্রীভগবানের যত অবতার আছেন, তাঁহাদের মাতাই শচী দেবী ও নিজে তিনি সেই সকলের অবতার ইহা বলিয়াছেন ।

মাথবের বর্ণিত শচীর বিলাপ অতি সুন্দর, অতি মর্ম্মস্পর্শী । শচী বলিতেছেন,—

গৌরদেহকু কোলরে বসাজি মুখরে দেঅস্তি চূষন ।

মাথারে কুলিশ পকাজি জীবন হাড়ি যিবু তুহি নন্দন । (ভো স্নাত)

কে তোতে এহ শিক্ষা দেলা

কহুঁ কহুঁ তোর কঠিন শরীর ফাটি ন যাজেত রহিলা ।

তু মোর অক্ষর লউড়ি, গলা হার, নেত্র পিতুলি, জীব জীব ।

তোতে ন দেখি সু জীবন রাখিবি এহা মোর দেহ সহিব ॥ (ভো স্নাত)

রবীন্দ্রনাথ ‘কাব্য উপেক্ষিতা’ বলিয়া ষাঁহাদের নাম দিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও এক উপেক্ষিতা রমণী আমাদেরই ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী । বৃন্দাবন দাস বৈরাগ্যহানির ভয়েই হউক, আর ত্রীকৃষ্ণলীলার বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্থান নাই বলিয়াই হউক, ত্রীচৈতন্ত সন্ন্যাস করিয়া ষাঁহাবার পূর্বে বা পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই । কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও মুরারি গুপ্তও বিষ্ণুপ্রিয়ার শোকের উল্লেখ করেন নাই । ত্রীচৈতন্ত যর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন ; শচীদেবীর দুঃখ হইল—ভক্তবৃন্দের দুঃখ হইল—নদীয়াবাসী সকলের দুঃখ

হইল—আর যে অভাগিনীর অমন স্বামী চিরতরে চলিয়া গেল, সে কি পাষাণী—যে, তাহার চোখ দিয়া এক বিন্দু অশ্রুও পড়িল না ? বৈষ্ণব কবিরা কি তাঁহাদের সম্ভ্রদায় লইয়া এতই ব্যস্ত যে, বিষ্ণুপ্রিয়ায় এক বিন্দু অশ্রুজলের কথা লিখিবার অবসর তাঁহাদের হইল না ? কবি লোচন দাস, বাহুবোম, কি অস্বাভাবিক বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে লোচনের বর্ণনাই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত। সন্ন্যাসের পূর্ব পূর্ব রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বা কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আর মাধব কিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি ;—

লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক কথা বলিয়া, বলিতেছেন,—

শুন শুন প্রাণনাথ

মোর শিরে দেহ হাত

সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।

বড় প্রতি আশা ছিল

নিজ দেহ সমর্পিব

এ নববোনে দিবে হাত ।’

ইহার পর বলিতেছেন যে, তিনি বিব খাইয়া মরিবেন ; নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিয়া কাজ নাই।

লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই কোনরূপে সাস্তনা দিয়া বিলাসাদি দ্বারা তুষ্ট করিলেন। পরে শেখরাজিতে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে জাগাইয়া আবার সন্ন্যাসবিষয়ে কাতরে জিজ্ঞাসা করায়, নিমাই তাঁহাকে চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়া কথঞ্চিৎ সাস্তনা করিলেন। আর মাধবের বিষ্ণুপ্রিয়ার বর্ণনা শুনুন—একটু বড় হইলেও, ইহা কাব্যান্বিতদের শ্রীতি উৎপাদন করিবে জানিয়া উদ্ধার করিতেছি,—

গদগদ হোঁজি রামাবর।

কহি ন পারে কিছি উত্তর ॥

পুন পুন গাড়ে রোদন করন্তি।

কান্ত পাদ নিবেশিণ শির হে ॥ (সুন্দরী)

বসাদিলে কান্ত কোণে আনি।

জুতে আলিঙ্গন কলে পুনি ॥

বধুলি অধরে চুষন দেঈশ।

স্নেহে করন্তি মধুর বাণী সে ॥ (গৌরাজ)

আগো ন মুঞ্চু নয়ন আপ।

মহু ছাড় কঠোর সস্তাপ ॥

দয়ানিধি তোর এসন দেখিণ।

শায় সজ্জি কুসুমচাপরে ॥ (সুন্দরী)

নানা মন্তরে উচাট কলে।

গাঢ় রতিরে মন জোড়িলে।

তহু স্বর্গবিন্দু স্বর্গাঙ্গি বহন ।
 মনিভূষণ মান ঞ্জিলে সে ॥ (নাগর)
 বেঁটে অঙ্গ অত্যন্ত রুচির ।
 তাঁহি লাগি সার্থ অলঙ্কার ।
 কি শোভা দিশিলা উপমা দেবাকু নহি ।
 নব পঞ্চ ভূবনর রস ॥ (শ্রীঅঙ্গ)
 কাস্ত কোমল চরণ ধরি ।
 কহে বিফুঁঞিয়া মনোহারী ।
 এহি কমল চরণে যাউথির ।
 থরা বরবারে দস্ত ধরি হে ॥ (জীবন)
 দীর্ঘ নীল কুঞ্চিত কুন্তল ।
 কিছিন থিব শির কমল ।
 এমন্ত শোভাকু ধরি থিব তুন্তে ।
 এহা দেখিব নেত্রযুগল হে ॥ (সুন্দর)
 দিব্য কুন্তল ন থিব কর্ণ ।
 তৈল বিহু শরীর বিবর্ণ ।
 স্বর তেজি যাঁজি সন্ন্যাস মাত্র
 কেতে মনোরথ হেব পূর্ণ হে ॥ (জীবন)
 তেজি দিব্য সুবীহু বসন ।
 ডোর কোপীন পিঙ্কিব ধন ।
 ধিক্ ধিক্ প্রাণ ন খাউ দণ্ডে হে ।
 কাটি যাউ শরীর বহন হে ॥ (জীবন)
 য়েবে মুই যোগাইলি নাহি
 দিব্যকন্ঠা ত আছন্তি মহী
 যেতে ইচ্ছা তেতে বিভা হঅ তুন্তে
 প্রাণনাথ ! গৃহ ছাড় নাহি হে ॥ (সুন্দর) ।
 সাত গর্ভ যাঁজিছি মাতার ।
 প্রাণ তেজিবে তুন্ত বিধুর ।
 তাক্ঠারে দয়া নোহিলা হৃদয়ে ।
 এয়ে কঠোর হেলে সুন্দর হে ॥ (জীবন)
 ধর্ম ন সাধি গৃহরে যাঁজি ।
 চঁহা কেঁউ পুরাণে পঢ়্জি ।

অন অপরাধী রমণী তেজিলে ।
 জানি অহ ত ধরস হৈ হে ।
 শচীন্দ্রর লোহে পাষণ ।
 প্রাণ তেজিবে তুম্ব বিহীন ।
 বৃদ্ধ মাংগ ভগ্নিথিবা, কাস্ত তেজি ।
 পুণ্যমাণ লভিব স্মৃদান হে ॥ (জীবন)
 শিশুকাল যাহার তুলে
 খেলু আছ নানা কুতুহলে
 সে সখামানহু দয়া ন বসিল
 এহ কোমল হৃদকমল হে ॥ (স্মৃদর)
 নদীরার নরনারী শিরে ।
 বজ্র পকাঈ যিব হেলারে ।
 কেতে পৌরষ লভিব জগতে
 এহ শিক্ষা দেলা কে তুম্বরে হে ।
 পুন পুনঃ করন্তি রোদন ।
 কাস্তপাদ করি আলিঙ্গন ।
 যেবে যিব মোতে সঙ্গে যেনি যাব ।
 ঘটখিবি জানি তুম্ব মন হে ॥ (জীবন)

মাধবের দশম সর্গে বর্ণিত ভাব, ভাষা বা ঘটনা, কিছুই সহিত লোচনের কোনরূপ মিল নাই । লোচনের মুদ্রিত গ্রন্থ বোধ হয়, অসম্পূর্ণ—তাহাতে প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করার পর, বিভীষণের সহিত খ্রীষ্টেতমের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে । বলা বাহুল্য, মাধবের গ্রন্থে ঐরূপ অলৌকিক কোন ঘটনা নাই । খ্রীষ্টেতম নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, ইহাই বর্ণনা করিয়া মাধব গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন ।

এই পর্য্যন্ত আমি লোচনের সহিত মাধবের কেবল পার্থক্যই দেখাইয়া আসিতেছি । খৃষ্টীনাটিতে পার্থক্য থাকিলেও, মূলতঃ উভয়েই এক বিষয় বর্ণনা করিতেছেন । কিন্তু মাধবের বর্ষ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম ছন্দ একেবারে লোচনের সহিত মিলিয়া যায় । কেবল ভাষা ও অক্ষরে মাত্র ভেদ—নহিলে ভাব ও ঘটনা অবিকল একরূপ । প্রথম পাঁচ সর্গ ও শেষ সর্গ পড়িয়া হইলেন যে পৃথক্ কবি, তাহা বেশ বুঝা যায়, কিন্তু মধ্যের এই চারি সর্গ পড়িয়া এককে অপরের অনুবাদক বলিয়া মনে হয় । লোচন মুরারির নিকট হইতে লইয়া লিখিয়াছেন, স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যে কয়েকটা অধ্যায়ে মাধবের সহিত তাঁহার লেখার মিল দেখা বাইতেছে, সে কয়টা অধ্যায়ের বিষয় মুরারির গ্রন্থে কিছুই নাই । এ বিষয়ে তিনি মাধবের নিকট খণী হইলেও হইতে পারেন । আবার মাধব, আমার ওকালতী সত্ত্বেও, সত্য সত্যই লোচনের গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ

করিতে পারেন। অথবা উভয়েই কতকগুলি প্রচলিত গীতি হইতে স্ব স্ব কাব্য লিখিয়াছেন, ইহাও হইতে পারে। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমার বাহা বক্তব্য, তাহা বলিলাম। এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার তার সুধীপণের হস্তে দিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতে চাই।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

জৈন-দর্শনে স্వాদ্বাদ

(১)

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিপূর্ণগন্ধে যে যে সম্প্রদায় তাঁহাদের আপন আপন স্বাধীন চিন্তার কলসরূপ বহুমূল্য রত্নরাজি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, জৈনগণ তাঁহাদের অগ্রতম। কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দঃশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র এবং অস্ত্রাস্ত্র বহু বিষয়ে জৈনচর্চাষণ বহু প্রহর রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে তর্কশাস্ত্রে বা প্রমাণশাস্ত্রে তাঁহারা যে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এই চিন্তাধারারই নাম “স্বাদ্বাদ”। জৈন-সম্প্রদায় প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত—দিগম্বর ও শ্বেতাশ্বর। এই দুই প্রধান শাখা আবার বহু প্রশাখায় বিভক্ত। এইরূপ এক একটি প্রশাখার নাম গচ্ছ। শুনা যায়, প্রায় একরূপ ৮৪টা গচ্ছ উদ্ভূত হইয়াছিল। বাহা হউক, এই দিগম্বর ও শ্বেতাশ্বর শাখার মধ্যে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মজীবনে কোন কোন বিষয়ে মতবৈধ থাকিলেও দার্শনিক মতবাদে সম্পূর্ণ এক্য আছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, যে স্বতন্ত্র চিন্তার দ্বারা স্বাদ্বাদের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার উদ্ভবের কারণ কি? ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বৈদিক। আর অবশিষ্টগুলি অবৈদিক। এইরূপে বৈদিক ও অবৈদিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা ভিন্ন আরও অস্ত্রাস্ত্র উপায়ে ভারতীয় দর্শনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়; যেমন আন্তিক ও নাস্তিক, পেশ্বর ও নিরীশ্বর; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় শেথোক্ত বিভাগগুলির কোন বিশেষ উপযোগিতা নাই। বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক-দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, সুতরাং উহারা অবৈদিক। অবশিষ্টগুলিতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং উহারা বৈদিক। বৈদিক দর্শনগুলিকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—ঋতিপ্রধান ও যুক্তিপ্রধান। পূর্ব ও উত্তর মৌর্যাসা—এই দুইটা দর্শন ঋতিপ্রধান। কারণ, ঋতিবাক্যই ইহাদের প্রধান প্রমাণ। যদিও যুক্তি-তর্ক প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তথাপি সে যুক্তি-তর্কের প্রয়োগ কেবল ঋতিার্থ উপপন্ন করিবার জন্ত, কোন বিষয়ের অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করিবার জন্ত নহে। স্ত্রাব-বৈশেষিকাদি অবশিষ্ট দর্শনগুলি যুক্তিপ্রধান, অর্থাৎ ঐ সকলে প্রধানতঃ যুক্তিবলেই স্বমত সংস্থাপন ও পরমত খণ্ডন করা হইয়াছে। যুক্তিই তাহাদের মূলভিত্তি। ঐ সকল দার্শনিকেরা যুক্তির সাহায্যে স্বমতবিসংবাদী ঋতিবাক্যের অর্থান্তর করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মোট কথা, যে দর্শন বতটা পরিমাণে যুক্তির উপর নির্ভর করিতে সাহস পাইয়াছে, তাহা ততটা পরিমাণে ঋতির নিগড় বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অতএব বেশ বুঝা যায় যে, যে দর্শনগুলি অবৈদিক, তাহাদের বস্তুগত্যা একমাত্র অবলম্বন যুক্তি-তর্ক। কারণ, তাহারা ত বেদের নিকট পৃষ্ঠপোষকের প্রত্যাশা রাখেন না, কেবলমাত্র যুক্তি-

তর্কের উপর নির্ভর করিরাই আপনাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। এই জন্তই দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ও জৈন-দর্শনে যুক্তি-তর্কই একমাত্র অবলম্বন—এজন্তই তাঁহাদের মতবাদগুলি একটা প্রবল সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—এজন্তই তাঁহারা বাহ্য প্রতীতি অথবা অমুমানসিক, তদন্তবিরহিত কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব বা কার্যকারিতা স্বীকার করেন না, বা করিতে প্রস্তুত নহেন। এইরূপ যুক্তি-তর্ক-সহকৃত প্রবল সাধারণ জ্ঞান বৌদ্ধ ও জৈন—উভয় চিন্তাধারাকেই অহুপ্রাণিত করিয়াছিল বটে, আমরা কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাইব যে, বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈন আরও একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই দেখাইয়াছেন যে, আমাদের বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রামাণ্য সেই খানে, যেখানে উহা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এককথায় ব্যবহারোপযোগিতাই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপিত করে। আমাদের জ্ঞান বস্তুসম্বন্ধে এমন সংবাদ দিবে, যাহা দ্বারা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সার্থকতা লাভ করা যায়। এ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন একই কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মতপার্থক্য নাই। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সার্থকতার জন্ত বস্তুর স্বরূপ কীদূশ হওয়া উচিত, এই খানেই জৈন বৌদ্ধ হইতে পৃথক্ পৃথক্ অবলম্বন করিয়াছেন। এস্থলে এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জৈনগণ উক্ত প্রকার প্রবল সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে ব্যবহারিক জীবনের অপ্রতিকূল, প্রতীতি ও অমুমানসিক জগতের স্বরূপসম্বন্ধে যে মতবাদে উপনীত হইয়াছেন, তাহারই নাম “সাদ্‌বাদ”। এই সাদ্‌বাদ জৈন-দর্শনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। অগ্রে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কতকগুলি গোড়ার কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

জগৎ-সংসারকে বুঝিবার চেষ্টা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি এবং সেই চেষ্টার পরস্পর বিভিন্নতা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি। আমরা সেই সমুদায় চেষ্টাগুলিকে মোটামুটি দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ একপ্রকার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা জগতের বস্তুভাবকে কয়েকটা সামান্য ভাবের (Abstract Concepts) হাঁচে ফেলিয়া বুঝিয়া লওয়া হয়, আর বস্তুবিশেষের যে বিশিষ্টতা, তাহাও সেই সামান্য ভাবের অভিব্যক্তিমাত্র বলিয়া ধরা হয়। আবার এই কথাটিকেই আরও একটু বড় করিয়া ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল সামান্য ভাবগুলিও একটা চরম সামান্ত্রের (Highest General Concept) অন্তর্ভুক্ত। এইরূপে বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বনে জগতের বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য হইতে পরিশেষে নির্বিশেষ সত্তা বা একত্ব পৌছান হয়। দর্শনশাস্ত্রের ইহা একটা চিরন্তন প্রণালী। ইহাতে বাস্তব জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও বহুত্বের নিকট বিদ্যার লইয়া কেবল ভাব-জগতের (Subjective) একটানা একত্ব, নিত্যত্ব অথবা সত্তারূপ চরম-সামান্ত্রের আশ্রয় লইতে হয় সত্তা, কিন্তু ইহা দ্বারা মনন বা চিন্তনের সৌকর্য্য সাধিত হয়। এই প্রণালী অবলম্বনেই পাশ্চাত্য দর্শনের আদি আচার্য্য থালিস্ বলিয়াছিলেন, “অপই সকল বস্তুর উপাদান”। স্পিনোজা বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের সর্বগ্রাসী সত্তাতেই সকল বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান; এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রচার করিতেছেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের সমুদায় বস্তুই একমাত্র জড়শক্তির প্রকারভেদমাত্র। আর এই প্রণালী অবলম্বনেই ভারতে অদৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে বাহু জগতকে বুদ্ধিবার আর একটা ঠিক ইহার বিপরীত প্রণালী আছে। আমাদের প্রতীতি জানাইয়া দেয় যে, প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা বিলক্ষণ অথবা প্রত্যেক বস্তুই স্বলক্ষণ। কেননা, প্রত্যেক বস্তু কতকগুলি গুণের সমষ্টিমাত্র এবং প্রত্যেক সমষ্টিই অপর সমষ্টি হইতে ভিন্ন, এবং শুধু ইহাই নহে,—এই গুণগুলিও নিয়তপরিবর্তনশীল। নিত্য অপরিণামী এবং বস্তুসমুদয়ে অমুগামী কোন সামান্য সত্তা আমাদের প্রতীতির গম্য নহে, অনুমানেরও বোধ্য নহে। মোট কথা হইতেছে এই যে, বাহা কিছু আমরা প্রতীতির সাহায্যে অনুভব করিতে পারি, তাহা কেবল অমুক্ষণ পরিণম্যমান বিশেষ বিশেষ ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। কতকটা এই প্রথা অবলম্বনে জগতে বহুত্ববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কতকটা এইরূপ চিন্তা-প্রণালী অবলম্বনেই পাশ্চাত্য জগতে হব্‌স্, গ্যাসেন্ডি প্রভৃতি মনীষিগণ বহুত্ববাদ (Pluralism) ও স্বলক্ষণবাদে (Individualism) উপনীত হইয়াছেন। আর সম্পূর্ণ এই প্রণালী অবলম্বনেই বৌদ্ধেরা ক্ষণভঙ্গবাদ ও স্বলক্ষণবাদে উপস্থিত হইয়াছেন।

এখানে আমরা দেখিতে চেষ্টা পাইব যে, পূর্বোক্ত দুই বিপরীত চরম চিন্তা-পদ্ধতির সামঞ্জস্য হইতে শ্রাদ্ধবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কেবল শ্রাদ্ধবাদ কেন, যে কোন মতবাদই এইরূপ ভাব-সংঘর্ষ বাতিরেকে বিকাশ লাভ করে না। এস্থলে ভাবজগতে পূর্বপক্ষ (Thesis) ও উত্তরপক্ষের (Antithesis) সংঘর্ষে সমন্বয় বা সমাধান (Synthesis) সম্ভাবিত হয়, এই প্রকার হেগেলের অভিমতের বাখ্যার্থ্য কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়^১। যে সময়ে জিনমতাবলম্বিগণ তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, ঠিক সেই সময়ে ছইটী পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদের প্রবাহ ভারতে বহিয়া যাইতেছিল। এক দিকে উপনিষদ্ গুরুগভীরস্বরে প্রচার করিতেছিলেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুনিচয় যে বহু এবং নানা গুণ বা রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই বহু এবং নানারূপের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই—আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বস্তুসমুদায়ের যে বর্ণ, গঠন, বা আকার, দ্রবত্ব, কাঠিন্য বা সংঘাতত্ব, তাপ বা শৈতল্য, মিষ্টতা, তিক্ততা বা দোষিত প্রভৃতি বিবিধ গুণের গ্রহণ করে, সে গুণসকল আমাদের জ্ঞানির কল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহার সর্বৈব মিথ্যা বা অবাস্তব। উহাদের সকলের মধ্যে অনুগত যে একটা দ্রব্যত্ব বিদ্যমান আছে, তাহাই সত্য এবং অপরিণামী। বর্ণ, গঠন, দ্রবত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি গুণসকল অসত্য বা জ্ঞান্টিমূলক বিকারমাত্র। উহার নিয়তপরিবর্তনশীল, সূতরাং উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব কিছুই নাই। একই মৃৎপিণ্ড হইতে ভাঙ কলসাদি বহুবিধ মৃদঙ্গপাত্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহাদের মধ্যে অনুগত একমাত্র মৃৎপিণ্ডই সত্য^২। ইহাকেই আরও একটু বড় করিয়া দেখিলে বলা যায়, যেমন মৃৎপিণ্ড সকল মৃদঙ্গ-বিকারের মধ্যে অনুগত, ঐরূপ সুবর্ণকুণ্ডল-বলয়াদির মধ্যেও অনুগত ও নিত্য। আবার ঐ সুবর্ণ, মুক্তিকা এবং ঐরূপ অন্যান্য দ্রব্যমধ্যে অনুগত একটা বস্তু আছে, যাহার নাম সত্তা (Being) উহার অপর নাম সামান্য বা জীতি। উহা সকল বস্তুতে অনুগত এবং নিত্য, অর্থাৎ উহার পরিণাম বা পরিবর্তন নাই।

১. Schwegler's History of Philosophy, Introduction.

২. ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৩।১।৪

অপরদিকে বৌদ্ধ বলিতেছিলেন যে, সামান্য এবং নিত্যস্থ বলিয়া কোন বস্তু নাই। আমাদের সহজ প্রতীতি বলিয়া দেয় যে, যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য, তাহার সমুদায়ই বিশেষ বিশেষ গুণ। সেই বিশেষ বিশেষ গুণগুলি আবার সত্তত পরিবর্তনশীল। এই নিয়তপরিবর্তনশীল বিশেষ গুণের অতিরিক্ত, সুতরাং অতীন্দ্রিয় কোন নিত্য সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ কল্পনামূলক। সেরূপ সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব প্রতীতি বা অনুমানসিদ্ধ নহে। যাহার প্রতীতি হয়, তাহা কেবল বিশেষ গুণ বা গুণব্যক্তি। কলতঃ প্রত্যেক পরিণয়মান বিশেষ গুণ প্রতিফল্গেই নূতন নূতন অস্তিত্বের সৃষ্টি করিতেছে।

জৈনেরা বলিলেন যে, পদার্থভঙ্গদৃষ্টক্কে ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধমত—উভয়েই একদেশদর্শী বা একান্তবাদী। তাঁহাদের মতে প্রয়োজনসিদ্ধিই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। পদার্থের জ্ঞান একরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহার দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয়; উহা আমাদের ব্যবহারে সহায়তা করে। এই কথাটাই আরও একটু অস্ত্রভাবে বলা যায় যে, যে জ্ঞানকে আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, তাহার কর্মই হইল, পদার্থের ব্যবহারোপযোগিতা প্রদর্শন করা^১। বস্তুর ব্যবহারোপযোগিতাসূচক জ্ঞানেরই মূল্য আছে। কারণ, যদি আমার কোন বস্তুবিষয়ে এমন জ্ঞান হইয়া থাকে, যাহার সাহায্যে আমি সেই বস্তুটি ছেঁয়, কি উপাদেয়, তাহা দ্বারা আমার প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে, কি না হইবে, ইহা বুঝিতে না পারি, তেমন জ্ঞান আমার বাস্তবিক কোন উপকার সাধন করে না। উহার ব্যবহারিক জগতে কোন মূল্য নাই। সে জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক, তাহার নাম বিপর্যয়।

তবেই দেখা যাইতেছে, সামান্য জ্ঞান বা প্রমাণের স্বরূপই হইতেছে যে, তাহা পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবে এবং পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বই হইতেছে, অর্থক্রিয়াকারিতা^২ অর্থাৎ জ্ঞাতার প্রয়োজনসাধকতা। পদার্থের পদার্থ নিম্ন সেইখানে, যেখানে সে জ্ঞাতার প্রয়োজনসিদ্ধি করে। প্রতীতি (Experience) আমাদের এই কথাই পরিষ্কৃটরূপে জানাইয়া দেয়। এই প্রকার ব্যবহারোপযোগিতামূলক প্রামাণ্য জ্ঞান কেবল জৈন দর্শনের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহা বৌদ্ধ প্রমাণবাদেরও মূলসূত্র। বৌদ্ধ ধর্মোত্তরাচার্য্য তাঁহার ভ্রাতৃবিন্দুটীকায় দেখাইয়াছেন যে, যে জ্ঞান অবিসংবাদী অর্থাৎ অভীক্ষিত অর্থের প্রাপক, তাহাই সম্যগ্ জ্ঞান। বাৎস্তায়ন ঋষি ভ্রাতৃভাষ্যের মুখবন্ধে জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্বন্ধে এই একই কথা বলিয়া গিয়াছেন।^৩ ঐরূপ পঞ্চদশী ও বেদান্তপরিভাষাকার মহোদয়গণও সংবাদিজ্ঞানের প্রামাণ্য ও বিসংবাদি-জ্ঞানের ভ্রাম্যকতা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আধুনিক প্রতীচ্য দার্শনিকদিগের মধ্যেও এই ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ বহুলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা এই মতবাদের নাম দিয়াছেন—(Pragmatism) প্রাগম্যাটিজম্। এই প্রাগম্যাটিজম্ বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ প্রাচীন পাশ্চাত্য

১। প্রমাণবিবর্ধনসিদ্ধিস্তাব্যাসাধিপার্য্যঃ—পরীক্ষামুখসূত্র। ১।

২। বস্তুত্বাবলম্বিক্রিয়াকারিত্বঃ লক্ষণম্—বস্তুদর্শনসমুচ্চয়ে জৈনদর্শন, বস্তুত্বসূত্র টীকা।

৩। অবিসংবাদক জ্ঞানং সবাগ্জ্ঞানং। জ্ঞানমপি প্রদর্শিতমর্থং প্রাপয়ৎ সংবাদকমুচ্চ্যতে—ভ্রাতৃবিন্দুটীকা, “৩০। পৃঃ

৪। ভ্রাতৃভাষ্য, (বাৎস্তায়ন-ভাষ্য) আরম্ভে প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ অর্থবৎ প্রমাণম্।

মতবাদে অন্তর্নিহিত থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকটভাবে দর্শনজগতে প্রথম বিকাশ লাভ করে, উহার কিছু পরে William James, Dr. Schiller এবং Dewey প্র্যাগম্যাটিজমের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন।

James বলিয়াছেন, প্রমাণ বা সমাগজ্ঞান তাহাকে বলি, যাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে, আমাদের জীবন-যাত্রার বিশেষ সুবিধা হয়। আমার সমুখবর্তী এই টেবিলটার সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান, তাহা প্রমাণ, কারণ আমি দেখিতেছি, এই জ্ঞানে আস্থা স্থাপন করিয়া আমার কার্যের সুবিধা হইতেছে, আমি দেখিতেছি যে, আমি উহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি; আমার কাগজ-পত্রগুলি রাখিবার সুবিধা হইতেছে^১। Dr. Schiller ইহারই নাম দিয়াছেন—“Humanism.” কারণ, তিনি বলিতে চান যে, মানবের সর্বপ্রকার জিজ্ঞাসার বা জ্ঞান-পিপাসার মূলে একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিহিত আছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য দৃষ্টি স্থির রাখিলেই, সকল অনুসন্ধিৎসা সার্থক হয়। সুতরাং কোন জ্ঞান প্রমাণ বা অপ্রমাণ, ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, উহা সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল কি প্রতিকূল^২।

এই Pragmatism বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ লইয়া আজ পাশ্চাত্য দর্শন-জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, এই প্র্যাগম্যাটিজম বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ ভারতে নূতন নহে, বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতীয় প্রায় সকল দর্শনেই, অল্প-বিস্তর-রূপে উহা নিহিত রহিয়াছে। যাহা হউক, পাশ্চাত্য ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদী দার্শনিকেরা বলিতেছেন যে, আমরা এমন কোন জ্ঞানের সত্যতা বা প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, যাহা মানবের জীবনযাত্রার সহিত বাহ্য জগতকে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট করে না। জ্ঞান বলিতে এমন কিছু বুঝিতে পারি না, যাহা কেবল জ্ঞাতার আন্তর্য্য ভাব-জগতে একটি সামঞ্জস্য (Formal Consistency) স্থাপন করে মাত্র। জ্ঞানের সাফল্য সেইখানে, যেখানে উহা জ্ঞাতাকে বাহ্য বস্তুর স্বরূপ প্রদর্শন-পূর্বক উহা হয়, কি উপাদেয়, তাহা জানাইয়া দেয়। সুতরাং বস্তুনিরপেক্ষভাবে কেবল আন্তর্য্য ভাব-জগতের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই জ্ঞানের কার্য্য নহে। পরন্তু প্রতীতির সাহায্যে পদার্থ-তত্ত্ব নির্ণয়পূরঃসর উহা হিত বা অহিত, ইহা বলিয়া দেওয়াই জ্ঞানের সার্থকতা। এই জ্ঞতাই আজকাল পাশ্চাত্য জগতে আরিস্টটলের বস্তুনিরপেক্ষ প্রামাণ্যশাস্ত্র (Formal Logic) মহাগোলে পড়িয়াছে। উহা আর তর্কশাস্ত্রের জনক আরিস্টটলের নামের অথবা কেবল নিজের প্রাচীনতার দোহাই দিয়া প্র্যাগম্যাটিক লজিকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া জীবন-সংগ্রামে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়া উঠিতেছে না। কারণ, Schillerপ্রমুখ আধুনিক Pragmatic Logicianএরা যুক্তিসহকারে ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, বাহ্য জগতের দেয়

১। “The true is the name of whatever proves itself to be good in the way of belief and good too, for definite assignable reasons.”—James’ Pragmatism, P. 76.

২। In an actual knowing the question whether an assertion is true or false is decided uniformly by its consequences,—by its relation to the purpose which put the question.”—Schiller’s Humanism, p. 154.

জ্ঞানের উপাদান উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের আকারের সামঞ্জস্য লইয়া থাকিলে সত্যের অপলাপ করা হয়^১। কারণ, উহা দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হয় না।

অনেকটা এইরূপ ব্যবহারোপযোগিতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বাস্তব-জগতের প্রতীতিসিদ্ধ ও অল্পপেক্ষণীয় বস্তুস্বভাবের জিহ্বাসাই জৈন-দর্শনের প্রারম্ভ। অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য প্রাগম্যাটিক লজিক ও জৈন-দর্শনের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কি না, অথবা প্রাগম্যাটিক প্রামাণ্যবাদের প্রামাণ্য কতদূর গ্রাহ্য, সে সকল বিষয় আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জৈন বলিতে চান, বাহ্য বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া দেখিতে পাই, উহার স্বরূপ কেবল উপনিষৎ-কথিত নিত্য সত্তাতেই পর্যাবসিত নহে। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের জ্ঞান ইহাও বলা যায় না যে, উহা কেবল ক্ষণবিনাশী ও পরম্পর অসংবদ্ধ গুণ-ব্যক্তির প্রবাহমাত্র। উপনিষদ্ যে বলিয়াছেন, বস্তুস্বরূপ একান্ত নিত্যসত্তা, তাহা অর্কসত্য; আবার বৌদ্ধ যে বলিয়াছেন, নিত্যসত্তা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, প্রতীতির সাহায্যে বাহার উপলব্ধি করি, তাহা কেবল ক্ষণভঙ্গুর গুণপ্রবাহ, তাহাও অপরাধি সত্য। সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়—উভয়ের সমঝারে। প্রকৃত বস্তুস্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখা যায়, উহা নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে। উহা সামান্ত্রের আধার; আবার বিশেষেরও আধার। এক দিকে যদি বস্তুকে কেবল নিত্য বলা যায়, তাহা হইলে একান্ত পক্ষ আশ্রয় করা হয়; আবার, অপর দিকে যদি উহাকে কেবলমাত্র নিয়ন্ত-পরিবর্তনশীল অনিত্য গুণসমষ্টি বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও একান্ত পক্ষ অবলম্বন করা হয়। কিন্তু বস্তু অনেকান্তধর্মাত্মক। উহা নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে^২। (Permanent in the midst of Changes). নিত্য্যাংশে উহার নাম দেওয়া হয়, “দ্রব্য”; অনিত্য অথবা নিয়ন্ত-পরিবর্তনশীল গুণসমষ্টি অংশে উহার নাম দেওয়া হয়, “পর্যায়”। জৈন-দর্শনে দ্রব্য ও পর্যায়—এই দুইটা শব্দ উক্তরূপ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলকথা, বস্তু দ্রব্যপর্যায়াত্মক, বস্তুমাত্রই দ্রব্যও বটে, আবার পর্যায়ও বটে। এ জিজ্ঞাসনে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা ঐকরূপ দ্রব্যপর্যায়াত্মক নহে^৩। ইহাই জৈনদিগের “অনেকান্তবাদ”। তাঁহারা বলিতে চান যে, বস্তুকে মাত্র একরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিলে, অত্ররূপ বিশেষণের আর অবকাশ থাকিল না। বস্তুকে কেবল নিত্য বলিলে, তাহাকে অনিত্য বলিবার আর উপায় রহিল না, সামান্ত্র বলিলে, আর বিশেষ বলিবার উপায় রহিল না; দ্রব্য বলিলে, পর্যায় বলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তুর স্বভাব হইল এই যে, উহা একান্তস্বরূপ নহে, নিত্য হইলে যে আবার অনিত্যও নহে,

১। It is not possible to abstract from the actual use of the logical material and to consider forms of thought in themselves without incurring thereby a total loss, not only of truth, but also of meaning.—Preface to Schiller's Formal Logic.

২। “আদীপমাব্যোমসমস্বভাবঃ। আদ্বাদমুদ্রানতিভেদি বস্তুঃ”—স্বাদ্বাদমঞ্জরী, পঞ্চম সৌক।

৩। “দ্রব্যং পর্যায়বিভুক্তং পর্যায়াদ্রব্যার্থজ্ঞাতাঃ।

ক কথা কেন কিংরূপা দৃষ্টা মনেন কেনচিৎ।”

এ কথা বলা চলে না ; সামান্য হইলে যে বিশেষ হইবে না, তাহা নহে, বা দ্রব্য হইলে পর্যায় হইবার নহে, এরূপ একান্তপক্ষ আশ্রয় করা সঙ্গত নহে। কারণ, উহা বস্তুর স্বভাববিরুদ্ধ, সুতরাং একের অপেক্ষায় অল্প বাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরে এই বিষয় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা বাইতেছে।

এই স্থানে গ্রীক-দর্শনের ইহার ঠিক অনুরূপ একটি চিন্তার ধারার কথা মনে পড়ে। ইলিয়াটিক দার্শনিক পার্মেনাইডিস্ বলিয়াছিলেন যে, শুধু নিত্য অপরিণামী বিশ্বব্যাপী সত্তারই (Being) অস্তিত্ব আছে ; উহাই জগতের মূলভিত্তি। গতি (motion), পরিণাম (change), উৎপাদ (origin) বা বিনাশ (decay) বহুত্ব, বিশেষ বা বৈচিত্র্য বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই। উহার আমাদের ত্রাস্তিমাত্র। বাহ্য অস্তিত্ববান্, তাহা কেবল একমাত্র নির্কেশেষ নিরূপাধিক নিত্যসামান্য সত্তা। আবার এই ইলিয়াটিক দর্শনের নির্কেশেষ সত্তাবাদের প্রতিপ্রসবস্বরূপ হিরাক্লাইটস্ প্রচার করিলেন যে, বস্তুর গতি, পরিণাম, উৎপাদ ও বিনাশ, এককথায় জগতের প্রপঞ্চপ্রবৃত্তির অনন্তপ্রবাহই বাস্তবিক সত্য। নিত্যনির্কেশেষ প্রবাসত্তা আমাদের ত্রাস্তির ফল। এইরূপে দেখা যায়, এক দিকে ইলিয়াটিক দার্শনিকগণ বাস্তব-জগতের অনন্ত ধর্মবৈচিত্র্য ও বিশেষের কথা ভুলিয়া সত্তামাত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, আবার অল্প দিকে হিরাক্লাইটস্ নির্কেশেষ অপরিণামী সত্তার কথা উড়াইয়া দিয়া কেবলমাত্র অনন্ত পরিণাম-প্রবাহের (Ceaseless Becoming) কল্পাই ধরিয়া বসিয়াছিলেন। সেই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, পরে আরিস্টটল্ এই দুই বিভিন্নমুখী চিন্তাস্রোত—এই দুই একান্তপক্ষ মিলিত করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, বাস্তবিকপক্ষে বস্তুর স্বরূপ এই উভয়ের সামঞ্জস্যেই পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন যে, বস্তু সামান্যতঃ বটে, বিশেষও বটে ; উহা এক হিসাবে নিত্য ও আবার অনিত্যও বটে, উহা “দ্রব্য”ও বটে, “পর্যায়”ও বটে। বস্তুর বাহ্য সামান্য বা নিত্য, তাহা বিশেষ ও পরিণামের মধ্য দিয়া, বাহ্য দ্রব্য, তাহা পর্যায়ের মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করে। বস্তুর স্বরূপই হইল সামান্য-বিশেষাত্মক বা দ্রব্য-পর্যায়াত্মক। আরিস্টটলের ভাষায় উহা *Universalis in robis*.

এক্ষণে জৈনের অনুরোধিত বস্তুস্বরূপ আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রাচীন জৈন-দার্শনিক উমাস্বাতি তাঁহার “তত্ত্বার্থশিগমসূত্রে” বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বস্তু বলিতে বুঝি, “উৎপাদব্যবধৌব্যাক্তং সৎ”। বস্তুমাত্রেরই আমরা তিনটী ধর্মের সম্ভাব লক্ষ্য করি, যথা,—উৎপাদ, ব্যয় ও প্রোব্য। শেবোক্তটিকে পূর্বে ধরিলে আমরা বলিতে পারি যে, প্রত্যেক বস্তুরই এমন কতকগুলি ধর্ম আছে, যাহারা প্রব অর্থাৎ অপরিণামী, উহারাই এক হিসাবে বস্তুর নিত্যত্ব বজায় রাখে। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, উহার কতকগুলি ধর্মের অবস্থানুসারে পরিবর্তন বা বিনাশ হইতেছে, এবং ঐ বিনষ্ট ধর্মগুলির স্থলে কতকগুলি নূতন ধর্মের উৎপত্তি হইতেছে। একথও সুবর্ণ স্বর্ণকারহস্তে কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারে পরিণত হয়। সুবর্ণের এমন কতকগুলি ধর্ম আছে, যাহারা ঐ কুণ্ডল-বলয়াদি উৎপাদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির মধ্যে সুবর্ণের সুবর্ণত্ব বজায় রাধিতে সমর্থ হয়।

পক্ষান্তরে উহার অপর কতকগুলি ধর্ম নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। সুবর্ণখণ্ডের কুণ্ডলাকারে পরিণতির পূর্বে যে ধর্মগুলি উহার প্রাথমিক আকার সম্পাদন করিয়াছিল, কুণ্ডলাকারে পরিণতির পরে আর সে ধর্মগুলির অস্তিত্ব নাই। তাহাদের বিনাশ হইয়াছে এবং সেই বিনষ্ট ধর্মগুলির স্থলে অপর কতকগুলি নূতন ধর্ম উৎপন্ন হইয়া সুবর্ণখণ্ডের বর্তমান কুণ্ডলাকার সম্পাদন করিয়াছে। এইরূপে কুণ্ডলের বলয়াকারে পরিণতিতেও কতকগুলি পুরাতন ধর্মের নাশের সঙ্গে সঙ্গে অল্প কতকগুলি নূতন ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, বস্তুর স্বরূপ একান্ত নিত্য সত্তা নহে; আবার একান্ত অনিত্য পরিণম্যমান ধর্মসমষ্টিও নহে। ইহা এক হিসাবে নিত্যও বটে, আবার অল্প হিসাবে অনিত্যও বটে। ইহা ধ্রুবও বটে, আবার উৎপাদ এবং ব্যয়শীলও বটে।

এইখানে পাতঞ্জলভাষ্যকার শ্রীবাসদেবের বিবৃত ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা অল্পসারে দ্রব্যের ত্রিবিধ পরিণামের কথা মনে পড়ে। শ্রাদ্ধবাদমঞ্জরীকার মল্লিনেন সূরিও স্বীয় অনেকান্তবাদের সমর্থন-প্রসঙ্গে যোগ-দর্শনের এই ত্রিবিধ পরিণামবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাসদেব পরিণামের স্বরূপ কি?—এই প্রশ্ন স্বয়ং উত্থাপিত করিয়া বলিতেছেন^১, অবস্থিত অর্থাৎ কোনরূপে স্থির পদার্থের পূর্ণধর্ম বিগত হইয়া অল্পধর্মের উৎপত্তি হইলে, তাহাকে পরিণাম বলা হয়। সেই পরিণাম আবার ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-ভেদে তিন প্রকার। মৃত্তিকারূপ ধর্মী পিণ্ডাকার ধর্ম হইতে ঘটরূপ ধর্ম পরিগ্রহ করিলে, ধর্মপরিণাম লাভ করে। এক কথার মূৎপিণ্ডের ধর্মপরিণাম মূদঘট। ঘটরূপ ধর্ম অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। ইহাই লক্ষণ-পরিণাম। লক্ষণ শব্দে কাল বুঝায়। অনন্ত কালপ্রবাহে (Time Continuum) পতিত পদার্থনিচয় অনাগত বা ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বর্তমানের মধ্য দিয়া অতীতে গিয়া মিশিতেছে। এইরূপে কালের অপেক্ষায় বস্তুর পরিণাম হইয়া থাকে। আবার ঐ ঘট নূতনও পুরাতন ভাব গ্রহণ করিয়া প্রতিক্রমেই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার নাম অবস্থা-পরিণাম। ভাষ্যকার আরও দেখাইয়াছেন যে, এই ত্রিবিধ পরিণামকে আবার একমাত্র অবস্থা-পরিণাম—এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, কোনও একটা ধর্মীর এক ধর্ম হইতে অল্প ধর্ম পরিগ্রহ করাও অবস্থা-পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ রূপ ধর্মেরও এক লক্ষণ হইতে লক্ষণান্তর প্রাপ্তিকে অবস্থা-পরিণাম বলা যাইতে পারে। অতএব প্রকৃতপক্ষে একমাত্র দ্রব্য বা ধর্মীরই পরিণাম হয় এবং এই একদ্রব্যপরিণামই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাভেদে ত্রিধা কল্পিত হইয়া থাকে; এবং ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই ত্রিবিধ পরিণামের একটাও ধর্মীর স্বরূপ অতিক্রম করে না। অর্থাৎ সকলেই ধর্মীভূত অল্পগত থাকে। ফলে ধর্ম ও ধর্মীর অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে এবং উক্ত ত্রিবিধ পরিণামও একমাত্র ধর্মপরিণামেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছে।

মল্লিনেন সূরি কিন্তু এই ধর্ম ও ধর্মীর অভেদ স্বীকার করেন নাই। তিনি যোগ-দর্শনের এই

১। পাতঞ্জল-দর্শন, বিভূতিপাদ ১৩শ সূত্র ও তদুপরিভাষা দ্রষ্টব্য। অথ কোহরঃ পরিণামঃ? অবস্থিতস্ত দ্রব্যস্ত পূর্ণধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মীভূতোরুৎপত্তিঃ পরিণামঃ।

২। শ্রাদ্ধবাদমঞ্জরী, পৃষ্ঠা ১৮ এবং পরবর্তী (চৌষাষ-গ্রন্থমালা)।

ত্রিবিধ পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতে এই পরিণম্যমান ধর্ম, ধর্মী হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, কিন্তু একান্ত বা অত্যন্ত ভিন্নও নহে, আবার একান্ত অভিন্নও নহে। ধর্মী ধর্ম হইতে একান্ত ভিন্ন হইলে, এই ধর্মীর বা দ্রব্যের এই সকল ধর্ম, অথবা এই ধর্মী এই সকল ধর্মের আশ্রয়ভূত, এইরূপ ধর্ম-ধর্মি-ভাবে লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। আরও একটা দোষ এই হয় যে, অস্ত্র পদার্থের ধর্মও আলোচ্য পদার্থের সহিত ধর্ম-ধর্মি-সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে পারে। পক্ষান্তরে ধর্মী ধর্ম হইতে একান্ত অভিন্ন হইলে ধর্মী অথবা দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বজায় থাকে না। উহা পরিণম্যমান অসংখ্য ধর্মগ্রন্থাহে পর্যাবসিত হয়। সুতরাং ক্ষণভঙ্গবাদের প্রসঙ্গি হয়।

ইহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হয় যে, বস্তুস্বরূপ নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। কিন্তু একান্ত নিত্যও নহে, আবার একান্ত অনিত্যও নহে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জৈনগণ ঘোর ব্যবহারবাদী, তাঁহাদের মতে বস্তুস্বরূপ এরূপ হওয়া চাই যে, উহা যারা কোনরূপ অর্থক্রিয়া বা কার্যোৎপত্তি সাধিত হয়। এখন যদি বস্তুকে একান্ত নিত্য বলা হয়, তবে সর্বপ্রথম নিত্য বলিতে কাহাকে বুঝি, তাহা জানা চাই। নিত্যের লক্ষণ দেওয়া হয় এইরূপ,—“অপ্রচ্যুতান্নুৎপন্নস্থিরৈক-রূপো হি নিত্যঃ”। যাহা নিত্য, তাহার স্বরূপ ‘অপ্রচ্যুত’ অর্থাৎ বাহার প্রচ্যুতি বা ব্যত্যয় হয় না। এককথায় বাহা অব্যয়। দ্বিতীয় বিশেষণটি হইল, ‘অনুৎপন্ন’ অর্থাৎ নিত্য বলিতে এমন কোন দ্রব্য নহে, বাহার পূর্বে অস্তিত্ব ছিল না, পরে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; ‘স্থির’ অর্থাৎ স্থিতিশীল এবং ‘একরূপ’ অর্থাৎ বাহার রূপান্তর হয় না বা অপরিণামী। এখন যদি নিত্যের স্বরূপ হইল এই প্রকার, তবে দেখিতে হইবে, বস্তুকে একান্ত নিত্য বলা যায় কি না। বস্তু যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত নিত্যের লক্ষণানুসারে বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, অর্থক্রিয়া হই প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে—হয় ক্রমে, না হয় অক্রমে, অর্থাৎ যুগপৎ^১। অর্থক্রিয়া ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারে না, বেহেতু ক্রমে কালক্ষেপ বুঝায় এবং যে কারণ অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাহার কালক্ষেপ সম্ভব হয় না। কালক্ষেপ মানিয়া লইলে, কারণে সামর্থ্যাত্মক স্বীকার করিতে হয়। কেননা, যদি কারণের সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা ক্রিয়ার প্রথম অবস্থাতেই কালান্তরতাবিনী ক্রিয়ার সম্পাদন করিয়া ফেলিত। আবার যদি বলা যায়, কালক্ষেপেও কারণের অসামর্থ্য প্রতিপন্ন হয় না, তাহা হইলেও আর এক প্রকার অসামর্থ্য কারণে আরোপিত হইয়া পড়ে। তাহা এইরূপ,—মনে করুন, কোন কারণ কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রিয়ার প্রথম ক্ষণেই সম্পূর্ণ ফল উৎপাদন না করিয়া, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং আরও পরবর্তী ক্ষণের অপেক্ষা করে, তাহার কারণ এই যে, অস্ত্রান্ত্র সহকারি-ভাবে সমাবেশ (Collateral Collocation of Circumstances) প্রথম ক্ষণেই হইয়া উঠে না। সুতরাং ফলসমাপ্তির জন্য কারণকে সহকারী ভাবে উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এজন্য কারণ ফলোৎপাদনে স্তব্ধ অসমর্থ। কেননা, সে সহকারী ভাবে অপেক্ষা করে। এইরূপে জৈন বলিতে চান যে, কার্য কারণ-সম্বন্ধ আলোচনায় দেখা যায় যে, বস্তুর স্বভাব একান্ত নিত্য—এইরূপ করনা করিলে অর্থক্রিয়াকারিত্ব ক্রমে সম্পাদিত

১। বস্তুনোৎপত্তিকারিত্বং ক্রমাক্রমাত্যাং ব্যাপ্তম্—ভাববাদমঞ্জরী।

হইতে পারে না। আবার অক্রমেও সম্ভব নহে। কেননা, বস্তু যে অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ বা এককালে অস্ত্রকালভাবিনী সমুদায় ক্রিয়া সম্পাদন করে, ইহা প্রতীতিবিরুদ্ধ। আর একক্ষেণে সকল ক্রিয়ার সম্পাদন হইয়া গেলে, পরক্ষণে করিবার আর কিছু থাকে না। পক্ষান্তরে বস্তু ক্রমে ক্রিয়া সম্পাদন করে, এ কথা বলিলেও পূর্বোক্ত দোষের প্রসক্তি হয়। এইরূপে দেখা গেল যে, বস্তুস্বরূপ একান্ত নিত্য কল্পিত হইলে, 'ক্রমে' অথবা 'যুগপৎ' কোন ক্রমেই অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে।

আবার বস্তু একান্ত অনিত্য হইলেও, উহা দ্বারা অর্থক্রিয়াকারিত্ব নিম্পন্ন হইতে পারে না। কেননা, বাহ্য অনিত্য, তাহা প্রতিকর্ণবিনাশী, সুতরাং তাহা 'ক্রমে' অর্থক্রিয়া করিতে পারে না। ক্রমে দেশকৃত বা কালকৃত ব্যাপ্তি বুঝায়, কিন্তু প্রতিকর্ণবিনাশী ব্যাপ্তি অসম্ভব। পক্ষান্তরে অনিত্য বস্তু 'অক্রমে' বা যুগপৎ অনেক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। কারণ, উহাও প্রতীতিবিরুদ্ধ। বীজ একটি বস্তু। উহা যুগপৎ রসশোষণ, অঙ্কুরোদ্ভাবন, প্রভৃতি অস্ত্রান্ত্র ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না, ইহা প্রতীতি আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। এইরূপে দেখা গেল, বস্তু একান্ত নিত্য, অথবা একান্ত অনিত্য কল্পিত হইতে হইলে, উহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয় না; কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্বই হইল, বস্তুর প্রাণস্বরূপ। এককথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, বস্তু একান্ত নিত্য, অথবা একান্ত অনিত্য হইলে সর্বপ্রকার কার্য-কারণ-ভাবের লোপ হয়। সুতরাং বস্তুস্বরূপ নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। এইরূপ যুক্তি-তর্ক-সাহায্যে জৈনেরা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বস্তু অনেকান্তসম্ভাব। তাহার সম্বন্ধে কোন একটি মাত্র একান্তধর্মজ্ঞাপক বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না। বিরুদ্ধ ধর্মের সমবारेই বস্তুর বস্তুত্ব সিদ্ধ হয়। বস্তুকে বৈরূপ একান্ত নিত্য বা একান্ত অনিত্য বলিতে পারা যায় না, সেইরূপ উহাকে কেবল সামান্ত বা কেবল বিশেষ, এইরূপ নির্দেশ করাও যায় না। এ স্থলে সামান্ত ও বিশেষ—এই দুইটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ আমাদের স্পষ্ট করিয়া জানিয়া রাখা আবশ্যক।

প্রশস্তপাদ বলেন যে, যে ধর্ম অনেক বস্তুতে অঙ্গবৃত্ত হয় এবং বাহ্য নিত্য, তাহার নাম সামান্ত। যে ধর্ম এই পুস্তকে, ঐ পুস্তকে, রামের পুস্তকে, শ্রামের পুস্তকে ও অস্ত্রান্ত্র পুস্তকে বিদ্যমান আছে, এবং বাহ্য বিদ্যমান আছে বলিয়াই, এই সকল পুস্তককে পুস্তক বলা বাইতেছে, অথবা বাহ্য দ্বারা এই সকল পুস্তকের পুস্তকত্ব নিম্পন্ন হইতেছে, তাহারই নাম সামান্ত। শুধু তাহাই নহে, সামান্ত ধর্মটী নিত্য, অর্থাৎ এ পুস্তক, সে পুস্তক বিনষ্ট হইতে পারিলে, কিন্তু উহাদের সকলে অঙ্গগত যে পুস্তকত্বরূপ সামান্ত ধর্ম আছে, তাহার বিনাশ নাই। এই সামান্তের অপর নাম জাতি। এই সামান্তে আমরা বস্তুনিচয়ের সাধারণ ধর্মের সংগ্রহ করি এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতাকে বাদ দিয়া থাকি। এই সামান্ত আবার ব্যাপকতার তারতম্যানুসারে পর, অপর এবং পরাপর,—এইরূপ ত্রিবিধ বিবেচিত হইয়া থাকে। যে সামান্ত সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, তাহার নাম পরসামান্ত, যে সামান্ত অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যাপক, তাহার নাম অপরসামান্ত। আবার যে সামান্ত এক সামান্তের সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যাপক, কিন্তু অস্ত্র সামান্তের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পব্যাপক, তাহার

নাম পরাপরসামান্য । ফলকথা, পর, অপর, এবং পরাপর—এই প্রকার ভেদ তুলনামূলক । এই হিসাবে সত্তারই ব্যাপকতা সর্বাপেক্ষা অধিক, স্তূতরাং সত্তাই পরসামান্য । আর দ্রব্যের পরাপর-সামান্য ; কেননা, সত্তার অপেক্ষায় উহা অল্প এবং পুস্তকত্বের অপেক্ষায় অধিকব্যাপ্তিবিশিষ্ট । কারণ, পুস্তক যেমন দ্রব্য, ঐরূপ লেখনী, মনোপাত্তও এক একটা দ্রব্য । স্তূতরাং পুস্তকত্ব দ্রব্যত্বের অপেক্ষায় অপরসামান্য ।

আবার যে ধর্ম বস্তুর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া এককে অপর হইতে ব্যবৃত্ত করে, তাহাই বিশেষ । এক কথায় বিশেষ বস্তুর ইতর-ব্যবচ্ছেদক ধর্ম । আমার হস্তস্থিত লাল পুস্তকখানির যে ধর্ম, উহাকে অত্যা ত্র নীল, পীত বা এমন কি, অপর লাল পুস্তক হইতে পৃথক করিয়া জানাইয়া দেয়, তাহারই নাম বিশেষ ।

এই সামান্য ও বিশেষ লইয়া বস্তুর স্বরূপনির্ণয়সম্বন্ধে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত উদ্ভিত হইয়াছে । কেহ বলিয়াছেন, বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে, সামান্যই প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া মনে হয় । পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চে রাম, শ্রাম, অশ্ব, গো, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি সমুদায় বস্তুরই মধ্যে একমাত্র সত্তাই অমুগত আছে এবং ইহাই তত্ত্ব । ইহা ভিন্ন বিশেষের পৃথগস্তিত্ব কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই । মীমাংসক এবং অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকেরা এই-ভাবে বস্তুর স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন । পক্ষান্তরে বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন যে, আমাদের বাস্তবিক উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান ভিন্ন ভিন্ন বস্তু । যখন গো, অশ্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়, তখন সেই প্রত্যক্ষীভূত গো বা অশ্বের বিশিষ্ট বর্ণ এবং অবয়ব-সংস্থান ভিন্ন গো, অশ্ব প্রভৃতিতে অমুগত সত্তারূপ কোন অতিরিক্ত পদার্থের অমুগত হয় না । এ কথাটা বৌদ্ধেরা নিয়-লিখিত শ্লোক দ্বারা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন । ঐ শ্লোকটা পাঠ করিলে হস্ত সংবরণ করা ছঃসাধ্য হইয়া পড়ে । শ্লোকটি এই,—

এতাসু পঞ্চস্বভাসিনীষু

প্রত্যক্ষবোধে ক্ষু টমঙ্গুলীষু ।

সাধারণং রূপমবেক্ষতে যঃ

শুদ্ধং শিরস্তাশ্বান ঈক্ষতে সঃ ৷^১

মহুঘের হাতের আঙ্গুল পাঁচটা । কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কোনটা স্থূল, কোনটা ক্ষীণ । লোকে কথায় বলে, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কখনও সমান হয় না । সেই পাঁচ আঙ্গুলকে যে সমান দেখে, তাহার মত মূর্খ পৃথিবীতে কে আছে ? বুদ্ধ তাঁহাকে আর কিছুই বলেন নাই, কেবল বলিয়াছেন যে, তাহার মস্তকে নিশ্চয়ই শুদ্ধ আছে । ইহাতে আপনারা বাহা বুঝিতে হয়, বুঝুন ।

ভ্রাম-বৈশেষিক আচার্য্যগণ এই সামান্য ও বিশেষ—উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন । তবে সামান্য ও বিশেষ পরস্পর নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র এবং সামান্য এবং বিশেষ পরস্পর বিরুদ্ধ । যে সামান্য, সে সামান্যই । আবার যে বিশেষ, সে বিশেষই । যেমন—জল ও অগ্নি একত্র থাকিতে পারে

না, তেমনই সামান্য ও বিশেষ একজ্ঞ সমাবিষ্ট হইতে পারে না। একই মাত্র বস্তুতে সামান্য ও বিশেষ-ভাব কল্পনা করা যায় না। যদি বলা যায় যে, সামান্য গোষ্ঠাদি শব্দ ধবলাদি বিশেষের সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিরুদ্ধ হইলে, আমরা এতদ্ব্যতিরিক্ত ঐক্য প্রত্যক্ষ করি কি প্রকারে, তাহার উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকাচাৰ্য্যগণ বলেন যে, উহা সত্য নহে, সামান্য ও বিশেষ সম্পূর্ণ বিবিষ্ট বা পৃথক্, কিন্তু জ্ঞাতার প্রবৃত্তি অল্পসারে বিশেষ অথবা সামান্যের উপলব্ধি হয়। জ্ঞাতা যদি বিশেষের পক্ষপাতী হন, তবে তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হয়, বিশেষ; আবার জ্ঞাতা যদি সামান্যের পক্ষপাতী হন, তবে তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হয়, সামান্য। সুতরাং বস্তুস্বরূপ সামান্য-বিশেষাত্মক নহে। সামান্য ও বিশেষ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এবং বিপরীত, একজ্ঞ একই বস্তুতে যুগপৎ সামান্য ও বিশেষ—এই ছই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ কল্পনা করা যায় না।

জৈনগণ উপরি উক্ত সামান্য ও বিশেষ-বিষয়ক ত্রিবিধ একান্তবাদের নিয়মিতরূপ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা এস্থলেও আমাদেরকে অর্থক্লিয়াকারিত্বরূপ বস্তুত্বের স্মরণ করাইয়া দিয়া সপ্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বস্তুস্বরূপ অনেকান্তরূপ না হইলে, তদ্বারা ব্যবহারোপযোগিতা সিদ্ধ হয় না। গো এই শব্দটি উচ্চারিত হইলে বাস্তব-জগতের যে প্রাণিবিশেষ আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তাহাতে যেমন খুর, ককুদ, লাজুল, সান্না, বিঘাণাদি অবয়ববিষয়ক সর্বগোব্যক্তিতে অল্পবৃত্ত একটা সামান্য ভাবসমষ্টির অল্পভূতি হয়, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে গো, মহিষাদি হইতে ব্যাবৃত্ত, এইরূপ বিশেষেরও প্রতীতি হয়। এইরূপে যে স্থলে ‘শব্দা গোঃ’—এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হয়, সে স্থলেও গোষ এই সামান্যের সঙ্গে সঙ্গে শব্দরূপ এই বিশেষেরও প্রতীতি হয়। সুতরাং বেদান্তী বা মীমাংসক যে একান্ত অথবা বিশেষবিবহিত সামান্যের কথা বলেন, তাহা প্রতীতি-বিরুদ্ধ, এবং বৌদ্ধও যে একান্ত বা সামান্যবিবহিত বিশেষের কথা বলেন, তাহাও প্রতীতি-বিরুদ্ধ।

স্বতন্ত্র সামান্য-বিশেষবাদী ন্যায়-বৈশেষিকাচাৰ্য্যগণের মতও অশ্রদ্ধেয়। কারণ, সামান্য বা জ্ঞাতি প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে, আবার উহা হইতে ভিন্নও বটে। এই কথাটি তাঁহারা সাংখ্যের সদৃশ-পরিণাম ও বিসদৃশ-পরিণামবাদের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাংখ্য-মতে সৃষ্টিকালে যখন বিসদৃশ-পরিণাম ঘটে, তখন গুণত্রয়ের গুণপ্রধানতাবাহত্ব বস্তুস্বভাবের যেমন বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিতে সামান্য অবস্থান করিয়াও অপ্রধানতাব অবলম্বন করায়, এক ব্যক্তি অল্প ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। আবার প্রলয়কালে যখন সদৃশ-পরিণাম হয়, তখন যেমন সব সত্ত্বরূপে রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে পরিণত হইয়া জগৎ-বৈষম্যের তিরোভাব সাধন করে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির বৈচিত্র্য, বা বৈশিষ্ট্য গুণীভূত করিয়া তাহাদের সকলে অল্পবৃত্ত সামান্যকে প্রধানতাবে ধরিয়া লইয়া, এই গো-ব্যক্তি, ঐ গো-ব্যক্তির সমান, একরূপ নির্দেশ করা হইয়া থাকে; এবং ইহা প্রতীতিসিদ্ধিও বটে, পক্ষান্তরে বিশেষও সামান্য হইতে একান্ত পৃথক্‌ নহে। কারণ, বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, যদি তাহার সর্বাংশই সামান্যের দ্বারা অধিকৃত হইত, অর্থাৎ সামান্য যদি সর্বগত হইত, আমাদের

বস্তু-সম্বন্ধে ধারণার সবটাই যদি একমাত্র নির্বিশেষ-সামান্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে বিশেষ নিরাশ্রয় হইত, অর্থাৎ বিশেষ অসর্বগত হইত এবং এইরূপে সর্বগতত্ব ও অসর্বগতত্বরূপ দুইটী একান্ত বিরুদ্ধ ধর্মের একই বস্তুতে সমাবেশ ধারণা করা অসম্ভব হইত। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, বিসদৃশ পরিণাম-রীতিতে সামান্যেরও অনেককিছু করণা অসম্ভব হয় না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিতে সামান্যের অপ্রধানভাবে অস্তিত্ব আছেই, যদিও আমরা বস্তুর অবগতিকালে কেবল উহার বিশেষ ধর্মেরই প্রোখাত্ত অর্পণ করি। এই হিসাবে বস্তুতে সামান্য-বিশেষরূপ ধর্মের অধ্যাস প্রতীতি বা অনুমানবিরুদ্ধ নহে।

জৈনেরা বস্তুর স্বরূপনির্ণয়-প্রসঙ্গে আরও এক প্রকার উত্তরাশ্রয়তা বা অনেকান্ততা সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে বস্তু সৎ ও বটে, আবার অসৎ ও বটে।^১ কারণ, বস্তুমাত্রকে যদি কেবল সৎ অর্থাৎ আছে মাত্র—এইরূপ নির্দেশ করা যায়, তাহা হইলে উহা দ্বারা কেবলমাত্র এক অনির্দিষ্ট সত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বস্তু-স্বরূপের আভাস পাওয়া যায় না। কেবল বলিতে হয়, *only that it is, and not what it is*. আবার উহাকে যদি একান্ত অসৎ বলিয়া নির্দেশ করা যায়, তাহা হইলেও বস্তুর সত্তার একেবারে লোপ হয়। তাহা হইলে এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, বস্তুর স্বরূপনির্দেশ কিরূপে অসম্ভব হয়? জৈন বলিতেছেন যে, বস্তুস্বরূপ সদসদাশ্রয়ক। সৎ ও অসৎ—এই উত্তরাশ্রয়ক। ইহার অর্থ এই যে, যে কোন বস্তুরই নিজের একটা সত্তা আছে, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, করিলে বস্তুর কোন নির্দেশই চলে না।^২ ঘটের সত্তাই যদি না থাকিত, তাহা হইলে, ইহা একটা ঘট, এই প্রকার স্বরূপ-নির্দেশ অসম্ভব হইত। সুতরাং নিজ স্বরূপাংশে বস্তু সৎ, ইহা সিদ্ধ হইল। পক্ষান্তরে ঘটে ঘট-ব্যতিরিক্ত অন্তান্ত পদার্থের ধর্মসকলের অস্তিত্ব নাই। ঘটে পটধর্মের অসম্ভাব। ঘটে পট নাই, সুতরাং পটের অপেক্ষার ঘটের বিদ্যমানতা নাই। অর্থাৎ পটাপেক্ষার ঘট অসৎ। কল-কথা, সকল বস্তুই স্বরূপাংশে সৎ আবার স্বব্যতিরিক্ত অন্ত যে কোন দ্রব্য অপেক্ষার অসৎ^৩। এ বাবৎ বাহা বলা হইল, তাহা যে কেবল অজীব (পুঙ্গল) সম্বন্ধেই খাটে, তাহা নহে। জীব অথবা আত্মা সম্বন্ধেও বলা বাইতে পারে যে, উহাও নিত্যস্থানিত্য প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধর্মের আধার। সুতরাং উপরি উক্ত সকল কথাই আত্মা সম্বন্ধে সমভাবেই খাটে।

উল্লিখিত যুক্তি-প্রণালী-সাহায্যে জৈনগণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, পরিদৃশ্যমান বস্তুসত্তা নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। তাহাদিগকে সামান্যও বলা যায়, আবার বিশেষও বলা যায়। তাহার সৎ ও বটে, আবার তাহাদিগকে অসৎ বলিলেও প্রতীতিবিরুদ্ধ হয় না। এককথায়

১। তাহাবাদমঞ্জরী (চৌধাখা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা) —পৃ° ২০১; বড়দর্শনসমুচ্চয় (চৌধাখা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)

—পৃ° ৪৭।

২। “একান্তসম্বন্ধে বস্তুনো বৈষয়রূপাং স্যাৎ। একান্তসম্বন্ধে চ বিঃসত্তাবতা তাবানং স্যৎ।”

৩। “সর্ববস্তি স্বরূপেন পররূপেন নাস্তি চ।

অন্তথা সর্বসৎকং স্যৎ স্বরূপস্তাপাসম্ভবঃ।”—বড়দর্শনসমুচ্চয়।

বস্তু অনেকাস্তরূপ এবং উহার ধর্মও অনন্ত। বস্তু একটা বস্তু। উহার নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব, জবাবশ্রুততা, পর্যায়শ্রুততা, সামান্য ভাব, বিশেষ ভাব, আমত্ব, পাকজরূপাদিমত্ব, আকার, গঠন, দিগধিকার, জগাদিধারকত্ব, পূরণত্ব প্রভৃতি ধর্ম অনন্ত। ঐরূপ জীব-জগতেও দেখা যায় যে, কোন মানবাত্মার কর্তৃত্ব, অমূর্তত্ব, বিবাদ, শোক, দুঃখ, সুখ, গতি, আহার, বিহার, সক্রিয়ত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রভৃতি অপরিমেয় ধর্ম রহিয়াছে। সুতরাং জীবাত্মীবলক্ষণ বস্তুজাতের মধ্যে কোন একটা বস্তু-সম্বন্ধে কোন এক প্রকার নির্দেশ ঐকান্তিক সত্য (absolutely true) হইতে পারে না। উহা কেবলমাত্র পাক্ষিক সত্য (relatively true) এইরূপ বলাই সুসঙ্গত। একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমি মৃদুঘটের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। আমি বলিতে পারি, আমার সম্মুখে অবস্থিত এই মৃদুঘটটি একটা দ্রব্য। এস্থলে দ্রব্য বলিতে আমি বুঝি কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। সুতরাং ঐরূপ নির্দেশ এক প্রকার সত্য। কারণ, মৃদুঘটটি মৃদুদ্রব্যাত্মে মৃৎপরমাণুর সমষ্টি ত বটেই। আবার জৈনমতে আকাশ একটা দ্রব্য^১। কিন্তু আকাশ পরমাণুর সমষ্টি নহে। সুতরাং মৃদুঘটটি আকাশ যে অর্থে দ্রব্য, সে অর্থে দ্রব্য নহে। এপ্রকৃতি এই মৃদুঘটটি একটা দ্রব্য, এ বাক্য সত্য; আবার অল্প হিসাবে সত্য নহে। এককথায় মৃদুঘটটি দ্রব্যও বটে, আবার অদ্রব্যও বটে। এইরূপে এই ‘মৃদুঘটটি কতকগুলি পরমাণুর সংস্থানবিশেষ,’ এ কথাটি একটা পাক্ষিক সত্য। কারণ, উহা মৃৎপরমাণু-সংস্থান-বিশেষ ত বটে, আবার উহা পরমাণুর সংস্থানবিশেষ নহে, এ কথাও সত্য। কারণ, উহা জলীয় পরমাণুর সংস্থানবিশেষ ত নহে। আবার উহাকে মৃৎপরমাণুসংস্থানবিশেষ বলিতে পারি এবং উহাও পাক্ষিক সত্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে। কারণ, ঐ সংস্থানের সাধক কুণ্ডলার দেবদত্ত। পক্ষান্তরে উহা মৃৎপরমাণুসংস্থানবিশেষ নহে, ইহা বলিলেও সত্য কথা বলা হইল। কারণ, ঐ সংস্থান বস্তুদত্ত কর্তৃক সাধিত হয় নাই। অর্থাৎ দেবদত্তের কর্তৃত্বাপেক্ষায় এই মৃদুঘট মৃৎপরমাণু-সংস্থানবিশেষ। আবার বস্তুদত্তের অকর্তৃত্বাপেক্ষায় ঐ মৃদুঘট মৃৎপরমাণু-সংস্থান-বিশেষ নহে। আরও এক পদ অগ্রসর হইলে বলা যায় যে, এই মৃদুঘট দেবদত্ত-রচিত মৃৎপরমাণু সংস্থানবিশেষ এ কথা সত্য। আবার যেহেতু মৃদুভুল্লার পরমাণু-সংস্থান এই মৃদুঘটে নাই, সে জন্য মৃদুভুল্লার পরমাণুসংস্থানের অপেক্ষায় এই মৃদুঘট দেবদত্ত-রচিত মৃৎপরমাণু-সংস্থান-বিশেষ নহে। এইরূপে জৈনগণের মতে কোন বস্তু-সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বচন-বিশ্লেষণ (Judgment) কেবল পাক্ষিক সত্য বলিয়া ধরা উচিত। কোন একপ্রকার বচন-বিশ্লেষণ একান্ত সত্য প্রদান করে, এ কথা বলা চলে না। কারণ, বস্তু অনন্ত ধর্মের আধার এবং একপ্রকার বচন-বিশ্লেষণে একটীমাত্র ধর্মের উল্লেখ করিয়া তাহাকে একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, ধর্মাস্তরের নির্দেশকালে সেই নির্দেশক বাক্য উক্ত বচন-বিশ্লেষণের সহিত বিরোধ উপস্থিত করে, সুতরাং উহাকে অসত্য বলিয়া প্রতীপন্ন করে। ফলে কোন এক বচন-বিশ্লেষণ কোন এক বস্তুর ধর্মবিশেষ উদ্দেশে

১। ধর্মাত্মা আকাশপুঙ্গবলকালজীবলক্ষণং দ্রব্যবচ্ছব। দ্রব্যের অপর নাম অন্তিকায় (বোধ হয়, ইংরেজিতে category শব্দের তুল্যার্থক)।

প্রযুক্ত হইলে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই একই বচন-বিনিয়োগ সেই বস্তুরই ধর্মাস্তরের অপেক্ষায় প্রযুক্ত হইলে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, জৈনেরা যন্ত্র বলিতে কি বুঝেন। পূর্বে আমরা বলিয়াছি, জৈনমতে বস্তুর ধর্ম অনন্ত। এই অনন্ত ধর্মের সম্ভাব্য সত্ত্বও আমরা উহার কোন কোন বিশিষ্ট ধর্মের প্রতি লক্ষ্য নিরূদ্ধ করিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন বচন বিভাগ সাহায্যে এই বস্তু অবস্থূত, এইরূপ বস্তু নির্দেশ করি, উহার পারিভাষিক নাম নশ্ব।

আর এক কথা। যদিও বস্তুর অনন্ত ধর্মাত্মকতাবশতঃ অনন্ত প্রকারে বস্তু নির্দেশ করা যায়, সুতরাং অনন্ত নয়ের সৃষ্টি হইতে পারে, তথাপি সেই সমুদায় নয়গুলিকে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রধানতঃ দুই উপায়ে বস্তুরূপ বৃদ্ধিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এক উপায় হইতেছে যে, আমরা উহাকে একটি সংহত দ্রব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। তখন উহার যে অনন্ত ধর্ম আছে, তাহাদের আর পৃথক্ সম্ভা চিন্তা করি না, মনে করি যেন তাহারা দ্রব্যের সমস্ত সহিত মিলিত হইয়া আছে। আবার অন্য উপায় হইতেছে যে, বস্তুর দ্রব্যত্ব উড়াইয়া দিয়া কেবল উহা যে অসংখ্য ধর্মের সমষ্টি, সেই ধর্মগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে বাস্তব বলিয়া চিন্তা করিতে পারি। কারণ, কেবল উহারাই আমার প্রতীতি-গম্য। এই যে স্মৃত্যন্তঃ দুইটি উপায়ের উল্লেখ করা হইল, উহার প্রথমটির পারিভাষিক নাম দ্রব্য নশ্ব, দ্বিতীয়টির নাম পর্য্যায় নশ্ব। এই দ্রব্য নয়ের আবার তিনটি বিভাগ করিত হইয়াছে। যথা—নৈগম নশ্ব, সংগ্রহ নশ্ব এবং ব্যবহার নশ্ব। এইরূপ পর্য্যায় নয়েও চারিটি বিভাগ আছে, যথা—ঐজুসূত্র নশ্ব, শব্দ নশ্ব, সমাভিকৃত নশ্ব এবং এবস্থূত নশ্ব।

এক্ষণে উক্ত নয়গুলির প্রকৃতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাউক। আমরা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, বস্তুর স্বরূপনির্ণয় করিতে গেলে দেখা যায়, উহাতে সামান্য ও বিশেষ—উভয়েরই সমাবেশ আছে। কিন্তু এই উভয়ের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও যদি আমরা একের পরিবর্তে অপরটি ব্যবহার করি, অর্থাৎ বস্তুর সামান্য-বিশেষরূপ উত্তরাশ্রয়তা সত্ত্বেও যদি বস্তুকে কখন বা সামান্য, কখন বা বিশেষ কল্পনা করি, তাহা হইলে ঐরূপ কল্পনার পারিভাষিক নাম নৈগম নশ্ব। ভায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণ বস্তু-সম্বন্ধে ঐরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, সুতরাং জৈনেরা ভায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণকে নৈগম-নয়ানুগামী নাম দিয়া থাকেন। আবার যদি বিশেষ বিশেষ বস্তুর বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য ভুলিয়া গিয়া সকলকে কোন একরূপ সামান্যে সংগৃহীত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইল সংগ্রহ নশ্ব। সংগ্রহ বিবিধ। পর ও অপর। যদি নিম্নলি বস্তুকে একমাত্র সমস্ত সংগৃহীত করা হয়, তবে তাদৃশ সংগ্রহের নাম পরসংগ্রহ। কিন্তু আবার যদি সকল দ্রব্যকে

১। “তত্র অনিরাকৃতপ্রতিপক্ষে বস্তুংগ্রাহী জাতুরতিগ্রাহো নয়ঃ।—প্রবেশকমণ্ডপ, ৩৪ পরিচ্ছেদ।

২। নিগমো হি সংকল্পভব্যত্বংপ্রয়োজনো বা নৈগমঃ।—প্রবেশকমণ্ডপ, ৩৪ পরিচ্ছেদ।

৩। স্বভাবাবিরোধেনৈকধারুণীয়ার্ধানাক্রান্তভেদান্ সমস্তসংগ্রহণাং সংগ্রহঃ।—প্রবেশ, ৩৪।

দ্রব্যরূপ সামান্ত্রে সংগৃহীত করা হয়, তবে তাহার নাম অপরসংগ্রহ। ইহাকে অপর বলিবার কারণ এই যে, ইহা হইতে পর বা চরমসংগ্রহ আছে। কারণ, দ্রব্যের সম্বন্ধে সংগৃহীত হয়। অবৈত বোদ্ধান্ত পরসংগ্রহ গ্রহণ করিয়াছেন। সেজন্য জৈনের অবৈতবাদিগণকে সংগ্রহন্যাবলম্বী নাম দিয়াছেন।

সংগৃহীত অর্থের বিধিপূর্বক অবহরণ অর্থাৎ বিভজন (বি-অবহরণ) বা বিভাগ করার নাম ব্যবহার নয়^১। জৈন বলিতে চান যে, বিশেষণ-প্রণালী অবলম্বনে অনন্ত বিশেষ বা বৈচিত্র্যের নিরাস করিতে করিতে আমরা যে কেবল সনাতনক পর বা চরম সংগ্রহে উপনীত হই, তাহা দ্বারা ব্যাবহারিক জগতে কোন ফললাভ হয় না। ব্যাবহারিক জগতে দেখিতে পাই যে, বস্তু অনন্ত এবং তাহাদের ধর্মও অনন্ত। ব্যবহার-জগৎ চায় কি যে, তোমার অখণ্ড, অভিন্ন, একটানা কল্পিত ‘সৎ’কে ভাদিয়া টুকুরা টুকুরা করিয়া ফেলিয়া বাস্তব বস্তু পট প্রভৃতি অনন্ত বৈচিত্র্যময় অনন্ত বস্তুর সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া দাও। পরসংগ্রহ বলিতে চায়, নিখিল বস্তুই সৎ। ব্যবহার নয় বলিতে চায়, তোমার ঐ সৎকে আমি ভাদিয়া ফেলিয়া বলিব যে, বাহা সৎ, তাহা হয় দ্রব্য, না হয় পর্যায়, অর্থাৎ গুণ বা ধর্ম। অপরসংগ্রহে সর্বজব্য দ্রব্যে সংগৃহীত হয়, সকল পর্যায় পর্যায়স্বত্ব সংগৃহীত হয়। কিন্তু ব্যবহার নয় বলিতে চায়, বাহা দ্রব্য, তাহা জীব, অজীব (পুঙ্গল) ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও কাল—এই ছয়টা পদার্থে বিভাজ্য। বাহা পর্যায়, তাহাও বিধি বিভাজ্য। কারণ, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের সহিত সহভাবী (Co-extensive), আর কতকগুলি ক্রমভাবী (Successive)। পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে, জৈনগণ বস্তুস্বরূপ বলিতে দ্রব্যপর্যায়াত্মক বুঝিয়াছেন। ইহা দ্বারা সামান্ত-বিশেষ-ভাবেরও কথঞ্চিৎ একত্র সমাবেশ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য, ব্যবহার-প্রমাণবাদী জৈনগণের ব্যবহার নয়ই অসম্মত। কারণ, ইহার সাহায্যে বস্তুস্বরূপ নির্ণয়ে ব্যাবহারিক জীবনে সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।^২

উপরে দ্রব্য নয় তিনটির পরিচয় দেওয়া গেল। পর্যায় নয়ের আবার চারিটা বিভাগ আছে। কথা ঋজুস্বত্র নয়, শব্দ নয়, সমভিক্রম নয় ও এবজ্ঞত নয়। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিনটির দার্শনিক উপযোগিতা কিছুই নাই, সে কারণ উহাদের আলোচনা করা হইল না। প্রমেরকমল-মার্ত্তওকার ঋজুস্বত্র নয়ের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। ঋজু বলিতে প্রোজল অথবা স্পষ্ট। বর্তমান ক্ষণ আমাদের নিকট সর্বোপেক্ষা স্পষ্ট, উহাকে আমরা সর্বোপেক্ষায় সহজে বুঝি। বাহা দ্বারা বর্তমান ক্ষণস্থায়ী বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান হয়, তাহারই নাম ঋজুস্বত্র নয়। কপিকবাদী বৌদ্ধেরা এই ঋজুস্বত্রন্যাবলম্বী। তাঁহারা বলেন, সর্ববস্তুই ক্ষণিক। অতীত বা অনাগত বলিয়া কোন বস্তুই নাই। কোন বস্তু বলিতে এইমাত্র বুঝি যে, উহা কতকগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ ধর্মের সমষ্টি এবং বর্তমান ক্ষণে জিয়ার জনক। প্রতিক্রমেই নব নব ধর্মসমষ্টির উৎপত্তি হইয়া পুনরুৎপত্তি বিনাশ

১। সংগৃহীতার্থান্য বিধিপূর্বক অবহরণ বিভজনং ভেদেন প্রকরণং ব্যবহারঃ। ...ব্যবহারস্ত তদ্বিভাজনভিত্তিকৈতি।

—প্রমেরকমলমার্ত্তও, বস্তু পরিচ্ছেদ।

২। প্রমেরকমলমার্ত্তও দৃত লোকাংগঃ—“ব্যবহারানুকূল্যাদ্ প্রমাণান্য প্রমাণতা”।

প্রাপ্ত হইতেছে। বস্তু বলিতে এই প্রতিক্ষেপে জায়মান নূতন নূতন ধর্মসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা হইল, দ্রব্য ও পর্যায়ায়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এতক্ষেপে শ্রাদ্ধবাদের পরিচয় আরও সুগম হইতে পারে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বস্তুর অনন্ত ধর্মের মধ্যে কোন বিশেষ ধর্মের অপেক্ষা করিয়া বচন-বিশ্বাস করার পারিভাষিক নাম “নয়”। যেমন বস্তুর ধর্ম অনন্ত এবং ঐ ধর্মের পরম্পর সম্বন্ধও অনন্ত, সেইরূপ নয়ও অনন্ত হইতে পারে। সুতরাং নয়গুলি কেবল পাক্ষিক সত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ। • উহার একান্ত সত্য প্রকাশ করিতে পারে না; এবং ইহাও দেখান হইয়াছে যে, জ্ঞান-বৈশেষিক, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ আচার্য্যগণ উহাদের আপন আপন মতবাদকে একান্ত সত্যের প্রকাশক বলিয়া বিবেচনা করার, কিরূপ গোলে পড়িয়াছেন। তাঁহার নয়ের পরিবর্তে নয়ভাঙ্গ প্রচার করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণবশতঃ জৈন আচার্য্যগণ উপদেশ দিয়াছেন যে, যে কোন নয়বল্বনে বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে আমাদের কোন নির্দেশ বা বচন-বিশ্বাসই একান্ত বা অখণ্ড সত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। সকল প্রকার নির্দেশই পাক্ষিকভাবে সত্য। অতএব যাহাতে আমাদের বস্তুনির্দেশ কোনরূপে বাধিত না হয়, সেই জন্ত সকল প্রকার বচন-বিশ্বাসের পূর্বেই “শ্রাৎ” এই শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। “এই বস্তুর প্রকৃতি এইরূপ”, এইভাবে বচন-বিশ্বাস করিলে, সেই বস্তুর প্রকৃতির অন্যান্য হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বস্তু অনন্তধর্মাত্মক। বস্তুর এইরূপ হওয়ার যতদূর সম্ভাবনা, এতদতিরিক্ত যে কোন অন্তরূপ হওয়ারও ঠিক ততদূর সম্ভাবনা। সুতরাং “এই বস্তু হয় ত এইরূপ”, এ কথা বলিলে, উহার অন্তরূপ হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা হইল না। এইরূপে সকল প্রকার বাক্যবিশ্বাসেই “শ্রাৎ” এত শব্দের প্রয়োগ করা বিধেয়। ইহারই নাম “শ্রাদ্ধবাদ”। কিন্তু সে বাহা হউক, শ্রাদ্ধবাদ শব্দটি একটি প্রাচেলিকার মত মনে হয়। বোধ হয়, এটিকে বাক্যালার “হয়তবাদ” বলিলে আমরা ততটা চমকিয়া উঠি না।

এক্ষেপে দেখা যাউক, এই শ্রাদ্ধবাদের চরম পরিণতি কিরূপ। আমরা দেখিয়াছি যে, বস্তুর স্বরূপসম্বন্ধে সকল প্রকার বাক্যই ‘শ্রাৎ’-শব্দপুংসর প্রয়োগ করিতে হইবে; কারণ, কোন এক প্রকার বাক্যই কোন বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে একান্ত সত্য প্রদান করিতে সমর্থ নহে। উহা এক হিসাবে সত্য হইলেও, অল্প হিসাবে আবার অসত্য, এক হিসাবে যে বাক্য বিধিপূর্বক প্রয়োগ করা যায় (affirmation), অল্প হিসাবে আবার তাহাকেই নিবেধপূর্বক প্রয়োগ (negation) করা হইতে পারে। আবার এই বিধি ও নিবেধের ক্রম ও যৌগপদ্য কল্পনা করিয়া জৈনাচার্য্যগণ শ্রাদ্ধবাদের সপ্তধা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধশব্দপুংসর এবং বিধি ও নিবেধ-সহকারে ঐ বিধি-নিবেধের ক্রম এবং যৌগপদ্য অনুসারে যে সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গ সম্ভব হইতে পারে, উহাদিগের সমুদায়ের নাম **সপ্তভঙ্গী নস্ত**। এই সপ্তপ্রকার বচনভঙ্গের সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা বাইবে। এই সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গের **সাধাভঙ্গতঃ নাম দেওয়া হয়—শ্রাদ্ধবাদ**। কিন্তু ‘শ্রাদ্ধবাদ’—এই শব্দটি আরও একটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বস্তুর অনন্তধর্মবশতঃ জৈনগণ যে অনেকান্ত-

বাদরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই অনেকান্তবাদেই ও অপর নাম দেওয়া হয়—‘স্বাদ্‌বাদ’^১। অতএব দেখা গেল যে, বস্তুর অনন্তধর্ম্যবহেতু বস্তুরূপনির্ণায়ক অনেকান্তবাদকে যেমন স্বাদ্‌বাদ বলা হয়, আবার সেই অনন্তধর্ম্যাত্মক বস্তুর পরিচায়ক বচনভঙ্গেরও নাম দেওয়া হয়—স্বাদ্‌বাদ। এক অর্থে ইহা বস্তুর স্বরূপনির্ণায়ক, অপর অর্থে ইহা সেই নির্ণীত বস্তুর প্রকাশক। বলা বাহুল্য, তত্ত্বনির্ণয় এবং উহার প্রকাশের চেষ্টা অভেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ, অর্থ এবং বাক্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, ভাব ও ভাষা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। ফলে স্বাদ্‌বাদ বলিতে জৈনাচার্য্যগণের বস্তুতত্ত্ববাদ এবং বস্তুর স্বরূপপ্রকাশক সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গ অর্থাৎ সপ্তভঙ্গী নয়, এই উভয়ই বুঝিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য

১। স্যাবিত্যবায়বনেকান্তমোক্তকং, ততঃ স্যাদ্‌বাহোহনেকান্তবাদো নিত্যানিত্যানানেকধর্ম্মবগৈকবস্তুভূতাপগমঃ ইতি।

—স্বাদ্‌বাদমঞ্জরী, পৃঃ ১৪ (চৌধাৰা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)।

সেই বির স্ত্রিবেশে সত্যে করিবে পার ।
সেই বির স্ত্রীরামেরে^১ করিবেন উদ্ধার ॥
তাহার প্রাণদে সন্তে হই স্ত্রি ।
তাহার প্রাণদে স্ত্রি পুত্রের মুখ দেখি ॥

মধ্য,—

ততোক্ষণে দেবগন সন্তে আনন্দিত মৌন
হনুমানে ধরি দেহ কোল ।
অলঙ্ঘ সাগরে পার তোমা বিনে কেবা আর
জাইতে পারে হেন লয় মন ॥
সুগন্ধি কুসুমমালাে গাঁথি দিল হনুর গলে
প্রধান রামের জ্যেষ্ঠ জন ।
হনুমান বলে সুন সকল বানরগন
রামনাম করাহ শ্রবন ॥
রামনাম করি সার সাগর হইব পার
কোন ভয় নাহিক আমার ।
পিথিবি ভাসেন জলে মোর ভরে কুর্খ টলে
সহিতে নারিবে মহাভার ॥
পর্কতে সহিবে তার পাতালে সিকড় আর
উহাতে উঠিয়া দিব লাফ ।
রামনামের ধ্বনি সিংহনাদ শব্দ সুন
উঠে সবে হইয়া এক চাপ ॥
সর্গেতে হৃদুবি ধ্বনি আনন্দিত সুর সুন
কোতুকে দেখিতে আশ্চর্যসার ।
পাতালেতে নাগগন সন্তে স্ববিধ মন
গন্ধর্ব্ব অম্বর চমৎকার ॥
হনুমান মহাবির পর্কত উপরে থির
খরির বাড়ায় ততক্ষণ ।
দিবেতে জোজন শব্দ হইল পর্কত মত
প্রস্তুত আড়ে এগার জোজন ॥
পঞ্চাষ জোজন লেজ বাউপুত্র ধরে তেজ
সিংহনাদে জিভুবন কাঁপে ।

উর্জ লেজ সারি কান উঠে বির হনুমান
দক্ষিণ মুখে এক খাফে ॥
মুখে বলে রাম নাম পবননন্দন ধাম
বাউ ভরে সর্গের উপর ।
ক্ষিতি টলমল করে বাহুকি কাপরে ভরে
টল টল করয়ে সাগর ॥
অঙ্গদ আদি জাম্বুবান একাদেষ্টি সন্তে চান
বাউ জিনি ধায় মহাবিরে ।
দেখি আনন্দিত মন সকল বানরগন
বৈসে সভা সাগরের তিরে ॥
কির্তিবাস রটে গান চলে বির হনুমান
আ[ক]সের নক্ষত্র জেমন ।
প্রলয় জলদিজলে হনুমান মহাবলে
রাম রাম করএ শ্রবন ॥

(পৃ. ৬১২-৭১১)

হনুমানের ফলভক্ষণ উপাখ্যান অংশে ৫৩
সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে ।
লঙ্কার রাজদরবারে হনুমানের পরিচয়,—
রাবন নিকটে গেল পবননন্দন ।
রাজা পাছ করিয়া বির বসিল তখন ॥
রাবন বলে বানরজাতি বেড়ায় বনে ডালে ।
রাজসভায় বানর বসেছে কোন কালে ॥
প্রহন্ত বলে বানরা রে তুই কোন জন ।
রাজা পাছু করিয়া বসিলি কি কারন ॥
হনুমান বলে রাজা নাম কোন জন ধরে ।
স্ত্রীরাম রাজা গিথিবির অজ্ঞানগরে ॥
প্রহন্ত বলে বানরা তুই কাহার অনুচর ।
কাহার বোলে আইলি হেথা লঙ্কার ভিতর ॥
হনুমান বলে তোকে কি দিব পরিচয় ।
তোর রাবন রাজা সেই কোথা রয় ॥

১। 'সীতারে' হইবে ।

১। 'স্মরণ' হইবে বোধ হয় ।

দড়ি ধরিয়া গ্রহস্ত ফেরায় হনুমানে ।
 ফিরিয়া দেখ হনুমান রাজা দসাননে ॥
 রাবনের পানে চাহিয়া হনুমান বলে ।
 তুঞি রাবন রাজা দেখেচি কোন কালে ॥
 ইন্দ্রের নন্দন ছিল বানরের রাজা বালি ।
 একবার দেখেআছি তাহার কক্ষতলি ॥
 আর বার দেখিআছি যজ্ঞনের ঘরে ।
 হাথে গলায় বান্ধিয়া থুইল ঘোড়াসালে ॥
 পৌলস্ত মুনি আসিয়া ঘুচাইল বন্ধন ।
 আর বার দেখিআছি বলি রাজার ভুবন ॥
 সেইরূপ দেখি তোবে করি অহুমান ।
 দশ মুণ্ডু কুড়ি আখি হাথ কুড়িখান ।
 হাসিতে লাগিল রাবন হনুমানের পচনে ।
 হনুমানেরে জিজ্ঞাসা করেন দসাননে ॥
 কাহার বোলে আইলি তুঞি রাক্ষসের দেশে ।
 দেবতা গন্ধৰ্ব কেবা পাঠায় মায়াসে ॥
 স্বরূপেতে জন্মি বস্মিষ তবে ঘুচাইব বন্ধন ।
 মিথ্যা জদি বলিস তোর বধিব জিবন ॥
 হনুমান বলে মোরে পাঠাইল মায়াসে ।
 তার বোলে লঙ্কায় আমি করিলাম প্রবেসে ॥

(পৃ ৩০১-২)

অন্ত,—

পার হইয়া চলিল রাম সহিত লক্ষন ।
 পশ্চাতে স্নগ্ধ রাজা রাক্ষস বিভিসন ॥
 ডাহিনদিগের পাছু চলে মস্ত্রী জাধুবান ।
 আগে আগে ধাইয়া চলে বির হনুমান ॥
 চলিল অঙ্গদ বির লইয়া সেনাগন ।
 এক চাপে চলে ঠাট মেঘের বরন ॥
 রাম জয় বলিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ ।
 সুনীলা রাক্ষসগন শুনিছে প্রমাদ ॥
 রাবনেরে কহে গিয়া জত নিশাচর ।
 আইল শ্রীরাম পার হইয়া সাগর ॥

সুনীয়া রাবন রাজা চারি ভিতে চায় ।
 ভঙ্খলোচন দেখি রাজা ডাকিল তাহার ॥
 শ্রীরাম আইসে লঙ্কায় বানর লইয়া ।
 সবগুলো ভঙ্খস্ত করে দেখো উড়াইয়া ॥
 পাইয়া রাজার আশ্রয় চলিল সত্তর ।
 চক্ষু ঠুলি দিয়া উঠে রথের উপর ॥
 চক্ষু ঢাকা রথখান আইসে ধাইয়া ।
 জাঙ্গালের উপরে রথ লাগিল আসিয়া ॥
 বিভিসন বলে প্রভু করি নিবেদন ।
 জুঝবারে আইল বির ভঙ্খলোচন ॥
 শ্রীরাম বলে মিতা কি হবে উপায় ।
 কেমনে বানরগন ইথে রক্ষা পায় ॥
 এতো স্ননি বলিলেক রাক্ষস বিভিসন ।
 ধনুকের গুনে তুমি জোড়হ দর্পন ॥
 দর্পনে দখিতে পাবে আপনার মুখ ।
 আপনি হইবে ছাই দেখহ কৌতুক ॥
 এতো স্ননি রঘুনাথ আনন্দিত মোন ।
 ব্রহ্ম অস্ত্রে কুটি কুটি শ্রজিলে দর্পন ॥
 রথ য়াগুলিয়া তার রহিল দর্পনে ।
 ঘুচাইয়া চক্ষের ঠুলি চাহে চারিপানে ॥
 আপনার মুখ দেখে দর্পন ভিতর ।
 ভঙ্খ হয় উড়ে গেল সেই নিশাচর ॥
 দেখিয়া রাক্ষসগন মনে লাগে ভয় ।
 হইল প্রথম রনে শ্রীরামের জয় ॥
 পার হইয়া লঙ্কায় উঠিয়া নারায়ন ।
 রাম জয় বলিয়া ডাকে জত বানরগন ॥
 হুরে ছিলান সিঁতা দেবি হুরে ছিলান রাম ।
 দুই জনে আসিয়া হইল এক স্থান ॥
 পোহাইতে আছে অখন রাজি গ্রহর ডেড় ।
 রামের কটকে লঙ্কাপুরি কৈল বেড় ॥
 কিস্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত বিচক্ষন ।
 স্কন্দরাতে স্কন্দর গিত করিল রচন ॥

এই পঙ্কজ সুন্দরাকাণ্ড হইল সমাপ্ত ।
তার পরে লঙ্কাকাণ্ড হইবে আরম্ভ ॥
বলা বাহুল্য, শেষের দুই পঙ্ক্তি লিপিকরের ।

৫৮। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার,
১৫ ১/২ × ৫ ১/২ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৫২ । প্রতি পৃষ্ঠায়
৮-৯ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল ।
সম্পূর্ণ, কীটদষ্ট । স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক
মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ।

আদি,—

চারিকাকাণ্ড পুস্তক গাইলাম রামায়ণভিতর ।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড শুনিতে সুন্দর ॥
পিতাপুত্র পক্ষরাজ গেলেন উত্তর ।
বানর সব চলি গেল দক্ষিন সাগর ॥
তজ্জর্গ গজ্জর্গ করে ছাড়ে সিংহনাদ ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিল প্রমাদ ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশমণ্ডল ।
কলরব করে সব সাগরের জল ॥
বড় বড় চেউ আইসে পর্বতপ্রধান ।
নিরথিয়ে বানরের উড়িল পরাণ ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান ।
এইরূপে দিবেরাত্রি হইল অবসান ॥
প্রত্যুষে সকল বানর ভাবি মনে মন ।
অঙ্গদের নিকট সব করিল গমন ॥
অঙ্গদ বলেন শুন সকল সেনাপতি ।
অতঃপর আমাদের হইল এই গতি ॥
দৈবে নির্বন্ধ কর্ত্ত না জায় থগুন ।
কোন বীর ঘুচাইবে এসব জাতন ॥
ব্রহ্মার হস্তের অমৃত আনিবে ।
বজ্রধারি হৈতে বজ্র কাড়িয়া লইবে ॥

যম হৈতে যমদণ্ড লইতে জে পারে
সে জন জাইতে পারে সাগরের পারে ॥
সীতার বার্ত্ত আনি কে করিবে সব সুখী ।
তাহার প্রসাদে স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখি ॥

মধ্য,—

বান্দসেরে হাজ্ঞা দিল কুমার ইন্দ্রজিত ।
বানর বান্ধি পিতার নিকট পাঠায় ত্বরিত ॥
এতক বলিয়ে বীর গেল আগুমান ।
দুই লক্ষ রাক্ষসে বেড়িল হনুমান ॥
কোপে তোলপাড় করে হনুর চারিভিতে ।
চাল্লস জোজন বীর হইল আচম্বিতে ॥
দুই লক্ষ রাক্ষসেতে টানটানি পাড়ে ।
চাল্লস জোজন বীর তিলে নাহি নড়ে ॥
হনুমানের মূর্ত্তি দেখি রাক্ষসের ত্রাস ।
রাক্ষসের ত্রাস দেখি হনুমানের হাস ॥
রক্তচক্ষু করিয়ে রাক্ষস পানে চায় ।
পলায় রাক্ষস সব তুলা জেন বায় ॥
হনুমান বলে শুন জত নিসার্চর ।
সকল রাক্ষস তোরা আমায় কান্ধে কর ॥
জর জর হয়েছি আমি ইন্দ্রজীতের বাণে ।
কান্ধে করি লয়ে চল রাবণ বিজ্ঞমানে ॥
রাক্ষস বল জাইতে বল তোমার গোচর ।
এক চাপড়ে পাঠাও পাছে যমের ঘর ॥
হনু বলে এখন না মারিব সবাকারে ।
বুঝাইতে জাই কেবল রাবণ বর্ষরে ॥
এই সত্য আমার ভাই সভার গোচরে ।
দোহাই শ্রীরামের যদি এখন মারি তোরে ॥
তবে যদি আমার কথা না শুনে রাবন ।
তখন তোমাদের আমি বধীষ জীবন ॥
এত শুনি কাছে গেল জত নিসার্চরে ।
বাসেতে বান্ধিয়ে নিল কান্ধের উপরে ॥

দুই লক্ষ রাক্ষসেতে কাঞ্চে করি নিল ।
 সাজিতে বসিয়ে বীর আনন্দে চলিল ॥
 জাইতে জাইতে বির দিতেছে দাবড়ি ।
 ধীরে ধীরে চলে জেন টলিয়ে না পড়ি ॥
 মনে মনে হাসে তবে পবনকুমারে ।
 প্রস্রাব করিয়ে দিল কাঞ্চের উপবে ॥
 রাক্ষস বলে দেখ দেখ দেবতা বুঝি বর্ষে ।
 হনু বলে দেবতা নয় মূর্তেছী ভাই আসে ॥
 আছাড়িয়ে হনুমানে ফেলিল তথায়ই ।
 হনু বলে আমার আর কেন মার ভাই ॥

(পৃ. ২৪।২-২৫।১)

দুই লক্ষ্য রাক্ষসে ধরিল হনুমানে ।
 গড়ের বাহির লয়ে চলিল তখনে ॥
 পূরের জতেক নারি ধায়িল তখনে ।
 কেমন বানর গিয়ে দেখিব নয়নে ॥
 লেজে অগ্নি দিয়ে গলায় দিল ডোরি ।
 আগে পাছে হনুমানের চলে সারি সারি ॥
 লঙ্কাপুয়েতে তবে চলে গলি গলি ।
 হনুমানে দেখি নারি দেয় ছলাছলী ॥
 হাসি হাসি হনুমানে বলে নারিগন ।
 চন্দন মালায় কিবে হয়েছে ভূসন ॥
 হনুমান বলে ইহা নাহি জান নারী ।
 রাবনের কন্যা আছে পরমসুন্দরি ॥
 কুলিন ভাবিয়ে বিভা দিবে তো আমারে ।
 বিভা নাহি করি তেঞি বান্ধে আমা তরে ॥
 এই দেখ বরমালা দিয়াছে আমারে ।
 ইন্দ্রজীত শালক আমার হইল তাত পরে ॥
 এত শুনি হাসি বলে জত নারিগন ।
 ঠাকুরজামাই হইলো নাচ ত এখন ॥
 হনু বলে দণ্ড চারি থাক সর্বজন ।
 নানামত প্রকারে দেখাব নাচন ॥

ধূলা কর্দম দেয় হনু শরীরে ।
 হাসিতে লাগিল বীর পবনকুমারে ॥
 গলি গলি লয়ে ফিরে চাতরে চাতরে ।
 ধায়ে চেড়ি বার্তা কহে সীতার গোচরে ॥
 জে বানরের সঙ্গে তুমি কহিলো তো বানি ।
 লেজে অগ্নি দিয়ে তারে করে টানাটানি ॥
 বার্তা শুনি সীতা দেবী মরণ হেন শুণে ।
 অগ্নি জালিয়ে পুজেন বিবিধ বিধানে ॥
 পিতৃকূলে সন্তরকূলে জেবা হৈলেন রাজা ।
 স্নত দুগ্ধ দিয়ে তোমাংস সবে কৈলেন পূজা ॥
 সকল ছাড়িয়ে রাম হইলেন ভিখারি ।
 ভিকারিণী হৈলাম আমি হয়ে রামের নারি ॥
 একমনে বাক্যে আমি জদি হই সতি ।
 তোমার ঠাঞি বানর আমার পাবে অব[হ]তি ॥
 এতেক বলিয়ে সীতা করেন ক্রন্দন ।
 ডাক দিয়ে সীতাকে বলেন দেবগন ॥
 ডাক দিয়ে বলেন ব্রহ্মা দেবি শিতা ।
 হনুমানের কারন তুমি না করিহ চিন্তা ॥
 হনুমানের কারন তুমি না করিবে শঙ্কা ।
 এখনি পোড়াবে হনু কনক পুরি লঙ্কা ॥
 কোতুক দেখিতে আইলাম জত দেবগন ।
 হরিস বিশাদ তুমি হও কি কারন ॥
 ক্রন্দন সম্বরেন সীতা ব্রহ্মার পাশ্বাসে ।
 স্মরারাকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কৃতবাসে ॥

উদ্ধৃত ২ংশে গ্রাম্য কৌতুকের অবতারণা
 আছে ।

অন্তে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজা বর্ণিত
 হইয়াছে । সাধারণতঃ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধের
 পূর্বে দেবীর অকাল-বোধন-প্রসঙ্গ পাওয়া
 যায় ।

৫৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাজালা তুলোট কাগজ। আকার,
১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৫। প্রতি
পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৪৫
সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামং লক্ষণপূর্বজং ইত্যাদি—

কিঙ্কিন্দা হইতে জাড়া করিলেন রাম।
মাণ্যবানেতে থানা দিল চুর্বাদলস্ত্রাম ॥
রহিল বানরগন পর্ব [ত] ধেরিয়া।
বিরদর্পে বলে বানর রাম নাম লইয়া ॥
লাঙ্গুড় ঠেকিল সব গগন উপর।
কেসরি গজ্জিয়া জেন হুকারে বানর ॥
হেথা যুগচন্দ্ৰে বসি কোসল্যানন্দন।
বাম দিগে জাম্বুবান দক্ষিণে লক্ষ্মণ ॥
করষোড়ে যুগ্মিব লাগিয়া বামভাগে।
নল নিল কুমদ জত বির ভাগে ॥
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
আর জত বীর গেলা দিগদিগান্তব ॥
সিতা অন্ত্যাসনে গেলা রাঘবে বন্দিয়া।
অগ্রিব রাজার ভাগে পতিজ্ঞা করিয়া ॥
সপ্ত দিগ সপ্ত সর্গ করিব ভ্রমণ।
সপ্ত পাতাল সপ্ত সর্গ এ চৌদ্য ভূবন ॥
ইথি মর্দে জানকিরে জেথানে পাইব।
সভার পতিজ্ঞা মিতার বাস্তা এনে দিব ॥
রাত্তা বলে সপ্ত দিন যদি হয় পার।
সবংসে মরিবে সভা নাইখ নিস্তার ॥
গলায় পাতর বান্দি ফেলাব সাগরে।
এই বাক্য কয়্যা রাজা দিলেক বানরে ॥

মন অতি যথিক গতি উঠিল বানর।^১
পবন আশ্রয়ে জেন ছুটে জলধর ॥
আকাশ উপরে ডাকে রাম জয় ধ্বনি।
বরিশা সমএ জেন গজ্জ কাদধ্বনি ॥
তারপর অঙ্গদে ডাকেন রোগুবর।
বিরবংসে জন্ম তুমার বেলায়র কণ্ডর ॥
করেছি দারুন কন্ম তোর পিতা বধ।
প্রানের যথিক তোরে বাসি রে অঙ্গদ ॥
স্বরমে করহ পার সন্তগন লয়া।
সিতা অন্ত্যাসন কর আমা পানে চেয়া ॥
সিতার বিরহে মোর ব্যাকুল অন্তর।
সভার স্বরন নিলাম সুন রে বানর ॥
হইলাম জানকিহার্য পঞ্চবটির বনে।
বিধুমুখি দিবস রজন পড়ে মনে ॥
হায় কোথা ছাড়ি গেলা জনকহুহিতা।
কে মোর কাড়িয়া নিল চন্দ্রমুখি সিতা ॥
উঠিল অঙ্গদ বির জুড়ি হই কর।
নফর থাকিতে কেন ভাব রোগুবর ॥
শ্রমুদ্র লংঘিয়া জাব লয়া সন্তগন।
অবস্ত করিব জানকির অন্ত্যাসন ॥
এত বলি রামচন্দ্রে করিল প্রণাম।
উঠিল বানরগন ডাকি রামনাম ॥

মধ্য,—

তৃপদি ॥

বিরলে অসকবনে ধারা বহে হু নয়ানে
কহিছেন জনকনন্দিনি।
উঠিল দারুন সোক বিদারিয়া জায় বুক
রিদএ উঠে জলন্ত রাঙনি ॥

১। ৬০ সংখ্যক পুথিতে ‘মনকে অধিক গতি
ছুটিল বানর।’

ওরে বাছা হুম্মান	জুড়াক আমার প্রান	বন্ধে মারি করাঘাত	কান্দিছে লঙ্কার নাথ
আঁরাম বলিয়া কাছে বৈশ্র	কৌসল্যা রাজার রানি	পূজা করে কান্তারনি	হায় মোর কি হইল
মোর মনে হব পাটেশ্বরি।	বিধি সঙ্গে ছিল বাদ	না পুরিল মনে সাদ	উঠএ দারুন দুখ
প্রাননাথ হৈল বনচারি ॥	জানকিনাথের সাথে	আইলাম কাননেতে	অক্ষয়কুমার বিনে
মুনিগৃহে করিয়া ভ্রমন।	আসি পঞ্চবটি বনে	কুড়া বাক্তি তিন জনে	বদন উজ্জল বিধু
মহন মুরতি রাক্ষসেরে দিলাম দান ॥	বিধি ঘোরে হোল বাম	হেলায় হারালাম রাম	রাজার করুণা যুনি
হরিনি কণ্টক হল্য মোরে।	সনার কুরঙ্গ দেখি	ভুলিল আমার আঁখি	নেত্র বেএ পড়ে ধারা
ভেঞি সে হারালাম রঘুবরে ॥	বনে কান্দি রাতা দিনে	পিত্যাসা না ছিল মনে	কহে রানি মন্দোদরি
রাম সঙ্গে হব দরসন।	তোমাংরে দেখিয়া তনু	জুড়াল্য আমাব তনু	বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া হরি
মিলাইবে সে দুটি চরনে ॥	জনমভূখিনি সিতা	নাঞি তার মাতাপিতা	ধরা জার করতল
আছিলাম জনকের ঘরে।	ধনুক ভাঙ্গিয়া রাম	দুর্বাদলশ্যাম	অহল্যারে পদ দিলা
বিভাহ করিলা নাথ মোরে ॥	উঠএ দারুন দুখ	বিদরিএ জায় বুক	কোদণ্ড করিঅ করে
মনে পড়ে রাজিবলোচন।	যুন বাপু হুম্মান	কবে মিলাইবে রাম	দুন্দবি পঞ্জর তলে
জুড়াইবে আমার পরান ॥	ইত্যাদি ইত্যাদি (পৃ ১৭১-২)	তৃপদি ॥	সাগর তোমার বল
মরনসংবাদ পেয়া	রাবন মুছিং হায়া	চৌদলেতে আরোপীয়া	ফিরিয়া দেহ রঘুবরে ।
পড়ে রাজা অবনিমণ্ডলে।	১। এই দুই পঙ্ক্তি পরবর্তী বোজনা মনে হয়।	২। এই দুই পঙ্ক্তি নাই।	

১। এই দুই পঙ্ক্তি পরবর্তী বোজনা মনে হয়।

২। এই দুই পঙ্ক্তি নাই।

নিজাগত শীতা থাকে শ্রীরাম খলিআ ডাকে
পতিব্রতা জানকির ধম্ম ॥
মন্দোদরি কহে ভাণা তোমার ভগ্নীর নামা
কাটা আছে সিরামের ভাই ।
ওহে রাজা দশাননে বিচার করহ মনে
জানকীর কিছু দোশ নাই ॥
যুন রাজা নিবেদী তোমার অভাব কি
দশ হাজার কত্তা জার ঘরে ।
অতুল সম্পদ জার এমন দুস্মতি তার
শে কেন পরের নারি হরে ॥
হইবেক সর্বনাশ এশেছে রামের দাশ
আরম্ভ করেছে তেঁহ রন ।
কিন্তীবাশ পণ্ডিতে কঅ রাবন বুঝিবার নয়
ভালে উঠে কুড়িটা নম্মান ॥

(পৃ ২৭১-২৮১)

পুথির শেষভাগে বানরসৈন্যসহ শ্রীরামের
লঙ্কা প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে ।

৬০ । রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ ।
মাকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৫০ । প্রতি
পাঠ্য ১০ পঙ্ক্তি । লিপিকাল, সন ১২৪৭ সাল ।
স্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া ।

আদি, মধ্য, অন্ত ৫২ সংখ্যক পুথির অমু-
প । কেবল কৃষ্ণমোহনের ভণিতাযুক্ত দুইটি
ন অতিরিক্ত আছে । তন্মধ্যে একটি এইরূপ,—
তুপদি ছন্দ ॥

ত্রা কহে হনুমান জুড়াক সভার প্রান
জিজ্ঞাসেন রাজিবলোচন ।

নিাকর'বাত্রা কহ মিনি মূলে কিনে নেহ
সর্ত্ত কহ পবননন্দন ॥

করজুড়ে হনুমান বাত্রা সুন নারানন
সুন রাম জতেক কাহিনি ।
পাইআ তুমার বর লজ্জি হেন সাগব
পথে বিপদ সুন রোঘুমোনি ॥
সুরমা সাপিনি বলে সর্গ মর্ত্ত মুখ মেলে
ভাবি রাম তুমার চরন ।
সান্তাই সাপিনি পেটে বারি হোই কর্ম বাটে
তুসিলাম সুরসার মন ॥
মৈনাথে অঙ্গুল দিঅ গেল পবন জুরিয়া
সুজাবংঘে সাগর সিজ্জন ॥
মৈনাথে সন্তোস করি সিঙ্ঘিকা রাক্ষাস মারি
দেখি রাম লঙ্কা জে ভুবন ॥
সনার পাচির পরে উগর্গচণ্ডা আসি মোরে
কহে বানি তর্জ্জন বচনে ।
পরিচয় দিয়ে তারে শ্রীরাম পাঠায়া মোরে
খুসি হৈলায় রাম নাম শুনে ॥
সমপ্রিয়া লঙ্কাপুরি চলিলা কৈলাসগিরি
মোরে দিঅ্যা আসিস বচন ।
সনার আআরি ঘর দেখি অতি মনহর
ভাবি রাম রাজিবলোচন ॥
দশ হাজার রানিগনে বান্ধিজটে দুই জনে
বান্ধি রাজা মন্দদরি সনে ।
কুভুকর্ম আদি করি খুজি সব লঙ্কাপুরি
বসি ভাবি দ্বার দক্ষিণে ॥
অগর্হ ইমান কনে চলিলা অসক বনে
দেখি রাম জনকনন্দিনি ।
ত্রিঘত মুরতি হঅ্যা অসক বনেতে রঅ্যা
ডাকেন সিতা রাখ রোঘুমনি ॥
অম্ব বন নিধন করি অক্ষয় কুমারে মারি
বান্ধে মোরে ইন্দ্রজিতার বানে ।
জিত বস্ত্র নেজে দিঅ্যা দিল অগ্নি জালাইঅ্যা
উঠে অগ্নি উপর গগনে ॥

পড়াই সনার লক্ষ। তিল আধ নাই লক্ষ। এত বলি কোশিগন সবে আনন্দিত মন
 পড়াআ করিলাম ছারখার। হুহুমান ধরি দেয় কোল ।১
 অসোক বনেতে গিয়া। মাত্র বাজা জানাইঅ্যা অলংঘ্য সাগরপার তোমা বিনা কেবা আর
 নিসানা নইলাঙ রোঘুবর ॥ ভাইতে পারি বলে ছেন বোল ॥
 জানকি দিলেন মুনি লেহ রাম রোঘুমুনি যুগকি কুসুম মালে গাঁথিয়া দিলেক গলে
 আনন্দিত শ্রীরামলক্ষ্মণে । প্রধান বানর জত জন ।
 কৃষ্ণমোহনের আস বন্দিআ সে কির্তিবাস হুহুমান বলে মুন সকল বানরগন
 মস্তিগন ডাকেন নারায়নে ॥ রাম নাম করহ স্মরন ॥
 (পৃ° ৩১২) রাম নাম করি সার সাগর হইব পার
 কোন ভয় নাহিক আমার ।

৬১। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কুন্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার,
 ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬৩। প্রতি পৃষ্ঠায়
 ২-১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫১ সাল।
 সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ ৫৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ ।

মধ্য,—

ত্রিপিদি ॥

জনকনন্দীনি সিতা শ্রীরামের বনিতা
 তুমি গিয়া দেহ ত আশাষে ।
 ভয়ঙ্কর রাক্ষসি দেখি মনে ভয় বাশী
 পাছে সিতা মরেন তরাসে ॥
 কে দেয় আহারপানি জাগিয়া পোহান রজনী
 জেন ব্যাজকোলেতে হরিনি ।
 রামচন্দ্রে কর স্তুতি যুগিবে রাজারে দেখি
 জেন যুগে বঞ্জন রজনি ॥
 সাগর হইয়া পার বানরে করে নিস্তার
 রাম যুগিবে হরিষ অপার ।
 সাগর হইয়া পার সিতারে কর উদ্ধার
 তব জন্ম ঘূসিবে শংসার ॥

পৃথিবী ভাশএ জলে মোর ভরে কুর্শ টলে
 সহিতে নারিবে মহাভার ॥ (পৃ°৯১১-২)

ত্রিপিদি ॥

রামের অঙ্গরি পেয়ে সিতা মনে দুখি হয়ে
 শোকাবুলে কান্দিয়া বিকল ।
 কপালে কঙ্কনাঘাত ঘন বলে প্রাননাথ
 বুক বহি পড়ে রক্ত জল ॥

আমার প্রানের নাথ কোমললোচন ।

বিধি মোরে হৈল বাম যুগ বধে গেলা রাম
 সন্ত ঘরে হরিলা রাবন ॥
 কান্দি সিতা বলে রঘুমনি ।
 যোগসিদ্ধ মহারাজা দেবলোকে করে পূজা
 আমি সিতা তাহার নন্দিনি ॥
 হরধনু ভঙ্গ করি মোরে বিভা কৈলা হরি
 বড় ভাগ্যে পাইলু শ্রীরাম ।
 মোরে বিভা কৈলা রাম আইলেন অজোধ্যাধাম
 বিধাতা শ্রীরামে হৈল বাম ॥
 সমুদ্র আনন্দমতি রাজা করি রঘুপতি
 ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি ।
 কৈকয়ি পাসণ্ড হয়ে বনে দিল পাঠাইয়ে
 সত্য পালিবারে রঘুমনি ॥

১। ইহার পর ৫৭ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা
 মেলে ।

শুদ্ধিপত্র

শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩শ ভাগ,
৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত “চৌম্বক ও তড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা” প্রবন্ধের ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	স্তম্ভ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৫	৬	২য়	রজ্জ্ব	রজ্জ্ব
”	৮	১ম	Secondary	Secondary
৯৬	৫	২য়	বিদ্যাদ্যম	বিদ্যাদ্যম
”	৯	১ম	Coulomb	Coulomb
”	”	২য়	তড়িত	তড়িত
”	১২	”	Electrove	Electrode
”	১৫	১ম	Valtaic	Voltaic
”	১৭	”	clecrtity	electricity
”	২০	”	Deflection	Deflection
”	২২	”	অঙ্গম	অঙ্গন
৩	২৩	২য়	Eletro-typing	Electro-typing --
”	”	”	তড়িদাক্ষন	তড়িদাক্ষন
”	৩২	১ম	ধারাক্ষরণ	ধারাক্ষরণ
৯৭	১৪	”	তড়িদমানাঙ্ক	তড়িদমানাঙ্ক
”	২২	২য়	Leydengar	Leyden jar
”	২৩	”	Lightening	Lightning
”	২৬	”	Luminons	Luminous
৯৮	২০	”	পাদবিদ্যুত্মান	পাদবিদ্যুত্মান
”	২১	”	পাদ-বিদ্যুত্বীক্ষণ	পাদ-বিদ্যুত্বীক্ষণ
৯৯	১৬	”	Valtameter	Voltameter
”	২১	”	তড়িদ	তড়িদ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উনত্রিংশ সাংবৎসরিক

কার্য-বিন্যাস

২৪৩১ অপর মাকুলাব বোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা

বঙ্গাব্দ ১৩৩১

—O—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উনত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য-বিবরণ

বর্তমান ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উনত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সদন্তগণ ও সাধারণের সমীপে বিগত উনত্রিংশ বর্ষের কার্য-বিবরণ উপস্থিত করা হইল।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের তিনজন বান্ধব ছিলেন, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাবু কে সি আই ই বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মহতাব বাহাদুর কে টি, কে সি এন্স আই, কে সি আই ই, আই ও এন্স এবং রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের সদন্ত-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—বিশিষ্ট—৮, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৫, মৌলবী—০, সহায়ক—২৫, সাধারণ—২১১, (কলিকাতা ১১৭২, মুম্বই ১০১২) মোট ২২৩২।

শ্রেণীভেদে সদন্তগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(ক) বিশিষ্ট-সদন্ত—বর্ষারম্ভে পরিষদের ৮ জন বিশিষ্ট-সদন্ত ছিলেন। পরে বিগত বার্ষিক অধিবেশনে ফরাসী-দেশীয় পণ্ডিত ডাঃ সিলভে' লেভি মহোদয় বিশিষ্ট সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন।

(খ) আজীবন-সদন্ত—পূর্ববৎসরে যে ৬ জন আজীবন-সদন্ত ছিলেন, এ বৎসরেও তাঁহাদেরই রহিয়াছেন। এই শ্রেণীর কোন নূতন সদন্ত পাওয়া যায় নাই।

(গ) অধ্যাপক-সদন্ত—বর্ষারম্ভে ও বর্ষান্তে এই শ্রেণীর ৫ জন সদন্ত ছিলেন। বর্ষমধ্যে কোন নূতন অধ্যাপক-সদন্ত নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত হয় নাই।

(ঘ) মৌলবী-সদন্ত—আলোচ্য বর্ষে কেহই পরিষদের মৌলবী-সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন।

(ঙ) সহায়ক-সদন্ত—বর্ষারম্ভে ২২ জন সহায়ক-সদন্ত ছিলেন, তন্মধ্যে ২ জনের স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ার এবং একজনের মৃত্যু হওয়ার, তাঁহাদের পদ পূর্ত হইয়াছে এবং বর্ষমধ্যে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নূতন সহায়ক-সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন। অতঃপর বর্ষান্তে সহায়ক-সদন্ত-সংখ্যা ২০ জন হইয়াছে।

পুরাতন সহায়ক-সদন্তগণের মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ নন্দী সাহিত্যমন্ডল মহাশয়ের নিকট পরিষৎ নানা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অরুণা-

কুমার তত্ত্বাবধায়, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ও বিবিধ বিষয়ে পরিষদের কার্য্য করিয়াছেন।

(১) সাধারণ-সদস্য—(১) আগষ্টের বর্ষের প্রথমে কলিকাতায় ১১৭৯ জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ৯ জন কলিকাতাবাসী মক্কেলে গিয়াছেন, ১১ জন মক্কেল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং ১০৮ জন নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্তনাদির পর, বর্ষশেষে কলিকাতায় ১২৬৯ জন সদস্য ছিলেন।

(২) বর্ষান্ত্রে ১০১২ জন মক্কেলবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১৮ জন সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। ১১ জন মক্কেলবাসী কলিকাতায় আসিয়াছেন, ৯ জন কলিকাতা হইতে মক্কেলে গিয়াছেন এবং ১১ জন নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্তনাদির পর বর্ষশেষে মক্কেলবাসী সদস্যগণের সংখ্যা ১০০৯ হইয়াছে।

বর্ষশেষে কলিকাতা ও মক্কেলের সদস্য লইয়া সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ২২৭৮ হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৭০০ জন সদস্য ছই বৎসরের অধিককাল চাঁদা দিতেছেন না বলিয়া ৪২ (৫) নিয়মানুসারে তাঁহাদের নিকট পত্রিকা দি-প্রেরণ বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং বিষয়, পত্র-ব্যবহারের ফলে এই ৭০০ জনের মধ্যে ৩০ জন রীতিমত চাঁদা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পরিবৎ আশা করেন যে, আগামী বর্ষমধ্যে তাঁহারা আবার পরিষদের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব অনুগ্রহ ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের বাকী চাঁদা শোধ করিয়া দিবেন। সদস্যগণের নিকট হইতে যে চাঁদা পাওয়া যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই পরিষদের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হয়। সুতরাং বিষয়, এইভাবে চাঁদা অনাদায় হওয়ায়, বর্ষশেষে আরও কাজগুলি শেষ করিতে পারা যায় না। তজ্জন্য পরিষদের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাহা হউক, এই সকল অনুবিধা দূর করা অচিরেই আবশ্যক। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চাঁদা বহু দিন হইতে বাকী পড়িয়া আছে, তাঁহাদিগকে পরিবৎ সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন যে, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বাকী চাঁদা শোধ করিয়া দিবেন।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের বলবৃদ্ধির জন্য নূতন সদস্য সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই অল্প বর্ষের শেষভাগে কার্য্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত সকল সদস্যকে ছই জন করিয়া নূতন সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। মাত্র ৭০ জন নূতন সদস্যের প্রস্তাব আসিয়াছে। তাঁহাদের নিকট যথাক্রীতি নির্বাচন-সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। এখনও নির্বাচিত সমস্ত সদস্যগণের নিকট হইতে চাঁদা ও প্রবেশিকা পাওয়া যায় নাই। আশা করা যায়, যে সকল সদস্য এখনও ছই জন করিয়া নূতন সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক সত্বরেই ছইজন করিয়া নূতন সদস্যের নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবেন। নানা বিষয়ে ব্যয়-বাহুল্য ঘটায়, আয়-বৃদ্ধির জন্য কার্য্যনির্বাহক-সমিতি এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষশেষে জেলাভিত্তিক পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নোক্তরূপ হইয়াছে,—

বিশিষ্ট—২

আজীবন—৬

অধ্যাপক—৫

মৌলবী—০

সহায়ক—২০

সাধারণ—২২৭৮

কলিকাতা—১২৬০

মক্কা—১০০২

২২৭৮

২৩১৮

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত এক জন সহায়ক এবং ৩৮ জন সাধারণ-সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে।
পরিষৎ তাঁহাদের পরলোকগমনে বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য

১। যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কুমিল্লা)।

সাধারণ-সদস্য

১। অনাথবন্ধু দে (কলিকাতা)।

২। অম্বুজলাল রায় বি এ (কুমিল্লা)।

৩। ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এল্ (কলিকাতা)।

৪। অমৃতলাল দত্ত (কলিকাতা)।

৫। আর্যোদয়কৃষ্ণ বাগচী (কলিকাতা)।

৬। আশুতোষ চক্রবর্তী (রাণীগঞ্জ)।

৭। ক্ষেপেশচন্দ্র রক্ষিত (চট্টগ্রাম)।

৮। গিরিজামোহন রায় (কোচবিহার)।

৯। গিরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (তালজতবা, ময়মনসিংহ)।

১০। জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

১১। তারিণীপ্রসাদ ধর (কান্দী)।

১২। নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আলমবাজার)।

১৩। নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ (জামনা, বীরভূম)।

১৪। পতিতপাবন রায় (চন্দনপুর, খুলনা)।

১৫। পয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

১৬। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কাঁটালপাড়া)।

১৭। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্ ডি (কলিকাতা)।

১৮। রায় প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় বি এ বাহাদুর (কলিকাতা)।

১৯। বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (কলিকাতা)।

- ২০। বিনয়নাথ বসু বি এ (কলিকাতা)।
- ২১। যিশিনবিহারী ঘোষ বি এল (মুম্বই)।
- ২২। রায় ঈশ্বরচন্দ্র সেন বাহাদুর সি এম বি এল (কলিকাতা)।
- ২৩। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বি এল (কলিকাতা)।
- ২৪। ভোলাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা)।
- ২৫। রায় বসন্তকান্ত সিংহ বাহাদুর এম্ বি ই (কলিকাতা)।
- ২৬। রায় ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ বি এল (হুগলী)।
- ২৭। রায়চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সিমলা)।
- ২৮। রায়চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (লাউপুর, বীরভূম)।
- ২৯। রেবতীমোহন গুহ এম্ এ, বি এল (মুম্বই)।
- ৩০। ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)।
- ৩১। শরৎচন্দ্র মল্লিক (কলিকাতা)।
- ৩২। ত্রীকান্ত বিশ্বাস (কলিকাতা)।
- ৩৩। সত্যেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বি এল, এটর্নি (কলিকাতা)।
- ৩৪। সত্যেন্দ্রনাথ বসু (গোয়ালপাড়া)।
- ৩৫। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (কামারখালি, রাজশাহী)।
- ৩৬। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)।
- ৩৭। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রাঁচী)।
- ৩৮। হীরালাল সান্যাল (কলিকাতা)।

এই সকল সভ্যের পরলোকগমনে পরিষদের সান্নিধ্য ও বিশেষ অধিবেশনে শোকপ্রকাশ করা হইয়াছিল এক তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যবঙ্গগণের পরলোকগমন ঘটিয়াছে।
পরলোকগত সাহিত্যসেবীগণ ইঁহারা মৃত্যুকালে পরিষদের সভ্য না থাকিলেও, বহু দিন পরিষদের সভ্যত্বপদে থাকিয়া পরিষদের প্রভুত উপকার করিয়া গিয়াছেন।

- ১। অম্বিকানন্দ মজুমদার এম্ এ, বি এল (কলিকাতা)।
- ২। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল (ব্রহ্মপুত্র)।
- ৩। নারায়ণচন্দ্র জেঠিভট্ট (কলিকাতা)।
- ৪। নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন (কলিকাতা)।
- ৫। মতিলাল ঘোষ (কলিকাতা)।
- ৬। বতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা)।
- ৭। বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি এল (মুম্বই)।

সাহিত্য-সঙ্গীত-রায়, জীবন্ত জগৎ-সেন, রামচন্দ্র এই শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। জীবন্ত-সাহিত্য-রায় এই শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। শাখার তিনটি অধিবেশন হয়। প্রথম সভায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতির সভাপতিত্বে প্রথম সভা হয়। আলোচ্য বস্তু এই শাখার আলোচিত। তদাধিবেশিত তিনটি প্রবন্ধ অধিবেশনে পাঠের জন্য এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্বাচিত হয়,—

(১) আরবী ও পারস্য ভাষায় বাঙ্গালা অলিখন—লেখক—জীবন্ত বিবেচনায় সিংহ এম্ এম্ পি এম্ (লণ্ডন)।

(২) ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র—লেখক—ডাঃ জীবন্ত হনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় ডি লিট্, এম্ এ।

(৩) জয়দেব ও চণ্ডীদাস—মহামহোপাধ্যায় জীবন্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ। অবশিষ্ট দুইটি প্রবন্ধ বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

(খ) ইতিহাস-শাখা—অধ্যাপক জীবন্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং জীবন্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় আহ্বানকারী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই শাখার ৩টি অধিবেশন হয়। সর্বসমেত ১০টি প্রবন্ধ এই শাখায় আলোচনার উপস্থিত হয়। সেই সকল প্রবন্ধ-সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি অধিবেশনে পাঠের জন্য নির্বাচিত হয়।—

মধ্যযুগে বাঙ্গালার অবস্থা—লেখক—জীবন্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দুইটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্বাচিত হয়,—

(১) চিত্র-সঙ্গ—লেখক জীবন্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

(২) সভাপতির অভিভাষণ—মহামহোপাধ্যায় জীবন্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি অধিবেশনে পাঠের এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট হয়,—

(১) ব্রহ্মা—জীবন্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।

(২) অগ্নি—জীবন্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(৩) ব্রহ্মা—জীবন্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী।

(৪) নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধবুদ্ধি—জীবন্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

(৫) পবনদত্তের বিজয়পুর কোথায়?—জীবন্ত নিখিলনাথ রায় বি এম্।

(৬) আসামের নানা কথা—মহামহোপাধ্যায় জীবন্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিজ্ঞাবিনোদ এম্ এ।

(৭) মৌর্যযুগে ভারতীয় সভ্যতা (৩য় অধ্যায়)—জীবন্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ। উপরি-উক্ত প্রবন্ধ-নির্বাচন ব্যতীত জীবন্ত গণপতি সরকার, বিহারের মহাপ্রসাদ

“কামলকীর নীতিসার” নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাবসম্বন্ধে এই শাখার এখনও আলোচনা চলিতেছে। বর্ষশেষে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে অধ্যাপক ঐযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কৈলাস, মানস সরোবর, আদি বঙ্গীয়নাথ প্রভৃতি স্থানের চিত্র ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে প্রদর্শন করেন এবং তত্তৎ বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(গ) দর্শনশাখা—ঐযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এন্স মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং ঐযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য মহাশয় আহ্বানকারী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই শাখায় কোন প্রবন্ধাদি না পাওয়ায়, ইহার অধিবেশনের প্রয়োজন হয় নাই। এই শাখার আরোজনে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে ঐযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বোম্বাইয়ের এম্ এ, বি এন্স মহাশয় চারিটি বক্তৃতা করেন এবং ঐযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য মহাশয় ‘বৌদ্ধদর্শন’ সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন। ঐযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা পুস্তকাকারে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

(ঘ) বিজ্ঞানশাখা—ঐযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এক্ সি এন্স মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং ঐযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আহ্বানকারী নির্বাচিত হন। এই শাখার ৩টি অধিবেশন হয় এবং সাকুলার দ্বারা দুইবার সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। সর্বসম্মত ৬টি প্রবন্ধ এই শাখায় আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়। দুইটির বিষয়ে এখনও আলোচনা চলিতেছে। বাকী নিম্নোক্ত চারিটি প্রবন্ধ অধিবেশনে পাঠের এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্বাচিত হয়।—

(১) আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা—ঐযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।

(২) যোগেন্দ্র বাবুর “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” আলোচনা—ঐযুক্ত কৃষ্ণভারগব রায় চৌধুরী।

(৩) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (নানাবিজ্ঞান ও ধ্বনি-বিজ্ঞান)—ঐযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এন্স।

(৪) চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা—ঐযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।

এতদ্ব্যতীত এই শাখা কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, এপর্যন্ত যে সকল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বিজ্ঞান-শাখার তত্ত্বাবধানে যে সকল পরিভাষা সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি একত্র সম্পাদিত করিয়া, বৈজ্ঞানিক-পরিভাষার প্রথম খণ্ডরূপে প্রকাশিত করা হইবে এবং এই পরিভাষা গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য রায় ঐযুক্ত যোগেন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি এম্ এ বাহাদুরকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত চারি শাখার নির্বাচিত সভাপতি, আহ্বানকারী এবং সভ্যগণ শাখার অধিবেশনসমিতে উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহাদের উপর অর্পিত কার্যভার সম্পাদন করিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তন্মধ্য তাঁহারা পরিষদের ধন্যবাদভাজন। ঐ সকল শাখার সভ্যগণের নাম পরিষিষ্টে প্রদত্ত হইল।

উপরি-উক্ত চারি শাখা ব্যতীত বিগত বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত দুইটি প্রশাখা-সমিতি

পঠিত হইয়াছিল।—(ক) কলিত জ্যোতিষ ও গণিত-প্রশাখা-সমিতি এবং (খ) চিকিৎসা-প্রশাখা-সমিতি। আলোচ্য বর্ষে শেখোক্ত প্রশাখা-সমিতির কোনই কার্য হয় নাই। প্রথম প্রশাখা-সমিতির দুইটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের মন্তব্যানুসারে জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি দেশ-বিদেশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে, কোম্পানী নকল সংগ্রহ করা হইতেছে এবং জ্যোতিষের পারিভাষিক অভিধান-সঙ্কলনের কিছু কিছু কাজ হইয়াছে।

ঐযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি এই মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নবদ্বীপের ভৌগোলিক সংস্থানের নির্ধারণ ও মৃত্তিকাস্তরের পরীক্ষা না করিলে, প্রকৃত সত্যে পৌছিতে পারা যাইবে না। এইজন্য Trial boring-এর প্রয়োজন এবং উহা অর্থ-সাশ্রয়। ইহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনি তাঁহার মন্তব্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। জরিপ, পরিমাপ ও পুরাতন দলিল প্রকৃতি সম্বন্ধে মনোমোহন বাবু যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে মৃত্তিকাস্তরের পরীক্ষা না করিলে পূরোক্ত তথ্যগুলি তত প্রয়োজনীয় হইবে না। আশা করা যায়, ঐযুক্ত boring-এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে।

প্রাচীন, আধুনিক ও সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে যে সমস্ত ভৌগোলিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, ঐযুক্ত অনুশীলন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎসমুদয় আলোচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐতিহ্যবাহিনীর জগৎস্থান নির্দেশের পক্ষে প্রমাণগুলি পর্যাপ্ত নহে। আরও উপাদান সংগ্রহের আবশ্যক।

অধিবেশন

অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন—আলোচ্য-বর্ষের (১৩২১) ১১ই আষাঢ় রবিবার পরিষদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কতিপয় সদস্যের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের পর অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়, তৎপর ১৩২১ বঙ্গাব্দের আত্মমানিক আশ্বিন-বিবরণ গৃহীত হইলে পর, বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হয় এবং কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও কর্মসূচ্যক নির্বাচিত হয়। তৎপরে কতিপয় প্রস্তাব ও ধাতুশক্তি প্রদর্শিত ও চারিখানি চিত্র প্রদর্শিত হয়।

এতদ্ব্যতীত এই অধিবেশনে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা-ভাষার-পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যবস্থা করিয়া পরিষদের জ্ঞাপ্য যে একটি প্রচেষ্টাকে সফল করিয়াছেন, তদ্ব্যন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের এগারটি মাসিক অধিবেশন হয়। নিম্নে এই সকল মাসিক অধিবেশনের দিন, অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের তালিকা এবং সভাপতির নাম প্রদত্ত হইল।

(১) প্রথম মাসিক অধিবেশন—২৪এ ভাদ্র ১৩২৯ রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) ভারতীয় হৃদবিদ্যা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

(খ) ব্রহ্মা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়।

(গ) আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা। লেখক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।
সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

(২) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১৯এ কার্তিক ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—আরবী ও পারস্য ভাষার বাঙ্গালা অনুলিখন। লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এম্ পি এম্ (লণ্ডন)।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, ঐ দিন এই প্রবন্ধ-পাঠ স্বগিত রাখা হয়। পরে ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে লেখক মহাশয়ের সত্বরে কলিকাতা আসিবার সম্ভাবনা না থাকায়, তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা পাঠ করেন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ।

(৩) তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২৬এ কার্তিক ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) বৈদিক ভাষার স্বরের সুর। লেখক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

(খ) যোগেন্দ্র বাবুর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ। লেখক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী।
সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

(৪) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৬ই পৌষ ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গলা কাগজপত্র। লেখক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

(৫) পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২৩এ পৌষ ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (General Physics and Acoustics). লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এসসি।

(খ) চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা। লেখক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বিএ, বিই।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

(৬) ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—৭ই মাঘ ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—আরবী ও পারস্য ভাষার অনুলিখন। লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এম্ সি এম্ (লণ্ডন)।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।

(৭) সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২০এ ফাল্গুন ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) ব্রহ্মা।
লেখক—শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী।

(খ) মধ্যযুগের বাঙ্গালার অবস্থা। লেখক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাডর।

(৮) অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১১ই চৈত্র ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—অগ্নি। লেখক—শ্রীযুক্ত অম্ল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্।

(৯) নবম মাসিক অধিবেশন—১৮ই চৈত্র ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—আসামের নানা কথা। লেখক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ।

(১০) দশম মাসিক অধিবেশন—১৮ই চৈত্র ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়? লেখক—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ।

(১১) একাদশ মাসিক অধিবেশন—২৫এ চৈত্র, ১৩২৯ রবিবার। প্রবন্ধ—মৌর্য্য যুগে ভারতীয় সভ্যতা (তৃতীয় প্রবন্ধ)। লেখক—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাডর এম্ এ, বি এল্।

প্রবন্ধ-পাঠাদি ব্যতীত এই সকল মাসিক অধিবেশনে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত মূল সংস্কৃত, কাশীদাসী ও সঙ্গী মহাভারতের প্রাচীন পুথির রাশি হইতে সঙ্কলন করিয়া মহাভারতের বর্ণিত বিষয়ের উপাখ্যানগত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পঠিত হয়। পরিষদের পুথিশালার রক্ষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পাঠ সঙ্কলন করেন এবং তিনিই সেগুলি মাসিক অধিবেশনে পাঠ করেন। আলোচ্য-বর্ষে এগারটি অধিবেশনে তিনি এই বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণের সহিত এই পুথির বিবরণ ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

আলোচ্য বর্ষে একুশটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে, তন্মধ্যে সাংবৎসরিক স্মৃতি-উৎসবের জন্ত দুইটি (১ম, ২০শ) মৃত সাহিত্যিকগণের জন্ত শোকপ্রকাশার্থ তিনটি, (২য়, ১২শ এবং ১৫শ)

বিশেষ অধিবেশন সাহিত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার জন্ত ১৫টি (৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ এবং

সভাপতি মহাশয়ের বার্ষিক অভিভাষণের জন্ত একটি (২১শ)।

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার। এই দিন প্রাতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিস্থলে সাধারণে পত্রপুষ্প সজ্জিত করেন ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল বক্তৃতা করেন। অপরাহ্নে পরিষদ মন্দিরে শ্রীযুক্ত শ্রীর দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী সি আই ই, এম্ এ, এল্ এল্ ডি মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ঠায় থিয়েটারের গায়কগণ কবির

রচিত গীত গান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় কবির রচনা হইতে দেশাভিবোধ-বিষয়ক রচনা উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যসুখা সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি মহাশয় কবির বিভিন্ন কাব্য ও রচনা হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ আবৃত্তি ও পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত সুর্য্যকুমার ঘোষাল মহাশয় স্বরচিত ‘মধুসূদন’ নামক কবিতা পাঠ করেন।

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৮এ আষাঢ় ১৩২৯, বুধবার। এই অধিবেশনে পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার কবির রচিত গান গাহিলে পর, সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। তৎপরে কবির মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি লিট্, সি আই ই মহাশয় কবির বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। কুমারী আশালতা রায় কবির এক রচনা আবৃত্তি করেন এবং কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি এ, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার বি এ, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়গণ তাঁহাদের রচিত কবিতাগুলি পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি মহাশয়গণ কবির বিষয়ে আলোচনা করেন। কবির স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ত একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়।

৩। দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন—২০এ ফাল্গুন ১৩২৯, রবিবার। প্রবীণ সাহিত্যিক ৮পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পরিষদের অষ্টম প্রতীষ্ঠাতা ৮নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-দ্বয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের জন্ত এই অধিবেশন আহুত হয়। সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসয়ানাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় মৃত মহাশয়গণের বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূমবাসীর পক্ষে পরিষৎকে ৮নীলরতন বাবুর একখানি তৈলচিত্র দান করিবেন, জানাইয়াছিলেন। কার্য্যনির্বাহক-সমিতির উপর এই দুই পরলোকগত সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হয়।

৪। পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন—৩রা চৈত্র ১৩২৯, শনিবার। পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এই অধিবেশন আহুত

হয়। সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার কর্তৃক ৩সত্যেন্দ্র বাবুর রচিত ‘ভারত-সঙ্গীত’ গীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মৃত মহাশয়ের রচিত ‘ইব্রাহিম ও অগ্নি-উপাসক’ কবিতা আবৃত্তি করেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত গীপতি কাব্যতীর্থ, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৩সত্যেন্দ্র বাবুর বিষয়ে বহু আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয় ৩সত্যেন্দ্র বাবুর রচিত একটি গান গাহিলেন। এই সভায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের একখানি ব্রোমাইড্ চিত্র পরিবৎকে দান করেন ও তাহা প্রদর্শিত হয়। কার্য্যনির্বাহক-সমিতির উপর মৃত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হয়।

৫। বিংশ বিশেষ অধিবেশন—১৪ই আষাঢ় ১৩৩০। এই অধিবেশনে পরলোকগত কবি মাইকেল দত্ত মধুসূদন মহাশয়ের বাষিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। এই দিন প্রাতে কবির সমাধি-স্তম্ভে পুষ্পমালা দান করা হয় এবং অপরাহ্নে পরিষদ মন্দিরে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় কবির রচনা আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, ভি এসসি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল ও শ্রীযুক্ত মনমোহন বসু এম্ এ বক্তৃতা দি করেন।

৬। তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা কার্তিক ১৩২৯ রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, এফ্ আর এস মহাশয় ‘ব্রাত্য কাহাকে বলে’ নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৭। চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—১৫ই পৌষ ১৩২৯, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, এফ্ আর এস মহাশয় ‘জয়দেব ও চণ্ডীদাস’ নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৮। পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২২এ পৌষ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ‘বুদ্ধদর্শন’ (প্রথম অংশ) পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল।

৯। ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—৩০এ পৌষ ১৩২৯, রবিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় “নেপালে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র বি এ।

১০। সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—১৩ই মাঘ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্নি মহাশয় 'সাম্বাদর্শন' বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করেন।
সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১১। অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—১৪ই মাঘ ১৩২৯, রবিবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।

১২। নবম বিশেষ অধিবেশন—২০এ মাঘ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় 'সাম্বাদর্শন' সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১৩। দশম বিশেষ অধিবেশন—২৭এ মাঘ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্নি মহাশয় 'সাম্বাদর্শন' সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১৪। একাদশ বিশেষ অধিবেশন—৫ই ফাল্গুন ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্নি মহাশয় 'সাম্বাদর্শন' সম্বন্ধে চতুর্থ বক্তৃতা করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ।

১৫। ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন—২৩এ ফাল্গুন ১৩২৯, বুধবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের ষাটশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১৬। চতুর্দশ বিশেষ অধিবেশন—২৬এ ফাল্গুন ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বৌদ্ধদর্শন' সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্।

১৭। ১৮। স্বগিত ষোড়শ ও সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশন—১৪ই চৈত্র ১৩২৯, বুধবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত টুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্।

১৯। অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন—১০ই চৈত্র ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচডি মহাশয় 'শিবাজীর সেনাদল' নামক গ্রন্থ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

২০। উনবিংশ বিশেষ অধিবেশন—৫ই বৈশাখ ১৩৩০, বুধবার। এই অধিবেশনে

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কৈলাস, মানস-সরোবর, আদি বদরীনাথ প্রভৃতি-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে উক্ত স্থানগুলির ছায়া-চিত্র প্রদর্শন করেন। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২১। একবিংশ বিশেষ অধিবেশন—১৬ই আষাঢ় ১৩৩০, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণে তিনি বিজ্ঞাপতি-রচিত বীররসাম্বক কাব্য ‘কীৰ্ত্তিলতা’র আলোচনা করেন। বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না, এই আশঙ্কায় তিনি বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে এই অভিভাষণ পাঠ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের জন্ত এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহৃত প্রথমোক্ত পাঁচটি বিশেষ অধিবেশন ব্যতীত অপর যে ঘোলাটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, বিষয়ের বৈশিষ্ট্যে সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল অধিবেশনে যাহারা বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-পাঠাদি করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষদের সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ ব্যতীত দুইটি গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচ্‌ড মহাশয় এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজোর-রচিত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের শেষ চারিটি অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়া চারিটি বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধেই প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং তদ্বারা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত একখানি অত্যাবশ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু চিরদিনই পরিষদের হিতৈষী, তিনি বিদেশে বাস করিয়াও সর্বদা পরিষদের হিতচিন্তা করিতেছেন। সম্বন্ধেই যাহাতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করে, তাহা পরিষদের সর্বথা কর্তব্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিভিন্ন বিষয়ে যে ধারাবাহিক বক্তৃতার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, আলোচ্য বর্ষে তাহা বিশেষ সকল হইয়াছে বলিয়া পরিষৎ আনন্দ বোধ করিতেছেন।

অধিবেশনে প্রদর্শিত গ্রন্থাদি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি নিম্নলিখিত অধিবেশনগুলিতে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

ক) অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১। বিষ্ণুসূক্তি (ধাতুসূক্তি)।

২। বজ্রসম্বাদ

নেপাল হইতে আনীত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।

৩। মহাকাল ধাতুমূর্তি।

নেপাল হইতে আনীত এবং শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় প্রদত্ত।

৪। উর্কপাদ বজ্রবারাহী (ধাতুমূর্তি)।

৫। পিঙ্গলমূর্তি (প্রস্তরমূর্তি)।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ।

৬। চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ প্রস্তর চৈত্য।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর।

১০। একটি প্রাচীন মুদ্রা

প্রদাতা—রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাজিলাল বাহাদুর এফ্ এল্ এম্।

১১। ১২। দুইখণ্ড খোদিত ইষ্টক।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী।

(খ) প্রথম মাসিক অধিবেশন

১৩। কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা।

১৪। প্রবাল, সামুদ্রিক বিলুক, শঙ্খ প্রভৃতি (আধার সমেত)।

১৫। নানা শ্রেণীর প্রস্তর জীবাশ্ম প্রভৃতি।

১৬। একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর চৈত্য।

১৭। কতকগুলি ধানী বুদ্ধ-সন্নিবিষ্ট একখণ্ড প্রস্তর।

এই সমস্ত ৬ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত এবং তাঁহার পুত্রবধু এবং ৬সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জননী শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত।

(গ) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৮। মহিষমর্দিনী হর্গামূর্তি (প্রস্তর)।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়।

(ঘ) অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১৯। ২৪টি প্রাচীন নানা শ্রেণীর রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

কাৰ্যালয়

আলোচ্য-বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্মসাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সহকারী সভাপতি—(কলিকাতার পক্ষে)

১। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

..

- ২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ।
- ৩। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর ।
- ৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ।
(মফস্বলের পক্ষে)
- ৫। মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ।
- ৬। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ।
- ৭। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর ।
- ৮। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

সহকারী সম্পাদক—১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ ।

২। ” জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ।

(ইনি বর্ষের শেষ ভাগে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এসি মহাশয় সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন) ।

- ৩। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী ।
- ৪। ” কিরণচন্দ্র দত্ত ।
- ৫। ” গণপতি সরকার বিজ্ঞানভূষণ ।
- ৬। ” নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ।

কোষাধ্যক্ষ—রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ।

পরে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ।

গ্রন্থাধ্যক্ষ— ” অনঙ্গমোহন সাহা ।

ছাত্রাধ্যক্ষ— ” রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের উপর কার্যালয়ের সর্ববিধ কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানভূষণ এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যভার, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর ছাপাখানা ও গ্রন্থ-প্রকাশ সংক্রান্ত কার্য্যভার এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন এবং স্মৃতি-রক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার গুপ্ত ছিল। দুঃখের বিষয়, বর্ষের শেষভাগে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবু সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু কয়েক বৎসর পরিষদের সেবা করিয়াছেন,

এজন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার স্থলে কার্য্য-নির্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এস্‌সি মহাশয় সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে চারি সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

কোষাধ্যক্ষ—পরিষদের বিশেষ হুভাগ্য যে, গত অগ্রহায়ণ মাসে কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পরিষদের কার্য্য-প্রণালীর প্রতি এতদূর প্রভাসম্পন্ন ছিলেন যে, তিনি নিতান্ত নবীন বয়স হইতেই পরিষদের নানা কাজে উৎসাহ প্রদর্শন ও বহু বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিতেন। তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান্ বঙ্গুর মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। কার্য্যনির্বাহক-সমিতি তাঁহার শূন্যপদে বৎসরের শেষ সময় পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিয়াছিলেন। পরিষদের অর্থাদি রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় পরিষদের চিত্রশালার যথাবিধি রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহার উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। চিত্রশালার পৃথক্ কার্য্যবিবরণ হইতে তাঁহার কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার নিকট পরিষৎ যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, এম্‌ আর্‌ এস্‌ আই মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অনেক বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবাল্লনারায়ণ ঘোষ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন। বহুদিন হইতে ছাত্র-সভ্য-সংক্রান্ত কার্য্যের রীতিমত প্রসার হয় নাই। কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত ররীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় বৎসরের শেষভাগে ছাত্র-সভার সংস্কার সাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন। ছাত্র-সভাগণের দ্বারা পরিষদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের সাহায্য ও তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনের প্রথা প্রচলন করা কি ভাবে সাধ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপায় নির্ধারণ ও তাহার প্রবর্তনে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। ছাত্র সভার পৃথক্ কার্য্য-বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় বিশেষ যত্নসহকারে পরিষদের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি

পূর্বোক্ত কার্য্যাধ্যক্ষগণ এবং নিম্নোক্ত নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া আলোচ্য-বর্ষের কার্য্য নির্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল :—

সাধারণ-সমগ্রগণ কর্তৃক নির্বাচিত

- ১। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ।
- ২। „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্।
- ৩। „ মৃণালকান্তি ঘোষ।
- ৪। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
- ৫। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।
- ৬। „ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
- ৭। „ মন্থনমোহন বসু এম্ এ।
- ৮। „ ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এসসি, এম্ ডি।
- ৯। „ রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ।
- ১০। „ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি, বি এ।
- ১১। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন)।
- ১২। „ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী।
- ১৩। মোলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকর্ষ।
- ১৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
- ১৫। „ রাখালরাজ রায় এম্ এ।
- ১৬। „ ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানভূষণ এম্ বি।
- ১৭। „ নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ।
- ১৮। „ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।
- ১৯। „ বিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ত্ববিহারদ।
- ২০। „ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এসসি।

শাখা-পরিষৎ হইতে নির্বাচিত

- ১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।
- ২। „ ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্।
- ৩। „ যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ।
- ৪। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
- ৫। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
- ৬। „ হরিহর শাস্ত্রী।

কার্যনির্বাহক সমিতির যে সকল সভ্য সভায় উপস্থিত হইয়া এবং পরিষদের কার্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়া সম্পাদকের সহায়তা করিয়াছেন, সম্পাদক তাঁহাদের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতির চৌদ্দটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং ছয় বার সাকুলার

পত্র পাঠাইয়া সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে আলোচিত বিবিধ বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক মৌলিক অনুসন্ধানের জন্ত এক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ পরিষদের হস্তে দান করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় ঐ অর্থ ব্যয় করা সম্বন্ধে যে সকল সর্ত্ত দিয়াছেন, তাহা গৃহীত হয়।

(২) যবদ্বীপ, শ্রাম প্রভৃতি দেশে ঐতিহাসিক বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্ত দুই জন বিশেষজ্ঞ ও এক জন ফটোগ্রাফার প্রেরণের প্রস্তাব ও তজ্জন্ত আবশ্যক অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) মিষ্টার ই ই বিস্ সাহেব বঙ্গদেশের প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় রিপোর্টে বঙ্গাক্ষরের সংখ্যা কমাইবার জন্ত রোমান অক্ষর প্রচলন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য ও উপায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট পরিষদের মন্তব্য প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া প্রতিবাদ প্রেরিত হয়। (উত্তরে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন যে, মিষ্টার বিস্ সাহেবের মন্তব্য গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই)।

(৪) ভারত সরকার কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড অফিসের কাগজ-পত্র স্থানান্তরিত করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া মন্তব্য প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং ঐ মন্তব্য ভারত সরকারে প্রেরিত হইয়াছে।

(৫) বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের রিট্রেক্শনেন্ট কমিটির মন্তব্য অনুসারে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ এবং মাদ্রাসা যাহাতে লোপ না হয়, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ও প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করা হইয়াছে।

(৬) হিষ্টরিক্যাল রেকর্ড কমিশনের নিকট হইতে বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য অর্থ সাহায্য চাহিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৭) হিষ্টরিক্যাল রেকর্ড কমিশনের প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি পাঠাইবার জন্য উক্ত কমিশনের অনুরোধপত্র গৃহীত হইয়াছিল এবং দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

(৮) পরিষদের মহিলাসদস্যগণের এবং যে সকল মহিলা পরিষদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তাঁহাদের সুবিধার জন্ত ত্রিংশ বর্ষ হইতে প্রতি মাসে একটি দিন তাঁহাদের জন্য নিদিষ্ট রাখা হইবে। এই দিনে তাঁহারা পরিষদে আসিয়া গ্রন্থাদি পাঠ করিতে ও গ্রন্থাগার ও পরিষদ মন্দির দেখিতে পাইবেন।

(৯) আগামী শীতকালে কলিকাতায় যে একজিবিসন্ হইবে, তাহাতে পরিষৎ কতকগুলি দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য আহৃত হইয়াছেন। কার্য্য-নির্বাহকে-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, যদি রক্ষণাবেক্ষণের রীতিমত বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে পরিষদের দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে পাঠাইতে বাধা নাই।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ এবং
 গ্রন্থাগার কার্য্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত ১৫ জন সদস্য পুস্তকালয়-
 সমিতির সভ্য ছিলেন। [সভাগণের নাম-তালিকা পরিশিষ্টে
 প্রকাশিত হইল।]

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ
 বিজ্ঞানভূষণ ও শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় গ্রন্থাগাবে কার্য্যে গ্রন্থাধ্যক্ষকে সাহায্য
 করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষের জন্য কলিকাতা করপোরেশন গ্রন্থাদি ক্রয়ার্থে ৬৫০ টাকা সাহায্য
 করিয়াছেন এবং করপোরেশনের সর্তানুসারে ওয়ার্ড কমিশনের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি এল্
 মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য আছেন। করপোরেশনের প্রদত্ত অর্থ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে
 পুস্তক খরিদ করা হইয়াছে। গতবর্ষে সর্বসমেত মোট ৬৮৬/০ টাকার পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে।
 আগামী বৎসর হইতে বাহাতে আরও বেশী সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য পরিষদের কার্য্য-
 নির্বাহক-সমিতি, কলিকাতা করপোরেশনের নিকট সনিবন্ধ প্রার্থনা জানাইতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ৩৩৯ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৪ খানি ক্রীত
 ও অবশিষ্ট ২৩৫ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে। ২০৫ খানি সংগৃহীত ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে
 ২৩ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৮২ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে সর্বসমেত ৫৪৪
 খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের আজীবন সংগৃহীত
 মূল্যবান লাইব্রেরীর সমুদয় গ্রন্থ ও ১০টি সুদৃশ্য আলমারী ও দুইটি র‍্যাক্ এবং স্বর্গীয়
 জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত ৭টি আলমারী ও ১টি র‍্যাক্ সমেত গ্রন্থগুলি উপহারস্বরূপ
 পাওয়া গিয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উপহৃত পুস্তকগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ২৯২ খানি এবং
 ইংরেজী ১৯৫১ খানি, সর্বসমেত ২২৪৩ খানি গ্রন্থ উপহার পাওয়া গিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লাইব্রেরীর প্রদাত্ত্রীগণের (কবির মাতা শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত এবং স্ত্রী
 শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত) সর্ভ অনুসারে পুস্তকালয়-সমিতি কর্তৃক স্থির হয় যে, কার্য্যনির্বাহক-
 সমিতির অনুমতি ব্যতীত সদস্যগণ সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরীর গ্রন্থ পাঠার্থ বাড়ী লইয়া বাইতে
 পারিবেন না। আবশ্যক হইলে তাঁহারা পরিষদে বসিয়া পাঠ করিতে পারিবেন। স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র
 চৌধুরী মহাশয়ের সহধার্ম্মণী শ্রীযুক্তা মহামায়া চৌধুরাণী মহাশায়ার নিকট হইতে তাঁহার স্বামীর
 সংগৃহীত গ্রন্থরাজির মধ্যে বাঙ্গালা ৫৬৭ খানি ও ইংরাজী ১৬৩১ খানি মোট ২২৯৮ খানি পুস্তক
 উপহার পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভূতপূর্ব 'নব্যভারত'-সম্পাদক ৮দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী
 মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং বর্তমান 'নব্যভারত'-সম্পাদিকা শ্রীমতী কুল্লনলিনী রায় চৌধুরী মহাশয়া
 প্রথম হইতে শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত 'নব্যভারত' দান করিয়া পরিষদের বিশেষ অভাব পূরণ
 করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্নয় মহাশয় ১৭১ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন এবং
 ভবিষ্যতে আরও উপহার দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পরিষদ গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে

ঋঁহারা ংরূপ ঢিঃস্বার্থভাবে তাঁহাদের সংগৃহীত গ্রন্থাদি উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাঠ ।

পরিষদের সদস্য ংগ্রহকার ং প্রকাশকগণকে বিশেষভাবে ংনুরোধ করা হইতেছে যে, তাঁহারা ংনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের রচিত বা প্রকাশিত পুস্তকের ংক ংক ংও পরিষদে গ্রন্থাগারে উপহার পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন । পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাদারের সংখ্যা বৃদ্ধিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু ং বৎসরেও পুস্তকাদার প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় ংই । ংগামী বৎসরে যে কোন উপায়ে পুস্তকাদার প্রস্তুত করিতেই হইবে ।

ংমেরিকার ংস্থিৎসোনিয়ান্ ইন্সটিটিউশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কালীীর তত্ত্ব-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কালীীর জ্ঞানমণ্ডল, Royal Siamese Consulate General, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন ংং কুমার ংশ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্্র-নাথ লাহা মহাশয়, ক্যাল্কাটা ংরিয়ান্টাল সিরিজ, হ্রযীকেশ সিরিজ ং ছর্গাচরণ সিরিজের গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছেন । ফ্রান্সের La Societe De Linguistique De Paris, ংমেরিকার Museum of Fine Arts, American Anthropological Association তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যথারীতি পাঠাইতেছেন ।

ংলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রের মধ্যে ১০ খানি দৈনিক, ৪৩ খানি সাপ্তাহিক, ৩ খানি পাক্ষিক, ৬৮ খানি মাসিক ং ৬ খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে । ংতদ্ব্যতীত কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট ং পেটেণ্ট অফিস নোটিফিকেশন গবর্নমেন্টের নিকট হইতে ংনয়মিতভাবে পাওয়া গিয়াছে । গবর্নমেন্টের পরিবর্তিত ংনয়মানুসারে গত জানুয়ারী মাস হইতে ইণ্ডিয়া গেজেট পাওয়া যাইতেছে ং । [সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল] ।

Indian Antiquary ং Modern Review পত্রিকা দুইখানির গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়া গিয়াছে ।

পরিষদের পাঠাগার ংদ্বিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ ২ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত সাধারণের পাঠের জন্ত খোলা ছিল । প্রত্যহ প্রায় ১০০ জন পাঠক সংবাদ-পত্র ং পুস্তকাদি পাঠ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন । প্রতিদিন পড়ে ৫০ খানি গ্রন্থ সদস্যগণ বাড়ীতে পাঠার্থ লইয়া গিয়াছিলেন । সাধারণের পাঠাগারে বসিয়া সাময়িক-পত্র, পুস্তক ং মাসিক পত্রিকাদি পাঠ করিবার জন্য ংবন্দোবস্ত করা হইয়াছে ।

ংসিয়াটিক সোসাইটির হলে হিস্টরিক্যাল্ রেকর্ড কমিশনের প্রদর্শনীতে পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে বহু ছদ্মাপ্য ং প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল ।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ছিল ৪৫৩৪ । তৎপরে বর্ষমধ্যে পরিষদের বন্ধুগণের নিকট হইতে ১৫ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে । ইহার মধ্যে ংশ্রীযুক্ত ংন্নদাকুমার তত্ত্বরত্ন মহাশয়

১২ খানি শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায় ১ খানি, ডাঃ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত ১ খানি, এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস ১ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১১ খানি সংস্কৃত এবং ৪ খানি পুথি বাঙ্গালা। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইয়াছে—৪৫৪৯।

পুথির শ্রেণী

বাঙ্গালা পুথি	২২২৭
সংস্কৃত „	১৩৫৭
অসমীয়া „	৩
ওড়িয়া „	৩
হিন্দী „	২
ফার্সী „	১২
তিব্বতীয় „	২৪৪
ইংরেজী „	১
	৪৫৪৯

উপরে পুথির যে সংখ্যা দেওয়া গেল, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, আলোচ্য বর্ষে পুথি সংগ্রহ একরূপ কিছুই হয় নাই। এখনও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অসংখ্য পুথি অথচ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের কত যে অনুল্য রত্ন উপেক্ষায় অনাদরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃৎহ মন্দিরের পুথিরক্ষার অতি উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাহাদের গৃহে পুথি আছে, অথচ তাহা রক্ষা করিবার স্বেচ্ছাবস্তুর অভাব, তাঁহারা যদি সেই সকল পুথি পরিষদে দান করেন, তবে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গৃহীত হইবে। সম্পাদক এবিষয়ে পরিষদের সদস্য এবং বাঙ্গালী মাত্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ মন্দিরে রক্ষিত পুথির বিবরণযুক্ত তালিকার মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাহাতে সদস্যগণ ও সাধারণে ইহার বিষয় অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য পত্রিকার সহিত ইহা প্রকাশের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষেই ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে প্রায় একশত পুথির তালিকা প্রস্তুত সমাধা হইয়াছে। ইহাতে আনুমানিক ২০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী একখানি তালিকা মুদ্রিত হইতে পারিবে।

বাঙ্গালার অনেক প্রাচীন কবি মহাভারতের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কাশীরাম দাস এবং কবি সঞ্জয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা উভয়ে একই মহাভারতের অনুবাদ করিলেও উপাখ্যানভাগে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে, তদানীন্তন সমাজের ধর্ম্মবিষয়ক রুচি-বিভিন্নতার কথা আপনিই পরিষ্কৃত হইয়া

উঠে। সমাজের ধর্মব্যাখ্যাভূষণ একই মূল উপাখ্যান বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রধানতঃ লৌকিক উপাখ্যান অবলম্বনে বিরচিত মহাভারতে তাই এত পার্থক্য দেখা যায়। এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান এবং আলোচনার স্বত্বপ্রাপ্ত করিবার জন্য পরিষদের পুথিশালা হইতে কাশীরাম দাস এবং মহাকবি সঞ্জয়ের মহাভারত অবলম্বনে উভয়ের উপাখ্যান-গত বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষের প্রতি মাসিক অধিবেশনে পুথিশালা হইতে এইরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালা পুথির একটি বিষয়ানুসারিণী তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিষয় বিভাগ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত এসিয়াটিক সোসাইটির ফলে কলিকাতার হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড কমিশনের যে প্রদর্শনী হয়, তাহাতে প্রদর্শনের জন্য বহু প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথি প্রেরিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে

চিত্রশালায় কাগ্যাদি পরিচালিত হইয়াছিল। বর্ষমধ্যে চিত্রশালা-
চিত্রশালা সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে

চিত্রশালায় প্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণের প্রস্তাবালোচনা ব্যতীত হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের নেতৃত্বে এসিয়াটিক সোসাইটিতে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের প্রদর্শনযোগ্য কতিপয় চিত্র, প্রাচীন পুথি, ছদ্মপা প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থাদি নির্বাচন করা হইয়াছিল; ইহার বিষয় পুথি ও গ্রন্থশালা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। চিত্রশালা হইতে কতকগুলি চিত্র ব্যতীত অন্য কিছুই প্রেরিত হয় নাই। চিত্রশালা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় জনা নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্য ঋণার উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের চিত্রশালা-সমিতি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রাপ্তদ্রব্যাদি ও প্রদাতৃগণ

১। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃষ্টি (প্যারিস প্লাষ্টারে নির্মিত) —

শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত ব্যারিষ্টার

২। দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র—শ্রীমতী ফুল্লনলিনী দেবী।

৩। কৈলাসচন্দ্র সিং মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র } —গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় শ্রুতি

৪। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুর মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র } ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত।

৫। কবিরাজ হর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র—

পরিষদের স্থাপিত স্মৃতি-সমিতির অর্থ হইতে প্রস্তুত।

৬। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র—

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ ব্যারিষ্টার।

৭। প্রাচীন মুদ্রা—১দফা ৫০টি (অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত) •

শ্রীযুক্ত মহামায়া দত্ত।

- ৮। প্রাচীন মুদ্রা ১দফা ১৩টি— রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাজিলাল বাহাদুর
এফ্ এন্ এল্,
- ৯। ই ১দফা ২৪টি— শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এন্ এ,
- ১০। ই ১দফা ৪টি— শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত।
- ১১। ধাতুময়ী মূর্তি উর্কপাদ-বজ্রবারাহী— শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ,
- ১২। ... বিষ্ণু— মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
- ১৩। ... মহাকাল— ই
- ১৪। ... বজ্রসত্ত্ব— শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এন্ এ,
- ১৫। প্রস্তরমূর্তি—মহিষমর্দিনী দশভূজা দুর্গা—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়,
- ১৬। ... ২০টি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তিযুক্ত প্রস্তর খণ্ড (৬অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত)—শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত,
- ১৭। প্রস্তরমূর্তি, একটি চৈত্যা—(৬অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত)—
শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত,
- ১৮। ইষ্টক—ছাতনার লিপিয়ুক্ত-একখানি—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার বসু,
- ১৯। „ কামাখ্যা উমানন্দ দ্বীপ হইতে সংগৃহীত ছইখানি—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার
রায় চৌধুরী বি এ,
- ২০। „ বাঁশবেড়ে বাসুদেব মন্দির হইতে সংগৃহীত—শ্রীযুক্ত মনোমোহন
গঙ্গোপাধ্যায় বি ই,
- ২১। সামুদ্রিক কিল্লুক, প্রবাল, জীবাশ্ম
প্রভৃতি—(আধার সমেত) } শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত
(৬অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত) }
- ২২। সারনাথ হইতে সংগৃহীত মুদ্রণ
পাত্রাদির খণ্ড } শ্রীযুক্ত সতীশ্রসেবক নন্দী ও শ্রীযুক্ত
রামকমল সিংহ

এই সমস্ত দ্রব্যাদি পাইয়া পরিষদের চিত্রশালার বিশেষ উপকার হইয়াছে এবং ইহার উপযোগিতা সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট উপলব্ধি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে চিত্রশালায় রক্ষার উপযুক্ত বহুদ্রব্য ইত্যন্তঃ মাঠে ঘাটে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সে সকল দ্রব্যো বাঙ্গালী জাতির কত ইতিহাসের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে, তাহা কে বলিবে? মহাদয় বঙ্গবাসী স্বদেশের সেই পুরাতন শিল্প ও ইতিহাসের অযত্নরক্ষিত নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিয়া সেগুলির সম্যক্ আলোচনার জন্ত পরিষৎ-চিত্রশালায় প্রেরণ করিয়া দেশের নষ্ট-গোরব উদ্ধারে সাহায্য করিবেন না কি? পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্গবাসিমাত্রকেই এই বিষয়ে যত্নবান্ হইবার জন্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

পরিষদের পরম উৎসাহী সদস্য কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এন্ এ, বি এল্,

পিএচ ডি মহাশয় প্রাচীন মুদ্রা খরদের জন্ত পরিষদের হস্তে আলোচ্য বর্ষে ৫১ একান টাকা দান করিয়াছেন। কুমার বাহাদুরের এই মহদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার জন্ত সদন্ত-গণকে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি। এই দান করিয়া তিনি পরিষদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বিগত বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রশালার প্রস্তর ও পিত্তলমূর্ত্তি ও ইষ্টকাদির বর্ণনায়ুক্ত তালিকা-পুস্তক মুদ্রিত করিয়া পরিষদের বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন। এ বৎসরের শেষভাগে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিত্তাভূষণ মহাশয় প্রাচীন মুদ্রার তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছিলেন। আশা করা যায়, আগামী বৎসরের মধ্যে এ কার্য সম্পূর্ণ হইবে।

চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর উপর পরিষৎ কর্তৃক “বাস্তু-বিভাগ” নামক শিল্প-বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদন ও বঙ্গানুবাদ করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছে; তিনি এ কার্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং অর্থের ব্যবস্থা হইলে পুস্তকটি শীঘ্রই মুদ্রিত করিতে পারা যাইবে, আশা করা যায়।

‘রমেশ-ভবন’ নির্মাণ-কার্য শেষ হইলে পরিষদের সমস্ত চিত্র ও প্রাচীন দ্রব্যাদি পূর্বোক্ত বাটীতে স্থানান্তরিত করা হইবে। এই বাটীর পরিকল্পনা ও নির্মাণ-কার্য পরিদর্শনের ভার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর উপর প্রদত্ত হইয়াছে; তিনি উহার নির্মাণ-কার্য প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন।

বিগত জানুয়ারী মাসে হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির হলে ঐতিহাসিক পত্র-দলিলাদি ও প্রাচীন চিত্র প্রভৃতির যে প্রদর্শনী হইয়াছিল; সেই প্রদর্শনীতে উক্ত কমিশনের আহ্বানে কার্যানির্বাহক-সমিতির অনুমতি অনুসারে পরিষদের প্রদর্শনযোগ্য কতকগুলি দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল। মাননীয় বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন বাহাদুর উক্ত প্রদর্শনী উপলক্ষে আহৃত অধিবেশনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি সংগ্রহের ও সংরক্ষণের জন্য যে যে অনুষ্ঠান, যন্ত্র ও চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। পরিষৎ প্রাচীন পুথি, প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক, প্রাচীন চিত্র ও দলিলাদি প্রদর্শন করেন। পরিষৎকে এই প্রদর্শনীতে নিজ সংগৃহীত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের যে অবসর ও সুবিধা দান করিয়াছেন, তন্ময় হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের কর্তৃপক্ষগণ পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

কার্যানির্বাহক-সমিতির নির্দেশে ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় ছাত্রসভা-বিভাগ পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বিগত কয়েক বৎসরের কার্যাবলী আলোচনা করিয়া উক্ত সমিতিতে মস্তব্য উপস্থিত

করিলে পর সমিতির নির্দেশমত, বহুদিন হইতে ষাঁহাদের নাম ছাত্রসভা-তালিকায় রহিয়াছে, তাঁহাদের নাম বাদ দেওয়া হয়। বিবিধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা ছাত্রসভাগণকে উপদেশ দ্বারা পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কার্য্য করিবার জন্য ব্যবস্থা হয় এবং তাঁহাদের উৎসাহ দিবার জন্য তাঁহাদিগকে পূর্বপ্রথানুসারে পদক বা পুরস্কার দেওয়া হইবে স্থির হয়। তদনুসারে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এবং ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় নানা উপদেশ দেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রগণকে কলিকাতা মিউজিয়মে স্মৃতি-তত্ত্ব শিক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছেন। একটি ছাত্র প্রাচীন পুথি পাঠ করিতে ও একটি ছাত্র ‘সমাচার-দর্পণ’ হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ক্রম-বিকাশ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং একজন ‘বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম ও বৌদ্ধমতের প্রভাব’ বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। আশা করা যায়, আগামী বর্ষ হইতে ছাত্রসভাগণকে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য যথেষ্ট আয়োজন হইবে।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বর্ষের শেষে কিছুদিনের জন্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চাপাখানা-সমিতি হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীযুক্ত কিরণবাবু স্থানান্তরে গমন করায়, ঐ সমিতির সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির ৭ টি অধিবেশন হয়। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে গ্রন্থমুদ্রণ, চারি সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রণ, ২৮শ বার্ষিক ও মাসিক কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ছাপাখানা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্য্য চলিয়াছিল,—

- (১) ছায়দর্শন, ৩য় খণ্ড—সম্পাদক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।
- (২) বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।
- (৩) ত্রিক্ষমঙ্গল—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদনে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।
- (৪) সাধকরঞ্জন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যরঞ্জিত মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে।
- (৫) উদ্ভিদ-জ্ঞান (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদক।
- (৬) ত্রীতীপদকল্পতরু (৩য় খণ্ড)—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।
- (৭) লেখনীলালুকরমণী—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ—সম্পাদক।
- (৮) রসকদম্ব—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ—সম্পাদক।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে পদকল্পতরু ৩য় খণ্ড সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইল। উদ্ভিদ-জ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ডের মূল, লেখমালা-সুক্রমণী প্রথম খণ্ডের মূল শেষ হইয়াছে। রসকদম্ব মুদ্রণের জন্ত ছাপাখানায় দেওয়া হইয়াছে। অতীত গ্রন্থের মুদ্রণকার্য চলিতেছে। সংকীর্ণনামৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কিছু পরিবর্তন আবশ্যক হওয়ায়, ছাপিতে দিতে পারা যায় নাই।

গ্রন্থ-প্রকাশের জন্ত মাননীয় বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের নিকট বার্ষিক সাহায্য ১২০০ এবং লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ী-তহবিলের সুদ ৪৫৫ এবং গ্রন্থ-বিক্রয়দ্বারা ১২৫১০ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সূসম্পাদিত গ্রন্থ প্রচার করা। কিন্তু উপযুক্ত অর্থের অভাবে এই কার্য বিশেষরূপ অগ্রসর হয় না। সহৃদয় দেশবাসী ও সদস্তগণ এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিলে, পরিষৎ বহুবিধে সঙ্গ্রহ প্রচার দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের অভাব পূরণের জন্ত চেষ্টা করিতে পারেন। সম্পাদক এই জন্ত তাঁহাদের নিকট ভিক্ষার্থী।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, এম্ এল্ এ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় এই বর্ষে চারি সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখায় অনুমোদিত কতিপয় প্রবন্ধ এই চারি সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলি ও তাহাদের লেখকগণের নাম লিখিত হইল,—

প্রাচীন সাহিত্য	—২
সাহিত্য	—১
ইতিহাস	—৩
পরিভাষা	—১
প্রবৃত্তি	—২

প্রাচীন সাহিত্য—

(১) আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ (৩য় প্রবন্ধ)—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

(২) বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—পরিষৎ পুথিশালা হইতে সম্পাদিত ১ হইতে ৩২ পৃঃ।

সাহিত্য—

(১) বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর—লেখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

(২) ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র—লেখক অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট।

প্রবৃত্তি—

(১) নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তি—লেখক শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

(২) 'সমতটের পূর্ক' প্রবন্ধের প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য—লেখক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র ।

ইতিহাস—

(১) চণ্ডীদাস—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ ।

(২) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব—লেখক শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ ।

(৩) সভাপতির অভিভাষণ—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ ।

শিল্পনিজ্ঞান—

(১) চিত্রলক্ষণ—লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ ।

পরিভাষা—

(১) আলোক বিজ্ঞানের পরিভাষা—লেখক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই ।

স্মৃতি-রক্ষণ

আলোচ্য বর্ষে পরলোকগত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার কার্য্য নিম্নোক্তভাবে সম্পাদন করিতে পারা গিয়াছিল ।

(১) নিম্নোক্ত মহাশয়গণের স্মৃতি এইভাবে রক্ষিত হইয়াছে—

(ক) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিভাভূষণ মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তাঁহার এক ভক্ত শিষ্য পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইতিপূর্বে তাঁহার একখানি ব্রোমাইড চিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত হইয়া পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

(খ) পরিষদের ভূতপূর্ক সভাপতি সৎকারী সম্পাদক কবিরাজ হর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কতিপয় বন্ধুর প্রদত্ত অর্থে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে ।

(গ) ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের এবং (ঘ) স্নলেখক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত হইয়া গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

(দ) পরিষদের ভূতপূর্ক সভাপতি এবং প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড চিত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার মহাশয় দান করিয়াছেন এবং তাহা তাঁহার স্মৃতি-সভায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

(২) পূর্কসঙ্কলিত স্মৃতিরক্ষার কার্য্য-সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য হইয়াছে,—

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ক প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটি প্যারিস প্রাষ্টার নিমিত্ত মূর্ত্তি (Bust) তাঁহার স্মরণ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিষৎকে

দান করিয়াছেন। এই সুদৃষ্টি এবং পূর্ক্স বৎসরে স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের ভাগিনের শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র মহাশয়-প্রদত্ত তৈলচিত্র আগামী বৎসরে প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(খ) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং তজ্জন্ম ১৫ টাকা দান সংগৃহীত হইয়াছে।

(গ) দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের একখানি চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। আগামী বর্ষে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

(ঘ) কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্রের জন্ত একখানি ফটো সংগৃহীত হইয়াছে।

(ঙ) কবি বিহারিলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের একখানি চিত্র কবির পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্তী ব্যারিষ্টার মহাশয় দান করিয়াছেন, তাহা অঙ্কার সভায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(চ) রাজা শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর মহাশয় দান করিয়াছেন এবং তাহা অঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৩) নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের অনেকেরই চিত্রাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের নামে যে সকল তহবিল খোলা রহিয়াছে, তাহার কার্য নিম্নোক্তরূপ হইয়াছে,—

(ক) কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল—আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ৮১০ স্ৰুদ পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই তহবিলে ২৮৬৯৯ উদ্ভূত রহিয়াছে।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে ২২৮ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি নির্মাণের জন্ত গত ৫ বৎসরে ২৫৪২১০ টাকা উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে ২৪৯৯১/৩ মূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষে ৪২৫৮৯ উদ্ভূত রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা—শ্রীযুক্ত প্রবন্ধুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জননী শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী দেবী মহাশয়া তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতিবিজড়িত কোন সাহিত্যিক কার্য্য করিবার জন্য পরিষদের হস্তে ৫০০ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছিলেন।

(গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে ২০১৮০ স্ৰুদ ও বই বিক্রয় বাবদ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে ৬৫১৮৩ উদ্ভূত রহিয়াছে। এই অর্থ হইতে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল—আলোচ্য বর্ষে ৫৯ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং ১৮ টাকা স্ৰুদ পাওয়া গিয়াছে বর্ষশেষে এই তহবিলে ১৭৮৪৮ টাকা উদ্ভূত বহিল। স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে সকল সংকল্প গৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন কাজ হয় নাই। উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে স্মৃতি-সমিতি অন্ত্যস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

(ঙ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে ১০/০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে ও বায়বাসে বর্ষশেষে ৯১/০ টাকা উদ্ভূত রহিয়াছে। এই অর্থ হইতে ১৩২৯

৩ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে তাঁহার বার্ষিক স্মৃতি-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

(চ) আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিল—আলোচ্য বর্ষে ৫৮ টাকা পাওয়া গিয়াছিল এবং ব্যয় বাদে ১৮৩ উদ্ধৃত আছে।

(ছ) শ্রুর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—মৃত মহাত্মার চিত্র প্রাতিষ্ঠার ব্যয় নির্বাহের পর, এই তহবিলে ৭৫।০ উদ্ধৃত রহিয়াছে। এই তহবিল পুষ্ট করিয়া বর্ষে বর্ষে তাহার স্ৰুদ হইতে পদক দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(জ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে প্রাপ্ত কোম্পানীর কাগজের স্ৰুদ ১০৮ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে ২২০৮ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অর্থে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পাণ্ডিত মহাশয়ের সংগৃহীত কবির লিখিত “ওমার খায়ম” প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে।

(ঝ) রজনীকান্ত সেন স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে ৬৮০ স্ৰুদ পাওয়া গিয়াছে; বর্ষশেষে ৩৪৮০ উদ্ধৃত হইয়াছে।

(ঞ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডারে ৫০৮ টাকা পাওয়া গিয়াছিল এবং ২ খানি চিত্র প্রস্তুতের জন্য তাহা ব্যয় হইয়াছে। এই দুইখানি চিত্র অঙ্ককার সভায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ট) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিলে—এই তহবিলে পূর্ব বৎসরে ১০০৮ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এ বিষয়ে কোন কাজ হয় নাই।

(ঠ) মনোমোহন চক্রবর্তী স্মৃতি-তহবিল—পূর্ব বৎসরে ইহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য ৫০৮ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

(ড) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য প্রস্তরফলক প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। উহা তাঁহার জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

(ঢ) কবিরাজ জগদীশচন্দ্র সেন শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল—স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যয় নির্বাহের পর, এই তহবিলে ২৪৮ উদ্ধৃত রহিয়াছে।

এই সকল স্মৃতি-ভাণ্ডারের স্মৃতিকল্পে যাহারা অনুগ্রহপূর্বক টাকা দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

(৪) দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ নিম্নলিখিত মহাত্মাগণের স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সাধারণের নিকট এবং পরিষদের সহায় সদস্যগণের নিকট এ বিষয়ে পরিষৎ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। বঙ্গদেশের এই একমাত্র প্রতিষ্ঠানেই এতগুলি সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা কেবল সাধারণের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা যাহাতে আরও রূপাদৃষ্টি করেন, তজ্জন্ত সম্পাদক বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন।

(১) সারদাচরণ মিত্র, (২) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, (৩) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (৪) গিরিশচন্দ্র ঘোষ, (৫) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, (৬) রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, বাহাদুর (৭) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, (৮) দামোদর মুখোপাধ্যায় (৯) শিবনাথ

শাস্ত্রী, (১০) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, (১১) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (১২) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (১৩) রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার, (১৪) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (১৫) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, (১৬) প্রাণনাথ দত্ত, (১৭) অদ্বৈতচরণ আচা এবং (১৮) চারুচন্দ্র ঘোষ।

(৫) আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার ভার পরিষদের উপর অর্পিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যতদূর কার্য্য হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল,—

(ক) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—কবিবরের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ত একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, যেরূপ চাঁদা সংগৃহীত হইবে, তদনুরূপ স্মৃতি-রক্ষার কার্য্য করা হইবে। সমিতির সভাগণ অর্থসংগ্রহের জন্ত বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা যে-ভাবে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, সম্মত করির উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে ৪৫ চাঁদা উঠিয়াছে এবং বিশ্বভারতীর নিকট হইতে ১০০ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। করিব ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার ও তাঁহার পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকগুলি ১০টি আলমারী ও দুইটি র‍্যাকসমেত তাঁহার জননী ও তাঁহার স্ত্রী পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই সকল আধারে উক্ত পুস্তকগুলির স্থান সংকুলান হয় না। এই জন্ত স্মৃতি-সমিতি আরও দুইটি আলমারী প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আলমারীর উপর সত্যেন্দ্রনাথের নামাক্ত পিতৃলফলক দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্মৃতি-সমিতির সভাগণের নাম পরিশিষ্ট দেওয়া হইল।

(খ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়—‘চণ্ডীদাস’-সম্পাদক নীলরতন বাবুর স্মৃতি-রক্ষার বিষয়ে পরিষদের হিতৈষী ও উৎসাহী সদস্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি বীরভূমবাসীর পক্ষ হইতে একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিবেন।

(গ) ‘উল্ভাস্ত-প্রেম’-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এবং (ঘ) প্রবীণ সাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই দুইখানি ব্রোমাইড্ চিত্র অঙ্ককার সভায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ঙ) ‘নব্যভারত’-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তাঁহার পুত্রবধু, ঐশ্বর্য্যকুমার রায় চৌধুরী ব্যারিষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী মহাশয়া দান করিয়াছেন, তাহা অগ্ৰ প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্রপ্রদাতার নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

(চ) ‘অনাথ-বালক’-প্রণেতা চন্দ্রশেখর কর বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয়ের একখানি ওয়াটার কলার চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় এই চিত্র পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্ত তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। এই চিত্র প্রস্তুত করিতে ঐহার সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

পরলোকগত সাহিত্যকগণের স্মৃতিরক্ষা করিতে তাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মোট আয় ২১২৬২।৮৫ টাকা এবং মোট ব্যয় ২১০৬১।২ টাকা। পূর্ব বৎসরের সাধারণ-তহবিলের ১৩২৩৮৬

আয়-ব্যয়

টাকা এবং বিভিন্ন-বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ২৪৩১০৮০ টাকা, একুনে সাধারণ

ও বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের উদ্ধৃত ২৫,৬৩৩।৬ টাকা ধরিয়া বর্ষশেষ সাধারণ ও বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের মোট ২৫,৬৩৩।৬ টাকা উদ্ধৃত রহিয়াছে। এই উদ্ধৃত টাকার মধ্যে পরিষদের সাধারণ তহবিলের ৮৯২৮।৯ এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ২৪,৭৪০।৮২ টাকা উদ্ধৃত আছে। বর্তমান বর্ষে আয় অপেক্ষা ২০১৮৩ টাকা ব্যয় কম হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বজেটের নির্দিষ্ট চাঁদা অপেক্ষা, কম টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। পরিষদের সদস্যগণের নিকট অন্যান্য ১৩২৮৩ টাকা চাঁদা অনাদায়ী রহিয়াছে, তাহার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ টাকা সদস্য মহোদয়গণ যদি অমুগ্রহপূর্বক প্রদান করিতেন, তাহা হইলে বজেটের নির্দিষ্ট চাঁদার টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা চাঁদা আদায় থাকে বৃদ্ধি হইতে পারিত এবং বর্ষশেষে দেনার পরিমাণও কম হইত। সদস্যগণের নিকট যে টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্ত পরিষৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু পরিষদের সদস্যবৃন্দ সকলেই পরিষদের পরম হিতৈষী বহু। পরিষদের উন্নতিকল্পে তাঁহারা এযাবৎ নানাবিধ উপায়ে সহায়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা অমুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের বাকি চাঁদা ও নিজ নিজ প্রতিশ্রুত বার্ষিক দেয় চাঁদা নিয়মিতভাবে প্রদান করিলে, পরিষদের কার্য-সম্পাদনে বিশেষভাবে সাহায্য করা হইবে। পরিশিষ্টে আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ মুদ্রিত হইল।

পূর্ব বৎসরে পরিষদ মন্দির মেরামতের জন্ত সদস্যগণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। পূর্ব বৎসরেই মন্দির মেরামতের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু

প্রয়োজনানুযায়ী অর্থাভাবে কন্ট্রোলদিগের বিল শোধ করিতে

পরিষদ মন্দির

পারা যায় নাই। এই বাবদে এখনও প্রায় আড়াই হাজার

টাকা দেনা রহিয়াছে। তাঁহাদের বিলের টাকা সম্বন্ধে শোধ করা বাঞ্ছনীয়। বঙ্গের লক্ষ্মীর বরপূজা এবং পরিষদের হিতৈষী সদস্য মহোদয়গণ কৃপাদৃষ্টি করিলে অল্প দিনের মধ্যেই পরিষদের মন্দির-মেরামতের দেনা পরিশোধ হইয়া উক্ত তহবিলে ভবিষ্যতের জন্ত প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইত। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ অভাবের কথা সদস্যগণের গোচর করিতেছি। পরিষদ মন্দির মোটামুটিভাবে মেরামত হইলেও ইহার সংলগ্ন ভূতাদিগের ঘর ও শৌচাগার এবং জলের কল প্রভৃতি অর্থাভাবপ্রযুক্ত এতদিন প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এই জন্ত পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে

অর্থদাহায্য চাহিতেছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বঙ্গভাষানু-রাগী ব্যক্তিমাত্রেই পরিষদের উন্নতিকল্পে আন্তরিকতা প্রকাশ করা প্রার্থনীয়। মন্দির মেয়ামতের জন্ত বর্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্ত পরিষৎ দাত-মহোদয়গণের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

১। বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর—	৫০০
২। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর—	৩০০
৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—	১০০
৪। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ (হাওড়া)—	৫০
৫। " কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ—	৫০
৬। " ভবানীচরণ লাহা—	৫০
৭। " গোকুলচন্দ্র লাহা—	৫০
৮। " গিরিজাকুমার বসু—	১০
(গতবর্ষে) " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ—	৫

এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, উল্লিখিত সমস্ত টাকাই পরিষদ-মন্দির মেয়ামত কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। পরিষদের মন্দির নিৰ্ম্মাণের সময় যে সকল প্রতিশ্রুত টাকা এখনও আদায় হয় নাই, সেগুলি এবং অগ্রান্ত বিষয়ে অনাদায়ী টাকা আদায় করিবার জন্ত সর্বতোভাবে পরিষদের উন্নতিকামী হিতৈষী বন্ধু বিখ্যাত এটর্নী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, এম্ এল্ সি মহাশয় বিশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। তিনি গতবর্ষেও এবং প্রকার কার্যে পরিষৎকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া পরিষদের সুবিধার জন্ত তিনি নানা বিষয়ে যেরূপভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁহার দ্বারা পরিষদের উদ্দেশ্য সাধন অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে। এজন্ত পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দয় যেরূপ শ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের আয়-ব্যয় পরীক্ষার কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্ত তাঁহাদের নিকট পরিষৎ যথোচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। আয়-ব্যয়-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য বর্ষে কতিপয় সাহিত্যিকের চিত্রপ্রতিষ্ঠার দ্বারা পরিষদ-মন্দিরের শোভা ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। সঙ্কলিত আলমারী ও র্যাক প্রভৃতি অর্থাভাবে নিৰ্ম্মিত না হইলেও, পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পুস্তকালয়ের স্মৃৎ ১০টি আলমারী ও একটি 'র্যাক

এবং জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের লাইব্রেরীর সহিত ৬টি আলমারী ও একটি সুল্লর র্যাক পাওয়ায় পরিষদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের সভামন্ডের জন্ত একটি রুক বাড়ি দান করিয়া পরিষদের পরম হিতৈষী বন্ধু কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষের চেষ্টায় ও কলিকাতা করপোরেশনের অনুগ্রহে আগামী ১৯২২।২৩ সালের জন্ত পরিষদ মন্দিরের বার্ষিক ট্যাক্স রেহাই হইয়াছে। এই জন্ত কলিকাতা করপোরেশন করপোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় এবং কমিশনারগণকে পরিষৎ বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

পদক ও পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্ত নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

- ১। **হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক**—জাতীয় জীবন গঠনে বিশেষলালের স্থান।
- ২। **ব্যামকেশ মুস্তফী বর্ণ-পদক**—(ক) বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)।
- ৩। **ব্যামকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক**—(খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।
- ৪। **হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক**—বকিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।
- ৫। **শশিপদ রৌপ্য-পদক**—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।
- ৬। **রামগোপাল রৌপ্য-পদক**—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের ‘এবা’ কাব্য সমালোচনা।
- ৭। **অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক**—(ক)—বাঙ্গালার গীত-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।
- ৮। **অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক**—(খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।
- ৯। **নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক**—নবীনচন্দ্রের কাব্যে ‘জয়ৎকার’-চরিত্র।
- ১০। **সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক**—বাঙ্গালী সাহিত্যে ‘সুরেশচন্দ্র’

- ১১। **শ্রী শ্রী গুরুদাস রোপ্য-পদক**—৫০টি অপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য সংগ্রহ।
- ১২। **আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার** (১০০)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।
- ১৩। **শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার** (২৫)—খৃষ্টধর্মে ভক্তিবাদ।

উক্ত ১৩টি বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২৬টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। যে সকল বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই, তাহাদের সংখ্যা ৫ এবং কার্য্যানির্বাহক-সমিতি সময় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল বিষয়ে আর প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই এই জন্ত তাহাদের পরীক্ষকও নির্দোষিত হয় নাই। ৩য় বিষয়ের প্রবন্ধ এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। ২টি বিষয়ে কোন প্রবন্ধই পাওয়া যায় নাই। অবশিষ্ট পাঁচটি বিষয়ে প্রবন্ধের পরীক্ষার ফল নিম্নে দেওয়া হইল।

১। বেণমকেশ মুস্তফী স্বর্ণ-পদকের জন্য “বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ” বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২। শশিপদ রোপ্য-পদকের জন্য “বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন” বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ভক্তিবিনোদ, সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

৩। নবীনচন্দ্র সেন রোপ্য-পদকের জন্য “নবীনচন্দ্রের কাব্যে জরৎকার চবিত্র” বিষয়ে শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র রায় বি এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৪। “হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী” স্বর্ণ-পদকের জন্য “জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্র-লালের স্থান” বসয়ে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৫। শ্রী শ্রী গুরুদাস রোপ্য-পদকের জন্ত “৫০টি অপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য সংগ্রহ” বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্ এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিদ্যাভূষণ।

এই সকল পদকের মধ্যে ১ম ও ৩য় পদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ২য়টি সেবাত্র শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষে “দেবালয়ের” কর্তৃপক্ষ এবং ৪র্থটি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় দান করিয়াছেন। তজ্জন্ত তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। ৫ম পদকটি শ্রী শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

স্বত্তি-রক্ষা তহবিলের উদ্ধৃত্ত অর্থ হইতে দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষক মহাশয়গণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া প্রবন্ধগুলির পরীক্ষা করিয়া কার্য্যনির্বাহক-সমিতির বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

যে সকল বিষয়ে প্রবন্ধ মোটেই পাওয়া যায় নাই বা মাত্র এক একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের বিষয়ে আগামী বর্ষে কার্য্যনির্বাহক-সমিতি যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

আলোচ্য-বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন নূতন শাখা-সভা প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠার

শাখা-পরিষৎ

সুচনার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যে সকল শাখা-পরিষৎ

এক্ষণে রহিয়াছে, তন্মধ্যে গোহাটী, মেদিনীপুর, কাশী, নদীয়া প্রভৃতি দুই চারিটি শাখার কার্য্যকারিতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অন্ত্যায় শাখা রীতিমত-ভাবে কাজ করিতেছেন কি না, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। আলোচ্য বর্ষ হইতে মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ ‘মাধবী’ নামক এক মাসিকপত্রিকা এবং কাশী-শাখা ‘বঙ্গ-সাহিত্য’ নামক ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদ বিশেষ আশাংগদ। কাশী শাখা-পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে কাশীতে উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিয়া উত্তর-ভারতের বাঙ্গালী মাতৃভাষানুরাগী সাহিত্যসেবিগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। যে সকল শাখা-পরিষৎ বাষিক কার্য্যবিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের উক্ত কার্য্য-বিবরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কতকগুলি নিয়মাবলীর পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনুভব

নিয়ম পরিবর্তন

করিয়া পরিষদের সদস্য মৌলবী আবদুল হামিদ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত

রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আলোচনার জন্ত কার্য্যনির্বাহক-সমিতি এক শাখা-সমিতি গঠন করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এসম্বন্ধে কার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই। আগামী বর্ষে এই প্রস্তাব আলোচনা করিবার ব্যবস্থা হইবে, আশা করা যায়। পরিশিষ্টে শাখা-সমিতির সভ্যগণের নাম দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষের প্রথমেই মেদিনীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

হয়। তদ্বিষয় বিগত বাষিক কার্য্যবিবরণ মধ্যে উল্লেখ করা

হইয়াছে। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে নৈহাটীতে সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশন বিগত দশহরার ছুটির সময় ৮ই ও ৯ই আষাঢ় অনুষ্ঠিত হয়। এবারকার সম্মিলনের বিশেষত্ব এই যে, সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলী সম্মিলনের দ্বিতীয় দিন প্রাতে “বন্দে মাতরম্” গান গাহিতে গাহিতে কাঁটালপাড়ায় ৮বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসগৃহ ও জন্মস্থান দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত

হইয়াছিলেন। সম্মিলনের মূল সভাপতি ছিলেন, মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রী বিজয়চন্দ্র মহোদয় বাহাদুর। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন নর্শন-শাখার, কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ইতিহাস-শাখার এবং শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন।

পরিষদের পক্ষে এই সম্মিলনের যোগাযোগ করিবার জন্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যমের পরিচয় দিয়া ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির ৩টি অধিবেশন হইয়াছে। পরিচালন-সমিতি হইতে সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনের কার্যবিবরণের খসড়া প্রস্তুত হইয়া মেদিনীপুরে অন্তিমোদিত হয় ও তৎপরে তাহা মুদ্রিত হইয়া চতুর্দশ অধিবেশনে উপস্থিত করা হইয়াছিল। পরিশিষ্টে পরিচালন-সমিতির ১০ জন সভ্যের (তাহাদের মধ্যে কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত) নাম প্রদত্ত হইল।

কলিকাতায় হিষ্টরিক্যাল রেকর্ড কমিশনের প্রদর্শনী উপলক্ষে বঙ্গেশ্বরের নেতৃত্বে আহৃত সভায়, কালীতে উত্তর ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে এবং স্বর্গীয় প্রতিনিধি প্রেরণ আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয়ের জন্মস্থান কালীতে তাহার স্মৃতি-রক্ষার্থ নিষ্পত্তি দুইটি পাশ্চাত্য ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে আহৃত সভায় পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষের মধ্যভাগে করপোরেশন হইতে রমেশ-ভবন নির্মাণের জন্য অনুমতিপত্র পাওয়া যায়। এই হেতু রমেশ-ভবনের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করিতে বহু বিলম্ব হইয়া যায়। রমেশ-ভবনের জমীর সীমানা লইয়া অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়; ইহার নিষ্পত্তিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটে এবং তদুপরি রমেশ-ভবন-কমিটির নির্দেশমত ভবনের সম্মুখভাগ সমস্তই প্রস্তর দ্বারা নির্মাণের আদেশ হয়। প্রস্তরের কার্য দ্রুত চালনা অতি দুরূহ ব্যাপার। ভবনের মাঝের হল প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। সম্মুখ ভাগ নির্মাণের এখনও ২১৩ মাস বিলম্ব হইতে পারে। আলোচ্য বর্ষের প্রথম হইতে কার্য আরম্ভ করিবার আদেশ পাওয়া যাইলে, বর্ষমধ্যে রমেশ-ভবন সূত্র হইত—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। রমেশ-ভবন নির্মাণে আনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকা আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত মাত্র কুড়ি হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও দশ হাজার টাকা প্রয়োজন।

সংক্ষেপে পরিষদের ঊনত্রিংশ বর্ষের কার্য-বিবরণ এই সভায় উপস্থিত করিলাম।

এই কার্য-বিবরণ হইতে পরিষদে এই বর্ষমধ্যে যে যে কার্য উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কার্যনির্বাহক-সমিতির

সহায়তায় আমি সম্পাদকীয় কর্তব্য যথাসাধ্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৎসরের প্রায় প্রথম হইতেই আমি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ পরিষদের সেবায় আশাস্বরূপ পরিশ্রম করিতে পারি নাই, তজ্জন্ত আমি পরিষদের নিকট বিশেষভাবে অপরাধ মনে করিতেছি। কিন্তু

পরিষদের সৌভাগ্যবশতঃ আমার অসুস্থতা সত্ত্বেও পরিষদের সহকারী সম্পাদকগণ এবং অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ কর্তব্য কার্য সম্পাদন করিয়া পরিষদের উপকার করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাদের সকলেরই নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ দায়িত্বপূর্ণ কার্য সাধন করিয়াও সম্পাদকের বহু কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়েরা পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্যে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পূর্বাপর বেক্সপ করিয়া আসিতেছেন, এ বৎসরও সাহিত্য-সম্মিলন ও স্মৃতি-রক্ষার কার্যগুলি এবং পরিষদের গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণতা ও মন্দিরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য অতি যত্নের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় পরিষদের চিত্রশালার ও রমেশ-ভবনের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয়ও গ্রন্থাগারের কার্যে সম্পাদককে অশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বর্ষশেষে সহকারী সম্পাদকপদ ত্যাগ করিয়াছেন। কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত বিভিন্ন শাখা-সমিতি ও স্মৃতি-সমিতি ও প্রশাখা-সমিতির সভ্যগণ আমার বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

আজ দীর্ঘ চারি বৎসর কাল সম্পাদকীয় কার্যভার আমার উপর হস্ত ছিল। আমি সম্যক্রূপে আমার কর্তব্য সম্পাদনে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে চেষ্টা সত্ত্বেও আমার নানারূপ ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটয়াছে। আপনারা নিজ উদারতাগুণে মার্জনা করিবেন। আপনারা পরিষদের সমস্ত ক্রটি সংশোধন করিয়া লইয়া বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী জাতির এই শ্রেষ্ঠ সারস্বত-মন্দিরের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য উৎসাহের সহিত ইহার সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে পরিষদের কর্মপরিচালকগণকে সাহায্য করিবেন, এই প্রার্থনা বিনীতভাবে জানাইতেছি। বঙ্গদেশের বিশাল কর্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পরিষদের ক্ষুদ্র শক্তিতে তাহার সর্ববিভাগে অঙ্গুসন্ধান ও আলোচনা সম্ভবপর নহে। আশুন, সকলে পরিষদের শক্তি-বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন; সকল বিবাদ ও মনোমালিগ্ন ভুলিয়া গিয়া দেশমাতৃকার মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য আপনারা বন্ধপরিকর হউন, একত্রিয় হউন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

বঙ্গাব্দ ১৩৩০, ৬ই আশ্বিন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(ক) সাহিত্য-শাখা

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীলকুমার দে এম্ এ, বি এল, ডি লিট, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বকল্লভ, শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—আহ্বানকারী।

(খ) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ষ এম্ এ, বি এল—সভাপতি, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত গীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্তী সাংখ্যতীর্থ এম্ এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রসিকমোহন বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পিএচ্ ডি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য—আহ্বানকারী।

(গ) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ—সভাপতি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পিএচ্ ডি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, পিএচ্ ডি, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই—আহ্বানকারী।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এক্ সি এস—সভাপতি, শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্রুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই, ডি এস সি, পি এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি, বি এ, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এসসি, এম্ ডি, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য সি আই ই,

আই এন্স ও, এম্ বি, এক্ সি এস, ত্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ত্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এক্ জি এস, ত্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ত্রীযুক্ত বৈষ্ণনাথ সাহা এম্ এ, ত্রীযুক্ত ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু এম্ এসসি, এম্ বি, ত্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, ত্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ত্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। ত্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এক্ সি এস (লণ্ডন)—আহ্বানকারী।

(৬) কলিত জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখা-সমিতি

ত্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, ত্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এসসি, ত্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটনি, ত্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং ত্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানরত্ন (আহ্বানকারী)

(৫) চিকিৎসা প্রশাখা-সমিতি

রায় ত্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাছর, আই এন্স ও, এম্ বি, এক্ সি এস, ত্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এসসি, ত্রীযুক্ত ডাঃ করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ ডি, ত্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং ত্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি (আহ্বানকারী)

(৬) পুস্তকালয়-সমিতি

ত্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ত্রীযুক্ত বাগীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, ত্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এক্ সি এস (লণ্ডন), ত্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, ত্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, ত্রীযুক্ত নলিনারঞ্জন পণ্ডিত, ত্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি এল্, ত্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্লভ, ত্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, ত্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, ত্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম্ এ, ত্রীযুক্ত গোবিন্দচাঁদ বড়াল, ত্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। ত্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই (গ্রন্থাধ্যক্ষ)—আহ্বানকারী।

(৭) চিত্রশালা-সমিতি

ত্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ত্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বিএ, এটনি, ত্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, ত্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি, বি এ, ত্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, ত্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র বি এ, ত্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ, ত্রীযুক্ত হারামচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, ত্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, ত্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। ত্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (চিত্রশালাধ্যক্ষ)—আহ্বানকারী।

(৮) ছাপাখানা-সমিতি

ত্রীযুক্ত বাগীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, ত্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এম্ এ, ত্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, ত্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ত্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণলাল সিংহ সরস্বতী, ত্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, ত্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, ত্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, বৈদ্যমহোপাধ্যায়

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)—সম্পাদক।

(৬) আর-বায় সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু বিএ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, বৈদ্যমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ (সহকারী সম্পাদক)—আহ্বানকারী (ইনি বৎসরের শেষভাগে পদত্যাগ করেন) পরে শ্রীযুক্ত ষারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এসসি (সহকারী সম্পাদক)—আহ্বানকারী।

(৩) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-সমিতি •

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, মৌলবী কাজি মুজিবুল ইসলাম, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাট্টা এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(প) নিয়মাবলী পরিবর্তন শাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত থগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এম্ এ—আহ্বানকারী।

(ফ) সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি—১৪শ বর্ষ

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বম্ভরত, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ্ আর হিষ্ট এস্, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, মৌলবী সেখ হবিবুর রহমান বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত হর্গাদাস রায়, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত।

পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। The Amrita Bazar Patrika.	১৩। খুলনা-বাসী
২। The Bengalee.	১৪। গোড়-দূত
৩। The Calcutta Exchange Gazette.	১৫। চাকুমিহির
৪। The Englishman.	১৬। চুঁচুড়া-বার্তাবহ
৫। The Hindu Patriot.	১৭। জাগরণ
৬। The Indian Mirror	১৮। ঢাকা-প্রকাশ
৭। আনন্দ-বাজার পত্রিকা	১৯। ধুমকেতু
৮। প্রভাকর	২০। নব-সত্ত্ব
৯। মোহাম্মদী (পরে “সেবক”)	২১। নীহার
১০। স্বরাজ	২২। নোয়াখালি-সন্মিলনী
১১। হিন্দুস্থান	২৩। পল্লীবর্তা
১২। বন্দে মাতরম্	২৪। পল্লীবাসী
	২৫। প্রবাস-জ্যোতিঃ
	২৬। প্রস্থান

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette.	২৭। ফরিদপুর-হিতৈষিণী
২। The Gazette of India (অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত) ।	২৮। বঙ্গবাসী
৩। World Peace.	২৯। বঙ্গরত্ন
৪। The Mussalman.	৩০। বসুমতী
৫। The Patent Office Notification.	৩১। বরিশাল-হিতৈষী
৬। The Reformed India.	৩২। বর্ধমান সঞ্জীবনী
৭। The Telegraph.	৩৩। বাঁকুড়া-দর্পণ
৮। The World and the New Dispensation.	৩৪। বার্তাবহ
৯। আশ্রয়	৩৫। বিজলী
১০। এডুকেশন গেজেট	৩৬। বিশ্ববাণী
১১। কাল্প	৩৭। বীরভূম-বার্তা
১২। খুলনা	৩৮। বীরভূম-বাসী
	৩৯। ময়মনসিংহ-সমাচার
	৪০। মালদহ-সমাচার
	৪১। মেদিনীপুর-হিতৈষী

৪২। মেদিনী-বান্ধব

৪৩। মোহাম্মদী

৪৪। যুগবার্তা

৪৫। শব্দ

৪৬। শিশির

৪৭। শ্রীকৃষ্ণ

৪৮। সঞ্জয়

৪৯। সঞ্জীবনী

৫০। সময়

৫১। সুরমা

৫২। সুরাজ

৫৩। হিতবাদী

পাক্ষিক

১। The Collegian

২। ধর্মতত্ত্ব

৩। সম্মিলনী

৪। তত্ত্বকোমুদী

৫। সনাতন

মাসিক

১। American Anthropologist.

২। The Central Hindu College Magazine.

৩। The Calcutta Review.

৪। Commercial India.

৫। The Devalaya Review.

৬। Industry.

৭। Monthly Labor Review.

৮। Hindu School Magazine.

৯। The Vedanta Kesari.

১০। Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society.

১১। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.

১২। The Mahamandal Magazine.

১৩। The Calcutta Medical Journal

১৪। Indian Medical Record.

১৫। অর্চনা

১৬। আমার দেশ

১৭। আয়ুর্বেদ

১৮। আর্ধ্য-দর্পণ

১৯। আলোচনা

২০। আলীকাদ

২১। ইসলাম্ দর্শন

২২। ইতিহাস ও আলোচনা

২৩। উৎসব

২৪। উদ্বোধন

২৫। উপাসনা

২৬। কল্পা

২৭। কায়স্থ-পত্রিকা

২৮। কায়স্থ-সমাজ

২৯। কৃষক

৩০। কুবি-সম্পাদ

৩১। গন্ধবণিক মাসিক-পত্র

৩২। চিকিৎসা-প্রকাশ

৩৩। জন্মভূমি

৩৪। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

৩৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

৩৬। তাম্বুলী পত্রিকা

৩৭। ত্রিশূল

৩৮। নব্যভারত

৩৯। পরিচারিকা

৪০। পল্লীবানী

৪১। পল্লী-ত্রী

- ৪২। প্রজাপতি
 ৪৩। প্রতিভা
 ৪৪। প্রবর্তক
 ৪৫। প্রবাসী
 ৪৬। প্রভাতী
 ৪৭। বঙ্গবাণী
 ৪৮। বঙ্গনূর
 ৪৯। বামাবোধিনী পত্রিকা
 ৫০। ব্রহ্মবাদী
 ৫১। ব্রহ্মবিজ্ঞা
 ৫২। ব্রাহ্মণ-সমাজ
 ৫৩। ভক্তি
 ৫৪। ভারতবর্ষ
 ৫৫। ভারতী
 ৫৬। মাধবী
 ৫৭। মাধুকরী
 ৫৮। মানসী ও মর্ষবাণী
 ৫৯। মাসিক বঙ্গমতী
 ৬০। মাহিষ্য-সমাজ
 ৬১। যমুনা
 ৬২। যোগিস্থা
 ৬৩। শান্তি-নিবেশন
 ৬৪। শিক্ষক
 ৬৫। ত্রিগোবিন্দ-সেবক

- ৬৬। সন্দেশ
 ৬৭। সরস্বতী (হিন্দী)
 ৬৮। সাহিত্য
 ৬৯। সাহিত্য-সংবাদ
 ৭০। সাহিত্য-সংহিতা
 ৭১। স্তব্ধবর্ণিকা-সমাচার
 ৭২। সৌরভ
 ৭৩। স্বাস্থ্য-সমাচার
 ৭৪। স্বার্থ (হিন্দী)
 ৭৫। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বৈমাসিক

- ১। Museum of Fine Arts Bulletin.

ত্রৈমাসিক

- ১। বঙ্গ-সাহিত্য
 ২। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা
 ৩। পুরাতত্ত্ব
 ৪। সংস্কৃত-ভারতী
 ৫। নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)
 ৬। Indian Academy of Art.
 ৭। Quarterly Journal of the Mythic Society.
 ৮। The Karnatak Sahitya Parishad Patrika.

পরিষৎ পুথিশালার অন্তর্গত

বাঙ্গালী পুথির বিষয়-তালিকা

- | | | | |
|---------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| ১। ডাক-চরিত্র | ১ | ৬। ভাগবত ও তাহার ক্ষুদ্র পালা | ২৯৭ |
| ২। রামায়ণ | ২৭২ | ৭। অস্ত্রান্ত পুরাণের অল্পবাদ | ২২ |
| ৩। রামায়ণের ক্ষুদ্র পালা | ১৫৫ | ৮। ধর্মমঙ্গল | ৯ |
| ৪। মহাভারত | ৬৩৬ | ৯। পদ্মাপুরাণ (মনসা) | ৩০ |
| ৫। ঐ ক্ষুদ্র পালা | ১৩৯ | ১০। চণ্ডী ও হর্গা-মঙ্গল | ৬৫ |

১১। লক্ষীচরিত্র	১৩	২৭। চিকিৎসা	
১২। শীতলা-মঙ্গল	২	২৮। ভ্রমণ ও তীর্থযাত্রা	
১৩। গঙ্গামঙ্গল	২৬	২৯। কুলজী	
১৪। পদাবলী	২২	৩০। রতিশাস্ত্র	
১৫। চরিতাখ্যান	২১০	৩১। স্মৃতি	৭৩
১৬। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র	৯	৩২। অভিধান	১
১৭। সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুবাদ	৮৬	৩৩। ধর্ম, উপাসনা ও উপদেশ	৪৬
১৮। বৈষ্ণব-ধর্ম ও উপাসনা	৫৫৬	৩৪। গীতিনাট্য ও সঙ্গীত	৭
১৯। সহজিয়া-সাহিত্য	৮৯	৩৫। পঞ্চ উপন্যাস	২
২০। শিবায়ন	১৩	৩৬। মুসলমানী পুথি	৪
২১। সূর্যের পাঁচালী	২	৩৭। বিবিধ	৮২
২২। সত্যনারায়ণের পাঁচালী	৩৬		
২৩। শনির পাঁচালী	৬		২৯৩৫
২৪। রায়মঙ্গল	২	এই সকল পুথির মধ্যে উড়িয়া ৩, অসমীয়া	
২৫। অঙ্ক	৮	৩ এবং হিন্দী পুথি ২ খানি রহিয়াছে।	
২৬। জ্যোতিষ	১	শ্রীতারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।	

শাখা-পরিষদের কার্যবিবরণ

গৌহাটী শাখা-পরিষৎ—১৩২৯

চতুর্দশ বর্ষ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

সম্পাদক— „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

আলোচ্য বর্ষে সাতটি সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়,—

- (১) পঞ্জিকা-সংস্কার ও অয়নাংশ-মীমাংসা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।
- (২) পরীক্ষা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিষা।
- (৩) গৌহাটীর ভাগ্য-বিবর্তন (ইতিহাস)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম্ এ।
- (৪) কামকটকটা, ১ম অংশ (পৌরাণিক কাহিনী)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।
- (৫) পরশুরাম (পৌরাণিক কাহিনী)—ঐ।
- (৬) কর্ম-জিজ্ঞাসা (তিলক-গীতার উপক্রমণিকা-ভাগের অনুবাদ)—পরিষদের জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু।
- (৭) মানস-সরোবর (ভৌগোলিক)—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেনগুপ্ত।

- (১২) নরসিং পুণ্য কথ্য—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেনগুপ্ত।
 (১৩) নেপোলিয়ন—(ইতিহাস—হল্যান্ড রোজ্ অবলম্বনে)—
 মোহন সেন এম্ এ।
 (১৪) মিরি-জাতির বিবরণ (জাতি-তত্ত্ব—অসমীয়া হইতে অনূদিত)— শ্রীযুক্ত গোপাল-
 কৃষ্ণ দে।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

বারাণসী-শাখা—১৩২৯

চতুর্দশ বর্ষ

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।

সদস্ত-গংখ্যা—প্রায় তিন শত।

আলোচ্য-বর্ষে পাঁচটি সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়—

বারাণসীর ভাস্কর্য্য-পদ্ধতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বুদ্ধাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

ঈশ্বর গুপ্ত ও ‘সংবাদ-প্রভাকর’—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।

প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিহাভূষণ।

শতবর্ষ পূর্বে গ্রায়-শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।

রঙ্গ ও সৌন্দর্য্য—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্ এ।

ভূমৈব সূখং—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

আলোচ্য-বর্ষে এই শাখার আহ্বানে কাশীতে উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এই শাখা কর্তৃক আলোচ্য-বর্ষ হইতে “বঙ্গ-সাহিত্য” নামে এক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

বর্ষশেষে গ্রন্থাগারে ২২৫০ খানি পুস্তক রহিয়াছে। আয়-ব্যয়—আয় ৮১৫৮২৯, ব্যয় ৭২১৮২৯, উদ্ভূত—২৩৯০।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

সম্পাদক।

মেদিনীপুর-শাখা-১৩২৯

দশম-বর্ষ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ ।

সম্পাদক— ” ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল্ ।

সদস্য-সংখ্যা—১১৮ ।

অধিবেশন-সংখ্যা—৭৬ (সপ্তাহিক ৪৩, মাসিক ৫, কার্যনির্বাহক-সমিতি ৫, অভ্যর্থনা-সমিতি ২, প্রবন্ধ-নির্বাচন-সমিতি ৬, নাট্য-সমিতি ২, পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতি ১৩) ।

শাখার নবম বার্ষিক উৎসব বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সময় হয় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ।

আলোচ্য-বর্ষে ৬০টি প্রবন্ধ পঠিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখ-যোগ্য—

মাতৃপূজা—

শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল্ ।

মাধ্যম্নিন শতপথ-ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণয়

”

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল-নির্ণয়

”

নবীনচন্দ্রের শৈলজা-চরিত্র বৈবতকে, কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসে এবং বিশ্বাসের সাধনা—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস ।

কাব্য-দর্শন—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল্ ।

বর্ষশেষে পুস্তক সংখ্যা—৯৩১ ।

শাখার মন্দির-নির্মাণের জন্ত অর্থ-সংগৃহীত হইতেছে । উপযুক্ত স্থানাভাবে মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইতেছে না ।

শাখা হইতে নিম্নলিখিত পদকগুলি বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল—

(১) অবিনাশচন্দ্র মিত্র রৌপ্য-পদক—প্রদাতা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র ।

(২) সিদ্ধেশ্বরী ” ” ” নলিনীরঞ্জন বসু ।

(৩) সুষমা ” ” ” মন্মথনাথ মিত্র ।

(৪) বিদ্যাসাগর স্মৃতি ” ” ” যোগেশচন্দ্র বসু ।

(৫) গিরিবালা স্মৃতি ” ” ” পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ।

(৬) বরদাকান্ত স্মৃতি ” ” ” ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার ।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা—(১) এই শাখা হইতে “মাধবা” নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে ।

(২) শাখার আহ্বানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হয় । শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ।

আয়-ব্যয়—আয়—২৭৭৮/৭৯, ব্যয় ১২৭৮/১৫, উৎস—৭২৯/১২৯।

‘মতি’, ‘হিতৈষী’, ‘কমলা’ ও ‘লক্ষী’-প্রেসের স্বত্বাধিকারিগণ বিনা ব্যয়ে শাখার মুদ্রণকার্য্য করিয়া শাখাকে উপকৃত করেন। তজ্জন্ত তাঁহাদের নিকট শাখা কৃতজ্ঞ।

ত্রীক্ষিতাশচন্দ্র চক্রবর্তী

সম্পাদক।

নদীয়া-শাখা—১৩২৯

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি।

সম্পাদক— „ ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্।

অধিবেশন সংখ্যা—৬। নিম্নলিখিত বক্তৃতা হয় এবং প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হয়—

১। ৩রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুরের এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জন্ত শোক-প্রকাশ হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় মৃত কবির জীবনী ও কবিতা আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় “রবীন্দ্রনাথের মানসী নারী-প্রতিমা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২। বঙ্ক (কবিতা)—শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

নারীর ক্রন্দন—

„

৩। শাখার বাৎসরিক উৎসবে নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সভাপতি হন এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত স্বতিকর্ণ বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মৌলবী মোজাম্মেল হক মহাশয়গণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ মিত্র “তত্ত্ব-কথা” কবিতা পাঠ করেন ও সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করেন।

৪। ৮চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ এবং ৮ইন্দিরা (সুরপা) দেবীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ হয়, পরে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় “বাজুরে বীণা” নামক কবিতা পাঠ করেন।

৫। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় এক অধিবেশনে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও বাঙালা, হিন্দী, ইংরেজি প্রভৃতি গান গাহেন।

৬। শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী বি এল্ “পৃথিবীর বয়ঃক্রম” এবং রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাল বি এ, এম্ বি বাহাদুর “বাঙালা উপজাতি-সাহিত্যের ধারা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আয়-ব্যয়—সর্বসমেত ৭৬৯০ আয় এবং সমস্ত টাকা ব্যয় হইয়া ছাপাখানা ও আলো প্রভৃতি বাবদ কিছু টাকা ধার রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

দিল্লী-শাখা—১৩২৯

গত দুই বৎসর নানাকারে শাখার কার্যাদি স্থগিত ছিল। তৎপরে বিগত পৌষে নূতন উদ্যমে কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

পুস্তকালয় ও সেবা-সমিতি নামে দুইটি শাখা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। শেখোক্ত-সমিতির চেষ্টায় ২ জন ভদ্রলোকের উপকার করা হইয়াছে। বর্ষশেষে ৭৫০ খানি পুস্তক শাখার কার্যালয়ে রহিয়াছে। ক্যান্টেন শ্রীযুক্ত এন্ বি মুখার্জি মহাশয় নিজ বাড়ীর একটি ঘরে শাখার কার্যালয়ের স্থান দান করিয়াছেন। বর্ষশেষে প্রায় ১০০ সদস্য ছিলেন। শাখা “অনুসন্ধান-সমিতি” খুলিবার সংকল্প করিতেছেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ।

সম্পাদক— ” সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক।

উত্তরপাড়া-শাখা—১৩২৯

সভাপতি—শ্রীযুক্ত গ্রামাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ।

সম্পাদক— ” ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সদস্য-সংখ্যা—৭৯। অধিবেশন-সংখ্যা ৭ (কার্যানিবাহক-সমিতি ৫, সদস্যগণের ১, সাধারণ অধিবেশন—১)।

পঠিত প্রবন্ধ—বঙ্গীয় শব্দ-তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ।

চিত্রশালায় ৫টি প্রাচীন মুদ্রা ও ২ খানি প্রাচীন চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তক-সংখ্যা—১৪০০।

আয়-ব্যয়—২৩৫৮/৬, ব্যয় ২৩১৮/৬, উদ্ধৃত—৩৮/০।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক।

কটক-শাখা—১৩২৯

অধিবেশন সংখ্যা ৩। জনবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত বিশেষ সমাগম হয় তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল দেব বর্মা নবীনচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভার সমালোচনা করেন।

পুস্তক-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে ও উপযুক্ত কর্মীর অভাবে শাখার কার্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ রায়

ব্যবহর্তা।

কার্যালয়ে মজুত পরিষদ গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্ভূত	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ধশেষ উদ্ভূত
১। কুন্তিবাসী রামায়ণ	২২	১	...	১	২১
২।	১৭	১	...	১	১৬
৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	৬৯	১	২	৩	৬৬
৪। ছুটীখানের মহাভারত	২০	১	১	২	১৮
৫। বনমালীদাসের জয়দেব-চরিত্র	৭৪	২	৪	৬	৬৮
৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	৭৭	২	৭	৯	৬৮
৭। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল	২২	১	২	৩	১৯
৮। ধর্ম-মঙ্গল	২৮	১		১	২৭
৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	২৮	১		৩	২৫
১০। গৌরপদতরঙ্গিণী	২৬	২		২	২৪
১১। কালী-পরিক্রমা	২৬	২		২	২৪
১২। রাধিকার মানভঙ্গ	১১৫	২	১০	১২	১০৩
১৩। রামায়ণ-তত্ত্ব ১ম	৮	...	২	২	৬
১৪। রাধিকা-মঙ্গল	২৬	৩	১	৪	২২
১৫। বৌদ্ধধর্ম	৮৬	৩		৮	৭৮
১৬। ব্রজ-পরিক্রমা	৩১	১		১	৩০
১৭। শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৬৮	২		৬	৬২
১৮। শৃঙ্গপুরাণ	২৩	১		৩	২০
১৯। নবদ্বীপ-পরিক্রমা	৪	২		২	২
২০। বিজ্ঞাপতির পদাবলী	১	১		১	
২১। শতপথব্রাহ্মণ ১ম খণ্ড	৩৬	২		৭	২৯
২২। " ২য় "	৩৩	২		৭	২৬
২৩। চন্দ্রনাথ বসু	২৮				২৮
২৪। কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞানাগর	৩৯		১	১	৩৮
২৫। বিষ্ণুহৃদ্বী-পরিচয়	১৪৮২	৩	১৯	২২	১৪৬০
২৬। মায়াপুরী	২০৭	২	১৯	২১	১৮৬
২৭। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয়-শিক্ষা	৪৪	১	৫	৬	৩৮
২৮। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	২৭	২	২	৩	২৪

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের দান		বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উৎক
		শেষে উৎক	হইয়াছে			
২৯।	কবি হেমচন্দ্র	২১৫	২	১২	১৪	২০১
৩০।	শ্রীভাষ্য ১ম, ২য়	২৯	...	২	২	২৭
৩১।	” ৩য়	৪৪	...	২	২	৪২
৩২।	” ৪র্থ	৪৬	২	৪৪
৩৩।	” ৫ম	৫৭	২	৫৫
৩৪।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ১ম, ২য়	৫২	...	৪	৪	৬৮
৩৫।	” ৩য়	২১৮	...	৪	৪	২১৪
৩৬।	” ৪র্থ	২৩৮	...	৪	৪	২৩৪
৩৭।	শঙ্ককোষ ১ম, ২য়, ৩য়	২৭২	৯	৩২	৪১	২৩১
৩৮।	” ৪র্থ	২১৬	৪	১৩	১৭	১৯৯
৩৯।	ব্রতকথা	১২	১	৪	৫	৭
৪০।	রাসায়নিক পরিভাষা	২৪	২	১	৩	২১
৪১।	কঙ্কিপুলাণ	৭৬	২	১১	১৩	৬৩
৪২।	জ্যোতিষ-দর্পণ	১৯৩	৪	২২	২৬	১৬৭
৪৩।	প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম খণ্ড, ২য় সং	৬৬	২	৩	৫	৬১
৪৪।	ঐ ” ১ম সং	৫১	২	২	৪	৪৭
৪৫।	ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সং	২৪৩৯	৩	২০	২৩	২৪১৬
৪৬।	দুর্গামঙ্গল	১৭১	৩	১৯	২২	১৪৯
৪৭।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম ১ম	৮৭৩	২	৮	১০	৮৬৩
৪৮।	ঐ ২য়	৮৬৮	২	৯	১১	৮৫৭
৪৯।	ঐ ৩য়	৮৫০	২	১৩	১৫	৮৩৫
৫০।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	৩৫	২	৬	৮	২৭
৫১।	তীর্থমঙ্গল	৪২৩	৪	১৯	২৩	৪০০
৫২।	মৃগলুক	৬০৮	৩	১৯	২২	৫৮৬
৫৩।	সত্যনারায়ণের পুঁথি	৮৯	২	১১	১৩	৭৬
৫৪।	পদকল্পতরু ১ম খণ্ড	৮৩৯	৩	৫২	৫৫	৭৯৪
৫৫।	” ২য় খণ্ড	১৫৬৭	৬	৪৭	৫০	১৫১৭
৫৬।	মৃগলুকসংবাদ	৪৫৫	৩	১৯	২২	৪৩৩
৫৭।	ভীষ্মমণ	৩০০	৪	২০	২৪	২৭৬
৫৮।	গঙ্গামঙ্গল	১০৮	৩	১২	১৫	১২৩

গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উৎস	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উৎস
৫৯। বৌদ্ধগান ও দোহা	১৬৭	৪	২৯	৩৩	১৩৪
৬০। ধর্মপূজাবিধান	৪০৬	৪	১৯	২৩	৩৮৩
৬১। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৯২	৪	১১	১৫	৭৭
৬২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	৪৯৩	৪	৩৫	৩৯	৪৫৪
৬৩। জ্ঞানসাগর	১৮৩	৪	১৯	২৩	১৬০
৬৪। সারদামঙ্গল	২০১	৪	২০	২৪	১৭৭
৬৫। নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৭৭	৪	১৯	২৩	১৫৪
৬৬। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	১৮৫	২	১৪	১৬	১৬৯
৬৭। জায়দর্শন ১ম	৫৮৯	৯	৪৫	৫৪	৫৩৫
৬৮। ঐ ২য়	৮৩৬	১৫	৩৬	৫১	৭৮৫
৬৯। শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৪৫৯	২০	১৭	৩৭	৪২২
৭০। সর্বসংবাদিনী	৯৩১	১৬	১৯	৩৫	৮৯৬
৭১। মনোবিজ্ঞান	১০০৭	৩	৮৩	৮৬	৯২১
৭২। গোরক্ষ-বিজয়	৬৯৭	৪	৬	১০	৬৮৭

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

৪।৪।৩০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উনত্রিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আদায়

ব্যয়

১। চাঁদা	৭৯৯২৬/০	১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৩৫৮৮/৬
২। প্রবেশিকা	১২৩	২। পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৪৯৫৬৩
৩। পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫৩৯৬৬	৩। পুস্তকালয়	১২৩১১/৬
৪। পত্রিকা বিক্রয়	৭০২৬০	৪। পুথিশালা	৬৩৪।০
৫। বিজ্ঞাপনের আয়	৪৪	৫। চিত্রশালা	৯১৪১।০
৬। বিভিন্ন তহবিলের হুদ আদায়	৭৮৫১/২	৬। বিবিধ মুদ্রণ	৪২৫৬৩
৭। এককালীন দান	৪১১৫১৬/০	৭। ডাকমাণ্ডল	১১৬৮৮/৩
৮। স্থতিরক্ষার আয়	৪১৯৬/০	৮। বাড়ী মেরামত	১৩৫০
৯। পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২৯৬	৯। মিউনিসিপাল ট্যাক্স	১২৭।৮/৬
১০। বিবিধ আয়	৪৩১৮/৬	১০। ইলেকট্রিক লাইট ও পাখার বিল	১৭০৬৮/৯
১১। হাওলাত আদায়	২৫২৬৬৬	১১। তার বদল ও মেরামতের বিল	১২২।/৩
১২। সংবর্দ্ধনার চাঁদা আদায়	৩৮৯	১২। ভূত্যাগিগের ঘরভাড়া	১০০।০
১৩। দৃষ্টি-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৩৬।/৩	১৩। ভূত্যাগিগের পোষাক	১১৯।০
১৪। আমানত জমা	৭৩২।০	১৪। দপ্তর সরঞ্জামী	২২২৮/৯
১৫। হাওলাত জমা	৮৫০	১৫। নূতন আসবাব	১৫৮।০
১৬। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	১৮৩০	১৬। গাড়ীভাড়া	৯০
১৭। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২	১৭। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২১৩।৬
	২১২৬২১৬/৫	১৮। স্থতিরক্ষার ব্যয়	১৭৭১১/৩
		১৯। পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	২৫
		২০। ” ” খরচ	২৫৬/৬
		২১। হাওলাত শোধ	২৫০
		২২। বেতন	৩৩৭২৬/৩
		২৩। কমিশন	৪৯৭৬/৬
		২৪। বিভিন্ন তহবিলের হুদ খাতে খরচ	৪৫৬৮/০
		২৫। সংবর্দ্ধনার ব্যয়	৪৪৪১/৬
		২৬। দৃষ্টি-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের দেনা শোধ	২৭
		২৭। আমানত শোধ	৬৭৮১/০
		২৮। বিবিধ ব্যয়	১৬১১৬/৩
		২৯। হাওলাত দান	৭১১৬/৩
		৩০। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ	১২২৯/২
		৩১। কোম্পানীর কাগজ খরিদ খাতে	১০০০

কৈ:-

গত বর্ষের উদ্ভূত—	২৫৬৩৩।৬
বর্তমান বর্ষের সাধারণ	
তহবিলের আয়—	১৮৫৮২।৬৫
(বাদ ডাকঘর হইতে জমা)	৪৪২১৫৬।১১
বাদ বর্তমান বর্ষের সাধারণ	
তহবিলের ব্যয়—	১২৫৮২।৬০
(বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্ম খরচ)	২৪৬৩৩।১১
এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর	
কাগজ মজুত	১০০০.

উদ্ভূত—২৫৬৩৩।১১

উদ্ভূত টাকার জায়—

(ক) সাধারণ তহবিল— ৮২২৬/২

ডাকঘরে মজুত— ২০০.

কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট

মজুত— ৩৮৭।/৬

কার্যালয়ে ও সম্পাদক

মহাশয়ের নিকট

মজুত— ৩০৪৬/৬

কার্যালয়ে ডাক টিকিট

মজুত— ১/২

৮২২৬/২

জের—

৮২২৬/২

(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার—

২৪৭৪০।৬/২

কোম্পানীর কাগজ মজুত

১৪৮০০.

পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার

৫০০০.

টারমিনেবল ওয়ার লেন্

১০০০.

ওয়ার বণ্ড—

১৫০০.

ডাকঘরে মজুত—

১৩১৩৬/২

কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট

মজুত

১১২৬৬/০

২৪৭৪০।৬/২

২৫৬৩৩।১১

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকমল সিংহ

সম্পাদক ।

প্রধান কর্মচারী ।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক ।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর

শ্রীসুখাকুমার পাল

কোষাধ্যক্ষ ।

হিসাব-রক্ষক ।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

১৪।৩।১৩৩০

সম্পাদক—অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি

সহঃ সম্পাদক—রামেন্দ্রসুন্দর ও

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-সমিতি ।

পরীক্ষায় হিসাব নিভুল দেখা গেল ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ।

১২-৩-৩০

শ্রীচুণীলাল বসু

২২শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি

৬।৪।৩০

১৩২৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন—	২২৮৯/০
বর্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন—	৭১১৮/৩
	<hr/>
	৩০০০/৩
বাদ বর্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়—	২৫২৬৬৬
	<hr/>
	৪৭৩১৯
জায়—	
১। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—	৬০/
২। সংবর্দ্ধনার জন্ত—	৩১৩১৯
৩। বেঙ্গল প্রিন্টার্স কোং,—	১০০/
	<hr/>
	৪৭৩১৯

১৩২৯ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গত বর্ষের আমানত জমা—	২৮৪১১/০
বর্তমান বর্ষের আমানত জমা—	৭৩২১০
	<hr/>
	১০১৭৮/০
বাদ বর্তমান বর্ষের আমানত শোধ—	৬৭৮১৮/০
	<hr/>
	৩৩৮১০
জায়—	
১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—	৬/
২। বিজ্ঞাপতির পদাবলী বিক্রয় জন্ত	
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র—	৭১০
৩। পাঁচু জমাদার—	৫০/
৪। পুস্তক বিক্রয় বাবদ—	২৫/
৫। শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—	২৫০/
	<hr/>
	৩৩৮১০

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক

শ্রীসূর্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক
১৬/৩/৩০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্মথরমূর্তি-তহবিল

আদায়	ব্যয়
১৩২৫ বঙ্গাব্দের চাঁদা আদায়— ৬৮৩-	মন্মথরমূর্তি প্রস্তুতের ব্যয়— ২১০০-
১৩২৬ " " " ৩১-	পাদপীঠ " " ৫২।০
১৩২৭ " " " ১৭২।০	ফটো ১০-
১৩২৮ " " " ১৪২৮-	চাঁদা আদায়ের কমিশন— ২৭৫।৯
২৩১৪।০	গাড়ীভাড়া প্লাকার্ড ও বিবিধ ব্যয় ৬২৮৬
১৩২৯ বঙ্গাব্দ	২৪৯৯।৩
ত্রিযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু ৫০-	
" পুরণচাঁদ নাহার ৫০-	
" প্রিয়নাথ গুহ ৫০-	
" হরিশঙ্কর পাল ১৫-	
" রায় ফণীন্দ্রলাল দে বাহাদুর ১০-	
" বৈগুনাথ সাহা ১০-	
" নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১০-	
" কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন ৫-	
" রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর ৫-	
" প্রফুল্লকুমার সরকার ৫-	
" পি, এন, চাটার্জি ৫-	
" গোবর্দ্ধন সঙ্গীত-সমাজ ৫-	
" কুমার শরদীন্দ্রনাথ রায় প্রাপ্ত ২-	
" কবিরাজ কালীভূষণ সেন ২-	
" যতীন্দ্রমোহন দত্ত ২-	
" নরেশচন্দ্র সিংহ ২-	
২২৮-	
২৫৪২।০	
	কৈ:—
	আয় ২৫৪২।০
	বাদ ২৪৯৯।৩
	উদ্ভূত ৪২৮৬/৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সহকারী সম্পাদক ।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল

হিসাব-রক্ষক ।

১৭।৩।১৩৩৬

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ

আদান

ব্যয়

ললিতচন্দ্র মিত্র—	-১৬-
শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু—	-১৫-
গুণমুগ্ধ—	১২-
” ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—	১০-
” তারাপ্রসন্ন গুপ্ত—	৩-
” সূর্য্যকান্ত মিশ্র—	৩-
ভাক্ষরে গাচ্ছত টাকার সুদ—	-১৮-
	১১-

চাঁদা আদায়ের কমিশন—	১০
কৈঃ—	
গত বর্ষের জের—	-১১০৭৬৮/৯
বর্তমান বর্ষের আয়—	—১৭-
	১১৮৪৬৮/৯
বাদ বর্তমান বর্ষের ব্যয়—	—১০
উদ্ধৃত—	-১১৮৪৮/৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক ।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক ।
১৭।৩।৩০

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ

আদান

ব্যয়

ললিতচন্দ্র মিত্র—	৫-
-------------------	----

প্রাকার্ড ছাপাই—	-১২।০
ফুলের মালা—	-২-
গাড়ী ভাড়া—	—৫৬৮/৬
	২০।৮/৬

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্ধৃত—	—১৬৬/৯
বর্তমান বর্ষের আয়—	—৫-

	২১৬/৯
বাদ বর্তমান বর্ষের ব্যয়—	—২০।৮/৬

উদ্ধৃত—১।৮/৩

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সম্পাদক ।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক ।
১৭।৩।৩০

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসবের, আয়-ব্যয়-বিবরণ

আদান	ব্যয়
শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর ২৮	প্রাকার্ড ছাপাই ১১৮
” অর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ২৮	ফুলের মালা ও গাড়ীভাড়া ৬৮/৬
” কিরণচন্দ্র দত্ত ২৮	১৭৮/৬
” যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৮/০	কৈ:—
” খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮	গত বর্ষের জের ২৮৮/৬
” মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১৮	বর্তমান বর্ষের আয় ১০/০
” জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ৮০	১০৮৮/৬
১০/০	বাদ বর্তমান বর্ষের ব্যয় ১৭৮/৬
	উদ্ধৃত ২১/০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার

আদান	ব্যয়
	চিত্র প্রস্তুতের ব্যয় ৫০৮
	কৈ:—
	গত বর্ষের জের ৫০৮
	বাদ ব্যয় ৫০৮
	০০

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-সমিতি

আদান	ব্যয়
শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৮	০০
” সুবোধ চট্টোপাধ্যায় ১০৮	
” জনৈক ভক্ত ১০৮	
” পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৮	
” অনাথনাথ রায় ৫৮	
” প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ৫৮	
৪৫৮	

• শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক ।

শ্রীসূর্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক
১৭৭৩৩৭

দেবেন্দ্রনাথ সেন স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আদান	ব্যয়
শ্রীযুক্ত নগিনীরঞ্জন পণ্ডিত	৫০ চিত্র প্রস্তুতের জন্য চিত্রকরকে দেওয়া শ্রম
” বামাপদ বসু	৫০ ১৫০
” গগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫০
১৫০	কৈঃ—
	আয় ১৫০
	বাদ ব্যয় ১৫০
	০০

অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল

আদান	ব্যয়
২০০ টাকার কোম্পানীর কাগজের স্মরণ	০০
আদায়	১০০
	কৈঃ—
	গত বর্ষের জের ২১০০
	বর্তমান বর্ষের আয় ১০০
	উৎস ২২০০

সাহিত্য-পরিষদ মন্দির মেরামতের জন্য প্রাপ্ত দান

১। মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়-চন্দ্র মহোদয় বাহাদুর	৫০০
২। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	৩০০
৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০
৪। ” চারুচন্দ্র সিংহ	৫০
৫। ” গোবুলচন্দ্র লাহা	৫০
৬। ” কুমার অক্ষয়চন্দ্র সিংহ	৫০
৭। ” ভবানীচরণ লাহা	৫০
৮। ” গিরিজাকুমার বসু	১০০

১১১০০

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্যকুমার পাল

হিসাব-রক্ষক।

২০২০ বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের আয়-ব্যয় বিবরণ

[illegible][illegible]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে

ত্রিশ বার্ষিক আন্তর্জাতিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১। চাঁদা	১০৫০০
২। প্রবেশিকা	১৫০
৩। পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৭৫০
৪। পত্রিকা বিক্রয়	৭২০
৫। বিজ্ঞাপনের আয়	১৫০
৬। বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৮২০
৭। এককালীন দান	৫০০০
৮। স্মৃতিরক্ষার আয়	৫০০
৯। পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০
১০। বিবিধ আয়	৫০
১১। হাওলাত আদায়	৪৭৩
১২। সংবর্ধনার চাঁদা আদায়	৩৫০
১৩। হুঃস্ব-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১০০
১৪। পদক ও পুরস্কার	১৪০
১৫। গতবর্ষের উদ্ধৃত	২৩৪৪
	<hr/>
	২২১৬৭

শ্রীবিনোদবিহারী বসু

শ্রীবাণীনাথ নন্দী

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীগঙ্গেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাবূষণ

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

২৮এ আষাঢ়, ১৩৩০

শ্রীচুণীলাল বসু

বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি।

ব্যয়

১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০
২। পত্রিকাদি মুদ্রণ	২২৫০
৩। পুস্তকালয়	২৩৫০
৪। পুঁথিশালা	৮০০
৫। চিত্রশালা	১৩০০
৬। বিবিধ মুদ্রণ	৪০০
৭। ডাকমাণ্ডল	১৩০০
৮। বাড়ী মেরামত	২৫০০
৯। ইলেকট্রিক লাইট ও পাখার বিল	১৭৫
১০। তার বদল ও মেরামতের বিল	১৭৫
১১। বিজ্ঞাপনের কমিশন	৩৭১০
১২। ভূতাদিগের ঘরভাড়া	১২০
১৩। ভূতাদিগের পোষাক	৬০
১৪। দপ্তর সরঞ্জামী	৩১৫
১৫। নতুন আসবাব	১০০
১৬। গাড়ীভাড়া	১২৫
১৭। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১৫০
১৮। ছাত্রসভ্যের পুরস্কার	৫০
১৯। স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৫০০
২০। পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৫০
২১। " " খরচ	৫০
২২। স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ	৫০০
২৩। পদক ও পুরস্কার	১৪০
২৪। বেতন	৩৫০০
২৫। কমিশন	৫০০
২৬। বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে খরচ	১৫০
২৭। সংবর্ধনার ব্যয়	৩৫০
২৮। হুঃস্ব-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১০০
২৯। বিবিধ ব্যয়	১০০

২১৭৪৭১০

সঙ্গরী মহাভারত

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর সহিত হস্তিনায় আসিলেন। দ্রৌপদী অন্তঃপুরে রহিলেন এবং যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত শকুনির সঙ্গে পাশা খেলিতে লাগিলেন।

মূল মহাভারত

“সহ জীভির্দ্রৌপদীমাদি ক্লুহা”—দ্রৌপদী ও অন্যান্য জীগণের সহিত।

কাশীদাসী মহাভারত

৬২। সভামধ্যে দুর্যোধন দ্রৌপদী দেবীকে নিজের উরুদেশে প্রদর্শন করাইয়াছিল, তাহা দেখিয়া ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন।

সঙ্গরী মহাভারত

সভামধ্যে দুর্যোধন দ্রৌপদী দেবীকে নিজ উরুদেশে উপবেশন করাইয়াছিল, তদর্শনে ভীম, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৩। ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর গ্রহণ করিয়া দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরাদিকে দ্রৌপদী মুক্ত করেন। দুর্যোধন এই সংবাদ জানিয়া অন্ধ নৃপতির নিকট কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। পুত্রস্নেহে বশীভূত ধৃতরাষ্ট্র তখন গান্ধারী প্রভৃতির নিষেধ অগ্রাহ করিয়া পুনরায় দ্যুতক্রীড়ায় জন্য পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিলেন।

সঙ্গরী মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্রের বরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মুক্ত হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলে, পুনরায় দুর্যোধন নিজে পাশা খেলার জন্য দূত পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন

৩রা চৈত্র ১৩২৯, ১৭ই মার্চ ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ন ৬।০টা।

[পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত]।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ

করিবার পূর্বে বলিলেন “সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পরলোকগমনে আমরা এখানে শোক-প্রকাশ করিতে সমবেত হইয়াছি। তিনি আমার পিতৃস্থানীয় ছিলেন—আমি তাঁহার পুত্রস্থানীয় শিষ্য। পিতার পরলোকগমনে পুত্র পিতৃ-আত্মার তৃপ্তিসাধনের জন্ত তর্পণ করিতে পারেন, সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু আপনারা যখন আমাকেই সভাপতিপদে মনোনীত করিয়াছেন, আমি তাই সর্বপ্রথমে আমার পিতৃস্থানীয়—সেই স্বর্গগত পুণ্যবান্ কৃতিপুরুষের উদ্দেশ্যে আমার অন্তর্নিহিত ভক্তির অর্ঘ্য—শ্রদ্ধাপুষ্পঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় ১সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত ও সকলের নিকট সুপরিচিত—

“গাও সবে মিলে ভারতসন্তান * * গাও ভারতের যশোগান”—এই গানটি গাহিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, পিএচ্ ডি মহাশয় অঙ্ককার সভায় যোগদান করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া ও এই সভার কার্যাবলীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহায়ত্বভূতি জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা সভাস্থলে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় ১সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত “ইব্রাহিম ও অয়ি-উপাসক”—শীর্ষক কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে প্রবন্ধপাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন যে, সময়ের অন্নতাপ্রযুক্ত তিনি প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্ত তিনি দুঃখিত। তারপর তিনি ১সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিবিধ সঙ্গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, “১সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কর্মবহুল জীবনে অল্প কিছু না করিলেও, কেবল পূর্বে গীত উক্ত জাতীয় সঙ্গীত রচনার জন্ত তিনি বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয়—চিরবরণীয় হইয়া থাকিতেন। তাঁহার স্বজাতিপ্রেমী কতদূর প্রবল ছিল—উক্ত গানটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বর্গীয় নবকুমার মিত্র-প্রবর্তিত জাতীয় মেলার আমলে তিনি এই গানটি রচনা করেন এবং ইহা অল্পতম প্রথম জাতীয় সঙ্গীত। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে ও ১সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীর সম্পাদনে ১৮৯২ সালে, ঠাকুরবাড়ী হইতে “বালক” মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ১সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই উহার প্রকৃত পরিচালক ছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার বহু চিত্তাকর্ষক হাফটোন চিত্র বাহির হয়। আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি—নাটোরে বঙ্গীয়-প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়-সম্মিলনের সভাপতিরূপে। তিনি তখন সবে-মাত্র সিভিলিয়ান জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তারপরে তিনি বহুদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পুনরায় তাঁহাকে পরিষদের সভাপতিরূপে দেখি। তখন পরিষদের এ বাড়ী তৈয়ারী হয় নাই—তখন পরিষদের এ অবস্থাও ছিল না। ষাঁহাদের দারিদ্র্য, উত্তোকে ও প্রচেষ্টায় পরিষৎ স্থানান্তরিত হয়, তন্মধ্যে রামেন্দ্র

বাবু, সুরেশ বাবু, দেবেন্দ্র বাবু স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন ; উপস্থিত রহিয়াছেন—যতীন্দ্র বাবু ও হীরেন্দ্র বাবু। তখনকার দিনে সত্যেন্দ্র বাবুকে পরিষদের সভাপতিরূপে পাওয়া পরিষদের সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। তাঁহার সহিত তখন বাহারা একযোগে কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, তিনি কেমন মনোযোগের সহিত পরিষদের কার্য্য নির্বাহ করিতেন। ঐ ক্ষণ দেহের ভিতর কি কর্তব্যবুদ্ধি ও কত উৎসাহ ছিল। পরিষদের তিনি অকৃত্রিম স্নেহে ছিলেন। তিনি বিদ্যার্জন করিতে বিলাত গিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বিদ্যার্জনের জন্য বিদেশে যাওয়া কম সাহসের কথা ছিল না। তখন তাঁহার সাফল্যে বঙ্গালীমাত্রই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।”

তারপর বক্তা বহুবৎসর পূর্বে “প্রদীপে” প্রকাশিত শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, ঠাকুরবাড়ীর অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা যখন পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান—তখন কিরূপে কেবল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় ও উৎসাহে সেখানে শ্রীশিক্ষা ও শ্রীস্বাধীনতার বীজ প্রথম উগ্ৰ হইয়াছিল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করিলেন,—

“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক ও আমাদের দেশের গৌরব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।” এই প্রস্তাব সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়া তিনি বলিলেন,—“সত্যেন্দ্র বাবুর সাহিত্যাসুরাগ আপনাদের অবিদিত নয়। তাঁহার যে সকল সাহিত্যিক কীর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার সহিত আপনারা সকলেই পরিচিত। তিনি দেশীয়ভাবে প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার রচিত গান প্রভৃতিই তাহার পরিচায়ক। তিনি যখন সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, আমি তখন সম্পাদকরূপে উহার সেবক ছিলাম। তখন পরিষদের বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেক আলাপ হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ যে তাঁহার হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম বস্তু ছিল, তখন তাহার বহু নিদর্শন পাইয়াছি। জলে ঝড়ে যখন অনেক সদস্যই অল্পপস্থিত থাকিতেন, তখনও তিনি ঠিক সময়ে আসিয়া অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার অবকাশ পাইয়া পরিষৎ নিজেই ধন্য মনে করিতেছেন। তিনি প্রকৃত মনীষাসম্পন্ন ছিলেন ; এখন তিনি প্রশংসার অতীত। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।”

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ ও শ্রীযুক্ত গীপতি কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ যথাক্রমে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এম্ ও, এম্ বি, এফ সি এম্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিলেন,—

• “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যদিও সত্যেন্দ্র বাবুর উপযুক্ত স্মৃতি বাহাতে রক্ষিত হয়, তন্মধ্যে এই

সভা পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করিতেছেন”। তিনি আরও বলিলেন, “সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, ধর্মনীতি—যাহা মানুষকে উন্নীত করে, তন্মধ্যে এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহা সত্যেন্দ্র বাবু বিশেষভাবে চর্চা করেন নাই। তিনি নানা বিষয়ে বঙ্গীয়-সমাজকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গীতার অনুবাদ পড়িলে বোঝা যায় যে, তাঁহার অনুবাদশক্তি কত প্রবল ছিল। তিনি সংস্কৃতকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, এত সহজে—এত সরল—এমন প্রাঞ্জলভাবে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সেই কাব্যানুবাদ মৌলিক রচনা বলিয়াই মনে হয়। তিনি ইংরেজী বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোজ্ঞভাবে পড়িতে পারিতেন—তাঁহার আবৃত্তি করিবার শক্তি ছিল অসাধারণ।

রাঁচিতে প্রায়ই আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। রাঁচিতে গত দশ বার বছরের মধ্যে যে সকল সংকার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে—তাঁহার প্রায় সকলেরই তিনি নেতৃ-স্বরূপ ছিলেন। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান সকলের মধ্যেই প্রচারিত হওয়া দরকার—এ বিষয়ে বারংবার তাঁহারই অনুরোধে এবং তাঁহারই সভাপতিত্বে রাঁচিতে আমি প্রথম স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করি। তাহাই পরে “শরীর-স্বাস্থ্য-বিধান” নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করি এবং তিনিই পুস্তকের উক্তরূপ নামকরণ করিয়া দেন। তাঁহার মত এমন হৃদয়বান, এমন নৈতিক চরিত্রে উন্নত, এমন অমায়িক আমি খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও দেশীয় ভাবাপন্ন ছিলেন; এমন দেশীয় বিদেশীয় ভাবের সমন্বয়ে প্রোজ্ঞল আদর্শ সকলেরই অনুকরণীয়। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, কবি, ধর্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার আদর্শের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। তাঁহার শ্রুতি-রক্ষার জন্য ঠিক উপযুক্ত সময়ে আমার প্রদত্ত বক্তৃতা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার একটি চিত্র প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি শ্রীযুক্ত প্রমথ বাবুকে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে, সকলের পক্ষ হইতে ও আমার নিজের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।”

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চুণীবাবু উক্ত চিত্র সকলের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এমসি মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—“শোক-সভায় অনেকক্ষণ বক্তৃতা করা অশোভনায়। আমি সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা নিবেদন করিতেছি। কি সাহিত্য-বিষয়ে, কি রাষ্ট্র-বিষয়ে কি সুকুমার-কলা-নৈপুণ্যে—সকল বিষয়েই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী শিক্ষার কেন্দ্রস্থান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী একটি রত্নপ্রভব স্থান। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহারই অন্যতম অত্যাশ্চর্য রত্ন ছিলেন। তাঁহার অগ্রজকে পাছে ফেলিয়া, তিনি আগে চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র লক্ষণকে বলিয়াছিলেন, “জন্মে, বিবাহে, সকল ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে আমি আগে—আর মরণকালে তুমি পূর্বে চলিয়া যাইবে?”—আজ সত্যেন্দ্র বিরোগে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথও বোধ

হয়, তাহাই ভাবিতেছেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা তখনই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া—“বোকাই-চিত্র”কে আদর্শ করিয়া আমার ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি এবং কতক অংশ লিখিয়া প্রদেয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেখাই। তিনি আমাকে ঐরূপে রস ফুটাইতে পারিব না বলিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। তদনুসারে পরে রবি বাবুর বিলাতের কথা বাহির হইলে, তাহাই আদর্শ করিয়া “হিমালয়” লিখিয়াছি। অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমার নিকট তাঁহার গীতার এবং কাব্যাদির অনুবাদ হইতেও মেঘদূতের অনুবাদ সরস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

“শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বাবু নাটোরে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তাঁহার সভাপতিত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই সব চেয়ে স্মরণীয় বিষয়। সভামঞ্চে সকলে উপবিষ্ট, এমন সময় প্রবল ভূমিকম্প আরম্ভ হইল—মেদিনী থর থর কম্পমান—আমি, শ্রীযুক্ত অক্ষয় মৈত্রেয় প্রভৃতি সকলেই অস্থির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সত্যেন্দ্র বাবু “যিনি কাঁপাচ্ছেন, তিনিই স্থির করিয়া দিবেন”—এই বলিয়া স্থির হইয়া আসনে বসিয়া রহিলেন। তখনকার তাঁহার স্থির ধীর গম্ভীর মুর্ত্তি—তাঁহার নির্ভরশীলতা—তাঁহার ভগবৎপ্রীতি সকলের হৃদয় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তারপরে তাঁহার আবৃত্তিশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল, ষাঁহারা তাঁহার রবিবাবুর “পুরাতন ভূত্যা” আবৃত্তি শুনিয়াছেন—তাঁহার সকলেই জানেন। তিনি রচনার ভিতর হইতে pathos টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া, সেই “পুরাতন ভূত্যের” র কেষ্টা চাকরটাকে ঠিক চোখের সামনে প্রতিভাত করিয়া দিতেন। কবিতা, নাটক—সর্ববিধ রচনাই যথোপযুক্ত ভাব ও স্বরভঙ্গীর সহিত আবৃত্তি কিরূপ আনন্দজনক ও শিক্ষাপ্রদ হয়, তাহা তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

তারপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে চিত্রদানের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে অভিবাদন জানাইলেন। শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয় সত্যেন্দ্র বাবুর রচিত একটি গান গাহিলেন।

সভাপতি মহাশয় মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে আগামী কল্যা পরিষৎ-কার্যালয় বন্ধ থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

তৎপরে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে, ষাঁহার অধ্যাকার সভার সাফল্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং বিশেষভাবে উপস্থিত মহিলাবর্গকে ধন্যবাদ দিলে পর, সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সভাপতি।

অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন

১০ই চৈত্র ১৩২৯, ২৪এ মার্চ ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ন ৬ঃ০টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

বক্তৃতার বিষয়—শিবাজীর সেনাদল। বক্তা—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচ্ ডি। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় “শিবাজীর সেনাদল” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন—“মোগল সম্রাট আকবরের ন্যায় শিবাজীর সৈন্য-সুশৃঙ্খলা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সৈন্যগণ স্থানান্তরে যাতায়াতের সময় যাহাতে কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে না পারে—শিবাজীর তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সৈন্য-পরিচালনে তাঁহার এই বিশেষ দক্ষতাই তাঁহাকে একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিজাপুর-রাজ্যের জায়-গীরদার হইতে একটা বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইতে সাহায্য করিয়াছিল। শিবাজীর চরিত্র অতি মহান্ ছিল। তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার-কল্পে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ধর্মসঙ্ঘর্ষে তাঁহার মত অতি উদার ছিল। তিনি হিন্দু ভাবে ভাবাপন্ন হইয়াও মুসলমান প্রজাদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ সাধকপ্রবর রামদাস স্বামীর আদর্শে যিনি অল্পপ্রাপিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এ সব গুণের অধিকারী হওয়া খুবই স্বাভাবিক।”

তারপর সভাপতি মহাশয় অদ্যকার বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথকে পরিষদের পক্ষ হইতে ও সকলের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন,—“শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিখ্যাত বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি মারাঠা-ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ বলিয়া শুনিয়াছি। আশা করি, তিনি এইভাবে দেশের অনেক প্রগতিশীল গৌরবের ইতিহাস উদ্ধার করিয়া অনেক নূতন তথ্যের সংবাদ দিবেন।”

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন—“গত পাঁচশত বৎসরের ভারত-ইতিহাসে শিবাজী-চরিত্র শিবরাজ্যের শক্তির ন্যায় একমাত্র উজ্জ্বল চিত্র। শিবাজী-সম্বন্ধে অনেকের মতবৈধ হইলেও তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়বিধ আলোচনা দ্বারা শিবাজী-চরিত্র-মহাশক্তি সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। শিবাজীর মাওয়ালী সেনা শিবাজীর শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিল। শিবাজী মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং গড়িয়াছিলেনও

তাহাই। শৌর্য্যে, বীৰ্য্যে, শিক্ষায়-দীক্ষায়—সর্ব্বোপরি চরিত্রবলে শিবাজীর মাওয়ালী সেনা বিশেষভাবে উল্লসিতাভ করিয়াছিল। এমন নৈতিকচরিত্রে উল্লসিত সেনাদলের বিবরণ সকল দেশের ইতিহাসেই অতি বিরল।” এই বলিয়া তিনি বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুকে সকলের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

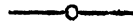
তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু

সভাপতি।



নবম মাসিক অধিবেশন

১৮ই চৈত্র ১৩২২, ১লা এপ্রিল ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ন ৬।০টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয় :—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ পাঠ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যা-বিনোদ এম্ এ মহাশয়-লিখিত “আসামের নানা কথা” নামক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির নাম পঠিত হইল এবং উপহারদাতৃ-গণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত গ-পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে “আসামের নানা কথা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখকের অনুপস্থিতিতে প্রবন্ধের সমালোচনা করা সমীচীন হইবে না—প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে। কিন্তু তিনি

যে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আসাম সম্বন্ধে এই সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—এই বলিয়া এবং পরিষদের অধিবেশনে পাঠার্থ তিনি যে এই প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য ত্রিযুক্ত পদ্মনাথ বারুকে এবং অত্র এই প্রবন্ধ পাঠের জন্ত ত্রিযুক্ত অম্বুলাচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে এই অধিবেশনের কার্য শেষ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু

সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক—ত্রিযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—ত্রিযুক্ত রামকমল সিংহ, সদস্য—ত্রিযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যস্বাকর, ১০ দেবনারায়ণ দাসের লেন। প্রঃ—ত্রিযুক্ত রাখালরাজ রায়, এম্ এ সঃ—ই, সদঃ—ত্রিযুক্ত দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৮৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট, ত্রিযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, Office of the Deputy Asst. Controller of Army Factory, Condite Factory, P. O. Aruvankadu (Nilgiri Hills). প্রঃ—ত্রিযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—ত্রিযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ সদঃ—কুমার ত্রিযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম্ এন্সি, ৬৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রিট। প্রঃ—ত্রিযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, সঃ—ত্রিযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—ত্রিযুক্ত বটরুক্ষ হাজরা এম্ এ, ১২৬ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রিট। প্রঃ—ত্রিযুক্ত অম্বুলাচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ত্রিযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সদঃ—রায় ত্রিযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এন্স বাহাদুর, ৪১১ মোহনবাগান লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা।

উপহারদাতা—The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot, পুস্তক—
(১) Administration Report of the Excise Dept. Bengal. 1921-22, (২) Fifty-third Annual Report of the Director of Public Health for Bengal 1920, (৩) Do. 1921. (৪) Annual Statistical Returns and Short Notes on Vaccination in Bengal. 1920-21, (৫) Do. 1921-22, (৬) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. IX. (৭) Do. Vol. X. The Supdt. Govt. Printing, India (৮) Review of the Trade of India in 1921-22.

উপহারপ্রাপ্ত পুথির তালিকা

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস—(১) গোবিন্দমঙ্গল, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তত্ত্বরঙ্গ—(২) সত্য-
নারায়ণের পাঁচালী, (৩) গ্রন্থাগতত্ব, (৪) স্বরূপাখ্য স্তব-টীকা (কর্পূরাদি স্তব) ।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কান্দীদাসী মহাভারত

৬৪। শকুনির সহিত পুনরায় যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলায় এইরূপ পণ হয় যে, যিনি হারিবেন, তিনি দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। অজ্ঞাতবাসের সময়ে প্রকাশ হইলে, পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পণ এইরূপ, বিজিত পক্ষ দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। অজ্ঞাতবাসের সময়ে প্রকাশ হইলে, তাঁহার বিজ্ঞেতা-পক্ষের দাসরূপে পরিগণিত হইবেন।

মূল মহাভারত

কান্দীদাসীর ন্যায়।

কান্দীদাসী মহাভারত

৬৫। শকুনি পাশাখেলায় বিশেষ দক্ষ। তাই যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

• শকুনি দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা পাশা নির্মাণ করিয়াছিল, সেই জন্য যুধিষ্ঠির তাহার নিকট পরাজিত হন।

মূল মহাভারত

শকুনি অক্ষবিৎ।

কান্দীদাসী মহাভারত

৬৬। হস্তিনানগরে একদিন দুর্কাসা ঋষি দশ সহস্র শিষ্য সহ আগমন করেন। রাজা দুর্যোধন শত ভাতার সহিত অনেক দিন তাঁহার পরিচর্যা করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, রাজি দশ দণ্ডের পর জ্যোপদীর ভোজন সমাধা হইলে, তিনি কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট সশিষ্য আতিথ্য স্বীকার করিবেন। যথাসময়ে দুর্কাসা ঋষি এই প্রতিশ্রুতি পালন করিলে, জ্যোপদী ও পাণ্ডবগণ অন্নের অভাব দেখিয়া কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন এবং কৃষ্ণ আসিয়া স্থালীস্থিত অন্নকণা ভোজন করিলে, বিশ্বাম্মা কৃষ্ণের তৃপ্তিতে ঋষিগণের পেট ভরিয়া গেল।

সঙ্গী মহাভারত

হুৰ্যোধন একদিন কাম্যক বনের নিকটে যুগ্ম করিতে গিয়াছেন, এমন সময় বিশ হাজার শিষ্য সহিত দুর্কীসা আসিয়া বলিলেন, আমরা ক্ষুধার্ত, অন্ন দাও। হুৰ্যোধন বলিলেন, এখানে আমি অন্ন কোথায় পাইব? বিলম্ব করিলে রাজধানী হইতে আনাইয়া দিতে পারি। তাহার চাইতে, নিকটেই রাজা যুধিষ্ঠির পিতৃশ্রদ্ধা করিতেছেন, প্রচুর অন্ন সেখানে আছে। আপনারা তথায় যান। দুর্কীসা যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইয়া বলিলেন, আমরা তিন দিনের উপবাসী, সত্ত্বর অন্ন প্রস্তুত কর, সন্ধ্যা করিয়া আসিতেছি। যুধিষ্ঠির প্রমাদ গগিলেন। দুর্কীসাকে অন্ন না দিতে পারিলে ব্রহ্মশাপে মৃত্যু অনিবার্য। তদপেক্ষা দেহত্যাগ করা শ্রেয়স্কর। এই ভাবিয়া দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব দেহত্যাগ করিবার জন্য জলে নামিলেন। এই সময় নারদ ঋষি আকাশে থাকিয়া এই ঘটনা দর্শনপূর্বক হারকায় গিয়া কৃষ্ণকে জানাইলেন। ক্রীষ্ণ তৎক্ষণাৎ আসিয়া পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং নানাবিধ ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ঋষিদিগকে আহার করাইলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৭। কাম্যক বনে প্রবেশের পূর্বে সঙ্গী ব্রাহ্মণ ও দ্বিজগণের পোষণের জন্য যুধিষ্ঠির হুৰ্যোধর আরাধনা করেন। হুৰ্য্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, দ্রৌপদী যাহা রন্ধন করিবেন, দ্রৌপদীর ভোজনের পূর্বপর্যন্ত তাহা অকুরন্ত থাকিবে। অর্থাৎ দ্রৌপদীর আহারের পূর্বপর্যন্ত সেইসকল অন্নাদি যত লোকেই খাউক না কেন, কিছুতেই কুরাইবে না।

সঙ্গী মহাভারত

সশিষ্য দুর্কীসার আগমনে পাণ্ডবেরা যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এইরূপ বিপদের হাত হইতে পরিজ্ঞাপন পাইবার জন্য পাচ ভাই মিলিয়া যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, হুৰ্যোধর আরাধনা করিতে হইবে। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া হুৰ্য্য তাঁহাদিগকে বর দিলেন যে, তোমাদের আর অন্নকষ্ট হইবে না।

মূল মহাভারত

তান্ময় পিঠর অর্থাৎ পরিবেষণপাত্র দেন। ইহাতে স্থাপিত অন্ন অক্ষয় হইবে।

দশম মাসিক অধিবেশন

১৮ই চৈত্র ১৩২৯, ১লা এপ্রিল ১৯২৩, রবিবার সন্ধ্যা ৭টা।

(নবম মাসিক অধিবেশনের কার্য শেষ হইলে পর, দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য আরম্ভ হয়)।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয় :—১। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয়-লিখিত “পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়?” নামক প্রবন্ধ, এবং ২। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় তাঁহার “পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়?” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিত্তাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিত্তাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় এই সূচিস্থিত প্রবন্ধের জন্ত এবং প্রবন্ধরচনার্থ পরিশ্রমের জন্ত লেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

স্মৃতিগত বোড়শ ও সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশন

১৪ই চৈত্র ১৩২৯, ২৭ এ মার্চ ১৯২৩, বুধবার অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলৌচ্য-বিষয়—গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়)
নামক প্রবন্ধ। লেখক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ মক্কাগঙ্গ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়-কুমার লরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য “সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলী”র অন্তর্ভুক্ত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের শেষ দুই অধ্যায়—ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুকে এই অনুবাদের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচণীলাল বস্তু

সভাপতি।

একাদশ মাসিক অধিবেশন

২৫এ চৈত্র ১৩২৯, ৮ই এপ্রিল ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ন ণাটা।

রায় শ্রীযুক্ত পঞ্চজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথি-শালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত “মৌর্য-যুগে ভারতীয় সভ্যতা” নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ্মদ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়ের সমর্থনে এবং শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ মহাশয়ের অনুমোদনে রায় শ্রীযুক্ত পঞ্চজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত নবম ও দশম মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। গ—পরিশিষ্টে লিখিত পরিষদের পুষ্টিশালায় রন্ধিত প্রাচীন পুষ্টির বিবরণ পাঠিত হইল।

৫। সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় “মোর্ধ্য-যুগে ভারতীয় সভ্যতা” নামক তাঁহার প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলেন। এই অধ্যায়ে তিনি মোর্ধ্যযুগের পারিবারিক জীবনের আলোচনা করিয়াছেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর, শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ, এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রবন্ধ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এই সকল আলোচনার উত্তর দিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবু বিশেষ পরিশ্রম করিয়া মোর্ধ্য-যুগের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া ভারতের ইতিহাসের এক অধ্যায়ে যে আলোকসম্পাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্ত দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি গভীর গবেষণা ও স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতেছেন, ইহা প্রকৃতই আশার বিষয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধের কিছু আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

ত্রিকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ; সদস্য—রেভাঃ জি সেজালিন এম্ এ, সিউরী, ই, আই, আর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্ এ, সমঃ—ঐ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত প্যারীলাল রায় এম্ এ, ১৭২ বোবাজার ষ্ট্রীট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এ, সমঃ—ঐ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ পাল, চন্দ্রপুর, পোঃ বাগনান, হাওড়া ; প্রঃ—ঐ ; সমঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিচরণ দে, ৪৭ হিদারাম ব্যানার্জি সেন ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্, ভারত ইনসিওরেন্স, লাহোর ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মজুমদার বি এ, স্থপল, ভাগলপুর, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পতিরাম দেব বৃহস্পতি, ২৩ ব্র্যাকোয়ার স্কোয়ার ; প্রঃ—ঐ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৩৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—ত্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক—(১) মহাশ্বেতা । (২) Who's who, 1917. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot. (৩) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1921-22. The Secretary, Smithsonian Institution, U.S.A. (৪) Archaeological Investigations.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৬৮। অর্জুনের তপশ্চায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব কিরাতরূপ ধারণপূর্বক তাঁহার নিকট আইসেন। অর্জুন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইলেন, তিনি নিজরূপ ধারণ করিয়া অর্জুনকে অস্ত্র এবং বর প্রদান করেন।

সঙ্গরী মহাভারত

অর্জুন তপশ্চায় নিমগ্ন হইলে মহাদেব প্রথম নিজরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া যুদ্ধে জয় হইবে বলিয়া অর্জুনকে বর প্রদান করেন। কিন্তু অর্জুন ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় তপশ্চা করিতে লাগিলেন। তখন পুনর্বীর মহাদেব কিরাতরূপ পরিগ্রহ করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া পাশ্চপত প্রভৃতি অস্ত্র দান করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর শ্রায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৯। নিষধরাজ নল লোকমুখে দময়ন্তীর রূপের কথা শুনিয়া তদগতচিত্ত আছেন। একদিন অন্তঃপুরের উত্তানে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি হংস দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। হংস তখন কাতরভাবে নলের নিকট কাকুতি করিতে লাগিল এবং বলিল, তুমি যাহার চিন্তায় বিভোর আছ, আমাকে ছাড়িয়া দিলে, সেই দময়ন্তীর সহিত আমি তোমার মিলন করাইয়া দিব। এই কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

সঙ্গরী মহাভারত

নিষধ রাজ নল সৈন্ত-সামন্তসহ একদিন যুগয়া করিতে গিয়াছেন। যুগয়ার পরিপ্রাপ্ত হইয়া তিনি এক সরোবরে স্নান করিতে গেলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই সরোবরে অসংখ্য স্বর্ণহংস ক্রীড়া করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া আর সব হাঁস উড়িয়া গেল, কেবল একটিকে তিনি ধরিয়া ফেলিলেন। ধৃত হাঁস রাজার হাত হইতে পরিজ্ঞাপ পাইবার জন্য গৃহ

অনাথা বৃদ্ধ বাপ-মা এবং শিশুসন্তানের কথা উল্লেখ করিল। তাহাতে রাজার দয়া হইল না দেখিয়া নলের পূৰ্ব্বপুরুষদের স্মৃতি আরম্ভ করিল। তাহাতেও কোন ফলোদয় না হওয়ায়, সে দময়ন্তী নামে অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যার বিবৃত রূপগুণের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া বলিল, আমাকে যদি ছাড়িয়া দাও, তবে এইরূপ দেবদুর্ভাগ এক কন্যার সহিত তোমার মিলন করাইয়া দিব। রাজা কন্যার রূপের কথা শুনিয়া মুগ্ধ ও তন্ময় হইয়া গেলেন এবং অবিলম্বে হাঁসকে ছাড়িয়া দিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর শ্রায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৭০। দময়ন্তীর স্বয়ংবরে মহারাজ নল যাইতেছেন, পথে ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। দেবগণ নলকে তাঁহাদের দূতরূপে দময়ন্তীর নিকট যাইতে অমুরোধ করিলেন, তিনি বলিলেন, রাজার অন্তঃপুর পুরুষের অগম্য। শত শত প্রেহরী তাহার দ্বার রক্ষা করিতেছে। আমি এই বেশে পুরুষ হইয়া কিরূপে সেখানে যাইব? দেবগণ বলিলেন,—আমাদের প্রভাবে কেহই তোমাকে দেখিতে পাইবে না। তুমি সকলের অলক্ষ্যে স্বচ্ছন্দে তথায় যাইতে পারিবে। নল বিদূৰ্ভরাজের অন্তঃপুরে গিয়া সখীগণবেষ্টিতা দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। নলকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে তাঁহার রূপের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আপনি কে? লক্ষ লক্ষ প্রেহরিবেষ্টিত এই অন্তঃপুরে আপনি কেমন করিয়া আসিলেন? নল তখন নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া, দেবগণের অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।

সপ্তমী মহাভারত

মহারাজ নল, দময়ন্তীর স্বয়ংবরে আসিতেছেন, পথে ইন্দ্র, কুবের, বায়ু ও বরুণ, এই চারি জন দেবতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেবতারা রাজাকে বলিলেন, তুমি আমাদের দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট গমন কর। তাহাকে গিয়া বল যে, সে আমাদের চারি জনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বরণ করুক। নল ইহাতে সন্মত হইলে, দেবতারা বায়ুকে নলের সহিত অজ্ঞাতে পাঠাইয়া দিলেন—উদ্দেশ্য, নল কথামত ঠিক ঠিক কাজ করেন কি না, দেখিবার জ্ঞাত। নল আসিয়া দ্বারে প্রেহরীকে বলিলেন, আমি দেবগণের দূত; রাজকন্যাকে দেবতাদের সংবাদ জানাইবার জন্ত আসিয়াছি। প্রেহরী, দময়ন্তীকে এই সংবাদ জানাইলে দময়ন্তী নলকে অন্তঃপুরে যাইবার আদেশ দিলেন এবং বায়ুও অলক্ষ্যে তাঁহার পেছনে পেছনে গমন করিলেন। নল নিজের পরিচয় না দিয়া, দেবগণের উদ্দেশ্য দময়ন্তীর নিকট বিবৃত করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর শ্রায়।

উনবিংশ বিশেষ অধিবেশন

৫ই বৈশাখ, ১৩৩০, বুধবার সন্ধ্যা ৭টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—“চিত্রে মানস-সরোবর, কৈলাস ও আদি-বরদীনাথ” নামক প্রবন্ধ—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজ্ঞনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় খালসা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজ্ঞনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিতে, এবং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিজ্ঞনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় হিমালয় গিরিশঙ্কট, মানস-সরোবর, রাক্ষসতাল, কৈলাস, মাক্কাতা, গৌরীকুণ্ড, থোলিংমঠ বা আদি-বরদীনাথ প্রভৃতি স্থানের যে সকল দর্শনীয় বিষয় দেখিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিলেন, এবং ঐ সকল স্থানের প্রায় ৫০ খানি চিত্র ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্ন ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্ত শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুল্লীলাল বসু,

সভাপতি।

বিংশ বিশেষ অধিবেশন

১৪ই আষাঢ় ১৩৩০, ২৯এ জুন ১৯২৩, শুক্রবার।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-উৎসব।

এই দিন প্রাতে কবিরের সমাধিক্ষেত্রে কতিপয় সদস্য এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া কবিরের স্মৃতির উদ্দেশে কিছু বলেন এবং তাঁহার সমাধির উপর পুষ্প ও মাল্যাদি প্রদান করেন।

এই দিন অপরাহ্নে ৬ টার সময় সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হয়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনপ্রসাদ বিজাভিনোদ এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় সভার উদ্বোধন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়কে মাইকেল মধুসূদনের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় কবির “চিত্রাঙ্গদা” হইতে অংশবিশেষ আবৃত্তি করিলেন এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় “নমি কবিগুরু” ইতি শীর্ষক কবিতার আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলিলেন,—যখন দেশে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রচলন ছিল, তখন মাইকেলের বই অনেকেরই পড়িবার সুযোগ হইত; কলিকাতা অপেক্ষা গ্রামেই মাইকেলের বই বেশী পঠিত হইত। আজকাল মাইকেলের বই পড়িবার ধৈর্য বা শিক্ষা দেশে কাহারও নাই। বৈষ্ণব কবিতার গ্রন্থ কোন সাহিত্যই তেমন মধুর হইল না,—মাইকেল সেই বৈষ্ণব-সাহিত্যকে বিশেষ সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তখনকার সাহিত্য-সেবায় আর আধুনিক সাহিত্যসেবায় অনেক তফাৎ। তখন সাহিত্যসেবা করিতে হইলে সর্বস্বান্ত হইতে হইত। তখনকার সেবা অহৈতুকী ছিল; তখনকার সাহিত্যিকগণ দেশকে বাস্তবিকই ভালবাসিতেন; তাঁহাদের ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া জাতিকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন ভগলী হইতে গৌরীকৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্যের পাণ্ডুলিপি শুনাইয়া যাইতেন এবং তজ্জন্ত কিছু কিছু পাইতেন। সেই গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রস্বয়—নন্দলাল ও কিশোরীলাল গোস্বামী তাঁহাকে প্রাইভেট টিউটর রাখিয়া ইংরেজী শিখিতে চান। মাইকেল পারিশ্রমিক চাহেন five hundred rupees per hour. তাহাতে নন্দলাল বলেন, It is not a common sum! মাইকেল তাহাতে উত্তর দেন, Michael is not a common man! তাঁহার আশ্ব-বিশ্বাস এইরূপই ছিল, তাই আজ সমগ্র জাতি বলিতেছে, Michael is not a common man!

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ; পি এইচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে, অজ্ঞাত দেশে সাহিত্যের গঠনকর্তৃগণের জন্ত সেই দেশের লোক উৎসবাদি করিয়া থাকেন। এদেশে সেরূপ নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় বঙ্গ-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। এখন আমরা আলোচনা করিয়া যে যে শিক্ষণীয় বিষয়ে অজ্ঞ ভাষায় চলিতেছে, সেই সেই বিষয়ে বঙ্গভাষা প্রচলন করিতে পারি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গভাষা প্রচলনের যেরূপ ভার স্বীয় স্বন্ধে লইয়াছেন, সেইরূপ বঙ্গভাষার গঠনকর্তৃগণের বার্ষিক শ্রুতি-উৎসবের ভারও যেন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত স্বরূপপ্রসাদ বিস্তাভিনোদ এম্ এ মহাশয় বলিলেন, আজকাল যেভাবে সাহিত্যের আলোচনা হয়, তাহাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। পূর্বে পাওয়া যাইত। আজকাল নিউটন, টিকেল, ওয়াটস প্রভৃতির অপেক্ষা বড় বড় বৈজ্ঞানিক জন্মিয়াছেন ও তাঁহারা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু নিউটন প্রভৃতির আবিষ্কার পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কারের তুলনায় অতি সামান্য হইলেও, তাঁহারা চিরকাল প্রথম অর্থ্য ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইবেন। সেইরূপ মধুসূদন চিরদিন আমাদের নিকট শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইবেন। তাঁহার অমিত্রাকর ছন্দ চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বোম্বাইরহ এম্ এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, “প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে মাইকেলের কবিতা আবৃত্তি করিতাম; প্রায় অর্ধেক কবিতা মুখস্থ ছিল। এখনও তাহা আগেকার মতই মুখরোচক বোধ হয়। এই যে বিপুল জলধারা বঙ্গ-সাহিত্যকে প্রক্ষুণ্ণিত করিতেছে, তাহার গোমুখী কোথা, তাহা খুজিয়া পাইবেন না। তাহার কোমল নদীর একটি ধারা মাত্র দর্শন করিবেন। আমার মনে হয়, মাইকেল যেমন নানাভাষায় লিখিয়া অনেক সাধনা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তিনি নানা ভাষা হইতে মধু আহরণ করিয়া মেঘনাদবধ সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন আর কেহ পারে নাই। হোমারের ইলিয়ডের অনেক প্রভাব মধুসূদনের উপর পড়িয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে হোমারের অনুকারী বলিলে চলিবে না। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। আজ এই সভায় যে সকল যুবক কবি আছেন, তাঁহাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহাদের যে রচনাশক্তি আছে, তাহা দিয়া আমাদের নিজের জননীর সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি বাড়াইতে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের যশঃ জগৎব্যাপী না হউক, বা প্রচুর অর্থাগম না হউক, তথাপি নানাদেশের রত্ন আহরণ করিয়া মায়ের অঙ্গে সাজাইয়া দিতেও ত পারিবেন।

তৎপরে সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন যে, আজ যশোরের, লাগরদাড়ীর কথা কেহ বলিলেন না, বা তথায় কেহ গেলেন না। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের উদ্যোগে এবার সেখানে স্মৃতি-রক্ষার অধিবেশন হইয়াছিল। সেখানে কিছু করা কর্তব্য।

শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

একবিংশ বিশেষ অধিবেশন

১৬ই আষাঢ় ১৩৩০, ১লা জুলাই ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ন ৭টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে তিনি ঠাঁহার ঊনত্রিংশ বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণে তিনি বিজ্ঞাপতি-লিখিত বীররসাত্মক কাব্য “কীর্তিলতার” বিবরণ প্রদান করেন।

এই অভিভাষণ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

ঊনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৬ই শ্রাবণ ১৩৩০, ২২ জুলাই ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ন ৫ঃ০টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য

সি আই ই, আই এন্ড ও, এম্ বি, এফ্ সি এন্ড।

আলোচ্য নিম্নলি—

১। গত অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পাঠ।

২। শোক-প্রকাশ—[ক] ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, [খ] কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন, [গ] পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিজ্ঞানতত্ত্ব, [ঘ] দামোদর দাস বর্মাণ, [ঙ] রেবতীমোহন গুহ এম্ এ, বি এল, [চ] গিরীন্দ্রনাথ সেন, [ছ] পতিতপাবন রায়, [জ] সত্যচরণ মজুমদার, [ঝ] গিরিজামোহন রায়, এবং [ঞ] রাধাশ্রাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৩। ঊনত্রিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ।

৪। ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন।

৫। বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্বাচন।

৬। ত্রিংশ বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যনির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন।

৭। ত্রিংশ বর্ষের জন্ত পরিষদের কম্পাধ্যক্ষ নির্বাচন-সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব।

৮। পুষ্টি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

৯। প্রদর্শন—[ক] রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাজিলাল বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, [খ] শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়-প্রদত্ত নবগ্রহ-বুর্জিযুক্ত প্রস্তরখণ্ড এবং [গ] শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ছইখানি প্রাচীন খোদিত ইষ্টক।

১০। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—[ক] শ্রীমতী কুম্মনলিনী রায় চৌধুরী মহাশয়া-প্রদত্ত ৮দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র, [খ] শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর মহাশয়-প্রদত্ত ৮রাজা শ্রর দৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র, [গ] শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ব্যারিষ্টার মহাশয়-প্রদত্ত ৮বিহারিলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের তৈলচিত্র, [ঘ] ৮চন্দ্রশেখর কর বিজ্ঞাবিনোদ বি এ মহাশয়ের চিত্র এবং [ঙ] গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত ৮ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং [চ] ৮চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র।

• ১১। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে অগ্রতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভারস্তের পূর্বে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন, “সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাকে বলিলেন যে, আপনাকে কটাক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এক পত্র ছাপিয়াছেন, এই বলিয়া তিনি সেই পত্র একখানি আমাকে দিলেন। সেই পত্রে আমার প্রতি এইরূপ কটাক্ষপাত করা হইয়াছে যে, আমি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়কে আক্রমণভীতি প্রদর্শন করিয়াছি। আমার প্রতি শ্রীযুক্ত জ্ঞান বাবুর এই দোষারোপ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, সংবাদপত্রে ও অন্য কাহারও পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি পরিষদের আগামী বর্ষে সম্পাদকপদে নির্বাচনের জন্ত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করিবেন। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে বলিতে পারেন যে, শ্রীযুক্ত হেম বাবু উক্ত পদের জন্ত প্রার্থী নহেন। শ্রীযুক্ত হেম বাবু আগামী বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতিতে থাকিয়া পরিষদের জন্ত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবুকে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর উক্ত উক্তির জন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, ইহাদের এই সমস্ত কথায় সাধারণের অনেক ভুল ধারণা ঘুচিয়া যাইবে।

১। গত চারিটি অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্যগণের ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন।—(ক) ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, (খ) কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন, (গ) পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিহারী, (ঘ) দামোদর দাস বর্মা, (ঙ) রেবতীরমন গুহ এম্ এ, বি এল্ (চ) গিরীন্দ্রনাথ সেন, (ছ) পতিতপাবন রায়, (জ) সত্যচরণ মজুমদার, (ঝ) গিরিজামোহন রায়, (ঞ) রাধাশ্রাম মুখোপাধ্যায়।

তিনি বলিলেন যে, ললিতবাবু পরিষদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি শ্রুতিবি ও সদালাপী ছিলেন। বহুদিন তিনি পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ও সহকারী সম্পাদক এবং কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন, পরিষদের বহু অনুরোধে তিনি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে তাঁহাদের ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে তাঁহার প্রান্তঃস্মরণীয় পিতৃদেব ৷দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র এবং তাঁহার ব্যবহৃত সোনার ঘড়ি ও চেন পরিষদে উপহার পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে পরলোকগত ব্যক্তিগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাবুলক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং সকলে দীর্ঘায়মান হইয়া মৃত মহাত্মগণের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিলেন।

৩। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উনত্রিশ বার্ষিক কার্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই উনত্রিশ বার্ষিক কার্য-বিবরণ গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় এই কার্য-বিবরণ সম্বন্ধে কাহারও কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে, তাহা জানিতে চাহিলে পর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের বিরুদ্ধে কতকগুলি দোষারোপ করিয়া সংবাদপত্রাদিতে ও খোলা-চিঠিতে কেহ কেহ লিখিয়াছেন, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক, এই বলিয়া সম্পাদক মহাশয়কে এই সমস্ত বিষয়ের উত্তর চাহিলেন। বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিত্তাভূষণ মহাশয় কর্তৃক ৬০০ টাকা ডাকঘরে জমা রাখার এবং তাহা পরে উঠাইয়া লইবার বিষয়ে এবং দৈনিক আদায়ের টাকা ধনরক্ষকের নিকট রীতিমত প্রেরিত না হওয়ার বিষয়ে তিনি উত্তর চাহিলেন। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমস্ত প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর দিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু কর্তৃক ডাকঘরে ৬০০ টাকা জমা রাখা সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা জানাইলেন। তিনি বলিলেন যে, উক্ত টাকা শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর নিজস্ব এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উহা কর্মচারীর ভ্রমবশতঃ ডাকঘরে প্রেরিত হইয়াছিল। পরে ঐ টাকা উঠাইয়া তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। এই বিষয়ে আয়-ব্যয়-সমিতির মন্তব্য এবং কার্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক উক্ত মন্তব্য পরিগৃহীত হওয়ার বিষয় জানাইলেন এবং যে আয়-ব্যয়-সমিতির অধিবেশনে এই টাকা শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর নিজস্ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি উপস্থিত সকলকে দেখাইলেন ও উহাতে আয়-ব্যয়-সমিতির সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিজের স্বাক্ষর রহিয়াছে, তাহাও সকলকে তিনি দেখাইলেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, বিশেষ বিশেষ কারণ (যথা—ধনাধ্যক্ষের কলিকাতায় অনুপস্থিতি) ব্যতীত সমস্ত আদায়ী টাকা কোষাধ্যক্ষের নিকট নিয়মিত প্রেরিত হইয়াছিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি এবং উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলী সভাপতি মহাশয়ের এবং সম্পাদক মহাশয়ের উত্তর শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, এবং তিনি আরও বলিলেন যে, পরিষদের বিরুদ্ধে যে সকল দোষারোপের বিষয় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক এবং ভিত্তিহীন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে এই উক্তির জন্ত বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তৎপরে ঊনত্রিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এন্সি মহাশয় ত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন। ইহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত স্মৃধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আগামী বর্ষ হইতে আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ছাপিয়া সদস্যগণকে বিতরণ করা হউক।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত চিত্রগুলির প্রতিষ্ঠা করিলেন,—

(ক) ‘নবভারত’-সম্পাদক ৩দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র। চিত্র-প্রদাত্রী—মৃত মহাআর পুত্রবধূ শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী।

(খ) সঙ্গীতাচার্য্য ৩রাজা শ্রর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র। প্রদাতা—মৃত মহাআর পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর।

(গ) “অনাথবন্ধু”-লেখক ৩চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের ওয়াটার কলার চিত্র। এই চিত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে।

(ঘ) কবি বিহারিলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের তৈলচিত্র। প্রদাতা—কবির পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্তী ব্যারিষ্টার।

(ঙ) ‘মধুমতী’ প্রভৃতি রচয়িতা ৩বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৩পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র।

(চ) “উদভাস্ত-প্রেম”-প্রণেতা ৩চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র। এই শেখোক্ত চিত্র দুইখানি পরিষদের ‘গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারে’র অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় চিত্রপ্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, সদস্যগণের নির্বাচনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন এবং তিনি কার্য-নির্বাহক-সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ নূতন সহায়ক-সদস্য নির্বাচনের এবং শ্রীযুক্ত ব্রজ্জ্যোতিষ গণেশনাথ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, মোলবী মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী এবং মোলবী নূর আহাম্মদ মহাশয়গণকে সহায়ক-সদস্যরূপে পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে ইহারা পাঁচ বৎসরের জ্ঞানসহায়ক-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

তৎপরে ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, প্রাপ্ত ভোটার ক্রম অনুসারে নিম্নোক্ত ২০ জন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২। “খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

- ৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ ।
- ৪। ” রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর ।
- ৫। ” রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ।
- ৬। ” নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ।
- ৭। ” কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ।
- ৮। ” হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ ।
- ৯। ” হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত ।
- ১০। ” জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ।
- ১১। ” মনমথমোহন বসু ।
- ১২। ” কিরণচন্দ্র দত্ত ।
- ১৩। ” বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যধর ।
- ১৪। ” বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ ।
- ১৫। ” মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ।
- ১৬। ” প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।
- ১৭। ” ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস বোষ ।
- ১৮। ” হেমচন্দ্র সরকার ।
- ১৯। ” বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।
- ২০। ” সত্যচরণ লাহা ।

এবং শাখা-পরিষৎ সমূহ হইতে নিম্নোক্ত ছয় জন এই কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে শাখাগুলির প্রতিনিধি-সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন ।

- ১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ।
- ২। ” রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর ।
- ৩। ” সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ।
- ৪। ” হরিহর শাস্ত্রী ।
- ৫। ” ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ।
- ৬। ” মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ।

৭। কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে আগামী বর্ষের কার্য্যক্ষেত্র নির্বাচনের জন্ত নিম্নোক্ত নাম প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইল ।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।

সহকারী সভাপতি—

- ১। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর ।
- ২। ” রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব ।

৩। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ।

৪। „ কীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ ।

(মকমলের পক্ষে)

৫। মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রুত বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর ।

৬। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ।

৭। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ।

৮। „ রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি বাহাদুর ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় খতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ।

সমর্থক— „ রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

সমর্থক— „ কীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ ।

সহকারী সম্পাদক—

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ।

২। „ হিরণকুমার রায় চৌধুরী ।

৩। „ গণপতি সরকার বিজ্ঞানভূষণ ।

৪। „ হেমচন্দ্র ঘোষ ।

৫। „ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ।

৬। „ গিরিজাকুমার বসু ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ।

সমর্থক— „ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার ।

সমর্থক— „ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় ।

সমর্থক— „ বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বম্ভর ।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ।

সমর্থক— „ প্রবোধকুমার দাস ।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ।

সমর্থক— „ প্রবোধকুমার দাস ।

প্রাধিকার—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেমুনাথ দাস ঘোষ ।

সমর্থক— „ বলাইলাল দত্ত ।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

(১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

(২) „ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী ।

সমর্থক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত ।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, পূর্বোক্ত কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে কক্ষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের স্থানে কার্যনির্বাহক-সমিতির পদপ্রার্থীদের পরবর্তী সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু শাখা-পরিষৎ হইতে পূর্বেই এই সমিতিতে আসিয়াছেন। এই জন্ত তাঁহার পরবর্তী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির সভ্য হন। কিন্তু তিনিও সহকারী-সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পরবর্তী রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুরও শাখা-পরিষৎ হইতে এই সমিতিতে আসিয়াছেন এই জন্ত পরবর্তী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় কার্যনির্বাহক-সমিতির ২০শ সংখ্যক সভ্য হইলেন।

৮। তৎপরে খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৯। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের পরমহিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় পরিষদের স্থায়ী তহবিলে ১০০০ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গৌর বাবুকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি প্রদর্শন করিলেন এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

(ক) শ্রীযুক্ত রায় উপেন্দ্রনাথ কাজিলাল বাহাদুরের প্রদত্ত ১৩টি এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত ৪টি মুদ্রা।

(খ) শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়-প্রদত্ত এবং তর্পণদীঘির নিকট হইতে সংগৃহীত নবগ্রহবৃদ্ধিযুক্ত একখানি প্রস্তর এবং

(গ) তাঁহার চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রদত্ত বাঁশবেড়ে হইতে সংগৃহীত দুইখানি ইটক।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুকে এই সকল সংগ্রাহ্য জন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ

দিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার ত্যাগ স্বীকার ও পরিষদের জন্ত তাঁহার স্বয়ং, মেহ, পরিশ্রম—এই সকল বিষয়ের জন্ত পরিষৎ ও সকলেই তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁহার সম্পাদক-পদ-ত্যাগে সকলেই বিশেষ দুঃখিত। সকলেই আশা করেন যে, তিনি তাঁহার এই দীর্ঘ চারি বৎসরের অভিজ্ঞতা ও স্নেহ লইয়া কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের সেবা করিবেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতি শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন ও বলিলেন, তিনিও পাঁচ বৎসর সহকারী সভাপতি থাকিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, যে সকল কৰ্ম্মাধ্যক্ষ এবং কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য এই বৎসর অবসর গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, পরিষৎ এই দুই মহাত্মার নিকট যত ঋণী, এত আর বোধ হয়, কাহারও নিকট নহে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু সম্পাদক হইয়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার সহযোগিতা করিতে গিয়া হয় ত অনেক ক্রটি হইয়া গিয়াছে, আশা করি, তিনি যেন তাহা ক্ষমা করেন। পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদের প্রস্তাব তিনি উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় তাহা সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, আনন্দের বিষয়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু তাঁহার কার্যভার সুযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু, পাঁচ বৎসর একাদিক্রমে পরিষদের কার্যে সহায়তা করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর নিয়মের বলে আমরা তাঁহাকে হারিয়াছি। আমরা আশা করি, আবার আগামী বর্ষে তাঁহাকে সহকারী সভাপতিরূপে পাইব।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযুক্ত হিরণ-কুমার রায় চৌধুরী, ২৩১ শিবালয়, বেনারস সিটি; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৭ চক্রবেড়ে

রোড নর্থ, ভবানীপুর ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ১২ জগন্নাথ সুরের লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামাভুজ কর, বাঁকুড়া ; শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, ২ উড ষ্ট্রিট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র দাস এম্ এ, পি আর এস, শিবশঙ্কর মল্লিক লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞানরত্ন, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ মিত্র, ২ গুঁড়া ফার্ট লেন ; শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ২৬ গুঁড়া ফার্ট লেন ; প্রঃ—কুমার শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্মা এম্ এসসি, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী, ৯ পদ্মনাথ লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামময় মণ্ডল, শিক্ষক, চন্দ্রকোণা জিরাট হাই স্কুল, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়, Office of the Commanding Royal Engineer, M.W.S. ফোর্ট উইলিয়ম ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০ রামধন মিত্রের লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ, ২০১২ রামমোহন সাহা'র লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশিভূষণ স্বতীরত্ন, অধ্যাপক কাশিমপুর টোল, কাশিমপুর, রাজসাহী ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দে এম্ এ, অধ্যাপক, রিপন কলেজ, ৭২ সূকীয়া ষ্ট্রিট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শেখররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৩৩ জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন ; শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ী, কুঠীঘাটা, বরাহনগর ; প্রঃ—ঐ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ক্যাপ্টেন উপেন্দ্রনাথ দাস বি এল, এম্ বি, এফ আর সি এস (এডিন), ৩৫ ল্যান্ডডাউন রোড ; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ৩ ঈশ্বর চক্রবর্তীর লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ভড়, সঃ—শ্রীযুক্ত বাগিনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত ষুগলচন্দ্র চক্রবর্তী, কুঠীঘাটা লেন, চন্দননগর, হুগলী ; প্রঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী, মাণিকতলা ষ্ট্রিট ; শ্রীযুক্ত তারকনাথ সিংহ, ৩১২ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রিট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পরাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল, (সিটি হাই স্কুল, গাজিপুর) ; ২১২এ ঈশ্বর মিলের লেন ; শ্রীযুক্ত হারাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল বি এ, মোরাদাবাদ ; শ্রীযুক্ত শরদীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হেডমাষ্টার, মোরাদাবাদ ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এ, ৪ রমাপ্রসাদ রায় লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস বি এল, উকিল, গয়া ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোড়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ এস সি মুখার্জি, হাউস-সার্জন, ডগ ওয়ার্ড, বেঙ্গল সিবিল ডেটারিনারি কলেজ, বেঙ্গলগেছে ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, ৭ স্ট্রিথর দত্ত লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মন্থনাথ

রায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১৪ মুল্লীবাজার রোড, বেলেঘাটা ; শ্রীযুক্ত অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীতলা, হুগলী, ক্লার্ক, ট্রাফিক ম্যানেজার্স অফিস, কলিকাতা পোর্ট-কমিশনার ; শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, ৪ লিটলন ইন্সটিটিউট, ট্রাফিক ম্যানেজার্স অফিস, কলিকাতা পোর্ট-কমিশনার ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কান্তিলাল এম ধোলাকিয়া, ৬ কুপাস লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অরমকৃষ্ণ ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বসু বি এ, ১১ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সিংহ, জমিদার, বাতীকার, বীরভূম ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঢোল বি এ, ১০১১ মসজিদবাড়ী ইন্সটিটিউট ; প্রঃ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নৈহাটী ; শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নৈহাটী ; শ্রীযুক্ত কানীপতি মজুমদার, নৈহাটী ; শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বিশ্বাস, নৈহাটী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, নৈহাটী ; শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ মজুমদার, নৈহাটী, শ্রীযুক্ত ডাঃ নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, কাঁটালপাড়া নৈহাটী, শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দাস, ৬ পার্শ্ববাগান লেন, শ্রীযুক্ত রায় বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর, চেয়ারম্যান, নৈহাটী মিউনিসিপালিটি, নৈহাটী ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কুণ্ডু লেন, বেলগাছিয়া ; শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কুণ্ডু লেন, বেলগাছিয়া ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এসিষ্টেন্ট ম্যানেজার, ভারত ইন্সিওর কোং, লাহোর ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার রায় চৌধুরী, ১ কুঠিঘাটা রোড, বরাহনগর ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস ভট্টাচার্য্য, ৩৮ আমহাষ্ট রো, প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বড়দলই, প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ২ রাজা রাজবল্লভ ইন্সটিটিউট ; শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মিত্র, ২ রাজা রাজবল্লভ ইন্সটিটিউট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি এল, ২৬ পটলডাঙ্গা ইন্সটিটিউট ; শ্রীযুক্ত পরিতোষ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী-লজ, নৈহাটী, শ্রীযুক্ত বক্রিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোলন্দপাড়া, চন্দননগর ।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাদি

উপহারদাতা শ্রীযুক্ত কান্ধুপ্রিয় গোস্বামী, উপহৃত পুস্তক—১। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়, শ্রীযুক্ত রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর—২। ভোলানাথের ভুল, শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়—৩। শ্রীমৎ সিদ্ধাবাজি গৌরদাসের মহাসমাধি, ৪। ময়নার বুলি, ৫। অরুণাচল সঙ্গীত, ১৪।

প্রকাশক, কাশী—‘জ্ঞান-মণ্ডল’—৬। ভারতবর্ষকা ইতিহাস, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত—৭। স্বায়ত্ত-শাসনের সিদ্ধিপথ, শ্রীযুক্ত রাধ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—৮। শ্রীমত্তাগবত তত্ত্বদর্পণ; শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—৯। রামকৃষ্ণ-মনঃশিক্ষা, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—১০। অরুণিমা—১১। কাক্রিদের দেশ আফ্রিকায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী—১২। ছেলেদের চাণক্য, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৩। যৌবন-বিজ্ঞান, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৪। ব্রহ্মবিধি উপদেশমালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি ২য়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্মা—১৫। পুষ্ণাগতব, ৩য় খণ্ড, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসী—১৬। সালোমে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৭। প্রেম ও পিপাসা, শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—১৮। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যুরোপীয়গণ কর্তৃক ভারতে শিক্ষা-বিস্তার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১৯। মাধবী, শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—২০। রূপক ও রহস্য—২১। বক্রোক্তি জীবিতম্, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে কবিত্ত্ববিদ—২২। মালক, —২৩। আয়ুর্বেদীয় চা, ২৪। কার্পাস-কথা, ২৫। কৃষিক্ষেত্র, ২৬। উদ্ভিদ-জীবন, ২৭। উদ্ভিদ-খাদ্য, ২৮। সম্ভাব্য, ২৯। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি, ৩০। প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান, ৩১। ফলকর, ৩২। ভূমিকর্ষণ, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ, ৩৩। বঙ্গবধু, ৩৪। ঋণের দায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৩৫। নারীর মূল্য, প্রবর্তক পান্নিংশি হাউসের কার্যাদ্যক্ষ, ৩৬। ধর্ম ও জাতীয়তা, ৩৭। কারা-কাহিনী, ৩৮। গীতার ভূমিকা, ৩৯। সাধনা, ৪০। স্বরাজের পথে, ৪১। যুগবর্তী, ৪২। যৌগিক সাধন, ৪৩। সবুজ কথা, ৪৪। লীলা, ৪৫। কর্মের ধারা, ৪৬। অরবিন্দ-মন্দিরে, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস—৪৭। কবিদ্বয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস, ৪৮। কিশোরী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র—৪৯। যশোহর খুলনার ইতিহাস, (২য়)।

The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—(1) Report on the Operations of the Department of Agriculture, Bengal, for the year 1921-22. শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়—(2) The Master's World-union Scheme. (3) A Message of Hope. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.—(4) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, for the year ending 31st March, 1922. The Keeper of the Imperial Record Deptt. Govt. of India.—(5) Press List of the Copies of Ancient Documents obtained from the India Office, Vol. I. 1749-1786. (6) Do. Vol. II. 1787-1799. (7) Press List of the Copies of Ancient Records obtained from the India Office, Vol. II. 1754-1755. (8) Do. Vol. III. 1755-1756. (9) Do. Vol. IV. 1757-58. (10) Do. Vol. V. 1759. (11) Do. Vol. VI. 1760-1764. (12) Do. Vol. VII. 1765-1769. (13) Do. Vol. VIII. 1770-1774. (14) Do. Vol. IX. 1775-1779. (15) Do. Vol. X. 1780-84. (16) Do. Vol. XI. Jany. 1785-June 1787. (17) Press List of Ancient Documents preserved in the Imperial Record Room of the Govt. of India, Public Deptt. Vol. XII. July 1787—Dec. 1789. (18) Do. Vol. XIII. Jan. 1790-June 1792. (19) Do. Vol. XIV. July 1792—Dec.

1794. (20) Do. Vol. XV, Jany-1795—June 1797. (21) Do. Vol. XVI, July 1797-Mar 1799. (22) Do. Vol. XVII, April 1799—Dec. 1800. (23) Do. Vol. XVIII 1748-1800 (supplement). (24) Press List of Records belonging to the Foreign Department of the Govt. of India, Series I, Select Committee, 1756-74. (25) Do. Series III, Secret Department Vol., I 1763-75. (26) Do. Series IV, Secret Deptt. of Inspection, 1770, 1778, 1782-7. (27) An Abstract of the Early Records of the Foreign Deptt. Part I, 1756-1762. (28) A Calendar of Indian State Papers, Secret Series, Fort William, 1774-75. (29) Calendar of the Persian Correspondence (Receipts and Issues) 1766-1777, Vol. I. (30) Do. Being Letters which passed between some of the Company's Servants and Indian Rulers and Notables, Vol. II. 1767-9. (31) Do. Vol. III, 1770-2. (32) Press List of Mutiny Papers, 1857. Being a Collection of Correspondence of the Mutineers at Delhi, Reports of Spies to English Officials and other miscellaneous papers. (33) List of the Heads of Administrations in India and of the India Office in England (corrected upto April, 1921). (34) Indian Historical Records Commission—Proceedings of meetings, Vol. I. Simla June 1919. (35) Indian Historical Records Commission—Proceedings of meetings, Vol. II. Lahore, January 1920. (36) Do. Vol. III. Bombay, Jan. 1921. (37) Do. Vol. IV. Delhi, Jan. 1922. The Superintendent Govt. Printing India—(38) Conservation Manual. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Dept—(39) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XI. No. I. (40) No. 2. (41) Do. No. 3. The Surveyor General of India—(42) General Report on the Operations of the Survey of India. (43) Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XLIV. Part 2. The Officer-in-charge Bengal Secretariat, Book Deptt—(44) Report on the Administration of Bengal 1921-1922. The Registrar, Calcutta University—(45) University Calendar for the years 1918-1919 Part II. Supplement, 1920 1921. ঐয়ুক্ত বরদারঞ্জন রায়—(46) Kalidasa's Abhijnana-Sakuntalam. The Secretary, Smithsonian Institution, Washington. (47) Cambrian Geology and Paleontology, IV. (48) Thirty-fourth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1912-13. (49) Remains of Birds from Caves in the Republic of Haiti. (50) Remains of Mammals from Caves in the Republic of Haiti. The Superintendent, Govt. Printing, India. (51) Annual Report of the Board of Scientific Advice for India for the year 1921-1922. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot. (52) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XI. No. 4. (53) Do. Vol. XI. No. 5. ঐয়ুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(54) Critical and Miscellaneous Essays (Thomas Carlyle) Vol. II. The Manager, Prabartaka Publishing House, Chandernagore. (55) The Joga and its objects. (56) Spiritual Communism. (57) Rishi Bumkim Chandra. (58) Speeches of Sri Aurobindo Ghose. (59) The Brain of India. (60) The National Value of Art. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(61) Resolution reviewing the Reports on the working of Municipalities in Bengal during the year 1921-22. (62) Resolution reviewing the Reports on the work ing of the District Boards in Bengal during the year 1921-22.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

-:o:

কলিকাতা

২৪৩/১ আপার সাহুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মন্দির

শ্রী রামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত ।

১৩৩০

বার্ষিক মূল্য ৩৮০
ডাকমাতল সমেত]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
সদন্তগণপক্ষে বিনামূল্যে]

ত্রিংশ ভাগের সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। অর্থশাস্ত্রে সমাজ-চিত্র (২-৩) ...	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	৭, ৪১
২। অর্থশাস্ত্রে ধর্ম এবং সংস্কার ...	" " "	১১৯
৩। আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা- স্বয়ংক্রিয় হুই একটা কথা ...	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই	৬
৪। আসানের নানা কথা ...	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ	৮৭
৫। উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য- স্বয়ংক্রিয় পুথি ...	শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ	১২৭
৬। চৌম্বক ও ভাট্টিত-বিজ্ঞানের পরিভাষা ...	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই	৯০
ঐ প্রবন্ধের শুদ্ধিপত্র	১৬১
৭। জৈন-দর্শনে স্মাদবাদ (১) ...	শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যভীর্থ এম্ এ	১৪০
৮। পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় ...	শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্	১৭
৯। ঐ প্রবন্ধের আলোচনা	৩৯
১০। প্রাচীন বাঙ্গলা 'আহুঠ', 'আউট' ও সার্ক-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী ..	শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্	১১০
১১। বাঙ্গলা-ভাষার কর্ম-ও ভাব- বাচ্যের ক্রিয়া ...	" " " "	৫৭
১২। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও নান-বিজ্ঞান)... ..	শ্রীযুক্ত হারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এম্ সি	৭৭
ঐ প্রবন্ধের শুদ্ধিপত্র	১১৮
১৩। বোগেন্দ্র বাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ...	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণভারগব রায় চৌধুরী	১
১৪। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' ...	শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার মে এম্ এ, বি এল্, ডি লিট্	১০১
১৫। বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণ	...	৩০—২৬

বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বহুদিন হইতে বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ-সংগ্রহের কার্য চলিতেছে। সম্প্রতি, পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার কর্তৃকই নানা সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদিতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা সংগ্রহ ও সঙ্কলন করা হইতেছে। কার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে ও বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণের নিকট উক্ত শ্রেণীর পুস্তকাদি বাহা এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্ত হইতেই সঙ্কলন-কার্য চলিতেছে। এ পর্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থ পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই জন্য, এতদ্বারা পরিষদের সদস্য ও সহায় দেশবাসীর নিকট বিজ্ঞান-শাখার পক্ষ হইতে এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহাদের নিকট যদি কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ থাকে, তবে পরিভাষা-সংগ্রহ কার্যের সৌকর্য্যার্থে পরিষৎকে দান করিলে কিংবা কিছু দিনের জন্য ধার দিলে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের প্রদত্ত পুস্তক সবদেয় ব্যবহৃত হইবে ও কার্যান্তে ফেরত দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত, 'বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা' প্রকাশিত হইলে গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে গ্রন্থদাতার এবং বাঁহারা গ্রন্থ ধার দিবেন, তাঁহাদের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত হইবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

মজার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহুপুরাতন সিদ্ধিপীঠ এবং বলযোগপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী,—মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, ছপলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট স্টেশনের অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির।

সেবাইত—

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

এ পর্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদক ঠায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাদ ৮রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—“এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।” প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত পুথির নিপিকাল-শীর্ষক প্রবন্ধ সহ বর্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্রাজ্ঞের কতিপয় মতামত :—

“যেদ্রুপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়.....গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কাপণ্য করেন নাই! ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক”—“নব্য-ভারত,” চৈত্র ১৩২৬।

“ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে.....বর্ণনাকৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাঙ্মগ্যমান।”—“ভারতবর্ষ,” বৈশাখ, ১৩২৭।

“ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ..... বৃন্দাবন-বাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।”—“মানসী ও মর্শ্ববাণী,” জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

“তীর্থধাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই”—“প্রবাসী” (সংবাদ), ১৩২৭।

“বৃন্দাবন-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালার নাই বলিলেও চলে।”—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

“The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature.”—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

“The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly servicable to those who interested in Brindaban—its past history and present position.”—The Bengalee, 9th May, 1920.

“To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademecum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading.”—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২৫০

পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১৫০

ডাকমাণ্ডল স্বত্ত্ব।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

২৪৩১, আগার সাকু নার রোড,—কলিকাতা।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সম্পাদিত

ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্তার ৬২৩টি উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দ্রুত হলের পাদটীকাসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী অল্পহং ভূমিকায় পদকর্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থপ্রয়োগ-সম্বলিত অল্পহং শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেন্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

“বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রকৃত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাঝেই স্বীকার করিবেন।”

সুপ্রসিদ্ধ “অমৃতবাজার পত্রিকা” লিখিয়াছেন,—

“The present work “Aprakashita Padaratnavali” is an out come of Satis Babu’s life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis, including poems by nearly thirty unknown ‘pada-kartas’ and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master poets of the Padavali Literature. * * * As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis.”

সুপ্রসিদ্ধ “হিতবাদী” লিখিয়াছেন,—

“এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-জ্ঞানের উজ্জলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত স্বকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি।”

সুপ্রসিদ্ধ “প্রবাসী” লিখিয়াছেন,—

“সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব পদকর্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। * * * এই সকল অপরিচিত পদকর্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভার সমুজ্জল। বাংলায় প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাঝেরই সমাদর লাভ করিবে।”

২০৩১১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ২-৬ই টাকা।

সাহিত্য-পরিষদের প্রচাবলী

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

*১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অবোধা ও উত্তরাকাণ্ড)	১০, ১১	*৩৪। ইন্ডয়ের ব্রাহ্মণ	
*২। গীতাধর দাসের রসমঞ্জরী		৩৫। কবি হেমচন্দ্র	
*৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত		৩৬। রাবীন্দ্রনাথচাঁদেবের জীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	
*৪। ছুটীখানের মহাভারত		৩৭। যোগেশচাঁদবদান্তকল্পলতা	২১০, ৪৫০
৫। বনবাণী দাসের জয়দেবচরিত্র	৫০, ১০	৩৮। শব্দকোষ (১—৫ খণ্ড)	৩৫০, ৫১০
৬। বাহুবলী বোমের পদাবলী	১০, ১০	*৩৯। মহিলা ব্রতকথা	
*৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল		*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা	
*৮। মণিক গাঙ্গুলির বর্ণনামঙ্গল		৪১। কঙ্কিপুত্রাণ	৫০, ১০
*৯। ভাণ্ডারচাঁদেবের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী		৪২। জ্যোতিষ বর্ণন	১১, ১০
*১০। সৌরপদতরঙ্গিনী	২, ২	৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ	১০, ১৫০
*১১। কালীপারিক্রমা		৪৪। দুর্গামঙ্গল	১০, ১
*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভজ		৪৫। সতীতরঙ্গকল্পকল্প	২৫, ৩০
*১৩। রামায়ণ-তত্ত্ব		*৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী	২, ৩
*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল		৪৭। তীর্থ-মঙ্গল	৫০, ৫০
১৫। বৌদ্ধধর্ম	১০, ৫০	৪৮। মৃগসূক্ত	৫০, ১০
১৬। গীতার ঈশ্বরবাদ	১, ১০	৪৯। সত্যনারায়ণের পুঁথি	৫০, ৫০
*১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রহ্মপারিক্রমা		৫০। পদকল্পতরু (১—৩ খণ্ড)	৩৫, ৫
১৮। শব্দ ও শব্দানুনি	১০, ৫০	৫১। সন্ন্যাস বোধোক্তা	
১৯। নব্য-রমায়ণী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	৫০	৫২। মৃগসূক্ত-সংবাদ	৫০, ১০
*২০। রামায়ণ বহুপ্রভাঙ্গা-চরিত্র		৫৩। তীর্থভ্রমণ	১, ১৫০
*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ		৫৪। পদ্মামঙ্গল	১০, ৫০
*২২। বিলম্বপঞ্জিকা		৫৫। বৌদ্ধগান ও মোহা	৩, ৩
*২৩। নরহরি চক্রবর্তীর নবদীপ-পারিক্রমা		৫৬। বর্ষপুঞ্জ-বিধান	১০, ৫০
*২৪। বিদ্যাগতির পদাবলী	৩, ৫	৫৭। বঙ্গলচণ্ডী-পাকালিকা	৫০, ১
২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩, ৩৫	৫৮। চণ্ডীদাসের ঐক্যকীর্তন	২১, ২৫০
২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস	২৫, ২৫	৫৯। জ্ঞানসাগর	৫০, ১০
২৭। করিমপুরের ইতিহাস	৫০, ৫০	৬০। সারদামঙ্গল	১০, ৫০
*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ		৬১। নেপালে বাজালা নাটক	১, ১০
*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু		৬২। গৌরীজ-সন্ন্যাস	১০/৫০
*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যালাস		৬৩। ভায়বর্ন (১—২ খণ্ড)	৩৫, ১০
৩১। বিষ্ণুসূক্তি-পরিচয়	৫০, ৫০	৬৪। গৌরকবিত্তর	১০, ৫০
৩২। বারাপুরী	৫০, ১০	৬৫। ঐক্যকবিত্তর	৫০, ৫০
৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	১০, ১	৬৬। সর্বসংবাদিনী	১৫০, ২১০
		৬৭। নব্যবিজ্ঞান	১, ১৫০
		৬৮। উদ্ভিদ-জ্ঞান (১ম পর্ব)	১, ১০৫

অষ্টম্যঃ—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফরাইয়া গিয়াছে।

৬. টাকাসহ পরিষদ-প্রচাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫০ ও সাধারণপক্ষে ২২৫০। কিন্তু পরিষদ-প্রচাবলীর বহুলপ্রচারকরে সদস্যপক্ষে ৬ ও সাধারণপক্ষে ৭ টাকা মূল্য কেওয়া হইতেছে—১। বারাপুরী, ২। রাধিকার মানভজ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুসূক্তি-পরিচয়, ৬। পদ্মামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-বর্ণন, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাজালা নাটক, ১০। বর্ষপুঞ্জ-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞানসাগর, ১৩। মৃগসূক্ত, ১৪। মৃগসূক্ত-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। ঐক্যকবিত্তর, ১৮। বৌদ্ধগান ও মোহা। ১৯। ভায়বর্ন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, কলিকতা।

ত্ৰিপদকম্পতৰু (তৃতীয় খণ্ড)

শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ ৱায় এম্ এ কৰ্তৃক সম্পাদিত ।

চতুৰ্থ শাখা—প্ৰথম ভাগ, ২৬শ পৰব পৰ্য্যন্ত ৩৩২ পৃষ্ঠায় সুচাৰুভাবে টীকা-পাঠান্তৰাদি সহ মুদ্ৰিত হইয়া প্ৰকাশিত হইল । ইহাতে প্ৰত্যেক সংস্কৃত পদগুলিৰ টীকা ও অনুবাদ ত আছেই, ইহা ছাড়া অধিকাংশ দ্ৰুত পদেৰ সুললিত ব্যাখ্যাও প্ৰদত্ত হইয়াছে । মূল্য পৰিষদেৰ সদস্ত-পক্ষে ১।০, শাখা-সভাৰ সদস্তপক্ষে ১।০ ও সাধাৰণেৰ পক্ষে ১দ০ ; এই গ্ৰন্থেৰ ১ম ও ২য় খণ্ডেৰ মূল্য বৰ্ত্তাকমে পৰিষদেৰ সদস্ত-পক্ষে ১, ১।০ ; সাধাৰণ-পক্ষে ১।০, ১দ০ ।

—০—

মনোবিজ্ঞান

শ্ৰীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচাৰ্য্য-প্ৰণীত

শ্ৰীযুক্ত ডাঃ ব্ৰজেননাথ শীল, শ্ৰীযুক্ত হীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত প্ৰভৃতি মনসী দাৰ্শনিকগণেৰ অনুমোদনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ কৰ্তৃক বঙ্গভাষায় এই অভিনব গ্ৰন্থ প্ৰকাশিত হইয়াছে । ইহাতে পাশ্চাত্য দৰ্শনেৰ মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক সকল তথ্যই আলোচিত হইয়াছে । অধিকন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ও দৰ্শনে মন সন্মুখে যে সকল বিচাৰ বিশ্লেষণ আছে, তাহাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং বিকল্প-প্ৰসঙ্গে বৌদ্ধ-দৰ্শনেৰ উক্তি কতকপৰিমাণে নিবদ্ধ হইয়াছে । যে সকল কলেজেৰ ছাত্ৰ সংস্কৃত-দৰ্শনেৰ নিবিড় সাহিত্যে প্ৰবেশলাভ কৰি ত ইচ্ছা কৰেন এবং সে সকল সংস্কৃতপাঠী ছাত্ৰ বড়দৰ্শন অবলম্বন কৰিয়া ইংৰেজী মনোবিজ্ঞানেৰ বিচাৰ-প্ৰণালী অধ্যয়ন কৰিতে সমুৎসুক, তাহাৰ এই গ্ৰন্থে বিশেষ সাহায্য পাইবেন । এই গ্ৰন্থে ব্যবহৃত পাৰিত্যবিক শব্দ ও তাহাদেৰ ইংৰেজী প্ৰতিশব্দ ও শব্দমূৰ্ত্তী প্ৰদত্ত হইয়াছে । মূল্য—সদস্তপক্ষে—১, শাখা-পৰিষদেৰ সদস্তপক্ষে—১।০ ও সাধাৰণেৰ পক্ষে—১।০

প্ৰাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পৰিষদ্ মন্দিৰ ।

২৪০।১, আগাৰ সাকুল্গাৰ ৰোড, কলিকাতা ।

—০—

বৌদ্ধগান ও দোহা

ইহাতে চর্য্যচর্য্যাবিশিষ্ট, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কারুপাদের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০ বৎসরেরও পূর্বে রচিত। বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পরিবাদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ঐ, এম্ এ মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ভাষা-তত্ত্বের অমূল্যলেনে এই গ্রন্থের স্থান বোধ হয় সর্বোপরি। মূল্য—সদস্ত-পক্ষে ২১, সাধারণ-পক্ষে ৩।

বাঙ্গালা-ভাষা

শব্দকোষ—ভাষাতত্ত্বমুসন্ধিৎসুগণের পরম উপাদেয় গ্রন্থ। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যামিথি এম্ এ বাহাদুর বিরচিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্তপক্ষে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য—৩।০০, সাধারণের পক্ষে—২।০০।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাণ্ডল ৫০ আনা।

(পরিবাদের সদস্তগণ বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াটিক সোসাইটি যেমন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব-সম্পর্কীয় বিষয়, প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ, মুদ্রালেখ, প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ করেন, ইহাতেও সেইরূপ বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, চিত্রাদি সহিত প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন মৌলিক অমুসন্ধানের কলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটি যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপ বাঙ্গালী অমুদ্রিত পুথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেই পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাহারা পরিবাদের সদস্ত নহেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই পত্রিকার গ্রাহক হইলেও অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

১৩২৪ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত পুরাতন পত্রিকার পরিবাদের সদস্তগণের এবং সাধারণের জন্য প্রতি বৎসরের মূল্য ১ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

২৪৩১ আগার, সাকুলার রোড, কলিকাতা।

